উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } সন ১৩৩০ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা

নববর্ষে।

চলি যায় পুরাণ বরষ চৈত্র বুঝি হ'ল অবসান
কোথা হ'তে ভেসে আসে বিদায়ের গান,
করুণ মধুর ;
দূর হ'তে দূরে শুনি অভিনব সুর
আজি বিদায়ের দিনে বেদনার নাহি অবসর
হে বৈশাখ লয়ে নব বর
এস এস মানবের পাশে
জীবনের জীর্ণ পাতা উড়ে যাবা ঝড়ের নিশ্বাসে
হে ভীষণ জীবনের মাঝে
এস তুমি মহানন্দে মহাবীর ভৈরবের সাজে।
নিদারুণ বরষ বিরহ
বেদনা অসহ
নিমেষেতে মুছে যাক বিশ্ব হতে আজ
নব নব আশা লয়ে মেঘমন্দ্ররবে এস রুদ্ররাজ.

নবীন উল্লাসে
ছড়াও অমৃত বাণী অনন্ত আকাশে,
বীণা তন্ত্রে তোল নব সুর
অতীতের নিরাশা বিষাদ ধূলী সম করি দাও দূর
ঢাল শান্তি নীর
বেদমন্ত্র সম সুগম্ভীর
সহজ সরল সত্য জাগাও পরাণে,
পূর্ণ করি জ্ঞানে
বিশ্ববাসী মানবের প্রাণ,
হে নূতন কর বল দান।
কাল গর্ভে হল বুঝি লয়
সুসময়,
শুধু ধূলা খেলা করি,
কাটিতেছে এ জীবন দিবস শর্ব্বরী
আলোকের পথে
ধীরে ধীরে যেতে হবে ঘন ঘোর এ আঁধার হ'তে
প্রেমের প্রদীপ প্রাণে জ্বালি
সাজাইয়া কুসুমেতে ডালি
নীরবে ছুটিতে হবে ঐ চিরসুন্দরের পানে
পূর্ণ করি' হিয়া গানে গানে।
নববর্ষে অসীমের পথে চলি যেন অমৃতের লাগি
এই ভিক্ষা মাগি'
হে রুদ্র বিরাগী।

(বি)

নববর্ষে—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়—তা জাতিই কি আর ব্যক্তিই কি। শুধুই কি বিজয়—তাহা নহে সেখানে রাজশ্রী—রাজলক্ষ্মী, সেখানে ভূতি—উত্তরোত্তর উন্নতি আর সেখানে ধ্রুবানীতি—অব্যভিচারিণী নীতি আসিবেই।

যদি বলা যায় এতদিন ধরিয়াত ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিতেছি কিন্তু উন্নতি দেখিতে পাইনা কেন? ইহার উত্তর ত সহজেই পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ধর্ম্ম কি শুধু বচনে করিতেছি, অথবা প্রাণশূন্য অনুষ্ঠানে করিতেছি? যদি বচনে ধর্ম্ম করিয়া থাকি তবে বচনে উন্নতি হইয়াছে—শাস্ত্রের বচন অনেক শিক্ষা করা হইয়াছে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বচন অনেক লাভ হইয়াছে—ইহাতে ত প্রাণ জুড়াইবে না—ইহাতে ত শান্তি আসিবে না। যদি বলা হয় অনুষ্ঠানওত কিছু কিছু করি—জিজ্ঞাসা করি এই অনুষ্ঠানে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় কি? না সন্ধ্যা পূজা জপ তপও করি আর ঐকালে অসম্বন্ধ প্রলাপও বকি? এই প্রাণশূন্য অনুষ্ঠানে যোগেশ্বর কৃষ্ণই বা কোথায় আর ধনুর্দ্ধর পার্থই বা কোথায় যে শ্রী, বিজয়, ভূতি আর ধ্রুবানীতি আসিবে? লয় বিক্ষেপের সঙ্গে কয়দিন ঠিক ঠিক যুদ্ধ করা হইয়াছে—ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে ত জয় আসিবে—নতুবা পরাজয় না করিয়া উঠিয়া গেলে ত লয় বিক্ষেপেরই জয় হইবে।

কেন এমন হইতেছে? ধর্ম্মকে বুঝি ভাল করিয়া ধরা হয় নাই। অধর্ম্মের হাতেই বুঝি পড়িয়া আছি—আর অধর্ম্মের অধীনে থাকিয়া বয় ত কপটধর্ম্ম একটু আধটু করি—আহা! ইহাতে কি হইবে?

হায়! ধর্ম্ম করিতে গেলে যে অধর্ম্ম ত্যাগ করা চাই। লাম্পট্য মাত্রই যে অধর্ম্ম। জিহ্বা লাম্পট্য কি গিয়াছে? শ্রীভগবানের নাম সর্ব্বদা করিলে জিহ্বা লাম্পট্য যায় শুনি। প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ পাঠে ও মননে মনের লাম্পট্য যায় শুনি; শাস্ত্র সর্ব্বদার উপর বড় জোর দিয়াছেন। "রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি" "তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন্"। এখানে যাঁহারা নিত্য রাম রাম জপ করেন তাঁহাদের কদাচ মৃত্যুভয়াদি থাকে না। নিরন্তর প্রতিদিন রাম রাম করা কি অভ্যাস হইল? আবার বলিতেছেন "য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রাম সীতয়োঃ" যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই সীতারাম রহস্য চিন্তা করিবে তাহার শ্রীরামচন্দ্রে বিজ্ঞান পূর্ব্বিকা দৃঢ়া ভক্তি জন্মিবে। নিত্য কি তত্ত্ব

চিন্তা করা হয়? আবার "মন্ত্রেতি জপ সর্ব্বদা"—সর্ব্বদা মরা—মরা জপ—কর। হয় কি তাহা? আবার "যস্য নাম সততং জপন্তি যেঽজ্ঞান কর্ম্মকৃতবন্ধনংক্ষণাৎ সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং যান্তি কোটি-রবি-ভাস্বরং শিবং" সর্ব্বদা যাঁহার নাম জপ করিলে অজ্ঞান কর্ম্মকৃত বন্ধন হইতে একক্ষণেই সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া কোটি সূর্য্য দীপ্ত মঙ্গলময় পরমপদে মানুষ যাইতে সক্ষম হয়—বলিতেছি সর্ব্বদা কি এই নাম জপ করিবার কোন চেষ্টা চলিতেছে? জপের সম্বন্ধে যেমন সর্ব্বদা করার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ ভক্তি গ্রন্থ পাঠের কথা মননের কথা—চিন্তার কথা প্রত্যহ করিতে হইবে বলা হইয়াছে।

"যস্তু প্রত্যহ মধ্যাত্ম-রামায়ণমনন্যধীঃ
যথাশক্তি পঠেদ্ভক্ত্যা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ"

যিনি প্রত্যহ অনন্যমনে ভক্তিসহ অধ্যাত্মরামায়ণ যথাশক্তি পাঠ করেন তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন। প্রত্যহ পাঠ করার অভ্যাস কি হইল?—না—যখন রুচি, পড়িলাম, আবার খামখেয়ালে পাঠ বা শ্রবণ বন্ধ করিলাম। প্রত্যহ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের কথা ত শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

জিহ্বা লাম্পট্যে, বিনা প্রয়োজনে, মানুষ পাইলেই কথা জুড়িয়া দিলাম—শাস্ত্র আজ্ঞা মাথায় রহিল; মনের লাম্পট্যে লোক ব্যবহারে শত শত ফন্দি আঁটিতে লাগিলাম—ঈশ্বর মনন কোথায় রহিল তার ঠিক নাই, বল লয় বিক্ষেপ যাইবে কিরূপে? তাইত বলিতেছি ধর্ম্ম করা হইতেছে কোথায়?

ধর্ম্ম যে জীবনের সার বস্তু। ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রশংসা যে কতস্থানে কত ভাবে করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা মহাপুরুষ, যাঁহারা ধর্ম্মকে ভাল বাসিয়াছেন, ধর্ম্মকে সার বস্তু বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য এমন উৎপীড়ন নাই যাহা সহ্য করেন নাই। রাজা যুধিষ্ঠির—কি না সহ্য করিয়াছিলেন? শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ধর্ম্মের জন্য আপনি আচরণ করিয়া কত দুঃখই না সহ্য করিবার উপায় দেখাইয়াছেন? আর পুণ্যশ্লোকা মা বৈদেহী!—সমস্ত জীবন ধরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিতে হয় কিরূপে। মহাপুরুষেরা সকলেই নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। তবু কি বলিবে অধর্ম্মের জয়ও ত দেখা যায়? আপাত দৃষ্টে জয় দেখা যায় বটে; সেটা কিন্তু নির্ব্বাণ সময়ে দীপশিখার মত "সমূলেন বিনশ্যতি"র চিহ্ন।

প্রতি মানুষ—প্রতি নরনারী—ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য আত্ম প্রকাশ। মনুষ্য জীবনের, মনুষ্য দেহের, মনুষ্য মনের বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলে সৃষ্টিকর্ত্তার যে বিচিত্র বুদ্ধিমত্তার বিকাশ পাইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি মানুষ যে আপনাকে আপনি ক্ষুদ্রভাবে, আপনাকে আপনি দীন হীন মনে করে ইহা নিতান্তই বিড়ম্বনা। মানুষকে প্রবুদ্ধ করিলে মানুষ সবই হইতে পারে, সবই করিতে পারে। আপনাকে আপনি প্রবুদ্ধ করাই মানুষ জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। সৃষ্টির নিয়মে মানুষ কালে কালে প্রবুদ্ধও হয়, আবার কালে কালে অজ্ঞান ঘুমে ঘুমাইয়া পড়ে; স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নে ছুটাছুটি করে আর ভাবে, আমরা উন্নত হইয়াছি। মানুষ অজ্ঞান-প্রবল, সঙ্কর এই কলিযুগে বহু আস্ফালন করে আর বলে এই কলিযুগই অতি উন্নত যুগ। আমরা শিক্ষিত—আর আমরা উন্নত। শাস্ত্র ত বলিতেছেন—বিদ্যাভ্যাসে সদা উদ্যোগ করিবে—অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাস করিবে। আজকালকার মানুষ ভাবে এত স্কুল, এত কলেজ সবই ত বিদ্যাভ্যাসের জন্য। হরি হরি—এই বিদ্যাভ্যাসে সদোদ্যোগ করিতে কি ঋষিগণ বলিতেছেন? এত অধর্ম্ম করিয়া কি বিদ্যা অভ্যাস হয়? বিদ্যা কি তাই বুঝি আমরা জানি না—তার আবার সদা অভ্যাস কি করিব? "আমি দেহ নই আমি চিৎস্বরূপ আত্মা"—এই যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির নাম বিদ্যা—এই বিদ্যার অভ্যাস সর্ব্বদা করিতে হইবে। "আমি দেহ" এই যে বুদ্ধি ইহারই নাম অবিদ্যা। আমরা কি সর্ব্বদা "আমি আত্মা" এই বিদ্যার অভ্যাস করি? আমরা কি বিদ্যার স্থানে অবিদ্যা বসাই নাই? আহা! আমরা প্রবুদ্ধ হইব কিসে?

ধর্ম্মই মানুষকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। এই জন্য ঋষিগণ ধর্ম্মের এত প্রশংসা করিয়াছেন। শুনিবে একটু ধর্ম্মের প্রশংসা?

ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন—

ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বম্॥

সতত উত্থিত তোমরা—সদা উদ্যোগী তোমরা—তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক। মৃত্যুরপরে যে দেশ, সে দেশে যখন যাইবে তখন ধর্ম্ম-ভিন্ন আর কেহই তোমার

বন্ধু নাই। কামিনীই বল আর কাঞ্চনই বল, যত নিপুণভাবে ইহাদের সেবা কর ইহারা কখন আপনারও হয় না, আর কখন স্থিরও থাকে না।

ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুনে।
ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ॥
ধর্ম্মোগুরুঃ সত্যএকো ধর্ম্ম এব পরাগতিঃ।
ধর্ম্ম আত্মা ক্রিয়াধর্ম্মস্তীর্থানি ধর্ম্ম এব হি॥
ধর্ম্মো ধনং সর্ব্ব দেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্‌বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থ জীবনম্॥
সদসৎ কর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
ধর্ম্মে মতিঃ পরোলাভস্তস্য স্বপচয়োঽন্যথা॥
সা চাতুরী চাতুরী যা ধর্ম্মরক্ষাকরী ভবেৎ॥
সহস্রোপদ্রবৈর্যুক্তো যো ন ধর্ম্মং জহাতি হি।
স ধীর উচ্যতে সদ্ভির্ধর্ম্মহা তাত্মহা মতঃ॥
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ।
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্॥
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী।
ধর্ম্মার্থে বর্ষতীন্দ্রোঽপি ধর্ম্মার্থে তপতে রবিঃ॥
ধর্ম্মার্থে বহতে বায়ু ধর্ম্মার্থেঽগ্নি র্জ্বলত্যসৌ।
ধর্ম্মার্থাণি পুরাণানি ধার্ম্মিকং পূজ্যতেঽমরৈঃ॥
অধার্ম্মিকং মুখং দৃষ্টা পশ্যেৎ সূর্য্যং সদা নরঃ॥
ধার্ম্মিকো যত্র তৎ তীর্থং সে দেশো নিরুপদ্রবঃ।
নাধর্ম্মে রমতাং বুদ্ধির্যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

* * * *

তস্মাদ্ধর্ম্মেমতিঃ কার্য্যা সুরাসুর নরাদিভিঃ॥
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
যথা স্বল্পমধর্ম্মং হি জনয়েৎ তু মহাভয়ম্॥

হে জাবালে! সনাতনধর্ম্ম সকলেরই সদা সেবনীয়; ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পিতা মাতা পিতামহ সকলই। ধর্ম্মই গুরু, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই পরাগতি। ধর্ম্মই আত্মা, ধর্ম্মই ক্রিয়া, ধর্ম্মই তীর্থ সমূহ, ধর্ম্মই ধন, ধর্ম্মই সমস্ত দেবতা এ

বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ধর্ম্মই সম্পদ্ আর ধর্ম্মরাহিত্যই বিপদ। যে ধর্ম্ম রহিত হইল—ধর্ম্ম আশ্রয় করিল না—ধর্ম্মাচরণ করিল না তার জীবনই ব্যর্থ গেল। সনাতন ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম চিরদিন বিদ্যমান্ তিনিই মানুষের সৎ কর্ম্মের ও দ্রষ্টা আর অসৎ কর্ম্মেরও দ্রষ্টা। ধর্ম্মে মতি হওয়াই পরম লাভ; ধর্ম্ম-বুদ্ধির অভাবই সমস্ত ক্ষতির মূল। সেই চাতুরীই চাতুরী যে চাতুরীতে ধর্ম্মরক্ষা হয়। সহস্র উৎপাতে উপদ্রুত হইয়াও যিনি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ না করেন তাঁহাকেই সাধুগণ ধীর বলেন। ধর্ম্মত্যাগী যে তাহাকেই আত্মঘাতী জানিবে। স্ত্রী ধর্ম্মেরই জন্য, পুত্র ধর্ম্মেরই জন্য; ধর্ম্মের জন্যই গৃহ, আর ধর্ম্মের জন্যই ধন, ধর্ম্মের জন্যই দেহ, ধর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী স্থির আছেন। ধর্ম্মের জন্যই ইন্দ্র জলবর্ষণ করেন, ধর্ম্মেরই জন্য সূর্য্য তাপ দান করেন, ধর্ম্মের জন্যই বায়ু প্রবাহিত হয়েন, আর ধর্ম্মেরই জন্য অগ্নির প্রজ্বলন। পুরাণ সমুদয় ধর্ম্মেরই জন্য, যিনি ধার্ম্মিক দেবতাগণ তাঁহার পূজা করেন। অধার্ম্মিকের মুখ দেখিয়া মানুষের সর্ব্বদা সূর্য্যদর্শন করা উচিত। যে দেশে ধার্ম্মিক থাকেন সেই দেশই তীর্থ, সেই দেশই নিরুপদ্রব। অধর্ম্মে যেন কখন বুদ্ধি না যায় কারণ যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় নিশ্চয়।

দেবতা, অসুর, মানুষ—ইঁহাদের সকলেরই এই জন্য ধর্ম্মে মতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাচরণ অতি অল্পও যদি হয় তাহা হইলেও ইহা মহাভয় (মৃত্যু সংসার রূপ) হইতে পরিত্রাণ করে—আর অধর্ম্মাচরণ অতি অল্প হইলেও মহাভয় উৎপাদন করে।

শুনিলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দা? কোন্‌টি ধর্ম্ম এখন তাহাও দেখ। যে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম লোক সকলকে পালন করিতেছেন "তস্মৈ ধর্ম্মায় বৈ নমঃ" সেই ধর্ম্মকে নমস্কার। সত্য, দয়া, শান্তি ও অহিংসা—ধর্ম্মের এই চারিপাদ। বেশ করিয়া জীবনটাকে দেখ, দেখিয়া দেখিয়া সত্যকে, দয়াকে, শান্তিকে এবং অহিংসাকে কতটুকু আশ্রয় করিয়াছ তাহা নিশ্চয় কর।

মিথ্যা কথা প্রাণান্তেও বলিও না, যাহা অঙ্গীকার কর তাহা পালন করাই চাই, প্রিয় বাক্য সর্ব্বদা বলিতে অভ্যাস করা চাই—(শ্লেষ বাক্য ত দাম্ভিকতার দুর্গন্ধ অজীর্ণ উদ্গার), গুরুজনের সেবা করা চাই, নিয়ম যাহা কর তাহা বরাবর রাখাই চাই, পরকালে বিশ্বাস রূপ আস্তিক্য থাকা চাই, সাধুসঙ্গ চাই, মাতা পিতার প্রীতি উৎপাদন করাই চাই; বাহিরে ভিতরে শৌচাচার চাই; লোকনিন্দা যাহাতে হয় তাহাতে লজ্জা থাকা চাই আর কৃপণতা ত্যাগ করা চাই। এই

হইলে সত্যপালন হয়। কত আর বলা যাইবে। দয়া সম্বন্ধে তুলসীদাস বলিয়াছেন

দয়া ধরম্ কি মূল হ্যায় নরকমূল অভিমান।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া যব কণ্ঠাগত জান॥

পরোপকার কর, দান কর, সর্ব্বদা হাস্যমুখে লোকের সঙ্গে কথা কও, বিনয়ী হও, (কপট বিনয় দেখান অপেক্ষা মৌন থাকাই শ্রেয়) নম্র হও, সমদর্শী হইতে প্রাণ পণ কর—এইগুলি সমস্তই দয়ার কোটায়। শান্তি কিসে আসিবে জান? পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করিও না, সংসারে যাহা আইসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যাস কর, কোন ইন্দ্রিয়কে লাম্পট্য করিতে দিও না, নিঃসঙ্গ থাক, মৌন থাক, দেবতার পূজা কর, নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখ, ভয় কোথাও করিও না, মানাপমানে সমান থাকিতে চেষ্টা কর, আত্মশ্লাঘা ছাড় পরগুণে শ্লাঘা কর, তীর্থ সেবা কর, দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর ইত্যাদি। আর অহিংসার মধ্যে পরপীড়ন না করা, অতিথি সেবা করা, সর্ব্বদা শান্তভাব প্রদর্শন করা, সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখা, অপরকেও নিজের আত্মা মনে করা এই সব।

বলিতেছ এত কি পারা যায়? না যায় ত যেখানে যাইতে হয় যাও। কিন্তু একে ধরিলে এই সমস্তই আসিবে। এক এক বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরের প্রীতি জন্য একটিকে মুখ্য করিয়া চল সকল গুণই তিনি আনিয়া দিবেন।

ধর্ম্মের মূল কিন্তু আহার শুদ্ধ করা। ইহাত প্রথমেই চাই। তার পরে আর একটি বস্তু অভ্যাস কর। এটী বাক্যের ব্যবহার। বাক্য সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন শ্রবণ কর।

বাক্যই পরম পবিত্র দ্রব্য, বাক্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু, বাক্যই অমৃত, আবার কুব্যবহারে বাক্যই বিষ।

ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মরূপী বাক্য সৃজন করেন—তার পরে ভাষা এবং ভাষা জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ। ইহা হইতে পদজ্ঞান, অর্থজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, মন্ত্রজ্ঞান, ক্রমে জ্ঞানে মুক্তি।

বাগেব ব্রহ্মরূপৈব তাং যো মিথ্যাসু লিপ্সিপেৎ।
মিথ্যাবাদী স বিজ্ঞেয়ো নারকী পরমো মতঃ॥
বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিরসচ্ছেদনং তথা।
ন তথাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যাবাচাং বিদীয়তে॥

বাক্ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মরূপী বাক্যকে যে মিথ্যাতে নিক্ষেপ করে তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিবে—সে ব্যক্তি ঘোর নারকী। বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় বা মস্তক ছেদন করিতে হয় তাহাও করিবে তথাপি বাক্যরূপী ব্রহ্মকে মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

উপসংহারে বলি কত বৎসর ধরিয়াই ত একই কথা বলা হইতেছে—কিন্তু যতদিন না বচনটি কার্য্যে পরিণত হইতেছে ততদিন পুনঃ পুনঃ বলাও চাই।

এই বৎসরের জন্য বলিতেছি—

(১) ধর্ম্মানুষ্ঠান কর—প্রিয় বাক্য বল, মিষ্ট বাক্য বল, সত্য বাক্য বল। অধিকাংশ সময়ে হরি হরি করিয়া বাক্‌সংযম অভ্যাস কর।

(২) প্রত্যহ ভক্তিশাস্ত্র বা অধ্যাত্ম শাস্ত্র যথাশক্তি পাঠ কর ও মনন কর।

(৩) সর্ব্বদা নাম করার জন্যই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম কর।

প্রথম প্রথম সর্ব্বদা নাম হইবে না কারণ সে ভাগ্য নাই। কিন্তু যখনই লোক সঙ্গ না থাকিবে তখনই নাম কর। নিত্য কর্ম্মের আদিতে নাম করিয়া বস, কর্ম্ম সাঙ্গে আবার নাম, আহারান্তে নাম, ভ্রমণে নাম, শয়নকালে নাম—নিদ্রাভঙ্গে নাম—এইভাবে নাম চলুক। নাম যখন করিবে তখন ত্রিমণ্ডল মধ্যে নামের নামীকে বসাইয়া নাম করা চাই—ইহাতে রূপের সঙ্গে নাম করা হইবে। ভক্তি শাস্ত্র পাঠে গুণ ও লীলার সাহায্যে নাম চলিবে। সর্ব্বাপেক্ষা নাম করার সার্থকতা তখন হইবে যখন স্বরূপ চিন্তায় আর কিছুই থাকিবে না—শুধু নামেই নাম ত্যাগ হইয়া স্থিতি হইবে।

নববর্ষে চিরমিলন।

পাথার কোলে ঊর্ম্মি যবে সুপ্তি সুখে রহে
　শান্তি তার কতই প্রাণে হায়,
হরষ ভরে সাগর পরে নৃত্য করি কহে
　'বক্ষে তবখেলতে প্রাণ-ধায়'।
অসীম ঐ আকাশ কুলে সূর্য্য শোভা পায়
　কিরণ রাশি জলের পরে হাসে,
মুগ্ধ হয়ে ঊর্ম্মি যেন শূন্য পানে চায়
　রবির সনে মিলন অভিলাষে।
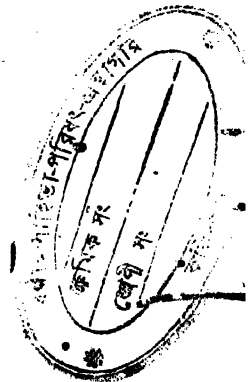
তাইতে ভানু বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে নিল তারে
রাখ্‌লনাত সোহাগভরে বুকে,
নিঠুর কত পতন ব্যথা লাগল্‌ বারে বারে
লহরী আজ শূন্যে ফিরে দুখে।
বারির রূপে ঢেউয়ের আজ আঁখির জল ঝরে
পাথারে আর নাইক তার স্থান,
অনেক দিন ভ্রমন করি' ক্ষুদ্র নদী পরে
পড়িয়া তার আকুল হল প্রাণ।
আবার সেযে সকল বাধা অতিক্রমি আজ
সাগর সাথে মিলন আশে ছুটে,
ভুলবে নাত এবার হেরি মিথ্যা মোহ সাজ
হর্ষে তার হৃদয়খানি লুটে।
অনাদি সেই মিলন ডোরে ভক্ত ভগবানে
এমনিতর গভীর প্রেমে কাঁদা,
বিরহ শুধু ভক্তপ্রাণে নবীন মধু আনে
মিলন তরে জীবন ভোর কাঁদা।

নববর্ষে ধারণাভ্যাসী ও বিচারবান্‌।

জপে শ্রান্ত হইলে ধ্যান করিবে, ধ্যানে শ্রান্ত হইলে পুনরায় জপ করিবে আবার জপ ও ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আত্ম বিচার করিবে ঋষিগণ সাধন পথে চলিবার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বরূপ বিশ্রান্তিতে কি থাকে, কি থাকেনা তাহার আলোচনা এখানে করা হইলনা। জ্ঞান পথে ও ভক্তি পথে—উভয় পথেই সম্বন্ধ নির্ণয় চাই—সে জন্য আত্মবিচারও চাই। আত্মবিচার কি—উভয়দিক দিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে।

আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কাহাদের সঙ্গে পড়িয়াছি, যাইব কোথায়—এই সমস্ত চিন্তাকে ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ হিতচিন্তা বলেন। জগতের

যিনি জ্ঞানগুরু, যিনি প্রার্থীকে জ্ঞানদিবার জন্য এখনও উৎগ্রীব হইয়া আছেন, যিনি জীবের জন্য সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে অপেক্ষা করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন —জগতের সেই জ্ঞান গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—

বিচারো যস্য নোদেতি কোঽহং কিমিদমিত্যলং।
তস্যাস্ত ন বিমুক্তোসৌ দীর্ঘো জীব জ্বর ভ্রমঃ॥ ৬৪॥

আমি কে এই সব কি এই বিচার যার অন্তরে উঠিলনা সে কখন ত এই দীর্ঘ সংসার রোগ হইতে মুক্ত হইতেই পারিবেনা পরন্ত সে জীবভ্রান্তি রূপ দীর্ঘ জ্বর ভোগ করিয়া করিয়া ক্রমেই জীর্ণ, জীর্ণতর, জীর্ণতম হইতে থাকিবে।

সত্যই ত আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কিরূপে আসিলাম, এসব কি দেখি, দেখিয়া শুনিয়া, ভোগ করিয়া শান্তি পাইনা কেন, সদা সর্ব্বদা এখানে এত ছট্‌ফট্ করি কেন, এক অবস্থায় ত থাকিতেই পারিনা, চিরদিন কি আমি এমনি ছট্‌ফট্ করিব, না কখন ইহার নিবৃত্তি হইবে, কি করিলে নিবৃত্তি হইবে, এই সব কথা যাহার মনে উঠিলনা, তার যে বিষম অজ্ঞান রোগ রহিয়া গেল, এবং সেই রোগ জনিত বিকারে তাহাকে সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ কি!

জ্ঞানীর দিক দিয়া এবং ভক্তের দিক দিয়া আমরা এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে ভক্তের দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করি।

এই যে যুগলমূর্ত্তি দেখিতেছি যাহা দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পারিনা—যত দেখি ততই দেখিতে চাই—এই দুইটির একটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলি—আহা! আমি ত একদিন তোমার মতনই ছিলাম, তোমার সঙ্গে এক ছিলাম, তোমারই মতন, তোমার প্রিয়তমের কাছে—আমার প্রিয়তমের কাছে সর্ব্বদা ছিলাম, আমায় কে চুরি করিয়া আনিল তাও ত জানি, কেন আনিল তাও জানিতেছি, যেখানে রাখিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে রাখিয়াছে সবই ত জানিতেছি। এখন আর আমার প্রিয়তমের কাছে যাইবার উপায় আমার নাই। আমি তোমার মতন করিয়া আমার চোরের গৃহে থাকিতে পারি নাই, তুমি যেমন আচরণ করিতে তাও করিতে পারি নাই—আমি এই দুষ্টের বশ হইয়া কত কি করিয়া ফেলিয়াছি এখন আমি আমার দশা বুঝিয়াছি। কেমন করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায় তাহা তুমি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছ, আমি কিন্তু সেইরূপ করিতে পারিলাম না—তাই আমি আগে তোমাকেই ভজি,

ভজিয়া তোমার কৃপায় যদি তোমার মতন করিয়া সদা সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পারি তবেই আমার উদ্ধার হইবে। তুমিই আমার গায়ত্রী—ত্রিসন্ধ্যায় আমি তোমাকেই ভজি। তুমি সেই সবিতার, সেই আমার রমণীয় দর্শনের, সেই আমার ঈপ্সিততমের বরণীয় ভর্গ, রাহু ও শির যেমন একই; ভর্গ ও সবিতাও আবার সেইরূপে একই; তুমিই আমার জন্ম ঐসব আবরণ করিয়াছিলে এখনও কত করিয়া দেখাইয়া দিতেছ—তথাপি আমি চেষ্টা করিয়াও পারিতেছিনা। আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এত বেশী আছে যে এখনকার নূতন কর্ম্ম, নূতন অভ্যাস ঐসব বাধা ঠেলিতে পারিতেছে না। আমার উদ্যম আরও প্রবল হওয়া চাই। তাহাও তোমার কৃপায় হইবে নিশ্চয়ই। আমি করিয়া চলি।

ভক্তির দিক দিয়া "আমি কে" ইহার কি উত্তর পাইলাম? উত্তর পাইলাম আমি প্রতিবিম্ব আর তুমি বিম্ব। আমার নূতন কর্ম্ম হইতেছে প্রতিবিম্বকে সাজান নহে কিন্তু বিম্বকে সেবা করা। বিম্বকে সেবা করিতে করিতে ভিতরে উপাসনা, বাহিরে সেবা—ভাবনা দিয়া—বাক্য দিয়া—কর্ম্মদিয়া সেবা করিতে করিতে প্রতি-বিম্ব যখন সর্ব্বত্রই বিম্বকেই ভাবিতে পারিবে, তখন প্রতিবিম্ব নিরন্তর বিম্বের কাছেই থাকিবে বা বিম্বে মিশিয়া যাইবে। তবে আর কেন—এস দেখি ত্রিমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার উপাস্যের কাছেই সর্ব্বদা থাকিতে অভ্যাস করি। শ্রীসীতা যেমন অশোকবনে চেড়ীমধ্যে যে ভাবে ছিলেন সেই ভাবটি হৃদয়ে জাগাইয়া তাঁহার সর্ব্বদার কার্য্যটি করি এস, সকল প্রকার সাধকের তবেইত সব হইবে।

অশোক বনে রাবণ অপহৃতা সীতার সহিত কি আমার অবস্থা সমান? আমি স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া থাকি, পিতা মাতা লইয়া থাকি। ইহাদিগকেও কি রাবণের চেড়ী ভাবিতে হইবে? না না তাহা বলা হইতেছেনা। বাহিরের সংসার ত কিছুই নয়। কিন্তু ভিতরের সংসারটা দেখিতে বলা হইতেছে। ভিতরে সংসার দেখিলেই অশোক বনও মিলিবে আর রাবণের চেড়ীও মিলিবে।

অশোক বন ত সুন্দর, কিন্তু চেড়ী থাকিলেই শোক বন হইয়া উঠে—রাবণের হাত পড়িলেই অশোক বনটা শোকবন হইয়া যায়। জগৎটা ত অশোক বনই বটে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহা রাবণের হাতে আইসে সেই মুহূর্ত্তে এটা শোকবন হইয়া যায়। তারপর চেড়ী। যাহাদের মধ্যে এই দেহে থাক তারা কেমন কখন কি দেখিয়াছ?

তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি; তোমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি; তোমার বাক্, হস্ত, পদাদি, তোমার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইত্যাদি—ইহাদের সঙ্গেই ত তুমি থাক। ভিতরে এই সব তোমার সংসার, আবার বাহিরের সংসারও আছে। ইহারা তোমার উপকার করে না অপকার করে? ইহারা তোমার বন্ধু না শত্রু? ইহাই দেখিতে বলিতেছি।

ইহারা বেশ মুখ রোচক কথা বলে, ইহারা আমাকে সুখই দিতে চায়, আমি যাহাতে খুসী হইব তাইত করিতে চায় তবে ইহাদিগকে আমি শত্রু ভাবিব কেন? না ভাবিতে হয়, না ভাবিও কিন্তু দেখ দেখি ইহারা তোমাকে তোমার ঈশ্বরের কাছে, তুমি যার প্রতিবিম্ব সেই বিম্বের কাছে থাকিতে দেয় কিনা? তোমার ঈশ্বর, তোমার দয়িত, তোমার ঈপ্সিততম, তোমার সর্ব্বস্ব, তোমার সবের সব যে—যাঁর কথা তুমি শাস্ত্রে শ্রবণ কর, যাঁর কথা তুমি সাধুর মুখে শুন, যিনি তোমার হৃদয় কমলে আছেন, সর্ব্বদা আছেন, চৈতন্যরূপে থাকিয়াও যিনি তোমাকে ধরা দিবার জন্য তোমার কাছে অতি সুন্দর ইষ্টমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকেন, যাঁহার অনুগ্রহে তুমি বাঁচিয়া থাক, যাঁহার কৃপায় তোমার দেহ, তোমার মন জীবিত থাকে—বল দেখি তোমার বন্ধু বান্ধব, তোমার সংসার, তোমাকে তোমার সর্ব্বস্বের কাছে থাকিতে দেয় ত? বল দেখি তোমার স্বজনেরা—তুমি যাহাদের বন্ধু ভাব, ভাবিয়া যাহাদের মধ্যে সতত থাক তাহারা তোমাকে তোমার সেই রমণীয় দর্শনের সংবাদ দেয় ত? না ইহারা আদৌ তাহার দিকে তোমাকে চাহিতে দেয়না—তাহার সংবাদ তোমাকে একবারও বলেনা, তাহার কথা ত কয়ই না—যদি কেহ এই সংবাদ দিতে চায় তাহাকেও তোমার কাছে আসিতে দেয়না—বলনা ইহারা তোমার মিত্র না অমিত্র? বলিতেছি ইহারা তোমাকে, তোমার সকল দুর্গতির মূল যে দুষ্ট, যে দুষ্ট তোমাকে তোমার সেই রমণীয় দর্শনের, সেই সুখময়ের, সেই আনন্দময়ের, সেই নন্দন-কাননের অধিষ্ঠাতার নিকট হইতে আনিয়া কৌশলে তোমায় বন্দী করিয়া, রাখিয়াছে, তোমায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা নানা কৌশলে তোমাকে সেই পঞ্চমুখী রাবণের ভোগ্যা করিতে চায়—ইহারা তোমার সেই রাবণের চেড়ী নিশ্চয়ই। যখন স্থির হইয়া তোমার ঠাকুরকে ডাকিতে যাও, দেখ দেখি তখন তোমার কাণের কাছে অসম্বন্ধ প্রলাপ কে বকে—দেখ দেখি তোমার আলস্য, তোমার অনিচ্ছা, তোমার কাছে কে আনিয়া দেয়, দেখ দেখি কে সর্ব্বদা তোমাকে তাহার নাম করিতে দেয়না, কে ধ্যান করিতে দেয়না—এক কথা

কে তোমাকে তাহাকে ডাকিতে দেয়না—কে তোমার কাণের কাছে সর্ব্বদা বলে আমায় ভজ, পঞ্চমুখী রাবণ আমি তুমি আমার হও—তুমি আমি দুজনে একসঙ্গে কত রঙ্গ করিব—সেটা আবার—তোমায় কি সুখ দিতে পারে এই সব বলিয়া তোমার মনে তার প্রতি সংশয় কে আনিয়া দেয়? তাই বলিতেছিলাম—তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য যিনি সত্য সত্যই দশমুখ রাবণের অশোক বনে চেড়ী বেষ্টিতা থাকিয়াও—কিছুতেই রাবণের বশ হন নাই, যিনি সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া সকল দুঃখ, সকল অত্যাচার, সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তুমি সেই জগৎজননীর আচরিত পথে চলিতে থাক, তাঁর মতন সব উপেক্ষা করিয়া তুমি রাম রাম কর—তোমার রাম তোমায় উদ্ধার করিবেনই নিশ্চয় জানিয়া "ভো রাম মামুদ্ধর" বলিয়া বলিয়া রাম রাম কর—তুমি মুক্ত হইবেই।

ভক্তি পথে আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কাহাদের সঙ্গে আছি, কোথায় যাইব, কেমন করিয়া যাইব—এই সব সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এখন জ্ঞান পথে এই আত্মবিচারের কথা বলিয়া উপসংহার করা যাউক।

আমি কে—জ্ঞানপথে ইহার কি উত্তর পাওয়া যায়? এই দেহটা কি আমি? না ইন্দ্রিয় গুলি আমি, না মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আমি? কে আমি? যে দেহটা মরিয়া যায়, যে দেহটাকে পুড়াইয়া ফেলিলে ভস্ম হইয়া যায়, যে দেহটাকে ব্যাঘ্র সিংহে আহার করিয়া ফেলিলে এটা জানোয়ারের বিষ্ঠা হইয়া যায়, যে দেহটা দুই দিন মরিয়া পড়িয়া থাকিলে এটাতে কৃমি বিজ বিজ করিতে থাকে—বল এই দেহটা কি আমি? যেটা ত্বক্, অস্থি, মাংস বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, রক্তাদি যুক্ত—যেটা বিকারী, যেটা পরিণামী সেটা আমি হইবে কিরূপে? দেহটাকে, মনটাকে, রক্ত মাংসাদিকে আমি জানি কিন্তু ইহারা আমাকে জানেনা। আমি তবে একটি জ্ঞানময় বস্তু, ইনি সব জানেন, ইহাকে দেহের কেহই জানেনা। আহা! আমি চৈতন্য—আমি জ্ঞান স্বরূপ। আমি আছি বলিয়া আমার চৈতন্যের দীপ্তিতে জড় দেহটা, জড় মনটা চৈতন্য দীপ্ত হইয়া সজীব হইয়া আছে। আমি আছি বলিয়া চক্ষু দেখে, কর্ণ শুনে—আহা আমি এই বস্তু। এই চৈতন্যই দ্রষ্টা, ইনিই সাক্ষী, ইনিই জ্ঞাতা। ইহার জ্ঞাতা কেহ নাই। "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" যিনি না থাকিলে জানা বলিয়া বস্তুটাই হয়না তাঁহাকে আবার জানিবে কে? এই চৈতন্য অখণ্ড বস্তু-- ইহাকে ছোট করিতে কেহই পারেনা। ঘটের মধ্যে আকাশ ঢুকিলেও যেমন আকাশের

খণ্ড হয়না, সেইরূপ আকাশ অপেক্ষা অনন্তগুণে যিনি সূক্ষ্ম, যিনি ব্যাপক—তাঁহাকে খণ্ড কে করিবে। আহা এই আমিই সদা পূর্ণ-অনন্ত-সর্ব্বশক্তিমান্। আহা! "অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্—সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান" আমি দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবতা—আমি আর কিছুই নই, আমিই ব্রহ্ম, আমার রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা সংসার কিছুই নাই, আমি অসঙ্গ, সৎ চিৎ আনন্দ, আমি নিত্যই মুক্ত। যদি এই মীমাংসাই অভ্রান্ত হইল, তবে আমাদের এই শোক এই মোহ, এই আধি ব্যাধি, এই ছটফটানি—এ সব কোথা হইতে আসিল? কেন আমি সুখ স্বরূপ হইয়া এই দুঃখী হইলাম? ইহার এক মাত্র উত্তর—এ সব আমারই কল্পনা মাত্র। আমার শক্তির স্পন্দনে কল্পনা উঠে---দেহ, মন, সংসার, জন্ম, মৃত্যু, জগৎ—যা কিছু তাহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। আমি কল্পনা করিতেও পারি আবার কল্পনা ভাঙ্গিতেও পারি। ভাঙ্গিতে পারিত ভাঙ্গিনা কেন? কেন এত কল্পনার দুঃখ পাই? কল্পনা করিয়া করিয়া যখন বিষয় ভোগ করি, তখন আমি আমার স্বরূপকে অনেক দিন ভুলিয়া অনেক ব্যাভিচার করিয়া করিয়া এমন একটা শক্তিশূন্য অবস্থায় আসিয়া পড়ি যে আমি ইচ্ছা করিলেই আর আমার সেই রাজাধিরাজ অবস্থায় যাইতে পারিনা—আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র একজন হইয়া যাই। রাজা বহুদিন ধরিয়া, বহু জন্ম ধরিয়া চামারের অভিনয় করিতে করিতে এতদৃঢ় চামার বনিয়া যান যে শতবার বলিয়া দিলেও তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই জন্য সাধনা করা চাই। বিচারে দেখি আমিই সেই, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া কাম ক্রোধাদির কার্য্য করিয়া এমন হইয়া গিয়াছি যে কার্য্যে আমি যেন "সেই" হইতে পৃথক্। এই জন্য সর্ব্বদা "সোঽহং সোঽহং" করিয়া, সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া সেই রামের কাছে, সেই মায়ের কাছে, প্রার্থনা করিতে হয়—আমার উদ্ধার কর। আমি জানিতেছি আমি স্বরূপে তুমিই, কিন্তু কার্য্যে আমি পঞ্চমুখী রাবণের গোলাম হইয়া পড়িয়াছি; পড়িয়া বহু দুঃখ ভুগিতেছি—হে আমার আমি, আমরা দেবতা তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই তুমি আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল; তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার কোলে তুলিয়া লও; তুমি আমাকে তোমার চরণ সেবার অধিকার দাও। আমি তোমার ভুলিয়া শত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি—আর আমি অপরাধ করিতে চাই না—আর আমি তোমায় ভুলিয়া থাকিতে চাই না। সত্য সত্যই আমার আর কেহ নাই। তুমিই আমার প্রভু; তুমিই আমার আমি; যাহা করিলে আমার

হয়, তুমি তাহাই আমা দ্বারা করাইয়া লও—আমি সকল কষ্ট সহ্য করিয়া হরি হরি করি—নিরন্তর করি তুমি আমাকে তোমাতে—আমার স্বরূপে পৌছাইয়া দাও। জ্ঞান মার্গে ভক্তির স্থান ইহাই। আরও কথা এই "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই ব্যাপারেও ভক্তির স্থান প্রচুর পরিমাণে আছে। তবেই দেখা গেল প্রথমেই ধারণাভ্যাসী হইতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিচারবানও হইতে হয়। ভক্তি শূন্য জ্ঞান পথ জ্ঞান পথই নহে আবার জ্ঞান শূন্য ভক্তি পথ ভক্তিই নহে। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ থাকেন না— তুমি গোঁড়ামী করিয়া যদি ইহাদিগকে পৃথক্ কর—তবে তুমি কোন্ কর্ম্মে আটকাইয়া যাও তুমিই দেখিও। এই জন্য ঋষিগণ বলেন "জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জ্জপেৎ। জপধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ" অধিকারী ভেদে একটিকে মুখ্য রাখিয়া গৌণ ভাবে সব গুলিই করিতে হইবে— ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ হইলে নীচের গুলি আর করিতে হইবেনা। সর্ব্ব শেষে স্বরূপ বিশ্রান্তি। তাই বলা হয় "তরতি শোক মাত্মবিৎ" ইতি।

নববর্ষে—জীবন গঠন করিবার কৌশল।

বৃদ্ধই কি, বালকইবা কি আর যুবাই কি যতদিন জীবন গঠন না হইতেছে ততদিন পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিতেই হইবে। যদি বল বৃদ্ধের শক্তি থাকেনা উদ্যম কোথা হইতে হইবে ? একবারে শক্তিশূন্য মানুষ হইতে পারেনা। বৃদ্ধের যেরূপ শক্তি থাকে সেইরূপ শক্তি দিয়া জীবন গড়া চাই, বালকের ও চাই, যুবার ও চাই—নতুবা মহাকষ্ট আছেই।

কি করিয়া জীবন গড়িতে হইবে ?

যে বয়সই তোমার হউক না কেন—তুমি যেমন যেমন অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছ, তোমার ইচ্ছা সেই দিকে তোমাকেই টানিবেই। আবার তোমার ইচ্ছা যেদিকে যায় সেই দিকে তুমি রস পাও—কাজেই তোমার ইচ্ছা মত কর্ম্ম করিতে তোমার রুচি হয়। এক কথায় যে প্রকৃতি তুমি পাইয়াছ সেই প্রকৃতি মত তুমি চলিতে চাও। সাধারণ লোকে প্রকৃতি মতই কার্য্য করে। এমন কি পণ্ডিতেরাও প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারেন না। কথা সম্পূর্ণ সত্য।

প্রকৃতি আপন স্বভাবে মানুষকে চালাইবেই। তবে মানুষের উপায় কি? যার মিথ্যা কথা কওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে সে ত জন্ম জন্ম ধরিয়া মিথ্যা কথাই কহিবে। যে চুরী করিয়াছে—তার চুরী করা স্বভাব ত ছাড়িবেনা। যার হিংসা করা স্বভাব তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন কে করিবে?

হাঁ—একথা খুব সত্য যে যার আলস্য অনিচ্ছা ইত্যাদি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাকে উদ্যমশীল করা বড় কঠিন। মন্দ কর্ম্ম করিতেই যাহার রুচি তার মন্দ কর্ম্মই বাড়িয়া যাইবে আর অনন্তকাল অনন্তকাল সে মন্দই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু নিয়তি ইহা হইতে দেননা। মন্দকেও বহু ক্লেশ দিয়া তিনি মোড় ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। আর যাহারা মন্দ হইতে ভাল হইয়াছে তাহারা উপদেশ করে প্রকৃতির কষাঘাত খাইয়া ফিরিতে তোমার বিলম্ব আছে—তুমি অত ক্লেশে পড়িবে কেন? "ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" ইহা হইবে কেন? তোমার সহজ উপায় আছে।

হউক না—মন্দ কাজ করিতে তোমার রুচি—হউক না পাপ পথে যাইতে তোমার প্রবৃত্তি—তুমি জানিও ইহা তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারেই হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম তোমার জীবনের ভিত্তি হইতে পারে। কিন্তু এজন্মেও ত তুমি নূতন কর্ম্ম করিবে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম তুমি ইচ্ছা কর বা না কর তোমার শরীরে ভোগ হইয়া যাইবে। এই জন্মের জন্য তুমি নূতন কিছু কর্ম্ম—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম—ভাল হইবার কর্ম্ম গ্রহণ কর। বলিতে পার ইহাতে তোমার রুচি নাই। সত্য কথা রুচি নাই কিন্তু কোন মানুষই পূর্ণ মাত্রায় পাপী হইতে পারে না। তুমি যদি অতিশয় পাপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াও থাক তথাপি তোমার ভাল হইতে ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছাই তোমার নূতন পথের ভিত্তি।

ভাল হইতে যার বিন্দু মাত্র ইচ্ছাও থাকে সে ভাল হইবার জন্য কিছু করিতেও পারে। সত্য কথা ভাল হইবার জন্য বড় বড় কার্য্য সে করিতেই পারেনা—অতি সহজও যাহা করিতে যায় তাহাতে সে অতিশয় ক্লেশ পায়। ক্লেশ ত তার আছেই। ক্লেশ ত তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। মন্দ কার্য্য কারয়াও ক্লেশ পায় আর মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিতে গেলেও ক্লেশ পায় আবার ভাল অভ্যাস করিতে পারেনা বলিয়াও ক্লেশ পায়। ক্লেশ এইরূপ লোকের ভাগ্যে সর্ব্বদাই আছে। যদি তাই হয় তবে সহজ সহজ ভাল যাহা তাহা ক্লেশকর হইলেও সে এইটুকু সহ্য করুক—নিশ্চয় সে ব্যক্তি ভাল হইবেই।

প্রথম কার্য্য হইবে ভাল লোকের কাছে সে ব্যক্তি যাইতে থাকুক—সেখানে গিয়া চুপ করিয়া শুনুক ভাল ভাল লোকে কি কথা কন। ইহাকে বলে সৎসঙ্গ। এই সৎসঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহার অজ্ঞাতসারে নূতন কর্ম্মের রুচি তাহার হইবেই। কারণ ভাল লোককে সে একটু একটু করিয়া ভাল বাসিতে শিখিবে। তখন তাহার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন আসিতে থাকিবে। যাহাকে ভাল বাসা যায় তার জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। আমার রুচি হয় না বটে কিন্তু উনি আমায় ভাল বাসেন—উনি বলিয়াছেন বলিয়া আমি উহা করিবই। এই ভাবে যদি সে ব্যক্তি শাস্ত্রকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে তাহার জীবন ফিরিবেই নিশ্চয়।

আজকাল চারিদিকেই লোকের সংশয়। কাজেই প্রথমেই পুরাণাদি শাস্ত্র লোকের সম্মুখে ধরা উচিত নহে। আরও আজকালকার একটা চিহ্ন দেখা যায় যে মানুষ সকল কার্য্যের কারণ খুঁজে। কাজেই এমন শাস্ত্র ধরাইতে হয় যাহাতে যুক্তি দিয়া সকল কথা সুন্দর রূপে বুঝান আছে।

এই শাস্ত্র আমাদের আছে। আমি নাম করিলাম না। এই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধু কথা শুনিতে শুনিতে পুরাতন প্রবৃত্তি যে দিকে চলিতে চায় চলুক—তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, আমি আমার নূতন জীবনে নূতন প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য শাস্ত্রকথা শুনিব, শাস্ত্র কথা ভাবিব, শাস্ত্র মত চলিতে চেষ্টা করিব। শতবার বিফল মনোরথ হইলেও ছাড়িবনা কেননা—আমার জীবনের নূতন কর্ম্ম আমি ধরিয়াছি—আমি নূতন কর্ম্ম করিবই। আলস্য অনিচ্ছা আসে আসুক, সব সময়ে ত উহারা দেখা দেয়না, যখন ফাঁক পাইব তখন যেরূপে পারি নূতন কর্ম্ম করিবই। এই চেষ্টাতে নূতন সংস্কার গড়া হইবে।

নববর্ষে—একান্তে ও লোকসঙ্গে।

পতিত জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে চাও, অসুন্দর আপনাকে মহিমা মণ্ডিত করিতে চাও, তবে একান্তের ভাবনা ও কার্য্য এবং লোক সঙ্গের ভাবনা ও কর্ম্ম করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হইতে অভ্যাস কর। যে বয়সে ভাবনার সামর্থ্য জন্মেনা সে বয়সে ভালবাসা শিক্ষা দাও এবং—ভালবাসিয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতে হয় শিক্ষা দাও—সমকালে জাতির উন্নতি, সমাজের উন্নতি, পরিবারের উন্নতি এবং নিজের উন্নতি হইবেই।

জাতি ছাড়িয়া আপনাকে লইয়া থাক আপনাকে ফুটাইতে পারিবেনা, আবার আপনাকে ছাড়িয়া জাতি লইয়া থাক আপনি ফুটিলেনা বলিয়া জাতির জন্য যাহা করিবে তাহাতে সম্যক্‌দর্শন থাকিবেনা, তাহাতে একদেশদর্শিত্ব আসিয়া যাইবে।

এই কারণে—অসাধারণ মানুষই জগতের শিক্ষক হইতে পারেন—সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষকে ভালবাসিতে শিক্ষা করুক, ভালবাসিয়া তাঁহার উপদেশ বুঝুক, তাঁহার উপদেশ মত চলুক আর তাঁর উপদেশ চালাইতে চেষ্টা করুক।

শ্রীভগবান্ যখন অবতার হয়েন তিনি এই অসাধারণ মানুষ, ঋষিগণ এই অসাধারণ মানুষ। শাস্ত্র এই অসাধারণ মানুষের উপদেশ বাক্য—তাঁহার শক্তির স্ফুট অবস্থা।

করিবে এই একান্তের ও লোক সঙ্গের ভাবনা ও কার্য্য—তুলিবে এই পতিত জাতিকে, ফুটাইবে এই অসম্পূর্ণ আপনাকে?

নূতন তোমায় কিছুই করিতে হইবেনা—নূতন করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবেনা—কালের উপযোগী করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আছে—এস আমরা নিজে নিজে কর্ত্তব্য পরায়ণ হই আর কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ কে কর্ত্তব্য পরায়ণ করি। শ্রীরামায়ণ ইহাই দেখাইতেছেন, শ্রীগীতা ইহাই দেখাইতেছেন, উপনিষদ্ গুলি ইহাই প্রচার করিতেছেন। কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উপদেশ করিলেন, অদূরদর্শী জীবভাবের অভিনেতা শ্রীলক্ষ্মণকে শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র—এই জন্যই উপদেশ করিলেন, উপনিষদ্ অধিকারীর জন্য জ্ঞানের ও সাধারণ সকলের জ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্মের উপদেশ এই জন্য করিয়াছেন।

মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ্ ইত্যাদিকে একটু ভালবাসিয়া ইঁহাদের উপদেশ কি বুঝিবে, করিবে কি সেই উপদেশ মত কর্ম্ম, করাইবে কি তাহা?

আমরা শাস্ত্রের সারভূত উপদেশ এই বয়স পর্য্যন্ত যাহা যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহাই এই নববর্ষে, নিজের জন্য এবং আমাদের মত অন্যের ও জন্য লিখিয়া রাখিতেছি।

একান্তের কার্য্য ঈশ্বর ভজন আর লোকসঙ্গের কার্য্য স্থূলে ঈশ্বর সেবা।

একান্তে ঈশ্বর ভজন কালে মনকে কাতর করার জন্য ভাবনা আছে, প্রার্থনা আছে, আজ্ঞা পালন আছে আর লোকসঙ্গে একান্তের ভাবনার প্রয়োগের স্মরণে জীব সেবায় ঈশ্বর সেবা আছে।

একান্তে কি করিতে হইবে প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় (শুধু প্রাতে ও সন্ধ্যায় নহে)—একান্তে গিয়া প্রথমেই ভাবনা করি এস যদি এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া দেখা দেন তবে কি করিব? মৃত্যুকালে মানুষ মানুষের জন্য কি করে?

নাম শুনায়! নাম শুনানই মৃত্যুকালের প্রধান কার্য্য। এখনত আমি সত্য সত্যই মরিতেছি না—তবে এখনই নাম শুনাইব কাহাকে? তবে অন্যের মৃত্যুশয্যায় নাম শুনান খুব ভাল বটে।

এখন ত আমি মরিতেছিনা—এইটি কি সত্য? স্মরণ ভুলই ত মরণ। স্মরণ কি আছে? যদি থাকিত তবে মন কি এত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিত? এই যে এলো মেলো চিন্তা—এই যে শ্রীভগবানকে ভজিতে বসিয়া—তিনি ভিন্ন অন্য কিছু ভাবনা করা, এই যে একাগ্র হইতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়া ইহাই ত মৃত্যুর সূক্ষ্ম উৎসব। ইহাই ক্রমে পুষ্ট হইয়া মানুষকে মারিয়া ফেলে। সূক্ষ্ম উৎসবে মন নষ্ট হয় আর স্থূল উৎসবে দেহ পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

একান্তে বসিয়া প্রথমেই লয় বিক্ষেপ রূপ মরণের সূক্ষ্ম উৎসব তাড়াইতে হইবে। এই সূক্ষ্ম মৃত্যুকালেও সেইজন্য নাম শুনান আবশ্যক। "হরে রাম, হরে রাম রাম রাম হরে হরে" "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" শ্রুতি এই মন্ত্র সকলের জন্য দিয়াছেন। ইষ্ট, মন্ত্র ও নাম যাতে রুচি হয়।" সর্ব্বদাই নিজের মৃত্যুত দেখিতেছ। আপনি আপনাকে নাম শুনাও। পরের হাতে না হয় শেষে পড়িবে। যতদিন নিজের হাতে আছ ততদিন আপনাকে আপনি নাম শুনান অভ্যাস কর। নিত্য কর্ম্মটি কর, একবার করিয়া ভক্তিগ্রন্থ যথাসাধ্য পাঠ কর, যা পড়িলে তাই মনন কর আর দস্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনাকে আপনি নাম শুনাও। এই হইল একান্তের কার্য্য। লোকসঙ্গে সকল লোকই সেই সাজিয়াছে সর্ব্বদা স্মরণ কর, সকল জীবজন্তু সেই, মনে করিয়া, প্রণাম করাটা মনে মনে অভ্যাস করিয়া ফেল। ইহারই জন্য একান্তে জপ ও প্রণাম অভ্যাস কর। লোকসঙ্গে যতটুকু পার লোকের উপকারে তার সেবা করিতেছ সর্ব্বদা ভাবিও।

আহা! মানুষ যদি জীবনটাকে ঈশ্বর সেবার জন্য খাটাইতে পারে যদি মনে করিতে পারে—জীবন পাইয়াছি ভিতরে বাহিরে তোমাকে সেবা করিব বলিয়া—ভিতরে হৃদয় কমলে মণ্ডলে অথবা কূটস্থে তুমি মন্ত্ররূপে আছ আবার মূর্ত্তি

ধরিয়াও আছ আর বাহিরে তুমি সব সাজিয়া আছ—"ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব সর্ব্বং" কোথায় তুমি নাই যে তোমার স্মরণ হইবে না আর তোমার সেবা হইবে না তাই বল? পুত্র অসৎ ব্যবহার করে, কথা শুনে না, পুত্র বধূ মান্য করেনা, ইহাতে আবার দুঃখ কি? তুমি মানুষের অসৎ ব্যবহারকে মায়ার মুখস মনে করিয়া ভিতরে তোমার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া সব সহ্য করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া যাও। ইহাতে তোমার যে সংযম অভ্যাস হইবে তাহার তুলনা নাই। তুমি কাহারও কর্কশ বাক্যেরও উত্তর করিওনা—সহ্য করিয়া যাও—কর্কশ বাক্য শুনিয়াও দুর্গা দুর্গা করিয়া, কর্কশের মধ্যে ইষ্ট দেবতা কি ভাবে আছেন—বাহিরের এই ব্যবহারে তাঁহার কি ভাব ভাবিতে ভাবিতে দেখিবে তিনি সব সহ্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তার পরে যথাসাধ্য পরের ক্লেশ দূর করিবার জন্য দানে সেবা, আশ্বাসের কথায় সেবা, শরীর দিয়া খাটিয়া সেবা—এই সব করিয়া যাও—তোমার বড় ভাল হইবে।

একান্তে ও লোকসঙ্গের কাজ এক সঙ্গেই চলিবে। একান্তের কর্ম্মে বিশেষ জোর দেওয়া চাই নতুবা সকলকে আপন ইষ্ট দেবতা ভাবিতে পারিবেনা—স্মরণ ভুলে মরণ হইয়া যাইবে।

এই ভাবে চলিতে যত্ন কর—আর সব তিনিই করিয়া দিবেন।

নববর্ষে উত্তরের আশায়।

একটা স্থানে গিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে জাগ্রত মানুষের এবং নিদ্রিত মানুষের মনে কি খেলা করে তাহা আমি জানিতাম। সেখানে গিয়া দেখি সকল মানুস কি এক নিদ্রায় যেন নিদ্রিত। আমি দেখিলাম সকলেই স্বপ্ন দেখিতেছে। সকলের স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেকের মন আপন আপন তালে নাচিতেছে। আমি ইহাদিগকে জাগাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু জাগাইব কিরূপে?

আমার প্রশ্ন হইতেছে—যখন কেহই আমার কথা শুনিতে পাইবেনা তখন জাগান যাইবে কিরূপে? না শুনিলেও জাগিবেনা, আবার না জাগিলেও শুনিবেনা। আগে শুনিবে তারপর জাগিবে, না আগে জাগিবে, তারপর শুনিবে?

অজ্ঞান নিদ্রায় মানুষ আচ্ছন্ন। অজ্ঞানে ঘুমাইয়া সবাই স্বপ্ন দেখিতেছে যেন সংসার করিতেছি, জগৎ উদ্ধার করিতেছি, জাতিটাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি, দেশের জন্য প্রাণপাত করিতেছি, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া সকলে সকলকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

উদ্ধারটা কিন্তু জ্ঞান না হইলে হইবেনা। কিন্তু জ্ঞান আসিবেন কিরূপে? জ্ঞানের কথা শুনিতেছে কে? অজ্ঞানের নিদ্রায় নাক ডাকিতেছে, জ্ঞানের কথা ত কাণেই যাইতেছেনা। অজ্ঞান ঘুম ভাঙ্গিলে ত কাণে যাইবে? আবার জ্ঞানের কথা না শুনিলেও অজ্ঞান ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিবেনা। এ ক্ষেত্রে উপায় কি—এই জন্য প্রবন্ধের নাম করণ হইল "উত্তর পাইবার আশায়" আরও একটু শেষ কথা আছে। যাহারা এইরূপ প্রশ্ন করে লোকে তাহাদিগকে বলে "পাগল"। লোকের গালাগালি শুনিয়া ইঁহারা বলেন স্বপ্ন দেখিতেছে। মন্দ নয়। তবে এই কালে অসম্ভব কিছুই নাই। বহুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল ভূকৈলাস রাজ-বাড়ীতে সুন্দরবনের এক বৃক্ষের কোটর হইতে এক নিদ্রিত মানুষ পাওয়া গিয়াছিল। কতকাল যে মানুষটি নিদ্রিত ছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? শাস্ত্রে যে জড় সমাধির কথা পাওয়া যায়, আর এখনও জড় সমাধি যাঁহারা করাইতে জানেন তাঁহাদের মুখে শুনা যায় যে জড় সমাধিতে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে। এই যে দীর্ঘ নিদ্রা মানুষের হয় তাহাতে নিদ্রিতের জিহ্বা তাহার তালুমূলে প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া থাকে। জননীর উদরে—জরায়ু মধ্যে শিশু নাকি এই ভাবে জড় সমাধিতে থাকে। কখন কখন কোন সদ্যপ্রসূত শিশু মরার মত বাহির হয়। তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট জিহ্বা টানিয়া বাহির করিলে তবে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। ইহাকে কোথাও কোথাও "ঘড়ঘড়ি ভাঙ্গা" বলে।

আজকালকার দিনে দীর্ঘ নিদ্রার কথা কাগজে "ছেপে দিবেক রে" প্রায়ই দেখা যায়। এই জড় সমাধি বিলাতে প্রায়ই হয় বলিয়া কাগজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ নিদ্রায় ঘুমাইতে প্রায়, স্ত্রীলোককেই দেখা যায়—পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না—ইহাদের জিহ্বা ভিতরে গিয়াছে কিনা—আর যদি গিয়া থাকে তবে জিহ্বা

টানিয়া বাহির করিলে নিদ্রাভঙ্গ হয় কিনা? বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার এখন ঘটিতেছে। পুষ্পক রথে চড়িয়া আকাশ গমন ভগবান্ বাল্মীকি লিখিয়া গিয়াছেন। আজকালকার লোকে ইহাকে ঋষিগণের বুজরুকি বলেন। কিন্তু মানুষ এখন আকাশেও যায় আবার সমুদ্রের জলের ভিতরেও যাতায়াত করে। আবার রাজা যযাতি আপন পুত্রকে জরা দিয়া পুত্রের যৌবন লইয়া সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণির কাইজার নাকি বৃদ্ধ বয়সে যুবতী বিবাহ করিয়া বানরের গ্লাণ্ড নিজের শরীরে আনিয়া যুবা হইয়াছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন ডাক্তার বাবু বানরের যৌবন বৃদ্ধকে দিয়া যুবা করিতেছেন—এমনও শুনা যায় যে পাকাচুল কাঁচা হইয়া যাইতেছে। এত অসম্ভব যখন সম্ভব হইতেছে তখন জীবনটা দীর্ঘ স্বপ্ন এই সিদ্ধান্তটা স্থান পাইতে পারিলেও পারিতে পারে। আর এক কারণ ইংরাজীতে ইহার নজীর দেখা যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নামক কবি নাকি বলিয়াছেন "আউয়ার লাইফ ইজ এ স্লীপ এণ্ড ফরগেটিং" আমাদের জীবনটা এক নিদ্রা আর বিস্মৃতি। অবশ্য "ওয়ার্ডসওয়ার্থ" অনেক দেশী বিলাইতী সাহেবের কাছে পাগল ছিলেন—তিনি যে স্বপ্ন দেখিবেন তার আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় নজীর আছে শুনা যায়। জগতের বৃহৎ কবি সেক্‌সপীয়র নাকি বলিয়াছেন "আওয়ার লাইফ ইজ রাউণ্ডেড উয়িথ এ স্লীপ" আমাদের জীবনটা স্বপ্ন ঘেরা। আবার ইহাও দেশী বিলাইতি কোন কোন স্থানে শুনা যায় সেক্‌সপীয়র বলিয়া কোন লোকই ছিলনা। যাহা হউক বড়ই লোকের সংশয় আসিয়াছে—পাগলই বা কে আর পাগল নয়ই বা কে? ঋষিগণ বলেন জ্ঞান যার নাই, যে অজ্ঞান নিদ্রায় নিরন্তর স্বপ্ন দেখে তাহাকে পাগল না বলিতে পার কিন্তু যতদিন তার নিদ্রা না ভাঙ্গে ততদিন সে স্বপ্ন দেখিবেই।

এক দেশের লোক বলে "ঘুম্মাতে চাপাকর" আর এক দেশের লোকে বলে "আচ্ছা ক'রে ঝাঁকি দাও"—এক জন লোক আসিয়া বলিয়া গেল এই উত্তর।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মণিভি র্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥
মুক্তামণিভি রাকীর্ণং চন্দনাগুরু ভূষিতম্।
গন্ধান্মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা॥
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দ্দদ্ভি র্বিরাজিতম্।
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণ সূৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা॥
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্ম তেজসা।
চন্দ্রভাস্কর সঙ্কাশং কুবের ভবনোপমম্॥
মহেন্দ্রধাম প্রতিমঞ্চ নানাপক্ষি সমাকুলম্।
মেরুশৃঙ্গ সমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শহ॥

সুমন্ত্র দেখিলেন পুরদ্বার স্বল্পউদঘাটিত মহাকবাট যুক্ত, চারিদিকে শত শত বেদিকা, বেদিকা সকল কাঞ্চনী প্রতিমা যুক্ত। বহির্দ্বার মণি বিদ্রুম খচিত। শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিবিড় প্রভাশালী, দীপ্তমেরু গুহাসম, স্বর্ণ পুষ্পমালার অন্তরালে উজ্জ্বল মণি দ্বারা অলংকৃত সুন্দর রামভবন। মুক্তামণি শোভিত সেই রামভবন চন্দন ও অগুরু গন্ধে সুবাসিত হইয়া মলয় সন্নিবৃষ্ট চন্দন গিরির মত মনোহর গন্ধ ছড়াইতেছে। কত কত সারস ও ময়ূর চারিদিকে শব্দ করিয়া খেলা করিতেছে। স্বর্ণ নির্ম্মিত বৃক এখানে সেখানে, সূক্ষ্ম চিত্রশিল্প দ্বারা খোদিত কত কত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণে অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে এবং দর্শকগণের মন ও চক্ষুতে প্রতিফলিত হইতেছে। সেই পুরী চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, কুবের ভবনের ন্যায়, ইন্দ্রভবনের ন্যায়। নানাবিধ বিহঙ্গ ধ্বনিতে পুরী শব্দায়মান। সুমন্ত্র সেই সুমেরু শৃঙ্গসম রামভবন দেখিয়া পুলকিত হইলেন। তুমি আমি ভাবনাতেও যদি সেই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শনোৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে ঘন ঘন নাম করি তবে কি কিছু হয় না? হয় বৈকি, নিশ্চয়ই হয়। শ্রীভগবানের দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে। এই পৃথিবীতে এখন কলিযুগ কিন্তু কোন জগতে হয়ত এই সময়েই এই লীলা হইতেছে। অনন্তকোটি জগতের ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীতে সকল কালের সকল লীলা সমকাল হইবার বাধা কি? সুমন্ত্র

রথ লইয়া রামভবনের নিকটে আসিয়াছেন আর দেখিতেছেন কত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি উপঢৌকন হস্তে সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কত লোক অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। ইতস্ততঃ বিচরণ শীল মৃগময়ূর সমাকুল সেই বিচিত্র ভবনদ্বারে আসিয়া সুমন্ত্রের কলেবর রোমাঞ্চিত হইতেছে। সুমন্ত্র রথ লইয়াই সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে বহু কক্ষ পার হইয়া অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া রথ লাগিল। সেখানে তিনি—

স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরান্
অমাত্য মুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।

সুসজ্জিত অশ্ব রথ হস্তী এবং রামের প্রিয় মুখ্য অমাত্য সকলকে দেখিতে পাইলেন। মকর যেমন প্রভূতরত্নসমন্বিত সাগরে প্রবেশ করে সেইরূপ বৃদ্ধমন্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না।

---

১৫ অধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।

রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতিঃ পরংধাম পরঃ পুমান্।
আকৃতৌ পরমো ভেদো ন সীতা রাময়োর্যতঃ॥

রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো
ন ভেদো বৈ হ্যেতয়োরস্তি কশ্চিৎ।
সন্তো বুদ্ধ্যা তত্ত্বমেতদ্ বিবুদ্ধা
পারং যাতা সংসৃতে মৃত্যুবক্ত্রাৎ॥

পূর্ব্বদিনে ভগবান্ বশিষ্ঠ উপবাস সঙ্কল্প করাইয়া রামমন্দির ত্যাগ করিলেন আর শ্রীরামচন্দ্র বিশালাক্ষী পত্নীর সহিত কৃতস্নান হইয়া একান্তমনে নারায়ণের উপাসনার্থ গমন করিলেন। এইকালের লোকে বলে তখন মূর্ত্তি পূজা ছিলনা কিন্তু ভগবান্ বাল্মীকি লিখিয়াছেন "শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ"। এই দেবপূজালয় শ্রীভগবানের নিজ ভবনেও ছিল। নারায়ণ মন্দিরে দেবতাকে

প্রণাম করিয়া শ্রীসীতরাম মস্তকে হবিঃপাত্র ধারণ করিয়া দেবোদ্দেশে দীপ্তানলে বিধিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন। পরে যজ্ঞ শেষ হবি, ভক্ষণ পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীমন্নারায়ণের ধ্যান করিলেন। পরে বাগ্‌যত হইয়া নারায়ণমন্দিরে কুশ শয্যায় বৈদেহীর সহিত শয়ন করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিলেন এবং ভৃত্যবর্গকে গৃহসজ্জার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সূতগণ, পৌরাণিকগণ, মাগধগণ, বংশাবলী কীর্ত্তকগণ এবং বন্দিগণ, স্তুতিপাঠকগণ বাহিরে মঙ্গল গীত গান করিতেছিল। ভগবান্ তাহাদের মধুর গীত শ্রবণ করিলেন। অন্যোন্য কার্য্য সমাপন করিয়া শ্রীভগবান্ "পূর্ব্বং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ" প্রাতঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সমাহিত চিত্তে গায়ত্রী জপ করিলেন। পরে মধুসূদনকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য, স্তব স্তুতি পাঠ করিলেন। নির্ম্মল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীভগবান্ তখন ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন শেষ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পবিত্র গম্ভীর পুণ্যাহধ্বনি তূর্য্যধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যা নগরী প্রপূরিত করিল।

শ্রীভগবান্ তখনও বাহিরে বাহির হন নাই। সুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া জনতা বিহীন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে রামের অত্যন্ত অনুরক্ত স্বচ্ছ কুণ্ডলধারী যুবা রক্ষিগণ প্রাস ও কার্ম্মুক হস্তে ইতঃস্ততঃ পাদচরণ করিতেছে। সুমন্ত্র এই কক্ষ পার হইয়া শুদ্ধান্তঃপুরের দ্বার দেশে আসিয়াছেন। সেখানে তিনি সম্যক্ অলঙ্কৃত কাষায় বসনধারী অনেক বৃদ্ধ অন্তঃপুর রক্ষককে বেত্রহস্তে দ্বার রক্ষা করিতে দেখিলেন। সকলে সুমন্ত্রকে অভিবাদন করিল আর সুমন্ত্র বলিলেন—

"ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি" রামকে শীঘ্র সংবাদ দাও—সুমন্ত্র দ্বারে দণ্ডায়মান।

সুমন্ত্রের সংবাদ, ভার্য্যার সহিত সমাসীন, শ্রীভগবানের নিকটে পৌঁছিল। আর শ্রীভগবান্ পিতার অত্যন্ত আত্মীয়, সূতপুত্র, সুমন্ত্রের প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে সুমন্ত্রকে নিজ ভবনে আনাইলেন। সুমন্ত্রের দর্শন মিলিল। আর তোমার আমার মত দীনজনের কি হইবে? প্রহরী কত? ইহারা কি দ্বার ছাড়িয়া দিবে? কুমন্ত্রের সংবাদ কি দীনবন্ধুর নিকটে পৌঁছিবে? দ্বার পর্য্যন্ত যাইবার অধিকারও যাহাদের নাই তাহারা কি করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন পাইবে? হা গোবিন্দ! বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা রাম রাম করুক দর্শন মিলিলেও মিলিতে পারে।

অপেক্ষায় থাকিতে হয়, নতুবা দ্বারের হরিণ, দ্বারের ময়ূরের খেলা দেখিয়া অন্যমনস্ক হইতে উপায় ত নাই।

সুমন্ত্র রামভবনে গিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময় রমণীয় আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক। সেই পর্য্যঙ্কে সীতারাম আসীন।

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা।
অনুলিপ্তং পরার্দ্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্॥ ৯

বরাহরুধিরবৎ অতিরিক্তেন পরার্দ্ধ্যেন শ্রেষ্ঠেন। পবিত্র সুগন্ধি বরাহরুধিরের মত লোহিতবর্ণ প্রচুর রক্ত চন্দনে নীলমাণিকের শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত! কি সুন্দর দেখাইতেছে। সুমন্ত্রের চক্ষে হর্ষাশ্রু।

এই নীলোৎপল শ্যাম মূর্ত্তি, পরিধানে বিদ্যুৎপুঞ্জ নিভ অম্বর, সহস্রার্ক প্রতীকাশ কিরীট, করুণা-রস-সম্পূর্ণ বিশাল উৎপল লোচন, মুখে মৃদু মৃদু হাস্য, গলদেশে বনমালা, হার কেয়ূর কৌস্তভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নয়নাভিরাম মূর্ত্তি—ইহাঁর পার্শ্বে গলিত সুবর্ণোজ্জ্বলা সীতাদেবী। সীতাদেবী তালব্যজন হস্তে উপবিষ্টা। চিত্রা নক্ষত্র যুক্ত চন্দ্রকে যেমন মানুষ ভূয়োভূয় দর্শন করিয়া আবার দেখিতে চায়, সুমন্ত্র সেইরূপ এই যুগলমূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রীড়াপর্য্যঙ্কে আসীন, সুখ-প্রসন্ন-বদন শ্রীসীতারামকে পরবর্ত্তী যুগে একত্রে দেখিয়া কবি গাহিবে—

"একই পালঙ্ পর দুঁহুজন বৈঠল দুঁহু মুখ সুন্দর রাজে"।

সুমন্ত্র বন্দনা বাক্য পাঠ করিলেন, করিয়া রামের চরণবন্দনা করিলেন, করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন

"কৌশল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি"

দেবী কৌশল্যা সৎপুত্রবতী হউন। রাজা তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা, রাণী কৈকেয়ীর গৃহে আছেন, তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না।

রাম তখনই আসন ত্যাগ করিলেন, সীতাকে সম্মান করিয়া বলিলেন দেবি! রাজারাণী মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমার অভিষেক বিষয়ে কোন মন্ত্রণা করিয়াছেন। অসিতেক্ষণে! আমার অর্থ-সাধন-কামা, প্রিয়হিতাভিলাষিণী সর্ব্বকার্য্য-কুশলা কনিষ্ঠা জননী রাজাকে আমার জন্য কোন বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন—তাই তিনি সুমন্ত্রকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। নিশ্চয়ই রাজা আজই

আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, তুমি সখীদিগের সহিত "সুখমাস্ব· রমস্ব চ" সুখে অবস্থান কর ও আনন্দকর। অসিতেক্ষণা, পতি-সম্মানিতা, সীতাদেবী দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন, আর বলিলেন, লোক-কর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, রাজাও তোমাকে সেইরূপে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। তোমাকে আমি দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন শুচি, কুরঙ্গশৃঙ্গধারী—উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী দর্শন করিয়া ভজনা করিব। ভিতরে যেন আরও কত কি কথা হইয়া গেল, একথা লোকে বুঝিলনা— পরে বুঝিয়াছিল, সত্য সঙ্কল্প শ্রীভগবান্‌কে কোন্ কার্য্যে দীক্ষিত হইতে জগতজননী অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীতা পুনরায় বলিলেন তোমার পূর্ব্বদিক ব্রজধর ইন্দ্র রক্ষা করুন, যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিম দিক্ এবং ধনেশ্বর কুবের তোমার উত্তর দিক্ রক্ষা করুন। কৃতমঙ্গলাচার রাম, সীতাকে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া এবং সর্ব্ব সম্মুখে অভিভাষণ করিয়া, সুমন্ত্রের সহিত অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন "পর্ব্বতাদিব নিস্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ" গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্ব্বত হইতে বাহির হয় সেইরূপ।

প্রথম দ্বারেই রাম, লক্ষ্মণকে বদ্ধাঞ্জলি পুটে অবস্থান করিতে দেখিলেন। লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাম মধ্যকক্ষায় আসিলেন; সেখানে বহু সুহৃজ্জনের সহিত দেখা হইল। অভিষেক দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোক সকলকে দর্শন দিয়া শ্রীভগবান্ তখন রথে উঠিলেন। রথ সুবর্ণ নির্ম্মিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মাচ্ছাদিত, পাবক সঙ্কাশ সেই মণি-হেম বিভূষিত, বিপুল মেঘনাদ শব্দকারী, উজ্জ্বল রথে, করেণু শিশুকল্প উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত। আকাশে শব্দায়মান মেঘের মত চারিদিক অভিনাদিত করিতে করিতে রথ ছুটিল আর মহামেঘ হইতে চন্দ্রমার ন্যায় রাম সেই দিব্য পুরী হইতে বাহিরে আসিলেন। লক্ষ্মণ চিত্রিত দণ্ড চামর হস্তে বীজন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পশ্চাতে রথের মধ্যে দাঁড়াইলেন। রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া চারিদিকে তুমুল হলহলা শব্দ উঠিল। শত শত, সহস্র সহস্র, পর্ব্বত তুল্য হস্তী ও মুখ্য অশ্ব শ্রীভগবানের রথের পশ্চাৎ ছুটিল। চন্দন অগুরু ভূষিত খড়্গ চাপধারী শূরেরা বদ্ধসন্নাহ হইয়া রথের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া চলিল। শ্রীরামচন্দ্র পথিমধ্যে বাদিত্র শব্দ, স্তুতিগান, এবং শূরগণের সিংহনাদ শুনিতে শুনিতে চলিলেন। হর্ম্ম্যবাতায়ন হইতে বিবিধালঙ্কার ভূষিতা রমণীগণ রামের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মনোহরাঙ্গী মহিলাগণ কোথাও বা ভূতলে, কোথাও বা হর্ম্ম্যতলে দাঁড়াইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—

"নূনং নন্দতে তে মাতা কৌশল্যা মাতৃনন্দন।"

হে কৌশল্যা-হৃদয়নন্দন রাম! নিশ্চয়ই তোমার মাতা আজ পরমানন্দে মগ্না হইয়াছেন। আর তোমার সীতা? তোমার সীতা নিশ্চয়ই সর্ব্বসিমন্তিনী শ্রেষ্ঠা। আহা! এই রামের হৃদয়-প্রিয়া পূর্ব্বে অবশ্যই সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই রোহিণী যেমন শশাঙ্ককে লাভ করেন, শ্রীসীতাও সেইরূপ শ্রীরামকে লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ প্রাসাদ শৃঙ্গে ও রাজমার্গে এইরূপ শ্রুতি-সুখকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন হায়! এই সমস্ত প্রমদা এবং এই সমস্ত অযোধ্যাবাসী আর কিছুক্ষণ পরেই ঘোরতর বিষাদ সাগরে মগ্ন হইবে, আর আমার সীতাকে জনমদুঃখিনী ভাবিয়া ক্লেশ পাইবে। মানুষের এই প্রকারের সুখ দুঃখ সর্ব্বদাই আগমাপায়ী বলিয়া সুখদুঃখ সহ্য করাই উচিত। যে মহাপুরুষ সুখ দুঃখকে মনের বিকার মাত্র ভাবিয়া, আপন স্বরূপে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, সুখ দুঃখ কিছুই নয় ভাবিয়া, ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তিনি সহজেই "অমৃতত্বায় কল্পতে"—তিনি মোক্ষলাভের যোগ্য পুরুষ।

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে প্রাসাদ সমূহে শোভিত রাজপথের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় পথের তুল্য এই রাজপথ—রাজপথ উৎকৃষ্ট চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু এবং অন্যোন্য সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত, বহুবিধ পণ্যদ্রব্যে সমাকুল, নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। কত নিশ্ছিদ্র মুক্তা, কত উত্তম স্ফটিক, কত পট্টবস্ত্র, কত কৌষাম্বর, পথিপার্শ্বস্থ আপণি সমূহে। সেই রাজপথ সর্ব্বদা দধি অক্ষত হবি লাজ প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যে শোভা পাইত। রাম রাজা হইলে আমরা পরমানন্দে থাকিব—আজ আমরা আমাদের প্রভুকে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য গমন করিতে দেখিতেছি। আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। এই সমস্ত বাক্য প্রভুর কর্ণে আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাম দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু লোকের মানসদৃষ্টির বাহিরে গমন করিতে পারিলেন না। এই দেখাই দেখা—এই দেখাই সর্ব্বদার জন্য। স্থূল দৃষ্টির বিঘ্ন অনেক কিন্তু মানস দৃষ্টিতে কোন বিঘ্ন নাই। অভিবেকদর্শনেচ্ছু জনগণ সত্যই বলিয়াছিল—

যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যং চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্ব্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে ॥১৪

জীবের স্বরূপটিই যে এই রাম—জীবে জীবে অন্তর্যামী এই রাম। সেই জন্য ভগবান বাল্মীকি বলিতেছেন "যথাস্থিত বেশধারিণং বা স্বদেহস্থং রামং ন

পশ্যেৎ আত্মস্বরূপত্বেন "অন্তর্যামিত্বেন বা ন পশ্যেৎ" এই রামকে যিনি না দেখেন আর রামও যাহাকে না দেখেন—আমি রামকে দেখিলেই, দেখিতে পাই, রামও আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন, এই অনুভব যাঁহার না হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের নিন্দাস্পদ, তার নিজের অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি তাঁহাকে ধিক্কার দেয়—বলে "ধিগ্মা-ভগবৎ জ্ঞানাযোগ্য মিতি—ধিক্ ধিক্ ভগবৎ জ্ঞানের অযোগ্য আমি আমাকে শতধিক্।

সর্ব্বেষাং স হি ধর্ম্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়স্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥১৫

কারণ সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের সকল লোককে তাহাদের অবস্থা অনুসারে দয়া করেন—আহা! তিনি যে কোন মানুষকে ত্যাগ করেন না, তাই না সকল নরনারী কায়মনোবাক্যে রামেরই অনুগত হয়!

রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্য বৃক্ষ ও দেবালয় সমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্মুখেই রাজভবন। শরৎ কালীন নিবিড় মেঘ সদৃশ—কৈলাস শৃঙ্গ তুল্য—মনোহর প্রাসাদশিখর দেখা যাইতেছে—আর গগন স্পর্শী, বিমানতুল্য, পাণ্ডুর বর্ণ এবং নানারত্ন শোভিত ক্রীড়াগৃহ সমূহ—এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাম পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাম রথ দ্বারা ধানুকিগণ রক্ষিত কক্ষত্রয় অতিক্রম করিলেন। পরে রথ হইতে অবতরণ করিয়া অপর দুই কক্ষা পদব্রজে পার হইলেন। কতলোকে শ্রীভগবানের অনুগমন করিতেছিল, প্রভু হাসিতে হাসিতে অনুগামী সকলকে নিবর্ত্তিত করিলেন, করিয়া দেবী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্ব্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষ্যতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥২২

নদীনাথ সমুদ্র চন্দ্রের উদয় যেমন অপেক্ষা করেন, সেইরূপ সেই লোকসমুদ্র পিতার নিকট হইতে রামের পুনরাগমন প্রমোদ সহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

রাম-কৈকেয়ী।

সত্য কহহি কবি নারী স্বভাউ।
সব বিধি অগম অগাধ দুরাউ॥
নিজ প্রতিবিম্ব মুকুর গহি জাই।
জানি ন যাই নারী গতি ভাই॥

তুলসী দাস।

কবি সত্য বলিতেছেন নারীর স্বভাব সকল, বিধিরও অগম্য, অগাধ আর কপটতাময়। নিজের প্রতিবিম্ব মুকুরের ভিতরে দেখা যায় কিন্তু নারীগতি কিছুতেই জানা যায়না। ভগবান্ বাল্মীকি রাজা দশরথের মুখে বলিয়াছেন—

"ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।"

কৈকেয়ীর দৌর্জন্য দেখিয়া রাজা শোকে অভিভূত হইয়া সকল স্ত্রীলোককে নিন্দা করিলেন; বলিলেন স্ত্রী নামকে ধিক্ থাক্—ইহারা প্রতারণার মূর্ত্তি—ইহারা বড় স্বার্থ পরায়ণা। শোকে বলিলেন এই কথা, কিন্তু তখনই অন্য স্ত্রীমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া বলিলেন—

"ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ং সর্ব্বা ভরতস্যেব মাতরম্"

সকল স্ত্রীলোককে শঠ স্বার্থপরায়ণা বলিতেছিনা ভরতের মাতাকেই বলিতেছি। "নারীগতি জানা যায়না" গোঁসাই তুলসী দাসের এই কথা ভগবান্ বাল্মীকির অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল নারীগতিই যে জানা যায়না তাহা নহে, কৈকেয়ীর মত যাহারা তাহাদের গতিই বুঝা যায়না। আজিকাল হিন্দুমহিলার ভিতর কৈকেয়ী কয় জন?

বেতালে যাহারা নাচে তাহাদের গতি বুঝিবে কে? স্বয়ং স্পন্দরূপিণী যিনি তিনি যখন তালে তালে নৃত্য করেন তখন তিনি বরাভয় প্রদায়িনী এবং অসিমুণ্ড-ধারিণী। অসিমুণ্ড অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ জন্য, ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত, দুষ্কৃতের বিনাশ জন্য; আর বরাভয় সাধুর পরিত্রাণ জন্য, ভক্তের ভক্তি সিদ্ধি জন্য আর জ্ঞানীর "শিবাদ্বৈতত্বং" আনিয়া দিবার জন্য।

চরিত্রটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তখন হয় যখন বরাভয় অসিমুণ্ড সমকালে কার্য্য করে। শুধু বরাভয় যেখানে, সেখানেও যেমন চরিত্র অসম্পূর্ণ, সেইরূপ শুধু অসিমুণ্ডেও চরিত্র অসম্পূর্ণ। তাই দুইই একসঙ্গে থাকা চাই। ইহার উপরেও আরও কিছু আছে। বরাভয় অসিমুণ্ড—ইহার দ্রষ্টা থাকা চাই, ইহার সাক্ষী, থাকা চাই। দ্রষ্টার চক্ষের সম্মুখে যখন বরাভয় ও অসিমুণ্ডের কার্য্য হয় তখনই স্পন্দরূপিণীর নৃত্য হয় তালে তালে। কিন্তু নৃত্য যখন ছন্দভঙ্গ হইয়া হয়, বিশ্বনর্ত্তকী যখন বেতালে নৃত্য করেন, যখন প্রবৃত্তি মুখে নাচিতে নাচিতে ছুটিতে থাকেন, তখন এই নারীগতি বুঝিবার-সাধ্য কাহারও নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং বিষ্ণু, এই নৃত্য বেগে অচৈতন্য হইয়া, সব ভুলিয়া, সাধারণ মানুষের মত হইয়া যান; স্বয়ং সেই যাঁহারা—সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, এই মায়া নর্ত্তকীর হস্তে পড়িয়া, আপন স্বরূপ ভুলিয়া কত কি করিয়া ফেলেন, স্বয়ং কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া ক্রোধে কম্পিত হয়েন, তখন শ্রীঅর্জ্জুনকে স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, স্বয়ং রাম দুর্লঙ্ঘ্য সাগর দেখিয়া সীতা উদ্ধারে হতাশ হয়েন আবার লক্ষ্মণ কে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

যাঁহারা স্বয়ং, যাঁহারা অবতার, তাঁহারাও এই চেত্যতা প্রাপ্ত অসচ্ছন্দ স্পন্দরূপিণী বিশ্বনর্ত্তকীর হস্তে সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হয়েন, স্মরণ করাইয়া দিলে তবে ইঁহারা স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হন। আর মানুষ—যাঁহারা ইঁহার অধীন, তাঁহারা এই প্রবৃত্তিমার্গ সঞ্চারিণী নারীগতি বুঝিবে কিরূপে?

এত বড় রাজা—রাজা দশরথ—সাগরান্তা পৃথিবীর পতি যিনি—পৃথিবীর সমস্ত রাজা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, দেবতাগণ যাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন, স্বয়ং শ্রীভগবান্ যাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন—এত বড় ধার্ম্মিক প্রতাপশালী রাজাকেও রাণী কৈকেয়ী অগ্রাহ্য করিতেছে, নরকের ভয় দেখাইতেছে, অসত্যবাদী বলিতেছে—ইহা হয় কিরূপে? কেন হইবেনা? জীবের সম্বন্ধে মায়া যেমন দুরত্যয়া, সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গে স্ত্রীলোকও দুরত্যয়া। শুভ মার্গের স্ত্রীলোককেও স্বতন্ত্রা হইতে দাও, দেখিবে ইহারা কতদূর প্রচণ্ড চণ্ডী। স্বামী গুণবান্, স্বামী যশস্বী, স্বামী জগৎ মান্য তথাপি স্ত্রী তাঁহার প্রতি সদাই কর্কশ ব্যবহার করে ইহা কিরূপে সম্ভব হয় যদি জিজ্ঞাসা কর বলিব স্ত্রীজনের এই বলটা কামের বল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং।

নমোগণেশায়।

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্ব।

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি

(M. sc.), এম্, বি (M. B.)

প্রস্তাবনা।

মৃত্যু ও মরণোত্তর তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসু—আমার মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছে, কৃপাপূর্ব্বক আমার মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করুন।

বক্তা—আরো কত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তুমি তাহাদের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক না হইয়া, মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ইহার কারণ কি? লোকে সাধারণতঃ যাহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করে না, যাহার নাম শ্রবণ করিলে ভীত হয়, শিহরিয়া উঠে, যাহার নাম না শুনিয়া, যাহাকে না দেখিয়া থাকিবার উপায় নাই, তাই যাহার নাম শুনিতে হয়, তাই যাহাকে নয়নের বিষয়ীভূত করিতে হয়, নতুবা যাহার নাম শ্রবণে বা যাহার হৃদয় প্রকম্পক ভীমরূপ দর্শনে কাহারও স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, তুমি সেই ভীষণ, সেই অদ্ভুত মৃত্যুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছ জানিয়া, আমি বিস্মিত হইতেছি। মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, সেই প্রাচীন বৈদিক কালের লোকের মনে উদিত হইত, পুরাণে, ইতিহাসে, এবং দর্শনশাস্ত্রে মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্বানুসন্ধানের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুসভ্য, প্রত্যক্ষপ্রিয়, অভ্যুদয়শীল ইদানীন্তন মনুষ্য সমাজ, প্রাচীন কালের লোকের মত মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্বানুসন্ধানের

প্রয়োজনই উপলব্ধি করেন না। মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্বানুসন্ধান হইতে তোমার কি লাভ হইবে? অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান অনেকের ধারণা, বৃথাশ্রম।

জিজ্ঞাসু—একদিন যে মরিতেই হইবে, যাহার মুখদর্শনের ইচ্ছা হয় না, তিনি যে দুর্দ্ধর্ষ, তিনি যে দুরতিক্রমণীয়, তিনি যে অপ্রতিহতশাসন, তাঁহার মুখ যে, জাতমাত্রকে একদিন দেখিতেই হইবে, শুচি, অশুচি, পুণ্যবান্, পাপী, ধনী, নির্দ্ধন, রাজা, প্রজা, বিদ্বান, মূর্খ, সাধু, অসাধু ইত্যাদি কাহাকেও যে তিনি পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার যে সর্ব্বভূতে সমদর্শন, সকলেই যে তাঁহার গ্রাহ্য, কেহই যে উপেক্ষণীয় নহে।

বক্তা—জাতমাত্রকেই যে, একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাহা স্থির, মৃত্যু কাহাকেও যে, ত্যাগ করেন না, তাহা সর্ব্বজন বিদিত, আমি জানিতে চাহিতেছি, তোমার যে মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্ব জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস? অথবা তোমার বিশ্বাস হইয়াছে, মৃত্যুর তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা তোমার কিছু লাভ হইবে?

জিজ্ঞাসু—প্রিয় না হইলে কি তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হয় না? যাঁহারা প্রাকৃতিক তত্ত্বের গবেষণা করেন, তাঁহাদের কি, অখিল প্রাকৃতিক তত্ত্বই প্রিয়?

বক্তা—অখিল প্রাকৃতিক তত্ত্ব সকলের প্রিয় বলিয়া বোধ না হইলেও, যাহাকে পাইবার জন্য মানুষ তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, তাহা যে প্রিয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—কি পাইবার জন্য মানুষের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়?

বক্তা—তত্ত্বকে পাইবার জন্যই মানুষের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হয়। 'তত্ত্ব' কাহাকে বলে, তাহা স্মরণ কর।

জিজ্ঞাসু—'তত্ত্ব' শব্দ তাহার ভাব, তাহার স্বরূপ (Essence) 'তত্ত্ব' শব্দের আমি এই অর্থ জানি।

বক্তা—'তত্ত্ব' কাহাকে বলে', এই প্রশ্নের তুমি যে উত্তর দিলে, তাহা হইতে তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার যে সমীচীন জ্ঞানলাভ হইয়াছে, আমার তাহা মনে হইতেছে না। তত্ত্ব শব্দের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে, তাহা যে যথার্থ নহে, আমি তাহা বলিতেছি না, তবে আমার ধারণা হইয়াছে 'তত্ত্ব' পদার্থ সম্বন্ধে তোমার অদ্যপি পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই।

জিজ্ঞাসু—আপনি কৃপাপূর্ব্বক 'তত্ত্ব' কোন্ পদার্থ,তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন্।

বক্তা—শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করিবার শক্তি হইলেই, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় না, শাস্ত্রোপদেশের যথার্থভাবে অনুভব করা চাই। পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তত্ত্বের স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'তৎএর ভাব তত্ত্ব' ("কিং পুনস্তত্ত্বম্? তদ্ভাবস্তত্ত্বম।"—মহাভাষ্য)। 'তত্ত্ব' প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৎএর ভাব', সন্দেহ নাই, কিন্তু 'তৎ' কি, আগে তাহা না জানিলে, 'তৎএর ভাব তত্ত্ব' তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যের উপলব্ধি পূর্ণভাবে হইতে পারেনা। বিস্তারার্থক 'তন' ধাতু হইতে 'তৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বিতত—বিস্তীর্ণ তাহা 'তৎ'। ছান্দোগ্যোপনিষদের 'স আত্মা তত্ত্বমসি—শ্বেতকেতো', এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশাভিপ্রায়ে পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন--

"একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নাম-রূপ বিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥"

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম-রূপ-বর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, এবং এখনও তিনি তদ্রূপেই বিদ্যমান আছেন। শ্রুতি সর্ব্বকার্য্যের কারণ, স্বয়ং অকারণ পরব্রহ্মকেই এস্থলে 'তৎ' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। 'তত্ত্ব' শব্দ প্রকৃত প্রস্তাবে এই তৎএরভাব'। অভিধানে যে 'তত্ত্ব' শব্দ পরমাত্মার বাচকরূপে ধৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ, অতএব পরমাত্মাই সকলের মূলতত্ত্ব। যাহা, যাহার ব্যাপক, যাহা যাহার সূক্ষ্ম, যাহা যাহার কারণ, তাহা তাহার তত্ত্ব, তাহা তাহার স্বরূপ। যে কোন পদার্থই হোক্, তাহার পরম কারণ, সদাখ্য ব্রহ্ম (Pure, unconditioned Existence)। আমি তাই বলিয়াছি, তত্ত্বকে পাইবার জন্যই মানুষের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাকৃতিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কার্য্যের কারণানুসন্ধান করেন, সকলেই পরমকারণের অনুসন্ধান না করিলেও, যাবৎ পরম কারণের অনুসন্ধান না হইবে, তাবৎ কাহার তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি একেবারে বিনিবৃত্ত হয়না। কার্য্যের কারণানুসন্ধানই যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানলাভমূলক একমাত্র কার্য্য, তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, সকলেই কার্য্যের পরম কারণের অনুসন্ধান করেন না, সকলেই 'তত্ত্ব' শব্দের সর্ব্বত্র পরমাত্মা বা পরমকারণ এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেন না। শক্তিহীনতা, অনেক স্থলে, 'তত্ত্ব'

শব্দটীর প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ পথে বাধা দেয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে, যখন এরূপ কারণ প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণ প্রকোষ্ঠ কারণান্তর দ্বারা পিহিত বা আচ্ছাদিত নহে, যে কারণ প্রকোষ্ঠের অন্য ব্যাপক বা সূক্ষ্মতর অবস্থা নাই, যাহা অকার্য্য বা অবিকৃতি, সুতরাং যাহা পরম কারণ (ultimate cause); কারণানুসন্ধান তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদার্শনিক কবি হ্যামিল্‌টন্ বলিয়াছেন—কার্য্যের কারণানুসন্ধানই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অপিচ কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাবৎ পরম কারণকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাবৎ কারণের অনুসন্ধিৎসা বিনিবৃত্ত হয়না। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে কদাচ পরম কারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবেনা, দর্শন শাস্ত্রের পরমকারণের দর্শন প্রবৃত্তি চিরদিন প্রবৃত্তি রূপেই থাকিবে, ইহা কখন চরিতার্থ হইবে না। * দার্শনিক কবি হ্যামিল্‌টনের কথা একেবারে মিথ্যা নহে। মলিন চিন্তা শক্তি, বিষয়াসক্ত বুদ্ধি কদাচ যে, পরমকারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেনা তাহা নিঃসন্দেহ। তবে পরমাত্মাকে দেখিবার, পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী হইবার উপায় আছে, শ্রুতি ও শ্রুতিপাদ সম্ভূত দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহের চরণ সেবা করিলে, তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, পরমাত্মাকে দেখিবার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাঁহারা পরমকারণকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের রাগ-দ্বেষাদি বিহীন, অপেতমল-মেঘ হৃদয়গগনে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা—পৃথক অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, তাঁহারা দেখিতে পান, এক ব্রহ্মই, একতত্ত্বের (Monistic—All pervading

---

* "Philosophy, guided by the principle of causality finds itself on the path which leads from effects to causes, and thus seeks to trace up the series of effects and causes, until, we arrive at causes which are not themselves effects. But these first causes or the first cause, philosophy cannot actually reach. Philosophy thus remains for ever a tendency—a tendency unaccomplished."

—Hamilton by John Veitch,

L. L. D. P. 37.

Essence) অবিরোধিনী আত্মভূত শক্তি বা মায়া দ্বারা বহুরূপে, নানা নামে বিরাজ করিতেছেন, বিবিধ, বিচিত্র জগদাকার ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, সমুদ্রোত্থিত, সমুদ্র বক্ষোধৃত এবং সমুদ্রেই বিলীয়মান বীচি বা তরঙ্গ সমূহ সমুদ্র হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। * ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই সত্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, নিখিল ভাববিকারই—সকল কার্য্যই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্মূল সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ ; সৎ বা ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয়ের কারণ। যে কোন বস্তু হোক্, তাহার পরম কারণ যে, সদাখ্য 'ব্রহ্ম', যে কোন পদার্থ হোক, তাহার স্বরূপাবস্থা যে পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহ লেশ নাই। বস্তু মাত্রের স্বরূপাবস্থা স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম' হইলেও, সকলেই, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। কোন কার্য্যের স্বরূপাবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া, লোকে স্ব-স্ব-শক্তি বা প্রয়োজনানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়—চতুর্থাদি ক্রমসূক্ষ্ম অবস্থা বা পর্ব্ব সমূহের মধ্যে কোন একটী অবস্থা বা পর্ব্বকে, উহার স্বরূপাবস্থা, উহার পরম কারণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পুরুষগণের বুদ্ধি বা প্রতিভাভেদই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মত ভেদের কারণ। যিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহার সমীপে তাহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে 'সৎ' (Positive)। যে সকল পদার্থ সাধারণ বা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহাদের তত্ত্ব নিরূপণ অনুমান বা আপ্তোপদেশ প্রমাণাধীন। যিনি যে মাত্রায় স্থূলদর্শী, অনুমান ও আপ্তোপদেশ প্রমাণে তিনি তন্মাত্রায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন, স্থূলদর্শীর এই নিমিত্ত স্থূল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষের অল্পদেশ বৃত্তিকত্ব বা সংকীর্ণতানুসারে অনুমান ও অল্পদেশ বৃত্তিক বা সংকীর্ণ হইবার কথা।

জিজ্ঞাসু—যে সকল পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, সেই সকল পদার্থই যাঁহাদের দৃষ্টিতে সৎ, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত পদার্থকে যাঁহারা 'সৎ' বলিয়া মনে করেন না, অথবা তাদৃশ পদার্থকে যাঁহারা সৎ বলিয়া অবধারণ করিবার প্রয়োজন বুঝেন না, তাঁহাদের তত্ত্বানুসন্ধান নিতান্ত সংকীর্ণ সন্দেহ নাই। আগস্ত কোম্‌তের ফিলোজফী পরম কারণের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অনিচ্ছুক, স্থূল প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের (Laws of Nature) তথ্য নির্দ্ধারণই জড় বিজ্ঞানের উন্নতিই, আগস্ত কোম্‌তের একমাত্র লক্ষ্য, অতীত ও অনাগতের চিন্তা তাঁহার বিবেচনায় অনাবশ্যক। আগস্ত কোম্‌তের ফিলোজফীকে এই নিমিত্ত

---

* 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদর্শ—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৭।৩৩

'পজিটিভ্ ফিলোজফী' (Positive Philosophy) এই নামে অভিহিত করা হয়।

বক্তা—কেবল আগস্ত কোমৎ কেন, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত পদার্থ সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ। জার্ম্মন্ দেশীয় ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিক সুধীশ্রেষ্ঠ হেকেল্ বলিয়াছেন প্রকৃতি (Nature) বলিতে আমি যৎপদার্থকে লক্ষ্য করি, তদ্ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃতিক (Super-natural) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual) রাজ্য আছে কিনা, আমি তাহা জানিনা। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের কল্পিত কথা উপাখ্যানে অথবা অধ্যাত্মবিদ্যার কল্পনা ও নিজ মতানুসারে যে সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে তাহারা কেবল কাব্য (Mere Poetry) এবং কল্পনার বিজৃম্ভণ (An outcome of imagination)।

অতএব প্রতিভানুসারেই তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয়, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থকে সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব সমূহই তাঁহাদের বুদ্ধিতে জ্ঞেয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—'তত্ত্ব' শব্দটী যে কারণে অভিধানে পরম কারণ পরমাত্মার বাচকরূপে ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এবং পরমাত্মাই যে পরমতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় সৎ তাহাও বিদিত হইলাম। আমি এখন জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাবৎ এই পরমকারণের তত্ত্ব দর্শন না হয়, তাবৎ কাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয়না, ইহা কি সার্ব্বভৌম সত্য? যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, ভূত ও শক্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের অনুসন্ধান যাঁহাদের মতে অনর্থক, তাঁহাদের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি কি অচরিতার্থ হইয়া থাকে? তাঁহারা কি আমাদের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা বিনিবৃত্ত হইয়াছে, এই প্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন না?

বক্তা—যাঁহারা আসন্নচেতন, স্থূল প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ ব্যতীত যাঁহাদের অন্য বিষয়ের জ্ঞান হয় না, তাঁহারা যে, যথা প্রয়োজন, যথাশক্তি ভূত ও ভৌতিক শক্তির তত্ত্ব চিন্তা করিয়াই আপাত দৃষ্টিতে সন্তোষলাভ করেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাঁহাদের হৃদয় আপ্তকামের ন্যায় সদা প্রসন্ন থাকে না, দুর্ভাগ্য নিবন্ধন তাঁহারা স্বয়ং ইহা বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহাদের চিত্তে যে পূর্ণ সম্প্রসাদ থাকিতে পারেনা, তাহা নিঃসন্দেহ। দশনবিকাশ প্রকৃত হাস্য নহে, হৃদয় বিকাশই প্রকৃত হাস্য। যাক্ এসকল কথা, তত্ত্বকে পাইবার নিমিত্ত, তত্ত্বকে

জানিবার জন্য যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? যাঁহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তিকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তির তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহারা প্রাণপণে ভূত ও ভৌতিক শক্তির উপাসনা করেন। ভূত ও ভৌতিক শক্তিই তাঁহাদের আত্মা, আত্মাই সকলের প্রিয়তম, আত্মাই সকলের জ্ঞেয়, সকলেই আত্মার স্বরূপ দর্শনার্থ সদা সচেষ্ট। যিনি তোমার প্রিয়তম, যাঁহাকে দেখিবার জন্য তুমি দৃশ্যমান সকল বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান কর, বুঝিতে পার, না পার, তিনিই তোমার 'আত্মা', মৃত্যুর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনাত্মক বা নিয়ত পরিণামি ভাব রাজ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্তই, তুমি মৃত্যুর সংসার বা জগতের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। মৃত্যু, ভয়ের সামগ্রী, বুঝুক না বুঝুক, স্বীকার করুক, না করুক, মৃত্যুর তত্ত্ব যাহাদের যথার্থভাবে নিশ্চিত হয় নাই, প্রাণদেবের প্রকৃতরূপ যাহারা দেখে নাই, তাহারা নিশ্চয় মৃত্যুকে ভয় করে। যাহা বহুলোকেরই ভীতি হেতু তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা হয় কেন; তাহা শুনিবে?

জিজ্ঞাসু—তাহা শুনিবার জন্যই ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মৃত্যু রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত? কত দেশ অতিক্রম করিলে, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিতে পারিব, তাহাই জ্ঞাতব্য।

বক্তা—মৃত্যুই অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়, অমৃতত্বকে আশ্রয় করেই মৃত্যু বিদ্যমান থাকে, মৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞান হইলেই, অমৃতত্বকে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু—বুঝিতে না পারিলেও, একথা মনোহারিণী, হৃদয়ে আশার সঞ্চারিণী। 'মৃত্যুই', যাহাকে সকলে ভয় করে, সেই মৃত্যুই, অমৃতত্ব প্রাপ্তির হেতু? সেই মৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞান হইলেই, অমৃতকে পাওয়া যায়? এখন বুঝিলাম, কেন মৃত্যুতত্ত্ব জানিবার জন্য আমার চিত্ত এত ব্যাকুলীভূত হইয়াছে।

বক্তা—কেবল তাহাই নহে, মরণোত্তর গতিতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা তোমার হইয়াছে, কেন হইয়াছে, তাহা জান কি?

জিজ্ঞাসু—এই দেহের পতন হইলেই, আমার ধ্বংস হইবে, আমার আমিত্ব অসৎ হইবে, আমি ইহা ভাবিতে পারি না, যাঁহারা বলেন, মরিলেই সব ফুরাইয়া যায়, মরণোত্তর জীব কর্ম্মানুসারে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা বালক কবি কল্পনা মাত্র, তাঁহাদের কথা আমার প্রীতিকরী হয় না। আমি বিশ্বাস করি, মরণের পরেও, এই দেহের পতন হইলেও, কোন না কোন অবস্থাতে আমি থাকিব, আমার আমিত্বের একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি হইবে না। আমার তাই

মরণোত্তর গতিতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা হইয়াছে। আপনি বলিলেন, মৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞান হইলেই, অমৃতকে পাওয়া যায়, আপনার এই গভীর উপদেশের অভিপ্রায় কি, অপিচ অমৃতত্বকে আশ্রয় করিয়া, মৃত্যু বিদ্যমান থাকে, ইহারই বা অর্থ কি, আমার তাহা জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

বক্তা—দেখ যাহারা সংসারকেই—পরিবর্ত্তন বা এক ভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তিকেই (Change) ভালবাসে, তাহারা যে, মৃত্যুকেই ভালবাসে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ মৃত্যুই সংসারের রূপ, পরিবর্ত্তন বা একভাব ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবান্তর গ্রহণই মৃত্যু, ইহাই সংসার। শ্রুতি এই জন্য 'সংসার' বা স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান বুঝাইতে 'মৃত্যু' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। * পরিণামই মৃত্যুর স্বরূপ, সংসারে কেহই ক্ষণকালও পরিবর্ত্তিত না হইয়া, একভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সতত পরিণামি-প্রকৃতি-রাজ্য অতিক্রম করিতে না পারিলে, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করা যায় না, মৃত্যুর রাজ্য সুবিস্তৃত। পরিণামিভাবের পশ্চাৎ অপরিণামিভাব আছে; পরিণামিভাবের পশ্চাৎ অপরিণামিভাব না থাকিলে, পরিণামকে কেহ চিনিত না,

---

* "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা বা ঈশাবাস্যোপনিষৎ

মহীধর 'মৃত্যু' শব্দের এস্থলে 'স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাষ্যে 'মৃত্যু' শব্দের স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ("মৃত্যুং স্বাভাবিক কর্ম্ম জ্ঞানং মৃত্যু-শব্দবাচ্যম্"। মহীধরভাষ্য। "মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্মজ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্"। শঙ্কর ভাষ্য)। দিগম্বরানুচর বিরচিত অর্থ প্রকাশাখ্য ব্যাখ্যাতে 'মৃত্যু' শব্দের 'সংসার' এই অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে—'মৃত্যুং সংসারং তীর্ত্বা'। কৌলাচার্য্য সত্যানন্দ কৃত ভাষ্যে 'মৃত্যু' শব্দের 'জন্ম-মৃত্যু চক্র'—'Cycle of birth and death' এই অর্থ উক্ত হইয়াছে। রামানুজমতানুযায়ী নারায়ণ কৃত প্রকাশিকাতে মোক্ষপ্রদ বিদ্যার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত পুণ্য পাপরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম 'মৃত্যু' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

("জন্মমৃত্যুচক্রম্"। সত্যানন্দকৃত ভাষ্য। "বিদ্যোৎপত্তি প্রতিবন্ধকীভূতং পুণ্যপাপরূপং প্রাক্তন কর্ম্ম"—নারায়ণ কৃত কাশিকা)।

অস্থিরকে যে, অস্থির বলিয়া জানিতে পারে সে নিশ্চয় স্থির, সে নিশ্চয় পরিবর্ত্তন রহিত, সে নিশ্চয় অসংসারী, সেই নিশ্চয়ই মরণধর্ম্মা নহে, তৎপদার্থকে 'অমৃত' বলিতে হইবে। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, অমৃতের ক্রোড়েই মৃত্যু বিদ্যমান, অমৃত বা অপরিণামিভাবের ক্রোড়ে ধৃত হইয়া, পরিণামিভাব ক্রীড়া করে, নৃত্য করে, হাস্য করে, ক্রন্দন করে, শ্রান্ত হইলে, মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় নিদ্রিত হয়। অপরিণামিভাব কর্ত্তৃক ধৃত পরিণামিভাবের এই ক্রীড়াই, এই নর্ত্তনই, এই জাগরণ-স্বপনই সংসারের রূপ। আমি বলিয়াছি, মৃত্যুকে জানিলে, মৃত্যুর স্বরূপ যথাযথভাবে পরিদৃষ্ট হইলে, অমৃতকে, (যাহা অপরিণামী, যাহা পরিবর্ত্তন রহিত, তৎপদার্থকে) প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, সংসারের স্বরূপ অবগত হইলে, ইহা ক্ষণকাল একভাবে অবস্থান করে না, পরিণামই ইহার স্বভাব, মৃত্যুই ইহার প্রকৃত রূপ, ইহা অনুভূত হইলে, চিতিশক্তি অপরিণামিনী, ইঁহার মৃত্যু নাই, ইনি অমৃত, এই জ্ঞানের উদয় হইলে, অমৃতত্ব লাভ হয়। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, পুরুষ যখন প্রকৃতির পরিণামিত্বাদি দোষ দেখিতে পান, তখন প্রকৃতি, ইনি আমার দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, ইহা বিদিত হইয়া, লজ্জিতা হয়, আর পুরুষের সমীপে আগমন করে না, স্বামি কর্ত্তৃক দৃষ্ট-দোষ কুলবধূর ন্যায় আর পুরুষকে মুখ দেখায় না। আমি যে কারণে 'মৃত্যু' অমৃতের ক্রোড়ে বিদ্যমান এবং মৃত্যুতত্ত্ব অবগত হইলেই, অমৃতকে পাওয়া যায় এই কথা বলিয়াছি, তাঁহা তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু মন্দপ্রজ্ঞ বলিয়া এখনও এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় নাই।

বক্তা—তোমার এইরূপ উত্তর পাইয়া, আমি যাদৃশ সুখী হইলাম, 'আমি বেশ বুঝিয়াছি' বলিলে, তাদৃশ সুখী হইতাম না। মৃত্যুর স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হওয়া, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুখসাধ্য নহে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, প্রাণাপহর্ত্তা মৃত্যুদেবের অন্যান্য দেবগণ অনুগমন করেন, অন্য কোন দেবই মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে ক্ষমবান নহেন, মৃত্যুদেবই বিশ্বজগতের ঈশান—প্রভু ("হবিং হরন্ত-মনুযন্তি দেবাঃ। বিশ্বস্যেশানং * * * মৃত্যুসূক্ত—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)।

জিজ্ঞাসু—আমি এখন যাহা শুনিলাম, তাহার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বক্তা—কোন্ স্থল বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—এখন যাহা শুনিলাম, তাহার কোন স্থলই সুগম বলিয়া মনে হইতেছে না। দেবগণকে অমর বলিয়াই জানি, 'অমর শব্দ দেবতার একটী প্রতিশব্দ, অতএব অন্য কোন দেবই মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে ক্ষমবান্ নহেন, এই কথার আশয় কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা।

বক্তা—শ্রুতির উপদেশ দুরবগাহ, স্পষ্টপ্রায় বোধ হইলেও, প্রমেয় বাহুল্য নিবন্ধন অগাধ। যথার্থভাবে 'বেদ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই,' আমি যে বহুবার এই কথা বলি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। বেদ কাহাকে বলে, বেদের স্বরূপ কি, তাহা তুমি জাননা। বেদ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক নিজ রূপ দেখান, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, আত্মসংস্কার বিহীন, পুরুষ বৃন্দের নেত্রে বেদের বেদ প্রদর্শিত রূপ যথাতথ ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়না। বেদ প্রাণস্বরূপ, বেদ মৃত্যু ও অমৃত এই উভয়কেই 'প্রাণ' বলিয়াছেন ("তমেব মৃত্যুমমৃতং তমাহুঃ")—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা বেদেরই কৃপায় জানিয়া থাকি, বেদভিন্ন জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। প্রত্যক্ষ (Observation and Experiment) ও অনুমান (Inference) এই প্রমাণদ্বয় হইতে যে প্রজ্ঞান হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে, উপলব্ধি হয়, তাহাও বেদমূলক। প্রকৃতির রূপ বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র নয়ন দ্বারা দ্রষ্টব্য। প্রকৃতিই মৃত্যু, প্রকৃতিই অমৃত। যাহারা প্রকৃতি তত্ত্বের পূর্ণ ভাবে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যে, মৃত্যু ও অমৃত এই উভয়েরই তত্ত্বানুসন্ধান করেন (সকলের তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব না হইলেও) তাহা সত্য। 'প্রকৃতি' শব্দের তুমি কোন্ অর্থে ব্যবহার কর ?

জিজ্ঞাসু—'প্রকৃতি' শব্দের আমি যে অর্থ জানি, যে অর্থে আমি ইহার ব্যবহার করি, আমার মনে হইতেছে, 'প্রকৃতি' শব্দের সে অর্থকে আপনি ইহার প্রকৃত অর্থ বলিবেন না। 'প্রকৃতি' শব্দের আমি 'কারণ' যদ্দ্বারা কোন কিছু কৃত হয়, যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, এই অর্থ জানি, এই অর্থই আমি ইহার ব্যবহার করিয়া থাকি, ইংরাজী 'নেচার' শব্দটী (Nature) আমার বিশ্বাস 'প্রকৃতি' শব্দের সমানার্থক। বলা বাহুল্য 'নেচার' (Nature) শব্দ সর্ব্বত্র একরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়না।

বক্তা—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে, প্রকৃতির পূর্ণ লক্ষণ বলিতে কেহই সমর্থ নহেন। মহাভারতেও সেইরূপ কথা আছে। অতএব তুমি প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ বলিতে পারিবে, আমি এইরূপ আশা করি নাই, তুমি প্রকৃতি শব্দের কি অর্থ জান, কোন্ অর্থে তুমি ইহার ব্যবহার কর আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা

করিয়াছিলাম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে প্রকৃতির স্বরূপ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। নারায়ণ নারদকে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন,—'প্র' প্রকৃষ্টের বাচক 'প্র' প্রকৃষ্টের এবং 'কৃতি' সৃষ্টির বাচক। যে দেবী সৃষ্টির আদ্যা, সৃষ্টির মূলকারণ তিনি 'প্রকৃতি' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'প্র' শব্দ প্রকৃষ্ট সত্বগুণের, 'কৃ' শব্দ রজোগুণের, এবং 'তি' শব্দ তমোগুণের বাচক। যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা, যিনি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা, যিনি সৃষ্টিকরণে প্রধানা, তিনি প্রকৃতি। আত্মা সৃষ্টি বিধানার্থ দ্বিধা হয়েন, এই রূপদ্বয়ের দক্ষিণার্দ্ধ 'পুরুষ' এবং বামার্দ্ধ 'প্রকৃতি'। অতএব প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, নিত্যা—সনাতনী মায়াপদ বোধ্যা। সীতা উপনিষদে সীতা দেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে। সীতাদেবী মূল প্রকৃতি স্বরূপিণী ("মূল প্রকৃতি রূপত্বাৎ সাসীতা প্রকৃতিঃ স্মৃতা।"—সীতোপনিষৎ)। প্রণব-প্রকৃতিরূপত্ব নিবন্ধন সীতা প্রকৃতি নামে অভিহিতা হয়েন ("প্রণব-প্রকৃতি রূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিরুচ্যতে।"—সীতোপনিষৎ)। সীতা প্রথমে শব্দ ব্রহ্মময়ীরূপে আবির্ভূতা হয়েন। অখিল শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বেদ স্বরূপিণী সীতাদেবীরই ভিন্ন, ভিন্ন রূপের প্রকাশ।* অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ হইতে অভিন্ন। বেদ ও শাস্ত্র হইতে মৃত্যুদেবের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত 'প্রকৃতি' ও 'বেদ' এই শব্দ দ্বয় বোধ্য অর্থের একটু আভাস দিলাম, পরে এই দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনা করিব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, প্রাণদেব যখন দেহত্যাগ করেন, তখনই মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে প্রাণের সহিত স্থূল দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছেদই মৃত্যু। তুমি যদি দেহ না হও, দেহকে যদি তুমি তোমার আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা হইলে, একগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যগৃহে গমনের ন্যায়, প্রাণদেবের এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ মরণকে তুমি প্রাণ দেবের সঞ্চরণ লীলা বলিয়াই বুঝিবে। কিন্তু তুমি যে মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে

---

* "প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টায়াদেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

"গুণে প্রকৃষ্ট সত্বেচ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ। মধ্যমে কৃশ্চ রজসি তি শব্দ স্তমসি স্মৃতঃ॥" "সা চ ব্রহ্মস্বরূপাস্তান্মায়া নিত্যা সনাতনী।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড। "প্রথমা শব্দ-ব্রহ্মময়ী স্বাধ্যায় কালে প্রসন্না * * * * সীতোপনিষৎ।

পারনা, মৃত্যুকে তুমি যে, এত ভীষণ বলিয়া মনে কর, মৃত্যু যে তোমার অপ্রিয় হয়, তাহার কারণ হইতেছে, তুমি প্রাণ ও মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হও নাই, অতএব পথিকের মমতা বশতঃ পান্থশালা ত্যাগ কালীন ক্লেশ ভোগের ন্যায় তোমারও এই দেহ ত্যাগ কালে ক্লেশ হইবে।

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণ কমলেভ্যো নমঃ

আয়ুস্তত্ত্ব।

A Philosophical discourse on the Duration of Life.

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস, সি, এম্, বি,
(M. sc. M. B.)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আয়ুর তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইবার কারণ।

জিজ্ঞাসু—যে, পরগৃহে ভাড়া দিয়া, কোনরূপ সময় (Agreement) না করিয়া বাস করে, তাহাকে যেমন সর্ব্বদা, গৃহস্বামী কখন গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিবেন, এইরূপ আশঙ্কাযুক্ত চিত্তে বাস করিতে হয়, আমার বিশ্বাস, এই দেহ গৃহে কতদিন বাস করিতে পারিব, তাহা যাঁহারা জানেন না, যাঁহাদের 'আয়ুঃ বা জীবিত কাল অবধারিত হয় নাই, কোন্ দিন্ এই দেহ গৃহ ত্যাগ করিবার আদেশ পাইবেন, তাহা যাঁহারা বিদিত নহেন, তাঁহাদিগকেও (যদি একেবারে আসন্ন-চেতন না হন, বিচার মূঢ় না হন), সেইরূপ নিরন্তর আশঙ্কাযুক্ত হইয়াই, দিন যাপন করিতে হয়।

বক্তা—যাঁহারা দেহ গৃহকে ভাড়াটে ঘর বলিয়াই বুঝেন, ইহাতে আমাদের কোনই স্বত্ব নাই, যাঁহাদের এই প্রকার দৃঢ় ধারণা আছে, কোনরূপ সময় করিয়া,

এই দেহ গৃহে বাস করিতেছেন কি না, তাহা যাঁহাদের জানা নাই, যাঁহাদের আয়ুঃ বা জীবিত কাল অবধারিত হয় নাই, এই দেহ একদিন ছাড়িতেই হইবে, ইহাতে চিরদিন থাকিতে পারিব না, যাঁহাদের ইহা সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে, তাঁহারাই সদা শঙ্কা যুক্ত হইয়া বাস করেন, দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আদেশ আসিলেই, বিনা আপত্তিতে দেহ ছাড়িবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকেন, দেহ যে, ভাড়া করা ঘর, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন না, কিন্তু সংসারে তাদৃশ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্প। আমরা চিরদিনই এই দেহে বাস করিব, আমাদিগকে এই দেহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, এই দেহই আমি, অথবা এই দেহ আমার, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পিতা স্বীয় অস্থির দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, মাতা দেহ ত্যাগ করিলেন, বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই স্ব-স্ব অস্বায়ত্তীকৃত দেহ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ অনির্দ্দেশ্য দেশে প্রস্থান করিলেন, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ভূপতির দেহও যে, সাধারণ জীব দেহের ন্যায় অস্বায়ত্তীকৃত, তাঁহার দেহও যে ভাড়াটে ঘর, নরপতিরও যে, নিজদেহে কোন সত্ত্ব নাই, স্বরাজ্যোপরি স্থির অধিকার নাই, তাহা সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অতএব আমাকেও যে, এই দেহ ছাড়িয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি মানুষ সাধারণতঃ অবিদ্যাবশে একবারও ইহা ভাবে না, বিনা ক্লেশে এই অস্থির দেহ ছাড়িবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না, অন্যে দেহ গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আমি চিরদিন এই দেহ গৃহেই বাস করিব, মায়ামুগ্ধ মানুষ যেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, দিন যাপন করে, এই দেহ ছাড়িতে হইবে, এ রাজ্য ত্যাগ করিতে হইবে, যাহা পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম, সে সকলকেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না, সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইলেও, তাহা করিবার অধিকার আমার নাই, আহা কয়জন মানুষের মনে এইরূপ ভাবনার উদয় হয়? যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা আসন্ন চেতন, তাঁহারা বোধ হয় অনেকতঃ নিশ্চিন্ত, কারণ তাঁহারা বর্ত্তমানেই বদ্ধ দৃষ্টি, অতীতের চিন্তা তাঁহাদের হয় না, ভবিষ্যৎও তাঁহাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। আর অতীত ও অনাগতকে যাঁহারা বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পান, কতদিন এই দেহ গৃহে বাস করিব, তাহা যাঁহারা বিদিত আছেন, ইচ্ছা হইলে যাঁহারা বহুদিন এই দেহে বাস করিতে পারেন, যাঁহাদের মৃত্যু ইচ্ছাধীন, মৃত্যুকে যাঁহারা অনন্ত-জীবন প্রাপ্তির দ্বার বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছেন, কাল-কাল বা মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায় যাঁহারা মৃত্যুকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহারা সদা সর্ব্বাবস্থায় সুস্থির, তাঁহারাই প্রকৃত

প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত, তাঁহাদের জীবনই সর্ব্বশঙ্কা বিরহিত, তাঁহারাই সদানন্দ। যাঁহারা এই উভয় হইতে ভিন্ন, যাঁহারা এই দেহ একদিন ছাড়িতে হইবে, কবে যে এই দেহ ছাড়িবার আদেশ আসিবে, তাহা অনিশ্চিত, তাহা যাঁহারা জানিতে পারেন না, যাঁহারা চার্ব্বাক হইতে পারেন নাই, যাঁহারা হেকেল্ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বচিন্তা হরণ সুক্ষ্মদৃষ্টি রোধক বিজ্ঞানলাভে সমর্থ হন নাই, হেকেল্ প্রভৃতি বিজ্ঞান কুশল, প্রাজ্ঞজনবৎ যাঁহারা অনন্ত জীবনকে বিজ্ঞান বিহীন অজ্ঞজনের কল্পনাসৃষ্ট পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অমৃতত্ব বা অনন্তজীবন যাঁহাদের সমীপে ভীষণ পদার্থ নহে, এই দেহের অবসান হইলেই সব ফুরাইয়া যাইবে, কি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কি হেকেল্, কি জ্ঞান, বিজ্ঞান বিহীন অসভ্য বর্ব্বর, মৃত্যুর পর সকলেই নির্ব্বিশেষে ভূত ও ভৌতিক শক্তিতে পরিণত হইবে, জড় হইয়া যাইবে, অতএব মৃত্যু ও মরণোত্তর গতি তত্ত্বের অনুসন্ধান মূর্খোচিত কার্য্য, অজ্ঞব্যক্তিরাই, কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল ব্যক্তিরাই, মৃত্যু, মরণোত্তরগতি, মুক্তি, অনন্তজীবন এই সকল বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্য বশতঃ হোক্ অথবা সৌভাগ্য নিবন্ধন হোক্, যাঁহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই অত্যন্ত অসুখী, তাঁহাদের জীবনই শান্তিহীন।

জিজ্ঞাসু—আমার বোধ হয়, আমি এই শেষোক্ত অসুখী, শান্তিহীন দলভুক্ত। ঠিক চার্ব্বাক্ হইতে পারিনা, পূর্ণভাবে হেকেল্ প্রভৃতির মতের অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইনা, এই দেহ যে ভাড়াটে ঘর, তাহাই যেন কখন কখন মনে হয়, কতদিনের জন্য সময় (Agreement) করিয়া এই দেহে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা জানিনা, কখন যে এই ভাড়াটে ঘর ছাড়িয়া দিবার আদেশ পাইব, তাহা অনিশ্চিত, অতএব আমি অসুখী, সদা শঙ্কা যুক্ত, আমার জীবন শান্তিহীন। আমি অসুখী, আমি সদা শঙ্কাযুক্ত, আমার জীবন শান্তিহীন, কিন্তু আমি এইভাবে মানব লীলা পরিসমাপ্ত করিতে একান্ত অনভিলাষী, মরণের পর আমি ভূত ও ভৌতিক শক্তিতে পরিণত হইব, অচেতন হইব, আমার ইহা যে ভাবিতেও কষ্ট হয়, যাঁহারা এইরূপ ভাবিয়া সুখী হন, আমি যে তাঁহাদের ন্যায় শক্তি পাই নাই, যে বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া, তাঁহারা এইরূপ মতে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, আমি যে, সে বিজ্ঞানালোক দেখি নাই। আপনার কৃপায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি কতদিন এই দেহ গৃহে বাস করিব, তাহা জানিতে পারা যায়, আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে মানুষের জাতি, আয়ুঃ এবং সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এবং যেরূপ কর্ম্মবশতঃ মানুষের জাতি,

আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখ ভোগ হয়, তাহা বেদ নয়ন জ্যোতিষ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সমাধি নেত্র দ্বারা তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ নয়ন জ্যোতিষ দ্বারা তাহা যে, জানা যায় তাহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব আমার এবিষয়ে কখনও অবিশ্বাস হইবেনা। জাতকের জন্ম কুণ্ডলী দেখিয়া, সে পুরুষ কি স্ত্রী, পূর্ব্বজন্মে সে কোন্ দেশে, কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মেই বা সে কোন্ দেশে, কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইত্যাদি অখিল বৃত্তান্ত জানা যায়, এসম্বন্ধে সংশয় বিরহিত হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক উপহাস করিলেও, অসভ্য বা বর্ব্বর বলিলেও, কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল বলিয়া ঘৃণা করিলেও, আমি নির্ভয়ে, মুক্তকণ্ঠে বলিব, মানুষের বর্ত্তমান জন্মই আদ্য জন্ম নহে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সংস্কারানুসারে মানুষের জাতি, আয়ুঃ ও সুখ-দুঃখ ভোগ নিয়ামিত হইয়া থাকে, আমি কবে কোন্ স্থানে, কোন্ রোগে, কিভাবে মরিব, জ্যোতিষ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়, মরণের পরে আমার কিরূপ গতি হইবে, তাহা অবগত হওয়া যায়, মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, যোগিশ্রেষ্ঠ, ত্রিকালদর্শী, বিশ্বের পিতৃভূত, প্রেমবিগলিত হৃদয়, করুণা-বরুণালয় জ্ঞানময় ভৃগুদেবের অপার করুণায় আমার তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণের সুতীক্ষ্ণ যুক্তি শর আমার এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে কদাচ বিচলিত করিতে পারিবেনা, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহা সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) হইতে উৎপন্ন, ইহা কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে। যে ব্যক্তি পুরোবর্ত্তি বৃক্ষকে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে কি, 'ঐ স্থানে বৃক্ষ নাই বলিলে,' তাহা বিশ্বাস করিতে পারে? পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আয়ুর বা জীবিতকালের ইয়ত্তা অবধারিত হয়। কেহ যে দীর্ঘজীবী হয়, কেহ যে অল্পায়ুঃ হয়, পূর্ব্ব কর্ম্মই তাহার কারণ। সৃষ্টি বৈচিত্র্য, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সহজ জ্ঞানবান্ সভ্য, অসভ্য সকলের নয়নেই পতিত হয়, নাস্তিক বৈজ্ঞানিক কি, [ভূত ও ভৌতিক শক্তি (Matter and Energy) এবং ভূত ও শক্তির স্থিতিশীলত্ব (Conservation of matter and Conservation of Energy) যিনি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা, ভূত ও শক্তির স্থিতিশীলত্বই যাঁহার দৃষ্টিতে প্রধান বস্তুধর্ম্ম (Two supreme laws of substance)] বুঝাইতে পারেন, মানুষের মধ্যে কেন একব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ, সুবিদ্বান্, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, সদা আত্ম-পরের

কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হন, কেনই বা একজন অল্পায়ুঃ রোগার্ত্ত, মূর্খ অসচ্চরিত্র ঘোর অধার্ম্মিক, আত্ম-পরের অনিষ্টকারী হইয়া থাকে ? প্রত্যেক মানুষ, প্রতিক্ষণ যে সত্যের রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে, সে সত্যের তত্ত্ব নিরূপণ না করিয়া, তাহা কিছুই নয়, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান নিরর্থক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, নিশ্চেষ্ট হওয়া কি, আত্মার প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থী, প্রেক্ষাবান্ মানুষের কার্য্য হইতে পারে ? কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, এই কথা সারতম, এই সিদ্ধান্ত যে পরম সিদ্ধান্ত, আমার তাহাই বিশ্বাস হয়। ভূতত্ত্ব (Physics) ভৌতিক শক্তি সমূহের ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ তত্ত্বের (The laws and relationship of forces) ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু 'শক্তি' কোন্ পদার্থ, শক্তির তত্ত্ব কি, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ মনোনিবেশ করেন না। রসায়নতন্ত্র ভৌতিক পদার্থ জাতের রাসায়নিক সম্বন্ধ তত্ত্ব সকলের যথা সম্ভব বর্ণন করেন, কিন্তু ভূতের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা বলেন না। প্রাণবিদ্যা (Biology) প্রাণব্যাপারের বিবরণ দিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রাণ (Life) কোন্ পদার্থ, প্রাণের স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট নহেন। বিবিধ জড় বিজ্ঞান কুশল হেকেল্, ম্যাক্স্ ভারবোরন (Max Verworn), হার্বার্ট স্পেন্সার, হক্সলী, বাইস্মন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুধীগণ প্রাণ ও আয়ুঃ পদার্থ সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়াছি, কিন্তু তাহা অবগত হইয়া প্রাণ (Life) ও আয়ুঃ (The Duration of Life) ইহারা বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, তৎসম্বন্ধে সংশয়বিরহিত জ্ঞান লাভ হয় নাই। নাস্তিক শিরোমণি জড়ৈকত্ববাদী হেকেল্ বলিয়াছেন, পূর্ব্বে সপ্রাণ ও অপ্রাণ এই (Organisms and Inorganic) পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে প্রকার তীক্ষ্ণ প্রভেদের বর্ণন করা হইত, নবীন বিজ্ঞান দেখাইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে সেই প্রকার তীক্ষ্ণ প্রভেদের উপপত্তি হয় না, সপ্রাণ ও অপ্রাণ এই উভয় রাজ্যই প্রগাঢ় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ। অপ্রাণ পদার্থের যে সকল কার্য্যকে সপ্রাণ পদার্থের কার্য্য সমূহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে বাহ্যতঃ ও আন্তরতঃ জ্বালা—অগ্নিশিখা (Flame) কার্য্য, সপ্রাণ পদার্থদিগের কার্য্যের যত সদৃশ হয়, অন্য কোন কার্য্য তত তুল্যরূপ হয় না। * ম্যাক্স্

---

* "Of all the phenomena of inorganic nature with which the life-process may be compared, none is so much like it externally and internally as the flame"—Wonders of Life. By E. Haeckel.

ভার্বোরন্ (Max Verworn) তাঁহার ফিজিয়োলজীতে প্রাণনব্যাপারকে অগ্নিশিখা (Flame) বা অগ্নির দহন কার্য্যের সহিত তুলিত করিয়াছেন। হেকেল্ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ঘটীকা যন্ত্রের যন্ত্র সকল ধাতব ঘটকাবয়ব দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও যেমন কেবল কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি ভৌতিক ধর্ম্মবশতঃ, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করে, সেইরূপ সপ্রাণ পদার্থ সকলের যন্ত্র সকল রাসায়নিক ঘটকাবয়ব দ্রব্য সমূহের ধর্ম্ম নিবন্ধন তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাণ যদি ভূত ও পরিচিত ভৌতিক শক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যু হইবার কারণ কি? যে সকল ভৌতিক ঘটকাবয়ব দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা ঠিক আছে, কেবল তাহাদের সন্নিবেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দ্রব্যের (Matter) অন্যথা হয় নাই, আকৃতিরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শক্তির (Energy) পরিমাণও একরূপই আছে, ইহা কেবল আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কি একটা পদার্থ চলিয়া গিয়াছে, যাহা থাকাতে দেহে প্রসারণ, অপসারণ, শোণিত সঞ্চালন, ভুক্তদ্রব্যের যথাযথ পরিণামাদি প্রাণন ব্যাপার (Metabolism) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জৈব ক্রিয়া সংসাধিত হয়, সেই প্রাণ পদার্থ দেহ ত্যাগ করিয়াছে। † প্রাণ দেহ হইতে চলিয়া গেলে চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপ গ্রহণ করিতে পারেনা, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ গ্রহণে অসমর্থ হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গন্ধগ্রহণ শক্তি বিলুপ্ত হয়, রসনেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ শক্তি বিনষ্ট হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শগ্রহণ

---

† তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, প্রাণ যখন দেহ হইতে নির্গমন করেন. তখনই দেহ মৃত হয়, এবং প্রাণ যাবৎ দেহে অবস্থান করেন, তাবৎ মৃত্যু হয় না, প্রাণই শরীর স্থাপন হেতু ("তমেব মৃত্যুমমৃতং তমাহুঃ। তং ভর্ত্তারং তমু গোপ্তারমাহুঃ স ভূতো ম্রিয়মাণো বিভর্ত্তি" * * *—তৈত্তিরীয় আরণ্যক—ভর্তৃসূক্ত)।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার অলিভরলজ (Sir Oliver Lodge) প্রাণ (Life) সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছেন—" Here again the particles remain as many as before, it is only their arrangement that is altered; the matter is conserved but has lost its shape; the energy is constant in quantity but has changed its form. What has disappeared? The thing that has disappeared is the life——the life which appeared to be in the tree or the animal, the life which had composed or constructed it by aid of sunshine and atmosphere and was manifested by it. * * * Man and the Universe P. 81.

শক্তি অন্তর্হিত হইয়া থাকে, প্রাণ চলিয়া গেলে, কি পরিপাক যন্ত্র, কি শ্বাসযন্ত্র, কি সমুৎসর্গযন্ত্র, কি শোণিত সঞ্চালন যন্ত্র সকলেই নিষ্ক্রিয় হয়।

বক্তা—'প্রাণ' নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থ তুমি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছ, হেকেল প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান শূর জড়ৈকত্ববাদি-সুধীগণ সেই সকল প্রাচীন কালের যুক্তিকে খণ্ডিত করিয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 'প্রাণ' যে ভূত ও ভৌতিক শক্তি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—হেকেল্ প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদীরা যে সকল প্রমাণ দ্বারা প্রাণ নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আপনার প্রাণতত্ত্ববিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক উপলব্ধি হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণ তাঁহাদের দৃষ্টিতে অকাট্য হইলেও বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের দৃষ্টিতে অকাট্য নহে। যাঁহারা স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহ বা প্রাণকে স্বেচ্ছায় দেহ হইতে বহির্গত করিতে পারিতেন, যাঁহারা মৃতদেহে প্রাণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই বেদরহস্যাভিজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, যোগজবল সম্পন্ন পুরুষবৃন্দ হেকেলের কথা শুনিয়া, প্রাণকে কখন, পরিচিত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া ভাবিতে বিরত হইবেন কি? যাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সর্ব্বোপরি সমাদর করেন, তাঁহারা কি, স্বয়ং যোগীদিগের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, বিজ্ঞান কূপমণ্ডূক হেকেলের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন, প্রাণকে নিরোধ পূর্ব্বক বহুদিন দেহকে মৃতবৎ রাখা, ছিদ্রবিহীন আয়স বা দারুময় পেটিকা নিবেশিত ও ভূগর্ভে স্থাপিত হইয়াও, বাঁচিয়া থাকা, শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণ? হেয় স্বার্থপর প্রবঞ্চকদিগের প্রতারণা? ডাক্তার কার্পেণ্টর তাঁহার নরশরীর বিজ্ঞানে (Human Physiology) ভারতবর্ষীয় যোগিগণের বিস্ময়জনক প্রাণ নিরোধের কথা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। *

---

* "It is quite certain that an apparent cessation of all the vital functions may take place, without that entire loss of vitality which would leave the organism in the condition of a dead body, liable to be speedily disintegrated by the operation of chemical and physical agencies. * * * But statements have been recently made respecting the performances of certain India Fakeers, which are far more extraordinary; *** See a collection of these cases, directly obtained from British officers who had been eye-witnesses of them in India, by Mr. Braid, in his observations on Trance, or Human Hybernation."——Dr. Carpenter's Physiology P. P. 904-905.

বক্তা—হেকেলের অনেক গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি; হেকেলের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, জড় বিজ্ঞানের অনুশীলনে সদা নিরত থাকিলেও, তিনি প্রতিভার প্রেরণায় যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভা তাঁহাকে তাহা করিতে অবসর প্রদান করে নাই (স্থূল, ইন্দ্রিয় এবং অনুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র,এতদ্ব্যতীত তিনি অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই) তথাপি স্বীকার করিব, তিনি প্রাণপণে নাস্তিক মত প্রচার করিয়া বহু অপকারের মধ্যে বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের কিয়ৎ পরিমাণে উপকারও করিয়াছেন। আত্মার অনশ্বরত্ব বা নিত্যত্ববাদের (Immortality of the soul খণ্ডনাবসরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস, অনেক হিতকর কথা আছে। হেকেল বলিয়াছেন, যাঁহারা অনন্তজীবনে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যাঁহারা অনন্তজীবন পাইবার আশা করেন, যাঁহারা মরণের পর সুখময় স্বর্গধামে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা যে নিমিত্ত অনন্তজীবনে (Eternal Life) বিশ্বাস স্থাপন করেন, যে নিমিত্ত উহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, যে নিমিত্ত সুখময় স্বর্গধামে যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত (Extremely curious)। এই পৃথিবীতে যেরূপ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন. মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদে সেইরূপ (কেবল তাহারই কিঞ্চিৎ উন্নমিত, পরিবর্দ্ধিত ও অবাধিতভাবে) জীবন্ অতিবাহিত করিবেন, সেইরূপ ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগ করিবেন, যে প্রকার ঐন্দ্রিয়ক তৃষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সমস্ত পার্থিবজীবন কাটাইতেছেন, বিনা বাধায়, সেইপ্রকার ঐন্দ্রিয়ক তৃষা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন, মানুষ সাধারণতঃ এই নিমিত্ত অনন্তজীবনে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রীতি অনুভব করেন, এই নিমিত্ত অনন্তজীবন পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, এই নিমিত্ত স্বর্গধামে যাইতে ইচ্ছুক হন। শোকানলে দহ্যমান হৃদয় মানুষ, স্বর্গধামে যাইয়া, তাহার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্র-মিত্রাদিকে (যাহারা অসময়ে কালকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে) ফিরিয়া পাইবে, এই আশাও অনন্তজীবন এবং সুখময় স্বর্গধামের অস্তিত্বে সাধারণ মনুষ্যদিগকে বিশ্বাসী করিয়া থাকে। * হেকেল্ বলিয়াছেন, বহুব্যক্তি, যদি তাহারা তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ বা পত্নী ও শাশুড়ীর অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ, স্বর্গ শব্দের অর্থ. ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে, তাহারা আনন্দের সহিত স্বর্গধামের সর্ব্বপ্রকার সুখবিশ্রুতিকে পরিত্যাগ

---

* "We long for an eternal life in which we shall meet no sadness and no pain, but an unbounded peace and joy. The pictures that most men form of this blissful existence are extremely curious; the immaterial soul is placed in the mdist of grossly material pleasures. The imagination of each believer points the enduring splendour according to his personal taste. * * * In a word, each believer really expects his eternal life to be a direct continuation of his individual life on earth, only in a much improved and enlarged edition:—The Riddle of the Universe.

করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বর্গের প্রশংসা আর তাহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারেনা †।

জিজ্ঞাসু—হেকেল্ বোধ হয় স্ত্রী ও শাশুড়ী হইতে বিশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন। হেকেল স্বর্গের যে ছবি সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন, স্বর্গের সে ছবি বেদ ও শাস্ত্র কর্ত্তৃক অঙ্কিত স্বর্গের ছবি হইতে বিভিন্ন, মরণের পর সকলেই, নির্ব্বিশেষে সুখময় স্বর্গধামে গমন করিতে পারে না। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ, পুণ্যবানেরই স্বর্গনামক স্থান গমন হইয়া থাকে ("পুণ্যেন পুণ্যলোকং নয়তি পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুষ্য-লোকম্।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)।

বক্তা—মরণোত্তর গতিতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, তৎ কর্ম্মফল ভোগার্থ মরণানন্তর কর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকাদি স্থান প্রাপ্ত হয়, অথর্ব্ববেদ পুণ্য, পাপ এবং পুণ্য-পাপ এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুসারে মরণোত্তর সামান্যতঃ এই ত্রিবিধ গতির বর্ণন করিয়াছেন ("প্রথমেন প্রমারেণ ত্রেধা বিষ্বঙ্ বিগচ্ছতি। অদ একেন গচ্ছত্যদ একেন গচ্ছতীহৈকেন নিষেবতে॥"-অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১১।৪।১৩)। অতএব যাহারা এই জীবনে পার্থিব বা ঐন্দ্রিয়ক সুখ ব্যতীত অন্য বিমলতর সুখের আস্বাদন পায় নাই, তাহারা সুখময় স্বর্গ বলিতে হেকেল্ স্বর্গের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত স্বর্গের অন্য কোন রূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিবে কেন? হেকেলের এই সকল কথার মধ্যে অনেক সার আছে সন্দেহ নাই; স্বর্গ সম্বন্ধীয় সাধারণ লোকের জ্ঞান যে এইরূপ অদ্ভুত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—হেকেলের কথার মধ্যে সার থাকিলেও, তাঁহার কথাতে তাঁহার প্রবল স্বমত স্থাপন প্রবৃত্তি (Bigotry) অনেক সময়ে তাঁহার দৃষ্টিকে আবিল করিয়াছে, অনেক সময়ে শুদ্ধ স্বোৎপ্রেক্ষার অনুবর্ত্তন করিতে যাইয়া তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বক্তা—যথা স্থানে সে সকল কথার আলোচনা করা যাইবে, এখন তুমি যাহা বলিতেছিলে, তাহা বল।

---

† "There are plenty of men who would gladly sacrifice all the glories of Paradise if it meant the eternal companionship of their better half and their mother-in-law."—The Riddle of the Universe—The immortality of the soul.

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আত্মা জীবাদি রূপে উৎপন্ন অথবা আত্মা হইতে পৃথিব্যাদি জাত ইহা মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিতেছেন মাত্র; বাস্তব পক্ষে আত্মা আত্মাই আছেন, ইহা হইতে কিছুই জন্মাইতেছেনা—ইনিও জন্মান নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ "অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্"—ইহার যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন "আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈ র্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ" ইত্যাদি। আত্মা বা পরমাত্মা জন্মরহিত, ইনি ব্রহ্মরূপ অরূপণভাব বিশিষ্ট—ইহাঁর জন্মও নাই এবং ইহা হইতেও কিছুই জন্মিতেছেনা। তথাপি শ্রুতি মধ্যে যে "অজায়ত" কথা পাওয়া যায় তাহা ঘটের মধ্যে আকাশের উদয় হয় যেভাবে বলা হয় সেইভাবেই ব্যবহৃত। ঘটাকাশ দ্বারা যেমন আকাশের উদয় হয় বলা যায় সেইরূপ জীবরূপ উপাধিতে পরমাত্মাই জীবাত্মা হইয়া উদিত হন বলা হয়। কিন্তু সত্যই কি ঘটের মধ্যে আকাশ জন্মে, না জীবের মধ্যে পরমাত্মা জন্মেন? আকাশ আকাশই আছে, পরমাত্মা পরমাত্মাই আছেন। ঘট উপাধিতে মহাকাশ যেন খণ্ড হইয়া ঘটাকাশ মত হয়েন সেইরূপ জীব উপাধিতে ঋত সত্য স্বরূপ পরমাত্মা "অজায়ত" এই ভাবের কথা বলা হয়। ফলে পরমাত্মার জন্ম নাই।

আবার দেখ—জগৎ কোথা হইতে আসিল? উত্তরে বলা হয় পরমাত্মা হইতে জগতের সৃষ্টি, পরমাত্মাতে জগতের স্থিতি ও জগতের লয় হয়। আকাশ হইতে বায়ু—অগ্নি—জল—পৃথ্বী ইত্যাদি ক্রমে সূক্ষ্ম আকাশই ঘটাদিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ আকাশ স্থানীয় পরমাত্মা হইতে পঞ্চভূত সঙ্ঘাত ও আধ্যাত্মিক দেহাদি সংঘাত জন্মিতেছে বলা হয়। বাস্তব পক্ষে রজ্জুতে সর্পের কল্পনার ন্যায় এইগুলি কল্পিত মাত্র। পৃথিব্যাদি বা দেহাদি কিছুই জন্মিতেছেনা শুধু কল্পনাই উঠিতেছে লয় হইতেছে। সৃষ্টি আদৌ উঠে নাই। নিরাকার শূন্যই যেমন বালকের নিকটে বেতালরূপে ভাসে সেইরূপ অবিদ্যার শক্তিতে বহু আকার বিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্ম অবলম্বনে ভাসে মাত্র। স্বপ্নে যেমন দেহাদি রচিত হয় সেইরূপ আত্মাশ্রিত মায়া বা আত্মশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব রচিত। আত্মা হইতে

স্বভাবতঃ আত্মশক্তির স্ফুরণ হয়। এখানে আত্মার ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"; "যথাগ্নেঃ-ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" "তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ;" "তদৈক্ষত;" "তত্তেজোঽসৃজত"—সৃষ্টি বিষয়ক এই সমস্ত শ্রুতি বাক্যে যে জীব ও পরমাত্মার ভিন্নত্ব দেখান হইয়াছে তাহা পরমার্থ রূপ নহে—সত্য নহে। কিন্তু মহাকাশ ও ঘটাকাশ পরস্পর ভিন্ন ইহা যেমন গৌণভাবে বলা হয় সেইভাবে গৌণ মাত্র। যথা ওদনং পচতীতি গৌণং তথা। ভাত রাঁধিতেছে—ইহাতে যেমন চাউলকেই ভাবিনীবৃত্তিতে ভাত বলা হয় সেইরূপ। শ্রুতি কথিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতা বোধক বাক্য সমূহ—অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব স্বভাবতঃ যে ভেদ দর্শন করে তাহা অনুবাদ করিয়াই বলা হইয়াছে। কারণ মুখ্যভেদ কোনরূপেই উৎপন্ন হইতে পারেনা। এই ভাবে

মৃল্লোহ বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥১৫॥অদ্বৈত।

মৃত্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং অন্য প্রকারে শ্রুতিতে সৃষ্টির কথা যাহা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত সৃষ্টি প্রকার কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতারূপ বুদ্ধি যদ্দ্বারা উৎপন্ন হইবে তাহারই উপায় মাত্র।

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" "যথা সৌম্যৈকেন নখ নিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ" এই সমস্ত শ্রুতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম বেত্তাগণের মীমাংসিত জীব ব্রহ্মের একতা বিষয়ে শিষ্যের বুদ্ধি প্রবেশ করান হইয়াছে মাত্র। "জীব পরমাত্মৈকত্ব বুদ্ধ্যাবতারায় উপায়োঽস্মাকম্"। শ্রুতি কথিত সৃষ্টি আদির অবতারণা কেবল অদ্বৈত বোধের উৎপত্তি জন্য কল্পনা মাত্র। শ্রুতি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংবাদে বাগাদি অসুরগণের পরাভব এবং মুখ্য প্রাণের অব্যাহতিরূপ আখ্যায়িকা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—পরমার্থ সত্য ভাবে এই সমস্ত আখ্যায়িকা বলেন নাই—বলিলে একরূপেই বলিতেন। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আত্মা হইতে প্রথমেই আকাশ হইল। আবার ছান্দোগ্য বলিতেছেন "তত্তেজোঽসৃজত" তেজই প্রথম সৃষ্টি। প্রশ্নোপনিষদ্ বলিতেছেন "আত্মনঃ এব প্রাণোজায়তে প্রাণই প্রথমে সৃষ্ট হইল।

কোথাও কোথাও সৃষ্টির কোন ক্রমই দেখান হয় নাই। যদি সৃষ্টি বাস্তবিক হইত তবে সমস্ত শ্রুতিতে একরূপই বলা হইত। সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য গুলি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যাইতেছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় বাস্তবিক সৃষ্টি কিছুই হয় নাই—অজ্ঞানের বিলাসে ব্রহ্মকেই বিচিত্র জগৎ ভাবে দেখা হইয়া যায়। আবার সৃষ্টির শ্রুতি কথিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রম দেখিয়া প্রতিপাদন করা যায়—সৃষ্টি প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে কিন্তু এক অদ্বৈতকে দেখানই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টির ক্রম বলা হইয়াছে সত্য কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখান হইয়াছে সৃষ্টির কারণ যিনি তিনি একই অধিষ্ঠান চৈতন্য বা আত্ম বা ব্রহ্ম। একমাত্র অদ্বৈত আত্ম বস্তুকে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির কথা কহিয়াছেন। আত্মা এক, আত্মা অদ্বৈত, আত্মা পরং সত্যং—এই বুদ্ধি উৎপন্ন করা ভিন্ন বহু প্রকার সৃষ্টি কথার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

মুক্ত। বৎস! জীব, পরমাত্মা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি যে শাস্ত্র সিদ্ধান্তটি ধরিতে পারিয়াছ ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় সুখী হইলাম এবং তোমাকে বহু আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এখন অন্যোন্য কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া চল। অন্বয়াৎ ইতরশ্চ—মুহুস্তি সূরয় এই সমস্ত কথা আলোচনায় যোগ্য।

মুমুক্ষু। করুণাময়! সমস্ত ভাগবতের তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত এই শ্লোকটি। কাজেই প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলির কথাও ভগবান্ বাদরায়ণি এখানে বলিয়া গিয়াছেন। একটি শ্লোক ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে আত্মতত্ত্ব বিশ্বাতত্ত্ব শিব-তত্ত্ব—ইত্যাদি তত্ত্বচিন্তার মধ্যে প্রবেশ করা যাইবে এবং গায়ত্রী কথিত বরণীয় ভর্গের সেই সীমাশূন্য পরমপদে প্রবেশের সাধনা ও ধারণা করিয়া ধন্য হওয়া যাইবে—সঙ্গে সঙ্গে অবরণীয় ভর্গ যে জীবকে বহু বহু বার মোহময়ী মদিরা পান করাইয়া এই সংসার কারাগারে পুনঃ পুনঃ আনিতেছে আর দূর করিয়া দিতেছে তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই এই শ্লোকটি বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

মুক্ত। আচ্ছা! সৃষ্টি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তটি বলিয়া অন্য বিষয়গুলি যেরূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় কর।

মুমুক্ষু। ভগবন্! আচার্য্য গৌড়পাদের সিদ্ধান্তই বেদের সিদ্ধান্ত। আচার্য্য গৌড়পাদ ভাগবৎ-বক্তা শুকদেবেরই শিষ্য। শুকদেব বিদেহ মুক্ত। অতএব হি প্রাক্‌বিদেহমুক্তস্যাপি শুকস্য পরীক্ষিত সভায়াং পুনর্দর্শনং ভাগবতোপদেশাদি-কঞ্চ ন বিরুদ্ধ ইতি বোধ্যম্। শুকদেব পূর্ব্বে বিদেহ মুক্ত হইয়াও যে রাজা

পরীক্ষিতের সভায় দর্শন দিয়াছিলেন এবং ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা দর্শকগণের পক্ষে অসম্ভব নহে। যোগিদেহ কোন কালে আধিভৌতিক নহে। তথাপি দর্শকেরা যে দেহ দেখেন তাহা ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তজনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহ দর্শন ভ্রম বলিয়া প্রতীত হয়। গৌড়পাদ আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্ত এই।

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমাশ্রুতিঃ।

নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ ॥২৩॥ অদ্বৈত প্রকরণ-কারিকা।

পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং মায়া হইতেও সৃষ্টি হইতেছে এই দুই কথাই শ্রুতি সমানভাবে বলিতেছেন। ইহার মধ্যে শ্রুতি যাহা নিশ্চয় করিতেছেন ও যুক্তি যুক্ত বলিতেছেন তাহাই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য হইবার যোগ্য, অন্য লোকের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইতেই পারেনা। অজাতবাদই শ্রুতি সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি বলিয়া কোন কিছুই জন্মাইতেছেনা, ব্রহ্মই মায়ার কুহকে সৃষ্টিরূপে অজ্ঞের কাছে ভাসেন। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" শ্রুতির এই সিদ্ধান্তই সত্য। সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্রুতি পাওয়া যায় তাহা "উপায়ঃ সোঽবতারায়" অদ্বৈত প্রকরণ ১৫ শ্লোক। অজ্ঞ শিষ্যের বুদ্ধিতে অদ্বৈত বোধের উৎপত্তি জন্য শ্রুতি সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐরূপ উপদেশ করেন মাত্র।

মুক্ত। "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চ"—এখন "অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ" সম্বন্ধে কি বুঝিয়াছ বল।

মুমুক্ষু। এই বিশ্বের জন্মাদি যাঁহার সত্তা অবলম্বনে হইতেছে—ইহা কিরূপে জানা যায়? ইহারই উত্তর হইতেছে অন্বয়াৎ-ইতরতশ্চ-অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যোঽস্তি। যৎসত্ত্বে যৎ সত্ত্বং—অন্বয়ঃ। যদভাবে যদভাবঃ—ব্যতিরেকঃ। আপন প্রভামণ্ডিত পরমসত্যের সত্তাতে এই জগতের সত্তা। এইভাবে তিনি সর্ব্বত্র অনুস্যূত—অন্বিত। আবার যাহার অভাব হইলে তজ্জাত বস্তুরও অভাব হয় তাহা হইল ব্যতিরেক। চিৎপ্রভা বা স্পন্দস্বভাব বিশিষ্ট চিৎ যখন অস্পন্দ স্বভাবকে স্পর্শ করেন তখন আর কোন স্পন্দন থাকেনা কাজেই জগৎও থাকেনা। চিৎপ্রভার সত্তাতে জগৎ সত্তা, চিৎপ্রভার অভাবে সৃষ্ট্যাদিরও অভাব। এই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা জানা যাইতেছে সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গ সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রকৃতি ভূত চিৎপ্রভা হইতেই হইতেছে। এই মায়ামণ্ডিত ব্রহ্ম জড় নহেন। ইনি সামান্য বিশেষ ভাবে সমস্ত জানেন বলিয়া অভিজ্ঞ। আবার ইনি স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বরাট্। ইনি প্রজাপতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সঙ্কল্পমাত্রেই বেদের জ্ঞান প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
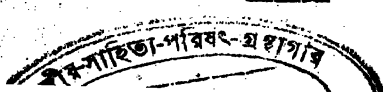
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥
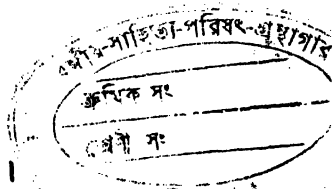
১৮শ বর্ষ } সন ১৩৩০ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা

শরণাগত।

বড় ক্লান্ত বড় শ্রান্ত বড় নিরাশ্রয়,
অনাথ আতুর জনে রাখ দয়াময়।
জীবন সে যেন এক সুবিশাল মরু,
নাহি ছায়া নাহি জল নাহি তাহে তরু।
ধূ ধূ করে খরতাপে বালুকার রাশি,
নিরাশার ঘন ছায়া নামিতেছে আসি।
ঝরিয়া নয়ন হ'তে এক ফোঁটা বারি,
আনিতে পারিবে কি গো তব কৃপা ঝারি?
তৃষিত হৃদয় প্রভু হয়ে মেঘহারা,
ঝরে যদি অবিরত আঁখিজল ধারা,
ডুবাও ডুবাও মোরে অসীম সাগরে
পরশ করগো মোরে সুকোমল করে,
জুড়াবে দারুণ জ্বালা করি সুধাপান
চরণে শরণাগত তাই ভগবান।

নিরাশ্রয়ো মাং জগদীশ রক্ষ।

আপনাকে আপনি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তুমি যে নিরাশ্রয় এই ভাবনাটি যদি প্রবল ভাবে হৃদয়ে তুলিতে পার তবে তুমি এককক্ষণেই বুঝিতে পার তোমার একজন এমন আছেন যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি করুণার আধার, যিনি ক্ষমাসার। তোমার যোগ্যতা থাক্ বা না থাক তথাপি তিনি তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন; তিনি তোমায় নির্ম্মল করিয়া কোলে তুলিয়া লন। তোমার প্রভু তিনি, সকলের প্রভু তিনি; তিনি কোন লোকের পাপ ও গ্রহণ করেন না, কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অবিবেচক লোকে বলিয়া থাকে ভগবান্ এত দয়াময় হইয়াও জগতের এই দুঃখ রাশি সৃজন করিলেন্ কেন? কেন তিনি পাপ সৃজন করিলেন? মূর্খ লোকের কথা ইহা—অবিশ্বাসীর উক্তি ইহা। শ্রীভগবান্ আপনি বলিতেছেন মানুষকে দুঃখ তিনি দেন না, পাপীও তিনি সৃজন করেন না। তবে মানুষের দুঃখ কোথা হইতে আসিল যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবান্ এক কথায় উত্তর করেন "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলেই মানুষ অশেষ দুঃখে দুঃখী হয়। অজ্ঞান দূর কর তুমি পরমসুখে সুখী হইয়া যাইবে।

সূর্য্যকে আকাশের এক ক্ষুদ্র স্থানে ক্ষুদ্র আকারে দেখা যায় সত্য কিন্তু এই দেশের সূর্য্যকেই পৃথিবীর সকল লোকেই দেখে। তবে বল সূর্য্য ক্ষুদ্র হইলেন কিরূপে? আর সূর্য্য উদিত হইলেই অন্ধকার দূর হয় ইহাও আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞান সূর্য্যও এই ভাবে জগতের অন্ধকার, তোমার মনের অন্ধকার দূর করেন। যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করার মত করে মেঘ, ফলে ক্ষুদ্র মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারেনা, এক স্থানে আচ্ছন্ন হইলেও সূর্য্য অন্য দেশের লোকের কাছে উজ্জ্বল কিরণ রাশি বিকীরণ করেন, কেবল মেঘ লোকের চক্ষু ঢাকিয়া রাখে বলিয়া মানুষ সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় না—সেইরূপ অজ্ঞান মেঘ জ্ঞান সূর্য্যকে ঢাকেনা—আবৃত করে মানুষের চক্ষুকে সেইজন্য মানুষ জ্ঞান সূর্য্যকে দেখেনা। তুমি তোমার অজ্ঞানকে তোমার মন হইতে সরাইয়া দাও—জ্ঞানের উদয় হউক দেখিবে দুঃখ বলিয়া কোন কিছুই নাই।

সমগ্র আর্য্যশাস্ত্র অজ্ঞানের বিনাশ জন্য। জ্ঞানটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। ইনি সর্ব্বত্র সমভাবেই আছেন। অজ্ঞানের নাশ হইলেই ত হইল। ইনিত আছেনই। যদি জিজ্ঞাসা কর কোথা হইতে এই অজ্ঞান মেঘ উঠিয়া এত বড়, সীমাশূন্য জ্ঞানসূর্য্যকে আবরণ করে? উত্তরে বলা হয় তোমার মনে অজ্ঞান মেঘ যদি উঠে তবেই জ্ঞান সূর্য্য তোমার কাছে ঢাকা পড়েন। যদি না উঠে তবে জ্ঞানসূর্য্য তোমার কাছেও সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকেন। বুঝিতেছ অজ্ঞান কোথা হইতে আইসে? কোন্ কারণে উঠে ইহার উত্তর কি? জ্ঞানে অজ্ঞান নাই, প্রকাশে অপ্রকাশ নাই, সূর্য্যে অন্ধকার নাই। সত্যই সত্যই অজ্ঞান নাই। তথাপি যে আবৃত দেখে তার কাছেই অজ্ঞান আছে। জীব ভাবে অজ্ঞান আছে ব্রহ্মভাবে নাই। কি কারণে অজ্ঞান উঠে? অজ্ঞান ত নাইই যদি বল উঠেত কিন্তু কারণ কি? তবে শাস্ত্র বলেন "ন কেনাপি কারণেন ভবতীতি" কোন কারণেই অজ্ঞানটা হয় না। তথাপি যদি বল জীবে জীবে কতই অজ্ঞানের খেলা দেখা যায় কেমন করিয়া বলিব অজ্ঞান নাই? হাঁ যতদিন দেখিবে ততদিন ত আছে বলিতেই হইবে। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ ততক্ষণ স্বপ্ন দৃষ্ট ব্যাঘ্র হস্তী ত আছেই—যেন সত্য সত্যই আছে। সেইরূপ ইহাও। সূর্য্য কিরণ মরুভূমির উপর পড়িতেছে তুমি মরীচিকাতে জল দেখিতেছ, নৌকা চলিতেছে, নৌকারোহী তীর তরুকে ছুটিতে দেখিতেছে, রজ্জু আধা ছায়া আধ আলোকে পড়িয়া আছে, তুমি দেখিতেছ সর্প, এই সব ভ্রম জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এইরূপ চৈতন্যই আছেন তুমি ভ্রম জ্ঞানে তাঁহাকে বিচিত্র জগৎরূপে দেখিতেছ—ভ্রম জ্ঞানে তাঁহাকে বিচিত্র জগৎরূপে দেখা—ভ্রম জ্ঞানের প্রতাপই এই। অজ্ঞান অর্থ হইতেছে না জানা। ব্রহ্মকে জানিলে "না জানা" বলিয়া বস্তুটা উঠিতেই পারেনা; কিন্তু রজ্জুকে না জানিলে রজ্জুটাই সর্প মত বোধ হয়, রজ্জু জ্ঞানের অভাবে যেমন রজ্জুটা সর্প মত বোধ হয়, আর বোধের সঙ্গে সঙ্গে ভয় কম্পাদি জন্মায় সেইরূপ জ্ঞান স্বরূপকে জানা না থাকিলে এই ব্রহ্মই মন-সর্প মত প্রতিভাত বোধ হয়েন আর সঙ্গে সঙ্গে ভয় কম্প রূপ দৃশ্য প্রপঞ্চ ও জাগিয়া উঠে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা ইত্যাদি অনির্ব্বচনীয়। নাই অথচ আছে—ইহা কি—কিরূপে বলা যাইবে? অজ্ঞানের নাশ চাই—এই বিনাশটা জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইবেনা। আমার কথা শ্রবণ কর, যাহা শুনা হইল তাহা পুনঃ পুনঃ সর্ব্বদা সর্ব্বকালে মনন কর তবেই ধ্যান আসিবে—পরে দর্শন। দর্শন হইলেই অজ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি; দৃশ্য দর্শন

হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি—আর "ভুবি ভোগা না রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"। ভোগে রুচি যাঁহার আদৌ নাই তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই স্বরূপ বিশ্রান্তিতে আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ নিত্য। এই আনন্দেস্থিতি জন্য প্রথমেই চাই, কর্ম্ম; শ্রীভগবানের জন্য কর্ম্ম করিয়া করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করা, দ্বিতীয়ে চাই ভগবানের ভাবনা, ভগবানের ধ্যানে বিষয় চিন্তা লয় করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে আছি অনুভব করা—অর্থাৎ প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম, পরে ভক্তি, পরে জ্ঞান, শেষে হইবে মুক্তি।

এক্ষণে সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া কিরূপে একান্তে সাধনা করিতে হয় তদ্বিষয়ের কিছু আলোচনা করা যাউক। আর একান্তে যাঁহাকে লইয়া থাকিতে হইবে বাহিরে লোক ব্যবহারে সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্ববাক্যে তাঁহাকে স্মরণ অভ্যাস কর, সব হইবে।

নিরাশ্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক ডাকা হয় না। আমার দেহ, আমার সংসার, আমার ধনজন, আমার ঘর বাড়ী, এত "আমার" থাকিতে নিরাশ্রয় হওয়া যাইবে কিরূপে? এত আমার থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরকে ডাকিতে গেলে বিষয় চিন্তা ত উঠিবেই। মানুষ ইচ্ছা করিয়া নিরাশ্রয় না হইলেও একদিন কিন্তু ইহাকে নিরাশ্রয় হইতে হয়। তখন হয় কি? সব থাকে কিছুই আর কাজ করিতে পারেনা। চক্ষু আছে দেখেনা, কর্ণ আছে শুনেনা, হাত পা আছে নাড়িবার শক্তি থাকেনা, জিহ্বা আর কথা কহিয়া কিছু বলিতে পারেনা; শত যাতনা হয় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা; আহা! এই দিন সবারই আসিবে কত লোকের আসিতে দেখা গিয়াছে আমারও আসিবে হায়! আমার তখন কি হইবে? মন্ত্র উচ্চারণের শক্তি নাই, মন উন্মত্ত চিন্তায় ছুটাছুটি করে, শত প্রলাপ বকে—কে তখন ভগবানকে ডাকিবে? কে তখন তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে? হায় এই অবস্থা ত আমার আসিবে তখন আমি কি করিব? তখন আমার কি হইবে? সমস্ত অনুগ্রাহক দেবতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা ধনজন থাকিয়াও নাই, দেহ, মন থাকিয়াও স্ববশে নাই হায় তখন আমার কি হইবে? নিঃশব্দে অশ্রুজল, শত পাপের ছবিতে শিহরিয়া উঠা—আহা ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? লোকে নাম ডাকায়—কিন্তু কর্ণ তাহা আর হৃদয়ে পৌছিয়া দেয়না। এই ত নিরাশ্রয়ের অবস্থা। প্রতিদিন নিজ কর্ম্ম করিবার আদিতে এই নিরাশ্রয়ের অবস্থা ভাবিয়া লইতে হইবে—তবে ডাকাতে রস আসিবে। প্রাণায়ামেই বল, নাম করাতেই বল, সন্ধ্যা আহ্নিকেই বল মনে হইবে মৃত্যু শয্যায় নিরাশ্রয়ে আশ্রিং

পড়িয়া আছি—আর সুস্থ আমি সেই আমির জন্য নিত্য ক্রিয়া করিতেছি, নাম শুনাইতেছি; লীলা শুনাইতেছি, রূপ ধ্যান করিতে বলিতেছি—তাহাকে কত ভাল ভাল ভক্তিগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেছি; তথাপি অভ্যাস বশে অন্য চিন্তা মনে আসিলেই সেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত নিরাশ্রয় আমিকে দেখাইয়া দিতেছি—আর একক্ষণে মন চিন্তা শূন্য হইয়া সেই চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে দেখাইয়া দিতেছি। আহা! সাধনার বড় সুন্দর উপায় এই। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ এই উপদেশ এই জন্য। শ্রীভগবান্ শ্রীচরণ দ্বারা শিলারূপিণী অহল্যাকে আক্রমণ করিলেন—মনে হইবে আমার হৃদয়কে শ্রীভগবান চরণ দ্বারা আক্রমণ করিবামাত্র হৃদয়টা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, তাঁহার নাম করিতেছে—গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থে পৌঁছিয়া দেখিতেছে "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" "ধীয়ো য়োন প্রচোদয়াৎ" হইয়া যাইতেছে—তাঁহার চরণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেখিতেছি তিনি বলিতেছেন "স্বর্গচ্ছ জ্যোতির্গচ্ছ" আহা বড় সুন্দর ইহা। নিরাশ্রয়ের অবস্থা একবারও ভুলিওনা না ভুলিয়া যাহা করিতেছ করিয়া চল—আর লয় বিক্ষেপ থাকিবেনা—আর হৃদয় শুষ্ক হইবেনা—রসে ভরিয়া কাঁদিবে আর ডাকিতে পারিবে। তখন বুঝিবে "নিরাশ্রয়ো মাং জগদীশ রক্ষ" কোথাকার কথা আর কত বড় প্রার্থনা।

ভবের ভাবনা।

[লেখক—শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়, এল্, এম, এস্।]

ভবের-ভাবনা ভাবিছে ভবেশ;—
কিসের ভাবনা তোর?
তুমি আত্মারাম; শুধু ভ্রান্তিবশে
ভাবের ঘরেতে চোর।
বাসনা-কামনা, মায়া-মোহ-মাখা
সহস্র বসনে ঘেরা,
তব দেহ মাঝে চৈতন্য-প্রদীপ;
তাইত তামসী ঘোরা।

মাটির পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইলে,
আকাশ হইবে মুক্ত ;
দেহ নহে আমি—আধারে আধেয় ;
আমি হবে দেহ মুক্ত !
পরম নিকট এই দেহ-ঘর ;—
তাই সে আপন এত ?
তা'র সুখ-আশে জর চিন্তা-বিষে,
ভাব না'ক অন্যমত ?
জনম হইতে চিতাশয্যাবধি
কাযের নাহিক ওর !—
ওরে দুনিয়ার তুইত নহিস্
মালিক,—মোহান্ধ ঘোর
মিথ্যা-লাভক্ষতি হিসাব করিতে
কতই জনম যায় !
সত্য-লাভ—মৃত্যু ব্রহ্ম ও প্রারব্ধ—
সব যে সরিয়া যায় !
যে মহা-চেতন কণা পেয়ে, দেহ
প্রাণের স্পন্দন পায়,
সে আনন্দময়, সর্ব্বশক্তিময় ;—
লক্ষ্য স্থির রেখো তায় !
অহঙ্কার-উষ্মা সৃজেছে কুহেলি ;
তাহার করহ নাশ।
জ্ঞান-রবি গুরু ম্লান চিদাকাশে
ব্রহ্ম করিবে প্রকাশ !
হে অমৃত-পুত্র, ওহে ব্রহ্মসুত,
ভুল না'কো তুমি বা কে !
স্বস্থ থে'ক সদা ;—ভবের ভাবনা
ভাবুক, ভাবিছে হে যে !!!

তোমার আমার সম্বন্ধ।

তুমিই "সুরমানুষতির্য্যগাদীন্ দেহান্ বিভর্ষি" তুমিই দেবতা মানুষ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির দেহ ধারণ করিয়াছ। তুমিই আমি। তুমি সর্ব্বজ্ঞ—তুমি জান যে তুমিই আমি। আমি কিন্তু অনুভব করিতে পারিনা, যে আমিই তুমি। তুমি বলিতেছ যে তুমিই আমি, তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমিই তুমি; কিন্তু তুমি দেহগুণে বিলিপ্ত নও আর আমি দেহগুণে বিলিপ্ত। তুমিই আমি—তুমি দেহগুণে বিলিপ্ত নও আর আমি দেহগুণে বিলিপ্ত—তবে এই আমিটা কে?

তোমার সহিত এক আবার পৃথক। তুমি হইয়াও তোমা হইতে পৃথক্—ইহা কি? তোমার প্রভা—তোমার চিৎপ্রভা আর কিছুর উপরে পড়িয়া তোমার যে প্রতিবিম্ব ভাসাইয়াছে সেটা তোমার প্রতিবিম্ব হইলেও যেন তোমা হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। প্রতিবিম্বটা তোমারই প্রতিবিম্ব—এটা তুমিই বটে কিন্তু এইটারই একটা পৃথক্ অস্তিত্ব যেন হইয়া গিয়াছে। এটা তোমাকে গ্রাহ্য না করিয়া যেন একটা আমি সাজিয়াছে। প্রতিবিম্বটা ছায়া মাত্র। এই ছায়ামাত্রে যদি এটা স্থিতি লাভ করে এটার যে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই তা যদি এটা অনুভব করে তবে তুমিই আমি বা তুমিই তুমি আছ সর্ব্বত্র আছ—আমি আমি বলিয়া যাহা তাহা আদৌ নাই।

প্রতিবিম্ব যে ছায়া মাত্র সেই ছায়ামাত্রে থাকিয়া যাওয়া তবেই ত সব হইল। তোমার চিৎপ্রভায় জীবিত হইয়া ছায়াটা পৃথক্ সত্তা লাভ করিয়াছে। এটা বিম্বের দিকে দেখিতে শিক্ষা করুন তবেই আমি বলিয়া কিছুই থাকিবেনা—তুমিই তুমি আছ তুমিই তুমি থাকিবে। আমির মৃত্যু হওয়াই মুক্তি।

আমিটা কত রকম সাজ সজ্জা করে, কত কি কথা কয়, কত কি করে, কত হাসে, কত কাঁদে—তুমি কিন্তু এক ভাবেই আছ। আমিটা যদি কল্পনা ছাড়ে, আমিটা যদি আর কিছু না দেখে, আর কিছু না শুনে, আর কিছু না স্মরে—"দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" এই সব মিথ্যা বলিয়া যদি এইগুলি ত্যাগ করে তবে আর প্রতিবিম্ব বলিয়া কিছুই থাকেনা বিম্বই থাকেন। "দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে"র যে বস্তু—সেই বস্তু পাইয়াই ত বিম্বের প্রতিবিম্ব ভাসে। এই মিথ্যা বস্তুটা যদি না থাকে তবে আর বিম্ব কোথায় প্রতিফলিত হইবেন? কাজেই তখন স্বরূপ স্বরূপেই থাকিলেন। ইহাই তুমি হইয়া স্থিতি।

আচ্ছা প্রতিবিম্ব ভাসিয়াছিল কিরূপে?

কোন প্রকার চলন—অচলন তুমি—তোমা হইতে উঠিতেছেনা কিন্তু কল্পনায়

যেন উঠে। ইহাই স্বভাব। পূর্ণ তুমি কল্পনা করিবার শক্তিতেও তুমি পূর্ণ। জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি অজ্ঞানকেও কল্পনা করিতে পারেন। আমি স্বয়ং, আমি কল্পনায় অন্যমত হইতে না পারিব কেন? যদি না পারি তবে আমি পূর্ণ হইব কিরূপে? পূর্ণ আমিই আছেন আর কিছুই নাই কিন্তু অপূর্ণ আমিটাও কল্পনায় উঠিতে পারে। জ্ঞানই আছেন অজ্ঞান ও কল্পনায় ভাসিতে পারে। এই জন্য বলা যায় এটা স্বভাব। সৃষ্টি স্বভাবতঃ হয়।

পূর্ণ আমি যিনি তিনি কল্পনায় অপূর্ণ আমি হইয়া ভাসিলেন তখন আপন পূর্ণ স্বরূপের বিস্মৃতি যেন হইল—নতুবা অপূর্ণ টা জাগিতেই পারেনা। এই স্বরূপ বিস্মৃতি অথচ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে বস্তুটা সেইটি হইতেছে মহামন বা হিরণ্যগর্ভ।

বহির্মুখতাই হইতেছে বিস্মৃতি। চেত্যতাই হইতেছে মহামনের স্বভাব। কল্পনায় অন্য কিছু দেখাই যেন মনের স্বভাব। মহামন কিন্তু মূলে তুমিই— কল্পনায় মহামন। তবেই হইল মহামনটা যখন চেত্যতা ত্যাগ করে, যখন তোমাকে দেখিয়া তুমি হইয়া যায় তখন আর দুই থাকিবে কোথায়? মনটাই তুমি ভাবিয়া তুমি হইয়া গেলে অমন হইয়া গেল। এই অমনীভাবই মুক্তি। আর চেত্যতা বা বহির্মুখতা প্রাপ্ত হইলেই এটা অনন্ত অনন্ত কল্পনা তুলিয়া আপনাকে বহু দেখে, দেখিয়া হাসে কাঁদে সংসার করে, জন্মে, মরে ইত্যাদি।

এক মনই দ্রষ্টা ভাবে তুমি আর দৃশ্য ভাবে এই জগৎ। মনটা স্বপ্নে একাই থাকে আবার কল্পনায় একই বহু হইয়া হা হা হিহি করে। মনটাকে এইরূপ করান যিনি তিনি অজ্ঞান, কল্পনা, মায়া ইত্যাদি। রজ্জুই আছে—রজ্জুকে জানা গেলনা বলিয়া রজ্জুই অজ্ঞানে সর্প হইয়া জন্মিল। যখন অজ্ঞানে রজ্জুকেই সর্প দেখা গেল তারপরে ভয় কম্প ইত্যাদি হইতে লাগিল। রজ্জুস্থানীয় ব্রহ্ম। সর্পস্থানীয় মন আর ভয় কম্প স্থানীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ।

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা দৃশ্যপ্রপঞ্চ। যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় তাহাই মায়া। মিথ্যাকে গ্রাহ্য করিবে কেন? একদিকে ভোগ— দেখার ভোগ, শোনার ভোগ, স্মরণের ভোগ—মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ কর। ভাল করিয়া দেখ ত্যাগ আপনা হইতে হইবে। চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টিতে দেখ যাহা দেখিবে তাহা সত্যমত বোধ হইবে। আর বিচার দৃষ্টিতে দেখ, তৃতীয় চক্ষুদিয়া দেখ— কি দেখিবে—এক চৈতন্য—অধিষ্ঠান চৈতন্য পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া আছেন। তাঁহার আত্মশক্তি—তাঁহার মায়া তাঁহাকে দৃশ্য প্রপঞ্চও রূপে দেখাইতেছে। মায়ার দেখান মিথ্যা, ত্যাগের জন্য—এইটুকু ত্যাগ করিয়া বিচার দৃষ্টি অভ্যাস কর সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেলে—সম্বন্ধ ঠিক হইলেই বিবাহ—আর কি?

তোমাতে আমাতে।

তোমাতে আমাতে সখা
বিরলে হইলে দেখা
বিশাল দৃষ্টিতে হবে এ দিঠি বিলয়
মিলনের পরিচয়
সিন্ধু মাঝে হবে লয়
বলেছ কুড়ায়ে লবে এ 'আমি' নিশ্চয়।
সে দিঠি লইতে সেধে
নিতি আছি আশা বেঁধে
পলে পলে অপেখিয়া তৃষিত হৃদয়
কখন জানিনা আমি
দুয়ারে দাঁড়াবে স্বামী
নিভৃতে লইতে তব প্রেম পরিচয়।
আজি অশ্রুজলে দেখা
পেয়েছি কি চির সখা!
সান্তে অনন্তের রূপ অসীম সুন্দর
বিশাল সূর্য্যের ভাতি
একি অভিনব জ্যোতি
একি দৃষ্টি বিশালতা পূরিল অম্বর।
তোমার মধুর দৃষ্টি
চকিতে ভুলাল সৃষ্টি
সরায়ে কুহক জাল মায়া সরোবর
প্রফুল্ল পঙ্কজ শোভা
তোমার নয়ন আভা
মধু আশে গুঞ্জি ফিরে মন মধুকর
সর্ব্বব্যাপী সব রূপে
দাঁড়াইলে চুপে চুপে
ছন্দে ছন্দে উঠি নামি ছুঁইয়া অন্তর

কলির নরনারী।

মূঢ়, নাস্তিক, পশুবুদ্ধি—এই সব প্রায়শঃ কলির মানুষের প্রতি শাস্ত্রের গালাগালি। কলির মানুষ প্রায়শঃ মূঢ়, নাস্তিক, পশুবুদ্ধি কিন্তু সকল মানুষই যখন এইরূপ নহে তখন আমি এই গালাগালির পাত্র নই। আমি অন্য যুগের মানুষ—কলিতে আসিয়াছি লোকের উপকারের জন্য—এই বলিয়া আমরা কেহ কেহ মনে করি। কারণ কলিযুগ যতই মন্দ হউক না কেন ইহার ভিতরেও সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ আছে। হয়ত আমি সেই তিন যুগের কোন যুগের মানুষ এই বলিয়া আমরা কেহ কেহ সুস্থ থাকিতে চাই। যিনি সুস্থ থাকিতে চাহেন আর শাস্ত্রের গালাগালি তাঁহার প্রতি প্রযুজ্য নহে মনে করেন তিনি তাহাই করুন আমি কিন্তু দেখিতে চাই আমি কতদূর মূঢ়, নাস্তিক ও পশুবুদ্ধি।

মূঢ় কে? "দেহাত্ম দৃষ্টয়ো মূঢ়াঃ" দেহাত্ম দর্শক যাহারা তাহারাই মূঢ়। মোহে আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি তাহাকেই বলা হয় মূঢ় বুদ্ধি। দেহকে আত্মা ভাবিয়া দেহের সুখকেই সুখ বলা বা দেহের দুঃখকেই দুঃখ বলা ইহাই ত প্রধান মোহ। যাহারা বিদ্যা কি জানেনা, যাহারা বিদ্যা জানিয়াও বিদ্যাভ্যাস করে না তাহারাই মূঢ়। বিদ্যা হইতেছে সেই বুদ্ধি যে বুদ্ধিতে মানুষ বুঝিতে পারে "আমি আত্মা" "আমি দেহ নই"। এই বিদ্যাকে আমরা জানিয়াছি না এই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছি? আমি আত্মা—আমি দেহ নই, আমি প্রাণ নই আমি চিত্ত নই—কাজেই আমার জরা মরণ নাই, আমার ক্ষুধা পিপাসা নাই, আমার শোক মোহ নাই—বিদ্যাভ্যাসে যখন এই ষড়ূর্ম্মির হস্ত হইতে মানুষ পরিত্রাণ পাইল তখন ত মানুষ সুস্থ হইয়া গেল। ইহা ত আমার হয় নাই—তবে ত আমি মূঢ়ই। যত কেননা শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াই আর যতই কেননা বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখান কৌশল করি "আমি দেহ নই" এই বোধ ত আমার হয় নাই। হইলেই ত সুস্থ হইয়া যাইতাম, হইলে ত খণ্ড কোন কিছুই দেখিতাম না। তার পর যাহারা দেহ সর্ব্বস্ব—দেহটা মরিয়া গেলে সব ফুরাইল মনে ভাবে তাহারাই নাস্তিক—কারণ তাহারা মরণের পরে যে একটা পরলোক আছে তাহা মানেনা। যাহারা পরলোক মানেনা তাহারাই নাস্তিক। আর ইহারাই পশুবুদ্ধি সম্পন্ন। ইহারা পশুর মত দেহ ভোগ করিয়াই আপনাদিগকে সুখী মনে করে। দেহ ভোগের যে সুখ তাহা কতক্ষণের জন্য? কতটুকু লইয়া

ইহারা সুখ ভোগ করে? কি অন্ন কার্য্য বিষয়ে সুখের জন্য ইহারা লালায়িত? সুখ ত অনন্ত লইয়া—অন্ন যাহা তাহাতে সুখ নাই—তাহা সুখের প্রলেপ দেওয়া দুঃখই। মূঢ় যাহারা, নাস্তিক যাহারা, পশুবুদ্ধি যাহারা তাহারাই দেহ জন্য সুখকে সুখ ভাবে।

হায়! শত বিচার শুনিয়া, শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখিয়াও যখন দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হইল না তখন আমি কলির মানুষ নয়ত কি মানুষ?

কিরূপে দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হইবে তাহার কথাই একটু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

দেহ প্রাণাদিতে কল্পনা বা অহংভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলে তবে নৈষ্কর্ম্ম্য আসিবে তখনই সর্ব্ব ক্রিয়ার উপশম হইবে।

কল্পনা ত্যাগে যে নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব আসিবে তাহাতে ত ব্যবহার সিদ্ধি হইবে না—আহারাদি না থাকিলে দেহ ত থাকিবে না এই যে আশঙ্কা—ইহা ভুল। কারণ কল্পনা শূন্য হইলে জীবন থাকিবে না এই যে বলিতেছ ইহাতে স্মরণ রাখা উচিত জীবন কল্পনাধীন নহে জীবন প্রারব্ধাধীন। কল্পনা ত্যাগ করিলেও যতদিন প্রারব্ধশেষ না হইতেছে ততদিন দেহ থাকিবেই। সেই জন্য বলা হইতেছে তুমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপে থাক—দেহটা কুলালচক্রের মত ঘুরুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অহং ভাবনাকেই বলে কল্পনা। যতদিন কোন কিছু খণ্ড বস্তুর অনুভব আছে ততদিন কল্পনা আছেই। দেহটাও যেমন পরিচ্ছিন্ন বস্তু, জগতে যাহা কিছু দেখ, তাহাও পরিচ্ছিন্ন বস্তু আবার যাহা স্মরণ কর তাহাও পরিচ্ছিন্ন। কাজেই দেহে অহং ভাবনাও যেমন কল্পনা, সেইরূপ দৃশ্য দর্শনও কল্পনা, আর মনে মনে কোন কিছুর স্মরণও কল্পনা। যখন খণ্ডে অখণ্ড দর্শন হইবে, যখন দেহে অহং ভাবনা থাকিবে না, যখন দৃশ্য কোন কিছুর অনুভব হইবে না, যখন কোন কিছুর স্মরণ করিতে পারিবে না তখন তুমি কল্পনা ছাড়িতে পারিবে।

কোন্ সাধনা করিলে ইহা হয়? শাস্ত্রে যত প্রকার সাধনা দেখা যায় তাহার মূল লক্ষ্য এই অপরিচ্ছিন্নের ধ্যান। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী জপে ইহাই দেখা যায়। মন্ত্র জপেরও লক্ষ্য ইহা। গায়ত্রীকে ব্রহ্মই বলা হয়। "গায়ত্রী স্বং যৎ ব্রহ্মেতি" ইত্যাদিতে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। আবার সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গঃ" এখানে যে সবিতার ভর্গ বলা হইয়াছে তাহা "রাহোঃশিরঃ" ইহার মত—

যিনি ভর্গ তিনিই সবিতা। সূর্য্যদেবকে আকাশের কোন এক স্থানে খণ্ডবৎই দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যদেবকে পৃথিবীর সর্ব্ব স্থান হইতেই লোকে দেখে। ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভূর্ভুবঃস্ব ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় আত্মদেবকে ভাবিতে বলা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে চিন্তা কর, করিয়া আমিই সেই ভাবনা কর—ইহার অভ্যাসে অপরিচ্ছিন্নের ধ্যান হইবে।

বিদ্যাভ্যাসে বলা হইয়াছে "আমি চৈতন্য আমি দেহ নই" ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। চৈতন্যকে মানুষ নিজের মধ্যে অনুভব করে। চৈতন্য কিন্তু নিরবয়ব। "আমি আছি" এই অনুভব সকলেই করে। কিন্তু কোনটি "আমি" তাহা ধরিতে পারেনা। সেইজন্য চৈতন্য আপনাকে ধরাদেন ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিতে। শ্রীভগবানের মন্ত্র মূর্ত্তিও এই অখণ্ডের এই অপরিচ্ছিন্নের—এই নিরবয়বের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া-মূর্ত্তি যে অখণ্ডের মূর্ত্তি সেই সর্ব্বব্যাপীকে চিন্তা করিতে হইবে। এখানে "আমিই সেই" এই ভাবনা প্রধান। সেই জন্য শাস্ত্রে দেখা যায় "অবিষ্ণু পূজয়েৎ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাক্ ভবেৎ" "শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ" ইত্যাদি। ঋষিগণ অবতারকে সম্মুখে পাইয়া যে স্তব করিয়াছেন তাহাতে প্রায়ই দেখা যায় "তুমিই পরমাত্মা"।

যে নাম জপ করা হয় সেই নামের নামী যিনি তিনি নিরাকার চৈতন্য অথবা নিরাকারের নরাকার মূর্ত্তি অথচ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যই।

যেরূপে হউক যতদিন ধা আপনাকে ব্রহ্মাকাশ ভাবে ভাবনা নিরন্তর করিতে পারা যাইবে ততদিন কল্পনা দূর হইবেনা। কল্পনা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত অহংকর্ত্তা এই অভিমান যাইবেনা। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাবনাতে অসমর্থ তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধির জন্য দাস ভাবে সাধনা ও করিতে বলা হয়। চিত্তশুদ্ধি করিয়া যিনি "অখণ্ড চৈতন্যই আমি" এই ভাবনা নিরন্তর করিতে পারেন তিনিই "দেহাত্ম-দৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ" শাস্ত্রের এই গালাগালি হইতে মুক্ত। তদ্ভিন্ন কলির নরনারী সকলেই মূঢ় নাস্তিক ও পশুবুদ্ধি।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাম একবার ভোগ করা হইলে আপনা হইতে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না। কাম বস্তুটা সর্ব্বদা বাহির লইয়াই ছুটাছুটি করে সর্ব্বদা জীবকে অসন্তুষ্ট রাখে। অসন্তোষই কামের চিহ্ন। আর যার যত কাম তার আবার ক্রোধ ও তত। যার চিত্ত যত বহির্ম্মুখ তার কামও যত প্রবল, ক্রোধও তত ভীষণ। কামটাই প্রতিহত হইয়া ক্রোধ মূর্ত্তি ধারণ করে। বলিতেছি যেখানে বিষয়াসক্তি যত প্রবল সেখানে বিশ্বনর্ত্তকী স্বরূপিণী অবরণীয় ভর্গের ততই বিচিত্র কামস্পন্দন, বিচিত্র ক্রোধ স্পন্দন আর বিচিত্র লোভ স্পন্দন। জীবরূপী শিবের বক্ষে বরাভয় প্রদায়িনী অসিমুণ্ড ধারিণী বরণীয় ভর্গের নৃত্য এই কাম ক্রোধ লোভ পরিপুষ্ট অসুর বিনাশ জন্য। জীব, নিবৃত্তি স্বরূপিণী বরণীয় ভর্গরূপিণী বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্য ভিন্ন শিবরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেনা। বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা—এ কেবল আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে পৌছাইয়া দিবার জন্য।

কৈকেয়ীর এই অবরণীয় ভর্গ, এই প্রবৃত্তি মার্গের স্পন্দন, এই কাম—কামরূপিণী মন্থরার কাম স্পন্দনে মিলিত হইয়া নিতান্ত প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছে। রাজা দশরথ কখন জাগিতেছেন, কখন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু কৈকেয়ী এক ভাবেই ব্যাঘ্রী মত মৃগের শিয়রে বসিয়া মৃগকে ছটফট করিতে দেখিতেছে আর ভাবিতেছে রজনী কখন প্রভাত হয় আর রাম কখন বনে যায়। সুমন্ত্র আসিলে কিরাতিনী কৌশল করিয়া কার্য্য উদ্ধার জন্য শীঘ্র শীঘ্র রামকে আনিতে পাঠাইল। রাম আসিতেছেন—মধুর মূর্ত্তি, নয়নাভিরামের পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, কৈকেয়ী কিন্তু ভিতরে গলিয়া গেলনা—পূর্ব্বস্মৃতি কৈকেয়ীকে কোমল করিতে পারিলনা—কৈকেয়ী সেই ব্যাঘ্রী সেই কিরাতিনী সেই প্রচণ্ড চণ্ডিকাই রহিল।

রাম আসিলেন। দেখিলেন কৈকেয়ীর নিকটে রাজা এক পর্য্যঙ্কে। রাম দেখিলেন রাজা দীন ভাবাপন্ন; রাজার মুখ অতিশয় শুষ্ক। রাম বিনীত হইয়া অগ্রে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন পরে প্রসন্নচিত্তে কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিলেন।

আর রাজা দশরথ? সিংহিনীর নিকট যেন বৃদ্ধ গজরাজ পড়িয়া আছেন; বাষ্পাকুল চক্ষু, অতিদীন, অঙ্গ জর্জ্জরিত, অধর শুষ্ক। মণিহারা ফণির ন্যায় রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল। রাজা ভাল করিয়া দেখিতেও পারিতেছেন না, অভিভাষণ করিতেও পারিতেছেন না। "রাম" এই বলিয়া রাজা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্প পর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্॥

এই যে "রাম" এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া রাজা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ইহাতে রাজার শোক যতদূর প্রকাশ পাইয়াছে বুঝি শত পৃষ্ঠা ধরিয়া শোকের কথা লিখিলেও তাহা প্রকাশ পাইত না। আজত রামকে বসিবার জন্য কেহ সুন্দর আসন বিছাইয়া দিলনা, কেহ অভিভাষণও করিল না। রাম পূর্ব্বে কখন পিতাকে এইরূপ দেখেন নাই। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়াবহ রূপ দেখিয়া রাম ভীত হইয়াছেন, পদ দ্বারা সর্প স্পর্শ করিয়া মানুষ যেরূপ আকস্মিক ভয়প্রাপ্ত হয় রাম ও সেইরূপ ভীত হইয়াছেন। আহা! রামের তখন কিরূপ ব্যাকুলতা আসিয়াছে? মুখ কমল কি আকার ধারণ করিয়াছে? নয়ন কমল কিরূপ দেখাইতেছে? শোকসন্তাপ কর্শিত, আকুলেন্দ্রিয়, ব্যথিত চিত্ত বৃদ্ধ পিতা থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। ঊর্ম্মিমালাযুত অক্ষোভ্য হইয়াও ক্ষুব্ধ সাগরের মত, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত, মিথ্যা কথা কহিয়া ঋষি যেমন নিস্তেজ হইয়া যান সেইরূপ—রাজাকে সেইরূপ দেখিয়া রাম ভাবিতেছেন কেন রাজার এই শোক? আমার রাজ্যাভিষেকের দিনে কেন রাজার এই অবস্থা? অত্যন্ত অসম্ভব ইহা। পর্ব্বকালে চন্দ্রোদয়ে সাগরের ক্ষোভের মত রাজা আজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পিতৃহিতে রত চতুর রাম চিন্তা করিতেছেন—একি? পিতা আমাকে অভিনন্দন করিলেন না? পিতা কুপিত হইলেও আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন কিন্তু আজ? আজ আমাকে দেখিয়াও এত খেদ যুক্ত কেন হইতেছেন? হায় প্রভুর চির প্রসন্ন মুখ কমল মলিন হইয়া গেল রাম শোকার্ত্ত হইয়াছেন। কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া কাতরভাবে রাম বলিতে লাগিলেন মা! আমি কি না জানিয়া পিতার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াছি? আমি কোন কারণে কি পিতাকে কুপিত করিয়াছি? মা তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ শান্তি জন্য পিতাকে প্রসন্ন কর।

পিতাত সর্ব্বদাই আমার প্রতি প্রসন্ন—আজ কেন মা তাঁহাকে অপ্রসন্ন দেখিতেছি? আজ কেন তিনি বিষন্ন বদন? কেন তাঁহার এই দীনতা? কেন আমাকে তিনি কোন কিছুই বলিলেন না? শারীরিক সন্তাপ বা মানসিক অভিতাপ কি পিতাকে ক্লেশ দিতেছে? হায়! বুঝিতেছি "দুর্ল্লভং হি সদা সুখম্"—সদা সুখে থাকা বুঝি নিতান্ত দুর্ল্লভ? মা! প্রিয়দর্শন কুমার ভরতের, মহাসত্ত্ব শত্রুঘ্নের অথবা আমার মাতাগণের কাহার ও কোন অশুভত হয় নাই? মা! পিতার কথা মত কার্য্য না করিয়া, পিতাকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া আমি বাঁচিতেও ইচ্ছা করিনা।

"মুহূর্ত্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে"

পিতা যদি আমার উপরে কুপিত হন তবে আমি এক মুহূর্ত্তও এই প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করিনা। যে মহাত্মাকে মানুষ জন্মের কারণ বলিয়া দেখে—যাঁহাকে জন্মের কারণ বলিয়া জানে সেই প্রত্যক্ষ দেবতার অনুকূলে মানুষ না থাকে কিরূপে? মা! তুমি ত আমার পিতাকে অভিমান বশতঃ কোন পরুষ বাক্য বল নাই? তুমি ত তাঁহার উপর কোপ করনাই যে জন্য পিতার মন লুলিত হইয়াছে পিতার মন অবসন্ন হইয়াছে? দেবি! কি নিমিত্ত মনুজাধিপের এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব বিকার জন্মিল ইহাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আহা! ভগবানের একি ব্যাকুলতা! "মা! আমার হইয়া তুমি পিতাকে প্রসন্ন কর" হায় কৈকেয়ি! এই সরলতা এই প্রেম আর কি কোথাও দেখিয়াছ? "মা তুমি অভিমান করিয়া পিতাকে ত কিছু বল নাই" আহা ভগবানের এই অভিনয় যেন মুগ্ধ হরিণ শিশুর আদর করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মাথা নাড়িয়া মা ভাবিয়া ব্যাঘ্রীর স্তন্য পান করিতে যাওয়া। হায় কৈকেয়ি! এই কথা শুনিয়াও তুমি একটুও গলিলে না—একবারও লজ্জিতা হইলেনা—বিন্দু মাত্রও ধৃষ্টতা ত্যাগ করিলেনা। হায়! মানুষ যদি শ্রীভগবানের এই সমস্ত মর্ম্মকথা, এই সমস্ত লীলা পাঠ করিয়া, সর্ব্বদা রাম রাম করিতে চেষ্টা করে তবে বুঝি তাহার ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ—বুঝি তাহার সর্ব্বদা ধ্যানের সহিত জপ থাকে।

রাজা দশরথের এই ক্লেশের কারণ কৈকেয়ী। পতির ক্লেশ উৎপাদনের কারণ বলিয়া কৈকেয়ীর কিছু মাত্র লজ্জা হইতেছেনা—রামের এই মধুর মা বলা শুনিয়া ও, এই মধুর ভালবাসা দেখিয়াও "রাম তুমি এখুনি বনে যাও" কৈকেয়ী এই ধৃষ্টতাও ত্যাগ করিল না। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল রাম! রাজা তোমার উপর কুপিত নন—তাঁহার কোন বিপদও হয় নাই। তাঁহার কিঞ্চিৎ মনের অভিপ্রায়

আছে, তোমার ভয়ে তাহা বলিতে পারিতেছেন না। তুমি রাজার বড় প্রিয়—তোমাকে অপ্রিয় বলিতে তিনি পারিতেছেন না। আমার নিকট তিনি কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তোমার অপ্রিয় হইলেও পিতৃভক্ত তুমি তোমার তাহা অবশ্য পালনীয়। এই রাজা পূর্ব্বে আমাকে বরদিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এখন বরদান কালে প্রাকৃত জনের মত তাপিত হইতেছেন। জল চলিয়া গেলে সেতু বন্ধন করা যেমন নিরর্থক সেইরূপ আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বর দিয়া এখন অনুতাপ করা বৃথা। অপবিত্র মগধদেশে পবিত্র গয়াদিতীর্থের মত কৈকেয়ীর কুমুখে এখন শুদ্ধ বচন বাহির হইল। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল—

রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল সাধু মাত্রেই ইহা জানেন। আমার জন্য যদি তোমার ইষ্টলাভের বিঘ্ন ঘটে তবে রাজা আমার উপর কুপিত হইবেনই। আমার উপর কুপিত হইয়া যাহাতে রাজা সত্য ত্যাগ না করেন তাহাই তোমার করা উচিত। রাজা তোমাকে যাহা বলিবেন তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক যদি তুমি তাহা করিবে এই অঙ্গীকার কর তবে আমিই তাহা বলিব। রাজা যাহা বলিবেন তাহা যদি তুমি অন্যথা না কর তবে আমিই রাজার হইয়া সেই কথা বলিব রাজা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না।

হায় কৈকেয়ি! রামকেও দশরথের মত আবদ্ধ করিতেছ? তুমি কার সঙ্গে চতুরালি খেলিতেছ রাণি? আহা! জগতের সকল অভিনয়ের মূলে যে, তার কাছে আবার অভিনয় কি করিবে?

রাম কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া শূলাহত ব্যক্তির ন্যায় ব্যথা পাইলেন। রাজার নিকটেই তখন কৈকেয়ীকে বলিলেন—মা আমাকে তুমি একি বলিতেছ?

অহো ধিঙ্নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে॥

হা ধিক্ দেবি! আমাকে এরূপ বলা আপনার উচিত হইতেছেনা। "পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বণম্" পিতার সন্তোষের জন্য আমি জীবন দিতে পারি, পিতার বাক্যে আমি অগ্নিতে পড়িতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি! ইনি পিতা, ইনি গুরু, ইনি রাজা, ইনি আমাকে যাহাতে নিয়োগ করিবেন তাহা আমি করিবই।

মা! আমি জানি—

অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ

যে পিতার আজ্ঞা না পাইয়াও তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া অগ্রেই কার্য্য করিয়া রাখে সেই উত্তম পুত্র। আর—

উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ। আর পিতা বলিবামাত্র যে আর কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করে সে মধ্যম পুত্র। কিন্তু "উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে"। পিতা আজ্ঞা করিলেও যে করেনা সে পুত্র, পুত্র নহে পিতার মল মাত্র।

তদ্ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামোদ্বির্নাভিভাষতে॥ ৩০

দেবি! বলুন রাজার আজ্ঞা কি? আমি তাহা করিবই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি। মা জানিও রাম দুই বলেনা একবার যাহা বলে তাহা উল্টায় না।

করুণাময় রঘুনাথ "স্বভাউ প্রথম দীহা দুঃখ শুনানা কাউ" রঘুনাথের স্বভাব সর্ব্বদা করুণাপূর্ণ। প্রথমে দেখিয়াই দুঃখী কিছু শুনিলেত কথাই নাই। সরল সত্যবাদী রামকে অনার্য্যা কৈকেয়ী তখন সেই ভূশদারুণ বাক্য বলিতে লাগিল। রাঘব! পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ কালে আমি তোমার পিতার জীবন রক্ষা করি। তোমার পিতা তখন আমাকে দুইটি বর দিবেন অঙ্গীকার করেন। সেই দুই বর আমি এখন চাহিয়াছি। এক বরে ভরতের অভিষেক হউক। আর দ্বিতীয় বরে আজই তুমি দণ্ডকারণ্যে গমন কর। যদি পিতাকে ও আপনাকে সত্য প্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছাকর তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা আমার নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তৎসম্পাদনে যদি ইচ্ছা থাকে তবে আজ হইতেই চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য তুমি অরণ্যে প্রবেশ কর। তোমার অভিষেকের উপকরণ রাজা যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল দিয়া ভরতের অভিষেক হউক। তুমি সপ্ত সপ্তবৎসর দণ্ডকারণ্য আশ্রয় কর, এই সমস্ত অভিষেক বেশ পরিত্যাগ করিয়া তুমি এখনই জটাচীর ধারণ কর। আর ভরত কোশলপুরে অভিষিক্ত হইয়া নানারত্ন সমাকীর্ণা সবাজিরথকুঞ্জরা এই পৃথিবী শাসন করুক। রাজা যে শোক সংক্লিষ্ট বদন, রাজা যে দীন ভাবাক্রান্ত, রাজা যে তোমার দিকে চাহিতেও পারিতেছনা তাহা এই জন্য। রঘুনন্দন তুমি নরেন্দ্রের বাক্য পালন কর, গুরু সত্য পালন করিয়া নরেশ্বরকে পরিত্রাণ কর।

অহো! এই রাম—এই রামের মুখের উপরে এই পরুষ বাক্য। স্ত্রীজাতি ইহাও পারে? হরি হরি প্রবৃত্তি মার্গে চলিলে বুঝি কিছুই অসম্ভব হয় না। রাম কিন্তু এই নিদারুণ বাক্যেও শোকক্লিষ্ট হইলেন না; তাঁহার অন্তরও ব্যথিত হইলনা। আর রাজা? মহাপ্রভাব রাজা কিন্তু ভাবি বিয়োগ ব্যসনে অভিতপ্ত হইলেন।

লোকের কাছে যে বচন মরণোপম, যাহা অতি অপ্রিয় অমিত্রঘ্ন রাম তাহা শুনিয়াও ব্যথিত হইলেন না, না হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন—

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহংত্বিতঃ।
জটাচীর ধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥

তাহাই হউক। বনবাসের জন্য, রাজার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য, জটাধারী হইয়া ও চীর বস্ত্র পরিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি। এই কিন্তু আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে কি জন্য দুরাধর্ষ অরিদমন মহারাজা আমাকে পূর্ব্বের মত অভিনন্দন করিতেছেন না। রাজার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমি এই যে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি দেবি! তাহাতে আপনি অন্যভাব আশঙ্কা করিয়া আমার উপর ক্রোধ করিবেন না—চীর জটাধারী হইয়া নিশ্চয়ই আমি বনে যাইব, আপনি আশ্বস্তা হউন। আহা! কি সুন্দর এই ভগবান্। ভগবান্ বাল্মীকি নিরাকারকে নরাকাররূপে রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে দেখাইতেছেন এই সর্ব্ব লোকাভিরাম রামটি কোন্ বস্তু। নতুবা মানুষের এই পিতৃভক্তি কোথায়? কৈকেয়ীর মত সর্ব্বনাশকারিণী এই "সৎমাতা" কে পিতার ক্লেশ নিবারণ জন্য অভিষেকের মুহূর্ত্তে একবারে বলা—

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহংত্বিতঃ।
জটাচীর ধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥

এই নির্লোভ ভাব, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ইহা কি মানুষে পারে? শ্রীভগবান্ আবার বলিতে লাগিলেন—

হিতকারী, গুরু, পিতা, যিনি উপকারী জনের প্রতি পাছে কৃতঘ্ন হইতে হয় সেই ভয়ে অতিশয় প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিয়াও কৃতজ্ঞ হইতে চাহেন আর যিনি রাজা তিনি নিযুক্ত করিলে আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সানন্দে করিতে না পারি এমন কি কিছু আছে? কিন্তু এই এক অলীক মনোদুঃখ "হৃদয়ং দহতীব মে" আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে যে—

"স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্"

রাজা স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। ভরত আমার ভ্রাতা! আপনার উক্তিতেই সীতা, রাজ্য, অতি প্রিয় প্রাণ, ধন, সকলই আমি স্বয়ং ভরতকে দিতে পারি—তা আবার স্বয়ং পিতা যখন আমাকে আজ্ঞা করিতেছেন আর আপনার প্রিয়কামার্থ পিতৃসত্য পালন ইহার জন্য আমি যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইব ইহা আর বিচিত্র কি? আমাকে আজ্ঞা করিতে রাজার লজ্জা কেন হইবে? আপনি রাজাকে আশ্বাসিত করুন। কিসের জন্য পিতা আমার লজ্জিত হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন? আমি পুত্র! আমি সেবক, আমি দাসানুদাস, আমাকে আজ্ঞা করিতে আমার পিতার আবার লজ্জা কি হইবে? হায়! কলির ব্যভিচারী বিকৃতমস্তিষ্ক, পুত্র! অবিচারে পিতৃ আজ্ঞা পালনও কাপুরুষের কার্য্য এই না তোমার উক্তি? সকল বিষয়েই স্বাধীনতা থাকা চাই এইনা তুমি বল? আহা কি দুর্ব্বদ্ধি তোমার? স্বাধীনতার অর্থ কি তুমি বুঝিয়াছ? তুমি কামের অধীন, ক্রোধের অধীন, বিষয় বাসনার অধীন। তুমি তোমার ইচ্ছার গোলাম হইয়াও যিনি আপনার অধীন, আত্মার অধীন, যিনি আত্মা তুল্য পিতা মাতার অধীন, যিনি নিজের কামিনী কাঞ্চন ঘটিত ক্ষুদ্র ইচ্ছা সমস্ত, বিষয় বাসনা সমস্ত পদদলিত করিয়া পিতামাতার ইচ্ছার অধীন হন—সেই কামনাজয়ী মহাপুরুষকেও, সেই ভগবানকেও কাপুরুষ, বলিতেও তুমি লজ্জা বোধকর না? আহা এই স্বেচ্ছাচারী তুমি, তুমি তোমার কাপুরুষত্বকে, তোমার স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীন চিত্তত্ব বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হওনা? অহো! কি ব্যভিচারী যুগ এই কলিকাল। হায়! অজ্ঞানের প্রসার এখানে কতই ভয়ানক! অবিদ্যার গর্ব্বে বিদ্যার অসম্মাননা আজকাল কতই প্রবল!

রাম আবার বলিতে লাগিলেন এখুনিই রাজ শাসনানুসারে দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে এখানে আনিবার জন্য গমন করুক আমি ও পিতার আজ্ঞা আপনার মুখে শুনিয়াই চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য বনে যাইতেছি।

রামের বাক্যে কৈকেয়ী বিশ্বাস করিয়াছে, করিয়া রামকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কৈকেয়ী বলিতে লাগিল তাহাই হউক ভরতকে আনয়ন করিতে দূত প্রস্থান করুক তোমারও বনে যাইবার ঔৎসুক্য হইয়াছে। রাম! আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তুমি শীঘ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া,

রাজবেশ ত্যাগ করিয়া, বনে গমন কর। নরবর! রাজা লজ্জাবশতঃ তোমাকে যে কিছুই অভিভাষণ করিতেছেন না ইহা কিছুই নয়। তোমার ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই।

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদভিত্বরন্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপিবা॥

তুমি সত্বর হইয়া যে পর্য্যন্ত না অযোধ্যাত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছ সেই পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

ধিক্ কষ্ট এই বলিয়া শোক পরিপ্লুত রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন আর হেমভূষিত্র পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম রাজাকে ধরিয়া তুলিলেন আর কৈকেয়ীর বাক্যে, কশাঘাতে অশ্বের মত বনগমনে সত্বর হইলেন। অনার্য্যা কৈকেয়ীর দারুণ বাক্যে রাম সত্বর হইলেন কিন্তু ব্যথিত হইলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন—

দেবি! রাজ্যের জন্য বা আমার স্বার্থের জন্য আর আমি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ঋষিগণের ন্যায় আমি বিমল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই আছি এই আপনি জানিবেন। পিতার কোনপ্রকার প্রিয় কার্য্য জন্য প্রাণপরিত্যাগ ইহাও আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে ইহা আপনি জানুন। পিতৃ শুশ্রূষা বা পিতৃবাক্য পালন ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্মাচরণ আর নাই। পিতা না বলিলেও আমি আপনার বাক্যেই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব। দেবি! আপনি আমাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করেন কারণ আপনি আমার মাতা—আপনিও আমার ঈশ্বরী—আপনি আজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট তথাপি এই কার্য্যে আপনি পিতাকে নিয়োগ কেন করিয়াছেন? অদ্যই একবার আমার মাতা কৌশল্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সীতাকে বুঝাইয়া আমি দণ্ডকগণের মহাবনে যাইতেছি। এখন ভরত যাহাতে রাজ্যপালন করে এবং পিতার শুশ্রূষা করে তাহাই আপনার কর্ত্তব্য যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

রাজা কিছুই বলিতে পারেন না অতিশয় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহাদ্যুতি রামচন্দ্র সংজ্ঞাহীন পিতাকে বন্দনা করিলেন আর অনার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজাকে ও কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাম অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে সুহৃজ্জন সমূহকে দর্শন করিলেন। সুমিত্রা-হর্ষবর্দ্ধন লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। চক্ষু বাষ্পে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মণ রামের পশ্চাৎ চলিলেন। আভিষেচনিক উপকরণ সমূহ—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ

বারিপূর্ণ ঘট সমূহকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাম ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান ঘটের মত আত্ম গোপন জন্য অভিষেকের দ্রব্য সমূহ দেখিতে দেখিতেই ধীরে ধীরে চলিলেন। রাজ্যনাশ ত তাঁহার হইল কিন্তু এই রাজ্যনাশ তাঁহার মহতী লক্ষ্মীকে হরণ করিতে পারিল না। সর্ব্বলোক কমনীয় চন্দ্রের কলাক্ষয় হইলেও তাঁহার শোভা কি যায়? রাজ্যনাশ হইল, বন গন্তকাম হইলেন। তথাপি জীবন্মুক্ত জনের মত প্রভুর কোন চিত্ত বিকার লক্ষিত হইল না।

ভগবান্ তখন রাজ বেশ ত্যাগ করিলেন। ছত্রধারীকে ছত্র ধরিতে নিষেধ করিলেন, চামর ব্যজন কারীকে ব্যজন নিষেধ করিলেন, নিজের দেহের অলঙ্কার খুলিলেন, রথ ত্যাগ করিলেন, স্বজনও পৌরজনগণকে বিসর্জ্জন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

"ভো রাম মামুদ্ধর"।

অনেকর হিমালয়ের কোন এক নিভৃত স্থানে সুপ্তপুরুষ একাকী শান্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। সহসা কল্পনা জাগিল "আমি বহু হইয়া খেলা করিব" এ কল্পনা কেন জাগিল এই প্রশ্ন করা যায় না; কেননা তিনি তাহা হইলে কারণের অধীন হইলেন। তিনি স্বাধীন আর স্বাধীন বলিয়াই তাঁহার এ কল্পনা তুলিবার সামর্থ্য আছে, তিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, শক্তিশূন্য নহেন। যখন ইচ্ছা শক্তিকে জাগাইয়া খেলিতে পারেন আবার যখন ইচ্ছা শক্তিকে আপনার মধ্যে লয় করিয়া আপনার আপনি আপনি স্বরূপে অবস্থান করিতেও পারেন। স্বাধীন পুরুষের ইচ্ছায় সঙ্কল্প জাগিল এ সঙ্কল্প কি বলিতে পার, এক ত তিনিই আছেন তিনিই বহু হইবেন কিরূপে? শাস্ত্র তাহারও উত্তর দিতেছেন মিথ্যা, মিথ্যা, কোন কিছু উঠা নাই কোন কিছু হওয়া নাই, যাহা আছে তাহাই আছে, তিনি ছাড়া যাহা কিছু উঠিল বা ভাসিল মনে হইল তাহা মায়ার বিকার, মিথ্যা মিথ্যা; ভাসিবে কি? অন্য হইবে কি? অন্য হওয়া বলিয়া আর কিছুই নাই, পূর্ণ তিনি, পূর্ণে পূর্ণই ভাসিবে পূর্ণই ছিলেন পূর্ণই আছেন পূর্ণই থাকিবেন। পূর্ণ ইচ্ছা হইলে সব করিতে পারেন তাঁর অন্য হওয়া নাই, অন্য যাহা তাহাইত শক্তিহীন, তাহার উত্তম সকল করিবার শক্তি কোথায়? যাঁহাতে পূর্ণ শক্তি আছে তিনি কল্পনা

করিয়া "আমি এই হইলাম", 'আমি এই হইলাম' ভাবিয়া আপনাকে সঙ্কল্পের অধীন করিয়া ছুটাইতে পারেন কিন্তু যিনি বহু বহু সকল্প করিয়া সঙ্কল্পের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলে উপরের অবস্থায় যাইতে পারেন কই? কাজেই তখন তাঁহার আপনার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইবার জন্য উপরের লোকের শরণ গ্রহণ করিতে হয়, আপনার সামর্থ্যে যখন কুলায় না তখন শরণাগত হওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। তারত সর্ব্বশক্তিমত্তা আছে সেত সব পারে আমার এ অবস্থায় ডাক সবই সে জানিতে পারে, সে বুঝিতে পারে, ছিলাম ত তাহাতেই তার হইয়া তার সঙ্গে এক হইয়া অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া; আর আজ এই মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান; কি বলিব আমারি কর্ম্মদোষে, আমি আপনাকে হারাইয়াছি তিনি কিন্তু হারান নাই, আমায় ছাড়িয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও নাই, তিনি আমার প্রতি শ্বাসকে জীবন্ত করিয়া আমার জীবনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, বাঁচিয়া আছি ত তাঁহাতেই; তিনি কিছুই ভুলেন নাই, শুধু পরিচয়ের অভাব; প্রবুদ্ধ করাইবে কে? আমি যে মোহ ঘুমে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আপন কণ্ঠহার বিস্মৃত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। একি বিভীষিকা, কোথায় ছিলাম, কতসুখে ছিলাম, সে সব ভুলিয়া মায়ার বন্ধনে পড়িয়া কি সব বিশ্রী স্বপ্ন; ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয়েতে কাতরাইতেছি। এরা সব কে? এরাত কেহই আমার আপনার জন নহে, এরা আমায় কোথায় আনিয়া রাখিয়াছে, এখানকার দুর্গন্ধে, কৃমিকীট নাড়ি বসা রক্ত পুঁষ বিষ্ঠা মুত্রের গন্ধে আমার প্রাণ সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। আর কি সব ভয়ঙ্কর দর্শন এখানকার সঙ্গীগণ, চক্ষু চাহিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ইহারা সর্ব্বদাই আমাকে এই দুর্গন্ধ সমষ্টির সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, ইহাদের কথা না শুনিলে আমাকে পীড়ন করিয়া মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। হায়! এ নির্ব্বান্ধব স্থানে আমার কি কেহ নাই? আমি কি এমনিই ছিলাম? না! আমার ত সব ছিল, যেখানে ছিলাম সেখান যে কত নিশ্চিন্ত স্থান সে স্মরণেও যে আমি কেমন হইয়া যাই। সে স্থানের সহিত এই ভয়ঙ্কর স্থানের তুলনা ওগো! একথা আমি কাহাকে বলিব? আহা! কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? চক্ষু আমার যে নীলমণি জ্যোতিতেই চাহিয়া থাকিত, আর অন্য কিছু চাহিতে জানিত না, আর কিছু দেখার অবসর ঘটিত না। সে দেখা যে দেখিয়াছে সে কি আর কোথাও চাহিতে পারে, সে যে সেই চাওয়ার মধ্যে ডুবিয়া আপন রমণীয় দর্শনের দর্শনেই শেষ হইয়া যায়, সেখানে যে আর কিছুই থাকে না শুধু সেই থাকে। আমার দেখায় এ আমিও থাকি না আত্মর

লতিকা পাদপ বক্ষে স্থান পাইয়া, তরঙ্গিনী সমুদ্র বক্ষে আপন সত্বা লয় করিয়া জুড়াইয়া শান্ত হইয়া যায়। আহা! কি সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি! যে দৃষ্টি আমায় সকল হারা করিয়া তাহাতেই পাগল করিয়া রাখিত, সেই স্নিগ্ধ শ্যাম মণির স্বচ্ছ আভায় আমার ঘর আলোকিত করিয়া রাখিত, আর আমি তাহাতে অবগাহন স্নানে দেহের সকল উত্তাপ, এই ত্রিতাপের জ্বালা এড়াইয়া তাহাতেই জুড়াইয়া থাকিতাম। কি সুন্দর সেই শীতল আহ্লাদ কর স্পর্শ, যে স্পর্শে এখানকার বিষ মিশ্রিত হয় না, জ্বালার সংশ্রব নাই, শুধুই প্রীতির উৎস, আনন্দের অফুরন্ত সীমা-হীন স্বাদ, সে ভূমানন্দের নিবৃত্তি কখনো নাই, যত চাও সে অসীমতায় আপনাকে হারাইয়া ফেল। কিন্তু হায়! কোথায় সে চিরানন্দ যেখানে নিত্য উৎসব নিত্য মঙ্গল নিত্য বার্ত্তা সর্ব্বদাই প্রচারিত, আর এ কোথায় আসিলাম, এখানকার বায়ু বিষ মিশ্রিত। সে স্পর্শে আনন্দের অমৃত হিল্লোলে সর্ব্বদা কণ্টকিত করিয়া রাখিত—আর একি উত্তাপ, প্রখর তাপযুক্ত বায়ু—এ স্পর্শে যেন কেবল জ্বালা দিয়া দগ্ধ করিতেছে। হায়! এ উত্তাপ নিবারণের একমাত্র উপায় দেখি সেই রমণীয়তার মধুরতা পান, সেই রমণীয় দর্শনের স্মরণ। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! ইহারা আমায় তাহাও করিতে দিবে না, আমার অনিচ্ছাকৃত যাহা তাহাই আমাকে জোর করিয়া করাইয়া লইতে চাহে, আমি আমার আত্মারামের স্মরণে ডুবিয়া এখানকার বীভৎসতরঙ্গ ভুলিয়া থাকিতে চাই, ইহারা কিন্তু তাহাও সহ্য করিতে পারে না; আমার হৃদয় তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া ভিন্ন করিয়া লইবে বলিয়া ভয় দেখায়। সর্ব্বদাই প্রলোভন যুক্ত কাম কথা, কটু কথা বলে, কত রকম কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমার রাম চিন্তা ভুলাইতে চাহে, আমার ঈপ্সিততম আমার প্রিয়তমের সঙ্গলাভের এই চক্ষু মুদিয়া থাকার প্রযত্নটুকু, এটুকু দেখাও ইহাদের অসহ্য। রাম তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায় ইহারা অগ্নির বীজ রোপণ করিয়া আমায় জুড়াইবার সান্ত্বনা দিতে আসে। এ দগ্ধ জ্বালার ঔষধ দিতে আমার কেহ নাই, একমাত্র ভরসা "ভো রাম মাম উদ্ধর"

হে অগতির গতি! হে অনাথশরণ! হে রাম! আমায় উদ্ধার কর। উদ্ধার কর প্রভু! আমি 'রাম' 'রাম' করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ই পাই নাই, তোমার মধুর নাম স্মরণই এখানে আমায় এখনো বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাই সর্ব্বদা তোমার নাম লইয়া থাকিবার সাধটুকু আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না। রামই আমার পরমপদ, রামই আমার থাকিবার স্থান, ঐ রামচরণে আমায় আশ্রয় দাও। আমি বড় পরিশ্রান্ত, এই ভারাতুর অবসন্ন

দেহ লইয়া তোমার ক্রোড়ে যাইবার সামর্থ্য আমার নাই। এই দীর্ঘ স্বপ্নে পরিভ্রমণ করিয়া আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কি এ স্বপ্ন, আমি শত চেষ্টা করিয়াও এ অজ্ঞানের হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছিনা। আমি এ অজ্ঞানের হাত হইতে মুক্ত হইতে যেদিকেই ছুটি ইহার বিংশতিলোচন, কুড়িহস্তে আমায় আলিঙ্গন করিতে সেই দিক্ হইতে ছুটিয়া আসে, কাজেই ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি তোমার নাম লই, তোমার নাম যে ভয়ের ও ভয়, তোমার নামই আমায় কেবল রক্ষা করে। আমি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া 'রাম' 'রাম' বলিতে থাকি, যত ভয় পাই তত জোরে জোরে ডাকি। দেখি, ত্রাণ দিতে একমাত্র তুমিই পার, তাই তোমার শরণে আসিয়াছি 'প্রপন্নং—পাহি মাং রাম" আমি অত্যন্ত প্রপন্ন আমায় রক্ষা কর। চরণে আশ্রয় দাও। তোমার মায়ার স্বপ্ন এ কুহক কল্পনা মুছিয়া দাও; আমি তোমার প্রসাদে হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ঐ আপনি আপনি পদে আমার আত্মারামে স্থিতি লাভে জুড়াইয়া যাই।

(মৃ)

চিত্র।

দেশোন্নতি ও বিষ্ণুপ্রীতি।

পৌষের সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। অনতিপূর্ব্বেই গৃহলক্ষ্মী ভক্তিভরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া, মধুরস্বরে শঙ্খধ্বনি করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়াছেন।

দিবসের কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহকর্ত্তা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আপন কক্ষে শীতবস্ত্রাবৃত হইয়া কনিষ্ঠের মুখে তাহার সেই দিনের কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিতেছিলেন ও যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। কক্ষতলে কম্বলাসনে উপবিষ্ট হইয়া জনৈক প্রৌঢ় নীরবে একখানি পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ও ভ্রাতৃদ্বয়ের কথোপকথনে মধ্যে মধ্যে মনোযোগ প্রদান করিতেছিলেন।

আলোচনা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন "আজ তোমার লাভ নিতান্ত কম হইয়াছে। এত কম লাভ হইলে কারবার চলিবে কি প্রকারে?"

অপরাধীর ন্যায় অস্ফুটস্বরে কনিষ্ঠ নিবেদন করিল "হাঁ, লাভ খুবই কম হইয়াছে। এত কম লাভ হইলে খরচই উঠিবে না। কিন্তু ইহার অধিক লাভ আর করিতে পারিলাম না।"

জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসিলেন "কেন?"

কনিষ্ঠ। ভদ্রলোকেরা আমাদের কেনা—দাম জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি কেনা—দাম বলিলাম। তখন তাঁহারা কেনা—দামের উপর প্রতি মণে একটাকা লাভ দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে মাত্র একটাকা লাভ দিলে আমাদের খরচ উঠিবে না। তাঁহারা তখন কিনিতে সম্মত হইলেন না। আমি দেখিলাম, কিছুই বিক্রয় হয় না, অথচ বহু টাকা কাল পাওনাদারকে দিতে হইবে। তাই একটাকা লাভেই মাল ছাড়িয়া দিয়াছি।

বিষণ্ণ-মুখে কর্ত্তা বলিলেন "ইহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, লোকসানই হইল।"

বিষণ্ণ-মুখেই যুবক জিজ্ঞাসা করিল "তা'হলে কি করিব?"

ব্যথিতকণ্ঠে জ্যেষ্ঠ বলিলেন "কি আর করিতে বলিব! কেনা—দাম বেশী করিয়া বলিবে। দেশের লোক যখন সত্য কথা বলিলে এত অবিচার করেন তখন কেনা—দাম বেশী করিয়া বলা ব্যতীত এ সঙ্কটে আর উপায় কি?"

বিষমসঙ্কটে পতিত হইয়া সজ্জনকে যদি কখনও সত্যের অপলাপ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার হৃদয় অত্যন্ত বেদনা পায় এবং সেই বেদনার উপশমের জন্য সেই সজ্জনকে স্বীয় হৃদয়ের নিকট কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিতে হয়। কনিষ্ঠকে কেনা—দাম বেশী করিয়া বলিতে উপদেশ করিয়া জ্যেষ্ঠ স্বীয় ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দানের জন্যই যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন "কি দুর্দ্দিনই দেশের আসিয়াছে! ব্যবসা, বাণিজ্য সমুদয়ই আজ বিদেশী বণিকের হস্তগত। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর সন্তান আজ অন্নের কাঙ্গাল, বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী। দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য দেশের লোকের হাতে ফিরিয়া না আসিলে চিরদিনই সামান্য বেতনের জন্য বাঙ্গালীকে হৃদয়হীন প্রভুর চরণ-সেবা করিতে হইবে। না, কিছুতেই তাহা হইতে দেওয়া হইবে না। যে কোনও প্রকারে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য দেশবাসীকে চালাইতে হইবেই।"

এবম্বিধ স্বগতোক্তি সমাপ্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ যখন কনিষ্ঠের মুখের প্রতি চাইলেন তখন দেখিলেন তাহার মুখে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব প্রকটিত হইয়া

উঠিয়াছে। সহানুভূতি সূচককণ্ঠে তিনি যুবকের মুখ প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া বলিলেন "যদি মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ হয় তবে চাকরি ছাড়িলে কেন?"

সঙ্কটাপন্ন বাঙ্গালী যুবক উত্তর করিল "নিত্য যে আর এ অবহেলা সহ্য হয় না!"

কনিষ্ঠের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া জ্যেষ্ঠ সাদরে কহিলেন "সেই জন্যই ত যাহাতে ব্যবসায় দাঁড়ায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

কনিষ্ঠ। আমি ত দিনরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রম করিতেছি।

জ্যেষ্ঠ। শুধু পরিশ্রম করিলে ত হইতেছে না। দেশের লোক যে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। সত্যকথা বলিলে উপযুক্ত লাভ দিতে কষ্ট বোধ করেন, কেনা দাম বেশী করিয়া বলিলে বেশী মূল্য দিতে আর কষ্ট বোধ করেন না। আমাদের ভাগ্য!

বিপদের মধ্যে মুক্তির একটি উপায় মিলিলে বিপন্ন ব্যক্তি যেমন একটু পুলকিত হয় তেমনি একটু পুলকভরে যুবক বলিল "আচ্ছা, কেনাদাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিব তাহাতে আপনার দরকার কি? আমি এই মূল্যে বিক্রয় করিব।"

কৃতবিদ্য কর্ত্তা ঈষৎ হাসিলেন।

কনিষ্ঠ অপ্রতিভের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল "হাসিলেন যে? স্নেহপূর্ণস্বরে জ্যেষ্ঠ বলিলেন "হাসিলাম তোমার অনভিজ্ঞতা দেখিয়া।"

অনভিজ্ঞতার পরিচয় কোথায় দিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তরুণ যুবক কহিল "অনভিজ্ঞতার কথা কি বলিলাম?"

পূর্ব্ববৎ স্নেহভরে সহোদর বলিলেন" অনভিজ্ঞতার কথা কি বলিলে? এই মূল্যে বিক্রয় করিব? এইটিই অনভিজ্ঞতার কথা।"

সবিস্ময়ে তরুণ যুবক সুধাইল "কেন?"

সংসারাভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ উত্তর করিলেন "কেন?" ঐ কথা বলিলে কেহ তোমার নিকট হইতে কিছু কিনিবেন কি?" বর্দ্ধিতবিস্ময়ে যুবক জিজ্ঞাসিল "কিনিবেন না?"

দৃঢ়বিশ্বাসের স্বরে কর্ত্তা বলিলেন "না।"

"কেন?"

পূর্ব্ববৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সাহত কর্ত্তা উত্তর করিলেন "তোমার ঐ সরল কথায় বাবুরা অপমান মনে করিবেন। অন্যের নিকট হইতে অধিক মূল্যে দ্রব্য খরিদ

করিবেন তবুও তোমার নিকট হইতে অল্পমূল্যে কিনিবেন না। কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যুবক বলিল "এ যে বড় সমস্যা!" স্থিরকণ্ঠে সহোদর বলিলেন "সমস্যাই ত।"

কনিষ্ঠ কহিল "আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া অপরের মনোরঞ্জন করিতে পারি না বলিয়া চাকরি ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতে আসিলাম। এখন দেখিতেছি ব্যবসায় বজায় রাখিতে হইলে প্রত্যেকের সহিত মিথ্যা বলিতে হয়!

কোমল-হৃদয় যুবকের কণ্ঠস্বর এতাদৃশ কাতর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে যে ব্যক্তি পার্শ্বে বসিয়া পুস্তকপাঠ করিতেছিলেন তিনি বিশেষ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। যুবকের ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য কর্ত্তার মুখের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন "মিথ্যা বলিয়া ব্যবসা দাঁড় করাইলে পরিণামে বিশেষ মঙ্গল হইবে কি?"

প্রৌঢ়ের এই কথা শুনিয়া যুবক একটু আশ্বস্ত হইল এবং আশার সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। রোষকষায়িত লোচনে প্রৌঢ়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কর্ত্তা দলিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন "আপনি বালকদিগকে ঐ সকল কথা বলিবেন না।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এতাদৃশ কঠোর যে প্রৌঢ় একটু বিস্মিত হইলেন, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "মিথ্যা বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে পরিণামে মঙ্গল হইবে না, বালকগণকে এ কথা বলিব না?"

কঠোরতর স্বরে কর্ত্তা কহিলেন "আপনারাই ত ঐ সকল কথা বলিয়া আজ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।"

বিস্ময়-পরিপ্লাবিত-মুখে প্রৌঢ় পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "মিথ্যার আশ্রয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলে পরিণামে মঙ্গল হইবে না, দেশের বালককে এই কথা বলিলে দেশের ক্ষতি করা হয়?"

কর্ত্তা। হয় বৈ কি? ঐ সকল কথা শুনিলে ও চিন্তা করিলে বালকদের বুকের জোর কমিয়া যায়। তাহারা আর তেজের সহিত কাজ করিতে পারে না। এই রকম করিয়া দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য সমস্তই বিদেশীর হাতে চলিয়া গিয়াছে, আমরা আজ খাইতে পাই না। অন্য কাহাকেও ত আর কিছু করিতে দেখি না।

কর্ত্তার উক্তির শেষাংশের অন্তরে যে শ্লেষ লুক্কায়িত ছিল তাহা বুঝিতে হইলে এই স্থানে প্রৌঢ়ের একটু পরিচয় আবশ্যক। প্রৌঢ়ও তথা কথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু আধুনিক কালে যে সকল পথ অনুসরণ করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা যায় সেই সকল পথ অবলম্বন করিয়া ধন অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের

অভিলষিত পথে চলিবার অন্তরায় হয় বলিয়া তিনি সেই সকল পথ ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন, এবং উপাসনা আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের চরণে স্থির হইবার প্রয়াস করেন, কিন্তু সংস্কারবশে অদ্যাপিও দেহের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় এবং তজ্জন্য তিনি আজিও ঈশ্বরচরণে স্থির হইতে পারেন নাই।

এখন কর্ত্তা যখন বলিলেন যে "অন্য কাহাকেও ত আর কিছু করিতে দেখি না" তখন প্রৌঢ় বুঝিলেন যে তিনি কনিষ্ঠকে মিথ্যা বলিয়া ধন উপার্জ্জন করিলে পরিণামে মঙ্গল হইবে না এইরূপ ইঙ্গিত করায় কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া উক্ত কথা বলিয়া তাঁহার জীবনের ব্যর্থপ্রয়াসের জন্য তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিলেন। উপহসিত হইয়া প্রৌঢ় কোন প্রকারে এই বিদ্রূপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য ধীরে ধীরে বলিলেন "না অন্য কাহাকেও ত অন্য কিছু করিতে দেখা যায় না।"

প্রৌঢ় যে বৃথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কর্ত্তার কথায় সায় দিলেন কর্ত্তা তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে তিনি আজ তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, এবং বিজয়ী বীরের ন্যায় বলিলেন "আপনারা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করেন, আপনারা কি ঈশ্বর দেখিয়াছেন?"

শান্তস্বরে প্রৌঢ় উত্তর করিলেন "না।"

কর্ত্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "আর ভজনা সাধনাই বা কি করেন?"

শান্তস্বরে পুনরায় উত্তর হইল "না, যাহাকে ভজনা সাধনা বলে তাহা আজিও করিতে পারি নাই।"

"তবে?"

বিষাদের সুরে অতিধীরে প্রৌঢ়ব্যক্তি অস্ফুটস্বরে কহিল "লালসা!"

কর্ত্তা প্রৌঢ়কে একবারে পরাভূত মনে করিয়া কনিষ্ঠকে আগামী দিবসের কার্য্য বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

চিন্তিত-হৃদয় প্রৌঢ় উন্মুক্ত পুস্তকে ম্লানচক্ষু অর্পণ করিতেই দেখিল—

"যজ্ঞার্থং কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

সে যতই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী হৃদয়ে ধরিবার প্রয়াস করিতে লাগিল ততই তাহার প্রাণ সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিতে লাগিল "মিথ্যার আশ্রয়ে দেশের মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা করিলে বিষ্ণুপ্রীত হইবেন কি?" —চিত্র-শিল্পী।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী ১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

ভগবৎসম্বন্ধতত্ত্ব ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি, কি করিলে, তোমরা কৃতার্থ হইবে, আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা ইত্যাদি ক্লেশ হেতুর হস্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইবে, চিরশান্তির সর্ব্বজন কমনীয় সুকোমল অঙ্কে শয়ন করিতে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ পরমপুরুষার্থ সাধন করিতে, ক্ষমবান্ হইবে, আমি অনেক সময়ে তাহা চিন্তা করি। 'বাধা না পাইলে, শক্তি স্ফুরিত হয় না', 'প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন হয় না,' ইহা যেমন সত্য, অবিরাম প্রতিপক্ষ বল দ্বারা প্রতিহন্যমান হইলে, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া না হইলে, কোন সময়েই প্রতিপক্ষ বলকে পরাভূত করিতে সমর্থ না হইলে, শক্তির স্ফুরণ হয় না, তাহা হইলে, ইহা স্থিতিশীল অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক, কদাচ ক্রিয়াশীল অবস্থায় আসিতে পারে না, একথা ও তেমনি যথার্থ, বিশ্বকারণ, বিশ্বপরিণাম হেতু সত্ত্বাদি গুণত্রয়, এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরকে অভিভূত করে, গুণত্রয় এই নিমিত্ত পরস্পর অভিভববৃত্তিক, নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে জয় করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট। শৈশবাবস্থা হইতে শক্তি সত্ত্বেও, স্বেচ্ছায় ধনার্জ্জন বিমুখ পিতার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করায়, তোমরা যে ক্লেশ পাইয়াছ, তাহা যখন আমার স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে, তোমাদের সহস্র অপরাধও, ক্ষন্তব্য রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত, তখন আমার ইহাই মনে হয়। আমি তা'ই কিসে তোমাদের প্রকৃত কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে, নিয়ত তাহা চিন্তা করি। আপদাক্রান্ত, বহু পরিবার বেষ্টিত, অবসন্ন ব্রাহ্মণকে, শাস্ত্র যাহা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি যে, তাহা ও করি নাই। আমি এই নিমিত্ত তোমাদিগকে সর্ব্বদুঃখহর, সহজ আনন্দদায়ক, রঘুনাথ চরণে যাহাতে তোমাদের অচলা পরাপ্রীতি হয়, সেই উপায়, যে উপায় রামভক্তি প্রদাতা লোক শঙ্কর শঙ্কর, ভাবভাজন মহর্ষি

নারদকে বলিয়া দিয়াছেন, সেই উপায়, বলিয়া দিতে, ভগবৎসম্বন্ধ নামক পরতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমার মায়া দ্বারা মোহিত বুদ্ধি পুরুষেরা যথাকর্ম্ম যথারুচি নানাপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁরা যে সমুদয় পুরুষার্থের প্রাপ্য ফলের বর্ণন করেন, তাহারা অনিত্য, তাহারা কর্ম্মজনিত, তাহারা দুঃখ বিমিশ্রিত, তাহারা মোহময়, তাহারা ক্ষুদ্র, মন্দ এবং শোক পরিব্যাপ্ত। ভক্তিই একমাত্র শ্রেয় সাধন, ভক্তিই মুখ্য পুরুষার্থ। যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়াছেন, ভগবৎ প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ হয়, বিষয় বাসনা দ্বারা বশীভূত লোকদিগের সে সুবিমল নিত্য সুখ কোথায়? বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কদাচ সে সুখের আস্বাদ পাইবার যোগ্য নহে। "আমা দ্বারা সন্তুষ্ট মানস, অকিঞ্চন, শান্ত, সমচেতা ব্যক্তির সকল দিকই সুখময় রূপে প্রতীত হইয়া থাকে!" আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্ত পুরুষ আমা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেনা, ব্রহ্মলোক, অথবা ইন্দ্রলোক, কিংবা সার্ব্বভৌমপদ, অথবা পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণমুক্তি আমার একান্ত ভক্ত বৃন্দ এই সকলের কোনটীই ইচ্ছা করে না। অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্তচিত্ত, শান্ত, মহান্, অখিল জীববৎসল, কামনা দ্বারা অস্পৃষ্ট হৃদয়, মদ্ভক্তব্যক্তিরা যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, সে সুখ নিরপেক্ষ ভক্তগণেরই লভ্য, তাঁহাদেরই সম্বেদ্য, অন্যের নহে। উত্তম ভক্তের কথাত দূরের, ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রাকৃত ভক্তও কৃতার্থ হয়েন, আমার শরণাগত ভক্ত অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ যদি কখন বিষয় ব্যাপারে বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি প্রগলভভক্তিপ্রভাবে (শরণাগতি বা প্রপত্তি মাত্রের সামর্থ্য দ্বারা), প্রায়ই বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না। হে উদ্ধব! অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া, প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িকা ভক্তি সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে"। * আমি এই সকল ভগবদ্বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক

---

* "ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥
ন পারমেষ্ঠং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

স্থির করিয়াছি, যাহাতে তোমাদের ভগবানে ভক্তি হয়, যাহাতে তোমরা সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভগবানের সহিত জ্ঞানতঃ সম্বদ্ধ হইয়া, কৃতার্থ হইতে পার, সদা—নির্ভয় হইতে পার, চিরশান্তিময়, নিত্যজীবন লাভে সমর্থ হও, তন্নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিব, জাগতিক সুখের হেতুভূত হইতে না পারিলেও, তোমরা যাহাতে অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পার, তজ্জন্য যথাজ্ঞান, যথা—প্রাণ যত্ন করিব। বিশ্বাস করিও, ভগবানের কৃপা হইলে, মানুষ স্বল্পকালে বৃহস্পতিসম প্রাজ্ঞ হইতে পারে, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে, সর্ব্বসুখে সুখী হইতে পারে। যাহা করিতে অন্তর্যামী প্রেরণ করিতেছেন, যদি আমি তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় চরণে আত্ম নিবেদন পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রপন্ন হইয়া, তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে, তোমরা একদিন সহাস্যবদনে, মুক্তকণ্ঠে বলিবে, জীবনের প্রথমভাগে যত কষ্টই পাই না কেন, তৎসমুদায় অনন্ত সুখের জন্য পাইয়াছি। ভগবান্‌কে প্রকৃত মাতা-পিতা জানিয়া, যে দিন তোমরা কৃতকৃত্য হইবে, ভগবানই সর্ব্বভাবময়, এই জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যে দিন তোমরা ধন্য হইবে, সর্ব্বদুঃখের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক সদানন্দময় হইবে, আহা! সেইদিন আমি পরমানন্দময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কৃতজ্ঞতা পূর্ণ, প্রেমবিগলিত হৃদয়ে অবিরাম প্রাণারামের ধ্যান করিব, দিবানিশ "নমো নম" করিব।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥
বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈনাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্দ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদ পদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

অমৃতময় ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবৎসম্বন্ধতত্ত্ব শ্রবণের প্রয়োজন, ভগবানের সহিত জ্ঞানতঃ সম্বন্ধ হইবার উপায় এবং ভগবৎ সম্বন্ধ তত্ত্বের অভিধেয় বা আলোচ্য বিষয়।

লোক শঙ্কর জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্কর, নারদ প্রমুখ ঋষিগণকে সহজ আনন্দদায়ক, সদ্য শ্রীভগবান্ রঘুসত্তমে অচলা পরাপ্রীতিজনক, সর্ব্ববেদান্ত গুহ্য অতি দুর্লভ ভগবৎ, সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ করিতে যাইয়া, যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি যথাশক্তি সেই সেই কথার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। ভক্তাবতার, প্রেমময়, জ্ঞাননিধি, পরহিতৈকব্রত, মহর্ষি নারদ ভগবান্ শঙ্করকে বলিয়াছিলেন, "ভগবন্! যাহাতে রঘুসত্তমে অচলা প্রীতিজন্মে, বিনা সাধনায়, ক্ষণকাল মধ্যে যদ্দ্বারা সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কৃপা পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব, সারাৎ সারতর মহৎ সাধনের উপদেশ করুন।" করুণাসাগর ভগবান্ শঙ্কর নারদের এই কথা শুনিয়া, অতি সংক্ষেপে ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর সংক্ষেপে ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বসম্বন্ধে, মহর্ষি নারদপ্রমুখ ঋষিগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত সারবত্তম উপদেশের গর্ভে যে সকল তত্ত্বরত্ন বিরাজমান আছে, সম্যগ্‌রূপে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হইলে, একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ হয়, সেই স্বল্প অক্ষরাত্মক উপদেশ বস্তুতঃ বিশ্বতোমুখ, প্রমেয় বহুল বলিয়া

লোক শঙ্কর জগদ্‌গুরু শঙ্করের ভগবৎসম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ বস্তুতঃ বিশ্বতোমুখ, প্রমেয় বহুল বলিয়া অত্যন্ত গহন—

অত্যন্ত গহন। ভগবান্ শঙ্কর, ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমে সংক্ষেপে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চবিধ মুখ্য রসের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। রসের স্বরূপ বর্ণন করিতে হইলে ভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেই হয়, কারণ বিভাবাদি উদ্বোধক কারণ সকল দ্বারা ব্যক্ত—প্রকটীভূত, রত্যাদি স্থায়ি ভাবসমূহ অলঙ্কার শাস্ত্রে "রস" এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। অন্তঃকরণের বাসনা বা সংস্কারই, এ স্থলে "ভাব" শব্দের অর্থ। "রতি," "হাস," "শোক," "ক্রোধ," "উৎসাহ," "ভয়," "জুগুপ্সা," "বিস্ময়," "নির্ব্বেদ," ইহারা "স্থায়িভাব।" রত্যাদি পরিপুষ্ট হইয়া, স্থায়িভাবে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "স্থায়িভাব" বলা হয়। বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা, যে ভাবের বিচ্ছেদ হয়না, যে ভাব অন্যভাব সমূহকে স্বাত্মভাবে আনয়ন করে, তাহা "স্থায়িভাব" ("বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈ র্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ। স্বাত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স্থায়িভাব সউচ্যতে॥"—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)।

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চবিধ মুখ্য রসের কথা—

রতি, হাস প্রভৃতির সংস্কার মানুষমাত্রের চিত্তে বিদ্যমান আছে, পশ্বাদি ইতর জীব সমূহেও রত্যাদি ভাবের মধ্যে অনেক গুলির সংস্কার বিদ্যমান আছে। মনের অনুকূল বিষয় হইতে, যে সুখাত্মক সংবেদন হয়, তাহাকে, অথবা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরালম্বন প্রেমাখ্য চিত্ত বৃত্তি বিশেষকে "রতি" বলে। রতির সংস্কার প্রজাপতির আছে, রতির সংস্কার মানুষমাত্রের আছে, রতির সংস্কার (মলিন ভাবের হইলেও) পশ্বাদির আছে, অধিক কি রতির সংস্কার অণু, পরমাণু পুঞ্জেও আছে। রতির সংস্কার বশতই প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, রতির সংস্কার আছে, তাই একটী অণু বা পরমাণু অন্য একটী অণু বা পরমাণুকে আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ করে, জলকে তাপ দ্বারা বাষ্পাকারে পরিণত করিলে, উহার বিশ্লিষ্ট অণু সকল যে, পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, রতির সংস্কারই তাহার কারণ। এই রতি বা শৃঙ্গারকে আদি রস বলা হয়। রতি বা শৃঙ্গারকে যে, আদিরস বলা হয়, তাহার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। ভোজদেব শৃঙ্গার ও অহংকারকে রসের পর্য্যায় বলিয়াছেন। অগ্নি পুরাণে উক্ত হইয়াছে, অভিমান হইতে রতি হয়, এই রতি যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন উহা "শৃঙ্গার" এই নামে গীত হইয়া থাকে। রতিই বস্তুতঃ মূল স্থায়িভাব। "রসায়নতন্ত্র" (Chemis-

রতির সংস্কার প্রজাপতির আছে, রত্যাদির সংস্কার চেতন, অচেতন সর্ব্ব পদার্থেই বিদ্যমান আছে।

শৃঙ্গারকে আদিরস বলিবার কারণ।

try) ও "ভূততন্ত্র" (Physics) ভূত ও ভৌতিক বস্তু সমূহের রত্যাদি স্থায়িভাব, এবং উহাদের ব্যভিচারি-ও-সঞ্চারিভাব সমূহেরই ব্যাখ্যা করেন। ভগবান্ শঙ্কর যে ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বকে সারাৎ সারতর বলিয়াছেন, সর্ব্ববেদান্তগুহ্য বলিয়াছেন, বেদ ও রামায়ণাদিতে সম্বন্ধ রাগই বর্ণিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি, তাহা অবশ্যচিন্তনীয়। সম্বন্ধের জ্ঞানই একের সহিত অন্যের মিলিত হইবার কারণ, সম্বন্ধের জ্ঞান বশতঃ এক, অন্যের আত্মীয় রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। ভগবান্ সর্ব্বভাবপ্রপূরক, জীব জ্ঞানতঃ হোক্, অজ্ঞানতঃ হোক্, ভগবানের সহিত মিলিতে চায়, সর্ব্বভাবময় ভগবানের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্তই, জীব সতত চঞ্চল, জীবের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বভাবময় ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া। জিজ্ঞাস্য হইবে জীব ত ভগবানের সহিত নিয়ত সংযুক্ত হইয়া আছে, তবে আবার সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বভাবময় ভগবানের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত জীবের এত চঞ্চলতা কেন? সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বভাবময় ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও, জীব অবিদ্যা বশতঃ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, কে বস্তুতঃ তাহার সম্বন্ধী, সে বস্তুতঃ কাহার, জীবের তাহা মনে না থাকায়, সে সতত চঞ্চল, প্রাণের প্রাণকে দেখিবার নিমিত্ত আত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদা অস্থির। আমি 'জ্ঞান', 'ভক্তি,' 'বিজ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' এই সর্ব্ববিধ সাধন করিয়াছি, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি আমার আত্মারাম জানকীপতিতে অচলা প্রীতি হয় নাই, আমি এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "ভগবন্! যে উপায়ের আশ্রয় করিলে আমার রঘুসত্তমে অচলা পরা প্রীতির উদয় হইবে, যে উপায়ের আশ্রয় করিলে বিনা ক্লেশে আমার ক্ষণ মধ্যে সিদ্ধি হইবে, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দিন"।

রসায়ন তন্ত্র ও ভূততন্ত্র ভূত ও ভৌতিক বস্তু সমূহের রত্যাদি স্থায়িভাব ও উহাদের ব্যাভিচারি ও সঞ্চারিভাব সমূহেরইব্যাখ্যা করেন।

সম্বন্ধ জ্ঞানই একের সহিত অন্যের মিলিত হইবার কারণ—

পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্যই জীবের চঞ্চলতা।

মহর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর নারদকে যে ভগবৎসম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ সারবত্তম, তাহা কত প্রয়োজনীয়, কত মূল্যবান্ একবার নিবিষ্ট চিত্তে তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি তোমাদের পরম কল্যাণের নিমিত্ত মহর্ষি নারদ

রঘুসত্তমে অচলাপ্রীতি লাভের নিমিত্ত নারদের ব্যাকুলতা, ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের যথার্থ বোধ জীবকে কৃত কৃত্য করে

কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত, জগদ্‌গুরু লোক শঙ্কর শঙ্কর কর্ত্তৃক কথিত, সেই সর্ব্বতত্ত্বসার ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে তত্ত্বের যথার্থ সন্ধান পাইলে, জীবের সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়, জীব কৃতকৃত্য হয়, জীবের অন্য কিছু পাইতে, অন্য কিছু জানিতে অবশিষ্ট থাকে না, আমি তোমাদিগকে সেই তত্ত্বের স্বরূপ দেখাইতে অভিলাষী হইয়াছি। যাহা এমন দুর্ল্লভ, যাহা পরম হিতকর বস্তু, যাহা প্রাণ হইতেও প্রিয়তর, যাহা ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া প্রশংসিত, যাহা মহর্ষি নারদ কর্ত্তৃক, অমৃত জ্ঞানে পরমাদরের সহিত গৃহীত, সেই পরতত্ত্বের, কি নিমিত্ত অযাচিত হইয়াও, ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি? সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতাই—সম্বন্ধ বশতঃ বিশিষ্ট অধিকারই তাহার একমাত্র কারণ।

পিতা-পুত্র সম্বন্ধে আমরা পরস্পর সম্বদ্ধ, তাই তোমাদের অধিকার বিচার না করিয়া, তোমরা জানিতে না চাহিলেও, পাইতে ইচ্ছা না করিলেও, এই সর্ব্বজন দুর্ল্লভ, প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভাব রত্নকে তোমাদিগকে আমি স্বয়ং দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আহা! যেদিন তোমরা ভগবান্‌কে সর্ব্বভাবপ্রপূরক বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, যে দিন তোমরা জ্ঞানতঃ ভগবানের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারিবে, ভগবানের সহিত তোমাদের কি সম্বন্ধ, যেদিন তোমাদের তাহা সুনিশ্চিত হইবে, সেইদিন, এইরূপ না চাহিলেও, ভগবান্ স্বয়ং তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তোমাদিগকে তাহা দিবেন, তোমাদের যোগ-ক্ষেম স্বয়ং বহন করিবেন।

সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতা বশতঃ অযাচিত হইয়াও, আমি তোমাদিগকে এই সম্বন্ধাখ্য পরমতত্ত্বের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবৎসম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের অনুসন্ধানের প্রয়োজন-

যাহা বলিলাম, তাহা হইতে ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বশ্রবণের প্রয়োজন কি, তাহা তোমার কিয়ৎপরিমাণে অনুভব হইবে সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা আস্তিক তাঁহারাত ভগবান্‌কে মাতা, পিতা, প্রভু ইত্যাদি কোন না কোন ভাবে দেখিয়া থাকেন, ভগবানের সহিত আপনাদিগকে কোন না কোন রূপ সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ ভাবিয়া থাকেন, যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে কি, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে বিনা উপদেশে স্বতঃ 'মাতা', 'পিতা', 'প্রভু' ইত্যাদি কোন নাম ধরিয়া, তাঁহাকে ডাকিতেন? যাহার সহিত যাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে জানেনা, সেকি, কখন তাহাকে ডাকে? অতএব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'যে সম্বন্ধাখ্যভাবের জ্ঞান জীব মাত্রের হৃদয়ে বিদ্যমান

ভগবান্‌কে ত আস্তিক-মাত্রেই মাতা-পিতাদি কোন না কোন ভাবে ডাকিয়া থাকে, তবে ভগবান্ শঙ্কর ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের এত প্রশংসা করিয়াছেন কেন?

আছে, যাহা জীবমাত্রের সুপরিচিত, তাহাকে ভগবান্ শঙ্কর এত প্রশংসা করিয়াছেন কেন? ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য ভাবকে যে, ভগবান্ পরমভাব বলিয়াছেন তাহার কারণ কি?

সন্ধ্যা—"সকলই ব্রহ্ম" ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"), উপনিষৎ পাঠ করিয়া, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়া, যাঁহাদের মুখে অনায়াসে এইরূপ কথা বলিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সকলেরই কি, "সকলই ব্রহ্ম" ("সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম") এই শ্রৌত উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না? যাঁহারা প্রয়োজন হইলেই, ভগবান্‌কে মাতা-পিতাদি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি ভগবানের উত্তর শুনিতে পান? তাঁহাদের মধ্যে সকলের ডাকেই কি, ভগবান সাড়া দেন? লৌকিক মাতা-পিতাকে আহ্বান করিলে তাঁহারা যেমন আহ্বান মাত্রে, কেন ডাকিতেছ জিজ্ঞাসা করেন, অভাব মোচন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, বিশ্বজনক জননীকে, সর্ব্বশক্তিমান সনাতন মাতা-পিতাকে, বাৎসল্য, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, সৌলভ্য প্রভৃতি সর্ব্বকল্যাণ গুণভাজন মাতা-পিতাকে, ক্ষণে সর্ব্বক্লেশ বিনাশনে সমর্থ মাতা-পিতাকে, ডাকিবা মাত্র তিনি কি সর্ব্বদা সকলের আহ্বানের উত্তর প্রদান করেন? সকল আহ্বানকারীকে তাহার, সর্ব্বপ্রকার বাধা প্রোৎসারিত করিয়া সর্ব্বথা সুখী করেন? ব্যক্তি মাত্রেই কি, ভগবান্‌কে ডাকিয়া সমভাবে শান্তি পায়? নির্ভয় হয়? ব্যক্তি মাত্রের হৃদয় কি, ভগবান্‌কে ডাকিয়া, সর্ব্বভাব প্রপূরক ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করিয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়া, কৃতার্থ হইতে পারে? যে রোগার্ত্ত সন্তান জানে, বিশ্বাস করে, আমার পিতা ভব রোগবৈদ্য, আমার পিতা সর্ব্বক্লেশহর, আমি যেখানেই থাকিনা কেন, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি সর্ব্বস্থানেই আছেন, তিনি সব শুনিতে পান, সব দেখিতে পান, তিনি দয়ার সাগর, ক্ষমার আধার, তিনি বাৎসল্যের পারাবার, সে ভাগ্যবান্ সন্তান কি রোগাদিকে ভয় করে? কাল-কালের সন্তানের কি কালভয় হইতে পারে? মৃত্যুর হৃদয় প্রকম্পক ভ্রূকুটি কি, তাহার হৃদয়কে ভয় বিহ্বল করিতে পারে? ভগবান্‌কে 'মা', 'বাবা,' বলিয়া ডাকিলে যাহারা উত্তর পায়না, যাহাদের হৃদয় নির্ভয় হয়না, ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকল্যাণগুণভাজন, সর্ব্বব্যাপক মাতা—পিতা বলিয়া বিশ্বাস কারীর হৃদয় যদি আনন্দে পূর্ণ না হয়, নির্ভয় না হয়, পরম শান্তিতে ভরিয়া

ভগবান্‌কে যাঁহারা মাতা-পিতাদি বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা নির্ভয় হইয়াছেন, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

না যায়, তবে তাহার ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান যথার্থ নহে, স্থির বিশ্বাস করিও, মুখে ভগবান্‌কে জনক-জননী বলিলেও, তাহার চিত্ত যথার্থ ভগবৎ সম্বন্ধ রাগ শূন্য।

জিজ্ঞাসু—বাবা! আমি বড় আনন্দ পাইলাম, আপনার অনন্ত কৃপায় আমি অন্ততঃ এই সময়ের জন্য শান্তির সর্ব্বজন কমনীয় মুখ দেখিতে পাইলাম। ভগবান্ শঙ্কর যে নিমিত্ত ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্বকে পরতত্ত্ব বলিয়াছেন, ইহার এত প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাকে প্রাণ হইতে প্রিয়তর বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস পাইলাম, করুণা যোগ্য অধম সন্তানকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সুধা পান করাইলেন। বাবা! কি করিলে, কোন উপায়ের আশ্রয় লইলে, এই ভাব অমর হইবে? আমি সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বসত্তাপ্রদ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসম্পূর্ণভাব, সর্ব্বভাবপ্রপূরক শ্রীভগবানের সন্তান, আমার সনাতন মাতা-পিতা নিরন্তর আমার অন্তরে, বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, আমাকে সদা রক্ষা করিতেছেন, আমার হৃদয়ে এইভাব স্থির স্থিতি লাভ করিবে, তাহা বলিয়া দিন এবং আমি যাহাতে সেই উপায়কে আশ্রয় করিতে পারি, আমাকে তাদৃশ শক্তি প্রদান করুন, করুণাময়! করুণাযোগ্য অধম সন্তানকে কৃতকৃত্য করুন, আমাকে প্রকৃত ভাবভাজন করুন।

যতদিন ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্ব বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হয় তাবৎ তাঁহাতে অনুরাগ হয়না।

বক্তা—যাবৎ ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্ব বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হয়, যাবৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বোধ না জন্মে, তাবৎ তাঁহাতে দৃঢ় অনুরাগ হয়না।

জিজ্ঞাসু—শ্রীভগবানের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ বোধ কিরূপে হইয়া থাকে?

["হিন্দুর ষড়দর্শন" "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি" "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কর্তৃক লিখিত]

তর্কের দ্বারা ঈশ্বরলাভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪র্থ অধ্যায়।

"যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা।
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাঙ্গাংশ নারদ ! ।
ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরক্তিং বিনা ॥"

শ্রীমদ্ দেবী ভাগবতম্। ৩য় স্কন্ধঃ। ৭ম অধ্যায়ঃ ১৫-১৬।

মহাত্মার আশ্রম হইতে ফিরিয়া শিক্ষিত বাবুটী সারারাত্রি গভীর চিন্তায় অনিদ্রায় কাটাইলেন। সুন্দর বিচারের ফলে তাঁহার হৃদয়ে নাস্তিকতার ভাব কমিয়া আস্তিকতার ভাব দেখা দিতে লাগিল! ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাপারটা বড় রহস্য-জনক—এইটী সিদ্ধান্ত করিলেন।

পরদিন যথা সময়ে সেই তত্ত্ববিৎ মহাত্মার আশ্রমে বাবুটী আসিলেন। চিন্তা মলিন মুখখানি দেখিয়া মহাত্মা পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বিষণ্ন দেখাচ্চে কেন ? কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নাই ত ?

বাবুটী আজ তাঁহার আদরে মন্ত্রচালিতবৎ তাঁহার পদে পড়িলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন,"আজ্ঞে না ; কোন সাংসারিক দুশ্চিন্তা হয় নাই।

মহাত্মা বলিল, "ভগবান্ তোমাদিগকে সুখে রাখুন।"

জিজ্ঞাসু বাবুটী করযোড়ে বলিলেন, "মহাশয়, কাল আপনি যে সকল যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও বেদের প্রামাণ্য বুঝিয়েছেন, তাতে অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছি ; কিন্তু কতকগুলি নূতন সংশয় মনে উদয় হয়েছে। যদি অনুমতি করেন, নিবেদন করি।

ত্যাগী মহাত্মা বলিলেন, "সেই অমৃত বস্তুকে যতদিন না লাভ করা যায়, ততদিন কেহই সকল সংশয়-ছিন্ন হয় না, সুতরাং তোমার একটার পর একটা সন্দেহ

মনে আসবেই। তুমি সরলভাবে বল। যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, যে জান্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, তার সন্দেহ ভগবান্‌ অতি শীঘ্র উপযুক্ত লোকের দ্বারা দূর করেন। "বল তোমার মনে কি কি ভাব উঠেছে বল।"

প্রশ্ন—তর্কের দ্বারা তাহ'লে ঈশ্বর লাভ হয় কি!

উত্তর—কখনই না। তুমি যে ভাবে শাস্ত্রের প্রতিকূলে তর্ক কর্‌ছিলে, তাকে কুতর্ক বলে; বিচার বলে না। শাস্ত্রে তর্ক দুই প্রকার; শাস্ত্রের অনুকূলে, আস্তিক্য-ভাবে তর্ক করাকে বিচার বা সুতর্ক বলে আর শাস্ত্রের প্রতিকূলে তর্ক করাকে কুতর্ক বলে। বিচারের দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ দেব যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে, এই বিচারের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন। বিচারের দ্বারা বুদ্ধি প্রখরা হয়, একথা বশিষ্ঠদেব মুক্তকণ্ঠে বলেছেন; তবে সেই বিচার হচ্চে, নিত্যা নিত্য বস্তু-বিচার; তোমার মত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তর্ক করা নহে।

প্রশ্ন—শাস্ত্র না মান্‌লে কি তর্কের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না?

উত্তর—তোমার ও আমার জ্ঞান সামান্য এবং আয়ু অল্প। আমাদের এই প্রকার তর্ক করার ফলের কথা ছেড়ে দাও। তুমি যদি শঙ্করাচার্য্যের মত প্রতিভা এবং বেদব্যাসের মত আচার্য্য পেয়ে এক হাজার বৎসর পরমায়ু পাও; কিন্তু তথাপি যদি সারাজীবন ঐ হাজার বৎসর ধরে শাস্ত্রের প্রতিকূলে তর্ক করে যাও, শেষে দেখবে যে তবুও তুমি সেই নিত্য সত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমাত্মার স্বরূপ বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারনি। যদি কুতর্ক দ্বারা কিছু ফললাভ হোত, তবে "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"—এই এক পরীক্ষিত জ্ঞান-বাক্য প্রচারিত হোত না। সকল দেশের মহাপুরুষরা শাস্ত্রের এই কথা সমর্থন করে গেছেন। প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষগণ সক্রেটিস (Socrates) প্লেটো (Plato) এবং আরিস্‌ততল্‌ (Aristotle) খুব বিচার প্রিয় ছিলেন। তাঁরাও তর্কের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত তা স্পষ্ট ক'রে বলে গেছেন। যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ) ঈশ্বর লাভের উপায় তর্ক করা নহে পরন্তু তাঁহাকে ভালবাসা—এই কথা অনেক স্থলে শিষ্যদের উপদেশ দিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন—আপনি আমাদের শাস্ত্রের কথাই বলুন।

(ক্রমশঃ)
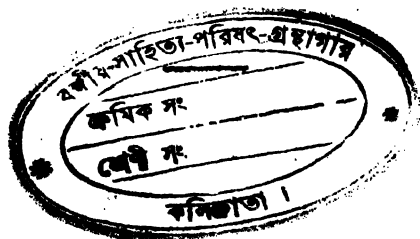
সমালোচনা।

দেব-মাধুরী ১১৪ পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তক। শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। ১৪ নং ছকু খানসামার লেন, মৃজাপুর গ্রন্থকারের নিকট টাকা প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া মনে যেরূপ যেরূপ ভাবলহরী খেলিয়াছে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। কবিতাগুলি সুখ পাঠ্য এবং দেবভাবে পূর্ণ। ভারতের দেবতার মূর্ত্তি ৩৩ কোটি তাই বা কেন অসংখ্য দেবতার মূর্ত্তি অসংখ্য হইলেও সকলগুলিই সেই একেরই মূর্ত্তি। কবি এই অভেদ জ্ঞানে দেবতার উপরে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। বই খানি ভালই হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে দেশের কল্যাণই হইবে।

বেদবাণী—১ম প্রচার কাপড়ে বাঁধা ১।৵৹ কাগজে বাঁধা ১৲ টাকা ২য় প্রচার কাপড়ে বাঁধা ১৷৵৹ কাগজে ১।৹ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৩।১ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

পুস্তক দুই খানি ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণ। বহু সদুপদেশ ইহাতে আছে। উপ-ন্যাসের মত না পড়িয়া এই ধরণের পুস্তক অল্প অল্প পাঠ করিতে হয় এবং করিবার কার্য্যগুলি ধরিয়া জীবনটাকে নিয়মে চালাইতে হয়। আমাদের স্থানাভাব নতুবা এই পুস্তক হইতে অনেক সুন্দর উপদেশ সংগ্রহ করা যায়। দুই একটি কাজের কথা বলিতেছি "ভগবানই সব সাজিয়াছেন—সব করিতেছেন তবে আর সমালোচনা কেন?" ১ম প্রচার পৃ ৬২ "যে অন্তঃকরণ লাভ করিয়াছি ভগবচ্চিন্তা-তেই তাহার সার্থকতা। যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি ভগবানের সেবাতেই ইহার সার্থকতা" পৃ ৩০ লোকের সমালোচনা ছাড়িয়া একদিকে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা অন্যদিকে লোক সঙ্গে ভগবান বোধে সকলের সেবা—ইহা করিতে পারিলেই ত জীবন ধন্য হইয়া যায়। সমাজ কি এইরূপ পুস্তকের আদর করিতে শিখিবে?

স্থিত এই জন্য চলেন। আবার স্থাবররূপে অবস্থান করিয়া তিনি চলেন না। তিনিই আদিত্য নক্ষত্ররূপে স্থিত বলিয়া দূরে আবার পৃথিবীরূপেও স্থিত তাই তাঁহাকে সকলেই নিকটেই পায়। সকল প্রাণির অন্তরে তিনিই অন্তর্যামি-রূপে আছেন আবার বাহিরে কালরূপে বিদ্যমান।

শ্রুতি। হাঁ। কিন্তু কোন্ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা ত জানিয়াছ ?

মুমুক্ষু। হাঁ মা! আত্মা স্বরূপে আপনি-আপনি অদ্বৈত জ্ঞানটাই সত্য। তবে মায়া বা মিথ্যারূপে তিনিই সগুণ, অবতার ও জীবে জীবে চৈতন্য সমকালে।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে * ॥ ৬ ॥

উক্তাত্মজ্ঞানস্য ফলং বিধিনিষেধাতীত জীবন্মুক্ত স্বরূপেণাবস্থানমিত্যাহ যস্ত্বিতি—আনন্দগিরিঃ।

আত্মস্বরূপ নিরূপণ ফলমাহ যস্ত্বিতি—ভাস্করানন্দঃ।

সর্ব্বস্যাস্য জগতোঽন্তর্ব্বাহ্যতো ব্রহ্মণঃ স্থিতিমুক্তা জীবন্মুক্তানামাত্মযুক্তানাং ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বত্রাত্মদর্শনং ব্যাখ্যাতি—যস্ত্বিতি। সত্যানন্দঃ।

ঘৃণা দয়া জুগুপ্সা বা জায়তে ভেদদর্শিনঃ।

ন তু নির্ভেদমদ্বৈতমাত্মৈকত্বং প্রপশ্যতঃ॥— ব্রহ্মানন্দঃ।

উক্তাত্মজ্ঞানস্য ফলমাহ—যস্ত্বিতি—রামচন্দ্রপণ্ডিতঃ

সরলার্থঃ। **যস্তু** অধিকারী **সর্ব্বাণি ভূতানি** অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি **আত্মনি এব অনুপশ্যতি** আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতি। ময্যেব সর্ব্বাণি ভূতানি অবস্থিতানি—ন মৎব্যতিরিক্তানি—অহমেব পরব্রহ্ম ইতি উপলভতে যদ্বা যস্তু আত্মবিৎ সর্ব্বাণি ভূতানি মায়াপরিণামানি জগদ্বস্তূনি আত্মনি আত্মস্বরূপেণ যদ্ ব্রহ্ম ময়ি চিৎস্বরূপেণ আত্মনাবতিষ্ঠতে তদেব মায়া রূপেণ সর্ব্বভূতানীতি অনুপশ্যতি উপলভতে। আত্মেশ্বরয়োর্ভেদ নিবারণার্থ

* বিচিকিৎসতি ইতি বা পাঠঃ সংশয়ং ন প্রাপ্নোতি। যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন তদা বিচিকিৎসতীতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতেঃ॥

এবকারঃ। **সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং** অবস্থিতং অব্যতিরিক্তং [অনুপশ্যতি] তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানং আত্মত্বেন যথা অস্য দেহস্য কার্য্যকারণ সংঘাতস্য আত্মা অহং—সর্ব্বপ্রত্যয় সাক্ষিভূত শ্চেতয়িতা কেবলো নির্গুণো অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানাম্ অহমেব আত্মা ইতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং নির্ব্বিশেষং যস্তু অনুপশ্যতি। ঈশাবাস্যং ইত্যাদি শ্রবণান্তরং ময়ি এব অধ্যস্তানি সর্ব্বাণি ভূতানি ইমানি ইতি সাক্ষাৎ করোতি—ভূতানি অধ্যস্তানি নিরাত্মকানি আত্মনো অত্যন্তভিন্নানি ইতি শঙ্কাং বারয়তি—সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং—আত্মানং অপি সর্ব্বেষু ভূতেষু—বস্তুতস্তু অহমেব এতেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ ন মত্তো অন্যানি এতানি ভূতানি ইত্যর্থঃ—সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং ভূতে ভূতে য আত্মা চিদ্রূপঃ স এব মমাত্মা ঘটপটাদিম্বাকাশবৎ। যথা ঘটাদি ভেদে আকাশভেদো ন স্যাৎ তথা ভূতভেদে আত্মভেদো ন স্যাৎ—য এতদুপলভতে। **চ** করো অনুপশ্যতীতি ক্রিয়াসমুচ্চয়ার্থঃ। **ততঃ** তস্মাদেব দর্শনাৎ অদ্বৈতদর্শন হেতোঃ স **ন বিজিগুপ্সতে** বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি। সর্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনো-ন্যৎ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্ত—বিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব। ততো ন বিজিগুপ্সত ইতি। "উপক্রোশো জুগুপ্সাচ কুৎসা নিন্দা চ গর্হণে"। তত্ত আনন্দাত্মা চিদেকরসোঽহমস্মি সর্ব্বাভিন্ন ইতি বিজ্ঞানানন্তরং ন বিজিগুপ্সতে কিমপি ন নিন্দতি স্তুতিনিন্দাশূন্যো-ভবতীত্যর্থঃ। এবং পশ্যতো যোগিনো হি সর্ব্বাণি ভূতানি পরব্রহ্মরূপাণি আত্মসংস্থিতানি ভবন্তি বিজ্ঞান ঘনানন্দৈকত্বাদিত্যতো বিচারো নিবর্ত্ততে। সর্ব্বভূতেষদ্বৈতাত্মোপলব্ধ্যভাবাদেব জীবানাং নিন্দা প্রবৃত্তির্জায়তে সদা সর্ব্বত্র সুখাদিবাপ্তিহেতোঃ। **"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" কঠ. ২।২।১২ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" তৈত্তিরীয় ২।৫।১ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।**

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সং পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা। কৈবল্য শ্রুতিঃ

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়" গীতা ৯৬ "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" গীতা ৬।২৯ "প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখ

মুত্তমম্। উপৈতি শাশ্বতমসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্। গীতা ৬।২৭ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যেভ্যশ্চ ॥ ৬ ॥

চূর্ণিকা।

যঃ পরিব্রাড়্ মুমুক্ষুঃ—শঙ্করাচার্য্যঃ

যঃ বিরক্তো মুমুক্ষুঃ—শঙ্করানন্দঃ

যঃ পুনর্লৌকিকবিলক্ষণ দৃষ্টিঃ—রামচন্দ্রঃ

যঃ শোধিততত্ত্বং পদার্থো মুমুক্ষুঃ—আনন্দভট্টঃ

যঃ পুনরধিকারী—অনন্তাচার্য্যঃ

যঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ—ভাস্করানন্দঃ

যঃ ব্রহ্মবিদ্—সত্যানন্দঃ

তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। যঃ পুনঃ—উবটাচার্য্যঃ

তু শব্দো জগদ্ দৃষ্টি নিবারণার্থঃ—শঙ্করানন্দঃ

তু শব্দো বৈলক্ষণ্য দ্যোতকঃ—রামচন্দ্রঃ

যিনি কিন্তু সকল ভূতকে—স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন, অব্যক্তাদি সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই—আত্মভাবেই দেখেন, এবং সর্ব্বভূতে—সর্ব্বভূতরূপী আত্মাকে, আত্মাই দর্শন করেন তিনি সেই সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না ॥ ৬

মুমুক্ষু। এই মন্ত্রে কি বলা হইতেছে?

শ্রুতি। সমস্ত ভূতকে আত্মাতেই দর্শন, আত্মভাবেই দর্শন এবং সর্ব্বভূতে—সর্ব্বভূতকে আত্মাই দর্শন এই ভাবে আত্মদর্শন যাঁহার হয় সেই মুমুক্ষু কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

মুমুক্ষু। "যস্তু" এখানে "যঃ" কে কি মুমুক্ষু বলিতেছেন? "যঃ" অর্থে কেহ কেহ যে বলেন "যঃ ব্রহ্মবিৎ"—ইহা কি প্রকৃত অর্থ নহে?

শ্রুতি। "যঃ" অর্থে মুমুক্ষু বলাই ভাল—ব্রহ্মবিৎ বলিলে অনেক বেশী বলা হয়। কারণ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম ভাবেই স্থিতি লাভ করেন।

মুমুক্ষু। ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ—ইহাত নির্গুণ ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ বা সগুণ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ উভয়ই হইতে পারে?

শ্রুতি। হাঁ। নির্গুণ ব্রহ্মভাবে স্থিত যিনি তিনিত আপনি আপনি। এখানে ভূত দর্শন নাই। সগুণ ব্রহ্মভাবে স্থিতিতে দেখাদেখির ব্যাপার আছে। এই জন্য বলিতেছি "যঃ" অর্থে "ব্রহ্মবিৎ" বলিলে অনেক বেশী বুঝিতে হয়।

মুমুক্ষু। মা! তুমিই শ্রুতি। তুমি যেখানেই নির্গুণের কথা বলিয়াছ সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে সগুণের কথাও বলিয়াছ। এই জন্য কোন কোন সম্প্রদায় নির্গুণ ব্রহ্মকে গৌণ আর সগুণ ব্রহ্মকেই মুখ্য বলেন।

শ্রুতি। নির্গুণ ব্রহ্মে যে স্থিতি তাহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। সগুণব্রহ্ম হইতে উপাসনা আরম্ভ। নির্গুণ ব্রহ্ম অদ্বৈত আর সগুণ ব্রহ্ম হইতে দ্বৈত ভাবের উৎপত্তি। উপাসনার উদ্দেশ্য স্বরূপস্থিতি।

মুমুক্ষু। মা! সগুণ ব্রহ্মভাবে যিনি স্থিতি লাভ করেন তিনি ত ইচ্ছা করিলেই নির্গুণে পৌছিতেও পারেন আবার জগদাড়ম্বর তুলিয়া খেলা করিতেও পারেন।

শ্রুতি। এই জন্যই দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর লীলাময়। কিন্তু ঈশ্বর চিরদিন যদি লীলাই করিতেন—তবে সৃষ্টি স্থিতির পরে "ভঙ্গের" ব্যাপার বলার কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু লীলা ভঙ্গে তিনি "পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাদ্যং" পুনরায় আদ্য ব্রহ্মভাব অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মভাব—স্বরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হয়েন। এই যখন হয় তখন নির্গুণ ভাবকে বা স্বরূপ বিশ্রান্তিকে গৌণ বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। আরও দেখ জীব প্রতিদিন জাগ্রতের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তিতে **"एकीभूत: प्रज्ञानघन एवानन्दमयोह्यानन्दभुक् चेतोमुख: प्राज्ञस्तृतीय पाद:"**—এই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এখানে কোন লীলা নাই। লীলা ব্যাপার জাগ্রৎ স্বপ্ন লইয়া। সুষুপ্তিতে কোন লীলা হয় না। জীব চৈতন্য এই অবস্থা যখন লাভ করেন তখনও তাঁহার চেতন স্বভাবটি ঠিক থাকে। কাজেই সেই অবস্থাতেও তাঁহার প্রকাশ স্বভাবটি কার্য্য করে। এই চৈতন্য স্বভাবে, এই প্রকাশে তিনি অনুভব করেন "আর কিছুই নাই"। সুষুপ্তিতে কোন অনুভব থাকেনা যাঁহারা মনে ভাবেন তাঁহারা দুই প্রকার ভ্রম করেন। (১) চৈতন্য স্বভাবে যে প্রকাশটি আছে, সুষুপ্তিতে সেই প্রকাশের অভাব হয় এই মতের প্রথম দোষ ইহা। (২) সুষুপ্তি ভঙ্গে সকলেই যে বলিয়া থাকে বেশ ছিলাম আর কোন কিছুই ছিলমা—এই যে

স্মৃতি—এই স্মৃতির মূলে একটা অনুভব ও থাকিবেই। কারণ যাহার অনুভব নাই তাহার স্মরণ হইতেই পারেনা। কোন অনুভব থাকেনা—এই মতের দ্বিতীয় দোষ হইতেছে "স্মরণের" অস্বীকার। কাজেই সুষুপ্তিতে "আর কিছুই নাই" এইটির অনুভব থাকে। এই অনুভব ব্যাপারে জীব এতই অনভ্যস্ত যে অনুভব হইলেও স্পষ্ট ইহা ধরিতে পারেনা। কারণ জীব সুষুপ্তিতে একটি তমোভাবে, একটি মাত্র অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই অজ্ঞানটি হইতেছে "আমাকে আমি জানিনা" এই মূল অবিদ্যা। ইহাই জীবের কারণ শরীর। নতুবা "আর কিছুই নাই" এই অনুভবের সঙ্গেই অনুভূত হইবে কেবল আমিই আছি "আর কিছুই নাই"—অর্থাৎ "কেবল আমি আছি"—এই স্থিতিই থাকিবেই। বিনা সাধনায় "কেবল আমিই আছি" এই তুরীয় অবস্থায় যাওয়া যায়না। এই জন্য বলিতেছি—দ্বৈতভাব অবলম্বনেই অদ্বৈতভাবে স্থিতি লাভ করা যায়। অদ্বৈত স্থিতির নামই জ্ঞান। দ্বৈত অবলম্বন কেবল অদ্বৈত স্থিতি জন্য। অদ্বৈত ব্রহ্ম গৌণ নহেন—মুখ্য।

মুমুক্ষু। মা! এই মন্ত্রে "আত্মনি এব অনুপশ্যতি" এই "অনুপশ্যতি"র কথা কি এই জন্য বলা হইয়াছে? আত্মাকে দর্শন ও পশ্চাৎ ভূত দর্শন—অর্থাৎ ভূত সমূহ কে ভূতরূপে দর্শনে আত্মদর্শন নাই, কিন্তু ভূত সমূহকে আত্মাভাবে দর্শনেই আত্মদর্শন হয়। আত্মাকে ভাবিয়া ভাবিয়া ভূতদর্শন দূর করা ইহাই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। মুমুক্ষু যিনি তিনি ভূত সমূহকে আত্মা ভাবেই দর্শন করিবেন। কেননা তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে সেইরূপ ব্রহ্ম সমুদ্রের তরঙ্গ যে ভূত বৃন্দ ইহারাও আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অদ্বৈত জ্ঞানে নিশ্চয় হয় "পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ব্ব মেব তৎ। "অতো বিশ্বমনুৎপন্নং"—নিশ্চয় হয় বিশ্ব উৎপন্নই হয় নাই। আর দ্বৈতভাবের মীমাংসা হইতেছে "যচ্চোৎপন্নংতদেবতৎ" যাহা উৎপন্ন মত বোধ হয় তাহা ব্রহ্মই। জল হইতে যে তরঙ্গ উঠে তাহা জলই। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যাহা উঠে তাহা ব্রহ্মই। কাজেই জগৎটা ব্রহ্মই। অর্থাৎ অবিদ্যাতে বা অজ্ঞানে বা ভেদজ্ঞানে ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখা হয়। এই দেখাটা মায়ারাণীরই কার্য্য। এই ব্যাপার ধরিতে পারিলেও জিজ্ঞাসা উঠে স্থির সমুদ্রে অস্থির তরঙ্গ উঠার মত, অতি স্থির, অতি শান্ত, সম্পূর্ণ চলন রহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে এই জীববৃন্দ, এই ভূত সকল স্বভাবতঃ উঠিতেছে, স্থিতিলাভ করিতেছে আবার লয় হইয়া যাইতেছে—আবার সৃষ্টি স্থিতিভঙ্গ হইতেছে—এই যে সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গ স্বভাবতঃ হয়—

আপনা আপনি হয় মত বোধ হয়—এই ব্যাপার যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিনা।

শ্রুতি। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়া দৃশ্যদর্শন পরিহার না করিতে পারিলে আত্মদর্শন হইতেই পারেনা। শুধু পরিহার নয়, শুধু অগ্রাহ্য করা নয়—কিন্তু জগৎদর্শনটা মিথ্যা—জগৎদর্শনটা ভ্রম মাত্র—এই নিশ্চয় না করা পর্য্যন্ত আত্মদর্শনও নাই আত্মভাবে স্থিতিলাভ করাও নাই।

মুমুক্ষু। আত্মা হইতে ভূতসকলের জন্ম হয় বলিয়া বোধ হয় কেমন করিয়া ইহা হয় আর একবাব বলিতে হইবে।

শ্রুতি। ভ্রম জ্ঞানেই দ্বৈতবোধ—ভ্রম দূর হইলেই অদ্বৈতই আছেন। অদ্বৈত জ্ঞানে কিছুই জন্মিতেছেনা। জগৎ বলিয়া কোন কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। যদি বল প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহা নাই বলিব কিরূপে—উত্তরে বলি প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছ তাহা অজ্ঞানেই দেখ। আত্মাপূর্ণ। পূর্ণ বলিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ণের কল্পনা করা যায়। "আছের" সঙ্গে একটা "নাই" এর কল্পনাও হয়। আপনি আপনি জ্ঞানের সঙ্গে একটা অজ্ঞান ও কল্পনা করা যায়। যেমন "আর কিছুই নাই" বলিতে পারিলে "আমিই আছি" এই জ্ঞানে পৌছান যায় সেইরূপ "জগৎ নাই" এই বোধ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে "পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মই আছেন" এই জ্ঞানে স্থিতিলাভ করা যায়। এই যে অজ্ঞান কল্পনা ইহাই কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতিলয়ের প্রসূতি। কল্পনা যাহা তাহা মিথ্যা এই জন্য কল্পনা প্রসূত জগতও মিথ্যা। জগতকে এই জন্য চিত্তস্পন্দন কল্পনা বলা হয়, কল্পিত ইন্দ্রজাল বলা হয়। শাস্ত্র তথাপি এই কল্পিত ইন্দ্রজালের উৎপত্তি স্থিতি উপশমের কথা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। মিথ্যার যে ব্যাখ্যা তাহা মিথ্যা ত্যাগেরই জন্য। এক কথায় ইহা জানিয়া রাখ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের কল্পনা করা যায়; কল্পনাই কিন্তু আদিস্পন্দন। সেই জন্য অজ্ঞানটাই একটা মিথ্যা স্পন্দভাবে কার্য্য করে। এই কারণে বলা হয় ব্রহ্মের স্পন্দ ও অস্পন্দ দুই স্বভাব। অস্পন্দভাবে ব্রহ্ম আপনি আপনি নিগুর্ণ আর স্পন্দভাবে ঐ নিগুর্ণ ব্রহ্মই সগুণ মত হয়েন। ফলে স্পন্দ ভাবটিও মিথ্যা। কিন্তু যতদিন অজ্ঞান না যায় ততদিন ইহা সত্য মত বোধ হয়। মিথ্যাকে সত্যমত দেখার পরিহার জন্য মিথ্যার উৎপত্তি স্থিতি উপশম কিরূপ কল্পনা তাহাই ঋষিগণ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈত তত্ত্ব লাভ জন্য একদিকে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে সেইরূপ সর্ব্বসঙ্কল্প শূন্য হওয়া চাই। সঙ্কল্প শূন্য হইতে হইলে সঙ্কল্প-মিথ্যা চিত্তস্পন্দন মাত্র এবং সঙ্কল্পের

স্থূলমূর্ত্তি এই জগতও মিথ্যা ইহার দৃঢ় ধারণা চাই। মন যাহা তুলে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহা দেখায় শুনায়, কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহা করায় সমস্তই মিথ্যা একমাত্র আত্মাই সত্য ইহার দৃঢ় অভ্যাস ভিন্ন অদ্বৈতজ্ঞানে পৌঁছান যায় না। আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও অনাত্মাকে নেতিনেতি বিচার দ্বারা পরিহার এখানে ইহাই সাধনা। স্থূল স্থূলভাবে অদ্বৈতের কথা জানিয়াছ এখন বল এই মন্ত্রে তুমি কি ধারণা করিয়াছ।

মুমুক্ষু। মিথ্যার হস্ত হইতে যিনি এড়াইতে চান তিনিই মুমুক্ষু। যতদিন অজ্ঞান আছে ততদিন ভূত দর্শন আছে, ভেদ দর্শন আছে। চেতন অচেতন স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি যাহা কিছু অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে জাত মনে হইতেছে তৎসমস্তই আত্মার সত্তায় ভাসিয়াছে, তৎসমস্তই আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে একদিকে এইটির সর্ব্বদা স্মরণ অভ্যাস করা চাই অন্যদিকে আমি আত্মা, যেমন আমার ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি যে এই দেহ—আমি যেমন এই দেহে আছি সেইরূপ সমস্ত বস্তুর আত্মাও আমি ইহারও অভ্যাস চাই। ইহার সাধনা হইতেছে আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া পরে এই দেহে আত্মাকে মনন করা। পরে দর্শন জন্য সর্ব্বদা লক্ষ করা—যিনি দ্রষ্টা যিনি সাক্ষী, তিনিই আমি। দেহটা মিথ্যা মিথ্যা হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা সত্য মত বোধ হয়। যিনি দ্রষ্টা যিনি সাক্ষী তিনি কখন খণ্ডিত হননা। সেই অখণ্ড দ্রষ্টা সাক্ষীকে নিজ দেহে নিরন্তর লইয়া থাকিতে থাকিতে যখন সর্ব্বভূতে এই সত্যটি আছে অন্য যাহা কিছু তাহা মিথ্যা মায়া এইরূপ জ্ঞান জন্মিবে তখনই আত্মদর্শন হইবে।

সর্ব্বদা আত্মদর্শন যাঁহার হয় তিনি আত্মা ভিন্ন কিছুই আর দেখেন না তখন তিনি আর কাহাকে ঘৃণা করিবেন? এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আত্মদর্শী যিনি তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেননা। আত্মদর্শীর স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্মই ইহা ইহা কোন আদেশ বা বিধি বাক্য নহে। শ্রুতি এখানে স্বভাবতঃ যাহা হয় তাহাই বলিতেছেন। আত্মদর্শীর ঘৃণার স্থান নাই। সমস্তকেই আত্মাভাবে যিনি দেখেন—তিনি অপর কিছুই ত দেখেন না—অনাত্মা বলিয়া কোন কিছুই নাই—ঘৃণা হইবে আর কিরূপে? "ন বিজুগুপ্সতে" এই বাক্য স্বতঃসিদ্ধ কথার উল্লেখরূপ অনুবাদ মাত্র—আত্মদর্শী কাহাকেও ঘৃণা করিবেনা এইরূপ বিধিবাক্য ইহা নহে।

এই মন্ত্রে অভ্যাস করিবার কথাটি ভাল করিয়া ধারণা কর করিয়া অভ্যাস কর। দ্রষ্টা যিনি তিনি দৃশ্য হইতে ভিন্ন। সর্ব্বদা আত্মা লইয়া থাকা হইতেছে সর্ব্বদা দ্রষ্টা ভাবে থাকা। দ্রষ্টা ও সাক্ষী আত্মাতে কোন দুঃখ নাই। তিনি

কিন্তু কল্পনাবলে দৃশ্যের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া দুঃখ কল্পনা করিতেও পারেন। তুমি এই কল্পনা আর তুলিওনা। দুঃখটা আত্মার কল্পনা ইহা মিথ্যা। এইটি অভ্যাস করিতে পারিলে "সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে" সুখ দুঃখ সমস্তই মিথ্যা কল্পনা জানিয়া সমান অবস্থায় বা আত্মভাবে থাকিতে পারিলেই আত্মভাবে থাকিয়া অমর হইয়া যাইবে। লোকে মারামারি করিতেছে তুমি দ্রষ্টা তোমাতে প্রহারের দুঃখ নাই। কিন্তু কল্পনাবলে তুমি প্রহৃত ব্যক্তির অবস্থায় আপনাকে পাতিত করিয়া দুঃখ আনিতে পার। এই কল্পনা ত্যাগ কর আত্মভাবে থাকিতে পারিবে। ক্রমে সমস্ত আত্মা হইয়া যাইবে, অন্য কিছুই আর থাকিবে না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥

সরলার্থঃ। **বিজানতঃ** সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি সন্তি—আত্মা চ সর্ব্বভূতেষু অস্তি ইত্যাদি বাক্য বিচারণাবধৃত বিজ্ঞানস্য—বিশেষেণ জ্ঞানানুষ্ঠানরতঃ পুরুষস্য **যস্মিন্** জ্ঞানোত্তরকালে—যস্মিন্ অবস্থা বিশেষে বা। যদ্বা **বিজানতঃ** বিশেষেণ জ্ঞানবতঃ পুরুষস্য পরমার্থবস্তু বিজ্ঞানবতঃ পুরুষস্য **যস্মিন্** ঈশ্বর-স্বরূপ আনন্দাত্মনি **সর্ব্বাণি ভূতানি** চেতনাচেতনানি ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি **আত্মা এব অভূদ্** স্বং স্বং রূপং পরিত্যজ্য কল্পিতং-অকল্পিতং-আনন্দাত্ম স্বরূপমেব অভূৎ ভবন্তি সর্ব্বভূতেঽবস্থিত আত্মৈক এবেতি জ্ঞানং ভবতি "সর্ব্ব-ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্তত" ইতি ভগবদুক্তেঃ। যদ্বা আত্মা এব অভূৎ অদ্বৈত-আত্মতত্ত্বমেব অনুভূতঃ। পরমার্থদর্শনাদ্ আত্মৈবাঽভূত আত্মৈব সংবৃত্তঃ। অতঃ **একত্বমনুপশ্যতঃ** আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ অদ্বৈতং অনুপশ্যতঃ অনুভবিতুঃ পুরুষস্য **তত্র** তস্মিন কালে তত্রাত্মনি বা কো মোহঃ কঃ শোকঃ কঃ কিং নিমিত্তকঃ মোহঃ কিং নিমিত্তকঃ শোকঃ। দ্বৈতভাবো মোহ আত্মাবরণরূপঃ। শোকো বিক্ষেপরূপো দুঃখবৃক্ষস্য বীজস্বরূপঃ। ন কশ্চিদপীত্যভিপ্রায়ঃ।

চূর্ণিকা।

শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ম্ম বীজমজ্ঞানতো ভবতি ; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক—মোহয়োরবিদ্যা-কার্য্যয়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভব প্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্য অত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতি। [শঙ্করাচার্য্যঃ]

সমঙ্গাতটে পূর্ব্ব তপস্যার ফলে পুনরায় তপস্যা করিয়া মন্দরকন্দরে পূর্ব্ব বাসনাবদ্ধ শরীর দর্শন করেন। সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শরীর দর্শনে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ জন্য এই শরীরের প্রতি মমতার উদয় হয়। তবেই দেখ প্রলয়ে শুক্রদেব মায়া শবলিত ঈশ্বরের পরমপদে অবস্থিত ছিলেন পরে কল্পান্তকাল আসিলে তিনি আকাশাদি ক্রমে পরিণত হইয়া শেষে এই শুক্রশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিহিত ব্রাহ্মসংস্কারা তত্র সা পিতুরগ্রগা।
কালেন মহতা প্রাপ্তা শুষ্ককঙ্কালরূপতাম্॥ ৩২

শুক্রদেব পিতার নিকটে বিধিবদনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণজন্মোচিত গর্ভাধান-পুংসবন,-জাতকর্ম্ম,-অন্নপ্রাশন-চৌলোপনয়নাদি সংস্কার কার্য্যে সংস্কৃত হইয়া বহুকালান্তে এই শুষ্ককঙ্কালতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শরীর ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রথম আগত বলিয়া, ইহা প্রবল প্রাক্তনের ফলে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রদেব ইহার জন্য ঐরূপ বিলাপ করেন।

বীতরাগোপ্যনিচ্ছোপি সমঙ্গাবিপ্ররূপবান্।
স শুশোচ তমমুং শুক্রঃ স্বভাবোহ্যেষ দেহজঃ॥ ৩৪

শুক্র এখন জ্ঞানী—ইনি এখন বিষয় বিরাগী, শরীর ধারণে অনিচ্ছুক, সমঙ্গা তীরবাসী বিপ্র, তথাপি তিনি শরীরের জন্য শোক করিতেছেন—রাম জানিও ইহাই দেহধারণের স্বভাব।

জ্ঞস্যাজ্ঞস্য চ দেহস্য যাবদ্দেহময়ং ক্রমঃ।
লোকবৎ ব্যবহারোয়ং সক্ত্যাসক্ত্যাথ বা সদা॥ ৩৫
যে পরিজ্ঞাতগতয়ো যে চাজ্ঞাঃ পশুধর্ম্মিণঃ।
লোক সদ্ব্যবহারেষু তে স্থিতা লোকজালবৎ॥ ৩৬
ব্যবহারে যথৈবাজ্ঞ স্তথৈবাখিল পণ্ডিতঃ।
বাসনামাত্র ভেদোত্র কারণং বন্ধ মোক্ষদম্॥ ৩৭

যাবচ্ছরীরং তাবদ্ধি দুঃখে দুঃখং সুখে সুখম্।
অসংসক্তধিয়োধীরা দর্শয়ন্ত্যপ্রবুদ্ধবৎ॥ ৩৮
সুখেষু সুখিতা নিত্যং দুঃখিতা দুঃখবৃত্তিষু।
মহাত্মানোহি দৃশ্যন্তে দৃশ্য এবাপ্রবুদ্ধবৎ॥ ৩৯

জ্ঞানীর দেহই হউক আর অজ্ঞানীর দেহই হউক, যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন সর্ব্বদা লৌকিক ব্যবহারের অধীন থাকিতে হইবে ইহাই দেহধারণের ক্রম = মর্য্যাদা = বা নিয়ম। তবে জ্ঞানী অনাসক্তি পূর্ব্বক এবং অজ্ঞানী দেহে আসক্তি পূর্ব্বক ব্যবহার পরায়ণ হয়েন এই প্রভেদ। যাঁহারা সংসারের গতি জানেন সেই জ্ঞানিগণ অথবা অজ্ঞ পশুধর্ম্মিগণ, লৌকিক ব্যবহারে ইঁহাদের উভয়কে সমান ব্যবহার করিতে দেখেন। দেহের ব্যবহারে অজ্ঞও যেমন, অসাধারণ পণ্ডিতও সেইরূপ। এক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বাসনার ভেদ থাকে বলিয়া উভয়ের জীবনের গতির পার্থক্য হয়। জ্ঞানী বাসনা বিহীন বলিয়া মুক্ত হয়েন আর অজ্ঞানী বাসনা যুক্ত বলিয়াই বদ্ধ থাকেন। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ আসক্তি বুদ্ধি শূন্য ধীর ব্যক্তিকেও অপ্রবুদ্ধের মত দুঃখে দুঃখী আর সুখে সুখীর মত ব্যবহার করিতে লোকে দেখে। এইরূপ দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। সুখের কারণ আসিলে সুখী আর দুঃখের কারণ আসিলে দুঃখী মহাত্মা দিগকেও ব্যবহার বিষয়ে এইরূপে অপ্রবুদ্ধের মত দেখা যায়; তাঁহারা কিন্তু আত্মতত্ত্বে স্থির থাকেন, অজ্ঞজনের মত অস্থির নহেন। সূর্য্যদেবের জলস্থ প্রতিবিম্ব বপু সকল অস্থির দেখা যায় কিন্তু নভস্থ বিম্ব বপু স্থির থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ অন্তরে সতত একভাবাপন্ন কিন্তু বাহিরে লৌকিক ব্যবহারে অস্থিরত্ব দেখান। প্রতিবিম্বাবস্থিত সূর্য্যদেব বস্তুতঃ স্বস্থস্বভাব হইলেও যেমন অস্বস্থের ন্যায় প্রতীত হয়েন সেইরূপ প্রবুদ্ধ মহাত্মাগণ ভিতরে লৌকিক কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া থাকিলেও বাহিরে অজ্ঞানীর মত বিচরণ করেন। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিলেও, হস্তপদাদি দ্বারা লৌকিক, কর্ম্ম করিলেও যিনি মনে মনে

ঈশ্বর স্মরণে বুদ্ধীন্দ্রিয় হইতে মুক্ত তিনিই মুক্ত, আর বুদ্ধীন্দ্রিয় যাঁহার বিষয় স্মরণে সুখদুঃখে বদ্ধ তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে স্থির রাখিলেও বদ্ধ।

গীতাতে ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। ৩।৬ গীতা। প্রকাশের হেতু যেমন তেজ সেইরূপ সুখ দুঃখ বন্ধ মোক্ষ ইত্যাদি দর্শনের হেতু হইতেছে বুদ্ধীন্দ্রিয় বা মন।

বহির্লোকোচিতাচারস্তন্তরাচারবর্জ্জিতঃ।
সমোহত্তীব তিষ্ঠ ত্বং সংশান্ত-সকলৈষণঃ॥ ৪৪
সর্বৈষণা-বিমুক্তেন স্বাত্মনাত্মনি তিষ্ঠতা।
কুরু কর্ম্মাণি কার্য্যাণি নূনং দেহস্য সংস্থিতিঃ॥ ৪৫
আধিব্যাধি মহাবর্ত্ত গর্ত্তসংসারবর্ত্মনি।
মমতোগ্রান্ধকূপেস্মিন্ মা পতাতাপদায়িনি॥ ৪৬

রাম! বাহিরে লৌকিক ব্যবহারোচিত কর্ম্ম কর কিন্তু ভিতরে কর্ম্মের ফলাফল বা সুখদুঃখ বা লাভ অলাভ—কোন কিছুর ভাবনা, কোন কিছুর বাসনা রাখিও না। এইভাবে কূটস্থাত্মদৃঢ় নিষ্ক্রিয় অভ্যাস জন্য বৈষম্যশূন্য হইয়া সকল এষণা শান্তি করিয়া অতীব শান্ত-ভাবে অবস্থান কর। দেহ আছে থাকুক্ তাহাতে ক্ষতি কি? দেহের স্বভাবই হইতেছে কর্ম্ম করা "যতো দেহস্য কার্য্যাণি কর্ম্মাণি সংস্থিতিঃ স্বভাবঃ"। তুমি বাহিরে সকল বিহিত কর্ম্ম কর কিন্তু ভিতরে সকল এষণা মুক্ত হও—সর্ব্বদা ভিতরে রাম রাম কর, সর্ব্বদা ভিতরে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতে অভ্যাস কর, সর্ব্বদা কথা কহিয়া কহিয়া বল আমি আর কিছুই ভাবিতে পারি না—যা হয় হউক আমি তোমার ভাবনাই ভাবিব—তোমার রূপ, তোমার গুণ,তোমার লীলা, কখন এই ভক্তিমার্গে আর কখন তোমার স্বরূপ চিন্তারূপ জ্ঞানমার্গে—এই সব লইয়া আত্ম-পরায়ণ হইয়া থাকিব। এইভাবে ভরিত হইয়া বাহিরে কর্ম্ম কর কিন্তু ভিতরে আত্মা লইয়া শান্ত থাক। মহা আদিব্যাধিসঙ্কুল, জন্ম-

মৃত্যুরভীষণ আবর্ত্তরূপ গভীর সংসারের মমতা কূপে আর পড়িও না। মমতা গর্ত্তে কেন পড়িবে বল? যাহা সত্য তাই ধর দেখিবে—

ন ত্বং ভাবেষু নোভাবাস্ত্বয়ি তামরসেক্ষণ।
শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাবস্ত্বমাত্মান্তঃ সুস্থিরোভব॥ ৪৭
ত্বং ব্রহ্ম হ্যমলং শুদ্ধং ত্বং সর্ব্বাত্মা চ সর্ব্বকৃৎ।
সর্ব্বং শান্তমজং বিশ্বং ভাবয়ন্ বৈ সুখীভব॥ ৪৮

কি উপায় করিলে আর সংসার গর্ত্তে পড়িবেনা জান? তুমি সর্ব্বদা এই পূর্ণ সত্য অবধারণ কর আর এই একমাত্র পূর্ণ সত্যটি স্মরণ কর।

হে কমললোচন! তুমি দেহাদিতে, কোন দৃশ্য বস্তুতে অবস্থিত নও, কোন দৃশ্য বস্তুও তোমাতে নাই। তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব, বিশুদ্ধ বোধ স্বরূপ অন্তরাত্মা। এই বিশুদ্ধ বোধ উদিত করিয়া তুমি সুস্থির হও। তুমি সুবিমল বিশুদ্ধ আত্মা, তুমি সকলের আত্মা, তুমি সর্ব্বকৃৎ—সর্ব্বকর্ত্তা। তুমি সর্ব্ববিশ্বকে পরম শান্ত অজ বিশ্বপতি ভাবনা করিয়া সুখী হও। রাম! তুমি অন্তরে নিষ্ক্রিয় হও, অন্তরে বাসনা বিহীন হও, হইয়া বাহিরে লোকাচারে অবস্থান কর, যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও। দেহ থাকুক তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি কোন কিছুর ইচ্ছা করিওনা, আর নির্ম্মল বুদ্ধিতে বাহিরের কার্য্য করিয়া যাও।

ব্যপগত মমতা মহান্ধকারঃ
পদমমলং বিগতৈষণং সমেত্য।
প্রভবসি যদি চেতসো মহাত্মন্
তদতিধিয়ে মহতে সতে নমস্তে॥ ৪৯

হে মহাত্মন্! সকল এষণা—বাসনা নিবর্ত্তক পূর্ণানন্দ স্বরূপ অমল-অবিদ্যা শূন্য পরম পদকে অনুভব করিয়া করিয়া "আমার" "আমার" করা রূপ মমতা মহান্ধকার দূর করিয়া যদি তুমি তোমার চিত্তকে বধ করিতে সমর্থ হও, মনোনাশ করিতে সমর্থ হও, চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে অপরিমিত বুদ্ধি হইয়া যাইবে, তুমি মহান্ হইয়া যাইবে, পূর্ণ হইয়া যাইবে, তুমি পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যাইবে, আর আমাদেরও সদা বন্দনীয় হইয়া যাইবে।

স্থিতি ১৬ সর্গঃ।

শুক্রের পরিত্যক্ত শরীর পুনগ্রহণ—জীবন্মুক্তি।

ভগবান্ কৃতান্ত ভার্গবের আক্ষেপ বাক্যে বাধা দিলেন এবং গম্ভীর নিঃস্বনে বলিলেন ভার্গব! সমঙ্গার এই তাপসী তনুত্যাগ কর। হে সাধো! রাজার নগর প্রবেশের মত তোমার পরিত্যক্ত এই কঙ্কালাবশিষ্ট পূর্ব্ব দেহে প্রবিষ্ট হও। এই প্রথম দেহে তপস্যা করিয়া তুমি অসুর গুরু হইবে, মহা কল্পান্তকাল আসিলে উপভুক্ত ম্লান পুষ্পবৎ তুমি এই ভার্গবীতনু ত্যাগ করিবে, আর তোমাকে শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হইবেনা। মহামতে! এই শরীরেই তুমি পূর্ব্বকল্পার্জ্জিত কর্ম্মারম্ভ দ্বারা জীবমুক্তি পদ প্রাপ্ত হইবে, হইয়া মহাসুরগণের গুরুতা কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমাদের পিতা পুত্রের শুভ হউক। আমি অভিমত দেশে গমন করি। যে চিত্তে ইহা অভিমত ইহা অভিমত নয় এইরূপ বিকল্প হয়, আর অনভিমত যাহা তাহা ত্যাগ করিয়া সেই চিত্ত তখন দেখে যে, আর কোন বস্তু লইয়া থাকিবার কিছুই নাই, সেইপরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবে অবস্থানই একমাত্র বিশ্রাম স্থান। ভগবান্ কাল পরম প্রেমাস্পদ সেই আত্মভাবাবস্থায় গমন করিলেন। বাষ্প বিগলিত চক্ষু সেই পিতা পুত্রের নিকট হইতে ভগবান কাল অন্তর্দ্ধান করিলে মনে হইল যেন উত্তপ্ত দ্যাবা পৃথিবী হইতে অংশুমান সূর্য্য আপন কিরণজাল সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন; ভগবান্ কৃতান্ত তথা হইতে গমন করিলে ভগবান্ ভার্গব ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবি, কর্ম্মগতি এবং ঈশ্বরেচ্ছার অনিবার্য্য গতি বিচার করিয়া, সেই বহুকাল ধরিয়া শুষ্ক কঙ্কালাবশিষ্ট পতিত যুবা দেহে প্রবেশ করিলেন। বসন্ত ঋতু যেমন শুষ্কতরুকে পুষ্পিত করিবার জন্য নবলতা দেহে প্রবেশ করে সেইরূপ। আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই সমঙ্গা ব্রাহ্মণী তনু বিবর্ণবদনে কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। মহামুনি ভৃগু পুত্র শরীরে জীব সঞ্চার হইতে দেখিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কমণ্ডলু জলে তাহার শান্তি বিধান করিলেন। শান্তিকার্য্য করিবামাত্র সমস্ত নাড়ী সেই শরীরে পূর্ণভাবে বিরাজিত

হইল। বর্ষাকালে নদীর শুষ্ক গর্ত্ত সকল যেমন জলপূরিত হইয়া উঠে, সেইরূপে সেই শুষ্কশরীর দেখিতে দেখিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে নলিনীর মত, বসন্তাগমে নবলতার মত, সেই শরীর অঙ্গুলি নখ কেশ দ্বারা পল্লবিত হইয়া উঠিল। জলকণাপূর্ণ বায়ু সংযোগে জলদ জাল যেমন পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ শুক্র দেহও প্রাণবায়ু সঞ্চরণ দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল, শুক্র তখন গাত্রোত্থান করিলেন এবং পবিত্রমূর্ত্তি পিতার সম্মুখে গিয়া নামগোত্র কীর্ত্তন করিয়া প্রণাম করিলেন। মনে হইল প্রথম উল্লসিত মেঘ স্তনিত যেন পর্ব্বতকে অভিবাদন করিতেছে। পিতাও তখন স্নেহস্তরে সেই যৌবন সৌন্দর্য্যশালী পুত্র শরীর আলিঙ্গন করিলেন; জলদ যেমন অদ্রিতট আলিঙ্গন করে সেইরূপ। মহামতি ভৃগু পুত্রের সেই সুষমান্বিত প্রাক্তন শরীর সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন—আর তত্ত্বদৃষ্টিতে এই দেহ আমা হইতে জাত এই আস্থার প্রতি হাস্য করিলেন। তথাপি আমার পুত্র এই স্নেহ ভগবান্ ভৃগুর হৃদয়ও অধিকার করিল—দেহে পরমাত্মীয়তা, যাবৎ দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবিনী। নিশাবসানে সূর্য্য ও জলাশয়স্থ পদ্ম সমূহের যেরূপ শোভা হয় ভৃগু "এই আমার পুত্র" এবং শুক্র "এই আমার পিতা" এইভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পর সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। দীর্ঘকাল বিরহের পর, সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, চক্রবাক্ দম্পতীর মত, বর্ষাকালের আগমনে ময়ূর ও জলদের মত, ঐ পিতাপুত্র দৃঢ়রূপে স্নেহাবদ্ধ হইলেন। দীর্ঘ বিরহের পরে মিলন বড়ই মধুর। মুহূর্ত্ত কাল এইভাবে থাকিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং সমঙ্গাদ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন, কারণ "কো হি নাম জগজ্জাতমাচারং নানুতিষ্ঠতি"—জগজ্জাত সদাচার কে না পালন করে? সেই পবিত্র কাননে ভৃগুভার্গব কিছুদিন অবস্থান করিলেন, তপস্যাদীপ্ত দেহে সেই তাপসদ্বয় আকাশে শশিভাস্করের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহারা জানিবার বিষয় সমস্তই জানিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন, জগদ্‌গুরু হইলেন, যে দেশে বা যে কালে, যে অবস্থা আসুক না কেন

তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হইতেন না; হর্ষ বিষাদ বৈষম্য রহিত শান্ত অবস্থায় তাঁহারা স্থিরত্ব লাভ করিলেন। শুক্র, কালে অসুর গুরুতা লাভ করিলেন এবং ভৃগুও আত্মযোগ্য নিরাময় পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই শুক্র পরমপদ হইতে প্রথম ক্রমে জাত, ইঁনি উদার কীর্ত্তি; ইনিও পুনঃ পুনঃ অপ্সরা ভাবনা করিয়া পরমপদ বিস্মৃত হইলেন, হইয়া মনোরাজ্যে কতই ভ্রমণ করিলেন এবং কত কত জন্ম-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্থিতি ১৭ সর্গঃ।

চিত্তশুদ্ধি—সত্য-সঙ্কল্প হওয়া—মনোরাজ্য সংমেলন।

রাম—ভগবন্ ভৃগুপুত্রস্য প্রতিভা সানুভূতিতঃ।
যথৈষা সফলা জাতা তথান্যস্য ন কিং ভবেৎ॥ ১।

ভগবন্ ভৃগুপুত্রের প্রতিভা যাহা যাহা ভাবনা করিল তাহাই অনুভব করিয়া যেমন সফল হইল, সকল লোকের মনোরথ• সেইরূপে সফল হয় না কেন?

বশিষ্ঠ—দুই প্রকার ভাবনা সফল হইতে দেখা যায়। (১) মরণ-মূর্চ্ছাকালে সকল জীবের সঙ্কল্প সফল হয় (২) যাঁহারা সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে পারেন তাঁহাদের সঙ্কল্পও সফল হয়। "যংযং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তংতমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" গীতা ৮।৬। জীব মরণমূর্চ্ছায় একপ্রকার ক্ষণিক চিত্তশুদ্ধি লাভ করে তখন যে যে ভাব স্মরণ করিয়া—যাহা দৃঢ় ভাবনা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, জীবনে সর্ব্বদা সেই ভাবনা প্রবল ভাবে করিত বলিয়া পুরুষ সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। সকল প্রাণীর সঙ্কল্প মরণমূর্চ্ছা-কালে সত্য হয় অর্থাৎ প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ মনোবৃত্তি দৃঢ়তররূপে মনে উদয় হয়, প্রাণবিয়োগের পরে জীব সেইরূপ দেহ

প্রাপ্ত হয় এবং সেইরূপ ভোগও পাইয়া থাকে। ইহাই নিয়তির নিয়ম। শুক্রের মনোরথ যে সফল হইয়াছিল তাহার কারণ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি। পূর্ব্বকল্পে শুক্রের সমস্ত দোষের ক্ষয় হইয়াছিল; কারণ পূর্ব্বকল্পের শেষ জন্মে তিনি বহুবিধ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তকে রাগদ্বেষ বর্জ্জিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই কল্পেও তাঁহার অধিকার মত তিনি বিধাতার সঙ্কল্পে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শরীর ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে নির্দ্দোষ হইয়াছিল। সেই জন্য সর্ব্বপ্রকার দেহ ও মনের শুদ্ধি হেতু তিনি সত্যসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার দেহ ও মন কলঙ্কশূন্য হইয়াছিল বলিয়াই তিনি যাহা যাহা ভাবনা করিয়াছিলেন তাহাই সফল হইয়াছিল। এখন দেখ চিত্ত শুদ্ধ হইলে সত্য-সঙ্কল্পতা জাগে কিরূপে।

সর্ব্বৈষণানাং সংশান্তৌ শুদ্ধচিত্তস্য যা স্থিতিঃ।
তৎসত্যমুচ্যতে সৈষা বিমলা চিদুদাহৃতা॥ ৩

সর্ব্বপ্রকার এষণা-বাসনা-অভিলাষ উপশম প্রাপ্ত হইলে চিত্ত যখন শুদ্ধ হইয়া স্থিতি লাভ করে পণ্ডিতগণ তাহাকেই সত্য বলেন—তাহাকেই নির্ম্মল চৈতন্য বলা হয়।

নির্ম্মল সত্ত্ব বিশিষ্ট মন যখন যে প্রকার ভাবনা করে তখন ঐ মনই সেইরূপই হইয়া যায়, যেমন আবর্ত্ত উঠিলে, সলিলই আবর্ত্তরূপ ধারণ করে সেইরূপ নির্ম্মল অধিষ্ঠান চৈতন্যে সঙ্কল্প স্পন্দন উঠিলেই ঐ চৈতন্যই সঙ্কল্পের বস্তু হইয়া যান। বুঝিতেছ মনকে রাগ দ্বেষ শূন্য কর তুমি যাহা ভাবনা করিবে তাহাই পাইবে। ভার্গবের মনঃকল্পিত বিভ্রম জাল যেমন স্বয়ং উত্থিত হইয়াছিল প্রত্যেক জীবেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার, ভ্রম রূপেই প্রকাশ পায়, অসম্বদ্ধ প্রলাপ রূপেই ফুটিয়া উঠে, ভৃগু পুত্রই এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত, তবে অশুদ্ধ চিত্ত যাহাদের, তাহাদের সঙ্কল্প সফল হয় না, কিন্তু শুদ্ধচিত্তও সত্য সঙ্কল্পতা প্রসব করে। বীজ মধ্যস্থ অঙ্কুর পত্রাদি যেমন স্বয়ং চলিয়া যায়, স্বয়ং উত্থিত হয়, সকল প্রাণীর ভ্রান্তিকৃত চৈতন্য সেইরূপে [illegible] হইতেই জাগিয়া উঠে।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥
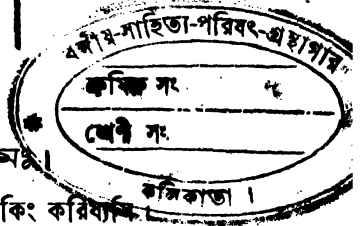
১৮শ বর্ষ। } সন ১৩৩০ সাল, আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং।
শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, মৃত্যু ও মরণোত্তর গতি তত্ত্বের অনুসন্ধান মাত্র [illegible] অবশ্য কর্ত্তব্য নহে কি?

বক্তা—তাহাতে কি কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে? যাহারা ভয় ও প্রমাদবশতঃ মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহারাই পুনঃ পুনঃ মরণসাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া থাকে, মৃত্যু যে অমৃতের ক্রোড়ে [illegible] করে, তাহা যাহারা জানেনা, তাহারা 'মৃত্যু' ভিন্ন অমৃতের রূপ দেখিতে পায় [illegible] তাহারা মৃত্যু ভিন্ন আর কাহার রূপ দেখিবে?

জিজ্ঞাসু—"অমরগণও মৃত্যুর অনুগমন করেন, অমরগণও মৃ[illegible] উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না," এই শ্রুতির অভিপ্রায় কি [illegible] কি [illegible]ত্যুতত্ত্ব সুবিদিত নহেন? তাঁহারাও কি মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন?

বক্তা—অমরগণ আমাদের তুলনায় দীর্ঘজীবী হইলেও, ইঁহারা বস্তুতঃ 'অমর' নহেন, মৃত্যুকে একেবারে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা মৃত্যুদেবকে (যমকে) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, যমও মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিতে পারেন নাই, একেবারে নিত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন নাই। "যতকাল তুমি প্রাণিগণের শাস্তা থাকিবে, ততকাল আমি জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু তুমি এই অনিত্য পদত্যাগ করিলে, তোমার এই পদ যখন অন্য যম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে, তখন তিনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন কেন?" নচিকেতার এই কথা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যমও বস্তুতঃ 'অমর' নহেন। যমও নচিকেতাকে বলিয়াছেন, অধ্রুব—অনিত্যসাধন দ্বারা, ধ্রুব—নিত্য মোক্ষফল প্রাপ্তি হইতে পারেনা, ইহা জানিয়াও, আমি স্বর্গসাধনভূত যমপদ প্রাপক কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত আমি ধ্রুব মোক্ষফল লাভে বঞ্চিত হইয়াছি ("জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বম্", "জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥"—কঠোপনিষৎ)। অতএব দেবতাদিগকে 'অমর' বলা হইলেও, তাঁহারা বস্তুতঃ অমর নহেন, তাঁহাদের অমরত্ব আপেক্ষিক, আমাদের অপেক্ষায় অমর বা দীর্ঘজীবী হইলেও, দেবতারাও মৃত্যুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।'

জিজ্ঞাসু—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বক্তা—বিনা সঙ্কোচে, নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—আমি মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া, আপনার সমীপে আগমন করিলে, আপনি আমাকে যে, 'আরো কত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা না হইয়া, তোমার মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইল কেন'? এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? আপনার কোন কথাই একেবারে উদ্দেশ্য বিহীন নহে।

বক্তা—শাস্ত্রের উপদেশ, যাহার যাহা শুনিবার অধিকার নাই, তাহাকে তাহা বলা উচিত নহে। কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসুর ঠিক তদ্বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসুর তদ্বিষয় জানিবার যথার্থ অধিকার হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা পূর্ব্বক উত্তর দিতে হয়। যাহার যে বিষয়ের প্রকৃত জিজ্ঞাসা হয়, যাবৎ সে তদ্বিষয় জানিতে না পারে, তাবৎ জলপিপাসুর জলপানের পূর্ব্বে যেমন পিপাসা শান্ত হয়না, সেইরূপ তাহার

জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়না, সে কিছুতেই শান্তি পায়না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয়ের নিয়ম আছে। যেরূপ মনের অবস্থায়, যেরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনের অবস্থা না হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তদ্রূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থাতে যাহা জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়, চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থাতে ঠিক তাহা জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্যরূপে বিনিশ্চিত হয়না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার অবশ্য শ্রোতব্য বলিয়া মনে হইবে, তুমি ইহা শুনিতে সাবধান হইবে, আর যদি তাহা না হইয়া থাক, তবে তোমার এই সকল কথা ভাল লাগিবেনা, তুমি যাহা শুনিতেছ, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের যত্ন হইবে না, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না। অতএব যথার্থ জিজ্ঞাসা না হইলে, উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। এতদ্বারা জিজ্ঞাসুর বিশেষ লাভ হয়না, বক্তারও শ্রম অনর্থক হইয়া থাকে। লোকে বৈদান্তিক বলিয়া আদর করিবে, যশঃ প্রাপ্তি ও দ্রব্য সমাগম হইবে, এই নিমিত্ত, বেদান্তের অনধিকারী, কঠোর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে কি, তিনি বেদান্তের প্রকৃত রসানুভব করিতে পারগ হন? তিনি কি বেদান্তের অযথা ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বেদের অন্ত না করিয়া, নিরস্ত হন? শাস্ত্র এই জন্য অধিকার বিচার পূর্ব্বক উপদেশ দিতে বলিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের অধ্যাপক এখনও দেখিতে পাও, যথার্থ যোগী দেখিতে পাওকি? দুই, দশজন বেদপাঠী এখনও নয়নে পতিত হন, কিন্তু বেদের প্রকৃত অর্থ জানিবার নিমিত্ত যত্নশীল পুরুষের সংখ্যা কি, বিরল প্রায় নহে? আমি এই নিমিত্ত তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তোমার মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা যাদৃচ্ছিকী, অথবা স্থিরভূমি প্রতিষ্ঠ, তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসু—যাহা শুনিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক যাহা শুনিতেছি, তাহা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ হয় নাই, হইতেছেনা, যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, যাহা জানিবার নিমিত্ত হৃদয় এখন ব্যাকুলীভূত হয়, তাহা শুনিতে পাই নাই, তাহা শুনিবার আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, এখন মনে হইতেছে, তাহা শুনিবার আশা, আশার (দিক্) ন্যায় চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং শেষে বিপ্রলম্ভ (বঞ্চনা—Tantalize) করিবে, এ আশা কদাচ পূর্ণ হইবেনা। প্রতীচ্য বিজ্ঞান, প্রতীচ্য দর্শন, বহু কথা শুনাইয়াছেন, বহু কথা শুনাইতেছেন, কিন্তু যাহা শুনিতে চাই, যাহা শুনিবার নিমিত্ত মন এখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহারা তাহা শুনাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মানুষ কেন এখানে আসে,

কেন পরস্পর সম্বদ্ধ হয়, কেনই বা অবশভাবে সম্বন্ধ শৃঙ্খল কাটিয়া চলিয়া যায়, মানুষ কোথায় যায়? প্রাণের মমতা ছাড়িয়া, কত ক্লেশ সহিয়া, ভুজঙ্গের ন্যায় অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ধন উপার্জ্জন করে, ভূমির অধিপতি হয়, অগণনীয় নরহত্যা করিয়া, চিরদিন এইখানেই থাকিব, এইরূপ লোক পূজা পাইব, এইরূপে লোকের উপরি প্রভুত্ব করিব, ঈদৃশ আশাকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়, কত পরিশ্রম করিয়া বিদ্বান হয়, কিন্তু একদিন এ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশ হইতে চলিয়া যায়, অন্ততঃ চিরদিনের জন্য লৌকিক দৃষ্টির অদৃশ্য হয়। ধন পড়িয়া থাকে, ভূমি পড়িয়া থাকে, সম্রাটকে সাম্রাজ্য উপহাস করে। পৃথিবীতে যতদিন থাকিতে পাওয়া যায়,ততদিন যে উপায়ে কথঞ্চিৎ বাধা রহিত জীবন হইতে পারে, বিজ্ঞান (Science) তাহা বলিতেই উদ্যুক্ত, তাহা জানাইবার জন্য বিজ্ঞান শতমুখ হন, কিন্তু অতীন্দ্রিয় পদার্থসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিজ্ঞান বিরক্ত হইয়া থাকেন, গম্ভীর মুখ হইয়া থাকেন, কোন উত্তর দেন না। অতীন্দ্রিয় পদার্থ বিষয়ক জিজ্ঞাসা অনর্থক, প্রতীচ্য বিজ্ঞানের ইহাই সাধারণ মত। ভূত (Matter) কি, ভৌতিক শক্তি (Energy) কি, তাহা জানিবার চেষ্টা কর, ভূত সকল নিত্য, ইহাদের নাশ হয় না, ভৌতিক শক্তি সকল ও নিত্য, ইহাদেরও বিনাশ নাই, রসায়ন তন্ত্র ও ভূত তন্ত্র দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের তত্ত্বান্বেষণ কর; প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় কোন বিষয় কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও না, অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলকে কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া নিশ্চয় করিও, প্রত্যক্ষ গম্য বিষয় সমূহই সত্য, জড়ৈকত্ববাদী হেকেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-গণ এইরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। হেকেল্ বলিয়াছেন 'আত্মা' (Soul) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, আত্মার নিত্যত্ববাদ কল্পনাপ্রিয় দার্শনিক দিগ-দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, আমাদের ব্যক্তিগত অনন্তজীবন কি আমরা অনুভব করিতে পারি ("Do we realise what eternity means?—the uninterrupted continuance of our individual life for ever?" —the Riddle of the Universe)। অতএব বিজ্ঞান মৃত্যু রাজ্যকে অতিক্রম করিবার কোন উপায় বলিয়া দেওয়া দূরের কথা, মৃত্যু রাজ্য ব্যতীত, অন্য রাজ্য আছে, যথোক্ত বিজ্ঞান তাহাই স্বীকার করেন না।

বক্তা—মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিজ্ঞান যে একেবারে নীরব থাকেন, তাহা নহে, তবে ইনি এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাতে যে, মৃত্যু তত্ত্ব

জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। যে প্রয়োজন বশতঃ তুমি মৃত্যুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ বিজ্ঞান দ্বারা যে, তৎপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়না, তাহা সত্য। বিজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় পদার্থ দর্শনের নেত্র অদ্যাপি উন্মীলিত হয় নাই, যে উপায় দ্বারা অলৌকিক পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, বিজ্ঞান তদুপায়কে অদ্যাপি দেখিতে পান নাই। মরণের পর জীব কোথায় যায়, কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, প্রতীচ্য বিজ্ঞান বা প্রতীচ্য দর্শন তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর জীবের কি হয়? লোকান্তর আছে কিনা? কিরূপ কর্ম্ম করিলে, কোন্ লোকে গতি হইয়া থাকে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ ব্যতিরেকে এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান আর কেহ করিতে পারেন নাই, আর কেহ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ অলৌকিক পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কল্পনামূলক নহে, তাহা বহুশঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; তবে 'প্রত্যক্ষ' বলিতে বৈজ্ঞানিকগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন, সেই পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ দ্বারা যে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হইতে পারেনা, তাহা স্থির। মানুষ কেন এখানে আসে, কেন পরস্পর স্নেহসূত্রে বদ্ধ হয়, কেনই বা নিঃসম্বন্ধের মত চলিয়া যায়, পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গন হইতে বিযুক্ত হয়, বেদকে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে এই সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য রূপে নির্ণীত হইয়াছে, পাপ-পুণ্য কর্ম্মানুসারে মরণোত্তর যে যে রূপ গতি হইয়া থাকে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশানুসারে যথাবিধি কর্ম্ম করিলে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। মৃত্যু রাজ্য কত দূর বিস্তৃত, বেদ ও শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে, কি করিলে, মৃত্যু রাজ্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃত রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়, বেদ ও শাস্ত্র সমূহে তাহা বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। তুমি মৃত্যুকে ভয় করিওনা, মৃত্যুকে ভয় করিলে, মৃত্যুর স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা না করিলে, তুমি কখন মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। মৃত্যুদেব বস্তুতঃ নিষ্ঠুর নহেন, মৃত্যুদেবের হৃদয় দয়াপূর্ণ, প্রেম বিগলিত, তিনি শরণাগত পালক, তিনি বিশ্বের প্রাণদেব, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি অমৃত পরব্রহ্মের প্রথমজ—আদ্যুৎপন্নভাব ("মৃত্যুং যজে প্রথমজামৃতস্য"।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। যিনি মৃত্যুদেবের তত্ত্ব যথার্থভাবে অবগত হন, তিনি মৃত্যুদেবের কৃপায় অমৃতধামে উপনীত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর মরিতে হয় না, তাঁহাকে আর এই মৃত্যু রাজ্যে আসিতে হয় না। অতএব

মৃত্যুতত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। 'মৃত্যুতত্ত্বের বা অন্য কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান অনর্থক, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত, তাহারা মূর্খ, তাহারা অসভ্য, দুর্ভাগ্য. স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকদিগের এবম্প্রকার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক, আত্মার প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থী, যেন অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে বিরত না হয়েন।

জিজ্ঞাসু—আমার মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়া দিন, আমাকে কৃতার্থ করুন।

বক্তা—মৃত্যু ও মরণোত্তর গতির তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্ব বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রথমে তাহা চিন্তা কর।

মৃত্যু ও মরণোত্তর গতিতত্ত্বের যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে যে বিষয়ের তত্ত্ববিচার অবশ্য কর্ত্তব্য।

জিজ্ঞাসু—'মৃত্যু' (Death) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে 'প্রাণ' (Life) পদার্থের স্বরূপ দর্শন আবশ্যক, কারণ প্রাণন ব্যাপারের সম্পূর্ণভাবে উপরতিই (Cessation) মৃত্যু (Death)। প্রাণ কোন্ পদার্থ, আপনার প্রাণতত্ত্ববিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক যথা প্রয়োজন তাহা অবগত হইয়াছি, এসম্বন্ধে আমি অনেকতঃ নিরস্ত সংশয় হইয়াছি। জড়ৈকতত্ত্ববাদী অধ্যাপক হেকেল্ প্রভৃতির মতে, 'প্রাণ', ভৌতিক শক্তি হইতে ভিন্ন, কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অষ্টাদশ শতাব্দ ও ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি (Vital force) ভৌতিক শক্তি হইতে ভিন্ন, কোন স্বতন্ত্র শক্তি, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তির এইরূপ ধারণাই ছিল। প্রাণশক্তি, কোন বিশিষ্ট (অসাধারণ) শক্তি, 'প্রাণশক্তি' সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা হইবার কারণ, তৎকালীন ফিজিয়োলজী (Physiology), প্রাণের যান্ত্রিক ব্যাপার বাদের স্থাপনোপযোগী, অত্যাবশ্যক সাধন সম্পন্ন ছিলনা ("Because the Physiology of that time was destitute of the most important aids to the founding of mechanical theory."—The Wonders of Life by E. Haeckel); অপিচ প্রাণতত্ত্ব বিষয়ক কোষবাদের (cell-theory), তখন উদয়ই হয় নাই, অপিচ তখন শারীর-ক্রিয়া-বিজ্ঞানবিষয়ক রসায়নতন্ত্রের (Phy-

siological Chemistry) আবির্ভাব হয় নাই, অপিচ সপ্রাণ পদার্থদিগের স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৃদ্ধিবিকারের—প্রক্রিয়াবিজ্ঞান (Ontogeny) এবং উৎখাতদ্রব্যের কঠিনীভবনের প্রক্রিয়া বিজ্ঞান (Paleontology); তখন শৈশবাস্থাতেই বিদ্যমান ছিল (There was then no such thing as the cell-theory or physiological chemistry ; ontogeny and paleontology were still in their cradles."--The Wonders of Life)। 'প্রাণ' কোন পদার্থ, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 'প্রাণ' পদার্থ সম্বন্ধে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে আপনি প্রাণপদার্থ সম্বন্ধীয় যথা প্রয়োজন সর্ব্বপ্রকার মতের উল্লেখ করিয়াছেন ; 'প্রাণ' সম্বন্ধে নাস্তিক চার্ব্বাকাদির কি মত, তাহা বলিয়াছেন, প্রতীচ্য দ্বৈতবাদী, জড়ৈকত্ববাদী ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদীরা প্রাণ পদার্থ সম্বন্ধে যে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আপনি জানাইয়াছেন ; অপিচ উপসংহারে প্রাণ পদার্থ সম্বন্ধে উদিত, পরস্পর বিরুদ্ধ বা আপাত বুদ্ধিতে পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান, মত সমূহের সমালোচনা করিয়াছেন, যে যে রূপ প্রতিভা ও প্রয়োজনানুসারে প্রাণ পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ মতের আবির্ভাব হইয়াছে, আপনি যথাসম্ভাব তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বেদে 'প্রাণ' পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ সিদ্ধান্ত থাকিবার কারণ কি, প্রাণতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে আপনি তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, যতদূর সম্ভব যত্ন করিয়াছেন, আপনার প্রাণতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণপূর্ব্বক আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, 'প্রাণ' পদার্থ সম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায় মূলতঃ সনাতন বেদ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। শ্রুতিতে প্রাণশব্দ 'পরব্রহ্ম', 'জীব', 'ইন্দ্রিয়', 'ক্রিয়াশক্তি', 'বায়ু', বিশ্বের বিধারণশক্তি, শক্তিসাতত্য, শক্তির স্থিতিশীলত্ব (Persistence of force and conservation of energy) ইত্যাদি অর্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন, প্রাণের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, প্রাণন ব্যাপারতত্ত্ব, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরতত্ত্ব, ভূত ও ভৌতিক শক্তিতত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। 'প্রাণ'কে 'বেদ' বলিবার কারণ কি, আপনি তাহা যেরূপ মনোহর ভাবে বুঝাইয়াছেন, রাগ-দ্বেষ বিহীন হইয়া, সত্যের রূপ দেখিবার প্রাণ লইয়া, যিনি তাহা শ্রবণ করিবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আনন্দ পাইবেন। 'নাদ' শব্দ অনেকেরই পরিচিত সন্দেহ নাই। শব্দার্থক 'নদ' ধাতু হইতে 'নাদ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'স্পন্দন' (Vibration) নাদ

শব্দের মূল অর্থ। স্পন্দন বায়ুর কার্য্য। 'স্পন্দন বায়ুর কার্য্য,' এই কথা শুনিয়া, সংশয় হইতে পারে, 'স্পন্দন'কে বায়ুর কার্য্য বলাতে 'স্পন্দন' ও 'বায়ু' ইহারা ভিন্ন পদার্থ, কি, এক পদার্থ? যোগবিশিষ্ট রামায়ণে এই নিমিত্ত স্পষ্টভাষায় বুঝান হইয়াছে, 'স্পন্দন' (Vibratory motion) ও 'বায়ু,' ইহারা দুইটী ভিন্ন নাম, কিন্তু বস্তুতঃ দুইটী ভিন্ন বস্তু নহে। বায়ু বা স্পন্দন হইতে নাদ বা শব্দের অভিব্যক্তি হয়, বায়ুর স্পন্দন হইতেই বিশ্বের স্পন্দন হইয়া থাকে। 'প্রাণ' ও 'বায়ু' স্বরূপতঃ সমান পদার্থ। তাপ (Heat), তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি ইহারা প্রাণেরই ভিন্ন, ভিন্ন অভিব্যক্তি, প্রাণের ভিন্ন, ভিন্ন, রূপ। প্রাণই নাদ, প্রাণই স্পন্দন বা শব্দ, প্রাণের স্পন্দনে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত হয় ("তা নদেন বিহরতি প্রাণো বৈ নদস্তস্মাৎ প্রাণো নদন্ সর্বং সন্নদতীব" *** ঐতরেয় আরণ্যক)। 'প্রাণ' ও 'শব্দ' বা 'বেদ' সমান পদার্থ ("প্রাণ এব প্রাণ শব্দেনৈব সর্বং শব্দজাতং সংগৃহীতম্।"—ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য)। অতএব বিশ্বজগৎ প্রাণ, শব্দ বা বেদের পরিণাম, বিশ্বজগৎ ছন্দঃ বা বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ("শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায় বিদো বিদুঃ। ছন্দোভ্যএব প্রথম মেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥"—বাক্যপদীয়)।

"অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।১২

সামবেদসংহিতা উত্তরার্চ্চিক ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ৩।৭

অর্থাৎ সূর্য্যের রোচনা—রোচমানা দীপ্তি, শরীর মধ্যে মুখ্য প্রাণাত্মাতে বিদ্যমান আছেন। মুখ্য প্রাণের প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তি। প্রাণাপানাদি বৃত্তি দ্বারা, মুখ্যপ্রাণ শরীরকে ধারণ বা পোষণ করেন। দ্যুলোক ও পৃথিবীলোক এই লোকদ্বয়ের মধ্যেও, ইহাঁর (সূর্য্যের) রোচনা দীপ্তি বিচরণ করে, প্রাণন ও অপানন, পর্য্যায়ক্রমে এই দ্বিবিধক্রিয়া সম্পাদন করে, একবার উদিত হয়, একবার অস্তমিত হইয়া থাকে। অতএব মহান্ সূর্য্য, অন্তরীক্ষকে উদয়াস্তময়ের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কদাচ অস্তমিত হন না, ইনি সদা প্রকাশ-মান, ইনি নিয়ত স্থির। * মহীধর এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছেন,

---

* "অস্য সূর্য্যস্য রোচনা—রোচমানাদীপ্তিঃ অন্তঃ শরীর মধ্যে মুখ্য প্রাণাত্মনা চরতি বর্ত্ততে। কিং কুর্ব্বতী? প্রাণাদপানতী, মুখ্য প্রাণস্য প্রাণাখ্যা বৃত্তয়ঃ! *** অতএব মহিষো মহান্ সূর্য্যঃ দিবমন্তরিক্ষম্ উদয়াস্তময়য়ো র্মধ্যে ব্যখ্যন্ বিচষ্টে--প্রকাশয়তি।—সায়ণ ভাষ্য।

অগ্নির (অগ্নি ও সূর্য্য বস্তুতঃ এক পদার্থ) রোচনা—বায়্বাখ্যা—বায়ুনাম্নী কাচিৎ শক্তি, দ্যুলোক ও ভূ লোকের মধ্যে, শরীর মধ্যে অর্থাৎ বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে বিচরণ করে। এই শক্তি, সর্ব্বশরীরে প্রাণনব্যাপার সম্পাদনানন্তর, অপান ব্যাপার নিষ্পাদন করিয়া থাকে। একশক্তি কিরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ (আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান) এই দ্বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে? অগ্নি, প্রাণ ও অপান এই দ্বিবিধ রূপাত্মক, প্রাণ ও অপান এক অগ্নিরই— এক-সর্ব্বব্যাপক তেজঃ বা শক্তিরই দ্বিবিধ অবস্থা (Two different modes)। আপনি বলিয়াছেন, এই মন্ত্রগর্ভে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত, অত্যন্ত শ্লাঘ্য জড়শক্তি সাতত্যের (Persistence of Force) প্রাণ আছে, মর্ত্ত্য শরীর—বাসি মানব, কিরূপে অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয়, প্রাণের স্বরূপ কি, মানবের সাধ্য কি, সাধন কি, মৃত্যু কোন্ পদার্থ, এই স্বল্পাক্ষর শ্রুত্যুপদেশগর্ভে, অন্বেষণ করিলে (অবশ্য বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যোচিত প্রতিভা লইয়া) তাহা জানিতে পারা যায়। সূর্য্য বা অগ্নিই যে, বিশ্বের প্রাণ, শক্তিসাততাই যে, 'প্রাণ' শব্দের মূল অর্থ, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাহ্যজগৎকে যখন জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত করি, তখন জানিতে পারি, দিবস, রজনী, অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করিতেছে, বসন্তাদি ঋতুচক্র অবিশ্রাম ঘুরিতেছে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা শরীরের দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনও দেখিতে পাই, ইহাতেও অহোরাত্র চক্রের অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন হইতেছে, প্রাণাপানের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারবিরাম নাই, আমি একবার উদিত, একবার অস্তমিত হইতেছি, একবার হাসিতেছি, একবার কাঁদিতেছি, একবার মরিতেছি, একবার বাঁচিতেছি। আবার একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, ইহাও বুঝিতে পারি, প্রাণাপানের ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে বটে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিরাম নাই সত্য, আমি যে, একবার উদিত, আরবার অস্তমিত হইতেছি, আমি যে একবার হাসিতেছি, আরবার কাঁদিতেছি, একবার মরিতেছি, আরবার বাঁচিতেছি, তাহা স্থির, তথাপি আমার এই পরিবর্ত্তনশীল 'আমির' মধ্যে আর একটী অপরিবর্ত্তনশীল, আর একটী সদা স্থির 'আমি' আছে, আমার সে 'আমি' কদাচ অস্তমিত হয় না, উদয়াস্তময়ের মধ্যে স্থির থাকিয়া, আমার সে 'আমি' উদয়াস্তময় ক্রিয়া সম্পাদন করে, উদ্ধৃত বেদমন্ত্র এই সকল সত্যের রূপ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমোগণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদ পদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ।

অমৃতময় ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—ভগবান্ শঙ্কর, প্রকৃত ভাবভাজন মহর্ষি নারদকে তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, কারণ শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূল শরীর এই ত্রিবিধ শরীরের অখিল সংস্কার যাবৎ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ভগবানের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ বোধের উদয় হয় না, ভগবানের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ বোধের আবির্ভাব করিতে হইলে, যত প্রকার লৌকিক (লোক প্রসিদ্ধ—লোকবিদিত) সম্বন্ধ জ্ঞান আছে, হৃদয়ে যত প্রকার সাংসারিক ভাবের সংস্কার আছে, তৎসমুদায়কে প্রোৎসারিত করিতে হইবে, ভগবানই সর্ব্বভাব প্রপূরক, ভগবানই অখিল সম্বন্ধের মূল, এই জ্ঞানের বিকাশ করিতে হইবে।

কারণ শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও স্থূল শরীর, এই ত্রিবিধ শরীরের অখিল সংস্কার সর্ব্বতো-ভাবে দূরীভূত না হইলে, ভগবানের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ বোধের উদয় হয় না।

জিজ্ঞাসু—কি করিয়া তাহা করিব?

বক্তা—ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, প্রথমে জ্ঞানদাতা, সংসার ত্রাতা, শ্রীগুরু-দেবের মুখ হইতে দেহত্রয়ের স্বরূপ অবগত হইতে হইবে; দেহত্রয়ের স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত হইয়া, দেহত্রয়ের সংস্কার রাশিকে বিনষ্ট করিতে হইবে, দেহত্রয়ের সংসার রাশি বিনষ্ট হইলেই, ভগবানই যে, সর্ব্বভাবময়, ভগবানই যে, সর্ব্বভাবপ্রপূরক, তিনি ভিন্ন আর যে, কহই নাই, এই জ্ঞানের—এই প্রকার শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তাহা হইলেই শ্রীভগবানের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ বোধ সুদৃঢ় হইবে।

জিজ্ঞাসু—বাবা! যাহা বলিলেন, তাহা করিতে হইলে ত, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, এই সকল সাধনেরই আশ্রয় লইতে হইবে। করুণাসাগর মহর্ষি নারদ যে, বিনা সাধনায়, ক্ষণকাল মধ্যে যদ্দ্বারা সিদ্ধি হয়, লোক শঙ্কর জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করকে সেই উপায় জিজ্ঞাসা করাতে, ভগবান্ শঙ্কর এই সহজ আনন্দদায়ক, জীবের ভগবানে অচলা প্রীতিজনক, ভগবৎসম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন যাহা শুনিলাম, তাহাত বিনা সাধনায়, ক্ষণকাল মধ্যে সিদ্ধিপ্রদ উপায় নহে; বাবা! তাহা ত আমার ন্যায় মূর্খের, আমার ন্যায় অকিঞ্চনের সাধ্য নহে, তাহা ত যোগীর, তাহা ত ভক্তের, তাহা ত বৈজ্ঞানিকের, তাহা ত কর্ম্মীর সাধ্য, তাহা ত ইহাঁদেরই আশ্রয়ণীয় পথ।

দেহত্রয়ের সংস্কার সমূহকে বিনাশ করা জ্ঞানীর, যোগীর, কর্ম্মীর বা যথার্থ ভক্তেরই সাধ্য, আমার ন্যায় মূর্খের সাধ্য নহে, ইহা অনায়াসে সিদ্ধি প্রদ উপায় নহে।

বক্তা—কোন ভয় নাই, হতাশ হইবার কারণ নাই; ভগবানের সহিত অদ্যাপি সম্বন্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, মুখে সহস্রবার ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবান্ জ্ঞানময়, প্রেমময়, ভগবান্ সর্ব্বকল্যাণগুণভাজন, ভগবান্ আমার মাতা-পিতা, ভগবান্ আমার সখা, ভ্রাতা, ভগবান্ সর্ব্বভাবপ্রপূরক, এইরূপ কথা বলিতে পারিলেও, ইহারা যথার্থ স্বানুভূতি বিলাস নহে, ইহারা মুখেরই কথা, শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের কথা নহে। আমি কি করিয়া অর্থার্জ্জন করিব, আমি কাল কি খাইব, রাজপুত্রের মনে কি, কখন এই জাতীয় চিন্তার উদয় হয়? যে সর্ব্বদা দশদিগ্বিভাসক সূর্য্যের আলোক পায়, সে কি, কখন, কিরূপে অন্ধকার দূর হইবে, এইরূপ চিন্তা দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে? আমি ইহা কিরূপে করিব, আমার কি ইহা সাধ্য হইবে, এবম্প্রকার চিন্তা, ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান বিহীনেরই হইয়া থাকে, প্রকৃত ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্ববিদের কখন হয় না। অতএব কোন ভয় নাই, হতাশ হইবার কারণ নাই। যাঁহাদের দেহত্রয়ের সংস্কার সর্ব্বথা দুরীভূত না হয়, তাঁহাদের ভগবৎ সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইতে পারেনা। ভগবান্ শঙ্কর নারদকে প্রবঞ্চিত করেন নাই, ভোগা দেন নাই। ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, পাঠ—পূজাদি হইতে ভগবানের নামানুকীর্ত্তন কোটিশঃ অধিক ফলপ্রদ; নাম সংকীর্ত্তন হইতে ভগবানের ধ্যান সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের ধ্যান হইতে প্রেমাখ্য ভক্তি শ্রেষ্ঠ; প্রেমাখ্যা ভক্তি

হতাশ হইবার কারণ নাই করুণাময় নারদকে প্রবঞ্চিত করেন নাই ভগবানের কৃপায় দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হয়। অতএব কোন চিন্তা নাই।

সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতা নিবন্ধন ভগবানের সন্তান গণের তাঁহার শরণাগত দিগের যে বিনা আয়াসে দুর্লভ সামগ্রী সুলভ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে, অবিশ্বাস্য নহে, বিস্ময়াবহ নহে।

হইতে ক্রমানুক্রমে পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। সকল ভাবই রাগান্তর্গত; পাঠপূজাদি সমস্ত ভাব হইতে স্বয়ং, স্বরাট্‌ ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য ভাব পরতম, এতদ্দ্বারা বিনা ধ্যানে, বিনা তপশ্চরণে, বিনা যোগানুষ্ঠানে, বিনা জ্ঞানে, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী পরা ভক্তি অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহার কদাচ অন্যথা হয় না। মাতা-পিতাদি লৌকিক সম্বন্ধের প্রগল্‌ভতা (অসাধারণ বা বিশেষ অধিকার) লোকে সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; রাজপুত্রের এই সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতা বশতঃ অন্যের বিশেষ আয়াসলভ্য বা অলভ্য রাজদর্শন সুলভ হয়, রাজপুত্র নির্ভয়ে রাজার অঙ্কে উঠিয়া থাকেন, রাজা অযাচিত হইয়া, কত মহামূল্য সামগ্রী পুত্রকে প্রদান করেন. আর সর্ব্বভাবপ্রপূরক, সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবৎ সম্বন্ধ প্রগল্‌ভতা নিবন্ধন ভগবানের সন্তান গণের যে, অনায়াসে দুর্লভ সামগ্রী সুলভ হইবে, তাঁহারা যে বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রার্থনায় সকল বস্তু প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কি অসম্ভব? তাহা কি ন্যায় বিরুদ্ধ? তাহা কি অবিশ্বাস্য? তাহা কি বিস্ময়াবহ?

জিজ্ঞাসু—যাহা বলিতেছেন, সা। বুঝিতে না পারিলেও, তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দ হইতেছে, বাবা! আমি আপনার মূর্খ সন্তান, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, আপনি সেই ভাবে আমাকে উপদেশ দিবেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও শৃঙ্গার এই পঞ্চবিধ মুখ্য রসের স্বরূপ কি, তাহা আমি জানি না। বাবা, "রসের স্বরূপ বর্ণন করিতে হইলে, ভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেই হয়, কারণ বিভাবাদি উদ্বোধক কারণ সকল দ্বারা ব্যক্ত—প্রকটীভূত, রত্যাদি স্থায়ি ভাব সমূহই, অলঙ্কার শাস্ত্রে "রস" এই নামে লক্ষিত হইয়াছে," আমি এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই। আমাকে এই সকল বিষয় বুঝাইতে হইলে, আপনাকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।

বক্তা—তুমি কেন, আমার এই সকল কথা অনেকেরই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই, অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িলেও,

শান্তাদি পঞ্চবিধ রস, রত্যাদিস্থায়িভাব, বিভাব প্রভৃতি পদার্থ সমূহ একেবারে অবোধ্য নহে।

যাঁহাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব যথার্থ ভাবে অনুভূত হয় নাই, আমার এই সকল কথার পূর্ণভাবে রসোপলব্ধি, তাঁহাদেরও হইবে না। "প্রজাপতি

হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেরই রতির সংস্কার আছে, রতির সংস্কার বশতঃ পরমাণুরা পরস্পর সম্মিলিত হয়, রসায়ন তন্ত্র ও ভূত তন্ত্র ভূত ও ভৌতিক বস্তু সমূহের রত্যাদি স্থায়িভাব এবং উহাদের ব্যভিচারী-ও-সঞ্চারি ভাব সমূহের ব্যাখ্যা করেন," ইত্যাদি বাক্যের আশয়, সাধারণের সুগ বোধ্য হওয়া সম্ভব নহে; তবে ইহা বলিয়া রাখিতেছি, দুর্ব্বোধ্য হইলেও, যথা প্রয়োজন পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, তুমি যে কিছুই বুঝিতে পারিবে না, তাহা মনে করিও না।

ভগবৎ সম্বন্ধ নামক পরতত্ত্বের সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রথমে সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ক সাধারণ কথা শ্রবণ করিতে হইবে। "সম্বন্ধ কোন পদার্থ," "সম্বন্ধ বোধ ব্যতিরেকে কেহ কাহার সহিত মিলিত হয় না", এতদ্বাক্যের আশয় কি, সম্বন্ধের কত প্রকার ভেদ আছে, সম্বন্ধের যত প্রকাশ ভেদ আমাদের সুপরিচিত, তত প্রকার ভেদের স্বরূপাবলোকন, লৌকিক সম্বন্ধ ও ভগবৎসম্বন্ধ, এই উভয় বিধ সম্বন্ধের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, যে নিয়মে লৌকিক সম্বন্ধ সংঘটিত হয় জীবের ভগবৎ সম্বন্ধ, সেই নিয়মে সংঘটিত হয় কি না, কারণ শরীর, লিঙ্গ শরীর ও স্থূলশরীর, এই ত্রিবিধ শরীরের তত্ত্ব কি? কারণাদি ত্রিবিধ শরীরের সংস্কারকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না করিলে, ভগবানের সহিত জীবের যথার্থভাবে সম্বন্ধ হয় না, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, ত্রিবিধ শরীরের সংস্কারকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিবার উপায় কি, "রস" কোন্ পদার্থ, "ভাব" কোন্ পদার্থ, "রাগ" কোন্ পদার্থ, "রতি" কোন্ পদার্থ, শান্তাদি পঞ্চবিধ রসের স্বরূপ কি, পাঠ, পূজা, নাম সংকীর্ত্তন, ধ্যান, গৌণী বা সাধন ভক্তি এবং প্রেম ভক্তি ও পরাভক্তি এই সকল পদার্থের তত্ত্ব কি, সম্বন্ধাখ্য পরম তত্ত্বকে "স্বরাট্" বলা হইয়াছে কেন, ভগবৎ সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্বের যথার্থভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, এই সকল বিষয়ের সম্যগ্ ভাবে তত্ত্বানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

ভগবৎ সম্বন্ধ নামক পরতত্ত্বের সমগ্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী:১০৮গুরুদেব পাদ পদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ।

অমৃতত্ব এবং অমর হইবার উপায়।

Eternal Life and Means to attain it.

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দু ভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্, বি, (Msc, M. B.)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—অমৃতত্বের (Eternal life) স্বরূপ কি? জীব কি বস্তুতঃ অমর হইতে পারে? জীব কি বস্তুতঃ অমর হইতে প্রার্থনা করে, পরিবর্ত্তন প্রিয়, পরিবর্ত্তন রাজ্যের পুরাণ প্রজা, পরিবর্ত্তন (Change) ভিন্ন যে আর কিছুই জানে না, 'অপরিবর্ত্তন,' এই নামের সহিত পরিচয় থাকিলেও, অপরিবর্ত্তনের রূপ যাহার জ্ঞান নেত্রে কদাচ প্রতিবিম্বিত হয় নাই, পরিবর্ত্তনকেই যে সুখ বলিয়া মনে করে, ক্ষণকাল পরিবর্ত্তিত হইতে না পারিলে, যে বাধা অনুভব করে, এক ভাবে থাকা, পরিবর্ত্তিত না হইয়া অবস্থান করা, যাহার জ্ঞানে অসম্ভব, মরণকেই যে, 'জীবন' বলিয়া অবগত আছে, সে কি প্রকৃত পক্ষে অমৃতত্বের প্রার্থী হইতে পারে? পরিবর্ত্তন রহিত অবস্থাতে উপনীত হওয়া কি, তাহার ঈপ্সিত হইতে পারে? মৃত্যু সাগরে যে জন্মিয়াছে, মৃত্যুর ক্রোড়েই যে লালিত পালিত হইয়াছে, এই মৃত্যু সাগরের পারে কি আছে, তাহা যে জানে না, যে কখনও তাহা ভাবে না, তাহার যথার্থ অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে কি? সে যদি কখনও অমৃতত্বের প্রার্থনা করে, তবে আমার বিশ্বাস, সে অমৃতত্ব বলিতে মৃত্যুরই রূপান্তরকে লক্ষ্য করিয়া, অমৃতত্বের প্রার্থনা করিয়া থাকে, অমৃতত্বের স্বরূপ জানিতে পারিলে, সে বোধ হয়, কখনও ইহাকে পাইতে

ইচ্ছা করেনা, অমৃতত্বের স্বরূপ জানিতে পারিলে, সে ইহাকে ভয়ঙ্কর সামগ্রী বলিয়াই, পরমদ্বেষ্য বলিয়াই, নিশ্চয় করিবে, ইহাকে কদাচ পাইতে চাহিবে না। বৈষয়িক সুখাসক্ত-চিত্ত মৃত্যু বা সংসারকে ছাড়িয়া, অমৃত ধামে যাইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না, ত্রিবিধ দুঃখ দহনে নিয়ত দগ্ধ হইলেও, প্রকৃত আত্মজ্ঞান বিহীন, সংসারাসক্ত জীব যে, মৃত্যু সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক, স্বভাবের প্রেরণায় অমৃতধামে যাইতে ইচ্ছুক হয় না, প্রত্যেক সংসারাসক্ত সংসারীর দিকে দৃষ্টি পাত করিলে তাহাই উপলব্ধি হয়। নিদারুণ শোকানলে দগ্ধ হইলেও, নিয়ত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিলেও, কয়জনের সংসার সাগরের পারে যাইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে? ক্বচিৎ কাহারও শ্মশান বৈরাগ্য হইলেও, কয়জনের হৃদয়ে স্থির বৈরাগ্যের উদয় হয়? অমৃতধামের অস্তিত্বে যদি সকলের বিশ্বাস থাকিত, অমৃতত্ব লাভ যদি জীব মাত্রের ঈপ্সিততম হইত, অমর হইতে পারিলে, নিত্য সুখের অধিকারী হইব, অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে, এইরূপ প্রত্যয় যদি সকলের হৃদয়ে স্থান পাইত, তাহা হইলে, কি জীব মাত্রেই অমৃতত্ব লাভার্থ প্রাণপণে, সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে সমর্থ হইত? তাহা হইলে মানুষ কি আসন্নচেতন হইতে পারিত? পরলোকের অস্তিত্ব বুদ্ধিকে, ছিন্ন-ভিন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইত? আত্মার অবিনশ্বর বাদকে, ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া, অপ্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া, খণ্ডিত করিতে উৎসাহী হইত? অতএব আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, জীবের অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা কি, স্বভাবসিদ্ধ? জীব কি বস্তুতঃ মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক, অমৃতধামে উপনীত হইতে অভিলাষী? চার্ব্বাকেরদলই কি, এখন প্রবল নহে? এই তামস যুগে জড় বিজ্ঞান কূপে মগ্ন; আসন্নচেতন, নাস্তিকদিগের সংখ্যা দ্বারাই কি, পৃথিবী প্রায়শঃ ব্যাপ্ত হইতেছে না? বেদে অমৃতত্বের কথা আছে, অমৃতত্বের বা অমর প্রাণ দেবের প্রাপ্তিকেই, বেদ ও শাস্ত্র সমূহ অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়াছেন, 'আমাকে মৃত্যু রাজ্য হইতে অমৃত রাজ্যে লইয়া চল' ("মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি"—শতপথ ব্রাহ্মণ ও অক্ষ্যুপনিষৎ), বেদ এই প্রকার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন মানুষ ইদানীং বেদ ও শাস্ত্রের এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন? কয়জন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা "আমাকে মৃত্যুর রাজ্য হইতে অমৃত রাজ্যে লইয়া চল," এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন? নাস্তিকদিগের মতে ইহলোক ভিন্ন লোকান্তর নাই, মৃত্যুর পর জীবের ব্যক্তি গত অস্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব নাস্তিকেরা যে, অমৃতত্বের প্রার্থী নহেন,

তাহা বলা বাহুল্য। পরলোকের অস্তিত্বে অচল, যথার্থ বিশ্বাসবান্ পুরুষ, বৈদিক আর্য্য জাতিতেই ছিলেন, অন্য জাতিতে পরলোকের অস্তিত্বে যথার্থ বিশ্বাসবান্ পুরুষের সংখ্যা যে অত্যন্ত বিরল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরলোকে স্বভাবতঃ অচল বিশ্বাসবান্ পুরুষ যে, বৈদিক আর্য্যজাতিতেই ছিলেন, এবং যদি এখনও থাকেন তবে অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতিতেই যে, আছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য্যজাতির সকল গ্রন্থেই, পরলোকৈষণা 'শ্রেষ্ঠ এষণা' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, বৈদিক আর্য্য-জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রও প্রকৃত প্রস্তাবে মোক্ষ শাস্ত্র, বৈদিক আর্য্যজাতির কলা ও শিল্প শাস্ত্র সমূহেও পরলোকের প্রশংসা আছে, পরলোকে সুখী হইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হও, এবম্প্রকার উপদেশ আছে। হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পরলোকে বিশ্বাসবান্, পুনর্জ্জন্ম বা প্রেত্যভাবে দৃঢ় প্রত্যয় বিশিষ্ট, আত্মার নিত্যত্ব-বাদাবলম্বী বৈদিক জাতিকে বহু নিন্দা করিয়াছেন, অসভ্য বলিয়াছেন, অর্দ্ধ সভ্য বলিয়াছেন, বিজ্ঞান বিহীন বলিয়াছেন। অধ্যাপক হেকেলের উক্তি— বার্ব্বেরিয়ান বলিতে আমরা অসভ্য ও সভ্য এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে বুঝিয়া থাকি। দেব, দানব (Demons), ভূত প্রভৃতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত অলৌকিক কর্ম্ম সমূহে বিশ্বাসের ন্যায়, যথোক্ত বার্ব্বেরিয়ান্ (Barbarians) দিগের হৃদয়ে অগণ্য আকারের আত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাস স্থান পাইয়া থাকে। * অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, "আত্মার অবিনশ্বর বাদের প্রতিপাদনার্থ যত প্রকার ভিন্ন, ভিন্ন রূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, আমরা যখন সেই সকল প্রমাণকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করি—বিশ্লেষ করি, তখন আমরা দেখিতে পাই, ঐ সকল প্রমাণের মধ্যে একটীতেও বিজ্ঞানের চিহ্ন নাই; গত দশ বৎসরে ফিজিয়োলজিক্যাল্ সাইকোলজী হইতে আমরা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছি, আত্মার অমৃতত্ববাদ সমর্থক প্রমাণ সমূহের মধ্যে একটীও, ঐ তথ্য সকলের,

---

* "By barbarions we understand the races that are found between savage and civilised peoples. * * * The idea of the immortality of the soul, takes on innumerable forms among them, like the belief in the miracles which are worked by the gods, demons, spirits, etc, The wonders of Life by E. Hackel.

একটীও, জীবাবতরণ বা গর্ভাবক্রান্তি বাদের (Descent) সংবাদী হয় না। আত্মার অবিনশ্বর বাদের স্থাপনার্থ যে সমস্ত প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, সেই অনুপপন্ন প্রমাণ সমূহের বিজ্ঞান সম্মত তর্ক দ্বারা প্রত্যবস্থান (খণ্ডন) করা অত্যাবশ্যক। ফিজিয়োলজিক্যাল্ উপপত্তি (Physiological argument) প্রতিপাদন করে যে, মানুষের আত্মা স্বতন্ত্র, অভৌতিক বস্তু নহে সমস্ত উচ্চতর জন্তুদিগের আত্মার ন্যায়, মানুষের আত্মাও মস্তিষ্কের ক্রিয়া সমষ্টির সমূহার্থক নাম মাত্র ("Like the soul of all the higher animals merely a collective title for the sum total of man's cerebral functions"), অন্যান্য প্রাণনব্যাপার যেমন ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিণাম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়া সকলও সেই প্রকার ভৌতিক ও রাসায়ণিক পরিণাম ছাড়া অন্য কোন সামগ্রী নহে। সূক্ষ্ম আকৃতি বিধান বিদ্যা (Histology) প্রদর্শিত উপপত্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মানুষের আত্মার যন্ত্র, গ্রন্থিকোষাত্মক ভৌতিক পদার্থ ("The histological argument is based on the extremely complicated microscopic structure of the brain, it shews us the true elementary organs of the soul in the ganglionic cells")। মানুষ যে আত্মার অবিনশ্বরবাদে আস্থাবান হইতে চাহে, তাহার কারণ কি, ধীমান্ অধ্যাপক হেকেল, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক হেকেলের মতে, মানুষ তাহার মনের আবেগ জনিত আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন, আত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে ; মানুষের আত্মার নিত্যত্বে বিশ্বাস স্থাপনের দুইটী প্রধান কারণ, প্রথম কারণ মরণোত্তর অধিকতর সুখময় জীবন প্রাপ্তির প্রত্যাশা, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত প্রিয়জনদিগকে আর একবার দেখিবার তৃষা। বর্তমান জীবনে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া, মরণের পরে সুখময় জীবন পাইবার ইচ্ছা অনুচিত নহে, এইরূপ ইচ্ছা কৃচ্ছ্রজীবন মানুষের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, মানুষের এইরূপ ইচ্ছা করিবার অধিকারও আছে। কিন্তু ইহা মনোরথ মাত্র, এরূপ আশা, ফল রহিত মিথ্যা আশা, এ ইচ্ছা, এ আশা কদাচ পূর্ণ হইতে পারেনা। *

---

* "Man's 'emotional craving' clings to the belief in immortality for two reasons: firstly, in the hope of securing

বক্তা—যে অমৃতত্বের স্বরূপ কি, তাহা উপলব্ধি করে নাই, তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি যাহার নাই, সে কখন অমৃতত্বের যথার্থ প্রার্থী হইতে পারেনা। 'অনন্ত' শব্দটী অনেকেই ব্যবহার করে, বালকেরাও 'অনন্ত' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা 'অনন্ত' শব্দের ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই কি, 'অনন্ত' শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত আছে? সকলেই কি অনন্ত শব্দের যথার্থভাবে ব্যবহার করে? চিত্তকে অনন্ত করিতে না পারিলে, পরিচ্ছেদ রহিত করিতে না পারিলে, অনন্তের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হওয়া, সম্ভবপর নহে। পরিদৃশ্যমান্ জগতে বিশিষ্ট চেতন পদার্থ, সংকীর্ণ বা আসন্ন চেতন পদার্থ, সপ্রাণ স্থাবর বা উদ্ভিদ্ এবং অপ্রাণ স্থাবর, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অচেতন মৃৎপাষাণাদি হইতে স্থাবরজীব, ওষধি-বনস্পতিগণ, এবং ওষধি-বনস্পতিগণ হইতে শ্বাস রূপ প্রাণধারি-জঙ্গম জীব সমূহ, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা আত্মার অধিকতর আবির্ভাব ক্ষেত্র। ওষধি-বনস্পতিতে প্রাণের কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভৃৎজঙ্গম-জীব সমূহে চিত্ত আছে, ঔষধি বনস্পতিতে তাহা নাই, এই নিমিত্ত ঔষধি-বনস্পতি হইতে প্রাণভৃৎ জঙ্গমজীবগণ আত্মার অধিকতর বিকাশ ক্ষেত্র। জঙ্গমজীব সমূহের মধ্যে আবার মনুষ্য আত্মার অধিকতর বিকাশ ক্ষেত্র। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞান সম্পন্ন, যাঁহাদের বিবেক শক্তি সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা লোকালোক দর্শী ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকই যাঁহারা অবলোকন করিতে সমর্থ, যাঁহারা মর্ত্ত্য—বিনশ্বর জ্ঞান-কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা অমৃত—অবিনশ্বর মুক্তিপদ পাইতে ইচ্ছা

---

better conditions of life beyond the grave; and, secondly, in the hope of seeing once more the dear and loved ones whom death has torn from us. As for the first hope, it corresponds to a natural feeling of the justice of compensation, which is quite correct subjectively, but has no objective validety whatever.

The Riddle of the Universe—The immortality of the Soul.

করেন, এই মর্ত্যধামে, তাঁহারাই, সর্ব্বাপেক্ষা বিবেক সম্পন্ন। * ঐতরেয় আরণ্যক এতদ্দ্বারা বুঝাইয়াছেন, জীবমাত্রেই অমৃতত্বের প্রার্থনা করেনা, করিতে পারেনা, জীবমাত্রের তাহা করিবার শক্তি বা অধিকার নাই। যাঁহাদের আত্মার সমধিক বিকাশ হইয়াছে, ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকই যাঁহাদের আবির্ভূত-প্রকাশ চিত্তে প্রতিফলিত হয়, কোষাত্মক মস্তিষ্ক এবং তৎ ক্রিয়া সমষ্টিই যাঁহাদের দৃষ্টিতে ' আত্মা' (Soul) নহে, মস্তিষ্ক ছাড়া হইলেই, আত্মার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না, যাঁহাদের ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাঁহারাই অমৃতত্ব বা অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ ব্যগ্র হইয়া থাকেন। জীব কি বস্তুতঃ অমর হইতে প্রার্থনা করে? পরিবর্ত্তন প্রিয়, পরিবর্ত্তন রাজ্যের পুরাণ প্রজা, পরিবর্ত্তন ভিন্ন যে কিছুই জানেনা, 'অপরিবর্ত্তন' এই নামের সহিত পরিচয় থাকিলেও, অপরিবর্ত্তনের রূপ যাহার জ্ঞান-নেত্রে কদাচ প্রতিবিম্বিত হয় নাই, পরিবর্ত্তনকেই যে সুখ বলিয়া মনে করে, মরণকেই যে জীবন বলিয়া অবগত আছে, সে কি প্রকৃত পক্ষে অমৃতত্বের প্রার্থী হইতে পারে? তোমার এই সকল প্রশ্নের, ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি, অল্প কথায় সমীচীন সমাধান করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যু সাগরে যে জন্মিয়াছে, মৃত্যুর ক্রোড়েই যে লালিত, পালিত হইয়াছে, এই মৃত্যু সাগরের পারে কি আছে, তাহা যে জানে না, যে কখনও তাহা ভাবে না, তাহার যথার্থ অমৃতত্বের—অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারেনা। জীব কি বস্তুতঃ অমর হইতে পারে? তোমার এই প্রশ্নের শ্রুতি, শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ সংক্ষিপ্ত উত্তর নিশ্চয় পাবে। জড় বিজ্ঞান প্রবীণ, ধীমান্ হেকেল্ প্রভৃতি নাস্তিকগণ, যে সকল যুক্তি দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তিকে খণ্ডিত না করিলে, মৃত্যুর পর জীবের নাশ হয় না, জীব বস্তুতঃ মরণধর্ম্মা

---

* "ঔষধি বনস্পতয়ো যচ্চ কিঞ্চ প্রাণভৃৎ স আত্মানমাবিস্তরাং বেদৌষধি-বনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে চিত্তং প্রাণভৃৎসু প্রাণভৃৎস্বেবাবিস্তরামাত্মা তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে ন চিত্তমিতরেষু পুরুষেত্বেবাবিস্তরামাত্মা স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকা লোকৌ মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্নং অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞানং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকা লোকৌ ত এতাবন্তো ভবন্তি যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ।"—ঐতরেয়ারণ্যক

নহে, মানুষের অনন্তজীবন লাভ সম্ভবপর, এই সমস্ত বিষয়ের উপপত্তি হইবে কি ? ইতঃপর তোমার এইরূপ প্রশ্ন হইবে, কারণ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন না করিলে, স্বমত স্থাপিত হয় না।

অধ্যাপক হেকেল্ ফিজিয়োলজী, ফিজিকস্, কেমিষ্ট্রী, প্যাথোলজী প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানের প্রমাণ বলে বলী হইয়া, আত্মার নিত্যত্ব বাদের প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধীমান্ হেকেল্ মনে করিয়াছিলেন, ফিজিয়োলজী, ফিজিকস্ প্রভৃতি ভ্রমবিরহিত, ইহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা সিদ্ধ বলিয়া, তৎসমুদায় সত্য, অন্যের কথা কল্পনামূলক, পরীক্ষা সিদ্ধ নহে, সুতরাং অন্যের কথা প্রামাণিক নহে। যাহাদের অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র ছিলনা, যাহারা ফিজিয়োলজী জানিত না, ফিজিকস্ ও রসায়ন তন্ত্রের জ্ঞান যাহাদের ছিলনা, তাহাদের শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণকে কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে ? প্রত্যক্ষ সিদ্ধকে পরিহার পূর্ব্বক, কল্পনামূলক কথাকে কোন প্রেক্ষাবান্ কি প্রমাণ করিতে পারেন ? বেদের কথা, শাস্ত্রের কথা শুদ্ধ কল্পনামূলক, অথবা অভ্রান্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ মূলক ? যে প্রত্যক্ষ অতীত ও অনাগতকেও বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে সমর্থ, যে প্রত্যক্ষ স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সর্ব্ব পদার্থের অবভাসক, যে প্রত্যক্ষের এমন বিষয় নাই, যাহা জ্ঞেয় নহে, বেদের কথা, বেদ মূলক শাস্ত্র সমূহের কথা, সেই অবাধিত, সেই সার্ব্বকালিক, সেই সার্ব্বত্রিক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কিনা, আমি পরে তোমাকে তাহা জানাইব, তোমার অমৃতত্ব সম্বন্ধে আর কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, এখন তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, দুইটী প্রধান কারণ বশতঃ লোকে আত্মার অমরত্বে ও স্বর্গধামের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মৃত্যুর পর অধিকতর সুখময় জীবন পাইবার প্রত্যাশা বশতঃ লোকে আত্মার অমরত্বে ও সুখময় স্বর্গধামের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উৎসুক হয়, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত প্রিয়জনকে আর একবার দেখিবার প্রবল তৃষ্ণা নিবন্ধন, আত্মার অমরত্বে ও সুখময় স্বর্গধামের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। অধ্যাপক হেকেলের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে; মানুষ মাত্রেই কি, এই দুইটী কারণ বশতঃ আত্মার অবিনশ্বর বাদের স্থাপনার্থী, সুখময় স্বর্গধামের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইবার অভিলাষী ?

বক্তা—সুখের প্রার্থনা ও দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা কাহার না হয় ? যাঁহারা

দুর্ভাগ্য নাস্তিক, তাহারা কি সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহারকেই জীবনের প্রয়োজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না? তাঁহারা যাহা যাহা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, সুখ লাভ ও দুঃখ পরিহার নহে? অতএব অধ্যাপক হেকেল্, কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন কি? এতদ্দ্বারা কি কোন অনাবিষ্কৃত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে? স্বর্গ বলিয়া কোন সুখময় স্থান বস্তুতঃ আছে অথবা স্বর্গ কেবল বৈকল্পিক—বিকল্প বৃত্তি প্রসূত অবাস্তব পদার্থ? এই বিষয়ের অবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

আঁধারে প্রাপ্তি।

জীবনের আঁধারেতে কত সুখস্মৃতি
মধুময় ফাল্গুনের গীতি
মনে পড়ে
আজি এই বাদলেতে আষাঢ়ের ঝড়ে।
মনে হয় কথা দুটী;
পথে যেতে যেতে মোর নিয়েছে সেটুটী
পলে পলে
বেদনায় ডুবে যাই নয়নের জলে;
ভুয়ে পড়ি তারি' স্মৃতিভারে
বারে বারে,
তারি কথা অন্তরেতে জাগে
প্রাণ মন পূর্ণ করি মহা অনুরাগে।
সুদূরের ঐ বনখানি
বদনেতে তিমিরের ঘনাঞ্চলটানি,
দাঁড়ায়ে রয়েছে তীরে
গোধূলির ছায়া নামে ধীরে অতিধীরে,
এ আঁধার তমালের বনে
শুনি ক্ষণে ক্ষণে
বায়ু কাঁদে

নিবিড় তিমির সম অজানা বিষাদে।
হৃদয় বীণার তারে,
আজি হায় কে আঘাত করে বারে বারে,
এক ফোঁটা জল
ঝরিয়া পরাণ কিরে হবে না শীতল?
মোর লাগে ভাল
মরণের মত এই কাল
মেঘের বরণ
হৃদে যেন পাইয়াছি সে দুটী চরণ।
সবার আড়াল যেবা রাজে
তারে' মন মাঝে
এই মম নয়নের জলে
পাইলাম এ আঁধার আকাশের তলে,
আঁখি দিয়া দেখা এ যে নয়,
যেথা নাহি রয়
কোন বাধা চিরদিন
সেই ভূমানন্দে ভরা দেশকাল হীন
গোপন গভীর দেশে,
আজি চলি যাই ভেসে
তোমারি সকাশে
যেথা হতে পুনঃ পুনঃ বাক্য ফিরে আসে।

(বি)

জ্ঞানী না জ্ঞান বন্ধু ?

জ্ঞানী হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা কর কখন জ্ঞানবন্ধু হইও না—ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব রামকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন আরও বলিলেন অজ্ঞানী বরং ভাল কিন্তু জ্ঞান বন্ধুতা আদৌ ভাল নয়।

রাম। জ্ঞানী কাহাকে বলেন আর কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান-বন্ধু বলেন ?

বশিষ্ঠ। একটা সময় আসিবে যখন ভারতে প্রায় পণ্ডিতই জ্ঞানবন্ধু হইয়া যাইবে আর লোকের দুর্গতির শেষ থাকিবেনা। জ্ঞানবন্ধু কাহারা জান ?—(১) যাহারা শাস্ত্র পাঠ করে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে কিন্তু কদাপি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হয় না—যাহাদের শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা কিছু অর্থোপার্জ্জনের জন্য—অর্থাৎ যাহারা সাংসারিক সুখভোগার্থ অভিনেতার ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করে আর শাস্ত্র পাঠ করে তাহারাই জ্ঞানবন্ধু।

(২) শাস্ত্রাভ্যাস জন্য শাব্দ বোধ জন্মিয়াছে—কিন্তু ইহার নিয়োগ শুধু ভোগের দিকে কাজেই যে সমস্ত পণ্ডিত শাস্ত্র পড়িয়াও বৈরাগ্যাদি ফলে বঞ্চিত—যাহারা তত্ত্ব কথায় পরকে বঞ্চনা করিবার চাতুরী রূপ শিল্প কার্য্যকেই উপজীবিকা করিয়া লইয়াছে তাহারাই জ্ঞানবন্ধু।

(৩) যাহারা শাস্ত্রপাঠ করিয়া বস্ত্র ও খাদ্য পাইলেই সন্তুষ্ট, যাহারা মনে করে এই যে লোকে দেয়—ইহা শাস্ত্রালোচনারই ফলে—নটাদির ন্যায় শাস্ত্রার্থের অভিনেতৃগণকে জ্ঞানবন্ধু জানিও।

(৪) যাহারা কুলাচার মত ধর্ম্ম কর্ম্মই করিতেছে—কিন্তু কি হইতেছে কি না হইতেছে তাহাতে লক্ষ্য নাই—দোষ সমস্তই থাকিয়া যাইতেছে অথচ ধর্ম্ম কর্ম্মও (অগ্নিহোত্রাদিও) চলিতেছে ইহারাও জ্ঞানবন্ধু। এই সমস্ত লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে—এজন্য তত্ত্ব জ্ঞানের সম্ভাবনা ও আছে বলিয়া প্রথম তিন প্রকারের জ্ঞানবন্ধু অপেক্ষা ইহারা ভাল।

জ্ঞানবন্ধুর কথা বলিলাম এখন জ্ঞানী কে শ্রবণ কর।

(৫) আত্মজ্ঞানই জ্ঞান—অন্যান্য জ্ঞান জ্ঞানাবভাস মাত্র। কারণ অন্যান্য জ্ঞানে প্রকৃত সার পদার্থ ব্রহ্মানন্দরস হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ

আস্বাদন না করিয়াই কণা মাত্র বৃথা অল্পজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া সতত অসীম ক্লেশকর কার্য্যে ব্যাপৃত তাহারাও নিকৃষ্ট জ্ঞানবন্ধু।

যদি মুমুক্ষু হও তবে, জীব ও ব্রহ্ম এক—ইহার অনুভব যতদিন না হইতেছে ততদিন তোমার সন্তোষ কিছুতেই হইবেনা। এইরূপ জ্ঞানবন্ধু হইয়া বিষয় ভোগরূপ ভবরোগে সন্তুষ্ট হইওনা। ভাবিওনা যে তোমার শাস্ত্রালোচনায় বিভূতিতেই তোমার চলিতেছে।

আহা! মোক্ষলাভে যিনি অভিলাষী তাঁহার পরিমিত পথ্য ও আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ জন্য অনিন্দনীয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য—যাহার তাহার দান গ্রহণ করা উচিত নহে।

প্রাণধারণের জন্য আহার আর তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণধারণ আর পুনরায় সংসার ক্লেশে পতিত না হইতে হয় এই জনাই তত্ত্বাভ্যাস জানিও—ইহাই একমাত্র প্রয়োজন।

বিশ্বাস ভাল করিয়া করিয়াছ ত?

ইষ্ট দেবতা হৃদয়ে। তোমার, আমার, সবার ইষ্ট দেবতা—তোমার, আমার, সবার হৃদয়ে সর্ব্বদা আছেন। ইনি আবার বাহিরেও সর্ব্বত্র। ইনি আর কেহ নহেন-ইনিই "চৈতন্যং মম বল্লভং"—ইনিই হৃদয় বল্লভ চৈতন্য। স্ত্রীমূর্ত্তিতেও চৈতন্য, পুরুষ মূর্ত্তিতেও চৈতন্য, আবার প্রণব মূর্ত্তিতেও চৈতন্য—সকল মন্ত্রমূর্ত্তি-তেও এই এক চৈতন্যই বিরাজমান। তবে ইষ্ট মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন কেন যদি জিজ্ঞাসা কর—উত্তরে বলি এক সূর্য্যের ছায়া যেমন কাল জলে কাল, লাল জলে লাল, সাদা জলে সাদা সেইরূপ এক চৈতন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন মাত্র। কিন্তু প্রকাশ স্বরূপ যিনি তিনি একই। যেমন লাল, শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কাচ দেওয়া লণ্ঠনের ভিতর হইতে এক দীপালো-কেই কখন শুভ্র দেখা যায়, কখন লাল দেখা যায়, কখনও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, সেই রূপ [illegible] চিত্তে প্রতিফলিত হয়েন বলিয়া সেই একজনই [illegible]

দেখা যায়। প্রকাশ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এই চৈতন্য ইনি নিত্যই আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। ইঁহার কোন আকার নাই, ইনি নিরবয়ব সত্তা কিন্তু দেখিতে গেলেই ইনি আকারবান। যিনি ইঁহাকে যখন দেখিয়াছেন তখন আকার বিশিষ্টই দেখিয়াছেন। মানুষে ইহার মূর্ত্তি কল্পনা করেনা—মূর্ত্তি ধরিবার সামর্থ্য ইঁহার আছে। ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ। ইনি জন্মান না সত্য কিন্তু ভক্ত চিত্তে তৃপ্তি দিবার জন্য ইনি রূপ ধরেন—জগতের পাপভার হরণ জন্য ইনি "সম্ভবামাত্মমায়য়া" আত্ম মায়া সাহায্যে নিরাকার হইয়াও নরাকার হয়েন—নার্য্যাকার ধারণ করেন। এই ইষ্টদেবতা ভাল করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ত ?

এই ইষ্টদেবতা-এই চৈতন্যমূর্ত্তি জনে জনের হৃদয়ে আত্মা, ইনিই সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও বিশ্বমূর্ত্তি আবার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ করিয়া ইনি আপনি আপনি নিগুণ—আর ইনিই পটের ছবিতে, ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিতে, তীর্থে তীর্থে বহুরূপে বহুনামে ভাসেন। এই তোমার ইষ্ট দেবতা—এই সবার সব। বলিতেছি ইহাকে ভাল করিয়া বিশ্বাস ত করিয়াছ ? এই তোমার আমার সবার ইষ্ট দেবতা

স্ব মায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্টা
নভোবদন্তর্ব্বহি রাস্থিতো যঃ।
সর্ব্বান্তরস্থো চিনিগূঢ় আত্মা
স্ব মায়য়া সৃষ্টমিদং বিচেষ্ট ॥

এই আমার হৃদয় বল্লভ আপনার মায়া প্রভাবে চর অচর—স্থাবর জঙ্গম এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া আকাশের ন্যায় সকল সৃষ্টবস্তুর অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন—সকলের অন্তরে নিগূঢ় আত্মারূপে ইনিই। সর্ব্ব নর নারীর হৃদয়-বিহারী এই তোমার ইষ্ট দেবতা—বল কাহাকে তুমি ঘৃণা করিবে, কাহাকে অবজ্ঞা করিবে, কাহাকে বঞ্চিত করিবে, কাহাকে ফাঁকি দিবে, কার কাছে মিথ্যা বলিবে—আহা এইটি সর্ব্বদা যে স্মরণ রাখিতে পারে সেই ত দেবতা হইয়া যায়; ভিতরে দেবতা হইয়াও সে বাহিরে লৌকিক ব্যবহারে বহু মায়ার খেলা খেলিতে পারে—তিনি আপনি মায়া মানুষ সাজিয়া, কপট মানুষ হইয়া যেমন লৌকিক খেলা খেলেন—তুমি ও তাঁহার অনুকরণে লৌকিক খেলা খেল, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে

থাকিয়া খেলিও—তাঁর সঙ্গে খেলিও। এইটি মনে করিয়া লইয়া একান্তে ও লোক-সঙ্গের সাধনায় ইঁহার অভ্যাস কর—সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়াই থাকিতে পারিবে। কখন "তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রামত্বং পরমেশ্বর" হইয়া—তপস্যা করা, কখন—"সৌমিত্রিণা নিয়ত সেবিত পাদ পদ্মম্ চিন্তা করিয়া পাদপদ্ম সেবা ভিতরে অভ্যাস কর, কখন "রামং মম হৃদিস্থিতম্ তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্ক্ষমাণোঽত্র সংস্থিতঃ" কখন বল আমার হৃদিস্থিত তুমি—তোমার দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া এই খানে আছি—কখন বল "সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে বস রাঘব" সদা সর্ব্বদা শ্রীসীতার সঙ্গে তুমি আমার হৃদয়ে বাস কর আর—

গচ্ছংস্তিষ্ঠতো বাপি স্মৃতিঃ স্যান্মে সদা ত্বয়ি" আমি গমন করি বা উপবেশন করিয়া থাকি সর্ব্বদা যেন তোমাতে আমার স্মরণটি থাকে—আহা! তুমি ভিন্ন মানুষ যাহা দেখে, যাহা শুনে, যাহা স্মরণ করে সমস্তই অসৎ—সমস্ত স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা।

শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা।
অসদেব হি তৎসর্ব্বং যথা স্বপ্ন মনোরথৌ॥

শাস্ত্রের এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। এই ইষ্ট দেবতাকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করত? এই দেবতাই আপনি উপদেশ করেন

ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা।
ময়ি সর্ব্বাত্মকে রামে অনন্যবিষয়া মতিঃ॥

ইষ্ট আসুক বা অনিষ্ট আসুক—সমস্তই মায়িক ব্যাপার ভাবনা করিয়া "মায়া মারুত বিভ্রম" ভাবিয়া চিত্তকে সমভাবে রাখ আর—সকলের আত্মা আমার রাম সকলে এবং আমার হৃদয়েও—অন্য বিষয় ছাড়িয়া—মনটি ইঁহাতে রক্ষা কর—কোন কিছুতেই আর মনকে চঞ্চল করিওনা—অন্য কোন সঙ্কল্পে আর মনকে তোলাপাড়া করিও না—সব ভার আমার উপর দিয়া—তুমি আমাকেই ভাব—আমি আর এটা সেটা ভাবিতে পারিব না আমি রাম রাম করি তুমি যাহা ভাল তাই করিয়া দিও—এই ভাবে আমাকে লইয়া থাক—কেমন? আর যদি আমার ভক্ত কাহাকেও দেখ তবে "মদ্ভক্তায় প্রদাতব্যমাহূয়াপি প্রযত্নতঃ"—আমার ভক্তকে ডাকিয়া মৎ কৃত উপদেশ প্রদান করিবে। এই ঠাকুরকে বিশ্বাস করত? এই ঠাকুরকে "স্মৃত্বা স্মৃত্বা রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ" স্মরণ করিয়া করিয়া মনে মনে ঠাকুরকে দেখা আর রাম রাম করা ইহা অভ্যাস করত?

রামমেব সততং বিভাবয়ে
ভীত ভীত ইব ভোগরাশিতঃ।

ভোগ কোন কিছু উপস্থিত হইলেই ভয়ে ভয়ে রাম রাম করা অভ্যাস করত ? আহা ! কত সুন্দর বলত—

সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রং"

অগণিত গুণ যাঁহার—যিনি সবার আদি—যিনি সবার রক্ষক সেই রামচন্দ্রকে আমি সর্ব্ব বস্তুতে স্মরণ করিয়া সতত প্রণাম করি—

আহা ! "নিরবধি সুখমিন্দিরা কটাক্ষং" মানুষ যে তাঁহা হইতে নিরবধি সুখ লাভ করিতে পারে—আহা ! এই রাম, ইন্দিরার—লক্ষ্মীর একমাত্র কটাক্ষ স্থান, আহা ! এই ত্রিভুবন কমনীয় রূপ—এই রামই "রবিশতভাসুরমীহিত প্রদানম্" এই ত্রিভুবনৈক সুন্দররূপে শত সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল-শোভায় জগৎ আলোকিত করিতেছেন—আহা ! এই রবিতনয়া সদৃশং হরিং—যমুনা জল সদৃশ সুনীল কান্তি শোভিত শ্রীহরিকে—এই গিরিশ গিরি সুতা মনোনিবাসং—গৌরীশঙ্করের মানস মন্দিরে সদা অবস্থিত রামকে এই পরহিত নিরতাত্মনাং সুসেব্যং পরহিত কারী জন সেবনীয়—"স্মিতরুচির বিকাসিতাননাব্জং অতি সুলভং মনোহর মৃদুহাস্য বিকসিত বদন কমল—আশ্রিত জনের অতি সুলভ এই রতি পতি শত কোটি সুন্দরাঙ্গং—শতকোটি রতিপতির সৌন্দর্য্য ভূষিত—আহা ! এই ইষ্টকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করত ?

বল দেখি—ইষ্ট দেবতাকে কতটুকু ভাল বাসিয়াছ ? যদি ভাল বাসিয়াই থাক—তবে তাঁহাকে না বলিয়া, তাহাকে না জিজ্ঞসা করিয়া কোন কিছু দেখ শোন বা স্মর কিরূপে ? কিছু খাইতে যদি ভাল লাগে তবে "আর খাবনা কানাই খাবে" মনে কর কি ? শাস্ত্র বলেন

"ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্"
"তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ"

এক ক্ষণের অর্দ্ধভাগও চিত্ত যদি তোমাতে অচঞ্চল হইয়া স্থিতি লাভ করে, চিত্ত বাহিরের দিকে মুখ না করিয়া যদি উল্টাইয়া উর্দ্ধ মুখী ক্ষণকালের জন্য ও হয়, তবে লোকের অজ্ঞানের অনর্থের মূল যাহা তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়—এই ভগবানকে, সর্ব্বদা স্মরণ না করিয়া মানুষের ভব সঙ্কট পরিত্রাণের আর কিছু আছে কি ? কাল ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সে ভিন্ন আর কেহ কি

আছে ? বল না ঘোর অজ্ঞান সংসার হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে আর কে পারে ?

"পাণিভ্যাং মৎপদে মূর্দ্ধ্নি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥"
"রক্ষ মাং ঘোর সংসারাদিত্যুক্ত্বা প্রণমেৎ সুধীঃ"

ঠাকুর আপনিই বলিয়া দিতেছেন "আমি রাম—তোমার ইষ্ট দেবতা—ইষ্টদেবের চরণ যুগল নিজ পাণি যুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম" ভক্তি পূর্ব্বক ইহা ভাবনা করিয়া সুধী সাধক—সুন্দর বুদ্ধি বিশিষ্ট সাধক প্রার্থনা করিবে হে ভগবন্ আমাকে ঘোর সংসার হইতে পরিত্রাণ কর—এই বলিয়া আমাকে প্রণাম করিবে। বল দেখি এই দয়াল ঠাকুরের জন্য সব করিতে ইচ্ছা কি যায় ?

কর—একান্তের সাধনা আর বাহিরের কার্য্যে তাঁরে সর্ব্বদা স্মরিয়া স্মরিয়া কার্য্য করা। কোন কিছু করিতে হইলে তাঁর ভক্তের মত "ধ্যাত্বা রামং পরাত্মানং" হৃদয়স্থ রামকে ধ্যান করিয়া তবে কথা উচ্চারণ কর এমন কি যখন কঠিন কিছু করিতে হইবে তখন ও "ত্বমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যম্ববারিধিম্" তোমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই ক্ষুদ্র সাগর পার হইবই—শত্রুর সহিত ব্যবহারেও "রামং মনসা স্মরন্ মুহুঃ"—রামকে মনে মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া যা করিতে হয় কর।

যদি সত্যই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাক তবে তোমার কোন ভয় নাই—সেই সব করিয়া দিবে তুমি তাঁহাকে লইয়াই থাক—তাহার রূপ গুণ লীলা আর স্বরূপের চিন্তা লইয়া এই জীবনটা কাটাইয়া দাও।
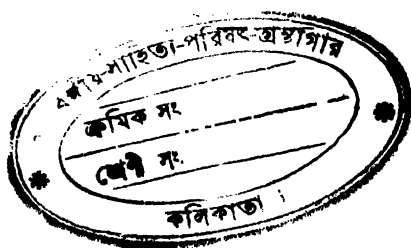
শেষ দিনে।

জীবনের শেষ দিনে যবে
ধূলা খেলা সাঙ্গ মোর হবে।
দাঁড়াইয়া ভবসিন্ধু কূলে
ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিব তোমারে ॥
পশিবে শ্রবণে মোর বাণী
বিলাপের মৃদু প্রতিধ্বনি।
আতুরের শেষ তৃষ্ণা হায়!
মিটাবে কি আসিয়া তথায় ॥
বিদায় লইবে যবে সবে
ভাই বন্ধু দারা কোথা রবে।
মরতের সকল জল্পনা
হবে তুচ্ছ অসার কল্পনা ॥
—বড় প্রিয় এ দেহ আমার
অতি-তুচ্ছ হইবে অসার?
দূর হ'তে দেখিয়া আমায়
হরি ধ্বনি করিবেক হায় ॥
পরি হরি সকলে আমারে
ফেলে দিবে অনল মাঝারে
গৃহ শূন্য পথিকেরে হায়!
পথ ভ্রান্তে কে দিবে আশ্রয় ॥
জীবনের সেই সন্ধ্যা কালে
দশ দিক্ ঘিরিবে আঁধারে।
চক্ষু মোর হবে জ্যোতি হীন
কর্ণ মোর হবে শ্রুতি হীন।
মন মোর ভয়ে ম্রিয়মান
বট পত্র সম কম্পমান।

সেই দশ ইন্দ্রিয়রূপী পাপাচারী রাবণ বলিয়া গিয়াছে, প্রাতে আমায় ভোজন করিবে—শ্রীরাম ঘরণী, রাম রাণী কি রাক্ষসের ভোগ্যা হইতে পারে? তার পূর্ব্বেই সেই চরণে মাথা রাখিয়া এ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইব,—এ অজ্ঞান পুরীতে রঘুনাথ শূন্য জীবন আর আমি রাখিব না ··

"উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা
জীবিতেন ফলং কি স্যান্মম রক্ষো হধিমধ্যতঃ।"

মরণে কৃত নিশ্চয়া মা আমার চিন্তা করিলেন। আমার মৃত্যুই তো স্থির হইল, কিন্তু কিরূপে মরিব? অহো! এই আমার দীর্ঘা বেণী? প্রভুর আদরে আদরিণী এই বেণীই আজ আমার বন্ধু হইবে।

রাম হারা রাম প্রাণা রাম রাণী তখন আপন দীর্ঘ বেণী সুদীর্ঘ অশোক পাদপ শাখায় সংলগ্ন করিলেন।

কিন্তু মা মরিতে কি পারিবে? সে কি তোমায় মরিতে দিবে? সে যে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, 'অগাধ জলধি গর্ভ আধার কন্দর' সর্ব্বত্রই যে তার দৃষ্টি প্রসারিত, তার দৃষ্টির অন্তরাল ভিন্ন মরা তো হয় না? অমৃত্যুর আশ্রিতার কি মৃত্যু থাকে? সে যে আপনি আসে, তার দূত প্রেরণ করে, আপনার তত্ত্ব আপনার মধুর লীলা গুণ শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করে, আপন জনের কাছে আপন নামাঙ্কিত অভিজ্ঞানাঙ্গুরী পাঠাইয়া আশ্বাস বাণী শ্রবণ করায়, সে, হৃদয়ে চৈতন্য গুরু রূপে থাকিয়া বিবেক জাগ্রত করিয়া বলে তুমি যার ছিলে তারই আছ, অনন্য মনে রাম রাম স্মরণ করিলে, সাধ্য কি তাকে মায়া পিশাচে মুগ্ধ করিতে পারে? কর্ম্মদোষে দুদিন রাক্ষসের মাঝে আসিয়া পড়িলে কি প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়? সে শুনাইয়া যায়, ভয় নাই, অচিরে তোমার রাম আসিয়া তোমায় উদ্ধার করিবে।

হায়! কই আমার তেমন করিয়া রাম রাম করা হইল? কই সে ব্যাকুলতা? কই সে বিষয়ে অনাস্থা? যে বৈরাগ্যে যে অনুরাগে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যের দিকে চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না? সব বিষ সম মনে হয়? কই সে তার দিকে তেমন করিয়া চাহিয়া থাকা? সেই করুণা উছলিত দয়ামান দীর্ঘ নয়নে নয়ন রাখিয়া অনুক্ষণ তার অপেক্ষায় সাধনা নিয়ে বসিয়া থাকা? কই রাম শূন্য জীবন, এখনি ত্যাগের ইচ্ছা? হায়! মা আমার চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিতেন না, আর আমি? আমি রূপ রস শব্দ গন্ধে স্পর্শের মাঝে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে নিয়ত ছুটিতেছি। তার নাম রসাস্বাদে কঠিন হৃদয় ক্ষণ

মুহূর্ত্তের জন্য যদি বিকাশিত হয়, তখনই বিষয় রাক্ষসের তাড়নায় 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম" সব শুখাইয়া যায়, আবার মায়া চেড়ীর পীড়ন! জ্বালা মালা হাহাকার অভাবে সে আনন্দের তৃপ্তি হারাইয়া যায়। এই মায়া পুরীর মাঝে থাকিয়া কি সুখে নিশ্চিন্ত মনে আমি নিদ্রা যাই, আহার বিহার বিলাসে উম্মত্ত হই? •

দশেন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ রাবণ ও তো আমায় কাম ক্রোধাদি চেড়ীর চোখ রাঙানীর মাঝে রাখিয়া দিয়াছে, ইহারা নিয়ত রাম ভুলাইয়া মায়ার অনন্ত প্রলোভনে আমায় পাতিত করে। সতত বিষয় রাক্ষসকে ভজিতে বলে। ক্রমাগত চেড়ীর পীড়নে আমিও আমায় সব হারাইয়া রাবণের বসে আসিয়া পড়ি। তাই রাম উদ্ধার করিতে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায়। কই সে 'পততি পতত্রের' আশা নিয়ে থাকা, আমার প্রতি ক্ষণের ভুলে সে আসিয়া আসিয়া অভিমানে চলিয়া যায়। •

হায়! কবে চিত্ত কাতর হইবে? কবে বুঝিবে, স্মরণ ভুলই মরণ, নিমেষের ভুলে আমার সে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? কবে চিত্ত বলিবে—আমি আমার প্রাণের ঠাকুরের স্মরণ ভুলিয়া বৃথা জীবন আর রাখিব না আমি নিশ্চয় মরিব—রাক্ষস কবলে পড়িবার পূর্ব্বেই রাম রাম করিয়া প্রাণ পাত করিব, তথাপি রাক্ষসের ভোগ্যা হইব না, তার শক্তি কি রাক্ষসে ধ্বংস করিতে পারে? আমার বড় দুষ্কৃতি তাই মায়া কারাগারের এত দাগা পাইয়াও অনন্য মনে রাম চিন্তা হয় না—আমি বড় অকৃতজ্ঞ, তাই এত দয়া পাইয়াও দয়াময়ের পরিচয় পাই না,—সেই চরণে লুণ্ঠিত হইয়া থাকি না—শোক দুঃখের আঘাতে নশ্বর জগতের সব নশ্বর জানিয়াও—সেই অবিনশ্বর আনন্দময়ের স্মরণে পূর্ণ হইতে পারি না আমি জাগিয়াছি—

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যতে যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"।

জন্ম মরণ রূপ ঘোর সংসারে পড়িয়া অবশ হইয়াও—সে নাম গ্রহণ করিলে মানুষ সদ্য সদ্য মুক্ত হয়। হায়! তবু ও আমি সেই রসময়ের নাম জপিতে জপিতে অবশ হইলাম না?

ভূমিশয্যায় পড়িয়া কাতর হইয়া রাম রাম করিলে, শরণাগতবৎসল প্রভু কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? তার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে তো কখন

রাক্ষসের হাতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না—সে যে সত্যই তখন তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহাবীরকে আমার অনুসন্ধানে পাঠাইবে, সে যে তখন সূক্ষ্ম দেহে প্রাণে আসিয়া প্রাণে বসিয়া প্রাণে আশ্বাস দিয়া প্রাণ জাগাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। আমিও তখন গগন মণ্ডলে পবন মুখে তার আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া বলিব।

"যেন মে কর্ণ পীযূষং বচনং সমুদীরিতম্"

শ্রবণে অমৃত তুল্য রাম নাম আমায় কে শুনাইয়া গেল? কবে আমার সে দিন আসিবে? যে দিন আকাশে বাতাসে পত্র পুষ্পফল জল সবাই আমায় প্রিয় নাম শুনাইবে, সবের মাঝে সবের নামের তলে সেই নামের নামীকে দেখিব? সব কর্ম্মে সব বাক্যে সব ভাবনায় তোমার স্মরণ জাগাইয়া তুলিবে, আমার আমি মুছিয়া গিয়া সব তুমি' সব তোমার হইয়া যাইবে?

জগতে সেই স্থির অকম্পিত শান্ত চলনশূন্য অপরিবর্ত্তনীয় একটি বস্তুই আছে—যাহা চলন শূন্য—সবই অস্থির সবই চঞ্চল সবই পরিবর্ত্তনশীল সব মায়া। মায়িক জগতের যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাঁহারই চিৎ প্রভা। আর সেই অকম্পিত বস্তুটিই, রাম, কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা। চঞ্চল বস্তু তাঁহারই চিৎ প্রভা। চঞ্চল দ্বারাই স্থিরের অনুভূতি হয়, আর চিত্ত স্থির হইলেই চৈতন্য দর্শন হয় রাম সঙ্গ হয়। বায়ু বিক্ষিপ্ত বারি মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ছায়া যেমন ভাঙ্গে ভাসে, বিষয় বাসনা বিক্ষিপ্ত চিত্ত রূপ বারিতে সেইরূপ চৈতন্যের ভাঙ্গা ভাঙ্গা আভা আসে তাই জীবের সে ভাঙ্গা দেখায় প্রাণ জুড়ায় না। বিষয় বায়ু শূন্য চিত্ত রূপ নির্ম্মল বারিতেই, সেই নির্ম্মল চৈতন্য চন্দ্রের পূর্ণ দর্শন হয়।

একবার সেই মায়ের "ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং' মহা প্রলয়ের রণ রঙ্গিণী মূর্ত্তি চিন্তা কর দেখি, নেতি নেতি করিয়া সব ছাড়িয়া সব ফেলিয়া ছন্দে ছন্দে আপন চিত্তকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া চল—দেখিবে, সব বাসনার বিনাশে, আপন রমণীয় দর্শন আত্মারামের মধুর দৃষ্টি তোমার নয়নে বদ্ধ হইয়াছে। আর কিছুই নাই-মহা প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সব বাসনার নিবৃত্তি হইয়াছে দৃশ্য দর্শন মুছিয়াছে—আছে মাত্র চির শাশ্বত চৈতন্য বস্তু আমার আত্মারাম—রাম। শেষে এই ক্ষুদ্র আমি তাঁর বিশাল অখণ্ড 'আমির' মাঝে হারাইয়া গিয়াছে—আছে আনন্দ। আর কিছুই নাই আছে আনন্দ স্বরূপ, খেলিবার ইচ্ছা হইলে আনন্দে স্থিত থাকিয়া আনন্দেরই খেলা। সেই স্থির শান্ত পূর্ণ বস্তুতে স্থিতি ভিন্ন মায়াপুরী হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর অন্য উপায় নাই।

গতিশীল জগতের আর সবই দুঃখের কারণ, শোক দুঃখ জ্বালা পাপ তাপ আর কি ?

ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপিণী মহাশক্তি সীতা ব্যতীত কিরূপে সেই সৎ চিদানন্দ পরম পুরুষ আত্মারামকে দর্শন করিব ? এমন করিয়া নাম সাধনা মা ভিন্ন আর কে শিখাইবে ?

এস মা ! বিদ্যারূপিণী জননি ! তোমার শ্রীমুখের রাম রাম ধ্বনি এ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিয়া অজ্ঞান কল্পনা মুছাইয়া দাও। আমার উন্মত্ত চেষ্টা, পাগলের প্রলাপ দূর করিয়া আমার জ্ঞানকে আমার ধ্যানকে তুমি প্রেরণা কর। আমার বিদ্মহে ধীমহি সার্থক হউক।

আমার অন্তরে ঐ সুকোমল অলক্তক রাগ-রঞ্জিত নূপুর—মুখর সঞ্চালনে তোমার আগমন বার্ত্তা ধ্বনিত হউক। আমার পাওয়ায়, আমার জানায়, আমায় দেখায় হয় না, তুমি আসিয়া, দেখাইয়া, শিখাইয়া, বুঝাইয়া, দিয়া যাও। শক্তিরূপিণী মা আজ তোমায় ভুলিয়া শক্তি হীনা আমি আমার চির তৃষিত দুর্ব্বল মরুময় প্রাণে শক্তি বারি সিঞ্চন করিয়া নামের বীজ ছড়াইয়া দাও, আমি নাম কল্পতরু মূলে রাঙা চরণের ছায়ায় বসিয়া নিরন্তর রাম রাম করি—ইহাই প্রার্থনা।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান্ সমস্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার মনে যে কোন দুঃখ আছে তাহা বাহিরের কোন কার্য্যে কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। মাতাকে সেই অপ্রিয় সংবাদ দিবার জন্য রাম মাতার মন্দিরে চলিলেন। শারদশশী তাঁহার আত্ম শোভা কি কখন ত্যাগ করেন ? আমাদের প্রভুও স্বভাবজ হর্ষ ত্যাগ করিলেন না। মধুর বাক্যে ঠাকুর সকলকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন; দিয়া মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য মাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ও তখন নিজদুঃখ গোপন করিয়া রামের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। ভগবানের

নিজেরত কোন দুঃখ নাই। লোকে দেখিতেছে বিপত্তি, ভগবান কিন্তু যেমন আনন্দিত সর্ব্বদা থাকেন সেইরূপই আছেন তথাপি রাজার ও মাতার প্রাণবিনাশ আশঙ্কা করিয়া রামকে যেন বিকারান্বিত করিতে লাগিল।

মহাত্মা তুলসী দাসকে কেহ কেহ বাল্মীকি বলেন। ভাষায় রাম নাম শুনাইবার জন্য স্বয়ং বাল্মীকি তুলসী তনু ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। নতুবা এক খানি পুস্তকে রাম নাম যেরূপ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এমন আর কোথাও দেখা গিয়াছে ? শ্রীচৈতন্যদেব আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার জন্য যাহা করিয়াছিলেন শ্রীতুলসীদাস তাহার কোটি অংশের এক অংশ ত করেন নাই। তথাপি এই রাম নাম আপনা হইতে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বালক বৃদ্ধ সকলকে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

বন গমন করিতে হইবে শুনিয়া রঘুপতির ব্যবহার তুলসীদাস দেখাইতেছেন।

মন মুসুকাঁহি ভানুকুল ভানু।
রাম সহজ আনন্দ নিধানু॥
বোলে বচন বিগত সব দূষণ।
মৃদু মঞ্জুল জনু বাগ বিভূষণ॥
সুনু জননী সোই সুত বড় ভাগী।
জো পিতুমাতু বচন অনুরাগী।
তনয় মাতু পিতু পোষণ হারা।
দুর্ল্লভ জননি অহ সংসারা॥
মুনিগণ মিলন বিশেষ বন
সবহি ভাঁতি ভল মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু কহরি
সম্মত জননী তোর॥

সূর্য্যবংশের সূর্য্য সহজানন্দ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে হাসলেন আর দোষশূন্য বাক্য বলিতে লাগিলেন যেন সরস্বতী স্বয়ং মৃদুমঞ্জুল বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

শুন মাতা সেই পুত্র বড় ভাগ্যবান যে পিতামাতার বাক্যে অনুরাগী। যে পুত্র পিতামাতার ভরণ পোষণ করে জননি! এই সংসারে সেই পুত্র বড় দুর্ল্লভ। আর বনগমন ? ইহাতে জননি কষ্ট কি হইবে ? বনে থাকিলেও

মুনিগণের সহিত মিলন হইবে ইহাতে ত আমার সর্ব্বতোভাবে ভালই হইবে। পিতার আজ্ঞা যাহা, তোমার আনন্দ যাহাতে মা! সে কাজে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি।

ভরত প্রাণপ্রিয় পারহিঁ রাজু।
বিধি সববিধি মোহিঁ সন্মুখ আজু॥
জো ন জাহুঁ বন ঐ সেহু কাজা।
প্রথম গণিয় মোহি মূঢ় সমাজা॥
সেবহিঁ রণ্ড কল্পতরু ত্যাগি
পরিহরি অমিয় লেহিঁ বিষমাঁগী
তেউ ন পাই অস সময় চুকাহীঁ।
দেখু বিচারি মাতু মনমাহীঁ॥

ভরত আমার প্রাণপ্রিয় ভাই সে রাজ্য পাবে বিধাতা আজ আমার প্রতি বড়ই সদয়। এমন কাজে যদি আমি বনে না যাই প্রথমেই ত লোকে আমাকে মূঢ় সমাজে গণনা করিবে—বলিবে আমি অতিশয় মূঢ়। আমি কি কল্পতরু ত্যাগ করিয়া বন্ধ্যা লতার সেবা করিব? না সুধা ত্যাগ করিয়া গরল মাগিয়া লইব? এই সুযোগ ত্যাগ করিয়া আমি তাহাও পাইবনা—মা মনে বিচার করিয়া তুমি দেখ—ঠিক দেখিবে বনগমনে আমার ঔৎসক্য কেন?

নবীন হস্তী বন্ধনমুক্ত হইলে যেমন সুখী হয় রঘুবংশ মণি রাজ্যবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছেন দেখিয়া ভিতরে বড়ই আনন্দিত হইতেছেন।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের অভিনয় বড় স্বভাব সুন্দর। পিতার আজ্ঞাপালন—অবিচারে পালন—এই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের দিকে আপনি আচরণ করিয়া শ্রীভগবান লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে রাবণ বধরূপ জগতের হিতের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন। রাবণ বিনাশ জন্য অযোধ্যায় যে হর্ষবিষাদ তাহাতে ভগবানের ক্ষোভ আর কি হইবে? তুমি আমি যে সুখ দুঃখ ভোগ করি ইহাত অজ্ঞানে। সুখ দুঃখ ত আগমাপায়ী যায় আর আসে। যাহা আগমাপায়ী তাহাইত অনিত্য তাহাই ত মিথ্যা। মিথ্যার নাশে দুঃখ কেন হইবে? যাহা নিত্য যাহা চিরদিন থাকে তাহাই ত সত্য আর সবই মিথ্যা। ভগবানের দুঃখ কি জাগতিক কোন ব্যাপারে হয়? কোন কিছুতেই যাঁর দুঃখ নাই যিনি সর্ব্বদা আপন আনন্দে আপনি ভাসিতেছেন তাঁর যে দুঃখ মত কিছু

দেখা যায় সেটা ত অভিনয় মাত্র। নতুবা খাণ্ডব দাহন কালে কত লক্ষ লক্ষ জীবকে তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন দুঃখত হয় নাই আবার মহাপ্রলয়ে সমস্ত সংহার যিনি করেন তিনি কি জীবের দুঃখে জীবের মতন দুঃখ করিবেন ? দুঃখ বলিয়া কোন কিছুই নাই যিনি ইহা জানেন তাঁহার কাছে নিজের বা অপরের দুঃখে দুঃখী অবস্থা—এটা অভিনয়।

ক্রমশঃ)

["হিন্দুর ষড়দর্শন" "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত]।

আমার কিছু হয় না কেন ?

গৃহস্থ—আমি নিত্য গঙ্গা স্নান করি, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম করি, মাছ মাংস ছাড়িয়াছি, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা করি, অবসর পাইলে ভাল কীর্ত্তন-গান শুনি, বৎসরে অন্ততঃ এক দিন মঠের একজন সন্ন্যাসীকে বাড়ীতে ভোজন করাই, মাঝে মাঝে ৺ কালীঘাটে ও ৺ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া জগদম্বার দর্শন করিয়া আসি, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন দুই ঘণ্টার জন্য সাধু-সঙ্গ করি, 'মুস্কিল-আসান বাড়ীতে আসিলে তাহাকে একটী করিয়া পয়সা দিই, আপিসে ভাল মন্দ নানা উপায়ে অর্থ উপায় করিয়া ভগবানের সংসার প্রতিপালন করি, আমার মত কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখিতে পাই, তথাপি শ্রীভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন ? আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হয় না কেন !

সাধক—হইবে কি করিয়া ? যে জিনিষগুলি থাকাতে তোমার উন্নতি বাধা পাইতেছে সেই অন্তরায়গুলি না সরাইলে তুমি 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে !

গৃহস্থ—বলুন আমার গলদ কোথায় ?

সাধক—গলদ তোমার দৃষ্টিতে। তুমি যে দৃষ্টিতে পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াও, সেই দৃষ্টিতে একবার নিজের দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি ? তুমি যে দৃষ্টিতে পরকে ঘৃণা কর, সেই দৃষ্টিতে একবার নিজের ভিতরটা দেখিয়া

নিজেকে ঘৃণা করিবার চেষ্টা কর দেখি? নিজের কল্যাণ লক্ষ্য রাখিয়া আত্ম-দোষ খুঁজিয়া বাহির কর। তুমি যদি রোগ ধরিতে পার, তোমার দোষ ধরিতে পার, রোগের প্রতিকার সহজেই হইবে। আত্ম-বঞ্চনা করিয়া তুমি এতকাল জীবন যাপন করিয়াছ, তোমার উন্নতির আশা কোথায়?

গৃহস্থ—ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য।

সাধক—বলিতেছি শোন। তোমার প্রথম মারাত্মক দোষ অভিমান। এই অভিমান হইতে দম্ভ, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া, জীবে ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি অশান্তির বীজ-স্বরূপ জঘন্য বৃত্তিগুলি অঙ্কুরিত হয়। তোমার এই সকল দোষই জন্মিয়াছে। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তাণ বলিয়া অভিমান কর। ধর্ম্মের বাহ্য-অনুষ্ঠান (যেমন গঙ্গার স্নান, ৺ কালীঘাটে গমন, নিত্য-কর্ম্ম করণ প্রভৃতি) করিয়াই তুমি তৃপ্ত। তুমি আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান কর না বলিয়াই তোমার কিছু হয় না। সপ্তাহে এক দিন কেন? প্রত্যহ সাধু-সঙ্গ করিলেও তুমি যাহা আছ, ঠিক তাহাই থাকিবে। কেন এত জোর করিয়া বলিতেছি জান? তোমার আন্তরিকতা নাই, নিশ্চয় জানিয়াছি। তুমি সাধু-সঙ্গে থাকিয়া উপদেশ শুনিলে, "অহঙ্কারের তুল্য রিপু আর নাই। অহঙ্কার থাকিতে ভগবানের দয়া হয় না। সর্ব্বদা শরণাগত ভাবে তাঁর স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে সংসারের সকল কার্য্য করিবে।" কিন্তু 'বিড়ালের আড়াই পা', বাড়ী আসিয়াই সেই সব মধুর উপদেশ ভুলিয়া যাও। তোমার অহঙ্কারাদি দুষ্প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠে। স্বভাবের দোষে তাই তুমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুত্র কন্যা জামাতা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বল, "আমি সকলকে খাওয়াচ্চি; আমার অন্ন খাইয়া সকলে বাঁচিয়া আছে।" বল দেখি, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কত অজ্ঞানী লোকের মুখে বাহির হয়! কে কাহাকে খাওয়াইতেছে—এ কথা কি কখন সাধু সঙ্গে থাকিয়া শোন নাই? তুমি যে সংসার পালনের উপলক্ষ মাত্র, তুমি যে আসল কর্ত্তা নও,—এ কথা কি তোমার শোনা নাই? চিত্তকে যতক্ষণ অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ সেই অভিমানী মন ভগবৎ উপাসনার কার্য্যে লাগে না। রাগ-দ্বেষ-যুক্ত মনে ভগবানের নাম জপ, পূজা, ধ্যান-ধারণা কিছুই ফলপ্রদ হয় না। তুমি দম্ভের অবতার। সকলেই তোমার নিন্দা করে। তোমার দোষে কেহই মনে প্রাণে তোমায় ভালবাসে না। দর্পহারী মধুসূদন কাহারও দর্প রাখেন না। তিনি অহঙ্কারী ব্যক্তিকে তাঁর কৃপায় বঞ্চিত করেন। ইতিহাসে এ সম্বন্ধে অনেক

ঘটনা আছে। ভগবান ও অহঙ্কার একাসনে হৃদয়ে বসেন না। তোমার এই অহঙ্কারই তোমার কাল-স্বরূপ হইয়া তোমার ইষ্টবস্তুকে এ যাবৎ দূরে রাখিয়াছে। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে" গীতার এই অমূল্য উপদেশ তুমি সাধু সঙ্গে অনেকবার শুনিয়াছ; তবু কি তোমার এই সাধের কর্ত্ত-সাজা বন্ধ হইয়াছে? গঙ্গাস্নানে পাপ যায় সত্য; কিন্তু তোমার প্রাণে সেই বিশ্বাস ও কাতরতা লইয়া কি তুমি গঙ্গাস্নান কর? তা যদি না কর, তবে তোমার, ও কুকুরের গঙ্গাস্নানে প্রভেদ কি? সন্ধ্যা কর সত্য; কিন্তু কখন কি প্রাণ দিয়া সন্ধ্যা মন্ত্রের অর্থ ও ভাব বুঝিয়া গায়ত্রীদেবীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছ? যদি ভাব ও তন্ময়তা না আসিয়া থাকে, তবে সারা জীবন বৃথা গায়ত্রীর নাম মুখে উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী বেদ মাতাকে বিরক্ত ও বিদ্রূপ কর কেন? উপাসনার রহস্য কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? কি কৌশলে, সন্ধ্যা জপ ও প্রার্থনা করিলে ইষ্ট লাভ হয়, তাহা জানিবার জন্য কখন কি শ্রীগুরু চরণে কাতর হইয়া ব্যাকুলতা জানায়াইছ? ৺কালীঘাটে যাইয়া মনে প্রাণে কখন কি মাকে দেখিয়াছ ও ডাকিয়াছ? প্রতিমা দেখিয়া, চিন্ময়ী মা সন্তানের কল্যাণের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন,—এ ভাব কখন কি হৃদয়ে আসিয়াছে? তুমি মাকে জড় প্রতিমা দেখিয়াছ; তিনি ও জড়ের মত তোমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন; তাই পূজা, জপ ও প্রার্থনা করিয়া ও তুমি সাড়া পাও নাই। বুঝেছ, তোমার কিছু হয় না কেন? মুস্কিল—আসানকে তুমি দেবতা বুঝিয়া ভয়ে পয়সা দাও। যিনি সর্ব্বব্যাপী বিশাল হইতেও বিশাল, অণু হইতে ও অণু, তাঁকে 'মুস্কিল-আসান' ছাড়া অন্তরে বাহিরে অপর কোথাও দেখিয়া তুমি ভীত হও না। তোমার দৃষ্টি কত সঙ্কীর্ণ বুঝিলে? নিরামিষ ভোজনে ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। তোমার রাগ, অভিমান কিছু কমিয়াছে কি? তোমার তবে হইল কি? তুমি যা করণীয়, সকল গুলিই অল্প-বিস্তর করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু প্রাণের সহিত, আন্তরিক, কর না; তাই ফল পাও না। বহুলোক আন্তরিক সাধন-ভজন করিয়া প্রাতঃ-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তুমি বা তাহাদের মত হইতেছ না কেন? তুমি রাগ করিও না!

গৃহস্থ—না, না। আপনি বলুন।

সাধক—তিনি গুরু ও শাস্ত্র মুখে তোমায় উপদেশ দিতেছেন,—'অভিমানশূন্য হও।' তুমি তাঁর আদেশ অমান্য করিয়া অহঙ্কারে 'ফুলিয়া' আছ। তুমি ধরাকে 'সরা' দেখিবে, মানুষকে 'কুকুর-বিড়াল' মনে

করিবে, আর আশা কর কি, তোমার ব্যবহারে ঈশ্বর প্রসন্ন থাকিবেন? এও কি কথন হয়? কলিযুগ পাবনাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, নিজেকে অভিমান শূন্য করিয়া হরিনাম লইবে; তবে নামের ফল শীঘ্রই পাইবে। অভিমান লইয়া নাম জপাদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার ফল পাইবে না। তুমি অভিমানী বলিয়া তোমার চরিত্রের কোন সদ্‌গুণ ফোটে নাই, তাই তোমার কিছুই উন্নতি হয় নাই। অভিমান যে কি ভয়ানক জিনিষ, তাহা বেশী আর কি বলিব? অভিমান ভগবানকে পর্য্যন্তও পর করিয়া দেয়। তিনি হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেও, এই অভিমান তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না। কারণ অভিমানের ধর্ম্মই এই, যে, সে অন্য কাহারও গুণ গ্রহণ করে না। জীবকে সে কাহারও দিকে তাকাইতে দেয় না; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণীকেও সে সমাদর করিতে দেয় না। তুমি অহঙ্কারের "গাছ" হইয়া আছ। গঙ্গা স্নানাদি কোন্ পুণ্য কর্ম্ম তোমার অভিমানী মনকে তাঁর নিকট লইয়া যাইবে? সরল ও শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। তুমি যদি অভিমান ছাড়িয়া আজ হইতে নম্রস্বভাব, সংযমী, বিনীত ও ভদ্র হও, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে, এবং অভিমান তোমায় ছাড়িয়া যতই দূরে যাইবে, তুমি শুদ্ধমন লইয়া ততই তাঁর সমীপে যাইবে এবং উপযুক্ত সময়ে তাঁর কৃপা পাইয়া ধন্য হইবে। বল, তোমার কতভাল তখন হইবে? যাঁহারা তাঁর কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পড়িলে দেখিবে, তাঁহারা অভিমান শূন্য সরল স্বভাব ছিলেন বলিয়াই আধ্যাত্মিক এতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিলে, অভিমান কত অনিষ্ট করে?

গৃহস্থ—বুঝিলাম অভিমানের এত দোষ। কিন্তু আমার কি এত বেশী অভিমান আছে? আমি বুঝিতে পারিনা, কেন লোকে আমায় দাম্ভিক বলে।

সাধক—রোগ ত ঐখানে। নিজের দোষ তুমি দেখিতে জান না বলিয়াই আত্মদোষ খুজিয়া পাও না। আত্মছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্র দেখে বলিয়াই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। তাই, সুযোগ পাইয়াও মানুষ কিছুই করিতে পারে না। তোমার দশাও তাই। তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছি, যে, তুমি দাম্ভিক, অভিমানী, অহঙ্কারী, পরশ্রীকাতর, হিংসা পরায়ণ, ক্রোধী, লোভী, কামুক, এবং নীচমনাঃ। তোমার রাগের

কথাই আগে বলি। তুমি বোধ হয় জান না, কিন্তু সকলে দেখিয়াছে যে, তুমি অত্যন্ত ক্রোধী। তোমার অতি শীঘ্র ক্রোধ জন্মে এবং ক্রোধে এত উন্মত্ত হও যে, তখন অতি প্রিয় ব্যক্তিকেও তুমি 'বাপ' বলিতে "শা—"বল। আমি তোমার ক্রোধ দেখিয়াছি। সে অতি ভীষণ দৃশ্য। তুমি সামান্য কথার ছল ধরিয়া তোমার বাড়ীর গয়লাকে ভীষণ প্রহার করিয়াছ। দর কসাকসি করিয়া গরিব কয়লাওয়ালাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া তাহার দাম কাটিয়া লইয়াছ। ডাল-ওয়ালার দাঁড়ি-পাল্লা কাড়িয়া রাখিয়া তাহাকে চক্ষের জলে ভাসাইয়াছ। টিকে ওয়ালাকে 'বাপন্ত' করিয়াছ। গাড়ীর গাড়োয়ানকে চাবুক মারিয়া আত্মসম্মান দেখাইয়াছ। দাস দাসীকে জুতা লইয়া তাড়া করিয়াছ, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিয়া প্রাপ্য মাহিনার টাকা দাবী করিতে সাহস করে নাই। তোমার স্ত্রীকে তুমি অত্যন্ত প্রহার কর এবং 'অবাচ্য কুবাচ্য বল। তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনীর ন্যায় ব্যবহার কর নাই। তাহাকে কখন ভগবানের নাম শুনাইয়া কিছু ভক্তির কথা বল নাই। তাহাকে ইন্দ্রিয়ার্থ মনে করিয়াছ বলিয়া সেও তোমায় কামদাস বলিয়া জানিয়াছে। বল, কামের সম্বন্ধমাত্র যেখানে সেখানে শান্তি পাইবে কি করিয়া? মনে দুঃখ করিও না। তোমার ভিতরটার ছবি এই।

গৃহস্থ—আজ্ঞে না দুঃখ করিব না। আমায় এত স্পষ্ট করিয়া কেহ কখন বলে নাই। আপনি আমার চরিত্রে আরও কি লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন। আমি বিচার করিতেছি।

সাধক—বড় ভাল বুদ্ধির কাজ করিতেছ। তোমার মঙ্গলের জন্য তোমায় এই সব বলিতেছি, ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই। মনে করিও না যে, তোমায় গালাগালি দিয়া লইতেছি। তুমি আমায় বড় শ্রদ্ধা কর, এই বিশ্বাসে এই অপ্রিয় কার্য্যে লাগিয়াছি। তুমি যে স্থির হইয়া তোমার দোষগুলি শুনিতেছ, ইহাতে আমি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছি ও বিস্মিত হইতেছি।

গৃহস্থ—আপনি আরও বলুন। আমার জঘন্য বৃত্তিগুলি যে আমারই এতদিন এত অনিষ্ট করিয়া আসিতেছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই।

সাধক—শোন। তুমি তোমার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যের মত গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ; সে হতভাগ্য আজ নিরুদ্দেশ। পুত্র কন্যাগণের নিকট তুমি স্নেহময় পিতার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় যম বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছ। তোমার আশ্রিত ও প্রতিপাল্য স্নেহময় কনিষ্ঠ সহোদরকে কথায়

কথায় তুমি গৃহ হইতে তাড়াইয়া দাও. সে অপমান সহ্য করিয়া তোমার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াও গৃহত্যাগ করে না, পাছে তোমার কেলেঙ্কারী পল্লীতে আরও বেশী প্রচার হয়। তুমি নিজে 'কামদাস' একথা সকলে জানে জানিয়া নিজের দোষ ঢাকা দিয়া অপরকে স্ত্রৈণ বল। তোমার স্ত্রীর শতদোষসত্ত্বেও তুমি কোন দোষ দেখিতে পাও না ; কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী লক্ষীরূপিণী বলিয়া তাহার কোন দোষ না পাইলেও তুমি কল্পিত দোষ ধরিয়া তাহাকে অপমানিত কর এবং নিরপরাধ তাহার স্বর্গীয় পিতামাকে পর্য্যন্তও গালাগালি কর। পুত্র-কন্যা ভ্রাতা প্রভৃতি তোমার আশ্রিত বলিয়া তুমি প্রত্যহ প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় তাহাদের স্মরণার্থ বলিয়া থাক, "জান, আমিই সকলকে খাওয়াচ্চি। আমার অন্নেই সকলের দেহের পুষ্টি।" তুমি গৃহপ্রবেশ করিলে বাড়ীর পোকা মাকড়টী পর্য্যন্তও সন্ত্রস্ত হয়। তুমি শান্তিময় সংসারে অশান্তির সৃষ্টি কর। তোমার ক্রোধের সময় যদি কেহ তোমার ভ্রম দেখাইয়া দেয় যে তুমি অকারণ ক্রোধ করিতেছ, তুমি তাহা সহ্য করিতে পার না। তুমি তখনই আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকারে বলিয়া থাক, "আমার মুখের উপর কথা আমার কথায় প্রতিবাদ ক'রনা! আমি সকলের চেয়ে বেশী বুঝি। আমিঅপরকে ধর্ম্মকথা শেখাতে পারি। আমার কথা বেদবাক্য। আমার বুদ্ধি ঠিকপথে চলে। তোমরা কি মানুষ? আমার আদর্শে যদি চল তবে একদিন আমার মত মানুষ হোতে পার। যাও, যাও, আমায় বুঝাইবার চেষ্টা কর না। তুমি নিজে বোঝ।" এই ত তোমার চরিত্র! আমি আর কত বলিব? তোমার ইতরের মত কাণ্ডগুলি একবার তুমি নিজেই স্মরণ করিয়া দেখ দেখি?

তোমার অভিমান খুব বেশী মাত্রায় আছে বলিয়াই তোমার ক্রোধ এত বেশী। তোমার এই দুর্জ্জয় ক্রোধের জন্য সংসারের ও পল্লীর ভদ্রলোক সকলে তোমায় "মহিষাসুর" বলিয়া বিদ্রূপ করে। ভদ্রলোক কেহই তোমার ক্রোধের সময় তোমার সম্মুখে থাকিতে চাহে না। তুমি তখন পশুর মত হইয়া যাও এবং তোমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই থাকে না। তুমি ভাদ্রবধূর পর্য্যন্ত গায়ে হাত তুলিতে যাও। স্নেহ, মায়া, দয়া, ভদ্রতা, সব তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

গৃহস্থ—কেন এমন হয়, ঠাকুর?

সাধক—তোমার চরিত্র-গঠন হয় নাই বলিয়া। সৎশিক্ষা ও সৎ সঙ্গ তুমি সময়মত পাও নাই। তুমি, সেইজন্য, মানুষ হইতে পার নাই। তুমি যে অর্থের অহঙ্কার কর, তোমার জানা উচিত, যে, কলুরও পয়সা আছে বলিয়া সে কি

আধ্যাত্মিক উন্নতির দাবী করিতে পারে? এ পথ অন্য। এ পথে পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। তুমি কপটাচারী ও মিথ্যাবাদী। তুমি অবৈধ উপায়ে অর্থউপার্জ্জন করিয়া প্রচার করিয়াছ 'ভগবানের সংসার' প্রতিপালন করিতেছ। তুমি যা সংসার করিতেছ তাহাও সকলে দেখিতেছে। দিনরাত তোমার সংসারে ঝগড়া, রাগারাগি, কান্নাকাটি, শাঁপাশাঁপি চলিতেছে। ভগবানের সংসারের লক্ষণ কি এই? সেখানে তোমার জ্বালায় সকলে কাতর হইয়া মনে মনে সদাই তোমার মৃত্যুকামনা করিতেছে, সেই সংসারকে ভগবানের সংসার বলিতে তোমার জিহ্বায় বাধিতেছে না? ভগবানের সংসার করা ত দূরের কথা, তাহার ধারণা পর্য্যন্তও তোমার আছে কি? আচার্য্য পরমহংসদেবের উপদেশ আজকাল তোমার মত অনেকেই হাটে মাঠে ঘাটে আবৃত্তি করে; কিন্তু সেই সকল তত্ত্ব-কথার ধারণা কি সকলে করিতে পারে? যাঁহারা সুকৃতিবশে তাহা পারেন, তাঁহারাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়েন; আর যাঁহারা তোমার মত ধর্ম্মের ভাণ করেন তাঁহারা তোমারই মত এই অবস্থায় পড়িয়া থাকেন তাঁদের কোনকালে কিছু হয় না। ধর্ম্মে আন্তরিকতার অভাব—এই এ কালের লক্ষণ। কপটতা করিয়া কোন যুগে কাহারও কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে? তবে ধর্ম্মধ্বজী তুমি, তোমার কিছু হইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের আদি কবিরও তোমার মত ভাব ও বুদ্ধি ছিল। রত্নাকর দস্যু বিশ্বাস করিত সংসার প্রতিপালন করিতে চুরি নরহত্যা প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ করা যায়, তাহার জন্য সংসারের কর্ত্তা একাকী দায়ী নহে। পরে তাঁহার সুকৃতিবশে ও ভগবানের কৃপায়, রত্নাকর দস্যুর সেই ভ্রম কাটিয়াছিল। তুমি চুরি করিতেছ এবং রত্নাকরের ন্যায় উল্লাস করিতেছ। পাপের চিন্তা তোমার মধ্যে আসে না। সংসার-পালন, ধর্ম্ম, মানি কিন্তু তাহার জন্য অধর্ম্ম করিতে হইবে, এ ব্যবস্থা ঋষিরা কোথায়ও দিয়া যান নাই। সুতরাং তোমার পাপ ঢাকিবার জন্য তুমি বলিতেছ 'ভগবানের সংসার করিতেছি'। তোমার এই কথাটা যে মিথ্যা কথা ও তুমি যে কপটাচারী তাহা বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ!

এখন শোন, ভগবানের আদেশ। তিনি গুরু শাস্ত্রমুখে বলিতেছেন, ধর্ম্মকে সদা অর্থ ও কামের সহিত যুক্ত রাখিতে। অর্থাৎ, অর্থ উপায় করিতে হইবে, ধর্ম্মকে অগ্রে রাখিয়া; অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, ধর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, বাদ দিয়া, কোন কামনাও করিবে না। তুমি কি শাস্ত্রের এই আদেশ কখনও শুনিয়াছ? তুমি ধর্ম্মের বাহিরের অনুষ্ঠানগুলিই কর, ভিতরের দিকে

কখনও লক্ষ্য কর নাই। কাজেই 'যেমন দক্ষিণা তেমনি পূজা'—ফলে তোমার কিছুই হয় নাই।

তুমি পরশ্রীকাতর ও অসূয়াযুক্ত। তুমি পরের ভাল ত দেখিতেই পার না, তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা যখন বিদ্বান্ ধনবান, ও যশস্বী হইয়া উঠিল, তোমার প্রাণে হিংসা জন্মিল। তাহার উন্নতিতে কোথায় তুমি গৌরব অনুভব করিবে, না, তোমার মহাদুঃখ উপস্থিত হইল। তোমার ভয় হইল পাছে তোমার মান সম্ভ্রম চলিয়া যায় ও সংসারের কর্ত্তা-পদটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাড়িয়া লইয়া নিজে কর্ত্তা হয়। যখন সকলে তাহার, মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করিত, তুমি হিংসায় জ্বলিয়া তাহার বৃথা নিন্দা করিতে। তুমি গোঁয়ার, মূর্খ দাম্ভিক ও অজ্ঞানী, তোমার ভ্রাতা ঠিক তোমার বিপরীত; সে, পণ্ডিত, জ্ঞানী, স্থির, ধীর, বিনীত ও বিচার পরায়ণ। তুমি তাহাকে মোটে আর দেখিতে পারিলে না। তুমি দিনরাত ভগবানের কাছে ও সকলের সাক্ষাতে তোমার অমন সুন্দর ভ্রাতার মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিলে। কিসে কি হয় কেহ বলিতে পারে না। তোমার বিষদুষ্ট দৃষ্টিতে পড়িয়া তোমার সেই ভ্রাতা যখন সত্য সত্যই অকালে ইহধাম ত্যাগ করিল, তখন তুমি প্রাণে শান্তি পাইলে। এই ত তোমার ভ্রাতৃস্নেহ! এই ত তোমার চরিত্রের এক অংশ! বল, বুকে হাত দিয়া বল, তোমার এই ঘৃণিত চরিত্র দেখিয়া তোমার নিজেরই লজ্জা হওয়া উচিত কি না! ভগবানের করুণা পাইবার যোগ্য পাত্র তুমি কেন হইতেছ না বুঝিতেছ? ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিয়া ভগবানের করুণা পাইবে? পাগলেও এ অসম্ভব আশা করে না।

তোমার প্রাণের কামনা—তুমি বড় থাকিবে এবং অপর সকলে হীন হইয়া দীনভাবে তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার নিকট 'কুকুর-বিড়ালের' মত ব্যবহার পাইবে। তুমি কি! যে, তোমার এত আব্দার! বল, জীবে ঘৃণা করিয়া কোন লোক কখন তাঁর কৃপা পাইয়াছে কি? তুমি যখন মানুষকে মানুষ মনে কর না, তিনিও সেইজন্য তোমায় তাঁর কৃপা পাইবার যোগ্য মনে করেন না। তাঁর সন্তানকে ঘৃণা করিয়া, দুঃখ দিয়া, তাড়না করিয়া, তাঁর প্রীতি জন্মাইবে, এও কি কখন হয়?

তোমার চরিত্রের আর একটা দিক বড় উজ্জ্বল, সেইটা বলি। তুমি কথায় কথায় সামান্য ক্রোধেই লোককে অভিসম্পাত কর। তোমার এই দুর্নাম ঘরে বাহিরে আছে। তুমি বাজার করিতে যাইলে, তোমার সঙ্গে ভয়ে কেহ দর করে

না ; পাছে কথার পিঠে কথা বলিলে, তুমি গরিব দোকানদারকে "নির্বংশ হও" বলিয়া অভিসম্পাত কর। যাহারা তোমায় জানে, তাহারা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে বিলক্ষণ ভয় করে। তুমি যে এত শাপ দিয়া বেড়াও, এটা কি তোমার চরিত্রের মহা কলঙ্ক নয়? এই;ত,তুমি;! এই ত তোমার ভিতরটা! বল, এই সব জঘন্য ব্যাপার তোমার থাকিতে, তুমি ভগবানের করুণা পাইবে কি করিয়া ?

গৃহস্থ—সত্য—সত্য—যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য। ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমার নিজের চরিত্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি বাস্তবিকই এধন্য। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের পবিত্রতা, উদারতা, ত্যাগ স্বীকার, সন্তোষ, প্রসন্নতা, ক্ষমা ও তিতিক্ষা আমার নাই। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও আচরণে চণ্ডাল,—কামান্ধ, ক্রোধান্ধ ও লোভান্ধ। বলুন, আমার উপায় কি ?

সাধক—অনুতাপ কর। গত অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুতাপ কর। তোমার রাক্ষসের মত ব্যাবহারে কত লোকের চক্ষের জল পড়িয়াছে। তোমার সেই সব অকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তুমি অনুতাপ কর; এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অবিরল ধারায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রত্যহ নিত্য কর্ম্মের আদিতে ও অন্তে শ্রীভগবানের নিকট গত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর ও কাতর ভাবে প্রার্থনা কর—"হে আমার ইহপরকালের রক্ষা কর্ত্তা! হে আমার ইষ্ট! আর আমি নিজেকে বড় মনে করিয়া অপরকে ঘৃণা করিব না। বুদ্ধির দোষে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা কর। আর তাহা করিব না। আর আমি অভিমান ও অহঙ্কারে মত্ত হইব না। আর আমি ক্রোধের বশীভূত হইব না আর আমি কামান্ধ হইয়া স্ত্রীবাধ্য হইব না। আর আমি লোভান্ধ হইব না। আমি ধর্ম্ম উপায়ে অর্থ-উপার্জ্জনে সন্তুষ্ট থাকিব। আর আমি পরস্ত্রী কাতর ও হিংসা পরায়ণ হইব না। আর আমি গুণবান্ লোকের বৃথা নিন্দা করিয়া আনন্দ লাভ করিব না। আর আমি কথায় কথায় কাহাকেও অভিসম্পাত করিব না। আর আমি মুখে ধর্ম্ম কথা বলিয়া অন্তরে পাপ পোষণ করিয়া কপটাচারী ধর্ম্মধ্বজী হইব না। আর আমি বৃথা সাধু সঙ্গ করিব না পরন্তু সাধুসঙ্গের ফল অনুভব করিতে চেষ্টা করিব। আমি আজ হইতে ইন্দ্রিয়-সংযম করিব। আমি আজ হইতে শান্ত-স্বভাব, বিনয়ী ও ভদ্র হইব। আমার 'অসুর'-জীবন ভাঙ্গিয়া 'দেবতার' জীবন গড়িয়া তুলিব। কিন্তু আমার শক্তি নাই, মনের সে বল ও বিশ্বাস নাই। আমার পরমারাধ্য ইষ্ট! তুমি কৃপা করিয়া শক্তি-সঞ্চার কর, আমার চেষ্টাকে সফল করিয়া দাও। আমি কাতর হইয়াছি আমি মর্ম্ম পীড়িত

হইয়া ডাকিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখো যেন আমার পুরুষকার ব্যর্থ-প্রযুক্ত না হয়। তুমি যে শরণাগত বৎসল! "রক্ষকঃ রক্ষকানাম্," আমি তোমার শরণ লইতেছি, তুমি আমার সকল ভার লও, আমার বুদ্ধিকে চালিত কর, আমি সুস্থ হই।' এই ভাবে প্রার্থনা কর দেখি? তোমার কিছু হয় কি না, দেখি? কত বড় মহাপাতক তুমি করিতে পার, যাহা, এই ভাবে কাতর প্রার্থনায় মুছিয়া যায় না? প্রার্থনায় সব পাওয়া যায়, এ নিশ্চয়।

গৃহস্থ—চন্দ্র, সূর্য্য,—সাক্ষী, আমি আপনার উপদেশ মত অনুতাপ ও কাতর প্রার্থনা করিব। আমি আজ হইতেই আরম্ভ করিব। আপনি আমার গুরু। আমার দৃষ্টি আপনি ফিরাইয়া আমার পরম কল্যাণ করিলেন, ইহা আমি ভুলিব না।

সাধক—সাধু, সাধু। তোমার আর ভয় নাই। তোমার শুভেচ্ছা জাগিয়াছে। পর পর সাতটী অবস্থা তোমার আসিবে। বেদের সপ্ত ভূমির প্রথম ভূমি এই শুভেচ্ছা। যদি এই কাতরতার ভাবটী জাগাইয়া রাখিয়া প্রত্যহ এই ভাবে অনুতাপও প্রার্থনা করিতে পার, যদি 'ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া' খুব সরলভাবে চলিতে পার, যদি সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ করিয়া শরণাগত বুদ্ধিতে সংসার করিতে পার তবেই তুমি সফল কাম হইবে, তোমার গতি লাগিবে এবং ভগবানের সংসার করা হইবে। অহংকর্ত্তা—জ্ঞানে ভগবানের সংসার করা হয় না। এখন বুঝিয়াছ, তোমার কিছু হয় না কেন? ভিতরের কত ব্যাপার রহিয়াছে?

গৃহস্থ—খুব বুঝিয়াছি। আপনি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বভাব-দোষে যদি আমার অভিমান জাগিয়া উঠে?

সাধক—মৃত্যুকে স্মরণ করিবে। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" মৃত্যু মাথার শিয়রে আসিয়া কেশে ধরিয়াছে, কাল পূর্ণ হইয়াছে, যাইতে হইবে,—এই ভাব হৃদয়ে জাগাইলেই ধর্ম্মাচরণ করিবার প্রবল বেগ উপস্থিত হইবে। তুমি ত অমর নও!

গৃহস্থ—আপনার আজ্ঞা বেদ বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমি মানুষ হইব। আমার বৃত্তি গুলিকে ভগবৎ-মুখী করিব।

সাধক—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এই শুভ মুহূর্ত্তে অশরীরী কত সদাত্মা শূন্য মার্গে থাকিয়া তোমার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। তুমি দেখিতেছ না; কিন্তু আমি দেখিতেছি। তুমি দেবতা সকলের উদ্দেশ্যে-ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম কর। শক্তি সম্পন্ন সাধু মহাত্মাদিগের কৃপার ভিখারী হও।

সকলের আশীর্ব্বাদে তোমার ইষ্ট লাভ হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" ভগবান্ ভক্তিরই বশ। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও ধ্যানের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তিনি লভ্য। আবার প্রণাম কর। মুদিত নেত্রে ভাবাবেশে আত্মসংস্থ হইয়া বার বার তোমার ইষ্ট মূর্ত্তিকে প্রণাম কর ও তাঁর প্রসন্নতা ভিক্ষা কর। তুমি নিশ্চয়ই জ্ঞানের নির্ম্মল আলোক পাইয়া ধন্য হইবে। যদি তুমি একনিষ্ঠ ও আন্তরিক হও, তবে আর কখন তুমি হতাশ হইয়া বলিবে না,--"আমার কিছু হয় না কেন?" ওঁ শান্তি ওঁ ॥

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল, শাস্ত্রী

রূপে ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর—

শ্রীসূর্য্যদেব বিরাট্ পুরুষের চক্ষু-স্থানীয়—বিরাট্ পুরুষ জাগরিত চৈতন্য; জাগরিত অবস্থায় আত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠিত থাকেন. এই নিমিত্ত ভগবতী শ্রুতি শ্রীসূর্য্যকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবপুঞ্জের একস্থ আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—**সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ** (ঋগ্‌বেদ-১৷৮৷৭)। এই জগদাত্মা সূর্য্যদেব যখন অমাবস্যায় চন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন বিরাট্‌দেহের শুক্রস্থানীয় চন্দ্রমা, সৌর কিরণ-মালায় আপ্যায়িত হইয়া সঞ্জীবতা লাভ করেন। অনন্তর দক্ষিণায়ণ রূপ রাত্রিতে পৃথিবীর গর্ভে চন্দ্রানুপ্রবিষ্ট ঐ সৌর কিরণ রাশি—ঐ জীবসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে বিচিত্র ওষধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব পিতাই যেমন স্বহৃদয়বর্ত্তী শুক্র-আবরণে আবৃত ও জননী গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুত্র-মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেবই বিরাটদেহের বক্ষঃস্থলবর্ত্তী চন্দ্রমার কিরণাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হন, সূর্য্যদেবই ওষধী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্নরূপে জীবের প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইনিই অন্নপতি, জলবর্ষণের কারণ বলিয়া ইনিই বরুণ, অন্নদ্বারা পার্থিব প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালক বলিয়া এই সূর্য্যদেবই প্রজাপতি।

त्रयोदशः खण्डः।

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा अथकार आत्मेहकारोऽग्निरीकारः। १। आदित्य उकारो निहव एकारो विश्वे देवा औहोयिकारः प्रजापतिर्हिंकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या, वाग् विराट्। २। अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः सञ्चरो हुप्(ं)कारः। ३। दुग्धेऽस्मै वाग् दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेदेति ॥ ৪ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः।

इति छान्दोग्योपनिषद् ब्राह्मणे प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः।

পদানুসরণী] ভক্তিবিষয়োপাসনং সামাবয়বসম্বন্ধম,, ইত্যতঃ সামাবয়বান্তর-স্তোভ-বিষয়াণি উপাসনান্তরাণি সংহত্যান্যুপদিশ্যন্তে হনন্তরম্ তেষাং সামাবয়বসম্বন্ধত্বা বিশেষাৎ। অয়ংবাব অয়মেব লোকঃ হাউকারঃ স্তোভঃ রথন্তরে সাম্নি প্রসিদ্ধঃ। 'ইয়ং বৈ রথন্তরম্' ইত্যস্মাৎ সম্বন্ধ সামান্যাৎ হাউকারঃ স্তোভো হয়ংলোক ইত্যুপাসীত। বায়ুর্হাই-কারঃ, বামদেব্যে সামনি হাইকারঃ প্রসিদ্ধঃ, বায়্বপ্ সম্বন্ধশ্চ বাম-দেব্যস্য সাম্নো যোনি রিত্যস্মাৎ সামান্যাৎ হাইকারং বায়ুদৃষ্ট্যা উপাসীত। চন্দ্রমা অথকারঃ চন্দ্রদৃষ্ট্যা অথকার মুপাসীত। অন্নেহীদং স্থিতম্; অন্নাত্মাচন্দ্রঃ। থাকারাকার সামান্যাচ্চ। আত্মা ইহকারঃ ইহেতি স্তোভঃ, প্রত্যক্ষোহ্যাত্মা ইহেতি ব্যপদিশ্যতে, ইহেতিচ তৎসামান্যাৎ। অগ্নিরীকারঃ ঈ-নিধনানি চাগ্নেয়ানি সর্ব্বাণি সামাণি। ইত্যতস্তৎ -সামান্যাৎ। ১। আদিত্য উকারঃ উচ্চৈরূর্দ্ধং সন্ত মাদিত্যং গায়ন্তীতি উকারশ্চায়ং স্তোভঃ আদিত্য-দৈবত্যে সাম্নি স্তোভইতি আদিত্য উকারঃ। নিহব ইত্যাহ্বানং একারঃ স্তোভঃ, এহীতি চাহ্বয়ন্তীতি তৎসামান্যাৎ। বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ বৈশ্বদেবে সাম্নি 'ঔহোয়ি'ইতি স্তোভস্য দর্শনাৎ। প্রজাপতির্হিঙ্কারঃ অনিরুক্ত্যাৎ, হিঙ্কারস্যচাব্যক্তত্বাৎ (অনিরুক্তঃ প্রজাপতিরব্যক্তশ্চায়ং হিঙ্কারইতি)। প্রাণঃ স্বরঃ স্বরইতি স্তোভঃ প্রাণস্য স্বরহেতুত্ব সামান্যাৎ। অন্নং যা, যা ইতি স্তোভঃ অন্নং; অন্নেহীদং যাতি ইত্যত স্তৎ সামান্যাৎ। বাগিতি স্তোভো বিরাট্, অন্নং দেবতা বিশেষো বা, বৈরাজে সাম্নি স্তোভ-দর্শনাৎ। ২। অনিরুক্তঃ-অব্যক্তত্বাৎ ইদং চ ইদঞ্চেতি নির্ব্বক্তুং ন শক্যতে ইত্যতঃ সঞ্চরো বিকল্প্যমান-স্বরূপ ইত্যর্থঃ। কোহসৌ? ইত্যাহ ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ হুপ্ (ং) কারঃ। অব্যক্তোহি অয়ম্, অতোহনিরুক্ত বিশেষ এবোপাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৩।

স্তোভাক্ষরোপাসনা-ফলমাহ—দুগ্ধে অস্মৈ বাক্ দোহমিত্যাদ্যুক্তার্থম্। য এতামেবং যথোক্ত-লক্ষণাং সাম্নাং সামাবয়ব-স্তোভাক্ষর-বিষয়াম্ উপনিষদম্ দর্শনং বেদ, তস্য এতৎ যথোক্তং ফলমিত্যর্থঃ। দ্বির-

ন্যাসো হধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। সামাবয়ব-বিষয়োপাসনাবিশেষ-পরিসমাপ্ত্যর্থ ইতি শব্দ ইতি।

বঙ্গানুবাদ] সামাবয়বে সংবদ্ধ বলিয়া ইতঃ পূর্ব্বে ভক্তি (সাম-ভাগ) বিষয়ক উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে; সম্প্রতি সেই সামাবয়বে সম্বন্ধযুক্ত স্তোভ (গান সাধক—নিরর্থক শব্দ) সমূহের উপাসনা-প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

এই পৃথিবী লোকই 'হাউ' এই স্তোভ। (রথন্তর-সামে প্রসিদ্ধ 'হাউ' এই স্তোভকে পৃথিবী বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে) (এইরূপ) বায়ুই 'হাই'কার, বামদেব্য সামস্থিত 'হাই' এই স্তোভকে বায়ু মনে করিয়া উপাসনা করিবে।) 'অথ' এই স্তোভকে চন্দ্রমা দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। আত্মাই 'ইহ'কার, (অর্থাৎ 'ইহ' এই স্তোভকে আত্মা দৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। আদিত্য (ই) উকার—উকারকে আদিত্য বোধে উপাসনা করিবে। 'এ' এই স্তোভটি নিহব—বা আহ্বান সূচক; আহ্বান কার্য্যে 'এহি' এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, 'এ' এই স্তোভটি 'এহি' এই ক্রিয়া পদেরই আদ্যাক্ষর মাত্র, সুতরাং ইহা আহ্বানদ্যোতক। 'ঔহোয়ি' এই স্তোভটিই বিশ্বদেবগণ (অর্থাৎ বৈশ্বদেব সামে 'ঔহোয়ি' এই স্তোভটি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং 'ঔহোয়ি' এই স্তোভটিকে বিশ্বদেব জ্ঞানে উপাসনা করিবে) প্রজাপতি (ই) হিঙ্কার, (প্রজাপতি স্বয়ং অনিরুক্ত; অন্যান্য দেবতা যেমন নামে ও কার্য্যে নিরুক্ত হইয়াছেন, প্রজাপতি সর্ব্বাত্মা, তিনি নামে ও কার্য্যে সেরূপ নিরুক্ত নহেন, এদিকে হিঙ্কার অব্যক্ত, সুতরাং হিঙ্কারকে প্রজাপতি মনে করিয়া উপাসনা করিবে) প্রাণ (ই) 'স্বর' এই স্তোভ। প্রাণ, কণ্ঠোদিত স্বরের কারণ, সুতরাং 'স্বর' এই স্তোভটিকে প্রাণ মনে করিয়া উপাসনা করিবে। 'যা' এই স্তোভটি অন্ন স্বরূপ ('যা' ধাতু-নিষ্পন্ন 'যাতি' এই ক্রিয়া পদের অর্থ গমন অন্নের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব যা এই স্তোভটীকে অন্ন দৃষ্টিকে উপাসনা করিবে। বাক্‌ এই স্তোভটি বিরাট্‌ বৈরাজ (বিরাট দেবতা-অধিষ্ঠিত) সামে 'বাক্‌' এই স্তোভটি পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং 'বাক্‌' এই স্তোভটিকে বিরাট স্বরূপ

চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে) আর ত্রয়োদশ স্তোভ এই 'হুং'কার অনিরুক্ত বা অব্যক্ত, ইহা সঞ্চর অর্থাৎ 'ইহা কি ইহা, অথবা উহা' এইরূপ বিকল্পের বিষয়ীভূত, সুতরাং সঞ্চর বা বিকল্পিত রূপেই ইহার উপাসনা করিবে।

(স্তোভাক্ষর সমূহের পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনার ফল নির্দ্দেশ করা হইতেছে—) বাকের যাহা দোহ বা দুগ্ধ, অর্থাৎ বাগ্‌দেহের যাহা সারাংশ, বাক্ তাহা দোহন করেন; এইরূপ উপাসক অন্নবান্ বা প্রভূত অন্নশালী ও অন্নাদ বা অন্নভোজন-সমর্থ হইয়া থাকেন।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আপনি বলিলেন—স্তোভাক্ষর সমূহ নিরর্থক শব্দ মাত্র, কিন্তু এই নিরর্থক শব্দ সমূহের প্রত্যেকটিরই উচ্চারণের প্রভূত ফল শ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। এইরূপ ফল কীর্ত্তন শ্রুতি আরও একবার করিয়াছেন তাহা তৃতীয় খণ্ডে; যেখানে 'উদ্‌গীথ' এই শব্দের 'উৎ' 'গী' 'থ' এই প্রত্যেকটি অবয়বকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে উপাসনা করিবার উপদেশ আছে, সেই স্থানে একবার এইরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে—যাহা আপাততঃ নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভগবতী শ্রুতি তাহারই উপাসনায় এইরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নিরর্থক বা অস্ফুটার্থক শব্দের উপাসনায় এরূপ ফল হওয়ার কারণ কি?

আচার্য্য] বৎস, অর্থ প্রতিপাদনের জন্যই শব্দের উৎপত্তি। ক্ষুদ্র ও বিরাট্ এই দ্বিবিধ জীবের মূলাধার হইতে এই যে আগ্নেয় শক্তি বাক্ প্রাণদেহে সম্মিলিত হন, এবং 'পরা' 'পশ্যন্তী' ও 'মধ্যমা' রূপে পরিণতি লাভ করিতে করিতে পরিশেষে 'বৈখরী' অবস্থায় উপনীত হয়েন, বাঙ্ময়ী-আগ্নেয় শক্তির এই আড়ম্বর নিরর্থক হইতে পারে না। ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোন কোন শব্দ অর্থশূন্যও আছে যেমন 'তু' 'হি' 'চ' ইত্যাদি শব্দ যখন শ্লোকের পাদ পূরণে ব্যবহৃত হয়, তখন

ইহা নিরর্থক, কিন্তু উহাও নিষ্প্রয়োজন নহে—চতুষ্পদী বা ত্রিপদী বাকের পাদ পূরণেই তাহার প্রয়োজন। আবার কতগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বর্ণাত্মক শব্দের অনুরঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সঙ্গীতে 'স' 'ঋ' 'গ' 'ম প্রভৃতি সপ্তস্বর এবং প্রত্যেক স্বরের সূক্ষ্ম অংশ স্বরূপ শ্রুতি। সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বরাত্মক ধ্বনি সমূহ সঙ্গীতের মূল শব্দকে অনুরঞ্জিত করিয়া পরোক্ষ রূপে অর্থকে উপকৃত করে, উচ্চারয়িতা ও শ্রোতার চিত্তকে অনুরঞ্জনা দ্বারা অর্থানুরক্ত করিয়া থাকে, ইহাই 'স' 'ঋ' 'গ' 'ম' প্রভৃতি সপ্তস্বর ও তদীয় শ্রুতি-সমূহের প্রয়োজন। অতএব বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ স্থান বিশেষে নিরর্থক হইলেও নিষ্প্রয়োজন নহে। আলোচ্য 'স্তোভ' সমূহ ও বৈদিক সঙ্গীতেরই অঙ্গ বিশেষ। গান যোগ্য ঋক্‌কেই 'সাম' বলে। এই গেয় সাম যখন স্বর সংযোগে গীত হয়, তখন এই স্তোভ নিচয় উচ্চারিত হইয়া থাকে, 'স' 'ঋ' 'গ' 'ম' প্রভৃতি স্বর সমূহ যেমন কতগুলি শব্দকে বিভিন্ন রূপে স্পন্দিত করিয়া সঙ্গীতে পরিণত করে, এবং গায়ক ও শ্রোতার চিত্তকে অর্থানুরক্ত করে, তদ্রূপ এই স্তোভনিচয় নিরর্থক হইলেও সঙ্গীতের অপূর্ণ অবয়বের আপূরণ করিয়া ইহা উদ্‌গাতার চিত্তকে অর্থানুরক্ত করে, তত্তৎকর্ম্মের ফল নিষ্পাদনের নিমিত্ত অপূর্ব্ব উৎপাদন করে। পূজ্যপাদ আনন্দগিরি বলেন—ঋগক্ষরাণি গীয়ন্তে তদ্‌ব্যতিরিক্তানি বাচাশূন্যানি গীতিসম্বন্ধার্থানি স্তোভাক্ষরাণি পরিভাষ্যন্তে, তানিচ কর্ম্ম পূর্ব্ব নির্ব্বৃত্তিদ্বারেণ ফলবত্ত্বাদুপাস্যানি। (ঋকের অক্ষর সমূহ স্বর সংযোগে গীত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ ঋকের সহিত সংযোজিত হইলেও যাহা ঋক্ নহে, ঋক্ ভিন্ন, এমন বাচ্য বা অর্থশূন্য স্তোভাক্ষর সমূহ গান কালে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহারা কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য অপূর্ব্ব (শুভাদৃষ্ট) উৎপাদনে সহায়তা করে, অতএব স্তোভ কীর্ত্তন বিফল নহে,— সফল ; এই নিমিত্ত এই স্তোভাক্ষর সমুহের উপাসনা করা আবশ্যক)।

আলোচ্য শ্রুতিতে যে ত্রয়োদশ প্রকার স্তোভের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সামে অনুস্যূত। যেমন 'রথন্তর' সামে 'হাউ' এই স্তোভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ বামদেব্য-সামে 'হাই' স্তোভ,

ইত্যাদি। এই স্তোভ সমূহ সেই সেই মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতার অনুরঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সুতরাং 'হাউ' কথাটি কীর্ত্তিত হইয়া উদ্‌গাতার চিত্তকে পৃথিবী দেবতায় অনুরক্ত করে, 'হাউ কারের' এই সামর্থ্য অধিগত হইয়া যাঁহারা হাউ কারকেই পৃথিবী দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, এবং অবশিষ্ট গেয় শব্দ সমূহ দ্বারা অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক সেই পৃথিবী দেবতারই স্তব করিয়া থাকেন, তাহারা শ্রুতি-রহস্যের সহিত পরিচিত বলিয়া বাগ্‌দেবীর অধিকতর করুণা ভাজন হইয়া থাকেন। যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থশূন্য, উপাসক কোথাও ভাবনা বলে কোথাও শ্রুতিকথিত বিজ্ঞান সাহায্যে সেখানেও অন্যের অজ্ঞেয় রহস্য বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমধিক ফললাভ যুক্তিযুক্ত-সমীচীন। 'উদ্‌গীথ' উচ্চারণ করিলে তোমার বুদ্ধি যেখানে সাধারণ পরিচয়ে সামাংশ বিশেষ বুঝিয়া থাকে, শ্রৌতবিজ্ঞানসম্পন্ন উপাসক তথায় 'উৎ' 'গী' ও 'থ' এই প্রত্যেকটি অবয়বের মধ্যে প্রভূত সৌন্দর্য্য ও শক্তি সম্পন্ন অর্থান্তর প্রত্যক্ষ করেন, ফলে সেই সেই অবয়ব-মণ্ডিত অবয়বী, তাহার নিকট বাক্যের সার অভিধেয় রূপে প্রতিভাত হয়েন, তিনি অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয়া থাকেন।

শ্রীরাম প্রেস—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমতিলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

ওঙ্কার-পিঞ্জর-শুকীম্ উপনিষদুদ্যান-কেলী কল কণ্ঠীম্।
আগম-বিপিন-ময়ূরীম্ আর্য্যামন্তর্বিভাবয়ে গৌরীম্॥

জগজ্জননি, তুমি প্রণব পিঞ্জরে শুকী, উপনিষদ্ উপবনে কেলী—পরায়ণা কলকণ্ঠী তুমিই, আগম-বিপিনে তুমি ময়ূরী, তুমি আর্য্যা, তুমি গৌরী; আমি অন্তরে তোমায় ভাবনা করি।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, কুমার, কুমারী তোমারই লীলা বিভূতি, জরাজীর্ণ দেহে দণ্ড-হস্তে গমন কর তুমিই, জন্ম-লীলায় তুমি বিশ্বতো-মুখী—সাজিয়াছ।

শ্রুতি মুখে তুমিই বলিয়াছ—

মনোঽস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা। শুনিয়াছি—এই যে আমার আত্ম-বিস্মৃত মন, ইহা তোমারই সংক্ষিপ্ত হিরণ্যগর্ভ-মূর্ত্তি; এই পরাবাক্—এই উপনিষদ্দেবী তাঁহারই জায়া, আর আমার এই প্রাণবর্গ তোমারই সন্তান। সন্তানের এ আয়োজন তোমাদেরই জন্য। তোমরা আবার এই ব্রহ্ম পুরে তোমাদের লীলাকুঞ্জে মিলিত হও, তোমাদের চির বিরহখিন্ন সন্তান সে অপূর্ব্ব সুষমাদর্শনে আপ্যায়িত—কৃতার্থ হউক।

'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণ শ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথোবল মিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি'।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
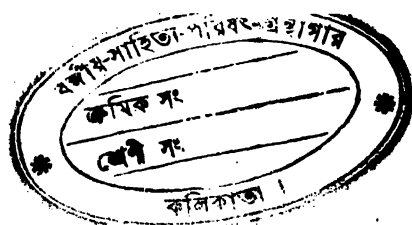
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥ ১
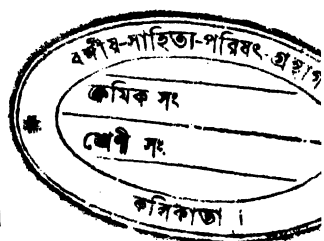
১৮শ বর্ষ } সন ১৩৩০ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অযোধ্যায় হাহাকার।

কা শুনাই বিধি কা শুনাবা।
কা দিখাই চহ কাহ দিখাবা॥
নগর ব্যাপী গই বাত সুতীচ্ছী। [তৎক্ষণাৎ]
ছুবত চঢ়ী জনু সব তনু বীচ্ছী॥ [বিছুটী]

গত দিবস রজনী ধরিয়া অযোধ্যা কি দেখিল আর কি শুনিল? আর আজ? বিধাতা কি শুনাইয়া আবার কি শুনায়? কি দেখাইয়া আবার কি দেখাইতে চায়?

রাম ছত্র চামর বিসর্জ্জন দিলেন, অভিষেক অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন, অনুচরদিগকে বিদায় দিলেন তুমি আজও ভাবনায় ইহা করিতে দেখিয়া হৃদয়ে কি অনুভব কর? আর যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিলেন তাহাদের হৃদয় কি করিয়া উঠিল?

পুরুষ ব্যাঘ্র কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন—রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাহিরে আসিয়াছেন আর অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক দিগের মহান্ আর্ত্তনাদ উঠিল।

সেই ক্ষণেই সংবাদটা নগরব্যাপী হইয়া গেল আর বিছুটীস্পর্শে শরীর যেমন জ্বলিতে থাকে অযোধ্যাতে সেইরূপ একটা জ্বালা উঠিল। অযোধ্যার নরনারী দাবানল স্পর্শে তরুলতা যেমন করে সেইরূপ করিতে লাগিল।

যো য়হ শুনৈ ধুনৈ শির সোই।
বড়্ বিষাদ নহিঁ ধীরজ হোই॥

যে ইহা শুনে সেই শির ধুনিতে থাকে; সেই বিষাদে ডুবিয়া যায় কাহারও আর ধৈর্য্য রহিলনা। যেই শুনে তারই মুখ শুকাইয়া যায়, নেত্রে অশ্রুধারা বয়। মনে হয় করুণারসৈন্যদল বুঝি অবধপুরে আসিয়া পৌছিয়াছে। রাজার মহিষীগণ বিবৎসা ধেনুর মত বিলাপ করিতেছেন। হায়! রাম আজ কোথায় চলিল? যে রাম আমাদের গতি, আমাদের আশ্রয়, আমাদিগের বড় ভরসার স্থল সে রাম কোথায় যাইবে? যে রাম আমাদের সকলকে কৌশল্যার মতন দেখেন, সে রাম আজ বনে যাইবে? হায় আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি স্বামী রামকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবলোক বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহিষীগণের উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনধ্বনি রাজার কর্ণে আসিতেছে আর রাজা ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

যেখানে সেখানে মানুষ রাজার নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলিল রাজা অবিচারে কুমতিকে বর দিয়া কি সর্ব্বনাশই করিলেন। অবলার বশে আসিয়া রাজার সব গুণ নষ্ট হইল। কেহ কেহ রাজাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ জানিয়া কোন দোষ দিল না। কেহ বলিতে লাগিল ভরতের জন্য কৈকেয়ী রামকে বনে দিতেছে ভরত কিন্তু কখনই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ ভরতের রাজ্যগ্রহণ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিল না উদাসীন রহিল। কেহ বা বলিতে লাগিল ভরত রামকে বনে পাঠাইয়া রাজা হইবে এ কথা যে মনে ভাবে তার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে রাম যে ভরতের প্রাণপ্রিয়।

সুকৃত জাই অস কহত তুম্ভারে।
রাম ভরত কহ প্রাণপিয়ারে॥
চন্দ্র চুবই বরু অগ্নিকণ
সুধা হোয়ি বিষতুল।
স্বপনেহু কবহু না করহিঁ কছু
ভরত রাম প্রতিকূল॥

চন্দ্র হইতে অগ্নিকণা ক্ষরণও সম্ভব, অমৃতের বিষ হইয়া যাওয়াও সম্ভব, কিন্তু স্বপ্নেও ভরত কখন রামের প্রতিকূলাচারণ করিবেননা ইহা নিশ্চয়।

হায়! বিধাতা একি করিলে? আগে অমৃত দেখাইয়া তাহাকেই বিষ করিলে?

অযোধ্যা পুরীতে বড়ই গোলমাল উঠিল। সবাই শোক করিতেছে। কাহারও আর উৎসাহ নাই। দুঃসহ দুঃখে সকলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত কৈকেয়ী দেবীর সখীত্ব ছিল। সখী কৈকেয়ীকে কত বুঝাইল কিন্তু "বচন বাণ সম লাগহিঁ তাহি" কিন্তু উপদেশ বাক্য বাণের মত কৈকেয়ীর হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। কৈকেয়ী গুরুজীর গড়া কিছুতেই কিছু হইবার নয়। সখী বলিল—

ভরত ন মোহিঁ প্রিয় রাম সমানা।
সদা কহহু য়হ সব জগ জানা॥

সখি! তুমি যে সদাই বলিতে ভরতও আমার রামের সমান প্রিয় নয় একথা যে সবাই শুনিয়াছে।

করহু রাম পর সহজ সনেহু।
কেহি অপরাধ আজু বন দেহি॥

সই! আমরা ত দেখিয়াছি রামকে তুমি অকপটে ভাল বাসিতে তবে ভাই আজ কোন অপরাধে রামকে বনে পাঠাইতেছ? তুমি ত সপত্নী বিদ্বেষও কখন কর নাই। সবাই জানে তাদের উপরেও তোমার প্রীতি। কৌশল্যা এমন তোমার কি অনিষ্ট করিল যে তুমি অযোধ্যার উপরে এই বজ্রাঘাত করিতেছ?

রামকে যে বনে দিবে সীতা কি রাম সঙ্গ ত্যাগ করিবে? না লক্ষ্মণ আর অযোধ্যায় থাকিবে? রাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যা ছাড়িলে রাজা কি বাঁচিবেন? আর ভরত কি এই সকল দেখিয়াও রাজ্য ভোগ করিবে?

দেবি! এই সব বিচার কর। রোষ ত্যাগ কর দারুণ কুলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইওনা।

ভরতের জন্য রাজ্য চাও ক্ষতি নাই কিন্তু ভাই! রামকে বনে দিওনা। আহা! রাম আমাদের কখন রাজ্য ভোগ চাননা। আহা রাম যে পরম ধার্ম্মিক—রাম যে বিষয় বাসনা হীন। বরং রামকে গুরুগৃহে পাঠাও। রাজার কাছে এই চাও।

ভাই! তুমিই বল রামের মত পুত্রের যোগ্য কি বনবাস? তুমি ইহার কারণ যদি হও তবে যে লোকে তোমায় বড় উপহাস করিবে। আমার মনে হয় তুমি ভাই! এটা পরিহাস করিয়া বলিয়াছ। বল বল সত্য করিয়া বল তুমি কি ইহা সত্যই বলিয়াছ? আমি যে তোমাকে জানি। আমি ত এইকথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। উঠ উঠ যাহাতে তোমার কলঙ্ক না হয় আর অযোধ্যায় এই হাহাকার আর না হয় তারই উপায় কর। কৈকেয়ি! কুল রক্ষা কর। রামকে ফিরাইয়া আন। এখন নূতন চাল চাল।

সূর্য্য শূন্য দিন, চন্দ্র শূন্য রাত্রি আর প্রাণশূন্য শরীর—ইহাও যেমন রাম শূন্য অযোধ্যাও যে তাই হইবে—ঠাকরুণ! এইটি তুমি বুঝিয়া দেখ।

সখী কত কথাইত বলিল। কিন্তু কে শুনিবে সে কথা? কৈকেয়ী কোন উত্তর করিল না। ক্ষুধিত বাঘিনী মৃগকে যে ভাবে দেখে সেই ভাবে কোপ দৃষ্টিতে বাঘিনী সখীর দিকে চাহিল। ব্যাধি দুঃসাধ্য জানিয়া সবাই বলিয়া গেল "মন্দ অভাগী" "কুচালিনী" "শতেক খোয়ারী" বলিয়া কতই গালাগালি দিল। কৈকেয়ী কিছুতেই নরম হইল না।

অযোধ্যায় আজ একি হইল? অন্য লোকে রঘুমণিকে কল্পনায় ভাবনা করে কিন্তু অযোধ্যা যে কমল পলাশ নয়ন যুগলে সুশোভিত সেই সুখ প্রসন্ন বদনে মোহন হাস্য স্বচক্ষে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে ভরিতা হইত, সেই অযোধ্যা আজ থাকিবে কিরূপে? আহা! সেই সদা প্রফুল্ল মুখকমল, চূর্ণ কুন্তলে পর্য্যাকুল হইয়া বিকসিত হইতে যে দেখিয়াছে সে কেমন করিয়া প্রাণে বাঁচিবে? অযোধ্যার নর নারী অহরহঃ রাম দর্শন করিত তথাপি নয়ন ত পরিতৃপ্ত হইত না। রাম দর্শনে তৃপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বর্ষায় প্রথমে শুভ্র বৃহৎ মেঘবেষ্টিত একখণ্ড স্নিগ্ধশ্যাম মেঘ —এরূপ দেখিয়া কার তৃপ্তি হয়? যত দেখ ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই বক্ষ সাক্ষাৎ রাম রাণীর নিকেতন; সেই মুখ মণ্ডল, নয়ন দ্বারা সৌন্দর্য্য পান করিবার পাত্র স্বরূপ; সেই বাহু যুগল লোকপালগণের আশ্রয় ভূত, সেই চরণ যুগল ভক্তগণের অবলম্বন স্বরূপ। আহা! রামরূপ যাহারা যত দেখিত ততই তাহাদের দর্শন লালসা বাড়িয়া যাইত। যে অযোধ্যা সেই বৈকুণ্ঠনাথের পাদপদ্মকেই আত্যন্তিক শরণরূপে স্থির করিয়াছিল সে আজ রাম বিরহ সহিবে কিরূপে? ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ ও পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত চরণচিহ্ন যার অঙ্গের আভরণ ছিল সে চরণচিহ্ন বক্ষে না ধরিতে পারিলে অযোধ্যায় আর কি শোভা থাকিবে? রাম

যখন স্বীয় চরণ কমলের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে অযোধ্যার বক্ষঃস্থল চিহ্নিত করিয়া চলিয়া যাইতেন তখন নবোদ্গত দূর্ব্বাদিচ্ছলে যে অযোধ্যার অঙ্গে রোমোদ্গম হইত সেই অযোধ্যা আজ কি করিবে ? আহা! মধুসূদনের শ্রীচরণোদ্ধূত ধূলি পটলে যে অযোধ্যার মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত আজ তাহা বিষাদে মলিন হইয়া গেল। আর সরযূ কি আর সেই চলৎকণৎ কঙ্কণ নূপুরের, সেই মঞ্জীর ধীর ধ্বনির প্রবাহ তুলিয়া তেমনি করিয়া চলিতে পারিবে ? আবার কবে সেই তুলসী শোভিত রাম চরণ রেণু সংযোগে ইহার পবিত্র বারি, সকলকে অন্তরে বাহিরে পবিত্র করিবে ? অযোধ্যা শ্রীহীনা হইতেছে, নরনারী বৃক্ষলতা আকাশ বায়ু সবাই যেন অন্তরের অন্তরে হাহাকার অনুভব করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নির্ব্বাসন সংবাদ।

"কৌশল্যাপি হরেঃ পূজাং কুরুতে রাম কারণাৎ"

আধ্যাত্মরামায়ণ।

এমন কি কাহারও হয় যেমন কৌশল্যার হইয়াছিল ? এমন করিয়া রামের মা হওয়াই বা কার ভাগ্যে ঘটে আর এমন করিয়া রাম রাম বলিয়া কাঁদাই বা কার ভাগ্যে যুটে ?

দেবী কৌশল্যা নিত্য ব্রত পরায়ণা। যাঁহাদের ভাগ্য বড় উত্তম তাঁহারাই সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া দিন কাটাইবার অবসর পান। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষীর এ অবসর থাকিবে না কেন ? দেবী দেবপূজা, যজ্ঞ, দান, উপবাসাদি সাত্ত্বিক কার্য্য লইয়াই থাকিতেন। প্রতিদিনের অধিকাংশ সময়ই দেবতার কার্য্যে কাটিত, আজ ত রামের অভিষেকের দিন।

পুত্র হিতৈষিণী রাণী কৌশল্যা রাত্রিতে সমাহিতা থাকিয়া আজ প্রভাতে বিষ্ণু পূজা করিতে মন্দিরে গিয়াছেন।

সা ক্ষৌম বসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রত পরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতিস্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃত মঙ্গলা॥

নিত্য ব্রত পরায়ণা লোকমাতা ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়াছেন। প্রাণের আনন্দ শ্রীমুখ মণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃতমঙ্গলা দেবী পূজা সমাপন করিয়া ঋত্বিক দ্বারা মন্ত্রানুসারে তখন অগ্নিহোত্র হবন করিতেছিলেন। অগ্নিদেব মন্ত্রঃপূত আহুতি গ্রহণ করিতেছেন আর আপনার উজ্জ্বল আভায় রাণীর মুখ-মণ্ডল উদ্ভাষিত করিয়া কি যেন কি দেখাইয়া দিয়া যাইতেছেন। রাণী আহুতি দেখিতে দেখিতে এক একবার দ্বারের দিকে ব্যগ্র হইয়া যেন কি লক্ষ্য করিতেছেন। রাণী কি কাহারও অপেক্ষা করিতেছিলেন? অপেক্ষা না করিয়া থাকিবার সাধ্য কার থাকে? শ্রীভগবান্ যে মাতাকে উগ্রভাবে স্মরণ করিতেছেন।

রাম আসিতেছেন মাতৃমন্দিরে। নবীন গজেন্দ্র আলান মুক্ত হইয়া যেমন সুখ পায় রঘুবংশ-মণিও রাজত্ব পাশ মুক্তিতে ভিতরে সেইরূপ আনন্দিত। কিন্তু বাহিরে মাতার অবস্থা ভাবিয়া জিতেন্দ্রিয় রাম কুঞ্জরের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে লক্ষ্মণের সহিত অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিলেন। দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ পরম-পূজিত দ্বারাধ্যক্ষ ও অপরাপর অনেক দৌবারিক। রামকে আসিতে দেখিয়া সকলে জয় হউক বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। দ্বিতীয় কক্ষদ্বারে বহু বৃদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বৃদ্ধা ও বালা মহিলাগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে দেখিলেন। তোমার "জয় হউক" এই সম্বর্দ্ধনা করিয়া কতকগুলি মহিলা অন্তঃপুর মুখে সংবাদ দিতে ছুটিলেন। আর রাম, মাতার রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

জননীর মন সর্ব্বসময়ের জন্য ব্রতানুষ্ঠানেই নিমগ্ন। প্রধান প্রধান পূজা কালে মণ্ডপ-গৃহে প্রবেশ করিলে যাহা চক্ষে পড়ে, রাম দেখিলেন দূর্ব্বা, ঘৃত, অক্ষত, মোদক, দধি, লাজ, শুক্লবর্ণ মালা, সমিধ, পূর্ণকুম্ভ, পায়স, কৃশর (তিল, তণ্ডুল; মুদ্গ নিষ্পন্ন অন্ন) দেব কার্য্যের জন্য সেখানে রক্ষিত।

রাণী রামকে যেন কতদিন দেখেন নাই। ঘোটকী স্বীয় তনয়কে নিকটে পাইয়া হর্ষ সহকারে যেমন দৌড়িয়া আইসে রাণী রামকে দেখিয়া বড় হর্ষে সেইরূপে ছুটিয়া আসিলেন।

রঘুকুল তিলক জোরি দোউ হাথা।
মুদিত মাতুপাদ নায়উ মাথা॥

রঘুকুল তিলক দুই হাত জুড়িয়া সন্তুষ্ট চিত্তে মাতৃপদে মস্তক নত করিলেন। মাতা বাহুপাশে রামকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধরিলেন আর পুনঃ পুনঃ মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

বার বার মুখ চুম্বতি মাতা।
নয়ন নেহ জল পুলকিত গাতা॥
গোদ লাই পুনি হৃদয় লাগায়ে।
শ্রবত প্রেমরস পয়দ সোহায়ে॥

দেবী বার বার রামের মুখ চুম্বন করিতেছেন। স্নেহে চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, শরীরে পুলক দেখা দিতে লাগিল। রামকে কোলে লইয়া হৃদয়ে ধরিলেন। স্তনদ্বয়ে ক্ষীর সঞ্চার হইল। রাণীর পুত্র-বাৎসল্য প্রকাশ করা যায় না। “রঙ্ক ধনদ পদবী জনু পাই” কাঙ্গাল ধন পাইলে যেমন হয় রাণীর তাহাই হইল। রাণী প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন “মাতার দুলাল তাত” তুমি ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ু ও কীর্ত্তিলাভ কর এবং কুলোচিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও। তোমার পিতা কেমন সত্য প্রতিজ্ঞ তাহাই তুমি দেখ। তিনি তোমায় আজ যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন। তৃষিত চাতক চাতকী যেমন শরদ্ ঋতুতে স্বাতি নক্ষত্রের জলের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করে সেইরূপ অযোধ্যার নরনারী তোমাকে রাজা দেখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পতরুর পুষ্প বর্ষণের ন্যায় স্নেহভরে রাণী কতই আদর প্রকাশ করিতেছেন। রাণী জানেন না রাম কিজন্য আসিয়াছেন। রাণী তখন রামের উপবেশন জন্য আসন দিতে বলিলেন। মায়ের দশা কি হইবে অনুমান করিয়াও রাম কিন্তু আর বিলম্ব করিলেন না। স্বভাব বিনীত শ্রীরামচন্দ্র মাতৃগৌরব রক্ষা করিয়া অবনত হইয়া অঞ্জলি প্রসারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ॥
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন চ।
বিষ্টরাসন যোগ্যোহি কালোহয়ং মামুপস্থিতঃ॥

দেবি! তোমার, লক্ষ্মণের ও বৈদেহীর যে মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তুমি নিশ্চয়ই জাননা। আমি অদ্যই দণ্ডকারণ্যে চলিলাম। আমার জন্য মা

এই রত্নাসনের প্রয়োজন নাই। কুশাসনে বসিবার কাল আমার উপস্থিত হইয়াছে। রাজা ভরতকে যৌবরাজ্য দিতেছেন। আর আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বিজন বনে বাস করিব। চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমি দণ্ডক কাননে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। সেখানে আমি তাপসের মত আমিষ ত্যাগ করিয়া কন্দমূল ফলে জীবন ধারণ করিব। ভরত অযোধ্যা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঠাকুর! এ কথা ত বেশ গুছাইয়া বলিলে। ভাঙ্গাগড়া ত তোমার স্বভাব। যে জন্য আসিয়াছ তাহা করিতেই হইবে। কেহ ভাঙ্গিলেও তাহাকে গড়িতে তোমার ভার কি? সুখ দুঃখ বিয়োগ মিলন এ সবইত তোমার কাছে মিথ্যা। অন্যের মরণ তাওত তোমার কাছে নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৌশল্যা ও রাম।

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িণী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেণ সমো ন চাস্তিভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনাঽন্যস্মিন্ জনে কা কথা॥

জন্ম যাঁর সূর্য্যবংশে, পিতা যাঁর দশরথ, যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা, সত্য পরায়ণা সীতা যাঁর প্রণয়িণী, লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা যাঁর অনুজ, পৃথিবীতে যাঁর মত প্রতাপশালী কেহ নাই, যিনি প্রত্যক্ষ বিষ্ণু স্বয়ং, বিধাতা যখন সেই রামকেও বিড়ম্বনা করিতে ছাড়েন না তখন আর অন্য জনের কথা কি?

মহানাটক।

সিংহনাদ শ্রবণে মৃগী ভয় পাইয়া যেমন কম্পিত হয়, রাণী রামের বনগমন সংবাদ শ্রবণে তেমনি কম্পিত হইতেছেন। বনভূমিতে পরশু যেমন শালদণ্ড পাতিত করে, সেইরূপ রাম বাক্যে আহত হইয়া জননী কৌশল্যা ভূতলে পতিত হইলেন; মনে হইল যেন কোন দেবতা অকস্মাৎ স্বর্গচ্যুত হইলেন। দুঃখ সকলকেই সহ্য করিতে হইবে তা রামের মাই বা কি আর রামের পিতাই বা কি?

তবু বলিতে হয় যিনি ত্রিলোকনাথের মাতা তাঁর কি দুঃখ হওয়া উচিত? দুঃখ ত কর্ম্ম জনিত। একটু জ্ঞান দিয়া দিলেই ত দুঃখ থাকেনা। তাও কিন্তু কর্ম্ম সাপেক্ষ। অজ্ঞান জনিত কর্ম্মের খেলাই এই জগৎ।

অদুঃখোচিতা জননীকে কদলীবৃক্ষের মত পতিত হইতে দেখিয়া রাম মাতাকে তুলিলেন। ভারবাহিনী ঘোটকীর ধূলি লুণ্ঠনের ন্যায় পাংশু লুণ্ঠিত সর্ব্বাঙ্গী অতি দুঃখিনী জননীর গাত্র-ধূলি রাম শ্রীহস্তে মার্জ্জনা করিলেন। সম্মুখে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ একটা অকথ্য যাতনায় কষ্ট পাইতে ছিলেন। নিয়ত সুখোচিতা কৌশল্যা দেবী তখন লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামকে বলিতে লাগিলেন রাঘব! আমাকে দুঃখ দিবার জন্যই কি তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছিলে? বন্ধ্যার একটি মাত্র দুঃখ "আমার পুত্র হইল না" কিন্তু তাহাকে এই অসহনীয় পুত্র বিচ্ছেদ দুঃখ ত সহ্য করিতে হয় না। আর তোমার মত পুত্র—এ বিচ্ছেদ ত সহ্য হয় না রাম। রাম! পতির সোহাগ জনিত কোন সুখ—কোন কল্যাণ আমি পাই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম আমার রামের পৌরুষে আমার সকল সুখ, সকল কল্যাণ সাধিত হইবে; এই আশায় আমি প্রাণ ধরিয়া আছি। এখন আমি প্রধানা হইয়াও কনিষ্ঠা সপত্নীগণের হৃদয় বিদারক শ্লেষ বাক্য সকল সহ্য করিব কিরূপে? হায়! আমার শোকের আমার বিলাপের যে অন্ত নাই। এমন দুঃখ আর কোন্ প্রমদার হয়? তুমি নিকটে তবু আমি সপত্নীদ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইলাম আর তুমি দূরে গেলে আমার কি হইবে? তাত! নিশ্চয়ই তখন আমার মরণ হইবে। স্বামী আমাকে চিরদিনই নিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়াছেন। হায়! এখন যাহারা আমার সেবা করে বা আমার অনুবর্ত্তন করে তাহারা কৈকেয়ী পুত্রকে দেখিয়া আর আমার সহিত সম্ভাষণ করিবেনা। তোমার বিরহে দুর্দ্দশাপন্না আমি সেই নিয়ত কোপনা, সেই কটুভাষিণী কৈকেয়ীর মুখ দেখিব কিরূপে? দশ বৎসরে তোমার উপনয়ন হয় তাহার পরে এই সপ্তদশ বৎসর আমি আমার দুঃখক্ষয় জন্য অপেক্ষা করিলাম। এই অক্ষয় মহৎ দুঃখ সহ্য করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণা আমি—আমি সপত্নীগণের কুব্যবহার জনিত দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিবনা। তোমার এই পরিপূর্ণ শশিপ্রভ মুখ না দেখিয়া আমি কতই শোক করিব। এই শোচ্য জীবন বুঝি রাখিতে পারিবনা। কত উপবাস করিয়া, কত যোগ করিয়া, কত পরিশ্রম করিয়া, কত দুঃখে তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করিলাম,

আমার দুর্ভাগ্য—আমার সবই বৃথা হইল। বর্ষাকালে নূতন জলের খর প্রবাহে মহানদীর কুল ভাঙ্গিয়া পড়ে। হায়! আমার হৃদয় বুঝি অতিশয় কঠিন তাই এই মহৎ দুঃখ পাইয়াও ইহা বিদীর্ণ হইতেছেনা।

পুত্র! আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে মরণ আমার নাই—যমালয়েও আমার স্থান নাই নতুবা সিংহ যেমন হটাৎ প্রবল বেগে রোদন পরায়ণা মৃগীকে হরণ করে, যম এখনও কেন সেইরূপে আমাকে হরণ করিতেছেন না? নিশ্চয়ই আমার হৃদয় লৌহ নির্ম্মিত নতুবা এই মহৎ দুঃখে ইহা এখনও দ্বিধা ভগ্ন হইতেছে না কেন? এত দুঃখেও যখন আমার দেহ ধরাতলে পতিত হইয়া প্রাণশূন্য হইল না তখন বুঝিলাম সময় না হইলে মরণ কাহারও হয় না। রাম! রামশূন্য জীবনকেও কি থাকিতে হয়? পুত্র! এই আমার বড় দুঃখ রহিল যে অনর্থক আমি পুত্র কামনায় কত ব্রত, কত দান, কত সংযম করিলাম, কত তপস্যায় তপ্ত হইলাম সবই আমার ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইল। পুত্র রে! যদি গুরু দুঃখ কর্ষিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অসময়েও মরিতে পারিত তবে আমি অদ্যই বৎস বিহীনা গাভীর ন্যায় যমসদনে গমন করিতাম। রাম! মরণত আমার নাই। হায়! এই চন্দ্রতুল্য কমনীয় তোমার বদন—আমি এই মুখ না দেখিয়া ব্যর্থ জীবন কেন বহন করিব? রাম! আজ আমার কত কথা মনে হইতেছে। শিশুকালে আমার ক্রোড়ে শুইয়া তোমার ঐ ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ চরণ নাচাইতে নাচাইতে তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন আমার স্তন্য পান করিতে আর মৃদুমন্দ হাস্য ভাব তোমার মুখে ফুটিয়া উঠিত—তাই দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু যেন প্রেমালসে ভাঙ্গিয়া আসিত—হায়! তখন আমার মনে হইত আমার এই নীলমণিকে আমি কখন চক্ষের আড়াল করিব না। হায় রাম! আজ তুমি কার কাছে আমায় রাখিয়া বনে যাইবে?

যদি রাম বনং সত্যং যাসি চেন্নয় মামপি।
তদ্বিহীনা ক্ষণার্দ্ধং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্॥

যদি রাম সত্যই তুমি বনে যাও তবে আমাকেও লইয়া চল। তোমায় ছাড়িয়া আমি এক ক্ষণও জীবন ধরিতে পারিব না।

অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ।
সুদুর্ব্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া॥

অতি দুর্ব্বলা ধেনুও বনে বনে যেমন তাহার বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপে আমিও সামর্থ্য না থাকিলেও বনে বনে তোমার অনুগমন করিব। আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না।

ক্রমশঃ

তুমি-আমি।

(১)

তোমার অসীম করুণার দান
দাও অযাচিত স্বামি!
সে স্নেহ-বিভব এ দেহ সেবায়
সদাই সঁপি গো আমি!
নিত্য তোমার প্রেম-অমৃত
নামে গো বন্যার মত!
অবোধ পরাণী, না বুঝি' মহিমা,
ব্যবহারি স্বেচ্ছামত!
থাকিতে এতেক সম্পদ, মহিমা,
ধরায় লুটাই আমি!
ও চরণ-ধূলি করি নাই সার
কেন গো অন্তরযামি?

(২)

বিশ্ব মহাপ্রাণ-দীপশিখা হ'তে
জ্বালিলে আমার প্রাণ;
থাকিলেও ক্ষুদ্র দেহের আধারে,
বিরাটত্বে মহীয়ান্!
কেন, মহাপ্রাণ চৈতন্য-আলোকে,
নিখিল ধরার মাঝে,
নয়ন হেরেনি ও বিশ্বরূপের
শ্রীমুখ পঙ্কজ রাজে?

কেন, প্রকৃতির হাসিমাখা মুখে,
হেরিতে শিখিনি, প্রভু,
তব প্রেম-মুখ? কেন গো পবনে
শুনিনি সঙ্গীত বিভু?
জননীর স্নেহে, প্রেয়সী প্রণয়ে,
শিশুর মধুর হাসে,
পবন বীজনে, সৌর-অংশু প্রাণে,
বারির তরল লাসে,—
কোথা নাই তব সে কল্যাণ-হাত,
স্নেহ বিগলিত হাসি?
কোথা নাই তব অপার করুণা?
সুধু ভালবাসাবাসি?

(৩)

আমি যে সুধুই ইন্দ্রিয়ের পথে
তোমাকে পাইতে চাই;
বিশ্বে সব রূপে থাকিলেও তুমি,
আকার খুঁজে না পাই!
দিব্য রমণীয় এমন ধরায়,
যেথা সব ঘটে তুমি,
ভোগমত্ত আমি অহং-মসী ঢালি'
কালিমা করি ধরণী!
সে মায়া কালিমা সায়রে পড়িয়া,
সুধাভ্রমে বিষ খাই!—
নিত্য-সপ্রকাশ, প্রকাশের মূল,
কোথা আজ দয়াময়?
মুছে লও প্রাপ্তি, হ'রে লও মোহ,
লুপ্ত কর মোর "আমি"!
দেখাও দয়াল, যে "রূপ" দেখালে
অর্জ্জুনে, নিমায়ে তুমি!

——— শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম এস্।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যতত্ত্ব

'সংযম' পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দু ভূষণ সান্যাল এম, এস্, সি, এম, বি,

জিজ্ঞাসু—পাতঞ্জল দর্শন এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও অন্যান্য যোগ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধারণা হইয়াছে, সংযমই (Concentration) বিভূতির একমাত্র সাধন, 'সংযমই' 'অন্তরঙ্গ যোগ,' পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে সংযমকেই সর্ব্বপ্রকার বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের বীজ বলা হইয়াছে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী একত্র—এক বিষয়ে হইলে, তাহা 'সংযম' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এক বিষয়ক এই তিন সাধনের শাস্ত্রীয় পরিভাষা সংযম (Technical term of the Yoga Castra meant to denote the three—*i.*, *e.*, Concentration, Meditation and Contemplation or trance)। * অতএব বলা বাহুল্য সংযম বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনের তত্ত্ব বিনিশ্চয় না হইলে, বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের (The ccult Powers—Siddhis) তত্ত্ব বিনিশ্চয় হইতে পারে না। পাতঞ্জল

---

* "দেশ বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।"—পাংদং বিভূতি পাদ ১ সূত্র।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"—বিভূতিপাদ ২সূ।

"তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ।"—বিভূতিপাদ ৩সূ।

"ত্রয় মেকত্র সংযমঃ।"—বিভূতিপাদ ৪সূ।

"তদেতদ্ধারণাধ্যান সমাধিত্রয় মেকত্র সংযমঃ।

এক বিষয়াণিত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে।"—যোগসূত্রভাষ্য।

দর্শনাদি যোগবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংযম পদার্থ সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। পাতঞ্জলাদি যোগ বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া, সংযম সম্বন্ধে যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তাহাতে সংযম দ্বারা কিরূপে বিবিধ বিভূতির (Occult Power) অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—'সংযম' পদার্থ বিষয়ক কি, কি জিজ্ঞাসার বিনিবৃত্তি হয় নাই? 'সংযম' দ্বারা কিরূপে যথোক্ত বিভূতি সকলের বিকাশ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পার নাই কি?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে; বহু চেষ্টা করিয়াও, সংযম দ্বারা কি প্রকারে শাস্ত্র বর্ণিত বিভূতি সকলের বিকাশ হইতে পারে, আমার তাহা উপলব্ধি হয় নাই।

বক্তা—সংযম দ্বারা যথোক্ত বিভূতি সকলের বিকাশ হওয়া সম্বন্ধে তোমার কি জিজ্ঞাসা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত পুরুষ-বৃন্দ, প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, বিমানাদি যন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন, করিতেছেন, সেই সকল অদ্ভুত কার্য্য যে যে নিয়মে সাধিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি, উহারা যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা উপলব্ধি হয়, কিন্তু কেবল সংযম দ্বারা কিরূপে শরীর লঘু (Light) হয়, কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আকাশ গমনের শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ ভূত রূপে সংযম করিলে (By Samyama on the five appearances or forms of the elements) ভূত জয় (Mastery over the elements), হয়, এবং তাহা হইতে (ভূত জয় হইতে) অণিমাদি বিভূতির ও কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত সিদ্ধি হইয়া থাকে (পৃথিবী মূর্ত্তি বা কাঠিন্য দ্বারা, যোগীর শরীরাদির ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারেনা, শিলার ভিতরেও যোগীর শরীর অনুপ্রবেশ করিতে পারে, জল শরীরকে ক্লিন্ন (Wet) করিতে পারেনা, অগ্নি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, যোগীর শরীরকে বায়ু বহন করিতে পারেনা (Air can not move him by its motion) অনাবরণাত্মক আকাশেও যোগী আবৃত কায়—অদৃশ্য হইতে পারেন, এই সমস্ত সিদ্ধির নাম শরীর ধর্ম্মের অনভিঘাত সিদ্ধি), তাহা আমার কোন প্রকারেই বুদ্ধি গোচর হয় না। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদে উক্ত হইয়াছে, যেমন সূর্য্য

দ্বারকে প্রধান করিয়া, অন্যান্য যথা যোগ্য বিষয়ে সংযম করিলে, ভুবন জ্ঞান হয়,—চতুর্দ্দশ ভুবনের কোথায় কি আছে, তাহা জানিতে পারা যায়, সেই প্রকার নাভিস্থ চক্র (Plexus) বা যন্ত্র সমূহকে প্রধান করিয়া সংযম করিলে শরীরের যন্ত্র সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ("ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ"। "নাভি চক্রে কায়ব্যূহ জ্ঞানম্")। সূর্য্যে সংযম করিলে, কিরূপে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হইতে পারে, নাভিচক্রে (on the plexus of the navel) সংযম করিলেই বা কি প্রকারে কায়ব্যূহের—শরীর যন্ত্র সমূহের জ্ঞান হইতে পারে, আমার বুদ্ধিতে, তাহা দুর্ব্বোধ বলিয়াই, প্রতীতি হয়। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, 'প্রাতিভ' জ্ঞান হইতে যোগী সর্ব্ব বিষয় জানিতে পারেন, 'প্রাতিভ' জ্ঞান (Pre-science) হইতে সমস্তই জানা যায়। 'প্রাতি-ভ'কে 'তারক জ্ঞান' বলা হয়, কারণ এই জ্ঞানের উদয় হইলে, মৃত্যু-রাজ্য অতিক্রম করিতে পারা যায়, সংসার সাগরের পারে যাওয়া যায়। 'প্রাতিভ' জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই, 'প্রতিভা' (উহ-Self sugges-tion) হইতে জাত জ্ঞানকে (কোন রূপ বাহ্য সাহায্য ব্যতিরেকে যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, সেই জ্ঞানকে) 'প্রাতিভ' জ্ঞান বলা হয়। 'জ্ঞান' (consci-ousness) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষজ, ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষই সে জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ, কিন্তু বাহ্য সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে শুদ্ধ প্রতিভা (Self-Suggestion) হইতে সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞানের (যে জ্ঞানের কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই), আবির্ভাব হইতে পারে, এ কালে বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই, তাহা সম্যগ্ রূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারগ নহেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হেকেল, লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষবৃন্দ এই প্রাতিভ জ্ঞানের কথা শুনিয়া ইহাকে নিশ্চয়ই উন্মত্তের প্রলাপ জ্ঞানে, অথবা অসভ্য বর্ব্বরোচিত কল্পনা বোধে কিংবা পরপ্রতারণাদি দুরভিসন্ধি সাধনের উপায় বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, ঘৃণা করিবেন। আগস্ত কোমৎ বলিয়াছেন, অধ্যাত্মবিত্তাবিদ্‌দিগের কল্পনাতে বিশুদ্ধ ধ্যানশীল দিগের জীবন (A life of pure Contemplation) উন্নত জীবনের পরাকাষ্ঠা রূপে বিবেচিত হয়; এ জীবন নবীন বৈজ্ঞানিক দিগের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা গর্ব্বিত চিত্তের বিভ্রম অথবা দুরভিসন্ধি সাধনের আবরণ-(Veils for dishonest schemes)। লর্ড কেল্‌বিন্ (Lord Kelvin) ও বলিয়াছেন, দিব্যদর্শনাদি (Clairvoyance) যোগ বিভূতি, প্রধানতঃ ভ্রান্ত

প্রত্যক্ষের ফল, সরল বিশ্বাসীদিগের প্রতি বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবঞ্চনা প্রবৃত্তি ও কিয়দংশে ইহার সহিত মিলিত আছে। *

বক্তা—প্রতিভা বা সংস্কারের অপূর্ব্ব মহিমা, যোগাভ্যাস দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিধি পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিয়া অগণ্য ব্যক্তি যে, সেই সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কিন্তু তাহা থাকিলে, কি হইবে, প্রতিভার মহিমা অনির্ব্বচনীয়। দুঃখের বিষয় আগস্ত কোম্‌ত, লর্ড কেল্‌বিন্‌ প্রভৃতি গর্ব্বান্ধ, অকৃতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক গণ যাহার কৃপায়, যাহার চরণ সেবা করিয়া বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা জানেন না। যোগ বা সমাধি ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, কলা ইত্যাদি সমাধিরই ফল। স্থূল বিষয়ক সমাধি হইতেই, স্থূল দৃষ্টি জড় বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ পাঠ করিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে? পতঞ্জলিদেব লোককে প্রবঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, সংযম দ্বারা বিবিধ বিভূতি বা অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব হয়, এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তোমার নিশ্চয় তাহা মনে হয় নাই।

জিজ্ঞাসু—তাহা কখন আমার মনে হইতে পারে না; আমি বিভূতি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছি, 'সংযম' দ্বারা কিরূপে যথোক্ত বিভূতি সকলের আবির্ভাব হইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে কিরূপে—কোন্‌ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিভূতির আবির্ভাব হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

বক্তা—'সংযম' দ্বারা কিরূপে যথোক্ত বিভূতি সকলের আবির্ভাব হয়, তাহা সুখবোধ্য নহে, তাহা সুখবোধ্য হইতে পারে না, তবে তাহা সুখবোধ্য না হইলেও,

---

* "The metaphysical Utopias in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of science, are really nothing but illusions of pride, or veils for dishonest schemes"—System of Positive Polity, vol I P. 13.

"Clairvoyance, and the like, are the results of bad observation chiefly, somewhat mixed up however, with the effects of wilful imposture acting on an innocent trusting mind. "—Popular Lectures and Addresses by Sir W. Thomson—L L. D. F. R. S. vol I P 265

একেবারে দুর্ব্বোধ্যও নহে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাতীত নহে। লোকের সাধারণতঃ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান নহে। ধীমান্ জেবন্স্ বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে, জ্ঞানের ইহা হইতে উন্নতাবস্থায় তাহাদের বিকাশ হইতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস করিবার, আমি কোনরূপ আপত্তি দেখি না। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া, আমরা অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকি, সুতরাং আমাদের কাছে যাহা যুক্তি বিরুদ্ধ বা অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যে, তাহার যুক্তিসঙ্গতত্ত্ব, তাহার প্রাকৃতিকত্ব দেখাইতে পারেন না, তাহা কেমন করিয়া বলিব"। * অতএব পতঞ্জলিদেব 'সংযম' দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়াছেন, তাহারা কিরূপে হইতে পারে, তুমি বুঝিতে না পারিলেও, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে না পারিলেও, বিশ্বাস করিও, তাহারা কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে, পতঞ্জলিদেব লোক প্রতারণার্থ সংযম দ্বারা যথোক্ত বিভূতি সমূহের বিকাশ হইতে পারে, এই কথা লিখিয়া যান নাই; পরোপকারই জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, অকাম হত-চিত্ত করুণার্দ্র হৃদয় ঋষিদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তুমি বলিয়াছ বিমানাদি দ্বারা আকাশে গমন যে প্রাকৃতিক, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু কেবল সংযম দ্বারা স্বচ্ছন্দে আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি আবির্ভূত হয়, ইহা যে সম্ভব, ইহা হওয়া যে প্রাকৃতিক, তাহা উপলব্ধি হয় না। বাষ্পযন্ত্রের (Steam-engine) যখন আবিষ্কার হয় নাই, টেলিগ্রাফের যখন আবিষ্কার হয় নাই, একস্‌রেজের যখন আবিষ্কার হয় নাই, তখন ব্যক্তিমাত্রেই কি বিশ্বাস করিতে পারিত বাষ্প যন্ত্রাদির আবিষ্কার হওয়া সম্ভব? তখন কি সকলেই ভাবিতে পারিত, এইরূপ অল্প সময়ে এত দূরবর্ত্তি দেশে যাওয়া সম্ভব হইতে পারে? এক স্থানে থাকিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে দূরস্থিত ব্যক্তির সংবাদ জানিতে পারা সম্ভব হইতে

---

* "I can see nothing to forbid the notion that in a higher state of intelligence much that is now obscure may become clear. We perpetually find ourselves in the position of finite minds attempting infinite problems, and can we be sure that where we see contradiction, an infinite intelligence might not discover perfcet logical harmony?—"

Principles of Science P 768

পারে? এক্স্রেজ (X-Rays) দ্বারা অস্থি প্রভৃতির ফটো তুলিতে পারা সম্ভব হইতে পারে? আমরা যাহাদিগকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করি, আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি-পরিচয় হইতে যাহারা আমাদের বুদ্ধিতে প্রাকৃতিক রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারাই প্রাকৃতিক, তদতিরিক্ত অন্য কিছু সম্ভব নহে, তাহা ছাড়া আর কিছু প্রাকৃতিক নহে, মানুষ মাত্রের যদি এইরূপ ধারণা অচল হইত, তাহা হইলে কি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারিত? তাহা হইলে কি, কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইত? জার্ম্মান্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লীবিগ্ (Liebig) বলিয়াছেন, 'কিছুই অসম্ভব নহে,' এই বিশ্বাসই অপ্রকাশিত প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কারের সূক্ষ্মবীজ। বিজ্ঞান কুশল ধীমান্ লীবিগের এই কথা যে কিরূপ সারগর্ভ, অত্যল্প ব্যক্তিই, তাহা ভাবিয়া থাকেন।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ্

(ইদানীং পুরুষোত্তম ক্ষেত্র নিবাসী)

প্রথমোচ্ছ্বাস

জিজ্ঞাসু—বাবা! বিস্ময়ে, কৌতূহলে, অননুভূতপূর্ব্ব বিমল আনন্দে আজ আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, আমি আজ যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা বস্তুতঃ অদ্ভুত, ইতঃপূর্ব্বে আর কখন এইরূপ চমৎকার প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। বহুবার শুনিলেও, মদীয় শাস্ত্রসংস্কার-বিহীন, বর্ত্তমান শিক্ষা ও সাধারণ সঙ্গ জনিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্ত এতদিন যথার্থভাবে যাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সাক্ষাৎকৃত অখিল বস্তুতত্ত্ব ত্রিকালদর্শী পরমদয়ালু ভৃগুদেবের ও আপনার অনন্তকৃপায় আজ ইহার তাহাতে বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে, মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, ত্রিকালদর্শী হইতে পারেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আজ আমার তাহাতে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আজ আমি এ সম্বন্ধে অনেকতঃ সংশয় বিরহিত হইয়াছি, আজ আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আমার মন হইতে আজ যে কত সংশয়ভার অপনীত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ণভাবে নিবেদন করিতে অক্ষম, বিশ্বজনীন প্রেমপূর্ণ হৃদয়, মহর্ষিললামভূত ভৃগুদেব আজ এই বৃদ্ধের আশাহীন হৃদয়ে যে মৃত সঞ্জীবনী আশা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহা আপনি অনুভব করিতে পারিবেন, তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই। হে নিষ্কারণ করুণাময়! তুমি আমার প্রতি যাদৃশ করুণা করিলে, আমি যেন তন্নিবন্ধন চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি, ইহা ছাড়া তোমার এই অকিঞ্চন সন্তান আর কি করিতে পারিবে? নিষ্কারণ করুণা

বরুণালয়! তুমিই বা বিনিময়ে এতদ্ব্যতীত আর কি পাইতে চাহিবে? পূর্ণ তুমি, আপ্তকাম তুমি, তোমার কিসের অভাব থাকিতে পারে প্রভো! অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন, দুঃখ পারাবারে পতিত দুর্গত সন্তানদিগকে তারক জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তোমার শরীর ধারণ, তুমি লোকানুগ্রহ বশতঃ যাহাদের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তাহারা যদি আস্তিক হয়, সনাতন বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহে শ্রদ্ধাবান হয়, প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই, তুমি সিদ্ধার্থ হইবে, গুরুদেবের কৃপায় বিশ্বাস হইয়াছে, ইহাই তোমার প্রয়োজন, এতদ্ব্যতীত তোমার অন্য প্রয়োজন নাই, আমি এই নিমিত্ত করপুটে নিয়ত প্রার্থনা করিব, আমি যেন তোমার অভিমত হইয়া, তোমাকে সুখী করিতে পারি, চিরকৃতজ্ঞ থাকিয়া আমি যেন তোমার আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতে ক্ষমবান্ হই, তুমি দয়ার সাগর, তুমি প্রেমময়, তুমি বিশ্বের পিতা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি তোমার এই অকিঞ্চন বৃদ্ধ সন্তানের এই শেষ প্রার্থনা নিশ্চয় পূর্ণ করিবে!

বক্তা—কালীপদ! তুমি আমাকে আজ বড় সুখী করিলে, তুমি যে, নিষ্কারণ করুণা বরুণালয়, পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয় জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় বিশ্বপিতৃভূত ভগবান্ ভৃগুদেবের স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ, তুমি যে, আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইয়াছ, আমি এই নিমিত্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার এই ভাব যেন অমর হয়, তোমার হৃদয় হইতে এইভাব যেন কদাপি অন্তর্হিত না হয়, ভৃগুদেব যেন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তোমার আজ যে এই প্রকার পরম কল্যাণময় ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহার উদ্দীপক কারণ কি, তুমি যে আজ ভৃগুদেবকে এই ভাবে গ্রহণ করিতে ক্ষমবান হইয়াছ, তাহার কারণ কি, আমার তাহা জানিতে প্রবল কৌতূহল হইতেছে। আমি তোমা সম্বন্ধে যে প্রশ্নকুণ্ডলী করিয়া দিয়াছিলাম, বোধহয় তুমি তাহা পাইয়াছ, তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ভৃগুদেব বোধ হয়, তাহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আমি বহুদিন বহুব্যক্তির প্রশ্ন-কুণ্ডলী করিয়া দিয়াছি, অনেকেই যে, স্ব-স্ব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়াছেন, বিস্মিত হইয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহা তুমি অবগত আছ, আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, আজ তোমার মনে এইরূপ অপূর্ব্বভাবের উদয় হইবার বিশেষ হেতু কি?

জিজ্ঞাসু—বাবা! আপনি ত সকলই জানেন, আমার মুখ হইতে যখন শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমাকে যথাশক্তি, যথা জ্ঞান আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

বাবা! ভৃগুসংহিতার ভূয়সী প্রশংসা বহুবার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, ভৃগুসংহিতার জন্মকুণ্ডলীর, প্রশ্নকুণ্ডলীর ও প্রয়ান কুণ্ডলীর ফল বিজ্ঞান যে অদ্ভুত, তাহাও অনেকবার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, কিন্তু বাবা! তথাপি ভৃগু-সংহিতার উপরি এতদিন আমার পূর্ণ শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় নাই, আমার মনে এ সম্বন্ধে বহু সংশয় উদিত হইত, বর্ত্তমান জন্মের প্রতিভা বশতঃ হোক্, অথবা পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা নিবন্ধন হোক্, কাহার যে, এই প্রকার অভ্রান্ত ত্রিকাল দর্শিতা থাকিতে পারে, আমি তাহা ইতঃপূর্ব্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার প্রায়ই মনে হইত, যদি আমার জন্মকুণ্ডলী থাকিত, তাহা হইলে, আমি স্বয়ং যাইয়া পরীক্ষা করিতাম, ভৃগু-সংহিতা সম্বন্ধে কতিপয় মাস হইতে যাহা শুনিতেছি, সেই সকল কথাতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কিনা। আজ আমার পেন্‌শন্ লইবার দিন, পেন্‌শন লইতে যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে যথানিয়ম প্রণাম করিতে আসিয়াছিলাম। আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার তাৎকালিক মনোভাবের কোন আভাস দিই নাই। আপনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন, দেখ কালীপদ! তোমা সম্বন্ধে ভৃগু-সংহিতা হইতে আমার কিছু জানিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমার ঠিকুজী হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমি সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে পারি নাই। আজ আমার মনে হইতেছে, তোমার জন্মকুণ্ডলী না থাকিলেও, প্রশ্ন কুণ্ডলী করিয়া তোমা সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। আপনি এই কথা বলিয়া, আমাকে একখানি প্রশ্নকুণ্ডলী করিয়া দেন, আমি পেন্‌শন্ লইয়া ফিরিবার সময়ে যাঁহার কাছে ভৃগু-সংহিতা আছে, তাঁহার আবাস বাটীতে গিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করি, আমার প্রশ্নকুণ্ডলী খানি তাঁহার হাতে দিই, আমার সহিত ইহাঁর পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না, আজিও আমি ইহাঁকে আমার কোনরূপ পরিচয় দিই নাই। প্রশ্নকুণ্ডলী খানি দিবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি দুইখানি পুরাতন পত্র আনিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। যাহা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে, কৌতূহলে, ও বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আমি কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়াছিলাম, 'এ কি ব্যাপার'? আমার মনে বহুবার এই প্রশ্নই তখন উদিত হইয়াছিল। হ্যামিল্‌টনের মেটাফিজিকস্ ও আপনার

লিখিত উৎসব নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত "অবতার সন্দর্ভ" পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছিলাম যে, পূর্ব্বের অযথাভাবে অর্জ্জিত বিশ্বাসাদিকে চিত্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিতে না পারিলে, তথ্যের দর্শন হয়না, কুসংস্কার মানুষকে সত্যের অনুসন্ধানে অপাত্রীকৃত (Disqualify) করে। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মানুষের প্রাণ স্বরূপ, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন, "সংশয়াত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সংশয়াত্মার কখন যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ হয় না।" প্রশ্নকুণ্ডলীর ফল শ্রবণ করিয়া আমার এই সকল কথা মনে জাগিয়াছিল, আমি অনেকবার আপনাকে নিন্দা করিয়াছিলাম, ভৃগু-সংহিতা সম্বন্ধে কত প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমার ইহার উপরি শ্রদ্ধা জন্মে নাই, ভৃগু-সংহিতাকে আমি এতদিন অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই আমাকে ধিক্, আমি বহুবার মনে মনে এইকথা বলিয়াছিলাম।

বক্তা—যাবৎ কোন বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান উদয় না হয়, তাবৎ সংশয় হওয়াই প্রাকৃতিক। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাঁহারা নিরস্ত সংশয় হন, অথবা হইয়াছেন এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ যথার্থ জ্ঞান পিপাসু নহেন। সত্য জ্ঞান পিপাসুর হৃদয়ে যে সকল সংশয় উদিত হয়, তাহাদের নিরসনার্থ সাধু বুদ্ধিকৃত, বেদ-ও-শাস্ত্রের অবিরোধে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে। সংশয় ও অবিশ্বাস এক পদার্থ নয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ মত আমাদের বুদ্ধি গোচর হয়, এবং আমরা যখন উহাদের কোনটীকেই সত্যরূপে নিশ্চয় করিতে পারি না, তখনই সংশয় হইয়া থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধ মত দ্বয়ের মধ্যে যদি কোন মতকে সত্য বলে নিশ্চয় হয়, তবে অন্যতরে অবিশ্বাস (Disbelief) হইবেই, তাহা হইলে, আর সংশয়ের—উভয় কোটি স্পৃক্ জ্ঞানের (Pulling of the mind in two directions) উৎপত্তি হইবে না। সংশয় করিবার কারণ নাই, সত্য অবধারিত হইয়াছে, তাই জ্ঞানী সংশয় করেন না, "ইহা এইরূপ, কি অন্যরূপ," জ্ঞানীর মনে এবম্প্রকার উভয় কোটি স্পৃক্ প্রত্যয় জন্মে না। বালকেরও সংশয় হয় না, কারণ বালকের সংশয় করিবার শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, জ্ঞানী কখনও সংশয় করিবেন না, যাঁহার তত্ত্ব বিনিশ্চয় হইয়াছে, তিনি চিরদিন অচলভাবে সত্যে শ্রদ্ধাবান্, এবং অনৃতে (মিথ্যাতে) অশ্রদ্ধাবান্ হইবেন, অসত্যকে চিরদিন অবিশ্বাস করিবেন। বালক কিছুদিন পরে, সংশয় করিবার শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইলে,

সংশয় করিবে, সাধুভাবে সংশয় করা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের সাধন, দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হেতু।

যাবৎ চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অযথাভাবে অর্জ্জিত বিশ্বাসাদিকে বর্জ্জন করিতে না পারে, যাবৎ চিত্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকে, তাবৎ যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তাবৎ সংশয়-বিরহিত জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না, মহর্ষি গোতম ও বাৎস্যায়ন মুনি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "তত্ত্বজ্ঞান সমাধি বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।" তত্ত্বজ্ঞান লাভই সাধুভাবে সংশয় করিবার উদ্দেশ্য, সাধুভাবের সংশয় হইতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার আবির্ভাব হয়। সংশয় বা অনিশ্চয়াত্মক প্রত্যয়ই সংশয়ের উদ্দেশ্য (End) নহে, শ্রদ্ধাই সাধুভাবে সংশয় করিবার উদ্দেশ্য। কোন বিষয়ে শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে যে সংশয় (Doubt), তাহা প্রশংসনীয়। সংশয়ের তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে উপযোগিতা আছে, তাই মহর্ষি গোতম স্বপ্রণীত ন্যায় সূত্রে ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সংশয়কে পরিগণিত করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক, ভগবান্ মনু তর্ককে যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার বিশেষ হেতু আছে। তবে বেদ শাস্ত্রের বিরোধি তর্ক করা, অসাধুভাবে সংশয় করা সর্ব্বথা অনিষ্টজনক, সন্দেহ নাই। কোন অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিলে, কোন অলৌকিক কথা শ্রবণ করিলে, বিনা পরীক্ষায়, তাহাকে অবিশ্বাস করা, তাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া, তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর, সত্য দর্শনেচ্ছুর অকর্ত্তব্য। ভৃগুসংহিতার বহুবার প্রশংসা শ্রবণ করিলেও, তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই, তাহার কারণ তোমার প্রতিভা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যে পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ, ভৃগু সংহিতা সত্যবাদিনী কিনা, স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাই তোমার এ সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল। এমন বহুব্যক্তি তোমার নয়নে পতিত হইবেন, বা হইয়াছেন, যাঁহারা কোন বিষয় শত সহস্রবার প্রত্যক্ষ করিলেও, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় শূন্য হইতে পারেন না, যথোচিত পরীক্ষা দ্বারা তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টাও করেন না, অতএব তুমি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। ভৃগুদেব যে, বিশ্বের পিতৃভূত, ভৃগুদেব যে, ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, ভৃগুদেবের হৃদয় যে, নিষ্কারণ প্রেম পারাবার, তাহাতে সন্দেহ লেশ নাই; নিখিল বেদ ভৃগুদেবকে এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে, অথর্ব্ববেদে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে. ভৃগুদেব বিশ্বের পিতৃভূত, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে, জীব যথার্থ

কল্যাণভাজন হইবে ; মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ভৃগুদেবের নাম ও গুণকীর্ত্তন করিলে, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। ভগবানের কৃপায় তোমার যে ভৃগুদেবের চরণে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আমি পরম সুখী হইয়াছি। তুমি তোমার প্রশ্নকুণ্ডলীর কি উত্তর পাইয়াছ, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমার যে প্রশ্ন কুণ্ডলী করিয়া দিয়াছিলেন, আমি এখন জানিতে পারিয়াছি, আমার জন্ম কুণ্ডলী হারাইয়া যাওয়াতে, আমার কোন ক্ষতি হইবেনা, এই প্রশ্ন কুণ্ডলী সংক্ষেপে আমার দ্বাদশ ভাবের যথার্থ সংবাদ প্রদান করিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়াছি, কৃত-কৃত্য হইয়াছি, আমার হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। করুণাসাগর ভৃগুদেব আমাকে যে আশা প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা অবগত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, প্রাণ পাইয়াছি। ভৃগুদেব বলিয়াছেন, "মহাত্মার কৃপায়, সজ্জন সঙ্গ প্রভাবে তোমার মোক্ষ সিদ্ধিতে কোন ব্যথা হইবে না, সাধু সঙ্গের শক্তিতে, মহা-ভক্তি প্রভাবে তুমি সূর্য্য ভেদ করিয়া উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইবে," "মহাত্মার কৃপায় তোমার বাঞ্ছাপূর্ত্তি হইবে"

("সজ্জন সঙ্গ প্রভাবেন মোক্ষ সিদ্ধৌ ব্যথা নতু।
মহাভক্তি প্রভাবেন সূর্য্যংভিত্বা গতঃ কবে॥
উর্দ্ধলোক মবাপ্নোতি সাধুসঙ্গ প্রভাবতঃ।
মহাত্মনস্তু কৃপয়া বাঞ্ছাপূর্ত্তিপ্রজায়তে॥")

বক্তা—ভৃগুদেবের এইসকল কথা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে? তোমার কি বিশ্বাস হইয়াছে, তুমি সূর্য্যভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইবে? কাহাকে সূর্য্য ভেদ বলে, কাহাকে উর্দ্ধলোক বলে, তুমি কি তাহা জান?

জিজ্ঞাসু—বাবা! আমি কিছুই জানি না, কাহাকে সূর্য্য ভেদ বলে, উর্দ্ধলোক বলে, আমি তাহা জানি না, আমি কখন তাহা জানিবার চেষ্টাও করি নাই। বাবা! আমার ভৃগুদেবের কথা শুনিয়া যে, আনন্দ হইয়াছে, ভৃগুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় ভাল বুঝিতে না পারিলেও, আমার যে, ইহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে, ভৃগুদেব বলিয়াছেন, "মহাত্মার কৃপায়, সজ্জন সঙ্গ প্রভাবে, তোমার উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হইবে, তোমার মোক্ষ-সিদ্ধিতে কোন বাধা হইবে না, মহা ভক্তি প্রভাবে তুমি সূর্য্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে, মহাত্মার কৃপায় তোমার বাঞ্ছাপূর্ত্তি হইবে।" আমার নিজ শক্তিতে কিছু হইবে, ভৃগুদেব তাহাত বলেন নাই, ভৃগুদেব যদি এইরূপ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে, আমার তাঁহার কথাতে বিশ্বাস হইত না। আমার যে কোন শক্তি নাই,

আমি যে সূর্য্য ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহি, আমার তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যে সূর্য্যভেদ কাহাকে বলে, তাহাই জানে না, উর্দ্ধলোক সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞান নাই, স্বর্গ সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে যে কিছুই অবগত নহে, বর্ত্তমান জন্মে যে এই সকল বিষয়ের কখন বিশেষতঃ তত্ত্বানুসন্ধান করে নাই, "তুমি মৃত্যুর পরে সূর্য্যভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইবে," "তোমার বাঞ্ছাপূর্ত্তি হইবে," এই কথা শুনিলে, তাহার কি (যদি সে একেবারে বিচার মূঢ় না হয়) বিশ্বাস হইতে পারে, মৃত্যুর পরে আমি সূর্য্যভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইব, আমার সকল ইচ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব (অর্থাৎ যিনি ক্ষীণক্লেশ, যাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ম্মল চিত্ত হইয়াছেন, যিনি আত্মবিৎ) যে যে লোকের (আমি অমুক লোকে গমন করিব, অথবা এই ব্যক্তি অমুক লোক প্রাপ্ত হোক্, এই প্রকার) সংকল্প করেন, আত্ম-পরের নিমিত্ত যে সকল ভোগ কামনা করিয়া থাকেন, স্বয়ং সেই সেই লোক ও সংকল্পিত ভোগ প্রাপ্ত হন, "এই ব্যক্তি অমুক লোক প্রাপ্ত হোক্" যাহার নিমিত্ত এবম্প্রকার সংকল্প করেন, সে ব্যক্তিও সেই লোক প্রাপ্ত হয়। সত্য সংকল্প পুরুষের সংকল্পানুসারে অন্যেরও যথা সংকল্পিত ভোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব যাহারা বিভূতি প্রার্থী, তাহাদের সত্যসংকল্প, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা—পাদ প্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য ("যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥"—মুণ্ডকোপনিষৎ)। আপনার মুখ হইতে বহুবার এই শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি, আমার এই নিমিত্ত (অপাত্র হইলেও) বিশ্বাস হইয়াছে, করুণাময়, জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ ভৃগুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসম্ভব নহে, অমোঘ বচন ভৃগুদেবের বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না। ভৃগুদেব আমার প্রশ্ন সমূহের যে যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তৎশ্রবণ পূর্ব্বক কেহ ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন, পূর্ব্বে এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলেও, এখন আমার তাদৃশ বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, বোধ হয় এ বিশ্বাস ক্রমশঃ স্থির স্থিতি লাভ করিবে, কখন বিচলিত হইবে না। আমি আমার প্রশ্ন কুণ্ডলীর যথার্থ প্রতিবচন শ্রবণ করিয়া বস্তুতঃ অবাক্ হইয়াছি, আমার চিত্ত বিস্ময়ে, কৌতূহলে, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এখনও আমার মনে, 'একি ব্যাপার' !!! পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নই উত্থিত হইতেছে, আমি ইতঃপূর্ব্বে কখনও এইরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখি নাই। আপনি যখন প্রশ্ন

কুণ্ডলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎকালে, আমার মনে কি প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, আমি কোন্ কোন্ বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, তাহা আমি আপনাকে বলি নাই, যাঁহার কাছে ভৃগু সংহিতা আছে, তাঁহাকেও আমি কোন কথা জানাই নাই, আপনি যে চক্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আমি কেবল সেই চক্রটী তাঁহার হাতে দিয়াছিলাম। কিন্তু কি শুনিলাম!!! এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে, কে না বিশ্বাস করিবে, কিছুই অসম্ভব নহে, আমরা যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। আমি যাহাই হই, ভৃগুদেব যাহা বলিয়াছেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা মিথ্যা হইবে না, আমি আপনার কৃপায় মৃত্যুর পরে নিশ্চয় ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইব, আমার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তবে আমি এখন হইতে, "স্বর্গ কি," "স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় কি," সূর্য্যভেদ কাহাকে বলে, কাহার কিরূপে সূর্য্যভেদ হইয়া থাকে, প্রাণপণে এই সকল বিষয় জানিবার চেষ্টা করিব, এবং সর্ব্বদা করপুটে প্রার্থনা করিব "হে অমোঘ-বচন! তোমার বাক্য যেন মিথ্যা না হয়, মিথ্যা কথা বলিবার তোমার যে কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, আমি তাহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

——

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী ১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

ঈশ্বরানুগ্রহ।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীরামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রথমোচ্ছ্বাস।

ঈশ্বরানুগ্রহ কি সামগ্রী অন্যকে তাহা যথাযথভাবে বুঝান যায় না, ইহা স্বয়ং অনুভব করিবার সামগ্রী, অন্যকে বুঝাইবার সামগ্রী নহে। "ঈশ্বরানুগ্রহ" কাহাকে বলে? অনুগ্রহ যখন ঈশ্বরের স্বভাব, তখন জীব দুঃখ পায় কেন?

ঈশ্বরানুগ্রহ কি সামগ্রী, অন্যকে তাহা যথার্থভাবে বুঝান যায় না—

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বরানুগ্রহ কোন্ পদার্থ? যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব, তাহা আমি স্থির করিতে পারিনা, মনে হয়, ঈশ্বরানুগ্রহ কোন্ পদার্থ, স্বয়ং কিয়ৎ পরিমাণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেও, অন্যকে তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই।

যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, সে তাহা বুঝিতে পারে না, তাহাকে তাহা বুঝান যায়না, সে কখন স্বয়ং তাহা বুঝিতে চায়না—

বক্তা—কেবল ঈশ্বরানুগ্রহ কেন, কোন বিষয়ই, যদি তাহার তাহা বুঝিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কোন উপায়েই, তাহা বুঝাইতে পারা যায় না, যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, সে কখন স্বয়ং তাহা বুঝিবার অভিলাষীও হয়না।

জিজ্ঞাসু—সকলেই যে, সকল বিষয় বুঝিতে পারেনা, সকলেই যে, সকল বিষয় বুঝিবার অভিলাষী হয়না, তাহা বহুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু সকলেই যে, সকল বিষয় বুঝিতে পারেনা, ব্যক্তিমাত্রের যে, সকল বিষয় বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা হয়না, তাহার কারণ কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিনা। সকলে যে সকল বিষয় বুঝিতে পারেনা, সকলের যে সকল বিষয় বুঝিবার ইচ্ছা হয়না, তাহার কারণ কি, এই প্রশ্নের, "যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, সে তাহা বুঝিতে পারেনা, তাহার তাহা বুঝিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়না," আমি এইরূপ উত্তর দিতে পারি, কিন্তু এইরূপ উত্তর দিয়া, স্বয়ং তৃপ্ত হইনা, বল বাহুল্য উক্ত প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাইয়া, অন্যেও, তৃপ্তিলাভ করিলাম, সমীচীন উত্তর পাইলাম, ইহা মনে করেন না। এক ব্যক্তির যাহা বুঝিবার শক্তি থাকে, অন্য ব্যক্তির তাহা বুঝিবার শক্তি না থাকিবার কারণ কি, তাহা জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। "যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার তাহা বুঝিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়না," এই প্রকার সমাধান, 'যাঁহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না,' এইরূপ সমাধান হইতে যে বিভিন্ন, তাহা বোধ হয় না, অতএব এতদ্দ্বারা জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না। "প্রতিভা" কোন্ পদার্থ, ব্যক্তিভেদে প্রতিভার ভেদ হইবার কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে, "যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না", এইরূপ উত্তর পাইয়া কি, কিছু লাভ হইতে পারে? "ঈশ্বরানুগ্রহ" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, ঈশ্বরানুগ্রহ কি সামগ্রী, যাঁহার তাহা অনুভব হইয়াছে, তিনি আনন্দে নিমগ্ন হইবেন, তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতাতে, আশা'ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইবে; কিন্তু যিনি "ঈশ্বর" কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারেন না, ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস নাই, "ঈশ্বরানুগ্রহ" শব্দ, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে, তিনি হাস্য করিবেন, ঈশ্বরানুগ্রহে বিশ্বাসবান্‌কে ঈশ্বরানুগ্রহ পাইবার নিমিত্ত সতত উৎসুক পুরুষকে, অসভ্য বা বর্ব্বর জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন, অথবা করুণাযোগ্য (Pitiable) মনে করিবেন। যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, সে তাহা বুঝিতে পারে না,

সকলেই সব বুঝিতে পারেনা কারণ সকলের সব বুঝিবার শক্তি নাই। সকলের সব বুঝিবার শক্তি না থাকিবার কারণ কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা। ঈশ্বরানুগ্রহ কোন্ পদার্থ, যাহার তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি হয় নাই, তিনি "ঈশ্বরানুগ্রহ" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, উপহাস করিবেন, অজ্ঞের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন।

এই কথা যে সত্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয়না, কারণের যাহা আত্মভূত, তাহাকে "শক্তি" এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়। সকলেই সব করিতে পারেনা, সকলেই সব বুঝিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, যাহার যাহা করিবার শক্তি নাই, সে তাহা করিতে পারেনা, যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, সে তাহা বুঝিতে পারেনা, যাহার যাহা করিবার শক্তি আছে, সেই তাহা করিতে পারে, যাহার যাহা বুঝিবার যোগ্যতা আছে, সেই তাহা বুঝিতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, ব্যক্তি বিশেষে যে, শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সকল ব্যক্তিতে যে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি থাকে না, তাহার কারণ কি? "অনুগ্রহ" শব্দের অর্থ হইতেছে, "প্রসন্নতা," "ফলদান," "ইষ্ট সম্পাদনের ইচ্ছা," "অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক ইষ্টসাধন," "হিতসম্পাদনের ও অহিত নিবারণের প্রবৃত্তি বা অভ্যুপপত্তি"। ঈশ্বরানুগ্রহ শব্দ, সুতরাং ঈশ্বরের অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক ইষ্টসাধন, ঈশ্বরের হিত সম্পাদনের ও অহিত নিবারণের প্রবৃত্তি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা এই অর্থের বাচক। জানিতে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, অনিষ্টনিবারণ পূর্ব্বক ইষ্টসাধন যখন তাঁহার স্বভাব, হিতসম্পাদনের ও অহিত নিবারণের প্রবৃত্তি যখন তাঁহার নিত্য, তখন জীবের অনিষ্ট হইবার কারণ কি? তখন জীব দুঃখ পায় কেন?

অনুগ্রহ ও ঈশ্বরানুগ্রহ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ

বক্তা—সকলেই যে সব করিতে পারেনা, সকলেই যে সব বুঝিতে পারেনা, মানুষমাত্রের তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; আমি যাহা করিতে পারিনা, আমার যাহা দুর্ব্বোধ্য, অন্য এক ব্যক্তি যে, তাহা করিতে পারেন, অপর এক ব্যক্তির যে, তাহা সুখবোধ্য, প্রত্যেক মানুষ, প্রতিক্ষণ তাহা অনুভব করিতেছে, কিন্তু কেন এইরূপ হয়? বহুব্যক্তিই, এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করিতে সমর্থ নহেন, এই প্রশ্নের সমাধান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, অনেকের তাহাই মনে হয়না। যিনি যাহা করিতে পারেন না, তাঁহার তাহা করিবার শক্তি নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত যে, অসৎ সিদ্ধান্ত নহে, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সকলের সব করিবার শক্তি না থাকিবার কারণ কি? শক্তিহীন্ শক্তিমান্ হইতে পারেনা কি? যদি পারে তবে কি কারণে পারে? যাহাতে যে শক্তি বস্তুতঃ নাই, তাহাতে সেই শক্তির আবির্ভাব হওয়া সম্ভব কি? "বস্তুতঃ অসৎ কখন সৎ হয়না," "বস্তুতঃ সৎ ও কখন একবারে অসৎ হয়না," তুমি নিশ্চয় এই শাস্ত্রীয় উপদেশ বহুবার শ্রবণ করিয়াছ, এই উপদেশ যে মিথ্যা নহে, সম্ভবতঃ তাহাও তুমি বিশ্বাস কর,

অতএব যাহাতে যে শক্তি বস্তুতঃ নাই, তাহাতে সেই শক্তির যে, আবির্ভাব হইতে পারেনা, তাহা তুমি স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই। যথাবিধি কর্ম্ম করিতে করিতে শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, পূর্ব্বে যাহার যাহা করিবার শক্তি থাকে না, কিছু দিন অভ্যাস করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাহা করিবার শক্তি আবির্ভূত হয়, পূর্ব্বে যাহার যাহা দুর্ব্বোধ্য থাকে, বুঝিবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করিলে, কিয়ৎকাল পরে, তাহার তাহাই সুখবোধ্য হয়, অধিক কি যথোপযুক্ত যোগাভ্যাসের গুণে মানব অষ্টবিভূতির অধিকারী হইতে পারে, প্রকৃতির উপরি পূর্ণভাবে প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয়। শক্তিহীনের শক্তিমান্ হওয়া যদি একেবারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে, কোন শক্তিহীন্ কি, শক্তিমান্ হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিত? তাহা হইলে, কাহার কি উন্নতি হইত? তাহা হইলে, উৎসাহ, অধ্যবসায় প্রভৃতি উন্নতিসাধক গুণসমূহের অস্তিত্ব কি একেবারে বিলুপ্ত হইত না? জগৎ তাহা হইলে কি কর্ম্মশূন্য হইতনা? যথাবিধি, যথাপ্রয়োজন কর্ম্ম করিলে হীনশক্তি যখন শক্তি বিশিষ্ট হয়, বস্তুতঃ অসৎ যখন কখন সৎ হয় না, তখন অঙ্গীকার করিতে হইবে, আপাত দৃষ্টিতে যাহা অসৎ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই বস্তুতঃ অসৎ নহে, সদ্বস্তু ও সূক্ষ্মত্বাদি হেতু বশতঃ অসদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শক্তিহীন যে, শক্তিমান্ হইবার নিমিত্ত উৎসাহী হয়, যথা নিয়মে, যথা প্রয়োজন কর্ম্ম করে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই তাহার কারণ, ঈশ্বরানুগ্রহ কোন্ পদার্থ, তাহা অনুভব করা করুণাময় শ্রীভগবানের অনুগ্রহাধীন। "ঈশ্বরানুগ্রহ" কাহাকে বলে, যথাযথ ভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রথমে সুখ, দুঃখ, হিত, অহিত, ইষ্ট, অনিষ্ট ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধন, হিত সম্পাদনেরও অহিত নিবারণের প্রবৃত্তি যদি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বভাব হইত, তাহা হইলে, সংসার দুঃখময় হইবে কেন, জীবের কল্যাণ সাধনই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, ঈশ্বর জগৎকে সুখময় করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সমর ক্ষেত্রের ন্যায় অশান্তির লীলাভূমি হইত না, যিনি জীবকে এত কষ্ট দেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কিরূপে? যদি বলা যায়, ঈশ্বর প্রাকৃতিক স্রোতকে বাধা

ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে সুখ, দুঃখ, ইষ্ট, অনিষ্ট ইত্যাদি শব্দের তত্ত্ব বিচার করিতে হইবে, অনুগ্রহ যখন ঈশ্বরের স্বভাব তখন জগৎ দুঃখময় হইল কেন, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

দিতে পারেন না, জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল প্রদান করেন, তাহা হইলে, মানিতে হইবে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। যিনি ইহা পারেন, উহা পারেন না, তাঁহার প্রভুত্বাকে সর্ব্বতোমুখী বলা যাইবে কিরূপে? তাহা হইলে, কিরূপে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে? তাহা হইলে "ঈশ্বরানুগ্রহ" এই শব্দকে আকাশ কুসুমবৎ অর্থশূন্য না বলিব কেন? ঈশ্বরানুগ্রহের তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাইলে, লোকের মনে সাধারণতঃ এই সকল প্রশ্ন উদিত হয়; অতএব ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, ইহাদের সমাধান আবশ্যক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যদর্শন বুঝাইয়াছেন, কর্ম্ম নিজ স্বভাবে ফল প্রসব করে, কারণে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে, কর্ম্মফল নিষ্পত্তি হয়, ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, ইহা অযুক্ত কথা ("নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।"—সাংদং, ৫।২)। মহর্ষি গোতমের মতে কর্ম্মফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহাধীন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না ("ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মফল্য দর্শনাৎ।"—ন্যায় দর্শন ৪।১।১৯ সূত্র)। পাতঞ্জলদর্শন ও ইহার বেদব্যাস কৃতভাষ্য পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ঈশ্বরের স্বীয় উপকারের প্রয়োজন না থাকিলেও, কল্প প্রলয় ও মহাপ্রলয় সকলে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা সংসারী পুরুষবৃন্দকে উদ্ধার করিব, এইরূপ জীবানুগ্রহ,

কর্ম্মফল সিদ্ধি ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে মত ভেদের কথা—

অনুগ্রহের কথা বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদ সংহিতা ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী কর্ম্মাধ্যক্ষ, নিরাবরণ জ্ঞান (যাঁহার জ্ঞান দেশ, কাল বা অন্য কোন আবরক কারণ দ্বারা কখন আবৃত হয়না) বলিয়াছেন। পরমাণু বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি বল, সকলেই জড়, সকলেই অচেতন। অচেতনের স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয়না, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন। * বেদে, বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের

জড় বা অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোনরূপ নিয়মিত কর্ম্ম করিতে পারেনা, বেদ ঈশ্বরের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনাত্মক কোন তপঃ ও জীবের কর্ম্ম এই দুইটীকে জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন, মৈত্র্যুপনিষদে বেদের এই অভিপ্রায় বিশদীকৃত হইয়াছে।

* "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।"—পাং দং সমাধিপাদ

• "তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্ জ্ঞানধর্ম্মোপদেশে কল্পে প্রলয় মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি।"—যোগসূত্রভাষ্য।

হইয়া কোন প্রকার নিয়মিত কর্ম্ম করিতে পারেনা, জড় বা অচেতন পরতন্ত্র—স্বতন্ত্র নহে। মৈত্র্যুপনিষদে এই সত্যের বিজ্ঞাপনার্থ উক্ত হইয়াছে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্তি, চেতনের প্রেরণা বিনা হয় না, অতএব জগতের প্রাগবস্থা চেতন পরাধীন, অপিচ ইহার প্রবৃত্তিও তদধীন, তমঃ বা কারণে প্রবিলীন জগৎ, অধিষ্ঠান ভূত চিদাত্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া সাম্যাবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যোন্মুখ হয় ("তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রযাতি * * *—মৈত্র্যুপনিষৎ)। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদ সংহিতা জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার সময়ে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। প্রাণিদিগের অতীত কল্পকৃত কর্ম্মসমূহই ভাবি প্রপঞ্চের রেতঃ বা বীজস্বরূপ। ঐ সকল কর্ম্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বকর্ম্ম ফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কাম—জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। স্রষ্টা পরমেশ্বরের স্রষ্টব্যের পর্য্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, এই দুইটীই জগৎ সৃষ্টির সম্যক্ উপকরণ।†

† "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা—৮। ।১২৯

"তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০।২

কামনা।

প্রাণ-চায় নীরবতা সুদূর আকাশ
ধরণীর কোলে যেথা বহে সুধাধারা,
সেথায় একলা বসি, ধুয়ে ফেলি যত মসী
হেরি তব পূর্ণ-পরকাশ ডুবে যাই হয়ে আত্মহারা।
যেথায় প্রকৃতি রাণী আপনার মনে
খেলা করে নিতি নিতি নব শোভা ধরি
সেথায় জীবন ভার, দুখের রতন হার
সাধ যায় গাঁথি নিরজনে ফুলে ফুলে পাত্র পূর্ণ করি।
সুনীল পয়োধি যেথা বহে অবিরাম
মনে হয় তার খেলা দেখি দিবানিশি,
তাহার সীমার শেষে, অসীম শান্তির দেশে
ব্যথিতের রয়েছে আরাম, ধীরে ধীরে তারি সাথে মিশি।
শুনা যায় যেথা সেই অনন্তের গান
নীরব নিথর ঠাঁই নাহি কলরব
জীবন প্রবাহ যেন, শান্তি পারাবার হেন
চলে যায় লভিতে নির্ব্বাণ, থেমে আসে হাসা কাঁদা সব।
যেখানে কাতর প্রাণ পায় শান্তি হায়
শুনি সেই সুদূরের ও পারের বাণী,
যেথায় তৃষার পরে, প্রেম বারি সদা ঝরে,
কুসুমের মত ভেসে যায়, স্বপনেতে গড়া তরী খানি।
সেথায় সেথায় প্রভু লয়ে চল মোরে
ধরণীর কোলাহল পশে নাহি কাণে,
সকল শোভার মাঝে, মুক্তির মহিমা রাজে
বাঁধেনাক মহামায়া ডোরে, লয়ে যায় অনন্তের পানে।

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সংবাদে রামতত্ত্ব।

এই বালক—এখনও ঊনষোড়শ বর্ষ শেষ হয় নাই। বশিষ্ঠদেবের মুখে আত্মসংবাদ শুনিতে শুনিতে মন অস্তমিত হইল—আহা! রাম এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! এই স্তিমিতগম্ভীর অপূর্ব্ব শ্যামল বালক দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি—

মনস্যস্তং গতে পুংসাং তদন্যন্নোপলভ্যতে।
প্রশান্তামৃত কল্লোলে কেবলামৃত বারিধৌ॥
মজ্জ মজ্জসি কিং দ্বৈতগ্রহক্ষারাব্ধি বীচিষু।
ভজ সংভরিতা-ভোগং পরমেশং জগদ্গুরুম্॥

পুরুষের মন অস্তমিত হইলে আপনি আপনি ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয়না। প্রশান্ত অমৃত কল্লোল সেই কৈবল্যামৃত বারিধি ছাড়িয়া দ্বৈতগ্রহণ রূপ ক্ষার সমুদ্রের তরঙ্গে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইবে কেন? সুধাসাগরে মগ্ন হও। ভরিত ভোগ জগদ্গুরু এই পরমেশ্বরকে ভজনা কর। জ্ঞানাভ্যাস কর।

অভ্যাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বমুৎসৃজ্য কুর্ব্বভ্যাসে স্থিরং মনঃ॥

অভ্যাসে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ইহাই বেদের আজ্ঞা। সব ছাড়িয়া অভ্যাসে মনকে নিযুক্ত কর।

ভগবান্ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ দেবকে বলিতে লাগিলেন—

হে বশিষ্ঠ মহাভাগ ব্রহ্মপুত্র মহানসি।
গুরুত্বং শক্তিপাতেন তৎক্ষণাদেব দর্শিতম্॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্য দেহকে।
জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥

হে বশিষ্ঠ! হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মপুত্র! আপনি মহান্। আপনি আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টিদ্বারা এইক্ষণেই যে শক্তি সঞ্চার ব্যাপার দেখাইলেন তাহাতেই আপনি যে যথার্থ গুরু—আপনি যে ক্ষণমাত্রে শিষ্যকে ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করাইয়া শিষ্যকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য রাখেন তাহা সকলেই জানিলেন। গুরু কথন

কখন আপন শরীর ছাড়িয়া শিষ্যদেহে প্রবেশ করেন, করিয়া কুণ্ডলিনী সঞ্চারাদি করিয়া থাকেন আপনি সেরূপ কিছুই করেন নাই। দর্শনে, স্পর্শনে, শব্দে, কৃপায় যিনি শিষ্যদেহে শাম্ভব সমাবেশ—(দৃষ্টি বাহিরে কিন্তু ভিতরে আত্মদর্শন) করাইতে পারেন তিনিই দেশিক—তিনিই গুরু। এই রামও আপনা হইতে সংসার বিরাগী সেইজন্য শুদ্ধচিত্ত এবং বিশ্রান্তিমাত্র আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন—পরমপদের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ইনি পরমপদে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। গুরুবাক্যে যে শিষ্য প্রবুদ্ধ হইবে সে স্থলে শিষ্যেরও প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি থাকা চাই। কাম, কর্ম্ম ও বাসনা—এই তিন চিত্তমল যদি শোধিত না হয় তবে গুরুর উপদেশেও শিষ্য প্রবুদ্ধ হইতে পারেনা। গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তবেই গুরু শিষ্য সংযোগে ঈদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দৃশ্য প্রপঞ্চ সম্বন্ধে যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে লোকে অভ্রান্ত বলে সেইরূপ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অভ্রান্ত। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ জন্য, আত্মা সম্বন্ধে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করা চাই—শ্রবণের পরে সংশয় শূন্য মনন চাই, তৎপরে ধ্যান, তৎপরে প্রত্যক্ষদর্শন। বৈখরী বাক্যে শ্রবণ, পরে মননে হৃদয়মধ্যে মধ্যমাতে অচঞ্চলভাবে ধারণা, তৎপরে ধ্যানে পশ্যন্তিভাবে দর্শন এবং সর্ব্বশেষে পরায় স্থিতি। জ্ঞানী যিনি তিনি বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা এই ভাবে প্রত্যক্ষ করেন; আকাশে সমন্তাৎ প্রসারিত চক্ষু যেমন অবাধে দর্শনক্ষম হয় এই প্রত্যক্ষ দর্শনও সেইরূপ। ভগবান্ বিশ্বামিত্র তখন ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন "ইদানীং কৃপয়া রাম ব্যুত্থানং কর্ত্তুমর্হসি" এক্ষণে কৃপা করিয়া রামকে পরমপদ হইতে ব্যুত্থিত করুন—রামের দ্বারা আমার কিছু কার্য্য আছে। আর আপনিই রামকে ব্যুত্থিত করিতে পারিবেন কারণ আপনি সর্ব্বদা রামপদে অবস্থান করিতেছেন। হে বিভো! যে উদ্দেশে আমি এখানে আসিয়াছি আপনি আমার সেই নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসিদ্ধি কার্য্য স্মরণ করুন। আমি অতি কষ্টে স্বয়ং রাজা দশরথকে প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছি। শুদ্ধান্তঃকরণ আপনি, আপনি আমার প্রার্থনা বৃথা করিবেন না। ব্যুত্থিত রামের দ্বারা আমি কিছু দেব কার্য্যও সম্পাদন করিব। এই রামাবতারের কার্য্যও কিছু আছে। রামকে আমি সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব, সেখানে গিয়া রাম রাক্ষস মর্দ্দন করিবেন, পরে অহল্যাকে শাপমুক্ত করিবেন, পরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকাত্মজার পাণিগ্রহণ করিবেন, জামদগ্ন্য পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়া রাম ইঁহার পরলোকগতি রোধ করিবেন। পরে রাজ্যত্যাগ, বনেবাস, দণ্ডকারণ্যাবাসী-মুনিদিগকে রাক্ষস বধ করিয়া ভয় হইতে উদ্ধার করিবেন। বিবিধ তীর্থ এবং বহু প্রাণীকে ইনি

পবিত্র করিবেন। পরে সীতাহরণ প্রযুক্ত যে দুর্গতি - শোক, মোহ, বিড়ম্বনা— সেই ছলে রাবণাদি বধ করিয়া দেখাইবেন স্ত্রীসঙ্গী যাহারা তাহাদের শোক কত, আর অস্বাস্থ্যই বা কত। তারপরে ইন্দ্রবরদান দ্বারা যুদ্ধে মৃত ঋক্ষ বানরাদি পুনর্জীবিত করিয়া দেখাইবেন মরিয়া গেলেও পুনর্জ্জীবন সম্ভব। অগ্নি প্রবেশাদি দ্বারা সীতার বিশুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া এই রাম দেখাইবেন এই লোকে শিষ্টজনমাননীয় চরিত্রতা রক্ষা করা সকলেরই উচিত। পরে রাজা হইয়া দেখাইবেন জীবন্মুক্ত, নিস্পৃহ হইলেও কর্ম্মে যাহাদের অধিকার—কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের গতি লাগিবে— ইহা দেখাইবার জন্য দেখাইবেন, কর্ম্মীদিগকে ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ হইতেই হইবে। জ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ সেইরূপ কর্ম্মও মুক্তির গৌণ কারণ যাঁহারা ইহা স্বীকার করেন তাঁহাদের ব্রহ্মলোকাদিতে গতি হয় ইহা দেখাইবার জন্য জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় করিবেন। জ্ঞান এখানে উপাসনাকে বলা হইয়াছে। কর্ম্মমার্গ, প্রবর্ত্তন করিয়া দেখাইবেন যে ইহা যে বর্ত্তমান কালেই শুধু উপকারী তাহাই নহে কিন্তু উত্তর-কালে রামভক্তগণ রামের স্মরণকীর্ত্তন, তাঁহার চরিত্র অনুকরণাদি যে সমস্ত কর্ম্ম জীবন্মুক্তিপ্রদ, ইনি তাহার জন্যই জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় দেখাইবেন। এই মহাত্মা রামচন্দ্র এইভাবে ত্রিলোকের এবং আমারও উপকার সাধন করিবেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র ইদানীং সাধারণ লোকের যাহাতে রামভক্তি বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য বলিতেছেন—

অনেন রামচন্দ্রেণ পুরুষেণ মহাত্মনা
নমোঽস্মৈ জিতমেবৈতে কোপ্যেবং চিরমেধতাম্ ॥

হে জনাঃ এতে যূয়মস্মৈ রামায় নমস্কুরুত। তন্নমস্কারমাত্রেণ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বং জেতব্যং জিতমেব ন সাধনান্তরমপেক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। যুষ্মাকং মধ্যে কোপি পুরুষধৌরেয় এবং শ্রীরাম ইব জীবন্মুক্তশ্চিরং নির্ব্বিকল্পসমাধিবিশ্রান্তিং প্রাপ্তঃ। সুখমেধতাং বর্দ্ধতাম্ ॥

হে মানব! তোমরা এই রামচন্দ্রকে নমস্কার কর। ন মম বা নম ইহা করিলে তোমরা সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিবে—ন মম বা নম সর্ব্বদা যিনি করেন তাঁহার আর অন্য সাধনার আবশ্যক হয় না তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ রামের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া চিরসুখে অবস্থান করিবে।

রামের ভবিষ্যৎঘটনা অবগত হইয়া বশিষ্ঠাদি যোগীন্দ্রগণ ও অন্যান্য সকলে শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলের ধূলিগ্রহণ করিলেন এবং সর্ব্বদা রামস্মরণে আস্থাবন্ত

হইলেন। রাম কথা শুনিয়া কাহারও পূর্ণতৃপ্তি হইল না—সকলেই আরও শুনিতে চাহিলেন। রামের গুণরাশি মনন করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন মুনে, কমললোচন রাম জন্মান্তরে কে ছিলেন? "কোঽয়মভূৎ বুধঃ কিংবা মনুষ্যো বাথ রাঘবঃ" দেবতাছিলেন বা মানুষ ছিলেন? বিশ্বামিত্র ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—

"অয়ং স পুরুষঃ পরঃ" ইনিই সেই পরম পুরুষ--ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া বিশ্বাস করুন—ইনিই জগতেয় হিতের জন্য সমুদ্রমন্থন করিয়াছেন। রামতত্ত্ব গম্ভীরাকার-গূঢ়াশয়-উপনিষৎ ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না। ইনিই পূর্ণানন্দময়, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত শ্রীভগবান্। ইঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে ইনিই সকলের সকল পুরুষার্থ সাধন করেন। ইনিই মিথ্যা জগতের মিথ্যা পদার্থ সমস্ত সৃজন করেন আবার কুপিত হইয়া সমস্ত নষ্টও করেন। ইনিই "বিশ্বাদি র্বিশ্বজনকঃ" বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক ইনিই "ধাতা ভর্ত্তা মহাসখঃ"। যাঁহারা আমি কে, জগৎ কি, এই বিচার করিয়া জগতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন সেই বীতরাগ মুনিগণই ইঁহার মহিমা অবগত আছেন।

> কচিন্মুক্ত ইবাত্মস্থঃ ক্বচিৎতুর্য্যপদাভিধঃ।
> ক্বচিৎ প্রণীত প্রকৃতিঃ ক্বচিৎ তস্থঃ পুমানয়ম্॥
> অয়ং ত্রয়ীময়োদেব স্ত্রৈগুণ্যগহনাতিগঃ।
> জয়ত্যঙ্গৈরয়ং ষড়্ভির্বেদাত্মা পুরুষোদ্ভুতঃ॥

এই রামই কখন আত্মস্থের মত মুক্ত, কোথাও আপনি আপনি তুরীয় পরমপদ, কোথাও মায়ানিয়ন্তা আবার কোথাও মায়ান্তর্বদ্ধ। এই অদ্ভুৎ পুরুষই ত্রয়ীময় বেদময়—বেদশরীর, ইনিই গহন ত্রিগুণের অতীত, ইনিই বেদের আত্মা; ইনি বেদের অঙ্গ যে শিক্ষা কল্পাদি তদ্বারা জয়যুক্ত। ইনি ব্রহ্মা, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই মহাদেব। ইনি অজ হইয়াও মায়া দ্বারা জাতমত হয়েন। ইনি সর্ব্বদা জাগ্রত। এই ভগবান্ রূপ বিহীন হইয়াও বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সকলের পালক। তেজ যেমন প্রকাশ ধর্ম্ম বহন করে, বিক্রম যেমন বিজয় বহন করে, শাস্ত্র যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষ বহন করে, সেইরূপ গরুড় ইঁহাকে বহন করেন। যাঁহার পুত্র ইনি, সেই রাজা দশরথ ধন্য আর ধন্য সেই দশানন রাম যাঁহাকে প্রতিযোদ্ধারূপে ভাবনা করিবেন।

এই রাম চিদানন্দঘন, অব্যয় আত্মা। নিয়তেন্দ্রিয় যোগিগণ রামের তত্ত্ব

জানেন আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানিনা আমরা ইহাকে অপকৃষ্টরূপেই দেখিতে জানি।

রামতত্ত্ব ঋষিগণ যাহা দেখাইলেন তাহাতে দেখা গেল রামই নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, আত্মা ও অবতার সমকালে। একটিতে চারিটি আবার চারিটিই সেই একটি। ইতি

জাগরণ-প্রয়াস।

বেলা যায় ব'য়ে কর কি বসিয়ে
ভাব সদা নিরন্তর।
মরু মরীচিকা দৃশ্য বিভীষিকা
ভাসে মনে অনিবার॥
স্বপনের প্রায় আসে আর যায়
এই আছে এই নাই।
তবু ও কি হায়! ভ্রম নাহি যায়
কুনিদ্রা টুটেনা তাই॥
বল কত কাল এ দৃশ্য করাল
এরূপে গ্রাসিবে তোরে।
দিন হ'ল শেষ নাহি অবশেষ
সম্মুখে আঁধার যে রে॥
পারে যেতে হবে ভুলেছ কি এবে
কবে হবে নিশি ভোর।
এ ঘুমের নেশা দারুণ তিয়াসা
ছিঁড়ে না মায়ার ডোর
দারা পুত্র সব মনের বৈভব
কত না, যাতনা দেয়?

তবু কিরে মূঢ় র'বি মোহে ভোর
ছাড় না যতনে তায়॥
জ্ঞানামৃত পান কর অবিরাম
মোহ যাবে চলে দূরে॥
জ্ঞান হারানিধি সেব নিরবধি
পাবে নিত্যধন ঘরে॥
ওরে মূঢ়মতি ত্যজ ভ্রম ভ্রান্তি
বিচার করহ দৃঢ়।
নিত্যধন সার আনন্দে আবার
ভাসিবি রে নিরন্তর॥
সেই কাম্য ধন অমিয় রতন
ভকতি পীযূষ রস।
ভুলিয়া কেমনে আছ হে কাননে
পান কর তাম-রস॥
নামামৃত পান জীবে কর প্রেম
নিত্য ধন অনুমানি।
নিরখি নয়নে পরম কারণে
হবে তৃপ্ত চিরদিনে॥
এস এস আর যাবে যদি পার,
ধরগো প্রেমের পথ॥
প্রেমে জ্ঞান পাবে দরশন হবে
পূর্ণ হবে মনোরথ॥

হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর।

নিজের দিকে একটু দেখিলেই বলিতে হয় "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"। পরের সমালোচনা ছাড়িয়া নিজের জীবনটা একটু সমালোচনা করিলেই বলিতে হয়—হা গোবিন্দ! হা নারায়ণ! হা মধুসূদন আমায় কৃপা কর। হা রাম! হা জগন্নাথ! হা বিশ্বনাথ! হা রঘুনাথ! আমায় দয়া কর। আমার মত এমন কৃপা পাত্র আর কি তোমার মিলিবে? এমন আর কোথায় মিলিবে ঠাকুর! আমি যে কিছুই পারিলাম না। এই দীর্ঘ জীবন লইয়া আমি করিলাম কি? আমি মনের মতন করিয়া জপ করিতে ও পারি না, ধ্যান ও পারি না, বিচার ও পারি-না—তবে আমি কি পারিলাম? আমার যে কিছুই হয় না—আহা আমার চেষ্টায় আর কি হইবে? তুমি না করিয়া দিলে যে কাহার ও হয় না শুনি। প্রতি-দিনই বলি "তন্নো দেব প্রচোদয়াৎ" এ বলা ও যদি ঠিক হইত তবে বুঝি হইত। কিছুই ত হয় না—সময় ও ত পাইনা। কি যে করি তার ও ঠিক নাই। তোমাকে ডাকিতে গিয়া কত প্রলাপ বকি—কত কি করি—দেখিতে দেখিতে সময়টুকু কাটিয়া যায়—তার পরে যা তা করিয়া উঠিয়া আসি। যখন তোমায় ডাকিতে শিখি নাই তখন যা তা লইয়া থাকিতাম—যাহা ইচ্ছা করিতাম—কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে, কত পাপ হইয়া গিয়াছে, কত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আবার যখন ডাকিতে শিখিলাম তখন ও প্রাণ ভরিয়া কিছুই হইল না; বল আমার কি হইবে? আমি কি মানুষ না আর কিছু?

আমার অবিনয় গেলনা—মন আমার দমিত হইল না—বিষয় মৃগতৃষ্ণা শান্ত হইল না, জীবে দয়া হইলনা—আহা সংসার সাগর এখন প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলিয়া আমায় ভাসাইয়া লইতে আসিতেছে। হা হা প্রভু আর ত আমার সময় নাই! আহা! আমায় দয়া কর।—তোমার জন্য যে কোন কাজ হউক আমায় অনবরতঃ করাও—তা জপই হউক বা ধ্যানই হউক বা বিচারই হউক বা স্বাধ্যায়ই হউক বা প্রাণায়ামই হউক—বা সব গুলিই হউক—আমায় দীর্ঘ দীর্ঘ কাল করাও—আর অন্য কর্ম্ম আমার উপরে আনিওনা—আনিলেও আমাকে তোমার কর্ম্ম হইতে দূরে রাখিওনা—লয় বিক্ষেপ দিয়া আমায় বিচলিত করিও না—উঠে উঠুক—শেষে যেন তোমার নাম করিয়া করিয়া তারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে।

নিত্য কর্ম্ম ত বাদ দেওয়া চলেই না। নিত্য কর্ম্ম করিতেই হইবে আর সর্ব্বদা জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার—ইহার যেটিতে পার দীর্ঘকাল তাহা লইয়া থাকিতে হইবে এবং সেই জন্য ভক্তি গ্রন্থ ও অধ্যাত্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন লইয়া থাকিতে হইবে। আর যাহা একান্তে করা যায় বাহিরে তাহারই প্রয়োগ চাই।

সমস্ত জীবন—যে কটা দিন বাকী আছে এই ভাবে কাটাইতে চেষ্টা কর তিনিই সংসার সাগর পার করিয়া দিবেন। হতাশ হইয়া ফল নাই, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা যে করে সেই কুল পায়।
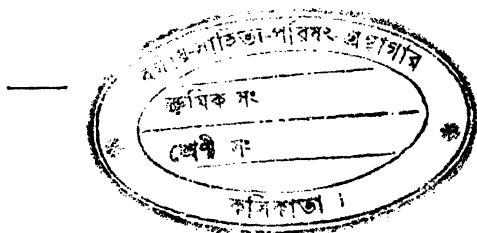
বাচা বিবেকস্তুবিবেক এব।

জপ, ধ্যান এবং বিচার—এই তিনটি লইয়া যিনি জীবন কাটাইতে পারেন তাঁহারই সব হয়। জপে পরিশ্রান্ত হইলে ধ্যান করিতে হয়, ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে আবার জপ করিতে হয় আর জপে ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে বিচার করিতে হয়। এই সকলে চেষ্টা চলিবে আর কাতরে প্রার্থনা চলিবে "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ"।

জপও করি আর ধ্যানও করি কিন্তু বিচার জাগে নাই এই অবস্থায় দীর্ঘ-সংসার-রোগ ছাড়িতেই পারে না। একক্ষণে ভাল, পরক্ষণেই মন্দ, প্রতিদিনই ইহা হইবে আর ইহাতেই বুঝিতে হইবে জ্বর ছাড়ে নাই।

সর্ব্বদা ইষ্ট মন্ত্র জপ করা চাই সেইজন্য প্রতিসন্ধ্যায় দীর্ঘকাল জপ করাও চাই। নতুবা সর্ব্বদা জপ থাকিতেই পারে না। আবার এমন অভ্যাসটি হওয়া চাই যাহাতে লৌকিক কর্ম্মের বিরাম হইলেই আবার জপ উঠে। প্রথম প্রথম আপনা হইতে উঠিবে না; চেষ্টা করিয়া তুলিতে হইবে। অভ্যাস পাকা হইলে আপনা হইতে উঠিবে।

যাঁহাদের সময় আছে তাঁহারাও সর্ব্বদা জপ লইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্য জপে পরিশ্রান্ত হইলে ধ্যান করা চাই। রূপের ধ্যান, গুণের চিন্তা, লীলাচিন্তা ও স্বরূপ ভাবনা—এই সমস্তই ধ্যান। ইহাদের সুবিধার জন্য ভক্তি

গ্রন্থ পাঠ করা উচিত বা শ্রবণ করা উচিত এবং শ্রবণ করিয়া মনন করা চাইই। পূর্ব্বেত বলিলাম—জপ ও ধ্যান করি অথচ বিচার উঠেনা এক্ষেত্রে সংসার-জ্বর ছাড়ে নাই বুঝিতে হইবে।

বিচার উঠা কাহার নাম? না—আমি কে, সংসার কি—জগৎ কি ইহার বিচারকেই বিচার বলে।

বিচারো যস্যনোদেতি কোহং কিমিদমিত্যলম্।
তস্যান্তর্বিমুক্তোসৌ দীর্ঘজীব জ্বর ভ্রমঃ॥

কে আমি, এই সব কি দেখি, এই বিচার যাঁর না উঠিল, তাঁর দীর্ঘ জ্বর জনিত অসম্বন্ধ প্রলাপ, ভিতরে রহিয়াই গেল।

বিচার তাঁরই সফল যাঁহার বিবেক জাগিল, বিচার বা বিবেক তাঁহারই জন্মিয়াছে যাঁহার ভোগগৃধ্নতা—ভোগলাম্পট্য দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছে। তাঁহার বিবেকই সফল যাঁহার ইন্দ্রিয় জয় অভ্যস্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় জয় কাহার হইয়াছে বলা যায়? ত্বক্ ইন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, আর উপস্থেন্দ্রিয় যাঁহার জিত তিনিই ইন্দ্রিয় জয়ী। যিনি বিচার করিয়া জানিয়াছেন স্পর্শ জনিত সর্ব্বপ্রকার ভোগই দুঃখের বীজ, স্পর্শ ভোগে যাঁর ইচ্ছা নাই, বচন যিনি যেখানে সেখানে প্রয়োগ করেন না, তিনি ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারেন। তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের লাম্পট্যের কথা ত বলারই আবশ্যক নাই।

উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে যেমন দেহ সুস্থ হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের জয় অভ্যাস করিতে পারিলে, বিবেক, ঈশ্বর মিলাইয়া দেয়, বিবেক ফলিত হয়।

বচনে বিবেক এটা অবিবেকই। শাস্ত্র ব্যাখ্যা বেশ চলে কিন্তু কার্য্য হয় অন্যরূপ—এক্ষেত্রে বচন বিবেকে দুঃখ যায় না। বায়ুর সত্তা যেমন স্পর্শ দ্বারাই অনুভূত হয়, বাক্যে হয় না, সেইরূপ ইচ্ছার ক্ষীণতা না হইলে, বিবেক জন্মে নাই জানিও।

যাঁহারা কিছু উপরেও উঠিয়াছেন, তাঁহাদেরও দেখা উচিত, ভোগের জন্য চেষ্টা নাই, কিন্তু আপনা হইতে ভোগ প্রাপ্ত হইলে, বেশ রুচি করিয়া ভোগ করাটি আছে, এ ক্ষেত্রেও "বিবেকাস্তি বচস্যেব"—এ ক্ষেত্রেও বিবেকটি বচন বিবেক মাত্র।

চিত্রে অঙ্কিত অমৃত যেমন অমৃত নহে, চিত্রাঙ্কিত অগ্নি যেমন অগ্নি নহে, চিত্রাঙ্কিতা নারী যেমন নারী নহে সেইরূপ "বাচা বিবেকস্ত্ববিবেক এব" "বচন-বিবেকটা অবিবেকই। ভোগ আপনা হইতে আসিলেও সেখানে বিবেক

থাকিবে—বিচার ভুল হইলেই জানিতে হইবে বিবেক জন্মে নাই। কোন প্রকার ভোগ আসিলেই, বিচার আসিবে, এই ভোগের যে ক্ষণিক সুখ, এটা দুঃখই—এটা বর্জ্জন করাই চাই। ঘন ঘন ঈশ্বর স্মরণে, ঘন ঘন নাম জপে—কাতর প্রার্থনায়, সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ভোগের প্রশ্রয় দিতে নাই। অজ্ঞাতসারে ভোগের দিকে আ ষ্ট হইলেও—একি করিতেছ বলিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত—ভাল করিয়া বিচার করিয়া জপ ধ্যান আত্ম বিচারের আশ্রয় লওয়া উচিত।

সেইজন্ত বলা হইল বেশ শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশল শিখিয়াছি কিন্তু ভোগ লাম্পট্যে বেশ রুচি এখানে বিবেকটা বচন বিবেক মাত্র—এটা অবিবেকই।

বচন বিবেকে জগৎটা ভরিয়া যাইতেছে; বই লিখি, বই পড়ি, বক্তৃতা করি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি কিন্তু ভোগ লাম্পট্য ত্যাগ করি না, চরিত্র নাই—ইহাই বচন বিবেকের ফল। আমি কে এই বিচারে দেখা যায় আমি চৈতন্য—আমাতে কোন ভোগ নাই—আমি আত্ম-তৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড় আর এই জগৎ এটা চৈতন্যের উপরে মায়া রচিত ইন্দ্রজাল। মায়ার ইন্দ্রজাল দূর কর দেখিবে জগৎটা ব্রহ্মই।

["হিন্দুর ষড়্দর্শন," "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত।]

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

[শ্রীভগবানের অনন্ত-রূপের অনন্ত নাম। তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া জীব-হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি হৃদয়কে ক্ষুদ্র করে ও জীবকে ইষ্টবস্তু হইতে বহুদূরে লইয়া যায়। ভক্ত যাহাতে স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার বিবিধ নাম কীর্ত্তন করিয়া উদার ভাব-পুষ্টি করিতে পারে ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভগবৎ বিষয়ক গীতগুলি রচিত হইয়াছে। প্রধানতঃ 'হরি সংকীর্ত্তন' ও 'কালী সংকীর্ত্তন' সম্প্রদায়দ্বয়ের ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। অজ্ঞানতা হইতে নানা পাপ ও তাপ আসে। "ভক্তি-

র্জ্জানায় কল্পতে” ইহা প্রাচীন ঋষিবাক্য। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য ভক্তি বৃদ্ধি করা। কালে সেই ভক্তি হইতে জ্ঞান উদিত হইয়া জীবকে পরম শান্ত বস্তুর দিকে দ্রুত লইয়া যায়। জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হয়। আজকাল কীর্ত্তন সম্প্রদায়গুলি তাঁর নাম কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করা লক্ষ্য করেন না। যদি ভক্তিই না জন্মিল, তবে জ্ঞান জন্মিবার আশা কোথায়? সুতরাং আজকাল নাম-কীর্ত্তনের ফল ফলিতেছে না।

আবার, ভক্তি-জগতে আর এক বিপ্লব উপস্থিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটীর কোন একটী ভাব লইয়া সাধনা করিতে হয়। শান্ত-ভাবের সাধনাই প্রথম সাধন এবং মধুর ভাবের সাধনাই সর্ব্বোচ্চ সাধনা। এই কথা ‘শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে। কিন্তু ‘হরি-সংকীর্ত্তন’ সম্প্রদায় যদি শান্ত অথবা দাস্য ভাবে উপাসনা না করিয়া অনধিকার সত্বেও সর্ব্বোচ্চ ভাবে অর্থাৎ মধুর ভাবে অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের ভাব লইয়া নাম-কীর্ত্তন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল বড়ই শোচনীয় হয়। দাস্য ভাবে সাধনায় সিদ্ধ না হইয়া পরবর্ত্তী উচ্চ ভাবে—সখ্য ভাবে—সাধনা করা বৈষ্ণব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া যখন কোন হরিসংকীর্ত্তন সম্প্রদায় অধিকার বিচার না করিয়া মধুর ভাবের পরিচায়ক পালা গান কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহারা যে বিষধর প্রাণহর সাপ লইয়া খেলা করেন, এটা বুঝিতে পারেন না। আমাদের প্রার্থনা যাহাতে দাস্য ভাবে ভক্ত মণ্ডলী অগ্রে শ্রীভগবানের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পর পর উচ্চাবস্থা লাভ করিবার পথে, শাস্ত্রাদেশ মাথায় করিয়া, চলেন। শাস্ত্র,—বিশ্বাসীর জন্য, অবিশ্বাসীর জন্য নহে। ভাসা ভাসা নাম-কীর্ত্তনে কোন কালে কোন ভক্তের ইষ্টলাভ হয় নাই। তাঁর নাম-কীর্ত্তন-কালে ভক্তি রসে ডুবিয়া ডুবিয়া যাহাতে তন্ময়তা আসে, তাহার চেষ্টা করিলে, কীর্ত্তনের ফললাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব নাম কীর্ত্তন কি করিয়া করিতে হয় দেখাইয়া গিয়াছেন। কীর্ত্তনে তাঁর সহজেই ভাব-সমাধি হইত। সেইজন্য গৌর চন্দ্রিকা বা শ্রীচৈতন্য দেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রণাম না করিয়া হরি-সংকীর্ত্তন করা হয় না।

অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অধিকার বুঝিয়া কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের শান্ত ও দাস্য ভাবে ভগবৎ উপাসনা করা উচিত। ব্যক্তিগত উন্নতি হইলে মধুর ভাবের উপাসনা ব্যক্তিগত থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটা কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সকল লোকেই যে মধুর ভাবের উপাসনার উপযুক্ত তাহা প্রায়ই

ঘটে না। বৈষ্ণবাচার্য্য ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্ত মহাত্মার উপদেশ স্মরণ করিয়া এই কথাগুলি কীর্ত্তন-সম্প্রদায়কে ও ভক্ত-মণ্ডলীকে জানান হইল এবং শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, তাঁহার প্রেরণায়, প্রচারিত হইল। শ্রীনামের তত্ত্ব দার্শনিক-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যদেব প্রমুখ মহাত্মার ও মহাপুরুষদের জীবনের শিক্ষাপ্রদ ও মনোরম ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়া শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে।]

(১) বন্দনা।

বাউল -একতালা।

নমি নাম হে তোমায় ওগো তুমিই পাপহারী।
তোমায় সার যে করেছে, সে শ্রেষ্ঠ তপ-কারী॥
হউক পাপময় জীবন, নাম তারে করে গো শোধন,
যেমন তুলা রাশির অগ্নি কণায় ভস্মাকার ধারণ।
তিনিই স্বয়ং নাম বলিয়ে, নাম এতই শক্তি-ধারী॥
নাম-জাপককে প্রণাম, যাঁর প্রাণের বন্ধু নাম,
নামে চিত্ত শুদ্ধ যাঁর হয়েছে, তাঁর পদে প্রণাম।
আবার নমি তাঁরে, নাম-ময় যিনি, নামামৃত-আহারী॥
নামের মহিমা-প্রচার, কলিতে গৌর-অবতার,
বলেন নামে নিষ্ঠা বিশ্বাস হ'লে জীবের ভয় কি আছে আর।
ইষ্ট-নাম-সাধনে জাগে শক্তি, তিনিই নাম-রূপ-ধারী॥
কৃষ্ণ স্বয়ং তৌল করি, দেখালেন নিজে নৈন ভারী,
(ও যে) নামীর চেয়ে নামটী বড়,প্রমাণ তার হরি।
তিনি সত্য ব'লে নাম সত্য, ভক্ত-রক্ষা-কারী॥
(দেখ) রাম-অবতারে, স্বয়ং বাঁধলেন সাগরে,
কিন্তু সেতু বিনা মহাবীর, রাম-নামে যান পারে।
তাঁর সকল শক্তি দিলেন নামে, তাই নাম ত্রিতাপহারী॥
ভক্ত ধ্রুব-প্রহ্লাদ আর, নারদ ভক্তি-অবতার,
হরি নামে কত সুধা আছে, সাক্ষ্য দেন গো তার।
(নামে) অবিশ্বাসী নষ্ট হয় আর যেবা সংশয়-কারী॥
ত্রেতায় অমর বিভীষণ, ভক্ত পবন-নন্দন
রাম-নামে নিষ্ঠা রাখি, হলেন রামের আত্মজন।
দস্যু 'মরা' 'মরা' উল্টা জপি, হলেন মুনি-নাম-ধারী॥
'দুর্গা' 'দুর্গা' নাম-বলে, যায় সব আপদ চলে
ব্যাধিনাশ সূর্য্যনামে, জ্ঞান, শিব-নাম-বলে।
(আর) গণপতি নাম জগতে, বিঘ্ন-নাশ-কারী॥

(তাঁর) নামে অঘটন ঘটে, (তাই) নামের মহিমা রটে,
নাম কল্পতরু আছেন সদা ভক্ত-নিকটে।
তাঁরে যে নামে পার, ডাক সকাতরে, তাঁর নাম ভব-ভয়-হারী॥

---

(২) গুরু-প্রণাম।

তিওট।

নামের মহিমা, শুনিতে বাসনা, যদি প্রাণে হয়।
শুন শুন দিয়া মন, গাব নাম-গুণ, শুনিলে পাপ নাহি রয়॥
শুধু কৃপা ক'রে, পাপ নাশিবারে, আইলেন নাম ভুবন-মঙ্গল মধুময়॥
কলিহত জীবে, কেমনে জানিবে, নাম-জপে কিবা ফল হয়।
এই যুগ-ধর্ম্ম ফল, জানিয়া সকল, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে হইলেন উদয়॥
জয় হরিনামের ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য, প্রণমি তোমায়॥
হেথা শ্যামা-নামে প্রসাদ পাগল, দাস্য ভাবে শক্তি-নাম গায়,
রটায় জগতে, "কালী""দুর্গা" নাম, মার নামে পাপ-তাপ কিছুই না রয়॥
জয় ভক্ত-বীর, শ্রীরামপ্রসাদ, নমি তব পায়॥

---

(৩) ব্রহ্মতত্ত্ব-নাম মাহাত্ম্য-প্রার্থনা।

বাউল—একতালা।

(যবে) ধরম প্লাবিত, পাপ প্রচারিত, ভুলে যায় তাঁরে ধরণী।
সাধু-রক্ষা-হিতে, পাপী বিনাশিতে, সৃজগো আপনা-আপনি॥
অনাদি কালের, নিয়ম তোমার, (তব) কত অবতার, সংখ্যা নাহি তার।
কত নামে আস, কত রূপে ভাস, (আছ) স্বরূপে আপনা-আপনি॥
কলিতে তারক-ব্রহ্ম-নাম-গান, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম রাম।
ব্রহ্মময়ী তারা কালী দুর্গা নাম, (তুমি) জীবের জনক-জননী॥
কত শত রূপ, কত শত নাম, জীব-রুচি-ভেদে, কালী-কৃষ্ণ রাম।
লীলার বিলাসে ভাস অবিরাম, (ব্রহ্ম) তুমি যে কেমন, না জানি॥
মায়া খেলা তব করুণার ধারা, ব্রহ্ম সমুদ্রের লহরীর পারা।
(তব) নাম জপ করে অন্তরেতে যারা ঐ মায়া ছাড়ে তাদের আপনি॥
শুদ্ধা ভক্তি দাও, নামে নিষ্ঠা দাও, তব পদে মোর মস্তক লুটাও।
(তব) শরণাগত মোরে ক'রে দাও, (মম) যন্ত্রী হও তুমি আপনি॥

ক্রমশঃ

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল

তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত?

আপনাকে আপনি ডাকিয়া বলা হইতেছে---তুমি ত সদা সঙ্গে থাক? তিনি ত সঙ্গে সর্ব্বদা আছেন তুমি সর্ব্বদা থাক ত?

তিনি যে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন তাহা ত বিশ্বাস কর? তিনি ত চৈতন্য স্বরূপ—বল চৈতন্য কার সঙ্গে নাই? তিনি ত আত্মা—বল আত্মা কার সঙ্গে নাই? শাস্ত্র কি বলেন দেখ। "রাম মশেষহৃৎস্থং" "রামং সর্ব্ব হৃদি স্থিতং" "ত্বং সর্ব্ব ভূত হৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি"—"সর্ব্বভূতের হৃদয়ে রাম তুমি বাস কর।" যাঁহার নাম রাম, তাঁহারই নাম কৃষ্ণ, তাঁহারই নাম শিব, তাঁহারই নাম সীতা, দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী—তাঁহারই নাম চৈতন্য, তাঁহারই নাম প্রণব, তাহারই নাম সর্ব্বমন্ত্র। শাস্ত্রত এই বলেন—অনুভবেও ইহাই পাওয়া যায়। আমি আমি যে কর কাহাকে আমি বল? আমি এই চৈতন্যেরই নাম। চৈতন্য যখন না থাকেন তখন "আমি" কথাও ত থাকে না। তোমার চৈতন্যকে তুমি ছোট বলিয়া মনে ভাব—ইহা কিন্তু তোমার অজ্ঞান। এই অজ্ঞানটা ছাড়িতে পারিলেই দেখিবে চৈতন্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ব্যাপক আর কিছুই নাই। আকাশ সূক্ষ্ম ব্যাপক কিন্তু চৈতন্য আকাশ অপেক্ষা অনন্ত গুণে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। আকাশকে ত খণ্ড করা যায় না তবে বল চৈতন্যকে কাটিয়া কে খণ্ড করিবে, কে বা ইহাকে ছোট করিবে? তথাপি যে তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র ভাব—এইটি তোমার অজ্ঞান বিজৃম্ভিত কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা যখন করিয়া ফেলিয়াছ, বহুদিন, বহুজন্ম ধরিয়া সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে দেহ কল্পনা করিয়া আসিতেছ আর সেই জন্য অশেষ বিড়ম্বনা ভুগিতেছ, তখন এই মিথ্যা অভ্যাস ছাড়িবার জন্য তোমায় বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাইত সাধনা। যাহা কিছু দেখ, যাহা কিছু শুন, যাহা কিছু স্মরণ কর—দ্রষ্টা রূপে না থাকিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া দেখ, শুন, স্মরণ কর বলিয়া, তুমি ছোট হইয়া যাও, আপনাকে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে যে হারাইয়া ফেল—হারাইয়া যাতে তাতে আত্ম বিক্রয় কর এইত তোমার মূঢ়ত্ব। ইহা না করিয়া—তুমি চৈতন্যকে সকল বস্তুতে স্মরণ কর—দ্রষ্টা ভাবে থাকা অভ্যাস কর, তবেই তুমি আপনার স্বরূপে যাইতে পারিবে—পারিলেই দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। এই অভ্যাস পাকা করিবার জন্য একান্তে সাধন ভজন সময়ে, চৈতন্যকে লইয়া, চৈতন্যের জন্যই সব করিতেছ মনে কর, নাম কর বা প্রাণায়াম কর, বা ধ্যান কর, বা স্বাধ্যায় কর, সবই তাঁর জন্য, সবই তাঁহাকে লইয়া। একান্তে সাধনায় ইহা মনে রাখ—অপর চিন্তা যখন আইসে তখন তাহা তোমার শত্রু, তাহা তোমাকে অজ্ঞান অন্ধকূপে মগ্ন করিয়া রাখে, ভাবনা কর, ঐ সমস্তই অজ্ঞানের খেলা, মায়া মারুত বিভ্রম—মনে করিয়া চৈতন্য ভিন্ন অন্য চিন্তাকে মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া চৈতন্য চিন্তাতেই আইস—নিজের বলে যদি না পার, গুরুকে স্মরণ কর, মন্ত্রকে

স্মরণ কর, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর, ইঁহাদের কাছে প্রার্থনা কর, চৈতন্যগুরুর কৃপা ভিক্ষা কর—তাঁহার কৃপায় পারিবে—“তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ” ইহাই করিতে বলিতেছেন—আমি ত জ্ঞানও পারিনা, ধ্যানও পারিনা—তুমি আমায় চালাইয়া লও, তুমি আমাকে জড় দেহ হইতে, যা দেখি, যা শুনি, যা স্মরণ করি সকল হইতে পৃথক্ করিয়া লও। সকল হইতে পৃথক্ হইয়া দ্রষ্টাভাবে থাকিতে অভ্যাস করাইয়া দাও—তুমিই ইহা পার—আর আমার কে আছে ইত্যাদি। একান্তে ত এই অভ্যাস করিবে আবার লোক সঙ্গে যা দেখিবে, যা শুনিবে, তাহার ভিতরে চৈতন্যকেই অনুসন্ধান কর একবারও ভুলিও না। সে যে সর্ব্বত্র আকাশের মত আছে—সেই যে সব সাজিয়া আছে, ইহা ভুলিও না।—জাগ্রতে সেই দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে, স্বপ্নে সেই সংস্কাররূপে আর সুষুপ্তিতে সেই স্থূল সূক্ষ্ম ছাড়িয়া কারণ অজ্ঞানরূপে খেলা করে আবার এই স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ গ্রাস করিয়া—আপনি আপনি তুরীয় ভাবে সর্ব্বদা তিনিই থাকেন। ভাবনা করনা জগৎ আর নাই—মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে—চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, আকাশ নাই, সমুদ্র নাই, আলো নাই, অন্ধকার নাই, কোন জীব জন্তু নাই, কোন ঘর বাড়ী, নগর সহর রাস্তা ঘাট, পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই, আছ তুমিই—স্তিমিত গম্ভীর আপনি আপনি। এই আপনি—আপনি তুমি আবার আপনাকে আত্ম মায়ায় বহু আকারে আকারিত করিয়া জগৎ সাজিলে—জগতের প্রতি বস্তুর ভিতরে আত্মা হইয়া ঢুকিলে—আহা বল বল সে ভিন্ন আর কে আছে? সেই যে আছে আর সকলেই যে সেই। তাই বলিতেছিলাম ভিতরে বাহিরে, ঊর্দ্ধে অধে, পার্শ্বে পার্শ্বে যে আছে, তোমার চক্ষু কর্ণের জ্যোতি হইয়া যে আছে, শ্বাস প্রশ্বাসরূপে যে আছে, আকাশ বায়ু জল স্থল পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ফুল ফল নদী সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত, সর্ব্ব শব্দ, সর্ব্ব নিস্তব্ধতা—সবই যে সে সাজিয়াছে তুমি তার সঙ্গে থাক ত?

সে ত আছে—তুমি তার সঙ্গে থাক ত? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন—সকলের সঙ্গে থাকিয়াও তার সঙ্গে আছ মনে কর ত? কথা কও, ভাবনা কর, কর্ম্ম কর, বা কিছু না কর তার সঙ্গে আছ মনে রাখ ত? আহা! তার সঙ্গে আছ মনে রাখিলে রাগ দ্বেষ আর কোথায় করিবে? কাম, ক্রোধ, লোভ আর কিসে ধরিবে? ঈশ্বর আছে বলা কুসংস্কার—এই সব নাস্তিকতার বমন খাইতে ইচ্ছা কি আর হইবে? এস এস আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছি ভাবনা করিয়া করিয়া হরি হরি করি—আর কি বল?

যদিদং দৃশ্যতে বিশ্বমেবমেবাখিলং জগৎ।
প্রত্যেকমুদিতং মিথ্যা মিথ্যৈবাস্তমুপৈতি চ॥ ৭
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চন কস্যচিৎ।
ভ্রান্তি মাত্রমিদং মায়া মুগ্ধেব পরিজৃম্ভতে॥ ৮

আমরা এই চিত্তস্পন্দন কল্পনার মূর্ত্তি সুতরাং এই মিথ্যা জগৎকে যেরূপে সন্দর্শন করি প্রত্যেক জীবের চিত্তে সেইরূপ ভাবে মিথ্যাই উদিত হয় আর মিথ্যাই অস্ত যায়; জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ নাই; যাহা দেখা যায় সমস্তই মিথ্যা স্বপ্নে কল্পনার উদয়াস্তের ফলে জগৎ কাহারও কাছে কিছুমাত্রও অস্তও যায়না, উদয়ও হয়না; এই জগৎ দর্শন ভ্রান্তিমাত্র—ইহা একমাত্র মায়ারই উন্মত্ত পরিজৃম্ভন, ইহা একমাত্র ভ্রান্তির পরিজৃম্ভনেই প্রতিভাত হয়। যেমন জাগ্রৎকালে এক জীবের চিত্তে যাহা ভাসে তাহার মধ্যে কত সংসারখণ্ড অনুভূত হয় সেইরূপ সহস্র সহস্র জীবের প্রত্যক্ষে বহু সহস্র মিথ্যা সংসার প্রতিভাসিত হইতেছে। তবেই দেখ সঙ্কল্প যখন মিথ্যা—তখন সঙ্কল্পের মূর্ত্তি এই জগতও মিথ্যা—অতএব যাহা মিথ্যা তাহার আবার উদয়ই বা কি আর অস্তই বা কি—এই জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই আছেন আর ইনি অনেজৎ বলিয়া স্পন্দন ইহাতে উঠেইনা—তথাপি মনে হয় যেন উঠিতেছে এইটি ভ্রম।

জীবের মধ্যে যে সংসার তাহা অন্য কেহ দেখেনা কেন? উত্তর হইতেছে একজনের স্বপ্ন যেমন অন্যে দেখেনা, একজনের সঙ্কল্প নগর যেমন অন্যে দেখেনা সেইরূপ পরস্পরের অন্তরের সংসার সেই পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহই দেখেনা। এইরূপে একজনের ভ্রম অন্যের অনুভূতিগম্য হয় না। বুঝিতেছ কেন হয়না? জ্ঞান দৃষ্টির অভাব জন্যই হয়না। জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে শূন্য আকাশে সঙ্কল্প নগর সমূহের ন্যায় এই মনোরাজ্যের মিথ্যা কল্পনা নগর সমূহ মনের মধ্যেই দেখা যায়। পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি প্রাণিপুঞ্জ সঙ্কল্পেরই দেহ ধরিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। হে রঘুনন্দন! আমরাও নিজ নিজ সঙ্কল্পের মিথ্যা

দেহ ধারণ করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভাবনা করিতেছি। আমরা কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহার পরায়ণ হই অপরে তাহা পারেনা এই প্রভেদ। অপর সকলের মধ্যেও এই মিথ্যা সৃষ্টি পরম্পরা রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন বস্তুতা নাই। মিথ্যার যে বস্তুত্ব তাহা অবস্তুত্বই। প্রত্যেকের মধ্যে এইরূপে যে বিশ্ব উদিত হইতেছে তাহা মিথ্যাই। বসন্তকালে একমাত্র রস যেমন বন গুল্মাদি-রূপে সমুদিত হয় সেইরূপ একমাত্র রস স্বরূপ সেই আত্মাই মিথ্যা বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত যেন হইতেছেন। প্রাথমিক স্বসঙ্কল্পের ন্যায় এই জগদাকার প্রথা উঠিয়াছে। পরমার্থ দৃষ্টিতে সঙ্কল্পের মূর্ত্তি এই জগৎ মিথ্যা উঠে নাই—সমস্তই ব্রহ্ম।

প্রত্যেকমুদিতং চিত্তং স্বস্বভাবোদরস্থিতম্।
ইদমিত্থং সমারম্ভং জগৎ পশ্যন্ বিনশ্যতি॥ ১৭
প্রতিভাসবশাদস্তি নাস্তি বস্ত্ববলোকনাৎ।
দীর্ঘ স্বপ্নোজগজ্জালমালানং চিত্ত দন্তিনঃ॥ ১৮

আপনার স্বভাবের উদরে অবস্থিত অর্থাৎ স্বীয় অজ্ঞানতার উদরস্থিত নিজ নিজ চিত্তই এই বিধির বস্তু পূর্ণ, জগৎ ভাবে ভাবিত হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রতিভাস বশেই জগতটার অস্তিতা কিন্তু বস্তুতে দৃষ্টি পড়িলে ইহা নাই। এই দীর্ঘস্বপ্ন স্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চ চিত্তদন্তীর—চিত্ত হস্তীর আলান-বন্ধন স্তম্ভ।

চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা জগৎসত্তৈব চিত্তকম্।
একাভাবাৎ দ্বয়োর্নাশঃ স চ সত্য বিচারণাৎ॥ ১৯

চিৎসত্তাই জগৎসত্তা আর জগৎসত্তাই চিত্ত। সত্য কি, মিথ্যা কি—এই বিচার করিয়া একের অভাব আনিতে পারিলে উভয়েরই নাশ হয়—অর্থাৎ চিত্তও থাকে না, জগৎও থাকে না—থাকেন যিনি সত্য তিনিই।

শুদ্ধস্য প্রতিভাসোহি সত্যোভবতি চেতসঃ।
প্রমার্জ্জনাদিব মণের্ম্মলিনস্যেহ যুক্তিতঃ॥ ২০

শুদ্ধচিত্তের প্রতিভাসই—শুদ্ধচিত্তের দীপ্তিই সত্যকে প্রকাশ করে—চিত্তকে রাগ দ্বেষ শূন্য করিতে পারিলেই চিত্ত সেই তেজোময় আপন সত্য সত্তা দেখাইয়া দিয়াই বিনষ্ট হয়। উপায় দ্বারা মলিন মণিকে মার্জ্জনা করিলে যেমন উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয় সেইরূপ চিত্তকে বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ এবং প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ করিতে পারিলেই চিত্ত সত্য-সঙ্কল্প হইয়া সত্য বস্তুতে লীন হইয়া যায়।

চিরমেকদৃঢ়াভ্যাসাৎ শুদ্ধির্ভবতি চেতসঃ।
অনাক্রান্তস্য সঙ্কল্পৈঃ প্রতিভোদেতি চেতসঃ ॥ ২১

বহুদিন ধরিয়া একাগ্রতার দৃঢ় অভ্যাসে (একটি শাস্ত্রীয় অবলম্বনকে অগ্রে স্ফুরণ করার অভ্যাসে) চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা আক্রান্ত না হইলেই অর্থাৎ সঙ্কল্প শূন্য হইলেই ইহার প্রতিভার— ইহার স্বচ্ছতা প্রযুক্ত ভাস্বরতার উদয় হয়।

সুবর্ণং ন স্থিতিং যাতি মলবত্যংশুকে যথা।
একা দৃষ্টিঃ স্থিতিং যাতি ন ম্লানে চিত্তকে তথা॥ ২২

সুবর্ণং শোভনবর্ণং রঙ্গজদ্রব্যং দ্রুতস্বর্ণং বা। মলবত্যংশুকে মলিন বস্ত্রে। একাদৃষ্টিঃ অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানম্।

যেমন মলিন বস্ত্রে শোভনবর্ণ বা গলিত সুবর্ণের বর্ণ স্থিতিলাভ করে না সেইরূপ একদৃষ্টি বা সমদৃষ্টি বা অদ্বৈত আত্মজ্ঞান রাগদ্বেষ কলুষিত চিত্তে স্থিতিলাভ করে না।

রাম। জগৎ ভ্রম বাসনানুযায়ী আপনি বলিতেছেন। অননুভূত স্বর্গ অপ্সরাদি ভোগেচ্ছা শুক্রের জন্মিল কিরূপে? শুক্রত কখন ঐ সকল অনুভব করেন নাই তবে শুক্র-চিত্তোদ্ভূত প্রাতিভাসিক কল্পনাত্মক জগতে কাল, ক্রিয়া ও তাহার ক্রম—এই সমস্তের উদয়াস্ত সত্যরূপে উদিত হইল কিরূপে?

বশিষ্ঠ। শুক্র পিতার নিকটে এবং শাস্ত্র দৃষ্টে এই জাগতিক বিষয় সমূহকে যেরূপে দেখিয়াছিলেন ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের স্থিতির ন্যায়

তাঁহার চিত্তে ঐ সকল বিষয় সেইরূপেই স্থিতিলাভ করিয়াছিল। শুক্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত ভ্রমজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পিতৃবাক্য শ্রবণে তাঁহার মনে যেমন যেমন আলোচনা করিয়াছিল এবং উৎপত্তি বিনাশের ক্রম তিনি যেমন যেমন জানিয়াছিলেন—তাহাই সংস্কাররূপে তাঁহার চিত্তে স্থিতিলাভ করিয়াছিল। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, পত্র, লতা, পুষ্প, ফল ইত্যাদি আপনা হইতে উঠে সেইরূপ শুক্রের স্বভাব কোশাবদ্ধ—চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যাবদ্ধ সেই সমস্ত সংস্কার সেইরূপেই উঠিয়াছিল। কোন কিছু প্রত্যক্ষ ভোগ করা না থাকিলেও যদি লোকের কাছে বা শাস্ত্রমুখে তাহার বর্ণনা শ্রবণ করা যায় তবে তাহাদের সংস্কার চিত্তে থাকেই।

জীবো যদ্বাসনাবদ্ধস্তদেবান্তঃ প্রপশ্যতি।
স্বরূপং চাত্র দৃষ্টান্তো দীর্ঘস্বপ্নস্ত্বিদং জগৎ॥ ২৬

জীব যে প্রকার বাসনায় বাসিত হয় অন্তরে সেই সেই রূপই দেখে। এ বিষয়ে স্বপ্নে স্বকল্পিত শরীরই উত্তম দৃষ্টান্ত। শুক্রের মনোরাজ্যের কথা কি বলিতেছ? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জাত সমস্তই দীর্ঘ স্বপ্ন। সৈন্যস্থ লোক সকল যেমন দিবসে সৈন্য বাসনা বিশিষ্ট হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় স্ব স্ব বাসনা কল্পিত নানা সৈন্যই দেখে সেইরূপ প্রতিজীব আপন আপন বাসনানুসারেই এই সমস্ত সংসার দেখিতেছে।

রাম। এস সংস্থিতিখণ্ডোত্থো মিথঃ সংমিলতি স্বয়ং।
নো বা মিলতি তন্মে ত্বং যথাবৎ বক্তুমর্হসি॥ ২৮

প্রত্যেক জীবের মনে কল্পনার সংসার ভিন্ন ভিন্ন। একজনের কল্পনা-সংসার অন্যেও দেখিতে পায় না, যেমন একজনের স্বপ্ন অন্যে জানেনা সেইরূপ। জীব অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতেছে। জীব যাহা কিছু করে বলিয়া মনে করে তাহা কিন্তু স্বপ্নে। জীবের এই অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙ্গিবে কিরূপে? জ্ঞানের কথা না শুনিলে মানুষ অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগিবে না আবার না জাগিলেও শুনিবে না। এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি একজনের স্বপ্নের কথা

বা উপদেশ কি অন্যের ভিতরে প্রবেশ করে, না, করে না—ইহারা পরস্পর মিলিত হয় বা হয় না এই বিষয়ে আপনি যথাযথ কীর্ত্তন করুন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি মানুষ যে পরোপকার করিতে করিতে চায়, অথবা গুরু যে শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করিতে চান ইহাও স্বপ্ন-কৃত পরোপকার। একজনের স্বপ্নের কথা ত অন্যে শুনিতে পায়না তবে লোকের উদ্ধার কিরূপে হইবে? আর যিনি জ্ঞান পাইয়াছেন বলেন তিনিই বা জ্ঞান পাইলেন কিরূপে? অজ্ঞানী, জ্ঞানের কথা না শুনিলে ত জাগিবেই না—আবার নাক ডাকাইয়া যে ঘুমাইতেছে সে না জাগিলেও শুনিবে না—এ ক্ষেত্রে আপনি সদুত্তর প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ। মলিন মন ও শুদ্ধ মন পরস্পর মিলিতে পারে না। কেন পারে না? যেহেতু মলিন মন অবীর্য্য—শক্তিহীন—শুদ্ধমেলন—যোগ্য সূক্ষ্ম ভাব তাহার নাই। কিন্তু সেই মন যদি সমাধি জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধ হয় তবে তপ্ত লৌহখণ্ড যেমন তপ্ত লৌহের সহিত মিলিত হয় সেইরূপে মিলিয়া যায়। শুদ্ধ চিত্তই শুদ্ধ চিত্তের সহিত মিলিত হয়। যেমন পরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত জলে মিলিয়া একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। কিন্তু গুরুগণের চিত্ত বীর্য্যবান্ বলিয়া উহা শিষ্যের অমার্জ্জিত চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে, যেমন বর দেবতা স্বীয় বীর্য্যবান্ চিত্ত দ্বারা মানুষের স্বপ্নে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষকে বর দানাদি দ্বারা অনুগৃহীত করেন সেইরূপে শ্রীগুরু আপন শক্তিসম্পন্ন চিত্ত দ্বারা শিষ্যের মনঃকল্পিত জগতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন। চিত্ত কিরূপে বীর্য্যবান্ হয়? চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ইহা শক্তিসম্পন্ন হয়। বিবাসনত্ব অর্থাৎ আত্যন্তিক বাসনা ক্ষয়ই হইতেছে চিত্তের পরমাশুদ্ধি। যে সকল চিত্ত দৃশ্যমার্জ্জন করিতে পারে তাহারাই এক হইয়া যায়। কারণ চিত্ত বর্হিমুখী হইয়াই অশুদ্ধ হয়। কাজেই চেত্যতা পরিহার করিতে পারিলেই চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল চিৎ ভাব ধারণ করে। চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিলেই মানুষ প্রবুদ্ধ হয়, হইয়া পরমাত্মার সঙ্গ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

স্থিতি ১৮ সর্গঃ।

ভিন্ন ভিন্ন জীবন।

বশিষ্ঠ—রাম তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে জীবের সংসার এক না ভিন্ন ভিন্ন। শোন—সংসার মনঃ কল্পনা হইতে উদ্ভূত। প্রতি জীবের মনঃ কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য প্রতি জীবের সংসার ও ভিন্ন। একটি মন কি উপভোগ করিতেছে আর একটি মন তাহা দেখিতেও পায়না—আর যদিও দেখিতে পায় তবে সেখানে যাইতে অক্ষম। জীবের মন যে ভিন্ন তাহার কারণ কিন্তু ইহাই—অর্থাৎ একজনের মনে কি হয় অন্য মন তাহা জানেনা—কাজেই বলিতে হয় মন ভিন্ন ভিন্ন। মন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জীবও ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা এক ইহা সত্য তথাপি জীব যে ভিন্ন ভিন্ন তাহার কারণ হইতেছে আত্মাকে ভুলিয়া মনকেই আত্মা ভাবনা করা, পরে দেহকে আত্মা ভাবা। ভ্রম জ্ঞানে দেহটাই আত্মা—দেহ যে ভিন্ন ভিন্ন ইহাত দেখাই যায়—দেহ-টাকে যিনি আত্মা ভাবিয়াছেন তিনি যে মনের কল্পনা দ্বারা তাহা করিয়াছেন তাহা ত নিশ্চয়। কাজেই কল্পনা ভিন্ন বলিয়া মনও ভিন্ন। বিশেষ পূর্ব্বে বলা হইল একটা মন কি লইয়া আছে অন্য মন তাহা জানেনা। কাজেই সকল মন এক নহে। জীবের মনঃ কল্পিত সংসার ভিন্ন হইলেও ইহা নিশ্চয় যে, মন রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ হইলেই ইহা আত্মাই হইয়া যায়।—বাসনাই চিত্তকে অশুদ্ধ করে আর বাসনা ক্ষয় হইলেই অর্থাৎ চেত্যতা পরিহার করিতে পারিলেই চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া চিৎ ভাব ধারণ করে। শুদ্ধ চিত্তের কল্পিত সংসার যদি থাকে তাহাদিগের মিলন হয়। কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে কল্পনা থাকেনা কাজেই সংসার নাই, আর মলিন মনঃ কল্পিত সংসার একরূপ হইতেই পারেনা।

সর্ব্ব সংসৃতি খণ্ডেষু ভূত-বীজ-কলাত্মনঃ।
তন্মাত্র প্রতিভাসস্য প্রতিভাসেন ভিন্নতা ॥১

আত্মার যে সংসার—তাহা ইহার পরসঙ্গ প্রাপ্তি দ্বারাই হয়—সকল জীবের স্ব স্ব কল্পিত সংসাররূপ সৃষ্টিখণ্ডে স্থূলভূতাত্মা, সূক্ষ্মবীজাত্মা এবং কলনরূপ কারণাত্মা—এই জীবাত্মার যে ভিন্নতা ইহা স্বপ্রকাশ চিদেকরস যে আত্মা তাঁহার প্রতিভাস—প্রতিনিয়ত আকার কল্পনা দ্বারাই হয়। কিরূপে ইহা জানা যায় জান?—সর্ব্ব জীবের সুষুপ্তির অব্যবহিত পরে যে দ্বৈত ব্যবহারে প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নে ও জাগ্রতে যে বননছ্যাদি অভিমুখী প্রবৃত্তি—অথবা তন্নিবৃত্তি—অর্থাৎ এই যে সংসার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ইহা সমস্ত তন্মাত্রের বা চিদেকরসের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য। প্রবৃত্তি মার্গের জীব সমস্ত যে স্বস্ব সংসার দর্শন করে তাহা চিৎশক্তি দ্বারাই দর্শন করে। তাহা যেন হইল তথাপি ইহাতে অন্যের মনোরাজ্য প্রপঞ্চ দর্শন কিরূপে হইল? সাক্ষি চৈতন্যের উপাধি সকল যখন একতা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ সাধনা দ্বারা মন যখন রাগদ্বেষ বিমুক্ত হয় তখন সাধক সর্ব্বজ্ঞ হয়। বুঝিতেছ কি বলা হইতেছে? ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্যের যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রকটিত হয় তাহা এক ব্রহ্ম চৈতন্য দ্বারা। মনটা উপাধি—মনের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা কিন্তু অবাস্তব। অবাস্তব হইলেও শুদ্ধ চিত্তে সমস্তই প্রতিফলিত হয়।

প্রতিনিয়ত সঙ্কল্প করা—আকার কল্পনা করাই সৃষ্টি। সৃষ্টি বহু হইলেও দ্রষ্টা আত্মা এক। সকল চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি সকলের নিকট সত্য। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। কোন ব্রহ্মাণ্ড পৃথক্ অবস্থিত থাকিয়াই লয় পায়, কেহ কেহ মিলিত হইয়া চিরস্থায়ীর মত থাকে। কাহারও সহিত কেহ মিলিতেছেনা এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম—কানন সগুণ ব্রহ্মের বিহার কানন। কিন্তু সকল জগৎ সকলে দেখেনা—যে ব্রহ্মাণ্ড যে জীবের কর্ম্মফল ভোগের অনুকুল—উদ্দীপক সে তাহাই দেখে। এক দেশের বা এক কালের সৃষ্টি—যখন অন্য কালে বা অন্য দেশে বিদ্যমান নাই তখন জীব, সমস্ত দেখিবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্যকেই সৃষ্টি বলা হইতেছে। যখন লোকের কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা একরূপ হয় তখন ঐ সমস্ত মানুষ আপনা দিগকে অহংদেহী ইত্যাকারে দর্শন করে—ইহাদের স্থূল দেহের সত্তা দৃঢ় হইয়া যায়।

কর্ম্ম জ্ঞান বাসনা মনোরাজ্যে সর্ব্বদা আসিতেছে যাইতেছে বলিয়াই মনোরাজ্যের অস্তিতা। আবার মনোরাজ্যের দৃঢ় অস্তিতা যত যত হয় ততই দেহের অস্তিতা ও দৃঢ় হয়। কর্ম্ম বাসনাদি যুক্ত মনোরাজ্যের বিস্মরণেই দেহের অভাব সিদ্ধ হয়। আবার আত্মাকে ভুলিয়াই লোকে মনোরাজ্য লইয়া থাকে ইহাই কাল্পনিকী সংসার স্থিতি। আত্ম চৈতন্য বা চিৎ পদার্থ হইতেছে সুবর্ণ আর সংসার হইতেছে বলয় স্থানীয়।

এক জনের মনোরাজ্য অন্যে জানিতে পারে তখন, যখন মন বা চিত্ত শুদ্ধ হয় যেমন যোগীর শুদ্ধ প্রাণ বায়ু পরকায় প্রবেশ দ্বারা পরের মনোরাজ্য জানিতে পারে সেইরূপ।

জীব জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়াই সংসার করিতেছে—ইহা জীবের স্বভাব, দেহের নহে। জীব জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দেহটাও জীবের অবস্থা মাত্র সুতরাং মিথ্যা। জ্ঞানী আপনাকে অবস্থাত্রয়াতীত জানিয়া জীব ভাব হইতে মুক্ত হয়েন আর অজ্ঞানী সুষুপ্তির অন্তে দেহাদি আকার কল্পনা করে, পৃথিব্যাদি কল্পনা করে, করিয়া সংসারে ছুটাছুটি করে। সুষুপ্তি উভয়েরই সমান তবে অজ্ঞানী দেহ-প্রেমিক বলিয়া তাহার সুষুপ্তি পুনঃ সৃষ্টির বীজ আর আর জ্ঞানী আত্ম-প্রেমিক বলিয়া তাঁহার সুষুপ্তি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না। এই বিষয় আবার বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত শ্রেণীর আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়—দেহ উহার কিছুই পায় না। অবস্থা ত্রয়ান্বিত আত্মা জীব ভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মাতেই দেহ ভাব প্রস্ফুরিত হয়।

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং সমাদিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থস্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্ ॥

জীব জাগ্রতে নেত্রে থাকেন, স্বপ্নে কণ্ঠায়, সুষুপ্তিতে হৃদয়ে আর তুরীয়ে মস্তকে। তুর্য্য পদটিই স্বরূপ। সুষুপ্তির অবসান ভূত তুর্য্যপদে—স্বরূপে, জ্ঞান দ্বারা একরস-চৈতন্য স্বভাব প্রাপ্ত হইলে তবে জীব ভাব হইতে নিবৃত্তি ঘটে। আর যতদিন না জ্ঞান জন্মে ততদিন মূঢ় জীব নিজ

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।
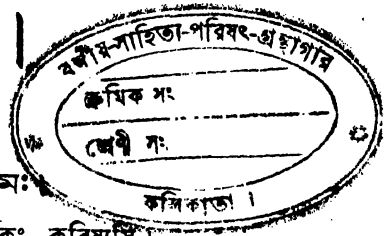
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } সন ১৩৩০ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা

মহাপ্রলয়।

মহাব্যোম অনন্ত আকাশ আবরিত আছে কাল মেঘে।
লক্ষ লক্ষ উল্কা ধারা তারকার সনে বরষিছে মহারুদ্র বেগে।
মহানন্দে ঘূর্ণ প্রভঞ্জন খেলিতেছে সাগরের পারে।
উর্ম্মি উঠে অম্বরের পানে যেন তায় গ্রাসিবার তরে।
অট্ট হাস্য হাসিছে তড়িৎ কাঁপিতেছে সারা বিশ্ব আজ।
দশদিক তমসাতে ভরা ধরিয়াছে কি ভীষণ সাজ।
মহাঘোর প্রলয়ের বায়ু বহিতেছে হুহুঙ্কার রবে।
উঠিতেছে প্রণবের ধ্বনি মুখরিত করি এই ভবে।
গরজি গরজি উঠে তার ফেনময় অনলের ধারা।
শত শত অগ্নিগিরি আজ উগারিছে পাগলের পারা।
তরুরাজি ভূমেতে লুটায় ভূধর কাঁপিছে থর থর।
ধূমে ধূমে পূর্ণ চারিদিক উঠে নাদ হর হর হর।
খসিয়া পড়িছে রবি শশি ছুটে গ্রহ মহাশূন্য পথে।
আঁধার রাজিছে আঁধারেতে মিশে বিশ্ব উঠে যাহা হতে।
মুহু মুহু কাঁপিতেছে হায় বাসুকীর মণিময় ফণা।
প্রভাহীন হল ভানুদেব তারাপতি ঢালে হিমকণা।

কোটি কোটি ধূমকেতু উঠে সুবিশাল গগনের গায়।
দীপ্তিতার ঝলকিয়া উঠে জলময় আঁধার ধরায়।
মৃত্যুর করালছায়া আসি ঘেরিতেছে মহাকাশ পটে।
মহাভূত পরমাণুচয় চলিয়াছে মহাসিন্ধু তটে।
সে মহানির্ব্বাণ কালে তব অনাহত শঙ্খধ্বনি বাজে।
মায়া মোহ পারে মিলে জীব এক মহাসাগরের মাঝে।
কাঙ্গালিনী নাচে বীরদাপে, বাজে ভেরী, টুটে সুখমায়া।
কোন্ মহাশূন্য পানে ছুটে এই বিশ্ব নাহি যার কায়া।
প্রলয়ের ঘূর্ণ বায়ু বহে, চূর্ণ করে হিমাদ্রির শিখা।
কালশিখি নাচে পুচ্ছ মেলি খেলে হেথা মৃত্যু বিভীষিকা।
সিন্ধুরোলে বধির ধরণী, উঠে রব, বিদরিয়া ধরা।
মুণ্ডমালা দোলাইয়া গলে কালরাত্রি হাসে ভয়ঙ্করা।
প্রখর তপন তাপে দেহ দগ্ধ হয় উড়ে ভস্মরাশি।
গলিত করকাধারা হায়, বরষিছে কুহেলিকা নাশি।
শান্ত মহা অনাকাশ স্পন্দহীন অশব্দ সাগরে।
ভাসমান এ জগৎ ধীরে মিশে সুষুপ্তির তরে।
নাহি রূপ নাহি রস গন্ধহীন অনন্ত পাথার।
সীমাশূন্য সুগভীর অকম্পিত তেজোপারাবার।
আপনি আপন সুখে মগ্ন এক মহাযোগী পারা
রহেন স্বরূপে ব্রহ্ম বদ্ধ হয় জীব সৃষ্টি ধারা।
অখণ্ড পরমানন্দ নহে কভু মায়ার অধীন।
প্রলয়ে বসুধা হয় সেই সূক্ষ্ম বিরাটেতে লীন।

অযোধ্যাকাণ্ডে—রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্মণের ক্রোধ।

সর্ব্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদৃহি পরিভূয়তে ॥ ১১' অযো ২১ সর্গঃ।

বাল্মীকি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে রাম লক্ষ্মণ ভরতাদি সকলেই জীবন্মুক্ত। ইঁহারা কেহ বা ঈশ্বর ভাবে, কেহ বা জীব ভাবে, কেহ বা ভক্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন—সংসারে দুঃখ কি ভাবে আইসে আর তাহার প্রতীকারই বা কিরূপে করিতে হয়।

বন গমনের প্রাক্কালে আমরা রামায়ণে এই লক্ষ্মণের প্রথম পরিচয় পাই। শ্রীলক্ষ্মণ জীবমুক্ত হইয়াও জীবভাবে আত্ম বিস্মৃতির লীলা করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মণ দেখাইতেছেন—যাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য সঙ্গ করিতেন, গুরু শোক ভারে তাঁহারাও আত্ম বিস্মৃত হইতেন—সাধারণ মানুষের আর কথা কি? জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝি নিত্য ভগবৎ সঙ্গেও শোক ক্রোধ যায় না। লক্ষ্মণের মত ভগবৎসঙ্গ আর কে করিয়াছিলেন? সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রাজ প্রাসাদে বনবাসে, বিরহে মিলনে, সীতান্বেষণে, সমর প্রাঙ্গণে, এমন করিয়া সর্ব্বদা শ্রীরামসঙ্গ আর কাহার জুটিয়াছিল? সর্ব্বকালে জ্ঞানময় শ্রীভগবান্‌কে ভিতরে লইয়া না থাকিতে পারিলে এই ষড়ূর্ম্মি-সংক্ষুব্ধ দুস্তর সংসার সাগর পার হইবার অন্য উপায় ত আর নাই। বিষয় সংসার সাগর নিরন্তর বড় বড় তরঙ্গ তুলিয়া মানুষকে সর্ব্বদাই সবলে গভীর জলে টানিতেছে। মানুষ সংসার স্রোতে পড়িয়া বড়ই আছাড় কাছাড় খায়—একবার এই ভীম ভবার্ণবের তরঙ্গে পিছলাইয়া পড়িলে আর ত রক্ষা নাই—কত জন্ম জন্ম ধরিয়া অবশ ভাবে সংসার তরঙ্গে হাহাকার করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে হয় তাহা কে বলিবে? মানুষকে সেই জন্য কত ধর্ম্ম পরায়ণ, কত ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হয়? শ্রীলক্ষ্মণ জীবভাব ধরিয়া দেখাইতেছেন জীবভাবে মানুষের কিরূপ অবস্থা হয় আর শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র, ঈশ্বরভাবে আচরণ করিয়া জীবভাবকে ঈশ্বর মুখে চালাইয়া লইতেছেন। লৌকিক ব্যবহারও দেখান চাই, আবার তাহার প্রতীকারও দেখান চাই।

দেবী কৌশল্যার আকুলি বিকুলি শ্রীলক্ষ্মণকে বড়ই কাতর করিয়াছে। কিন্নরী আপন পুত্রের দারুণ বন্ধন দেখিয়া মুক্ত করিতে না পারিয়া যেমন বিলাপ করে, শ্রীরামচন্দ্রকে সত্যপাশে আবদ্ধ দেখিয়া জননী কৌশল্যার সেইরূপ সকরুণ বিলাপ বাক্য লক্ষ্মণকে আত্মহারা করিতেছে। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বাচরিত সনাতন পথ বিস্মৃত হইয়া শ্রীলক্ষ্মণ নিজের মত স্থাপন করিতে যাইতেছেন, স্বভাববাদীর আচরণ করিতে যাইতেছেন। ইহাই শ্রীলক্ষ্মণের জীব ভাবের অভিনয়। ইহাই তাঁহার সাধুপথ বিচ্যুতির অভিনয়। আর শ্রীরামচন্দ্র? কোথাও নিন্দনীয় আচরণ নাই; কোথাও শাস্ত্র অমর্য্যাদা নাই; কোথাও সনাতন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য নাই। স্বভাব সুন্দর শ্রীভগবান সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, কোথাও এমন আচরণ করেন নাই যাহা পূর্ব্বাচরিত মহাত্মাগণের নিকটে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। যিনি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আসিয়াছেন তিনি সনাতন রীতির বিরুদ্ধাচরণে স্বেচ্ছাচার বা ব্যভিচার করিবেন কিরূপে? ভগবান্ কোথাও স্বভাববাদী নহেন, কোথাও সুবিধাবাদীও নহেন।

ক্রোধের বশীভূত হইয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন মা, রাঘব যে স্ত্রীলোকের বাক্যে রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, ইহা আমারও রুচিকর বোধ হইতেছেনা। বিপরীত বুদ্ধি, বৃদ্ধ, বিষয় কামুক রাজা স্ত্রীর কুহকে পড়িয়া উচিত অনুচিত কি বলেন তাহাতে শ্রদ্ধা কার হয়? রঘুনাথের এমন কোন দোষ ত দেখিনা, এমন কোন অপরাধের কথাও শুনি নাই, যাহাতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। রঘুপতির নিন্দা করে এমন লোক ও ত কোথাও দেখিতে পাইনা। এমন কি রঘুনাথ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত দুষ্ট লোকও অন্যের সাক্ষাতে কখন তাঁহার নিন্দা করে না। দেবকল্প, সরল, জিতেন্দ্রিয়, কৈকেয়ীর মত শত্রুর প্রতিও স্নেহ পরায়ণ পুত্রকে, ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া এরূপ অকারণে ত্যাগ করে কে? রাজা কাম পরবশে বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহীপতি গণের আচরণ স্মরণ করিয়া এই রাজার বাক্য প্রতিপালনে অভিলাষী হয়?

রামের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণ আবার বলিতে লাগিলেন, রঘুনন্দন! কথাটী জানাজানি হইবার পূর্ব্বেই আপনি আমার সহিত মিলিয়া অযোধ্যা রাজ্য আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করুন। আমি থাকিতে কার সাধ্য আপনার অভিষেক বিঘ্ন ঘটায়? মনুজর্ষভ! আমি সমস্ত অযোধ্যা তীক্ষ্ণশর সমূহ নিক্ষেপে নির্ম্মনুষ্য করিব যদি কেহ আপনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ভরতের মাতুলাদি অথবা যে কেহ ভরতের পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাকেই আমি বধ করিব।

এক্ষেত্রে মৃদু হইলে চলিবে না। মৃদু ব্যক্তির অপমান পদে পদে। কৈকেয়ী প্রেরিত হইয়া পিতা যদি আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করেন তবে আমি তাঁহাকেও বধ করিব বা বন্ধন করিয়া রাখিব।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্য মজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥

গুরুও যদি দোষলিপ্ত হয়েন, কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন হয়েন, যদি ব্যভিচারী হন, তবে তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মণ সমস্তই করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, রাজা কার্ বলে, কি জন্য আপনার ন্যায্য রাজ্য আজ কৈকেয়ীকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? আপনার সহিত ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে তাঁহার কোন্ শক্তি আছে?

লক্ষ্মণ তখন মাতার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন দেবি! আমি সত্য, দান, ধনু ও ইষ্ট এই সমস্ত ধরিয়া শপথ করিতেছি, আমি অগ্রজের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। রাম যদি দীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করেন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমি অগ্রেই তথায় প্রবেশ করিয়াছি আপনি জানিবেন। দেবি! সূর্য্য যেমন অন্ধকার হরণ করেন সেইরূপ আমিও আপন তেজে আপনার দুঃখ হরণ করিব। আপনি আমার ক্ষমতা দেখুন, রাঘবও দেখুন। বৃদ্ধ, কৈকেয়ীতে আসক্ত, আমাদের প্রতি কৃপণ, বালকের মত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত এই পিতাকেও আমি বধ করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মাতৃ-প্রসাদন জন্য ধর্ম্মরহস্য উদ্‌ঘাটন।

"প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহংবনম্" ॥৩০।২১ সর্গঃ অযোঃ
"নাহং ধর্ম্মমপূর্ব্বন্তে প্রতিকূলং প্রবর্ত্তয়ে।
পূর্ব্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে"॥৩৬।২১সর্গঃ অযোঃ বাল্মীকি।

রামায়ণের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ আর দ্বিতীয় কেহ কি দেখিয়াছেন? ভগবান্ বাল্মীকিকে পুনরায় অন্য গ্রন্থ লিখিতে যখন ব্রহ্মা অনুরোধ করেন, তখন আদি কবি বলিয়াছিলেন রামলীলা লিখিয়া আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি আর

আমার লিখিবার সাধ নাই। কৈ তুমি আমি কত ত লিখি, পূর্ণ হইয়া যাই কৈ? লিখিবার সাধ মিটিয়া যায় কৈ? কৈ মনে করি রাম লইয়া যে থাকিবে সেই পূর্ণ হইয়া যাইবে? আমার সব সাধ মিটিয়াছে, সবার সব সাধ মিটিবে রাম লীলায় থাকিয়া যাও। এই অবস্থাই বুঝি শ্রীগীতার সেই "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যাহা লাভ করিলে অন্য লাভ আর অধিক মনে হয় না তাই হয়। রাম লাভের উপরে বুঝি অন্য বেশী লাভ আর নাই। তাই মনে হয় এমন গ্রন্থ বুঝি আর নাই। এ গ্রন্থ যেন "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধে রাম রাবণয়োরিব" এ গ্রন্থ যেন "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" রাম রাবণের যুদ্ধ কেমন—না রাম রাবণের যুদ্ধের মতন। আকাশ কেমন না আকাশেরই মতন; সাগর কেমন না সাগরেরই মতন। রামায়ণ কেমন না রামায়ণেরই মতন। ইহার তুলনা ইহাই।

শ্রীলক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আর শ্রীভগবান্ ক্রোধ শান্তি করিতেছেন। একজন দেখাইতেছেন "সংসারের ভাব" আর আর একজন দেখাইতেছেন "সংসারের উপরেও আর কিছু আছে" সেইটুকু না ধরিতে পারিলে সংসার হলাহল, আর সেইটুকু ধরিতে পারিলে সংসার যা করে করুক তুমি তুমিই থাকিবে, সংসার তোমাকে ডুবাইতে পারিবে না—তুমিই সংসারকে এক সুধা সমুদ্রে ডুবাইয়া মধুময় করিতে পারিবে। ভগবান্ বাল্মীকি নিজের জীবনেও তাই দেখাইয়াছেন, আর তাঁহার ইষ্ট দেবতার লীলায় তাহাই দেখাইয়া জগতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

জীবনে এমন কিছু করিয়া যাওয়া চাই যাহাতে নিজের জীবন ধন্য হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পথভ্রষ্ট সংসার পথিকও সুপথ পায়। ভগবান্ বাল্মীকির গ্রন্থ এইরূপ। ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণকে "বেদই" বলিতেছেন আর ভগবান্ ব্যাসও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

শ্রীলক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ আর রাণী কৌশল্যা শোকসন্তপ্তা। একজন বিষয়ীর মত প্রাপ্য রাজ্য বল পূর্ব্বক লইতে হইবে এই পরামর্শ দিতেছেন আর একজন রাম শূন্য অযোধ্যায় আমি কেমন করিয়া থাকিব—রামের মধুর কথার পরিবর্ত্তে আমি কৈকেয়ীর কর্কশ বাক্য শুনিয়া কি করিয়া জীবন ধারণ করিব—এই হৃদয় দিয়া রামকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীভগবানকে বিষয় বুদ্ধির পরামর্শ এবং অন্ধ হৃদয় এই দুই ভাবকে শান্ত করিতে হইবে—তবে বনগমন হইবে।

বলিতেছিলাম দেবী কৌশল্যা মহামতি লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে বলিতে লাগিলেন—

ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুস্ব যদি রোচতে॥

পুত্র! ভ্রাতা লক্ষ্মণ তোমাকে যাহা বলিলেন তাহাত শুনিলে। এখন যদি অভিরুচি হয় লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছে তাহাই কর। আর আমিও বলি

ভরতায় প্রসন্নশ্চেৎ রাজ্যং রাজা প্রযচ্ছতু।
কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ম্॥

ভরতের উপর রাজা প্রসন্ন—তা তাহাকে রাজত্ব দিন; কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয় তুমি, তোমাকে তিনি বনে যাইতে আজ্ঞা করেন কেন?

কৈকেয্যা বরদো রাজা সর্ব্বস্বং বা প্রযচ্ছতু।
ত্বয়া কিমপরাদ্ধং হি কৈকেয্যা বা নৃপস্য বা॥

রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়াছেন তা তাহাকে সর্ব্বস্ব দিন, কিন্তু তুমি রাজার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছ কৈকেয়ীরই বা কি করিয়াছ যে তোমাকে তাঁহারা বনে পাঠাইতেছেন?

ন চাধর্ম্মং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোক সন্তপ্তাং গন্তু মর্হসি মামিতঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞ যদি ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মঞ্চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষু মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্ম্মমনুত্তমম্॥
শুশ্রূষুর্জ্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তোবসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ॥
যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথাহ্যহম্।
ত্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতোবনম্॥
ত্বদ্বিয়োগান্নমেকার্য্যং জীবিতেন সুখেন বা।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্॥
যদিত্বং যাস্য সি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাং।
অহং প্রায়মিহাশিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্॥
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতং।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্ম্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাম্পতিঃ॥

পুত্র! আমার সপত্নীর অধর্ম্ম বাক্য শুনিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া এখান হইতে বনে যাওয়া তোমার উচিত হইতেছেনা। রাম আমি যে নিতান্ত শোক-সন্তপ্তা। যদি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হও, ধর্ম্মিষ্ঠ হও, যদি ধর্ম্মাচরণে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে এইখানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, ইহাতেই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে। পুত্র! কাশ্যপ স্বগৃহে বাস করিয়া রাগদ্বেষাদি নিয়মিত করিয়া মাতৃ-শুশ্রূষারূপ পরম তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোকে প্রজাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা তোমার যেমন পূজ্য, গৌরবে আমি তদপেক্ষা পূজ্যতমা। স্মৃতি শাস্ত্রে তুমি জানিয়াছ "পিতুর্দ্দশগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" গৌরবে মাতা, পিতা অপেক্ষা দশগুণ অধিক। সেই মা আমি; আমি তোমাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছি। তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। জীবনেই বা কি সুখ? রাম! তোমার বিয়োগে আমার সুখেই বা কি প্রয়োজন, জীবনেই বা কি সুখ? তোমার সহিত থাকিয়া তৃণভক্ষণে জীবন ধারণ করাও আমার শ্রেয়ঃ। শোকাকুলা আমি—আমাকে ত্যাগ করিয়া যদি তুমি বনে যাও, তবে আমি অনশন ব্রত করিব, জীবন রাখিতে কিছুতেই পারিব না। পুত্র! মাতার মরণান্ত দুঃখ দিলে বলিয়া তুমিও লোকবিখ্যাত মহৎদুঃখ প্রাপ্ত হইবে। দেখ রাম! কোন কল্পে সমুদ্র মাতার দুঃখ জননরূপ অধর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া পিপ্পলাদ ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরকবাস তুল্য দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

বিলাপকারিণী কৌশল্যা জননীর দৈন্যবাক্যে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—মা! তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও আমার কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু জননী পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনে আমার শক্তি কোথায়? আর যুগপৎ উভয়ের বাক্য পালন করা ত, মা, অসম্ভব।

প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্॥

মা আমি নতমস্তকে তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি। মা প্রসন্ন হও, আমি বনগমনেই অভিলাষ করিয়াছি। অধর্ম্ম হইবে জানিয়াও বিদ্বান, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কণ্ডু পিতৃবাক্যে গোবধ করিয়াছিলেন; আমাদের বংশে সগর সন্ততিগণ পিতৃ আজ্ঞায় পৃথিবী খনন করিয়া অতিনিন্দনীয় বধপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতার বাক্যে অরণ্যে স্বীয় জননী রেণুকাকে পরশু দ্বারা স্বহস্তে ছেদন করিয়াছিলেন। জননি! এইরূপ কত কত দেবতুল্য সদাচারী মহাত্মা অকাতরে পিতৃবাক্যপালন করিয়া পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব, মা, আমিও

পিতার হিত সাধন করিয়া ধন্য হইব। মা! আমি একাই যে পিতৃশাসনে কার্য্য করিতেছি তাহাত নহে। আমি যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহারাও ত এইরূপ করিয়াছেন।

নাহং ধর্ম্মমপূর্ব্বন্তে প্রতিকূলঃ প্রবর্ত্তয়ে।
পূর্ব্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে ॥৩৬

পূর্ব্বে কেহ আচরণ করেন নাই এমন ধর্ম্ম তোমার প্রতিকূল হইলেও আমিই যে প্রবর্ত্তিত করিতেছি, তাত নয় মা। এই ধর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণেরও অভিপ্রেত। আমি কেবল তাঁহাদেরই পশ্চাৎগমন করিতেছি। এই জন্যই জননি! পিতৃশাসনে থাকিয়া কার্য্য করাকেই আমি পৃথিবীতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলি। পিতৃবাক্য পালন করিলে কাহারও অধর্ম্মাচরণ হইতে পারেনা। এই জন্যই ইহা আমি করিতেছি, কোন গর্হিত কার্য্য সাধনে আমি প্রবৃত্ত হই নাই।

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ তুমি যে আমায় অত্যন্ত ভাল বাস তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই মাতা আমার অভিপ্রায় জানিতেছেননা তাই তাঁহার দুঃখ আসিয়াছে কিন্তু তুমি ত সমস্তই জান, তবে তোমার এরূপ হইল কেন? দেখ লক্ষ্মণ এ জগতে ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্মই সত্য প্রতিষ্ঠিত। আর পিতার আজ্ঞা পালন ইহাও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই জন্য ইহা পালন করা উচিত। হে বীর! পিতার বাক্য, মাতার বাক্য ও ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা করা এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয় রক্ষা না করা—ইহা কোন ধার্ম্মিকের উচিত নয়। এজন্য আমি পিতৃআজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবনা। আমার পিতার বাক্য মত দেবী কৈকেয়ী আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় কর—ক্রূরতা ত্যাগ কর আমার বুদ্ধির অনুগামী হও। রাম তখন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করিয়া মাতাকে বলিতে লাগিলেন মা! আমি বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন এবং আমার জন্য মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। আমি অযোধ্যা ত্যাগ করিতেছি, আবার আসিব, আপনি শোক করিবেন না। বনে বাস করিয়া পিতৃ বাক্য পালনানন্তর আমি আবার আসিব। আমার, আপনার, সুমিত্রাদেবীর, সীতার ও লক্ষ্মণের—সকলেরই রাজা দশরথের আদেশ পালন করাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব জননি আপনি ধর্ম্ম্যবুদ্ধির অনুবর্ত্তন করিয়া আমায় অনুমতি করুন।

মাতা কৌশল্যা রামের বাক্য শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে আবার বলিতে লাগিলেন—

পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহংসুতম্॥

রাম পিতা তোমার যেমন গুরু, আমি তাঁহা অপেক্ষাও অধিক। পিতা তোমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি বারণ করিতেছি। রাম তোমাকে লইয়া এক মুহূর্ত্ত কাল থাকাও সমস্ত জীবলোক প্রাপ্তি হইতেও শ্রেয়স্কর। মা! সত্যই বলিয়াছ এমন মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। ভগবান্ এত বলিতেছেন তথাপি কৌশল্যা শান্ত হইতেছেন না। আর প্রচণ্ড উল্কাঘাতে তাড্যমান মহাগজ, অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া যেমন ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হয়, রামের দুঃখানল জননীর সকরুণ বিলাপে সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ পুনরায় মাতাকে ও লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ মাতার সহিত তুমিও আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছ। ভ্রাতঃ কর্ম্মফলভূত, লৌকিক সুখ সকলের হেতু হইতেছে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। এই ত্রিবর্গ কিন্তু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। যেমন ভার্য্যা বশীভূতা হইয়া ধর্ম্ম, অভিমতা হইয়া কাম ও পুত্রবতী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ কর্ম্মও ধর্ম্ম, অর্থ কামের জনক। যে কর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম জন্মায় না, কেবল ধর্ম্ম জন্মায়, তাহাও প্রশস্ত। যে কর্ম্মে শুধু অর্থ আছে, সে কর্ম্মে লোকের বিদ্বেষ ভাজন হইতে হয়। আর যে ধর্ম্মে শুধু কাম আছে সে ধর্ম্মকেও লোকে প্রশংসা করে না। বৃদ্ধ পিতা, গুরু ও রাজা কাম, ক্রোধ বশেও যাহা করিতে বলেন তাহাও কোন্ ধার্ম্মিক উপেক্ষা করিতে পারেন? ভাই আমি পিতার আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদের আদেশ কর্ত্তা গুরু, কৌশল্যা দেবীর স্বামী, ধর্ম্ম ও গতি।

তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্ম্মরাজে
বিশেষতঃ স্বেপথি বর্ত্তমানে।
দেবী ময়া সার্দ্ধ মিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথং স্বিদন্যা বিধবেব নারী॥৬১।২১ সর্গঃ অযোঃ

সেই ধর্ম্মরাজ জীবিত থাকা সত্ত্বে, বিশেষতঃ তিনি যখন ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান আছেন, তখন কৌশল্যাদেবী আমার সহিত বিধবা নারীর মত কোথায় যাইবেন? মা! আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন আর যাহাতে আমি যযাতি রাজার পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির মত এখানে সত্যরক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি তজ্জন্য

মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। জননি! মনুষ্য জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। আমি রাজ্যের জন্য, যশ পরিত্যাগ করিতে পারিনা আর ধর্ম্মত্যাগ করিয়া তুচ্ছ পৃথিবী রাজ্যও প্রার্থনা করিনা। রাম এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া মনে মনে মাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

হায়! আজ ভারতের এই ভগবান্ প্রদর্শিত ধর্ম্ম কতদিন লোপ পাইয়াছে! সনাতন ধর্ম্ম চিরদিনই সনাতন। মানুষের মন মলিন হইলে সেই মলিন মন আর ঐ পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এই কালে কত মলিন মন, আজ কত নূতন ধর্ম্ম গড়িতেছে। আজকালকার সুবিধার ধর্ম্ম, আজকালকার স্বভাববাদীর ধর্ম্ম, নিতান্ত পতিত ব্যক্তিকে কথঞ্চিৎ ধাক্কা দিয়া অতিশীঘ্র বিলুপ্ত হইবে। শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্মরহস্য উপদেশ দিতেছেন একমাত্র ইহাই জগতের অভ্যুদয়ে সমর্থ।"

ক্রমশঃ

"আমার গান"

(১)

তুলেছ যে সুর তুমি হৃদয় বীণায়
অফুরন্ত ধারা তার শেষ বা কোথায়
যতগাই—সুখ পাই
শেষ নাই—শেষ নাই
ধীরে ধীরে ডুবে যাই অমিয় ধারায়
আপনা হারায়ে যাই নমি গো তোমায়।

(২)

তাল লয় মান জ্ঞান নাইগো আমার
তা'বলে ভুলিনি আমি সঙ্গীত তোমার
গাই আমি কুতুহলে
আপনা—জগৎ ভুলে
মরমে মূর্চ্ছনা উঠে সাধনা বীণার
করেছি তোমারি গান জীবনের সার।

(৩)

গান যদি ভাল হয় অহঙ্কার নাই
করি যদি ভুল কভু অপমান নাই
জানি তব গান গাই
ভুল, দোষ তায় নাই
তোমার শিখান গান তোমারে শুনাই
ক্ষমিও তুমিই প্রভু যদি ভুল গাই।

(৪)

আজি এ মিনতি প্রভু করি ও চরণে
পরপারে পাই যেন তোমা হেন ধনে
চিরদিন তব গান
হৃদে যেন তুলে তান
আসেনা কথন যেন অহঙ্কার মনে
ভুলি না তোমায় যেন জীবনে মরণে।

শ্রী(পা)'

["হিন্দুর ষড়দর্শন" "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত]

তর্কের দ্বারা ঈশ্বর-লাভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪র্থ অধ্যায়।

উত্তর—বেদ বলেন, "এই জীবাত্মারূপী ভগবানকে দেখ্‌তে হবে, তাঁর বিষয় শুন্‌তে হবে, তাঁকে মনন করতে হবে, এবং নিদিধ্যাসন করতে হবে।" তাঁকে তর্কদ্বারা পাওয়া যায় না, একথা অনেক স্থলেই আছে। কঠ উপনিষদে পরম তত্ত্বজ্ঞ যমরাজ নচিকেতাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, দেখ, তোমার এমন সুন্দর বুদ্ধিকে কুতর্কের পথে প্রেরণ কোরো না; সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করে প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞানের পথে এই নির্ম্মল বুদ্ধিকে প্রেরণ কর। যে যথার্থ জ্ঞান-পিপাসু

তাকে কুতর্কের পথ হ'তে দূরে থাক্‌তে হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থলে আছে, যে, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, অধ্যয়ন প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারা সেই অমৃতবস্তু লাভ করা যায় না; কেবলমাত্র বৈরাগ্যের বা ত্যাগের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। যে সব ঋষিরা এই সকল সত্য, বিশ্বাসের সহিত প্রচার করেছেন, যদি তর্কদ্বারা কিছু সুবিধা হবার আশা থাক্‌তো, তা হ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই সে কথা বলে যেতেন। তুমি যদি বেদান্ত শাস্ত্র পড়্‌তে যাও, দেখ্‌বে গোড়ার দিকেই একটা সূত্র আছে তার অর্থ হচ্চে, "তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই।" তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই—একথাটার মানে একটু ভাল ক'রে বোঝ। রাম শ্যামকে তর্কে পরাস্ত ক'রে একটা মত স্থাপন করিল; পরক্ষণেই হরি হাসিয়া রামের মত কাটিয়া বিচারে রামকে হরির নিজের মত মানিতে বাধ্য করিল; আবার যদুর নিকট হরির মত দাঁড়াইল না। তার্কিকের তার বড়, তার বড়, তার্কিক আছে। বল, তুমি তর্কদ্বারা কোন্ মত ধ'রে এই জগতে স্থিতিলাভ করতে পার? তুমি মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পড়ে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। অতি সুন্দর শিক্ষাপূর্ণ উপাদান তাতে আছে। তার সব কটা গল্প খুঁজলেও কোনটাতে এমন উপদেশ পাওয়া যায় না যে, শুধু তর্কদ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—আমার বড় ভাল লাগছে। আপনার কথা শুনে আমার আবার একবার ভাল ক'রে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পড়্‌বার ইচ্ছা হচ্চে। ছেলেবেলায় পড়া আর এখনকার পড়ায় অনেক প্রভেদ হবে। আচ্ছা, আর একটী সন্দেহ আমার নিরাকরণ করুন। ঈশ্বর লাভটা কি আত্মজ্ঞান লাভ হবার পর হয়? আপনি কিছু পূর্ব্বে ঈশ্বরতত্ত্ব বল্‌তে গিয়ে জীবাত্মাকে জানতে হবে, একথা বলে গেছেন।

উত্তর—ঈশ্বর লাভ ও আত্মজ্ঞান লাভ একই কথা; কারণ অখণ্ড তিনিই খণ্ডাকারে খণ্ডমত হ'য়ে জীবাত্মা হয়েছেন। আত্মা কি বস্তু যিনি জেনেছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েছেন। উপনিষদে ব্রহ্মের যা লক্ষণ বলা হয়েছে, আত্মার লক্ষণের সঙ্গে সব মিলে যায়; সেইজন্য স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বস্তু, এই কথাই বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশেষ ক'রে বুঝান হয়েছে। একটা মজার গল্প তোমায় বলি শোন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, বিদ্যাভিমানী শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা প্রশ্ন করেন, "বৎস, বল দেখি, এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে দেখিলে, আর দেখিবার কিছু থাকে না, যাহাকে পাইলে, আর কোন বস্তু পাইবার থাকে না, যাহাকে জানিলে, সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়?" পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্বেতকেতু হতবুদ্ধি হইয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞ পিতা পুত্রের গর্ব্বচূর্ণ করিলেন এবং পুত্রকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "শ্বেতকেতু, তুমিই সেই বস্তু "তোমার আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলেই তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার।" শ্বেতকেতুর পিতার এই কথা তাঁহার নিজের বুদ্ধির আবিষ্কার নয়; এ কথাটী সামবেদের মহাবাক্য। জীব ও ব্রহ্মের একতা বাচক কথাকে মহাবাক্য বলে। সুতরাং এই গল্প থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞানী হইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইল। বিখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত সলোমন (Soloman) বলিয়া গিয়াছেন, "আপনাকে আপনি জান, তাহা হইলেই তোমার অজানা আর কিছু থাকিবে না।"

প্রশ্ন—বড় সুন্দর বিচার! আমার প্রাণ যেন শীতল হয়ে যাচ্চে!

উত্তর—শোন, আর দুটো কথা ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। গীতায় আত্মার সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর কথা আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভক্তি এই চার প্রকার সাধনার পথ আছে, যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ জান্‌তে পারা যায়। আত্মাকে জানা কথার মানে আত্মা হ'য়ে যাওয়া—একথা শাস্ত্রে অনেক যায়গায় আছে। তুমি বোধ হয় শুনেচো, ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়—এ রকমের কথা আজকাল খুব সামান্য জ্ঞানের লোকের মুখেও শোনা যায়। সভা সমিতিতে, রেল গাড়ীতে, গঙ্গার ঘাটে, ছুটীর দিনে গৃহীর বাড়ীতে, পথে যেতে যেতে, ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা আলোচনা হয় শুনেছি। লোকে অর্থ ঠিক ঠিক বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আত্মতত্ত্ব বিষয়ের বড় বড় কথা, খুব সামান্য বিষয়ের মত আলোচনা করে। এখন, দেখ, এমন সুন্দর সার্ব্বজনীন শাস্ত্র যে গীতা, তাতেও কেমন স্পষ্ট ভাবে আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ ও ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ যে অভিন্ন, তা বলা হয়েছে। তুমি যদি গীতার দার্শনিক তত্ত্বটুকু (Philosophy) বুঝতে পার ত তোমাকে বিস্মিত হ'তে হবে। সকল শাস্ত্রের সার ওতে পাবে। উপনিষদে বার বার বলা হয়েছে যে ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি দুজ্ঞের্য়; মহাজনেরা যে পথে গেছেন সেই পথ। তোমার নিজের মতে চলে ঠিক জায়গায় পৌঁছুবে, এটা বিশ্বাস করতে পার?

প্রশ্ন—প্রকৃত কথাই আপনি বলেছেন। আপনার যুক্তি অকাট্য। আজ আমার মস্ত লাভ হলো। তর্ক করা কাকে বলে, এবং ঈশ্বর-লাভ কথায় মানে কি; আর তর্কের দ্বারা ঈশ্বর-লাভ করা যায় না কেন-এই তিনটী বিষয় বড় সুন্দর

যুক্তির দ্বারা আপনি বুঝিয়ে আমায় পরমানন্দ দিলেন। আমার অনেক সন্দেহ দূর হলো। আপনিই যথার্থ আচার্য্য হবার উপযুক্ত।

উত্তর—বাবা, আমার অত্যন্ত আনন্দ হোলো যে, তুমি বিচারে আনন্দ পেয়েছ। ভগবান্ তোমায় সুবুদ্ধি দিন। আচ্ছা, আর কিছু তোমার জিজ্ঞাস্য আছে?

প্রশ্ন—আজ্ঞে, ইংরাজি-শিক্ষিত আমরা; আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে জান্‌বার অনেক আছে। একটী কথা আপনাকে জানাই, আপনি ঈশ্বরকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বলেছেন সেটা কি ক'রে দাঁড়ায়। তিনি তত্ত্বাতীত হ'য়ে তত্ত্বময় হ'তে পারেন কি না? তিনি যদি বাক্য-মনের অগোচর হন, তবে লোকে তাঁকে জানে কি রূপে? তিনি একবার মনের অগোচর হবেন, আবার অন্য সময়ে মনের গোচর হবেন, এ কি সম্ভব? এ যে যুক্তি বিরুদ্ধ কথা।

উত্তর—বিদ্যাও তিনি, অবিদ্যাও তিনি। শাস্ত্রে দুইপ্রকার তেজের কথা আছে; একটীকে বরণীয় ভর্গ অর্থাৎ বিদ্যা; আর একটীকে অবরণীয় ভর্গ বা অবিদ্যা বলে। গায়ত্রীর যে ভর্গ সেটী বরণীয় ভর্গ বা বিদ্যা; তাঁহার গতি হচ্চে ঊর্দ্ধদিকে বা তাঁর দিকে; আর অবরণীয় ভর্গ বা অবিদ্যার গতি হচ্চে, নিম্ন দিকে বা বিষয়ের দিকে। সূর্য্যের দুই দিকে গতি বিশিষ্ট তেজের ধারা আছে। সন্ধ্যার মন্ত্রে ঊর্দ্ধদিকে অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে ধাবমান তেজের কথা আছে। রাবণের তেজে ত্রিলোক কম্পিত হইত। রাবণের শক্তিতে তাঁর অবিদ্যার বিকাশ; সেইজন্য রাবণ সংসারের পীড়াদায়ক ছিল। বিদ্যারূপে তিনি জগতের কল্যাণ করেন, অবিদ্যারূপে, অকল্যাণ করেন। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিন কার্য্য একা তাঁকেই করতে হয় ব'লে, তাঁকে সব রকম কাজ করতে হয়, সব রকম সাজ সাজতে হয়। কাজেই বিদ্যাও তিনি, অবিদ্যাও তিনি।

তিনি তত্ত্বাতীত হয়েও তত্ত্বময়। সাংখ্যের ২৪টী তত্ত্ব লইয়া এই জীব, জগৎ। বেদে আছে, তিনি সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর অণু-পরমাণুতে চৈতন্যরূপে প্রবেশ করিলেন বা অনুস্যূত হইলেন; সেইজন্য সৃষ্টিকার্য্য সফল হইল, বিশ্বসংসার প্রকট হইয়া এই ভাবে চলিতে পারিল। তিনিই যখন বিশ্বের অণু পরমাণুতে বিরাজ করছেন্ তখনতিনি বিশ্বরূপে বা তত্ত্বরূপে সেজেছেন; কাজেই তিনি তত্ত্বময় আর, তিনি তত্ত্বাতীত কেন? সেত তুমি সহজেই ধারণা করতে পার। তত্ত্বাতীত না হলে তিনি প্রমাণের বিষয় হতেন। তাঁর কোন স্বরূপ নির্ণয় করতে পারা যায় না বলেই তাঁকে অপ্রমেয়, তর্কাতীত, অব্যক্ত, অনন্ত, অজ, সনাতন প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছে।

এইবার, তিনি মনের অগোচর কি গোচর, এই বিচার হোক্। এ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্র কথা আছে; আমি খুব সংক্ষেপে তোমায় বলি। তিনি মনের অগোচর, যখন বলা হয়, তখন তাঁকে আমাদের বিষয় মলিন সাধারণ মনের অগোচর, এইটী লক্ষ্য ক'রে শাস্ত্রকারগণ বলেন। আবার যখন তাঁকে জানা যায় বা মনের গোচর বলা হয়, তখন, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর বা যে জীবের সাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, শাস্ত্রকারগণ, এইটী লক্ষ্য করেন। সুতরাং তিনি অশুদ্ধ মনের আগোচর এবং শুদ্ধ মনের গোচর। বল, তোমার যুক্তিতে এ বিচার ঠিক লাগছে ত?

প্রশ্ন—বাবা, পদধূলি দিন। অতি সুন্দর বিচার—অতি সুন্দর যুক্তি। আমার ধারণাই ছিল না যে, ধর্ম্মবিষয়ে এমন যুক্তি পূর্ণ বিচার আছে। আমি আপনার কথা আরও শুনিব। আপনার কাছে বিচারের প্রণালী শিখ্‌ছি। ধন্য আপনার বিচারশক্তি!

উত্তর—বাহাদুরী যদি কিছু থাকেত সেটা তাঁর প্রাপ্য। কারণ, তুমি, আমি কে? সেইত তুমি, আমি, সেজেছে! সব তাঁর—তিনিই সব। চিন্তা কর, দেখবে আমি কোথায় নাই, সব জায়গায় তিনিই আছেন। তিনিই অদ্বিতীয় বস্তু। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু পাবে কোথায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এল।

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্বীকার।

সমালোচনার জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইয়াছি—ক্রমে ক্রমে সমালোচনা করিব। যথা সময়ে আলোচনা করিতে পারি না বলিয়া ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

১। সাধন-বিজ্ঞান।
২। বেদান্তদর্শনং।
৩। তত্ত্ব মীমাংসা দর্শনং।
৪। শ্রীশ্রীভগবদ্ দুর্গানাম লীলা সঙ্কীর্ত্তন স্তোত্রম্।
৫। সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ।
৬। পরকাল তত্ত্ব।
৭। পুরাণ তত্ত্ব।
৮। দীনবন্ধু গীতাবলী।
৯। সন্ধ্যা রহস্য।
১০। অনুরাগ।
১১। শ্রীভরত।
১২। শ্রীশ্রীরাম-লীলা।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা— স্বর্গ সম্বন্ধে তোমার কি কি জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু—ইংরাজী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এই বিশ্বাসই প্রথমে হৃদয়ে দৃঢ় আসন গ্রহণ করিয়াছিল, জীবনের অধিকাংশ এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, যাপন করিয়াছি, তবে আমার শাস্ত্র বিশ্বাস ছিল, যথা সম্ভব শাস্ত্র শাসন মানিয়া চলা উচিত এইরূপ ধারণা ছিল, ইংরাজী পড়িলেও, ওকালতী ও হাকিমী করিলেও, কোন দিনের জন্য আমার শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। অবসর পাইলে আমি মহাভারত, রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতাম, যাহা পড়িতাম, সব বুঝিতে না পারিলেও, আমার বালকের মত তাহাতে কোন সংশয় হইত না। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি বশতঃ বহুদিন হইতে আমি স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত, শ্বাস, কাস, জ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া, আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি। আমি যখন কলিকাতা শিয়ালদহ কোর্টের মুন্‌সিফ্ ছিলাম, তখন সৌভাগ্য নিবন্ধন আমার আপনার প্রথম দর্শন লাভ ঘটে। যে দিন আমি আপনার প্রথম দর্শন লাভ করি, আপনার স্মরণ আছে, আমি সেই দিন আপনাকে "সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণ গ্রহণ কর" ("সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।") এই ভগবদ্বচনের তাৎপর্য্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনি অতি সংক্ষেপে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার যথার্থ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অন্য কোন দিন আমি তোমাকে বিস্তার পূর্ব্বক ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিব, এই ভগবদ্

বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বহু কথা বলিতে হইবে"। শারীর রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায় আমি আপনার সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলাম, জ্ঞান পিপাসু হইয়া, আমি প্রথমে আপনার সহিত দেখা করি নাই। যাহা হোক্ আপনার দর্শন লাভের পর হইতেই আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। অর্থোপার্জ্জনই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আপনার সহিত মিলিত হইবার পর হইতে আমার এই বিশ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। চাকরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া, আমি ৺কাশীধামে আপনার সহিত বাস করি. আপনার মুখ হইতে অনেক সদুপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হই। বহু লোকের সঙ্গ করিয়াছি, ভাল, মন্দ নানা কথা শুনিয়াছি, চিত্তে বিবিধ সংস্কার লিপ্ত হইয়া আছে। পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বহু কথা কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়াছে, এই সকল বিষয়ের অদ্যাপি সংশয় বিরহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। ইদানীং অনেকে বেদশাস্ত্রোক্ত লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; অধুনা যাঁহাদিগকে আমরা বেদজ্ঞ বোধে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যে ও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, স্বর্গাদি পৃথক্ লোক বস্তুতঃ নাই, এই পৃথিবীতেই সব, এই খানেই স্বর্গ, এই খানেই নরক, শাস্ত্রে যে, স্বর্গাদির বর্ণন আছে, তাহা কল্পনা বিজৃম্ভিত জানিবে, দেবতা নামে কোন স্বতন্ত্র জীব নাই, যাঁহার সুবিদ্বান্, বহুসদ্গুণসম্পন্ন, তাঁহারাই বেদে, শাস্ত্রে "দেবতা" এই নাম দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছেন। "বিদ্বানেরাই দেবতা" (বিদ্বাংসো হি দেবাঃ।—শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৭।৩), শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী শতপথ ব্রাহ্মণের এই কথার প্রমাণে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছেন। ফ্রান্স্ দেশীয় খ্যাত নাম জ্যোতির্ব্বিদ ল্যাপলেস্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও স্বর্গ বা দেবতাকে দেখিতে পান নাই, এই নিমিত্ত স্বর্গ বা দেবতা যে, সৎ পদার্থ নহে, তিনি এইরূপ বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। * পুরাণ পাঠ করিয়া স্বর্গ নামে যে স্বতন্ত্র লোক আছে, তাহা অবগত হইয়াছি। পূর্ব্বে না হইলেও, এখন সংশয় হয়, আধুনিক বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরাও যৎ

---

*" Laplace, the great astronomer, triumphantly asserted that he had swept the heavens with his telescope and found neither God nor Heaven,"—Concentration

পদার্থের অস্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, পারেন না, তৎপদার্থকে বিনা সংশয়ে বস্তুতঃ সৎ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কি? স্থূল প্রত্যক্ষ ব্যতিরিক্ত যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্য প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অসমর্থ, নিজ বোধকেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া জানেন, আমরা যাহা সম্ভব মনে করিতে পারিনা, তাহাই সম্ভাব্যতার সীমা বহির্ভূত, যাঁহাদের ইহাই অচল প্রত্যয়, তাঁহারা কেন ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা বৈদিক আর্য্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কি নিমিত্ত পুরাণাদি শাস্ত্র বর্ণিত লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাহা বুঝিতে পারিনা। আমি বেদ পড়ি নাই, অতএব বেদে কি আছে, নাই, তাহা আমি জানি না। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, বেদ অখিল শাস্ত্রের মূল, বেদ হইতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, সনাতন বেদ হইতেই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অখিল শিল্প-কলার অবির্ভাব হইয়া থাকে, শব্দ বা বেদ হইতেই বিশ্বের বিকাশ হয়। এই সকল কথার প্রকৃত আশয় কি, তাহা জানিবার শক্তি আমার নাই। ঋষিরা যে বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহা বেদ বিরুদ্ধ, তাহা অপ্রামাণিক, তাহা অগ্রাহ্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সে বেদের স্বরূপ যে সাধারণ প্রতিভার অধিগম্য হইতে পারেনা, আমি তাহা বিশ্বাস করি। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে বেদবিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারেনা, তাহাও আমি স্বীকার করি। অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, বেদে স্বর্গাদি লোকের সংবাদ আছে কি না, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বর্ণিত লোক সংস্থান বেদ সম্মত কি না।

বক্তা—স্থূল প্রত্যক্ষকেই যাঁহারা সত্যনিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, বেদ-শাস্ত্রের বচন শুনাইয়া তাঁহাদিগকে বেদ-শাস্ত্র-বর্ণিত স্বর্গাদি লোকের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ করিবার আশা কি দুরাশা নহে? আমি তোমাকে বহুবার বলিয়াছি, "প্রতিভাই পদার্থ," প্রতিভাই মতভেদের কারণ, যাঁহার যাদৃশ প্রতিভা তাঁহার পদার্থ বোধ তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাঁহার চিত্তে তদনুসারেই পদার্থতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়. কেহ কখন স্বীয় প্রতিভাকে অতিক্রম পূর্ব্বক কিছু বুঝিতে পারেন না, কিছু করিতে সমর্থ হন না। বেদ কি, শাস্ত্র কি, বেদের সহিত পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহের সম্বন্ধ কি, "বেদ হইতেই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে," এতদ্বাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় কি, সকলেই

কি, যথাযথভাবে তাহা অবগত আছেন, সকলেরই যথাযথভাবে তাহা অবগত হওয়া কি সম্ভব? যে বেদকে বেদবিৎ ঋষিরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, স্বতঃপ্রমাণ, বিশ্ব-প্রভব ও নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই বেদকে আধুনিক বেদপাঠীরা কেন তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, সেই বেদকে কেন ইহাঁরা বালক মস্তিষ্কের উচ্ছ্বাস বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহা বলিতে পারকি? এই প্রকার জিজ্ঞাসা কি কখন তোমার মনে উদিত হইয়াছে? তুমি কি কখন এই বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ? অমুক এ সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা জানিলেই, ইষ্টসিদ্ধি হয় না, তথ্য নিরূপিত হয়না। বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই সকলের বিনাবিচারে, অভ্রান্ত বোধে আদর করা উচিত, আমি তাহা বলিতেছিনা, আমার এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, যে কোন বিষয় হোক্ বিনা যথোচিত পরীক্ষায় তাহাকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। এ স্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য, যথার্থভাবে পরীক্ষা করাও ব্যক্তিমাত্রের সাধ্য নহে। প্রত্যেক অতত্ত্বদর্শীর— সমাধিনেত্রবিহীনের মতভেদ থাকিবেই। প্রতিভাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার সময়ে আমি এই বিষয়ের বিশেষতঃ বিচার করিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যথাবিধি বেদাধ্যয়ন অসম্ভব। করুণাসাগর, সর্ব্বজ্ঞ ভৃগুদেব আমার হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়াছেন, আমি সেই আশা-প্রলোভিত হইয়া, "স্বর্গ, সূর্য্যদ্বারভেদ ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছি, ভৃগুদেবের মৃতসঞ্জীবনী আশাবাণী শ্রবণ না করিলে, আমি বোধ হয় এই সকল গহন বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে উৎসাহী হইতাম না। আমার যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক, কৃপা করিয়া আপনি আমাকে স্বর্গ ও সূর্য্যদ্বার ভেদ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। স্বর্গ ও সূর্য্যদ্বার ভেদ সম্বন্ধে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, আমি তাহাও জানিনা, স্বর্গ ও সূর্য্যদ্বার ভেদ সম্বন্ধে যাহা যাহা আমার জ্ঞাতব্য, আপনি আমাকে সেই সকল বিষয়ের, আমার গ্রহণ সামর্থ্যানুসারে উপদেশ প্রদান করিলেই, আমি কৃতকৃত্য হইব, আপনার কৃপা হইলেই, আমার যে, সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, ভৃগুদেবের অনুগ্রহে আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে।

বক্তা—তুমি যে, সন্ধ্যার উপাসনা কর, তাহা আমার বিশ্বাস আছে, সপ্ত ব্যাহৃতির কথা তোমার জানা আছে, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—যথা জ্ঞান সন্ধ্যার উপাসনা করি, কিন্তু কি করি তাহা বুঝিনা, সপ্ত ব্যাহৃতির কথা স্মৃতি বিচ্যুত হয় নাই, কারণ প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবার সময়ে

সপ্তব্যাহৃতির মনে, মনে উচ্চারণ করিয়া থাকি, তবে ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির স্বরূপ কি, তাহা জানিনা, আজ পর্য্যন্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

বক্তা—ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তব্যাহৃতি উপর্য্যুপরি সংস্থিত সপ্তলোক, ইহারাই গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দঃ ("ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্তু যা লোকাস্তএব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ॥ সপ্তব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুরাকল্পে স্বয়ম্ভুবা। তা এব সপ্তছন্দাংসি লোকাঃ সপ্তপ্রকীর্ত্তিতা॥")। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল কথার মূল্য কত যথাযথভাবে তাহা অবধারণ করিবার পাত্র এখন বিরল হইয়াছেন। তুমি বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময়ে ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির আবৃত্তিই কর, আর কিছু কর কি?

জিজ্ঞাসু—আমি এপর্য্যন্ত আর কিছুই করি নাই, আর কিছু করিতে হয়, কি না, তাহা আমি অদ্যাপি ভাবি নাই।

বক্তা—কেবল তুমি কেন, অনেকেই ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির আবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু করেন না। সন্ধ্যা করিবার সময়ে আয়তপ্রাণ হইয়া সপ্রণব, সসপ্তব্যাহৃতি, সশিরঃ তিনবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, তুমি জান, তুমি কি কখন প্রাণায়াম করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে, সন্ধ্যা করিবার সময়ে সপ্রণব সসপ্তব্যাহৃতি সশিরঃ গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা আমি জানি, কিন্তু কিরূপে প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা আমি জানিনা, আমি মন্ত্রের আবৃত্তি মাত্র করি, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা বা প্রাণায়াম আমি কখনও করি নাই। আর এক কথা আমি শ্বাসরোগাক্রান্ত, (হেঁপোরোগী) প্রাণায়াম করিবার শক্তি আমার নাই।

বক্তা—সন্ধ্যা করিবার সময়ে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক, মুদ্রিত নয়নে, প্রাণায়াম করিবার বিধি আছে, কিন্তু একালে অত্যল্প ব্যক্তিই, সন্ধ্যা করিবার সময়ে যথাবিধি প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা করিলেও যে, শাস্ত্রোক্ত সন্ধ্যার ফললাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহার কারণ যথাবিধি সন্ধ্যা করা হয় না। যাহাহোক্ গুরুদেব যখন তোমাকে এত কৃপা করিয়াছেন, তখন তোমার যথাবিধি সন্ধ্যা করিতেই হইবে, যথাবিধি প্রাণায়াম করিলে, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি উপশমিত হয়, অতএব কোন চিন্তা করিওনা, হতাশ হইওনা। যথাবিধি সন্ধ্যা করিতে হইলে, ভূরাদি সপ্তলোকের তত্ত্ব জানিতেই হইবে, স্বর্গ কোন্ পদার্থ, স্বর্গদ্বার ভেদ কাহাকে বলে, কিরূপে তাহা করিতে হয়, যথাবিধি সন্ধ্যা করিলে, তাহা তোমার অজ্ঞাত থাকিবেনা। যিনি যথাবিধি সন্ধ্যা করেন,

তাঁহার এই সকল বিষয় অজ্ঞাত থাকেনা, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, কৃতকৃত্য হ'ন। যিনি যোগবিৎ, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ, বায়ু এবং অন্যান্য পুরাণে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, যোগবিৎ না হইলে, যথার্থ বেদবিৎ হওয়া যায় না, যিনি যোগবিৎ তিনি সর্ব্ববিৎ হইয়া থাকেন।* (ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহারা কোন অপ্রকটিত প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও সকলেই জানেন না, সকলেই বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা অপ্রকাশিত তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হন, অপ্রকটিত তথ্যকে প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়েন। 'কিছুই অসম্ভব নহে,' এইরূপ ধারণাই যে, অনাবিষ্কৃত বিষয়ের আবিষ্কার রহস্য (Secret), তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, অত্যল্প চিন্তাতেই ইহা যে, পরম সত্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, লীবিগের মনে যে সত্যের আবিষ্কার রহস্য প্রতিভাত হইয়াছিল, আগস্ত কোমৎ, লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষদিগের স্বচ্ছ মস্তিষ্কে সে আবিষ্কার রহস্য প্রতিভাত হয় নাই কেন, যাহা সার্ব্বভৌম অসম্ভব, যাহা

---

* "ঋচো হি যো বেদ স বেদ বেদান্। যজূংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্॥ সামানি যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম যো মানসং বেদ সবেদ সর্ব্বম্॥ বায়ু পুরাণ—ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

কদাচ কোন ব্যক্তির মনে সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, তাহাকে কেহই কখন সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে না; কল্পনাও সত্যভূমিক, কল্পনার মূলেও সত্য আছে। খ্যাতনামা হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার স্বপ্রণীত ফার্ষ্ট প্রিন্সিপলস্ নামক গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন, 'অহিতকর রূপে পরিগণিত পদার্থ সমূহেও হিতকর গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহাই নহে, অনেক সময়ে আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়া থাকি যে, ভ্রমাত্মক বলিয়া অবধারিত বিষয় সকলের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় ("We too often, forget that not only is there a soul of goodness in things evil, but very genarelly also, a soul of truth in things erroneous")। অতএব "ভ্রমাত্মক রূপে নির্ব্বাচিত বিষয় সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়," সুধীশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের এই উপদেশানুসারে বলিতে পারি, যোগশাস্ত্র প্রকটিত, বিভূতি সকলের মধ্যে সত্যের আত্মা থাকিতে পারে, অন্ততঃ এইরূপ বিশ্বাস করা সর্ব্বথা উন্মত্তের কার্য্য নহে, অসভ্য বর্ব্বরোচিত ব্যাপার নহে।

জিজ্ঞাসু—'প্রতিভার মহিমা অনির্ব্বচনীয়,' আপনার এই কথা যে, অত্যন্ত সারগর্ভ, এখন কিয়ৎ পরিমাণে তাহা উপলব্ধি হইল। জার্ম্মান্ দেশীয় বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ লীবিগ্ বলিয়াছেন, কিছুই অসম্ভব নহে, অপ্রকটিত সত্যের আবরণকে প্রোৎসারিত করিবার ইহাই মূল কারণ, কিন্তু আগস্ত ক্লোমৎ, লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা বলিয়াছেন, যোগদ্বারা বিবিধ সিদ্ধির আবির্ভাব হওয়া কোনরূপে সম্ভবপর নহে, দুষ্টাভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত এই সকল কথা হেয়, স্বার্থপর, প্রতারকদিগ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

বক্তা—মনুষ্য (অবশ্য 'মনুষ্য' নামের যথার্থ অভিধেয়) ইন্দ্রিয় পথে পতিত, অবিজ্ঞাত তত্ত্ব ঘটনা পুঞ্জের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারে না, মানব পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে, স্বভাব সিদ্ধ জিজ্ঞাসাবৃত্তির প্রেরণাবশতঃ তাহারই স্বরূপ নির্ণয়ার্থ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়। অন্নপূর্ণা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যাহার চিত্ত চলিবার সময়ে, উপবেশনকালে, জাগ্রদবস্থায়, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও বিচারপর না হয় তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত না থাকে, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত; শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেও, পান-ভোজনাদি করিলেও, ধনার্জ্জন এবং নির্ধন ও দুর্ব্বলদিগের উপরি বল প্রয়োগ করিতে পারিলেও, কিছুকাল ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভোগ করিলেও, সে বস্তুতঃ জীবিত নহে।

যে পুরুষ স্বল্পকালও বিচার দ্বারা স্বীয় চিত্তের নিগ্রহ করে, প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, সেই পুরুষ, জন্মগ্রহণের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই পুরুষ সার্থক জীবন হয়। * মহোপনিষৎ বলিয়াছেন, 'তরুগণও জীবিত আছে, ইহারাও প্রাণন ব্যাপার সম্পাদন করে, পশু পক্ষীরাও প্রাণধারণ করে, কিন্তু বস্তুতঃ কে জীবিত? যাহার মন মননশীল, বিচার পরায়ণ, যাহার মন নিয়ত কার্য্যের কারণানুসন্ধান করে যে ব্যক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সেই বস্তুতঃ জীবিত। যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না, এই দুঃখময় ভবপারাবারে যাঁহাদিগকে আর আসিতে হইবে না, এই দেহই যাঁহাদের চরম দেহ, এই দেহের পতন হইলেই, যাহাদের ভবলীলা সমাপ্ত হইবে, (ক্রমবিকাশবাদী হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বচনানুসারে বলিতেছি, যাঁহাদের ক্রম পরিণামের (Evolution) অন্ত হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহারা পূর্ণ হইয়াছেন, পূর্ণ সুখে সুখী হইয়াছেন), তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত, তাঁহারাই সার্থক জীবন। † আগস্ত কোমৎ, লর্ড কেলবিন্ প্রভৃতি বিজ্ঞান কূপমণ্ডূকগণ যদি যথার্থ মননশীল হইতেন, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেন, বস্তুতঃ আত্মপরের কল্যাণার্থী হইতেন, পাপভীরু হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কখনও যোগীকে প্রতারক বলিতে সাহসী হইতেন না। যাহা সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত আত্মার স্বরূপ দর্শন পথে প্রতিবন্ধক হয়, যাহা সত্যজ্ঞানকে আবৃত করে, অতএব যাহাই দুঃখহেতু, যাহাই প্রকৃত সুখ নাশক, তাহাই 'পাপ'। যাঁহারা আত্মার স্বরূপ দর্শন করেন নাই, যাঁহাদের আত্মার স্বরূপ দর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি হয় নাই, আত্মার স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা যাঁহাদের মতে বৃথাশ্রম, মূর্খোচিত কার্য্য, তাঁহারাই আত্ম-পরের প্রকৃত শত্রু, তাঁহারাই অত্যন্ত পাপী তাঁহাদের সমান পাপী অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পারেন না। অতএব যাঁহারা অজ্ঞান বশতঃ সত্যকে আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সমান

---

* "গচ্ছন্তিষ্ঠতো ব্বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপিবা।
ন বিচারপরাং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥"
"মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।" (অন্নপূর্ণোপনিষৎ)।
"পুরুষেণ কৃতো যেন তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলম্"॥ (অন্নপূর্ণোপনিষৎ)।
"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেনোপজীবতি॥" মহোপনিষৎ।

জগতের অনিষ্টকর অন্য কেহ হইতে পারেন না। প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি (Necessity is the mother of invention)। প্রকৃতি দেবী বালক, যুবা, বৃদ্ধ, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, জৈন, বৌদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক, সকলের সম্মুখেই স্বীয়রূপ প্রকটিত করিতেছেন, সকলকেই সমভাবে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু সকলেই কি, তাঁহার রূপ যথাযথ ভাবে দেখিতে পাইতেছে? সকলেই কি, তাঁহার উপদেশ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে? বৃক্ষ হইতে এপেলের (Apple) পতন ব্যাপার কেবল নিউটন্ই অবলোকন করেন নাই, এ ব্যাপার মহামতি নিউটনের সম্মুখেই প্রথম সংঘটিত হয় নাই, নিউটনের পূর্ব্বে অগণ্য মানবের নয়নে এ দৃশ্য পতিত হইয়াছে, কিন্তু নিউটনই যে সর্ব্বজনের উপেক্ষিত, এই সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনাকে তত আদর পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলেন, তাহার কারণ কি? নিউটনের প্রয়োজন ছিল, এই নিমিত্ত; প্রয়োজন ছিল, তাই নিউটন্ এই সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনারও তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, এবং তিনি এই নিমিত্ত স্বদেশে মাধ্যাকর্ষণের (Gravitation) আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা—আত্মার তাত্ত্বিক রূপ জানিবার ইচ্ছা সপ্তভূমিক জ্ঞানের প্রথম ভূমি। জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকলের অন্তরে, বাহিরে বিদ্যমান, কিন্তু যাবৎ ঈশ্বরতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় না হয়, তাবৎ কেহ কি, তাঁহাকে জানিতে পারে? কেহ কি তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেবল যোগের জিজ্ঞাসু হয়, সে ব্যক্তি শব্দব্রহ্মবিৎ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে ("জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে")।

জিজ্ঞাসু—যোগ জিজ্ঞাসুকে শব্দ ব্রহ্মবিৎ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিবার হেতু কি? শব্দব্রহ্মবিৎ বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

বক্তা—যাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের যোগ দ্বারা অধীত বেদ-বেদাঙ্গাদির যথার্থভাবে অনুভব হয় নাই, তাঁহাদিগকে ভগবান্ 'শব্দব্রহ্মবিৎ' বলিয়াছেন। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যিনি যোগবিৎ—যিনি যোগী, তিনিই প্রকৃত বেদবিৎ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। *

* "বেদস্য বেদিতা যো বৈ বেদ্যং বিন্দতি যোগবিৎ।
তং বৈ বেদবিদং প্রাহুস্তং প্রাহুর্বেদপারগম্।"
"বেদ্যং চ বেদিতব্যঞ্চ বিদিত্বা বৈ যথাবিধি।
এবং বেদবিদং প্রাহু স্ততোঽন্যে বেদচিন্তকাঃ॥" বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

জিজ্ঞাসু—যোগের জিজ্ঞাসুকে ভগবান্ এত প্রশংসা করিয়াছেন কেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। জিজ্ঞাসা না হইলে, কাহারও যে, জ্ঞানোদয় হয় না তাহা সুখবোধ্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা হইলেই কি, জ্ঞানোদয় হয়, জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না? জ্ঞানের যে উত্তরোত্তর সপ্তভূমির কথা আছে তন্মধ্যে জিজ্ঞাসাকে প্রথম ভূমিকা রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং 'বিচার'কে দ্বিতীয়ভূমিকা রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসাভূমিতে অধিরূঢ় ব্যক্তি যদি বিচার নামক দ্বিতীয় ভূমিতে অধিরোহণের চেষ্টা না করে, তাহা হইলে, তাহার কি জ্ঞান হইতে পারে?

বক্তা—'জিজ্ঞাসা'-নামক আত্মজ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ় ব্যক্তি কি দ্বিতীয় ভূমিতে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে? 'জিজ্ঞাসা' বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাদৃশ জিজ্ঞাসাকে ভগবান্ লক্ষ্য করেন নাই। মনে কর তুমি যোগতত্বের জিজ্ঞাসু, আমি যথাশক্তি তোমার যোগতত্ব জিজ্ঞাসাকে বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আচ্ছা বল দেখি, তোমার কি যথার্থ যোগতত্বের জিজ্ঞাসা হইয়াছে? যোগতত্বের যোগস্বরূপ চন্দ্রিকা নামক প্রথম খণ্ডে যথার্থ ইচ্ছা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ কর। তোমাকে যোগের তত্ব জানাইবার নিমিত্ত আমার যাদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার কি যোগতত্ব জানিবার জন্য তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে? পিপাসা ক্ষামকণ্ঠ জল পাইবার নিমিত্ত যেরূপ একাগ্র হয়, তুমি কি যোগতত্ব জানিবার জন্য সেইরূপ একাগ্র হইয়াছ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসুর স্থানে বসাইয়াছি, তুমি স্বেচ্ছায় জিজ্ঞাসুর আসনে উপবিষ্ট হও নাই। যদি তুমি যথার্থ যোগতত্ব জিজ্ঞাসু হইতে, তাহা হইলে, তোমার অন্যরূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে, তৃষার্ত্ত যেরূপ আগ্রহের সহিত জলপান করে, তুমি সেইরূপ আগ্রহের সহিত যোগতত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং শ্রুতবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে। জিজ্ঞাসা, বিচার প্রভৃতি সপ্তজ্ঞানভূমির স্বরূপ দর্শন হইলে, তুমি বলিবে, বিচারাদি আর ছয়টী জ্ঞানভূমিকা, জিজ্ঞাসা জ্ঞানভূমিকারই রূপান্তর। বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে, আমি যাহা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে না। আপাততঃ সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। চিত্তে প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হইলেই, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইয়া থাকে, প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হইলেই, আপনা হইতে জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত গুরুমুখ হইতে শ্রবণ এবং শ্রুতবিষয়ের জ্ঞানজনক মনন বা বিচার হইবেই। বিচার

পরম্পরা দ্বারা মনন যখন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিতে থাকে, তখন স্বতই নিদিধ্যাসন হয়, অত্যন্ত প্রবল, অবিরত বিচারান্দোলনের কেন্দ্রীভবন (concentration) হয়। জিজ্ঞাসা আদ্যাবস্থা, বিচারাদি ইহারই মূর্ত্তস্বরূপ, জিজ্ঞাসাই (যদি বাধা না পায়) বিচারাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছে, সে বক্তি কেবল বেদ-বেদাঙ্গাদি পাঠী হইতে শ্রেষ্ঠ। জিজ্ঞাসা না হইলে, কোন পদার্থকে জানা যায়না, জিজ্ঞাসা হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা হইতেই, ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব, প্রভৃতির প্রাপ্তি হইয়া থাকে, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি, সুখ, শান্তি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি সকলই প্রকৃত জিজ্ঞাসা হইতে হইয়া থাকে। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is Power) এবং সংযমই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শক্তির শ্রেষ্ঠ কুঞ্চিকা—উদ্ঘাটক (Samjama is the Master Key to Knowledge and Power)। 'সংযম কুঞ্চিকা' দ্বারাই বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, করিতেছেন, সংযম দ্বারা ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াছিলেন। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, লর্ড কেল্‌বিন্, আগস্ত কোমৎ যাঁহার প্রসাদে বিজ্ঞান কূপ মণ্ডূক হইয়াছেন, তাঁহাকে জানেন না, ইহারা তাঁহারই নিন্দা করেন, ইহাঁরা এমন অকৃতজ্ঞ, এতই অন্ধ। বাষ্প যন্ত্রাদির কিরূপে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ যথার্থভাবে চিন্তা করা হয় কি? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ, শিল্পিগণ, কি সংযমকে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পারিতেন? যাঁহাদের যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সহিত পরিচয় হয়, তাঁহারা সেই পরিমাণে লাভবান্ হইয়া থাকেন। বাষ্পযন্ত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্ ইত্যাদি, প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞান (Knowledge of laws of nature) হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের জ্ঞানোৎপত্তির, গাঢ় সংযমই (Intense concentration) একমাত্র কারণ। যাঁহার চিত্ত যে মাত্রায় নির্ম্মল হয়, যাঁহার চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য যে মাত্রায় হ্রাস হয়, প্রকৃতি সেই মাত্রায় তাঁহাকে (অধিকারী বলিয়া) তাঁহার কোষাগার নিহিত নিধি সমূহ প্রদান করেন।

'অতিপ্রাকৃতিক' (Supernatural) বলিয়া বস্তুতঃ কোন পদার্থ নাই, অতি-প্রাকৃতিক এই নাম মানুষের প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনভিজ্ঞতার অস্থায়ি—মান বা পরিচ্ছেদের বাচক ভিন্ন আর কিছু নহে ("There is no

such thing as supernatural, the term is merely the temporary measure of man's ignorance of natural laws)

জিজ্ঞাসু—একস্‌রেজ্ (X Rays) দ্বারা যে, শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী, ব্যবহিত অস্থি প্রভৃতির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে (ফটোতুলিতে) পারা যায়, লর্ড কেল্‌বিন্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা যে, অতি প্রাকৃতিক নহে, অসম্ভব নহে, তাহা তিনি মানিয়াছেন, কিন্তু দূর দর্শন ও দূর শ্রবণাদি যোগসিদ্ধি সমূহের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতে পারেন নাই, দূর দর্শনাদি সিদ্ধি সমূহকে তিনি ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, হেয় স্বার্থপরদিগের প্রতারণা (বুজ্‌রুকি—Imposture) বলিয়াছেন। ক্ল্যায়ারভয়েন্স (Clairvoyance) দ্বারা যে সুদূরবর্ত্তী ঘটনা জানিতে পারা যায়, একালেও তাহা বহুজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুসভ্য, সুবিদ্বান্ প্রতীচ্য পুরুষদিগের মধ্যে ও অনেকে ক্ল্যায়ারভয়েন্স দ্বারা যে, সূক্ষ্ম, দূরস্থিত, ব্যবহিত বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, করিতেছেন, তথাপি লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় ধীমান্ বৈজ্ঞানিক ইহাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ফল বলিয়াছেন, ইহা বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই। চক্ষু-কর্ণাদির ব্যবহার না করিয়া, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া, কিরূপে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, সুদূরদেশস্থিত বস্তু সকলকে বুদ্ধিগোচর করা যায়, তাহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হয়।

বক্তা—যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা আত্মার প্রকৃত কল্যাণার্থীর না হইয়া থাকিতে পারেনা। যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একস্‌রেজ্ (X Rays) দ্বারা শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী, ব্যবহিত অস্থি প্রভৃতি পদার্থ সমূহের প্রতিবিম্ব গৃহীত হইয়া থাকে, সামান্যতঃ সেই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারাই, বাহ্য সাহায্য ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট দূরস্থিত বস্তুজাতকে যোগী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ইহা অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার নহে, অসম্ভব কার্য্য নহে, হেয় স্বার্থপরের সরল বিশ্বাসীর প্রতি প্রতারণা নহে। বহুজনের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যাপারকে লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় পুরুষ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Bad observtion) বলিয়াছেন কেন, তোমার এই প্রশ্নের, 'প্রতিভার মহিমা অনির্ব্বচনীয়', এতদ্ব্যতীত আমি আর কি উত্তর দিব? লর্ড কেল্‌বিন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের পূর্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসু নহেন। প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের পূর্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অভাব নিবন্ধন, লর্ড কেল্‌বিন্ দূরদর্শনাদি ক্ষুদ্র যোগসিদ্ধি সমূহকে অসম্ভব বলিয়া, অপ্রাকৃতিক বলিয়া উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—আমার অনেক বিষয়ের সংশয় কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত হইল, আমাকে কৃপা পূর্ব্বক বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। আপনার কৃপায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমি অদ্যাপি যথার্থ জিজ্ঞাসু হইতে পারি নাই, তথাপি আমার প্রার্থনা, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু করিয়া দিন্, আমার হৃদয়ে যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান পিপাসার উদয় হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

বক্তা—তুমি বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে কি কি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ?

জিজ্ঞাসু—বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে আমার যাহা জানা উচিত, আপনি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন, বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে কি জানিতে ইচ্ছা করা উচিত, আপনি আমা হইতে তাহা ভাল জানেন।

বক্তা—পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতি পাদ পাঠ করিয়া, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, সেই সকল প্রশ্নের যথাসম্ভব সমাধান না হইলে, বিভূতিপাদ পাঠ যে অনর্থক হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) পাতঞ্জল দর্শনকে কেবল কণ্ঠে রাখিবার নিমিত্ত ইহার প্রণয়ন করেন নাই, মানুষকে কেবল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইবার উপায় বলিয়া দিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন প্রণীত হয় নাই। আমি যাহা বলিলাম, তাহা যে মিথ্যা নহে, বিভূতিপাদ পাঠ করিয়া তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ, সন্দেহ নাই। মানুষ কি করিলে, কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে, কিরূপে সাধনা করিলে, মানুষ দুঃখ সঙ্কুল জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারময় সংসার সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক চিরশান্তিময় অবস্থাতে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে, মানুষের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে, প্রধানতঃ তাহা বলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে করুণার্দ্র হৃদয়, জ্ঞানময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেব পাতঞ্জলদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যোগদর্শনের অনুশাসন করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য হইবে, বিভূতিপাদে যে অলৌকিক শক্তি সমূহের বিকাশের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি? বিভূতিপাদ পাঠ করিলে, লোকের কি সিদ্ধিতে লোভ উৎপন্ন হয় না? কৈবল্য প্রাপ্তির ইচ্ছা কি সাধারণের হইতে পারে?

কৈবল্য প্রাপ্তির ইচ্ছা যে সাধারণের হইতে পারে না, তাহা স্থির, কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির প্রবৃত্তি যে জীব মাত্রের সহজ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি জীবমাত্রে এই প্রয়োজন দ্বয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াই কর্ম্ম করে।

দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই দুইটিই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং ভূমা বা অপরিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি, জীবের অত্যন্ত পুরুষার্থ, যাহার অংশের জন্য জীবজগৎ সদা চঞ্চল, নিয়ত কর্ম্মশীল, তাহার অপরিচ্ছিন্ন বা পূর্ণভাবকে পাইবার নিমিত্ত জীবের ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারে কি?

জিজ্ঞাসু—যাহার অংশের আশা জীবকে সতত চঞ্চল করে, তাহার পূর্ণকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে, না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহা অনুমান করা যায়, আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, যাহার অংশকে পাইবার জন্য জীব এত ব্যাকুল, তাহার পূর্ণকে পাইবার নিমিত্ত জীবের সাধারণতঃ বিশেষ ব্যাকুলতা হয়না কেন? মন্দ পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষ কত কষ্ট করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে, মন্দ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য সারা জীবন যথাশক্তি কর্ম্ম করে, মন্দ পুরুষার্থ সিদ্ধির হেতুভূত পদার্থকেও কত আদর করে, যিনি মন্দপুরুষার্থ সিদ্ধির উপকারক হ'ন, বা উপকারক হইতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয়, লোকে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করে, তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের চেষ্টা করে, কিন্তু অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষ তত ব্যাকুল হয় না কেন? অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষের (বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে) তত চেষ্টা না হইবার কারণ কি? যাঁহারা অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির পথ দেখাইয়াছেন, দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা এখন যে, যথোচিত আদর পান না, তাহার কারণ কি? ইদানীং অনেকে যে, তাঁহাদিগকে মনুষ্য সমাজের অনিষ্টকর, হেয় স্বার্থপর, প্রতারক, অল্পজ্ঞ ও অসভ্য বলিয়া উপেক্ষা করে, ঘৃণা করে, তাহার হেতু কি?

বক্তা—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, পরম সুখ প্রাপ্তি যে জীবের ঈপ্সিত, তাহা সত্য, কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা পরম সুখপ্রাপ্তি জীবের ঈপ্সিত হইলেও, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপরিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি যে, হইতে পারে, মানুষমাত্রের তাহা বিশ্বাস হয় না, এই নিমিত্ত মানুষ সাধারণতঃ মন্দ পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিয়া থাকে, মন্দপুরুষার্থ সিদ্ধির হেতুভূত বস্তু বা ব্যক্তিকেই আদর করে, যাঁহারা অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির পথ দেখাইয়াছেন, দেখাইয়া থাকেন, অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির জিজ্ঞাসা না হওয়ায়, তাঁহারা সাধারণ মানুষের সমীপে উপেক্ষিত হ'ন, হতাদর হ'ন। সত্যের পূর্ণরূপ দেখাইবার নিমিত্ত, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সার্ব্বভৌম রূপ প্রদর্শনার্থ, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিবার জন্য করুণাময় পতঞ্জলিদেব যোগদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন, যাঁহার

যাদৃশ অধিকার, তিনি এতদ্বারা তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে যিনি অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তিনি এতদ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হইবেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সাধন পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবেন। ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফল ক্লেশ-কর্ম্মের অত্যন্ত নিবৃত্তি, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং গুণ সকলের পরিণাম ক্রমের পরিসমাপ্তি। কর্ম্মফল ভোগে সম্যক্ বিরাগ হইলে, ভোগ নিষ্পাদিত হয়, পরমাগতি পুরুষতত্ত্বের অবধারণ হইলে, অপবর্গ নিষ্পাদিত হয়। ধর্ম্ম মেঘ সমাধিতে জ্ঞান শক্তি অনন্তা হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—'জ্ঞানশক্তি অনন্তা হইয়া থাকে,' এই কথার অভিপ্রায় কি? অনন্ত জ্ঞান শক্তির স্বরূপ কি? জ্ঞানশক্তি কি বস্তুতঃ অনন্ত হইতে পারে? প্রতীচ্য দার্শনিকগণ, অপিচ যাঁহারা প্রতীচ্য দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা প্রতীচ্য দর্শন-সংস্কৃত মতি, তাঁহারা 'জ্ঞানশক্তি অনন্তা হয়' এই কথার মূল্য বুঝিবেন না।

বক্তা—হার্ব্বাট স্পেন্সার পরিণামের (Evolution) অন্ত আছে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, মানুষ পূর্ণ হইতে পারে, পূর্ণ সুখে সুখী হইতে পারে, হার্ব্বাট স্পেন্সার ইহা মানিয়াছেন, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, প্রকৃত পূর্ণত্বের রূপ তাঁহার চিত্তমুকুরে যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় নাই, কিরূপ অবস্থাতে উপনীত হইলে, বস্তুতঃ মানুষ পূর্ণ সুখে সুখী হইয়া থাকে, হার্ব্বাট স্পেন্সারের তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় নাই, কিরূপ সাধনা দ্বারা জ্ঞানশক্তি অনন্তা হয়, হার্ব্বাট স্পেন্সার তাহার সন্ধান পান নাই। জ্ঞানের আবরণ রজঃ ও তমঃ; রজোগুণের ধর্ম্ম অস্থিরতা—চঞ্চলতা, তমোগুণের ধর্ম্ম জড়তা, শক্তির সম্যক্‌রূপে বিকাশ-প্রাপ্তি পথের প্রতিবন্ধকতা (Rosistance)। অস্থিরতা ও জড়তা এই দুইটী জ্ঞানকে সম্যগ্‌রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে দেয়না। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের সংকীর্ণ অভিমান হইতে জ্ঞানশক্তির সংকীর্ণতা—জড়তা হয়, ইহাদের চাঞ্চল্য বশতঃ শরীরও ইন্দ্রিয়গণের অস্থিরতা হইয়া থাকে। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের এই অস্থিরতা ও জড়তা নিবন্ধন, জ্ঞেয় (Knowable) বিষয়ে, জ্ঞানশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায়না। অস্থিরতা ও জড়তার সম্যগ্‌ভাবে তিরোধান হইলে, বিভুচিত্তের জ্ঞানের সীমা অপগত হয়, কারণ অস্থিরতা ও জড়তাই জ্ঞানশক্তির পরিচ্ছেদক—সীমাকারী হেতু। জ্ঞানশক্তি অসীম হইলে, অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র খদ্যোতের (জোনাপোকার) ন্যায় জ্ঞেয় অল্প হয়। লৌকিক জ্ঞান এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ, লৌকিক জ্ঞানে খদ্যোতটি জ্ঞান এবং অনন্ত আকাশ জ্ঞেয়। অতএব

সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মাবরণ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানেরই আনন্ত্য (Infinitude) হয়। * ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে বাসনার সহিত ক্লেশ ও তন্মূল কর্ম্মসমূহের নিবৃত্তি হয়, রজঃ ও তমোময় ক্লেশ ও তন্মূল কর্ম্ম চিত্তের আবরণ, চিত্তের এই আবরণ মল যখন ধর্ম্মমেঘ সমাধি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অপগত হয়, তখন জ্ঞানের—বিশুদ্ধ বুদ্ধ্যালোকের আনন্ত্য হইয়া থাকে।

জ্ঞানের কিরূপে আনন্ত্য হয়, তাহা শ্রবণ করিয়া, তোমার কি মনে হইতেছে?

জিজ্ঞাসু—যাহা শুনিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এখনও পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় নাই, তথাপি, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, মনোহর কথা শুনিলাম, চিত্ত, এই সকল কথা শুনিয়া অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল, ভগবান পতঞ্জলিদেব যে কারণে বিভূতিপাদে সংযম দ্বারা বিভূতি বা অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইবার কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকতঃ বুঝিতে পারিয়া, সুখী হইলাম।

———

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমো গণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

ঈশ্বরানুগ্রহ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংসারে উন্নত ও অবনত, অপেক্ষাকৃত সুখী ও দুঃখী, এই দ্বিবিধ জীবই আমরা দেখিতে পাই, এখানে নিরতিশয় দরিদ্রতার পার্শ্বে বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছবি, বলবানের পার্শ্বে হীনবলের মূর্ত্তি, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের কমনীয়রূপের পার্শ্বে, মূর্খ ও পাপাসক্তের ভীষণ রূপ, স্বস্থের পার্শ্বে ব্যাধিতের প্রতিকৃতি, নিত্য নয়নগোচর হয়, সংসারে এইরূপ ব্যক্তি নয়ন পথে পতিত হয়েন, যিনি দুর্গত জনের প্রাণস্বরূপ, যিনি অসহায়ের সহায়, যাঁহার পবিত্র হৃদয়ে

সৃষ্টি বৈষম্য, পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরতার প্রতিপাদক নহে।

---

* "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে র্ধর্ম্মমেঘ সমাধিঃ।—পাং দং কৈ পা ২৯ সূ

"ততঃ ক্লেশ কর্ম্ম নিবৃত্তিঃ। পাং দং কৈ পা ৩০ সূ

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ পাং দং কৈ পা ৩১ সূ

হিংসা-দ্বেষাদির অপবিত্র ছায়াও কখন পতিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ, আবার অন্যকে ক্লেশ দিয়া স্বীয় সুখ সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন. এখানে এতাদৃশ হেয়-স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাও অল্প নহে। কেবল সপ্রাণ ও সমনস্ক জঙ্গম জীব রাজ্যে কেন, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ ইহাদের মধ্যেও এই প্রকার বৈষম্যের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদগণের মধ্যে সকলেই একরূপ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না, এইক্ষণে যে বৃক্ষ উন্নত মস্তকে গগন স্পর্শ করিতেছিল, পরক্ষণেই দেখিতেছি, বজ্রাঘাতে তাহার শাখা, প্রশাখা দগ্ধ হইতেছে; কোন বৃক্ষ নিজগুণে কত আদর পায়, আবার কোন বৃক্ষকে লোকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, কোন বৃক্ষ সুস্বাদু ফল প্রসব করে, কোন বৃক্ষ জীবন সংহারক গরল উৎপাদন করিয়া থাকে। জগতের এই বৈষম্যভাব দর্শন পূর্ব্বক সাধারণতঃ লোকের মনে, যে ঈশ্বর জগৎকে এই প্রকার বিষমভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে ঈশ্বরকে কিরূপে করুণাময় বলিয়া, পক্ষপাত বিরহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এইরূপ সংশয় উদিত হয়। বেদ, বেদান্ত এবং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, লোকের এতাদৃশ সংশয়ের নিরসনার্থ বলিয়াছেন, ঈশ্বর সাপেক্ষ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, সৃজ্যমান প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টি বৈষম্যের হেতু, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই, ঈশ্বর পর্জ্জন্য (মেঘ) সদৃশ, পর্জ্জন্য যেরূপ ব্রীহি-যবাদির সাধারণ কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদির সাধারণ কারণ, ব্রীহি-যবাদির বীজগত বিচিত্র ধর্ম্ম বা শক্তি যেরূপ উহাদের বৈষম্যের, উহাদের বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, জীবের বিষম কর্ম্ম সমূহ সেই প্রকার জীবগত বৈষম্যের অসাধারণ হেতু।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বরকে কর্ম্মাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না কি? তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয় না কি? যাঁহাকে অন্যের অপেক্ষা করিতে হয়, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন বলা যাইবে কিরূপে?

বক্তা—ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অঙ্গ, তাঁহারই শক্তি, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করা ও আপনাকে অনুবর্ত্তন করা, স্বীয় ইচ্ছা মত কার্য্য করা, এক কথা। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুগ্রহ এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বীয় নিয়ম সমূহের (Laws) অনুবর্ত্তন করেন, এই নিমিত্ত কি, তাঁহার স্বাধীনতা বাধিত হয়? স্বতন্ত্র শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মবশ; যিনি আত্মবশে কার্য্য করেন, তিনি কখন পরতন্ত্র হইতে পারেন না। বেদান্ত দর্শন এইরূপ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা দোষের প্রক্ষালন করিয়াছেন। 'স্মরণ

স্বীয় শক্তির অনুবর্ত্তন করিলে, স্বাতন্ত্র্যের হানি হয়না।

করিও 'কর্ম্ম' অনাদি ; কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরে কোনপ্রকার দোষের স্পর্শ হয়না। * আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা বস্তুতঃ পরমকরুণাময়ী ভক্তবশতা, ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্যাদির আশঙ্কা হইতে পারেনা, ঈশ্বর ভক্তিযন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বত্র অনুগ্রহই করিয়া থাকেন। জীব যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ পায়, ঈশ্বর এইভাবে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে, তোমার কি ইহা মনে হয় ?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে তাহা কখন হয় নাই, তাহা কখন যেন না হয়। জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জীবের জীবন রক্ষার জন্য, সূর্য্য, সোম, অনিল, অনল, সলিল, আকাশ, সুস্বাদুফল, মূল, ব্রীহি, যব, ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিবে, তিনি তাহা ভাবিতেন না, জননীর স্তন তাহা হইলে, যথাসময়ে ক্ষীরসমন্বিত হইত না। আহা ! আমি যে দিকে নয়ন প্রেরণ করি, সেই দিকই, আমাকে বিধাতার অপার করুণার পরিচয় প্রদান করে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, আমাকে স্পষ্ট স্বরে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। অনুগ্রহ যদি ঈশ্বরের স্বভাব না হইত, তাহা হইলে কি সংসার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, অনাথ দরিদ্র, দয়াময় ! আমার যে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইত ? চিকিৎসকগণের প্রত্যাখ্যাত, ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তি কি, তাহা হইলে, রোগমুক্তির আশায় তাঁহাকে আশ্রয় করিত ? করুণাসাগর, ধার্ম্মিকের জন্য সুখের, এবং অধার্ম্মির নিমিত্ত দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; ধার্ম্মিক সুখী হয়, অধার্ম্মিক দুঃখ পাইয়া থাকে। অধর্ম্মই দুঃখ সমূহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভের উৎপত্তি হয়না। ধর্ম্মের হ্রাসে পৃথিব্যাদি ভূত নিচয়ের গুণ সমূহেরও হ্রাস হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস প্রভৃতির বীর্য্য হ্রাস হয়, পৃথিব্যাদির বিকৃতি হইতেই রোগোৎপাদক কারণ সমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ,

জীবকে দুঃখ দেওয়া দুঃখহর পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; যে দিকে তাকাই সেই দিকই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মূর্ত্তির পরিচয় দেয়।

* "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি"—বেদান্তদর্শন ২।১।৩৪
"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।"—বেদান্তদর্শন ২।১।৩৫

তাহাতে সন্দেহ লেশ নাই। অধার্ম্মিকের ক্লেশ দেখিয়া, জীব ধার্ম্মিক হইবে, ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, লোকে ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবে, দয়াময় তা'ই বিবিধ সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। লৌকিক রাজা যে, অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? দণ্ডনীতি কি প্রজাগণকে বৃথা ক্লেশ দিবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? অনিষ্টের নিবারণ ও ইষ্টের সম্পাদনই কি লৌকিক রাজার দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য নহে? লৌকিক রাজা অপরাধীকে দণ্ড দেন বলিয়া কি, লোকে তাঁহাকে নিন্দা করে? অস্ত্র চিকিৎসক অস্ত্রোপচার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে রোগীকে ক্লেশ প্রদান করেন বলিয়া কি, লোকে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া নিন্দা করে? রোগমুক্ত হইয়া রোগী কি (যদি একেবারে মূঢ় ও অকৃতজ্ঞ না হয়) চিকিৎসককে প্রাণদাতা পিতা বলিয়া পূজা করেনা? অতএব ঈশ্বরের সকল কার্য্যই যে, করুণামূলক, তিনি যে মঙ্গলময়, আমায় তাহা দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার কৃপায়, আমার এ বিশ্বাস যেন কদাচ বিচলিত না হয়। ক্লেশ অসহ্য হইলে, কাতর প্রাণে দয়ার্দ্রহৃদয় পরম পিতার কাছে, বিশ্বমাতার সমীপে প্রার্থনা করিব, "সহিষ্ণুতার সীমা যেন অতিক্রান্ত হইয়াছে, শুনিয়াছি, তুমি পাপের মাত্রানুসারে দণ্ড বিধান করনা, সহন শক্তি বিচার পূর্ব্বক পাপীর দণ্ড বিধান কর, অনুগ্রহ তোমার স্বভাব, তুমি শরণাগতপালক, হে অনুগ্রহবরুণালয়! এইবার আমাকে কৃপাকর, আমি তোমারই প্রেরণায় তোমার শরণাগত হইতে অভিলাষী হইয়াছি"। দুঃখ পাইলেও, কখন যেন ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর না বলি, পক্ষপাতী না বলি, অব্যবস্থিত চিত্ত না বলি। ভগবান্ অনুগ্রহ মূর্ত্তি, আমি তাই নিয়ত প্রার্থনা করি, আমার যেন আর কদাচ তোমার অনভিমত কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি না হয়, আমি যেন কদাচ তোমার অনুগ্রহরূপ বিস্মৃত না হই, আহা! তুমি যে পাপীকেও উপেক্ষা করনা, তুমি যে ভক্তবৎসল, যদি তোমার কোন দোষ থাকে, তবে ভক্ত-বশতাই তোমার একমাত্র দোষ, তোমার আর কোন দোষ নাই। অনুগ্রহই যে, ঈশ্বরের স্বভাব, আমি ইহা বিশ্বাস করি, নাস্তিক, কুতার্কিকদিগের তর্ক শ্রবণ করিলে, হৃদয় ব্যথিত হয়, নাস্তিক

লৌকিক রাজার অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান যে কারণে ন্যায় বিগর্হিত নহে অস্ত্র চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার যে কারণে নিষ্ঠুরতারূপে বিবেচিত হয় না, কর্ম্মফল-প্রদ পরমেশ্বরের পাপীর প্রতি দণ্ড বিধান সেই কারণে অন্যায্য বা নিষ্ঠুরতা নহে। ভগবানের সকল কর্ম্মই অনুগ্রহ মূলক।

কুতার্কিকদিগের কুতর্ক শর সমূহকে ছেদন করিবার ইচ্ছা হয়, আমি যে ঈশ্বরানুগ্রহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছি, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দীপক কারণ। তর্কদ্বারা কাহাকেও (যদি তাহার বুঝিবার প্রতিভা না থাকে) কিছু (বিশেষতঃ যে সকল বিষয় তর্কাতীত) বুঝান যায় না, আমার ইহাই দৃঢ় অনুভব, আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি ঈশ্বরানুগ্রহ, ঈশ্বরের অনন্ত করুণায় স্বয়ং উপলব্ধি করিবার সামগ্রী, অন্যকে বুঝাইবার সামগ্রী নহে।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা, কেহ কি তর্ক দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারে? ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই যথার্থতঃ জানিতে পারা যায় না, আমরা সর্ব্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণতঃ তাঁহার অনুগ্রহাধীন, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অনাত্মবিৎ, অতত্ত্বদর্শী, আমরা মূর্খতা বশতঃ নিজ অনুগ্রহ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, নিজ শক্তি জানিয়া মহতী ক্ষতিগ্রস্থ হই।

ঈশ্বর করুণাসাগর, ঈশ্বর সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জীবানুগ্রহ তাঁহার স্বভাব, যিনি ইহা যথার্থভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার কি, দুঃখের কারণ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ক ধ্যানই যথার্থ সুখী হইবার, সর্ব্বথা নির্ভয় হইবার, নিশ্চিন্ত হইবার, সর্ব্বজ্ঞ হইবার, মৃত্যুকে জয় করিবার, অনন্ত শক্তি-মান্ হইবার, সদানন্দময় হইবার একমাত্র উপায়। ঈশ্বরের স্বরূপ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান দ্বারা যথাযথভাবে নিরূ-পিত হইতে পারেনা, কেন পারেনা, বিশদ্‌ভাবে পরে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'বিজ্ঞান' (Science, সায়ান্স বলিতে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করা হয়, 'বিজ্ঞান' শব্দের এস্থলে তৎ-পদার্থের বাচক রূপেই ব্যবহার করা হইতেছে) ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ঊর্দ্ধে স্থিত কোন পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করেন না, অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অনর্থক, তাঁহাদের ধারণা এতদ্বারা কোনপ্রকার ইষ্টসিদ্ধি বা অনিষ্টের নিবারণ হয় না। জার্ম্মন্ দেশীয় খ্যাতনামা বিজ্ঞানকুশল অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, আমি তাহাদিগকে সত্য বলিয়া

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ক ভাবনা বা ধ্যান, মানুষকে যথার্থ সুখী করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ক ভাবনা বা ধ্যান, সর্ব্বথা নির্ভয় হইবার, নিশ্চিন্ত হইবার, সর্ব্বজ্ঞ হইবার, অমর হইবার, অনন্ত-শক্তিমান্ হইবার একমাত্র উপায়।

বিশ্বাস করিনা। * অধ্যাপক হেকেলের এইরূপ কথা বলা তাঁহার পক্ষে অনুচিত হয় নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যতীত যিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থদর্শনের উপকরণ সম্পন্ন নহেন, অতীন্দ্রিয় পদার্থদর্শী, আপ্তজনের উপদেশে বিশ্বাস স্থাপনের শক্তি যাঁহার নাই, তিনি এইরূপ কথা না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? অধ্যাপক হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়-গম্য বস্তু সমূহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় বস্তু সকল বস্তুত অসৎ নহে। অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমীক্ষণের, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার উপায় আছে, স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে না পাইলেও, অন্তর্মুখ, একাগ্র বা যোগযুক্ত মন দ্বারা সত্যের সত্য পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়, শম-দমাদি গুণ যুক্ত, অধিকারী পুরুষবৃন্দ হৃদয় গুহা নিহিত (যোগজ প্রজ্ঞা দ্বারা উপলভ্য) পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

সমাধি নেত্র দ্বারাই ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরের অনুগ্রহই তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার হেতু।

জিজ্ঞাসু—পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিবার অধিকার কিরূপে উৎপন্ন হয়?

বক্তা—পরমেশ্বরের প্রসাদ বা অনুগ্রহই তাদৃশ অধিকার প্রাপ্তির হেতু ("তমক্রতুং) পশ্যতি বীত শোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। "স চাধিকারো ধাতুঃ প্রসাদাদুপজায়তে। ধাতা জগতো বিধাতা পরমেশ্বরস্তস্য প্রসাদোঽনুগ্রহঃ।"—সায়ণভাষ্য)। যোগশিখোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, পরতত্ত্ব, ভক্তিবিগলিত অন্তর্মুখ চিত্ত দ্বারাই প্রাপ্তব্য, এতদ্ব্যতীত পরতত্ত্বদর্শনের উপায়ান্তর নাই। ভাবনাই পরমেশ্বরকে দেখিবার এক মাত্র কারণ। যাহার যাদৃশ ভাবনা, তাহার তাদৃশ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, মানুষের দেহান্তর প্রাপ্তির ভাবনা, উহার দেহান্তর প্রাপ্তির কারণ হয়, বিষয়ের ধ্যানশীল পুরুষের বিষয়েই মন রমণ করে, যাহার চিত্ত, আমাকে (হিরণ্যগর্ভের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য) নিরন্তর অনুস্মরণ করে, অবিরাম আমার অনুগ্রহের ভাবনা করে, তাহার চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়, সে কেবল আমার অনুস্মরণ দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিতা, অনন্ত শক্তিমত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।†

---

* "Whether there is a realm of the supernatural and spiritual beyond nature we do not know. The Science of Life.

† "ভক্তিগম্যং পরংতত্ত্বমন্তর্লীনেন চেতসা। ভাবনামাত্রমেবাত্র কারণং পদ্মসম্ভব। যথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ কারণং ভাবনা নৃণাম্। বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে। সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্ত শক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ॥"—যোগশিখোপনিষৎ

প্রার্থনা।

কতই ত আছে—কি প্রার্থনা করিব? তুমি শুধু আমার মা নও তুমি জগতের মা। মা! তুমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্মবিৎগণ তোমাকে এইরূপই বলেন। সুন্দর মন যাঁহাদের তাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান--ধীর যাঁহারা তাঁহারা তোমাকে সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বলীলাময়ী, অনন্ত করুণাময়ী, পুত্র বৎসলা, দয়মান দীর্ঘনয়না, আগম বিপিন ময়ূরী, উপনিষদ্ উদ্যানের ক্রীড়া রতা রাজহংসী আহা! কতভাবেই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা দেখেন তোমার রূপের শেষ নাই—আহা! কুবলয় দলনীলাঙ্গী তুমি—নীল পদ্মপত্রের মত নীলবরণী, লোচন বিজিত কুরঙ্গী—তোমার নয়ন যুগল হরিণীর নয়নকে পরাস্ত করিয়াছে—হরি হরি মুগ্ধা হরিণীর মত সরল দৃষ্টিতে তুমি তোমার সন্তান সন্ততিগণের প্রতি চাহিয়া আছ—ইহা মনে আনিতে পারিলে মানুষের কি হয়—মা এমনি ভাবে আমার প্রতি—আমাদের সকলের দিকে তুমি চাহিয়া আছ। আর সেই মুখমণ্ডল!—সুন্দর হিমকর বদনা—শশাঙ্ক সুন্দর মুখী, কুন্দ কুসুম দশনা, অরুণাধরজিতবিম্বা—অরুণ বর্ণ অধর তোমার বিম্বফলকে পরাস্ত করে—আহা কেমন আমার মা! প্রণত জনের রক্ষাই তোমার ব্রত--হায়! আমরা কি প্রণত হইতেও জানিলাম না—কেন তবে মনে করি আমার কেহ নাই? তোমার গমন—আহা! তোমার মন্থরগমন শ্যামপক্ষ কলহংস গতিকেও লজ্জা দেয়—কত ভাবেই তোমার ভক্তগণ তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবটু তট ঘটিত চুলী তুমি—তোমার কেশপাশ গ্রীবাদেশে বিগলিত--তোমার কমনীয় হস্ত তোমার মনোহারিণী বীণায় সংন্যস্ত—তুমি তন্ত্রী তাড়নে তাল রক্ষা কর—বীণা বাদনে ব্যাপৃতা তুমি—ঐ সময়ে তোমার মস্তক মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে থাকে আর তখন তুমি পলাশতাটঙ্কা—তোমার কর্ণভূষণ মৃদু মন্দ দুলিতে থাকে—তোমার সুন্দর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা আলোড়িত হওয়ায় তোমার বীণা যে ঝঙ্কার তুলে—সেই ঝঙ্কার আস্বাদনে তোমার হৃদয়ে নব নব উল্লাস উত্থিত হয়—তোমার সেই মুক্তা কর্ণ ভূষণ শোভিত মুগ্ধ হাস্য জড়িত বদন চন্দ্রমা—কি বলিব—বলা ত যায় না—কখন দেখিলাম না—ভক্তের বর্ণনা শুনিয়াই চক্ষু জলে ভরিত হইয়া আইসে। আমার ভাগ্যেত দেখা ঘটিলনা—যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা দেখিতেছেন—তাঁহাদের কথায় ভরিত হইয়াই বলি—আপন ঝঙ্কৃত বীণা গুঞ্জনে ভরিত হৃদয়া

রামরূপিণী মতঙ্গ কন্যকার করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গকে, ফুল্লফুল—মধুগন্ধ—মুগ্ধ ভৃঙ্গ বলিয়াই আমার মনে হয়—আর তোমার বীণার সরগমাদি ঝঙ্কার! মনে হয় যেন শত শত ভৃঙ্গ একেবারে গুঞ্জন করিতেছে আর তুমি আপন মনে সেই আপন সুর লহরীর মধ্যে ঢুলিতেছ—আর ঢুলিয়া ঢুলিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছ।

বলিতে যাইতে ছিলাম প্রার্থনা—কি প্রার্থনা করিব—সুন্দর রূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলে—আপনাকে আপনি হারাইয়া যাইতে হয়---প্রার্থনা করিবে কে? সব দিন ত ইহা হয় না—না হয় যখন তখনকার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়।

মা! তুমিই মা হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতি ও বলেন মাতৃদেবো ভব—আমি তোমায় আদর করিতে পারি নাই—সেই জন্য আজ ক্ষমা চাই—প্রত্যহ তোমায় ডাকিতে বসিয়া প্রথমেই ক্ষমা চাই—মা আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই—আদর করিতে পারি নাই আমায় ক্ষমা কর—করিয়া তোমার দিকে টানিয়া লও! তুমিই পিতা হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতিও বলেন পিতৃদেবো ভব—হায় আমার অভাগ্য! তোমার জীবিত কালে আমি তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই—পিতা—আমায় ক্ষমা কর—আমি তোমার চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া—প্রতিদিন প্রার্থনা করি তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আচার্য্য দেব হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতি ও বলেন আচার্য্য দেবো ভব—হায় আমি আচার্য্যকে—গুরুকে ভক্তি করিতে পারি নাই। কত ভাল তিনি বাসিতেন—আমাকে অকৃতজ্ঞ দেখিয়াও তিনি ভাল বাসিতেন—গুরুদেব এই অকৃত সন্তানকে ক্ষমা কর—করিয়া আমাকে ইষ্ট চরণ কমলে সংলগ্ন করিয়া দাও—আমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহ নাই।

আর কি প্রার্থনা করিব—ক্ষমা ত চাই—প্রত্যহ ক্ষমা চাওয়া আমার নিত্য কর্ম্মের আদিকর্ম্ম। মা! তুমি আমায় জানাইয়া দিয়াছ কাহারও দোষ দেখিলেও—দোষের কথা কোথাও উদ্ঘাটিত করিতে নাই—আমি কত সাধুর ও ত দোষের কথা লোকের কাছে বলি—মা আমার এই দোষ তুমি ছাড়াইয়া দাও—যে যাহা করে করুক আমি যেন আর কাহারও সমালোচনা না করি শুধু রাম রাম করিয়া—সর্ব্বদা করিয়া সমালোচনাত্যাগ করিতে পারি আর কি প্রার্থনা করিব! সকল বিষয়ে আমার বৈরাগ্য হউক আর সর্ব্বত্র আমি—এই সর্ব্ব নর নারী বিজড়িত তোমায় ভাবিয়া তোমায় দেখিয়া যেন জীবনটাকে তোমার জন্য ব্যয় করিতে পারি—আমি যেন ভিতরে তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে ভরিত হইয়া যাই আর বাহিরে তোমার সেবা করিতে করিতে তোমার পূজার ফুলের মত—তোমার

নির্ম্মাল্য হইয়া যাই। আমার জীবন যেন প্রতিদিন একবার করিয়াও সর্ব্বব্যাপিনী তুমি—সর্ব্ব না থাকিলে তুমি যাহা হও—তাহার চিন্তা করিয়া স্বরূপ স্থিতির কথা মনে আনিতে পারে—যেন স্বদেশের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া চিরদিন ত এ বিদেশে কেউ রবেনা জানিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে ধারা উলটাইয়া হৃদয় কন্দরে আসিয়া জানিয়া শুনিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। আমি যেন তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতে পারি—যেন কোন প্রকার ফল লাভে আমি ব্যাকুল না হই, বিষণ্ণ না হই, ফল না পাইলেও উদ্যম হীন না হই। সর্ব্বদা করিবার কার্য্য যেন আমার সর্ব্বদা থাকে—অসম্বন্ধ প্রলাপ যেন আমার সর্ব্বদা করিবার কার্য্য দ্বারা পরাস্ত হয়—তোমার নাম করিয়া, তোমাতে বিশ্রামের ভাবনা ভাবিয়া, তুমি ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহাই আমার ত্যাগের বস্তু মনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দিন কয়েকটা কাটাইয়া যাইতে পারি—আর কি বলিব—আমাকে কর্ত্তব্য করাইয়া লইও-ভুলিয়া গেলে স্মরণ করাইয়া দিও— দিয়া শেষ দিনে তোমার শ্রীপাদপদ্মে—তোমার পরম পদে স্থান দিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আসায় রাখিও। ইতি—

শ্রীশ্রীরাম লীলা

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের আগুলীলা লইয়া এই কাব্য খানি লিখিত। কবির ইচ্ছানুসারে এই গ্রন্থ খানি ১৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট উৎসব অফিস হইতে প্রকাশিত। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্তহীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস বেদান্ত রত্ন এই কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন "প্রথমেই এই কাব্যের বিশালতায় অভিভূত হইতে হয়"। বলিতে কি এমন সুন্দর ভাষায় এমন সুন্দর ভাবে শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে আমরা আজকাল আর দেখিতে পাইনা। হীরেন বাবু লিখিতেছেন বাল্মীকির রামায়ণ থাকিতে বেদব্যাস রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণের যে সার্থকতা কৃত্তিবাসের রামায়ণ থাকিতে শ্রীশ্রীরাম লীলা কাব্যেরও সেই সার্থকতা। কবি স্বরূপে দৃষ্টি রাখিয়া লীলা বর্ণনা করিয়াছেন—তাই এই কাব্য খানি অত্যন্ত মধুর হইয়াছে। কি এক স্বপ্নের ভাষায় কবি এই অমৃতের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছেন

তাহা অল্প কথায় বলা যায় না। উৎসব পত্রে এই কাব্যের দুই তিনটি মাত্র কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাবিক অবলম্বনে যে "ভক্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত" হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক কেহই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই পুস্তকের যে স্থান পড়া যায় সেই খানেই ভক্তি ও জ্ঞানের এমন সুন্দর সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় যাহা ঋষিগণের গ্রন্থ ব্যতীত আর কুত্রাপি দেখা যায় না। গ্রন্থ খানির প্রথমেই শ্রীশ্রীমধুসূদন সরস্বতীর ভাগবত লিখিবার প্রয়োজনের শ্লোকটি দেখিতে পাই। হরি চরিত সুধা দ্বারা জীবন যে সফল হয় তাহা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। এই কাব্যের আরম্ভে মিনতিও উৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ছত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অতি বিচিত্র। আমাদের স্থান নাই কিন্তু আমরা পরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবার লোভ রাখিলাম। সকল স্থানেই ভক্তের প্রাণের কথা, জ্ঞানীর রসময় জ্ঞানের কথা এবং সাধকের লঘূপায়ের আবশ্যকীয় কথা এই কাব্যে সর্ব্বত্র দেখা যায়।

রাম তত্ত্ব গঙ্গা বিপুল রতঙ্গ
ভেদি শৈল-ত্রিপুরারী।
মিশেছে সাদরে শ্রীরাম সাগরে
ভুবন পবিত্র করি॥ ১০ পৃ

কলহংস মুখরিত শিশুর উল্লাসে।
যে গৃহে উঠেনা ধ্বনি স্নেহের সম্ভাষে॥
হয় অনুভব গৃহ বিজন সমান।
বালুশুষ্ক মরুভূমি উত্তপ্ত শ্মশান॥
কে জানে কিসের সাধে সাধের স্বপন।
ভাঙ্গাইয়া সুখ নিদ্রা আনে জাগরণ॥
ভুলিলেই আত্মরামে পিশাচ আকৃতি।
দুরন্ত কামনা রূপী অজ্ঞান মূরতি॥
ডুবাইয়া কাম কূপে রাখে নিরন্তর।
অভাব আকাঙ্ক্ষা জ্বালা অতীব দুস্তর॥
সদাই যাতনা দেয় এ পিশাচ কায়া।
ভুলাইয়া প্রিয় রামে মুগ্ধ করে মায়া॥

কৈলাসে রাম কথা, কৌশল্যা রাণীর রামের পশ্চাৎ ধাবন, বশিষ্ঠ দেবের রাম দর্শন, বিশ্বামিত্র ভগবানের নিকটে রাম, জনকালয়ে রাম সীতার বর বধূ

বেশে সজ্জা—কোন খানটি যে মনোহর নয় তাহা বলা গেলনা। আবার বলি আমরা পরে এই কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

১৬২নং বৌবাজার উৎসব অফিসে এই পুস্তক বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। সুন্দর বাঁধাই ২২০ পৃষ্ঠা মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা মাত্র। আমরা আশা করি প্রতি বঙ্গবাসীর হস্তে--কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলের হস্তে এই মধুর রামায়ণ কাব্য সত্বর দেখিতে পাইব। এমন পবিত্র গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিয়াছি।

প্রাপ্তি কি হইল?

ব্রহ্ম দর্শনে পাইলাম কি? গোবিন্দ ভজনে গোলক পাইলাম, বিষ্ণু ভজনে বৈকুণ্ঠ পাইলাম, কৃষ্ণ ভজনে বৃন্দাবন পাইলাম—আহা!—সেখানে কত সুখ—কত আনন্দ। কত অম্লান পুষ্পের মালা গাঁথি, ঠাকুরকে পরাইবার জন্য। কত সুন্দর গন্ধে ঠাকুরের গৃহ সুগন্ধীকৃত করি, ঠাকুর প্রসন্ন হইবেন বলিয়া। কত সুন্দর ভোগ দি—ঠাকুরের তৃপ্তি হইবে বলিয়া। কত কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি, কত শুনি—ইহার ত বিরাম নাই। দিন রাত্রি কেমন করিয়া কাটিয়া যায় ঠিক করিতে পারি না। কত দেখি দেখিয়া দেখিয়া দেখা ফুরাইতে পারি না—কত শুনি শুনিয়া শুনিয়া শুনাও শেষ করিতে পারি না—নিত্য নূতন শুনি আরও শুনিতে চাই। কত সেবা করি—তৃপ্তিতে ভরিয়া যাই—আরও সেবার ইচ্ছা হয়। কত স্থানে ঠাকুরের সঙ্গে ভ্রমণ করি আরও ইচ্ছা বাড়িয়া যায়। অনন্ত অনন্ত কাল—এই ভাবে কাটাই—তথাপি এই ভাবেই ভরিয়া থাকি—বিরক্তি নাই, আলস্য নাই, অনিচ্ছা নাই, কোথাও বিরোধ নাই, কোথাও অনভিলষিত কর্ম্ম নাই—সব সুন্দর, সব মধুর। মধুরাষ্টকে শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য বলিতেছেন—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতে রখিলং মধুরম্॥ ১
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ২

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌমধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৩
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৪
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৫
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বাচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতে রখিলং মধুরম্ ॥ ৬
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৭
গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টি মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতে রখিলং মধুরম্ ॥

যাঁর সকলই মধুর ভক্তগণ সেই শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন—নিত্য ভগবানের নিত্য দাস হইয়া রহিলাম—অনন্ত অনন্ত কাল এই ভাবেই থকিবে—ইহা অপেক্ষা বেশী সুখ কে কবে কল্পনা করিতে পারে? শ্রীভগবানের একটি রাজ্য আছে। সেই রাজ্যই আমাদের স্বদেশ। সে রাজ্যে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই ছোট বড় নাই, অনভিলষিত কর্ম্ম নাই, জোর করিয়া কিছু করান নাই, সেখানে প্রাণে উঠে প্রেম, সেখানে কার্য্যে হইয়া যায় ভালবাসা—দিনের পর দিন ধরিয়া নূতন আনন্দ, সরস জীবন, সরস সেবা, প্রাণের ভালবাসা। সেখানে কোন চেষ্টা করিতে হয় না—সেখানে আপনা হইতে সব সুন্দর জিনিষ ফুটিয়া উঠে—সেখানে সুন্দরের সুন্দরকে লইয়া সকল সময় থাকা হইয়া যায়। এই আমাদের স্বদেশ। এই দেশেই আমরা ছিলাম—এই ভালবাসায় আমরা ডুবিয়া থাকিতাম—এই আপনার জন লইয়াই থাকিতাম—এই আপনার হইতেও আপনার জনের সঙ্গে নিত্য আনন্দে, নিত্য জ্ঞানে ভাসিতাম, সে ও ভাসিত আমিও ভাসিতাম। কি জানি কি কৌতূহল জাগিল—তাহা হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন সরিয়া আসিলাম—যেন আর কিছু দেখিয়া ভাল লাগিল—যেন আর কিছু কল্পনা উঠিল—হইল আত্মবিস্মৃতি আর দেখিলাম তার ও আমার মধ্যে একটা পরদা পড়িয়া গিয়াছে। আমি যেন কোন দেশে আসিয়া পড়িলাম—এখানে সে ও আছে কিন্তু সেই স্বদেশের মত তেমন করিয়া নাই। এখানে সে আছে কিন্তু লুকাইয়া আছে। সে সাড়া দেয় কিন্তু তেমন করিয়া দেখা

দেয়না। এমন করিয়া তারে লইয়া থাকা যায়না—শুধু আরোপে প্রাণ জুড়ায় না। এই বিদেশে তারে বিদেশীর মতন করিয়া লইয়া থাকিতে পারিনা তাই বলি স্বদেশে ফিরিব। বিশেষ এই বিদেশে চিরদিনত থাকিবার উপায় নাই। তাই ভক্ত কাঁদেন আর বলেন

স্বদেশে যেতে হবে এ বিদেশে চিরদিনত কেউ রবেনা। দেখা গেল ভক্ত কি চান—ভক্তের প্রাপ্তি কি। এখন জ্ঞানীর প্রাপ্তি কি তাহাই দেখা যাউক।

সে আমার কে?

কথিত আছে শ্রীরামসীতার বনবাস সময়ে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করেন তখন তিনি মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন; প্রকৃত সীতা শ্রীরামচন্দ্র নিজ শরীরে মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন এই কথার সত্যতা যখন মানব আপন হৃদয়ে অনুভব করে, তখন কি যে অমৃত সাগরে ডুবিয়া যায়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, উহা নিজের অনুভব গম্য—আহা কত বড় সত্য কথা এটী! সে যে কিছুতেই আমাকে রাবণের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেনা; এই সংসার অশোক বনে, কর্ম্ম রাবণ আমাদের যে অংশকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনে সে ভাগ আমাদের মায়াসীতা—ভৌতিক দেহ; তাহা আমাদের আসল ভাগ নহে—আমার আসল ভাগ তাহার সঙ্গেই আছে। যখন আমরা তাঁহার দেওয়া দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাই তিনি আমাদের কে, তখনই অন্তরের অন্তঃস্থ পর্য্যন্ত তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া যায়, পৃথক আমিত্ব আর থাকে না। সে আমার কে এইটী না জানাই যে আমাদের সকল দুঃখ দুর্দ্দশার মূল, এই একটী বিষয়ের অনভিজ্ঞতার ফলেই আমরা সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু ঘাত, প্রতিঘাত খাইয়া খাইয়া স্রোতের কুটার ন্যায় প্রবল বেগে লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া মহা নিরাশ্রয় ভাবে কোটী জন্ম কাটাই আর সেই দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্র আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসহারা গাভীর মত সর্ব্বত্র অনুগমন করেন। আমরা কি নিষ্ঠুর! দেখিয়াও দেখিনা, চিনিয়াও চিনিনা, তিনি কিন্তু স্থির নয়নে আমার দিকেই চাহিয়া আছেন, আর আমার লয় বিক্ষেপের দোলায় দোল খাওয়া—যেন অবাক হইয়া দেখিতেছেন। এই দোল খাইয়া খাইয়া যখন আমরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া বলি আর আমার কেহ নাই তুমি ছাড়া; অনাথ

নাথ অগতির গতি, তুমি আমায় ধর তখনি তিনি শ্রীগুরুরূপে আমাদের বুঝাইয়া দেখাইয়া দেন এই দুঃখ দুর্দ্দশা কোনটাই সত্য নহে, মনের বিকার মাত্র। তিনি যখন শ্রীগুরু রবিরূপে আমাদের তমঃহরণ করেন তখনি আমরা উপলব্ধি করি তিনি, আমাদের—

গতি ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী—নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—আমরা তাঁহার অনুকম্পায় তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া ভিতরে—স্থির হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখি সে যেন অনিমেষ আঁখিতে চাহিয়া আছে আহা! কতবার দেখি সেই একই ভাব

আঁখি তার ক্লান্তি হীন।
চেয়ে আছে নিশিদিন॥

এই দেখাও আগে আর দেখি নাই এযে তাঁরই দেখান। আমি জানিনা আমি তাঁর কে? তিনি কিন্তু জানেন আমি তাঁর কে? সে যে শুদ্ধ চৈতন্য, ভূতের উপদ্রপ পরিশূন্য ভূতেশ অতীন্দ্রিয় আত্মারাম! আর আমার ভূতের সঙ্গে বাস, ভূতের নাচে নাচ; এই বাহিরে অবিরত চাহিয়া ভূতের নাচ দেখিতে দেখিতে কোটীজন্ম কাটাইয়া ভবের মাগাসাগরে অতল তলে ডুবিয়া আছি। তাই আমার জন্যই তাঁহার দেহ ধারণ; পূর্ণ সত্য হইয়াও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। নিয়ম সর্ব্বত্রই এক, ব্যষ্টির জন্য যাহা সমষ্টির জন্যও তাহাই। এজগতে ভালবাসিয়া সুখ সত্য কিন্তু তাঁহাকে সকলের ভিতর দেখিয়া যে ভালবাসা তাহাই যেন নিত্য প্রেম। মিষ্টি আন্ধারে খাইলেও মিষ্টি লাগে কিন্তু আলোতে যদি দেখি (চিটেগুড় কি পদ্ম মধু), তবে যেন শ্রদ্ধার উদয় হয় আর যদি না দেখি তাঁর কিছু আসিয়া যায়না। আমারি জীবনের মহাদুর্দ্দৈব, কারণ মণিকে মণি বলিয়া—চিনি বা না চিনি তাহাতে মণির কিছুই আসিয়া যায়না কেবল আমাকেই মণিহারা ফণির ন্যায় অসহ্য যাতনায় জনম কাটাইতে হয়। তাঁহাকে এত আপনার জানিয়া মন! যদি সাহস বাড়াও তবেই বিপদে পড়িবে. মনে রেখ সর্ব্বদার দয়াল, ভয়াল ও আছেন তিনিই ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং। মৃত্যুরও মিত্যু তিনি, দরকার হইলে শ্রীলক্ষ্মণ বর্জ্জন, শ্রীসীতার অগ্নি পরিক্ষা তাঁহার হাত দিয়াই হয়, তিনিবে বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল।

তাই ভীত চিত্তে যুক্তকরে শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি।

প্রভো! অজানতা মহিমানং তবেদং।
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

জনৈক ভক্তের ভোজন কালীন প্রার্থনা।

এক ভক্ত বৈষ্ণব আহারের শুচির জন্য স্বপাক ভোজন করিতেন, আহারের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখার জন্য কুড়ি-গ্রাস ভোজন করিতেন এবং প্রতি-গ্রাসের সহিত এক একটি প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনায় যাহাতে বিঘ্ন না হয় সেই জন্য অপরকে নিকটে থাকিতে দিতেন না। তাঁহার প্রার্থনার বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

ঠাকুর তুমি আমাকে এই অন্ন দান করিতেছ, ইহা গ্রহণ করার সময়ে আহারের বিশালতা এবং মহৎ উদ্দেশ্য ধ্যান করার এবং আমার পক্ষে উপযুক্ত প্রার্থনা করার শক্তি ও বুদ্ধি দান কর। ১।

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের রক্ষা, বৃদ্ধি অথবা পুষ্টির জন্য আহার আবশ্যক। বৃক্ষলতা প্রভৃতি দিবারাত্রি রসশোষণ করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে রসের প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদের ধ্বংস হইতে থাকে, প্রত্যেক পাতা আকাশ হইতে বায়ুগ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা দেহ পুষ্ট করিতেছে এবং বায়ুকে শোধিত করিতেছে। আহার অতি মহৎ সৃষ্টি।২।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য আহার আবশ্যক। শিশু জন্মমাত্র আহারের জন্য কাঁদে, গোবৎস জন্মিয়াই মাতৃস্তন্যের জন্য ছুটিতে থাকে, অণ্ড হইতে পক্ষীশাবক বাহির হওয়া মাত্র আহারের জন্য চঞ্চুপুট বিস্তার করে এবং প্রাণীগণ যতদিন জীবিত থাকে প্রধানতঃ আহারের চেষ্টাই করে। ইহার বিশালতা অসীম।৩।

প্রাণীগণের প্রাণ বৃক্ষলতার উপর নির্ভর করে, বৃক্ষলতার জীবনযাত্রা প্রাণীগণের উপর নির্ভর করে। প্রাণীগণের জীবিত কালে তাহাদের নিশ্বাস এবং অন্যান্য নিক্রান্ত বস্তু এবং মৃত্যুর পর তাহাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ বৃক্ষাদির ভক্ষ্য হয়, বৃক্ষাদি পুনরায় প্রাণীদের ভক্ষ্য হয়। ঠাকুর, এ তোমার কি আশ্চর্য্য খেলা।৪।

তোমার সৃষ্টির ইহাই বা কি আশ্চর্য্য নিয়ম যে এক জীব অপর জীবের ভক্ষ্য হইবে, জীব ভক্ষণ ভিন্ন কোনও জীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না, হয় উদ্ভিজ্জ জীব নতুবা কোনও প্রাণীকে বা প্রাণীর দেহ নিঃসৃত বস্তুকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। এ নিয়মের উদ্দেশ্য তুমিই জান, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি না।৫।

এই ভোজন ব্যাপার কি মহৎ! প্রতিমুহূর্ত্তে কোটি কোটি প্রাণী আহার করিতেছে এবং তদপেক্ষা বেশী প্রাণী আহারের চেষ্টা করিতেছে এবং এই প্রবাহ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে চলিতেছে এবং সৃষ্টি লয় পর্য্যন্ত চলিবে।৬।

ঠাকুর, তুমিই ত প্রাণীদের দেহে অগ্নি হইয়া অবস্থান করিতেছ, আবার তুমিই ত আহার্য্য বস্তু সাজিয়া তাহাদের ভক্ষ্য হইতেছ; আমার বিশ্বাস তুমি এই ভাবে তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করাইয়া খাদ্য এবং খাদক সকলের জীবন সার্থক করিতেছে এবং সকলের অস্ফুট বাসনাকে চরিতার্থ করিতেছ।৭।

আমি ক্ষুধার পীড়নে কষ্টভোগ করিতেছিলাম, শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছিল, চিন্তাশক্তি কমিতেছিল, মনে দুর্ব্বলতা এবং অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা আসিতেছিল, এমন সময়ে আমার ঠাকুর এই অন্ন সাজিয়া আমাকে উদ্ধার করিল, আমি এই

অন্নকে প্রণাম করি।৮।

হে ঠাকুর! তুমি আমার প্রতি দয়া করিয়াছ সত্য, কিন্তু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই সময়ে কত নরনারী, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা ক্ষুধার পীড়নে ক্লিষ্ট হইতেছে; আমার একটুও সাধ্য নাই যে এমন কি নিজ প্রতিবেশীদের এই ক্ষুধার পীড়ন নিবারণ করি। তুমিই ত সর্ব্বজীবের মধ্যে রহিয়াছ, দয়া করিয়া আমার এই অন্নভক্ষণে তুমি তৃপ্ত হও, তোমার তৃপ্তিতে সমস্ত অভুক্ত প্রাণীবৃন্দ তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।৯।

কত প্রেত স্থূলদেহ অবসানের পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ এই সময়ে আহার ইচ্ছা করিতেছে, স্থূলদেহ না থাকায় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু বাসনার প্রাবল্য হেতু কোন কোন প্রেত অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছে; ঠাকুর তোমার তৃপ্তিতে যেন তাহারাও তৃপ্ত হয়।১০।

কত নরনারী, কত বালক বালিকা, দরিদ্রতা নিবন্ধন ইচ্ছা অনুরূপ আহার পাইতেছে না, কেহ কেহ সে জন্য কাঁদিতেছে, কেহ নিজ জীবনে ধিক্কার দিতেছে, কোনও পিতামাতা নিজেদের অপদার্থ বিবেচনা করিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। ঠাকুর, আমার তৃপ্তিতে তাহারা সকলেই যেন শান্তি পায়। তুমিই ত বলিয়াছ যে তাহারা এবং আমি অভিন্ন।১১।

কত নরনারী এই প্রাকৃতিক যজ্ঞ করার সময়ে নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করে, কাহাকেও প্রভু, কাহাকেও শ্বশ্রূ, কাহাকেও নিজ সন্তান, কাহাকেও দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব অন্ন দান করার জন্য নানারূপ কটূক্তি করিতেছে; কোনও ধনীর জন্য তাহার পাচক ঘৃণায় এবং বিরক্তির সহিত অন্ন প্রস্তুত করিতেছে। দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া তাহাদের স্মরণপথে উদিত হও, যাহাতে এই মহৎ যজ্ঞের সময়ে তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি ও ভক্তি আসে।১২।

কত লোক বাধ্য হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছে, অমেধ্য অপবিত্র এবং অপরিষ্কার অন্নভোজন করিতেছে এবং সেইজন্য তাহারা অতৃপ্তি বোধ করিতেছে। হে দয়াময়, এই পবিত্র অন্ন ভোজন করার জন্য আমার যে তৃপ্তি হইতেছে তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দেও।১৩।

হে ঠাকুর, এই অন্নে যেন আমার দেহে এরূপ বল হয় যে অক্লান্তভাবে তোমার পূজা, তোমার নামরূপ, তোমার ধ্যান করিতে পারি এবং তোমার সৃষ্ট জীব সমূহের সেবা করিতে পারি।১৪।

এই অন্ন যেন আমার মনে এরূপ বলদান করে যাহাতে আমি নির্ভয়ে তোমার প্রদর্শিত পথে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে এবং লোকসমাজে চলিতে পারি, আমার হৃদয়ে যেন এরূপ প্রেম দেয় যাহাতে আমি অপরের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইতে পারি।১৫।

হে ভগবন্! এই অন্ন যেন আমার বুদ্ধিকে এরূপ তীক্ষ্ণ করে, যাহাতে আমি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি।১৬।

এই অন্ন যেন আমার ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখে, তাহারা যেন বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগের জন্য ধাবমান না হইয়া কেবল তোমাতেই অনুরক্ত থাকে।১৭।

বহু জন্মের সংস্কার বশতঃ লোকের নিকট প্রশংসা শুনিলে আনন্দ বোধ হয়, নিজের বা পরিবারের নিন্দা শুনিলে ক্রোধ হয়। এই অন্ন যেন আমার সেই সমস্ত সংস্কার নষ্ট করিয়া কেবল বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব আনিয়া দেয়।১৮।

হে সিদ্ধিদাতা, তোমার কৃপায় এই অন্ন যেন আমার দেহ, মন, বুদ্ধি, এরূপ পবিত্র করে যাহাতে আমি প্রত্যহ তোমার রূপ, তোমার গুণ ধ্যান করিতে করিতে রাত্রিতে যেমন দীর্ঘকাল জগৎ ভুলিয়া থাকি, সেইরূপে সব ভুলিয়া তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি।১৯।

হে ঠাকুর, এই অন্নের গুণে আমি যেন নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে এবং যত লোকের সংস্পর্শে আসি সকলের মধ্যে মনের শান্তি এবং হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তি সঞ্চার করিয়া এই মানবদেহ সার্থক করিতে পারি। ঠাকুর তোমায় প্রণাম করি, তুমি আমার এই সকল মনো বাঞ্ছা পূর্ণ কর।২০।

কল্পনা দ্বারা পুনর্ব্বার দেহাদি আকার কল্পনারূপ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। তবে কি জ্ঞানীর সুষুপ্তি ও অজ্ঞানীর সুষুপ্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার?

দ্বয়োরেক স্বরূপৈব স্ব সৌহার্দ্দ নিদর্শনাৎ।
অজ্ঞঃ সুষুপ্তোঽসম্বুদ্ধো জীব কশ্চিৎ স সর্গভাক্ ॥১৫

সুষুপ্তি নিরতিশয় আনন্দের অবস্থা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের সুষুপ্তি সমান হইলেও অজ্ঞ, সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মজ্ঞান হীন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বাসনা যুক্ত। সেই জন্য অজ্ঞানী সংসারাবদ্ধ। কিন্তু জ্ঞানী আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট বলিয়া মুক্ত। সেই জন্য বলা হইতেছে অজ্ঞ সুষুপ্তি অবস্থাতে বাস্তব আত্মজ্ঞানহীন বলিয়া দেহাদিতে ভ্রম বাসনা বাসিত এই বিভিন্নতা থাকাতে অজ্ঞ জীবই সর্গভাক্। আবার চিত্তশুদ্ধ হইলে চিৎশক্তি সর্ব্বগামী বলিয়া অপরের মনোময় জগতেও প্রবেশ করেন। মনোময় এক জগতের ভিতরে অন্য জগৎ তাহার ভিতরে আবার অপর জগৎ। ইহারা কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম কিন্তু সকল জগতের ভিতরে বাহিরে সমভাবে বিরাজমান। কদলী বাকলই যেমন কদলী তরু সেইরূপ সৃষ্টি যাহা, তাহার সহিত ব্রহ্মের ভেদ নাই। তরঙ্গ যেমন জলই, সেইরূপ কল্পনা তরঙ্গ বা সৃষ্টি তরঙ্গ ব্রহ্মই।

বীজই জলসেকে প্রস্ফুরিত হইয়া বৃক্ষরূপ ধারণ করে, আবার ফলরূপে পরিণত হইয়া তন্মধ্যে বীজরূপ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও আত্মবিস্মৃতিরূপ জলসেকে মন রূপে পরিণত হয়েন আবার জ্ঞানবলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বীজ রস কারণ দ্বারা বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম হইতে জাত জীবও, ব্রহ্ম কারণ দ্বারা জগদাকারে প্রকাশমান হয়। রসের কারণ কি—ইহা যেমন নিরর্থক প্রশ্ন, সেইরূপ ব্রহ্মের কারণ কি—এই প্রশ্নও অনুপযুক্ত। এই বিচার ত্যাগ করিয়া জানিয়া রাখ, নির্ব্বিকার অনাদি ব্রহ্মে অন্য কোন বস্তুর বিদ্যমানতা নাই। বীজ বীজাকার ত্যাগ করিয়া অঙ্কুরাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম কিন্তু স্বরূপত্যাগ না করিয়াই জগদাকার ধারণ করেন। জগৎটা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। পরমাত্মাই জীবের অন্তর্নিহিত অবিদ্যাবশেই জগৎরূপে দৃষ্ট হয়েন। ফলে মিথ্যা জগৎ অজাত। ব্রহ্মই জগৎরূপে দৃষ্ট হয়েন।

দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং ন দ্রষ্টা সম্প্রপশ্যতি।
প্রপঞ্চাক্রান্তসম্বিত্তেঃ কস্তোদেতি নিজা স্থিতিঃ ॥২৭

দ্রষ্টা, দৃশ্য দেখে বলিয়া আত্মাকে দেখেনা—দৃশ্য দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আত্মদর্শন হইতেই পারেনা। দেখা যায় আপনি আপনার অনিষ্ট কেহই করেনা, কিন্তু আপনাকেই যদি জগৎরূপে দেখা হয় তবে জগৎ হইতে অনর্থপ্রাপ্তি কিরূপে হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, উত্তরে বলি আপনাকে অন্যরূপে দেখাই ভ্রান্তি—ভ্রান্ত হইলেই অনর্থপ্রাপ্তি হইবেই। তাই বলা হইতেছে প্রপঞ্চদর্শীর সম্বিতে বা জ্ঞানে কখন নিষ্প্রপঞ্চ আত্মস্থিতি হইতে পারেনা। মৃগতৃষ্ণাতে যখন জলভ্রম হয় তখন সেখানে যথার্থ জ্ঞান কোথায়? যথার্থ জ্ঞান যদি থাকিত তবে সেখানে মৃগতৃষ্ণিকারূপ ভ্রমজ্ঞান কি উদিত হইত? সেইরূপ আত্মজ্ঞান যদি থাকে তবে কি জগৎরূপ ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়? অহো বহির্ম্মুখ জনের কি ভ্রান্তি প্রাবল্য? চক্ষু সকল বস্তু দেখে কিন্তু আপনাকে দেখেনা—সেইরূপ আকাশের মত নির্ম্মল হইয়াও দ্রষ্টা পদার্থ, বহির্ম্মুখ বলিয়া স্বরূপ দর্শন করিতে পারেনা। আচ্ছা বহির্ম্মুখ বলিয়া না হয় আপনার ভিতরের আত্মাকে দেখিতে না পাইল কিন্তু বাহিরে অন্যের আত্মাকে ত দেখিবে? না তাহাও পারেনা। অভ্রম ব্যক্তি—ভ্রান্তি-মুক্ত পুরুষ, যেমন দ্বৈতদর্শন করেন না, সেইরূপ ভ্রান্ত জীব, ভিতরে বাহিরে কোন স্থানেই আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় না।

আকাশবিশদং ব্রহ্ম যত্নেনাপি ন লভ্যতে।
দৃশ্যে দৃশ্যতয়া দৃষ্টে তস্য লাভঃ সুদূরতঃ ॥ ৩১

ব্রহ্ম আকাশের মত নির্ম্মল—শত শত লোকে তাঁহাকে দেখিতে যত্নও করে কিন্তু ব্রহ্ম দৃশ্যবস্তু— অপরবস্তুর মত তাঁহাকেও দেখিব—এই ভাবে দেখিতে গেলে তিনি দূরে পলায়ন করেন।

তাদৃগ্ ভাব স্বরূপেণ বিনা যত্র ন দৃশ্যতে।
তত্রাপি দূরোদস্তেব দ্রষ্টুঃ সূক্ষ্মস্য দৃশ্যতা ॥ ৩২

চিত্ত বাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্রষ্টা তাহাকে দেখেনা অর্থাৎ দ্রষ্টা আপন চিত্তকেই দেখে—আর চিত্তের সম্মুখে যখন যাহা পড়ে, চিত্ত তদাকারে, আকারিত হয়—বাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের বৃত্তি। সেই ভাবে ভাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেখানে দর্শন ব্যাপার ঘটে না, সেখানে সূক্ষ্ম চিন্মাত্র স্বরূপকে দৃশ্যবস্তু রূপে দেখিব মনে করিলে, সূক্ষ্ম দ্রষ্টার দৃশ্যতা—দর্শনের মত হওয়া ত দূরোদস্তা—দূরাৎ নিরস্তা—দূর হইতেই পলায়ন করিবেন। আত্মার সাহায্যেই দৃশ্য দর্শন হয় কিন্তু আত্মাকে কাহার সাহায্যে দর্শন করা যাইবে? শ্রুতি বলেন যে নেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি॥ আবার বলি শ্রবণ কর চিত্ত বস্তুর আকারে আকারিত হয় বলিয়াই বাহ্যবস্তুকে দর্শন করা যায়। সেইরূপ চিত্ত সূক্ষ্ম দ্রষ্টার আকারে—চিন্মাত্রাকারে রঞ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মদর্শন হইতেই পারেনা। চিত্ত কিন্তু যখন আত্মার দিকে ফিরে, তখন লবণ পুত্তলিকার সমুদ্র মাপিতে যাওয়ার মত চিত্তটা চিৎপদার্থই হইয়া যায়—চিত্ত ক্ষয় হইয়া যায় তখন দর্শন ব্যাপারই থাকেনা—আত্মা ভাবে স্থিতি লাভ হইয়া যায়। ফলে আত্মদর্শনটি হইতেছে আত্মভাবে স্থিতি বা স্বরূপ বিশ্রান্তি।

দৃশ্যঞ্চ দৃশ্যতে তেন দ্রষ্টা রাম ন দৃশ্যতে।
দ্রষ্টৈব সম্ভবত্যেকো ন তু দৃশ্যমিহাস্তি হি॥ ৩৩
দ্রষ্টা সর্ব্বাত্মকোদৃশ্যে স্থিতশ্চেৎ কৈব দ্রষ্টৃতা।
সর্ব্বশক্তিমতা রাজ্ঞা যদযৎ সম্পদ্যতে যথা॥ ৩৪

রাম! বাহ্যবস্তু যেমন দেখা যায়, তেমন করিয়া যাহারা আত্মাকে দেখিতে যায় তাহারা দৃশ্যই দেখে দ্রষ্টাকে দেখেনা। আর যদি বল দ্রষ্টাকেই যদি দেখা গেলনা তবে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় কিরূপে—উত্তরে বলি এক দ্রষ্টাই সম্ভব, দৃশ্য বলিয়া কিছুই নাই। সর্ব্বাত্মক দ্রষ্টাই দৃশ্য জগৎরূপে ভাসিতেছেন—ইহা হইলে দ্রষ্টৃতার সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু দৃশ্য বলিয়া ভাবিতেছ সমস্তই যদি দ্রষ্টা হইল তবে কোন্ দৃশ্য

বস্তু দেখিবে তাই বল—একমাত্র দ্রষ্টাইত আছেন—দৃশ্য বলিয়া কোন কিছুই ত নাই।

রাম—আচ্ছা সর্ব্বাত্মাই দৃশ্যরূপে যখন অবস্থান করেন—তখন তিনিই ত দ্রষ্টারূপেও থাকিতে পারেন—তিনি আপনাকেই দৃশ্যরূপে এবং দ্রষ্টারূপে ভাসাইয়াছেন বলা যায় না কি ?

বশিষ্ঠ—রাজার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা আপনাকে দৃশ্যবস্তুরূপে বিবর্ত্তিত করিয়া আপনাকে দৃশ্যরূপে অনুভব করতঃ তাহার দ্রষ্টা হন এইত বলিতেছ ? এই বলাতেত কোন ক্ষতি নাই কারণ আত্মা স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই দৃশ্যরূপে যথা যথা উদিত হইতেছেন। আপনি অবিকৃত আছেন তথাপি যথা তথা মুখস পরিয়া ভল্লুক সাজিতেছি এইরূপে দ্রষ্টার দৃশ্য সাজা—এটাত মায়া ব্যতীত অন্য কিছুতেই হইতে পারেনা। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই আছেন—দৃশ্য সাজাটা মায়িক—সেই জন্য জগৎ দর্শনটা মায়িক মাত্র।

তত্তথানুভবত্যাশু স এবোদেতি তত্তথা।
যথা মধুর সোল্লাসঃ খণ্ডো ভবতি ভাস্বরঃ ।। ৩৫

এক এক দেশে মধুও যেমন খণ্ড খণ্ড শর্করা মত হইয়া যায় সেইরূপ আত্মাও আপনাকে যেমন যেমন অনুভব করেন শীঘ্রই তেমন তেমনই হইয়া যান। আপনাকে হরি হর পার্ব্বতী গঙ্গা পর্ব্বত বৃক্ষ লতা ইত্যাদি যেমন যেমন ভাবনা করিলেন চিৎস্বরূপে এক থাকিয়াও তিনি মায়ায় তাই হইয়া গেলেন। যদি বল আপনাকে বহু ভাবেন কেন উত্তরে বলি তিনি সর্ব্বশক্তিমান—সকল প্রকার কল্পনাই তুলিতে পারেন—তিনি ত জড় নহেন তাই।

রসতামজহচ্চৈব ফল পুষ্পলতোন্নতঃ।
চিদুল্লাসস্তথা জীবো ভূয়ো ভবতি দেহকঃ।। ৩৬

বসন্তকালে রস বৃক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া—রসতা ত্যাগ না করিয়াই যেমন বনভুমিকে ফল পুষ্প লতা দ্বারা শোভা বিশিষ্ট করে সেইরূপ চিৎ

আপন শক্তিতে ভাসিয়া উল্লাস প্রাপ্ত হন—অখণ্ড চিৎ আপনি শক্তি দেখিয়া স্বয়মন্যইবোল্লসন্—আমি অন্য এই ভাবনায় আপনার অখণ্ড ভাব ছাড়িয়া খণ্ড হইয়া উল্লসিত হয়েন, হইয়া জীব সাজেন, পরে সেই জীব দেহরূপে উৎপন্ন হয়েন।

চিন্মাত্রতাং তামজহ-দেব দর্শনদৃশ্যয়ম্।
অন্তঃ সানুভবশৈচব জগৎ স্বপ্নং প্রপশ্যতি ॥ ৩৭

আত্মা যে প্রকারেই উদিত হউন না কেন, তিনি আপন স্বরূপ যে চিন্মাত্রতা তাহা পরিত্যাগ না করিয়াই, অন্তরে আপন অনুভবে ভাবিত হইয়া, অন্তরে আপনিই দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা সাজিয়া এই দৃশ্যদর্শনময় জগৎ স্বপ্ন মত দর্শন করেন। যেমন একই পার্থিব রস ইক্ষু তিন্তিড়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আধারে, বিভিন্ন আস্বাদের খণ্ড সৃজন করে, সেইরূপ পরমাত্মাতে পার্থিব রস স্থানীয় অহন্তাবাদি বহু ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড সৃজন করে; অর্থাৎ ভৌমরস এক হইলেও যেমন ঐ রস ইক্ষুতে এক আস্বাদ, তিন্তিড়ীতে অন্য আস্বাদ প্রদান করে, সেইরূপ আত্মা এক রস হইলেও বহু ব্রহ্মাণ্ডে বহু ভোগ সৃজন করেন। আত্মশক্তি-রসে-উল্লসিত আত্মাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বন সৃষ্ট হইতেছে। পার্থিব রস যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ জন্মায় সেইরূপ এই চিৎও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া বিচিত্র ভোগরাশির আস্বাদক। জীবশক্তি—জীবাত্মা যেখানে যখন যেরূপে উদিত হয়েন, সেইরূপেই তাঁহার সংসার হয়। কোন কোন জীবের সংসার একরূপ, কারণ ইহাদের কল্পনা—বাসনা একরূপ; কোন কোন জীব বহুকাল সংসার বিহার করিয়া শেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারাতীত হয়। রাম! তুমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে—জ্ঞান চক্ষে দেখ দেখিবে প্রতি মনরূপ পরমাণুর মধ্যে সহস্র সংসার রহিয়াছে। তিলে তৈলের মত চিত্তেও লক্ষ লক্ষ সংসার রহিয়াছে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই চিৎ মাত্রে অবস্থান করে; চিৎ সর্ব্বগত—সর্ব্ব জীবেই ইনি আছেন; এখানে যে সংসার দর্শন তাহা স্ব স্ব বাসনা অনুসারেই হয়। বিশুদ্ধ চিৎ হইলেই পরস্পর

চিত্তের মিলন হয়। শুদ্ধ চিৎ বলিয়া ব্রহ্মা জীবের সংসার দর্শন করেন। ব্রহ্মার অন্তরেও ভ্রম কল্পিত জগৎরূপ দীর্ঘ মহাস্বপ্ন উত্থিত হইতেছে। জীব স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে যায়। যার বাসনা যত দৃঢ় তার জগৎস্বপ্নও তত দৃঢ়। চিৎ যেরূপ ভাবনা করেন, যেরূপ বাসনায় বাসিত হয়েন, ঝটিতি সেইরূপই প্রাপ্ত হয়েন। স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন কালে সত্য, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে মিথ্যা ; জগৎদর্শনও অজ্ঞানে সত্য, জ্ঞানে মিথ্যা। চিদণুর মধ্যে সূক্ষ্ম জগদাকার বাসনা রহিয়াছে। চিৎ ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট। চিদাকাশেরই জগৎ ভ্রমের বিভিন্নতা ফলে চিদাকাশ চিদাকাশেই অবস্থিত। রাম! তুমি দ্বৈতভ্রম ত্যাগ কর।

চিৎ ব্যতীত অন্য কোন বাস্তব বস্তু নাই—দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য সমস্তই চিদংশ। চিৎ ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় তাহা ভ্রম-বাসনারই প্রকার ভেদ। চৈতন্য পদার্থ সদা পূর্ণ কেবল উপাধি দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। উপাধি বা চিত্ত, কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে—সমস্ত উপাধি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের।

পরিচ্ছিন্ন জীব চৈতন্য সমূহের জগদ্দর্শন স্বপ্ন দর্শনের মত। জগদ্দর্শন মায়িক বলিয়া মিথ্যা। ভ্রান্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তি যেমন আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহন করিতে যায়, সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন জীব চৈতন্য খণ্ড নেত্রাদি কুসুমের দ্বারা সম্বিৎ সৌরভ উদ্গারণ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত-হইতেছে ; যে কিছু দৃশ্য বস্তু তাহার বীজ হইতেছে চিৎ। ইনি সর্ব্বগ, ইনি অনাদি বলিয়া ঘট দেহাকার চিৎকে ইনি বাহ্যরূপেই দর্শন করেন।

রাম। জগৎ বলিয়া কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই—পূর্ব্বে বলিয়াছেন "অতো বিশ্বমনুৎপন্নং"—কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব নিরাকার। নিরাকার নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে আকারবান এই জগৎ কিছুতেই উঠিতে পারে না। তবে লোকে যাহা দেখে তাহা স্বপ্নে নানা মূর্ত্তি দেখার মত। আপনার সিদ্ধান্ত এই "বিশ্বমনুৎপন্নং" "যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ" যাহা উৎপন্ন মত দেখা যাইতেছে তাহা তাহাই।

জ্ঞানী জ্ঞান দৃষ্টিতে বিশ্ব দেখেন না, ব্রহ্মই দেখেন। দেখেন ত চিৎই। চিৎ কিরূপে দেখেন তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ—চিৎই উপাধি যোগে কোথাও সমষ্টি জীব কোথাও নানা প্রকারের ব্যষ্টি জীব। আকাশ যেমন ঘটের মধ্যে আসিয়া খণ্ড ঘট মত প্রকাশ পায় সেইরূপ চিৎ পরমাণু খণ্ড ভাবনাতে বহু দেহ যেন ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে নেত্র দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া আপনাকেই বাহিরে স্থূল ঘট পটাদি রূপে দেখে। এ দেখাটা ভ্রম জ্ঞানে—চিৎ আপনাকে খণ্ড মত ভাবিলেই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েন। চিৎ সর্ব্বগ—ইনি বাহিরেও আছেন, কাজেই অজ্ঞানে, আপনাকে অন্যরূপ দেখা অসম্ভব হইবে কেন? সমষ্টি চিৎও এই রূপেই আপনাকে সমষ্টি দৃশ্য প্রপঞ্চ রূপে দেখেন।

অন্তরে বাখিলং কশ্চিৎ পশ্যত্যবিমলং জগৎ।
তত্রাতিকালকলনাদুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ৫৬

সমষ্টি আত্মা—হিরণ্যগর্ভ—অন্তরেই এই অখিল অবিমল জগৎ দর্শন করেন। অতিকাল কলনাৎ = চিরাভ্যাসাৎ। চিরদিন অনন্তকাল-ধরিয়া এই ভাবে দর্শন করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই চিরাভ্যাস বশতঃ আমিই এই সব—এই তাদাত্ম্যাভিমানে কখন লীন হইতেছেন, কখন আবির্ভূত হইতেছেন।

স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং তত্র তথা পশ্যন্ পুনঃ পুনঃ।
মিথ্যা বটেষু লুঠতি শিলেব শিখর চ্যুতা ॥ ৫৭

পুনঃ পুনঃ তখন একবিধ স্বপ্ন হইতে, স্বপ্নান্তর দর্শন করতঃ এই দীর্ঘ স্বপ্নে পর্ব্বত শিখর চ্যুত শীলা যেমন পৃথিবীতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হয় সেইরূপ আত্মবিস্মৃত জীবও স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া জগৎগর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয়।

কেচিৎ সম্মিলিতাঃ কেচিৎ আত্মন্যেবাভ্রমে স্থিতা।
মগ্নাঃ স্বসম্বিৎপ্রসরে স্ফুরন্তো দেহখণ্ডকাঃ ॥ ৫৮

স্বয়মন্তঃ প্রপশ্যন্তি যে জগজ্জীব বিভ্রমম্।
তৈস্তৈঃ কৈশ্চিৎ ততং দৃশ্য-মসৎ স্বপ্ন বদাশ্রিতম্॥ ৫৯
সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বভাবস্থ তদ্দৃশ্যং সত্যমাত্মনি।
সর্ব্বগং বিদ্যতে যত্র তত্র সর্ব্বমুদেতি হি॥ ৬০

কোন কোন দেহ খণ্ড অপরের সহিত সমান সংসারী বলিয়া পরস্পর মিলিত, কেহ কেহ ভ্রান্তিশূন্য আত্মায় স্থিত, কেহ কেহ নিজ সম্বিৎ প্রসরে—আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া বিরাজিত। যাঁহারা আপনাদের ভিতরে জগৎ জীবের বিভ্রম—জগৎ, আমি, তুমি, সমস্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত—বলিয়া জানিতে পারেন—সেইরূপ কতিপয় লোক মাত্র এই বিস্তৃত দৃশ্য প্রপঞ্চকে অসৎ স্বপ্ন মত দেখেন। আত্মবস্তুই সব সাজিয়া আছেন বলিয়া স্বভাবের এই দৃশ্য আত্মাতে সত্যমত দেখা যায়। যেখানে সর্ব্বগামী আত্মা বিদ্যমান সেখানে সমস্তই উদিত হয়।

জীবের মধ্যে রক্ত—রক্ত মধ্যে কোটি কোটি জীব—তাহার ভিতরে জীব। অন্তঃস্থ প্রতিভাস বশে—অজ্ঞান কৃত কল্পনা বশে, জীব ভাব কাল্পনিক দর্শনে জীবের মধ্যে জীব দর্শন এবং অজ্ঞান কৃত কল্পনাতেই জগদ্দর্শন। পরিপূর্ণ আত্মা, অপূর্ণের কল্পনা করিতে ও পারেন। এই কল্পনা করিয়া তদ্দর্শনে আত্ম বিস্মৃত যেন হন। আত্ম বিস্মৃতি হইলে আপনাকে অন্যরূপে দর্শন হয়। "স্বয়মন্যইবোল্লসন্" এই উল্লাস হইতে—এই স্পন্দন হইতে জগৎ দর্শন হয়। সমস্তই কল্পনার ফলেই হয়। সর্ব্বত্রই কদলী দলের ন্যায় জীবের মধ্যে জীব দর্শন হয়।

দৃশ্যবুদ্ধি পরাবৃত্তৌ সমমেতদনন্তরম্।
হেম্নীব কটকাদিত্বং পরিজ্ঞাতং বিনশ্যতি॥ ৬৩

বুদ্ধি দৃশ্যদর্শন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া—বাহিরের দৃশ্য দর্শন ছাড়িয়া, অন্তরে আত্মার দিকে ফিরিতে পারিলেই যুগপৎ এই বাহ্য অন্তর পরিজ্ঞাত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় যেমন সুবর্ণটিতে চিত্ত একাগ্র হইলে আর বলয় জ্ঞান থাকেনা সেইরূপ।

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, সন ১৩৩০ সাল। { ৬ষ্ঠ ও ৭মসংখ্যা

অযোধ্যাকাণ্ডে—রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্র—দৈবপক্ষ।

নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্য্যমাক্রম্য কেবলম্।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্॥
অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈ র্নমু দৈবস্য কর্ম্মতৎ॥২৪॥—"বাল্মীকি"

রামের রাজ্যহানী জন্য ব্যথা লক্ষ্মণকে যেরূপ দীনভাবাপন্ন করিয়াছে, রামের অন্য কোন ইষ্টজন বুঝি সেরূপ দীনভাবাপন্ন হন নাই। লক্ষ্মণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি সরোষ ভুজগেন্দ্রের মত হইয়াছেন, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে। প্রিয়ভ্রাতা পরম সুহৃদ সৌমিত্রিকে রাম নিকটে আনিলেন। শত উত্তেজনাতেও ধীর যিনি তিনি অবিকৃত চিত্ত। আত্মজ্ঞ ভগবান্ অবিকৃত চিত্ত প্রকট করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! "শান্ত হও, রোষও শোক দমন কর। বননির্ব্বাসনকে অপমানজনক বোধ করিও না,

ইহা শক্রকৃত নহে জানিয়া হর্ষ প্রকাশ কর।" আমার রাজ্যাভিষেকের জন্য যাহা করিতেছিলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। আমার বনগমনে সত্বর হও। সৌমিত্রে! আমার অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার অভিষেক নিবৃত্তির জন্য হউক। আমার অভিষেক আয়োজনে মাতা কৈকেয়ীর মন পরিতপ্ত—তুমি তাঁহার শঙ্কা যাহাতে না হয় তাহাই কর। তাঁহার মনের শঙ্কাময় দুঃখ এক ক্ষণ কালও আমি দেখিতে পারিব না।

ন বুদ্ধিপূর্ব্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন।
মাতৃণাং বা পিতুর্ব্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কখনও যে আমি মাতাগণের বা পিতার প্রতি অল্পমাত্রও অপ্রিয় কিছু করিয়াছি তাহাত আমার স্মরণ হয় না। আহা! শ্রীভগবানের এই চরিত্র ত সকলেরই অনুকরণীয়—পিতামাতা ত পুত্র কন্যাকে এই শিক্ষাই দিবেন। শ্রীভগবান আবার বলিতে লাগিলেন--লক্ষ্মণ! পিতা আমার সদা সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্য পরাক্রম সম্পন্ন। সত্যস্খলিত হইলে পাছে পরলোকে অগতি হয়, পিতা আমার সেই ভয়ে ভীত হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় হউন। এই অভিষেক ব্যাপারের নিবৃত্তি না হইলে তাঁহারও মনস্তাপ জন্মিবে—পিতা ভাবিবেন "আমার বাক্য ত সত্য হইল না। আর পিতার মনস্তাপ আমাকেও সন্তপ্ত করিবে—যে পুত্র পিতার হিত সাধন করিলনা তার জন্মত ব্যর্থ লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ! তুমি অভিষেক আয়োজন নিবর্ত্তিত কর, আমি শীঘ্রই এস্থান হইতে বিপিনে গমন করিতে অভিলাষ করি। আমার বনগমনে মাতা কৈকেয়ী আজ কৃতকার্য্য হইয়া স্বচ্ছন্দমনে আপন পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন। আমি চীরাজিন পরিয়া জটামণ্ডলধারী হইয়া অরণ্যে গমন করিলে কৈকেয়ী দেবীর মনে বড়ই সুখ হইবে। যে বিধাতা দেবী কৈকেয়ীর বুদ্ধিকে এইদিকে প্রেরণা করিয়াছেন—আর যাঁর প্রভাবে তিনি তাঁহার মনকে এই বিষয়ে স্থিরীকৃত করিয়াছেন—তাহার অন্যথা করিয়া তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়া আমি উচিত বিবেচনা করিনা; আমি অচিরেই বনগমন করিব। সৌমিত্রে! দৈবই যে আমার নির্ব্বাসনের এবং অভিষেক নিবৃত্তির কারণ ইহাই তোমার দেখা উচিত। বলদেখি তাহা না হইলে দেবী কৈকেয়ী—আমাকে এতই ভাল বাসেন—তিনি কি কখন আমাকে বেদনা দিতে পারেন—তাঁহার এই অধ্যবসায় নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক কৃত। সৌম্য—শুভদর্শন! তুমি জান যে মাতাগণের

প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তির কোনকালেই কোন বৈষম্য নাই আর দেবী কৈকেয়ীরও, আমাতে ও ভরতে কিছুমাত্র স্নেহের তারতম্য নাই; তবে তিনি কেকয় রাজার কন্যা—রাজা দশরথের মহিষী হইয়া আমার অভিষেক নিবৃত্তি জন্য ও আমাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য পিতাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন তাহার কারণ কি? দৈব ভিন্ন আর কোনরূপে তাঁহার উগ্রব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। কৈকেয়ী দেবী সেইরূপ গুণান্বিতা রাজপুত্রী আর তিনি প্রকৃতিস্থা—তিনি প্রাকৃতা স্ত্রীলোকের ন্যায়—সামান্যা রমণীর ন্যায় স্বামীর সন্নিধানে আমার পীড়া জনক বাক্য বলিবেন কিরূপে? অতএব তাঁহাতে ও আমাতে যে বিপর্য্যয়—তাঁহার পূর্ব্বের বাৎসল্যভাবের অভাব এবং আমার হস্তপ্রাপ্ত রাজ্যভ্রংশ—এই বিপর্য্যয় দৈব কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে। লক্ষ্মণ তুমি জানিও "যদচিন্ত্যন্তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে" অযো-২২।২০ শ্লোক। যাহা অচিন্তনীয়—কোন দেশে, কোন কালে, কোন ব্যক্তি দ্বারা ইহা এইরূপ—ইহা যৎসম্বন্ধে নিশ্চিত হয়না, এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত ভূতে যাঁহার প্রভাব প্রতিহত হয়না—তাহাই দৈব বা নিয়তি।

কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে! যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র দৃশ্যতে ॥২১
সুখ দুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ ॥২২
ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মান্ তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কামমন্যুভিঃ ॥২৩

সৌমিত্রে! দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে কাহার সাহস হয়? কর্ম্মের ফলাফল না দেখিয়া, যে দৈব দেবতাকে কেহই জানিতে পারেনা, বল তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে কে? সুখ দুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ অলাভ, বন্ধমোক্ষ বা উৎপত্তি বিনাশ এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু (দৈবের নিজের মত) অচিন্ত্যকারণবিশিষ্ট কার্য্য, তাহা নিশ্চয়ই দৈবের কর্ম্ম বলিয়া জানিও। মানুষের মধ্যে যে সকল বিপদের বা সম্পদের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাই দৈবকৃত মনে করিও। বিশ্বামিত্রাদি উগ্রতপা ঋষিগণও দৈবকর্ত্তৃক প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া তীব্র নিয়ম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কাম ক্রোধের বশে আসিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

কোন্‌টি দৈব কার্য্য তাহা নিশ্চয় করিবে কিরূপে জান?

অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈ র্ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ ॥২৪

যত্নপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে—সেই কার্য্যকে নিবারণ করিয়া অকস্মাৎ এমন কর্ম্ম উঠিল যে, যে কার্য্যের কোন সঙ্কল্প পূর্ব্বে কথন করা হয় নাই—আর সেই আকস্মিক কর্ম্মের কোন কারণও দেখা গেলনা, তাহাই দৈবের কর্ম্ম। এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা—ঐই যথার্থ বুদ্ধি যোগে, চিত্তকে চিত্ত দ্বারা নিয়মিত করিয়া দেখিতেছি, আমার রাজ্যাভিষেকের বিঘ্নও আমাকে পরিতপ্ত করিতে পারিতেছেনা। লক্ষ্মণ! তুমিও পরিতাপ বিহীন হইয়া আমার অনুসরণ কর—শীঘ্র এই আভিষেচনিকী ক্রিয়া নিবারণ কর। আমার রাজ্যাভিষেকের জন্য যে সকল জলপূর্ণ ঘট সংগ্রহ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা লক্ষ্মণ! আমার তপস্যা সঙ্কল্পের ব্রতস্নান হইবে। অথবা রাজ্যদ্রব্যময়—রাজ্যাভিষেক সাধন মঙ্গল দ্রব্য প্রচুর—ঘটোদকেরই বা আমার কি প্রয়োজন? কারণ এই জলে স্নান করিলে রাণী কৈকেয়ী ভাবিতে পারেন আমার রাজ্যলিপ্সা আছে, আমি স্বহস্তে জল তুলিয়া ব্রতস্নান করিব। লক্ষ্মণ! আমার রাজলক্ষ্মী বিপর্য্যয়ে তুমি কোন দুঃখ করিওনা—কারণ—

রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ। ২৯

কারণ রাজ্যলাভ ও বনবাস এই উভয়ের মধ্যে বনবাসই আমার পক্ষে মহা ফল জনক। বনবাসে আমার তপঃ প্রবৃত্তি তৃপ্ত হইবে, পিতৃবাক্য পরিপালন করা হইবে এবং প্রজাবর্গের ন্যায় অন্যায় বিচারের কোন বিক্ষেপ আমার ভোগ করিতে হইবেনা। আমার রাজ্যবিঘ্ন বিষয়ে কনিষ্ঠা মাতা অথবা পিতার উপরে তোমার কোন আশঙ্কা করা উচিত নহে—দৈবের প্রভাব তুমি জান—ইহা দৈব কর্তৃক ঘটিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীলক্ষ্মণ—পুরুষকার পক্ষ।

"বিক্লবো বীর্য্যহীন যঃ স দৈব মনুবর্ত্ততে"—বাল্মীকি—শ্রীলক্ষ্মণ।

রাম বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ যেন অবাক্‌শির—অধোমস্তক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—মনে হইল শেষাবতার বলিয়া যিনি তমোগুণপ্রধান—জ্যেষ্ঠের বিবেক বাক্য শ্রবণে যেন তাঁহার সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে—যেন তিনি রাম বাক্য অর্দ্ধ-অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মন একদিকে রামের রাজ্যনাশ জন্য দীন ভাবাপন্ন, অন্যদিকে রাঘবের ধর্ম্মে স্থির বুদ্ধি দেখিয়া সত্ত্বগুণের উদয়ে হর্ষিত, লক্ষ্মণ

এই দুই অবস্থার মধ্যপথে দাঁড়াইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে মন পরিবর্ত্তিত হইল। নরশ্রেষ্ঠ ভ্রূমধ্যে ভ্রুকুটি-বন্ধন করিয়া বিলস্থ (গর্ত্তস্থ) ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের মুখের দিকে আর চাওয়া যায়না—তাঁহার ভ্রুকুটি কুটিল আনন ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের মত দেখাইতে লাগিল। লক্ষ্মণের ক্রোধাপনয়ন জন্য রাম তাঁহার হস্তাগ্র ধারণ করিয়াছেন তথাপি হস্তী যেমন আপন শুণ্ড স্বীয় শরীরের ঊর্দ্ধে অধে পরিচালন করে সেইরূপে লক্ষ্মণ ক্রোধাতিশয্যে মস্তক বিধূনন করিতে করিতে বক্রদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—

এই যে আপনার বনগমনের প্রতি মহাসম্ভ্রম জন্মিয়াছে তাহা অস্থানেই জন্মিয়াছে। আপনি ভাবিতেছেন পিতার বাক্য পালন না করা—ইহা অতিশয় পাপ কার্য্য—ইহা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য—ইহা ধর্ম্মদোষ। এই ধর্ম্ম দোষ ব্যাপার মনুষ্যের অতিশয় শঙ্কার বিষয়। এই শঙ্কা তুচ্ছ করিয়া আপনিও যদি পিতার আজ্ঞা পালন না করেন, তবে অপরাপর লোকও পিতৃবাক্য মানিবেনা, ইহাতে ধর্ম্ম জগতের নাশ হইবে—এই জন্য পিতৃবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া বনগমন করাই আপনার কর্ত্তব্য—ইহাই আপনি নিশ্চয় করিয়াছেন। আপনার এই অস্থানে অতিভক্তি, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ভাবিয়া দেখুন আপনি অশৌণ্ডীর—অসমর্থ—দৈব বলিয়া যে বস্তুটা, সেই দৈবই প্রবল—এই বলিয়া দৈবকেই সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু আপনার মত শৌণ্ডীর—দৈব নিরাকরণে সমর্থ, ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠও যদি দৈবকেও এই জাতীয় ভক্তি প্রদর্শন করেন তবে সে সম্বন্ধে আর কি বলা যাইবে?

"কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি॥ ৭

যে দৈব কৃপণ—কৃপা পাত্র—যাহার স্বয়ং কোন শক্তি প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই, যে দৈব অশক্ত—যে, সকল কার্য্যেই পুরুষকারের অপেক্ষা করে—পৌরুষের নিকটে যে, কার্য্যে অসমর্থ, সেই দৈবের আপনি কি মিথ্যা প্রশংসা করিতেছেন? পাপাত্মা যাহারা, তাহাদের বিষয়ে—সেই কৈকেয়ী ও দশরথের বিষয়ে আপনার কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছেনা কেন? যদি বলেন যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহাদের উপরে আশঙ্কা কেন হইবে? সত্য কথা। কিন্তু হে ধার্ম্মিক স্বভাব! লোক প্রতারণার জন্য ছলধর্ম্মে আসক্ত যাহারা, তাহাদিগকেও কি আপনি বুঝিবেন না? উঁহারা যে উপধা ধর্ম্মে—ছল ধর্ম্মে আসক্ত, তাহা আপনি দেখুন। স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য—সুন্দর চরিত্র যে আপনি—শঠতা পূর্ব্বক উঁহারা আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদের এই কার্য্য আপনি বুঝিতেছেন না কেন?

যদি তাঁহাদের এই অভিপ্রায় না হইবে তবে অভিষেক আরম্ভ করিয়া এই বিঘ্নাচরণ কখনই ঘটিত না। যেহেতু বর দিবার অঙ্গীকার ত বহু পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। বর দানটা যদি প্রকৃতই হইত, তবে ত অভিষেকের পূর্ব্বেই ইহা শেষ হইত। আর আপনার অভিষেক আরম্ভ না করিয়া একবারে ভরতের অভিষেক ও আপনার বনবাস হইলেই ত হইত। তবেই ত দেখা যাইতেছে বর প্রদান ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অভিষেক করিবার যে উদ্যোগ, তাহাতে সকল লোকের বিদ্বেষ ত হইবারই কথা—কারণ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ আপনি থাকিতে, কনিষ্ঠের অভিষেক হয় কিরূপে? হে বীর! আমি এই শঠতা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। এই বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করা উচিত। যে মোহে পড়িয়া আপনার বুদ্ধির এই দোষ আসিয়াছে—রাজ্য গ্রহণ করিব স্বীকার করিয়া এক্ষণে রাজ্যত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—যে পিতৃ বাক্য পালনে ধর্ম্ম হইবে কল্পনা করিয়া আপনি মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন, সে ধর্ম্মও আমার দ্বেষ্য। সমস্ত কর্ম্ম করিবার শক্তি আপনার আছে, তথাপি কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী পিতা দশরথের লোকনিন্দিত অধর্ম্ম বাক্য আপনি কিরূপে পালন করিবেন? এই যে অভিষেক বিঘ্ন—ইহা কৈকেয়ী ও রাজা দশরথের মিথ্যা বরদান রূপ কপটতা কৃত—এই কপটতাও যে আপনি গ্রহণ করিতেছেন না ইহাতেই আমার দুঃখ জন্মিতেছে—আপনার এই ধর্ম্মাসঙ্গ—ধর্ম্মাশক্তি নিতান্ত গর্হিত। এই বনগমন রূপ সর্ব্বলোক নিন্দিত ধর্ম্ম সংযোগকে দৈব কৃত যোগাযোগ ভাবিয়া, সেই নিয়ত অহিতকারী, কামচারী, পিতৃ-মাতৃ নামধারী শত্রুদিগের মনোভিলাষ পরিপূরণের কথা, আপনি ভিন্ন এই জগতের অন্য কোন ব্যক্তিই মনেও স্থান দেয়না—কার্য্য করা ত বহু দূরের কথা। দৈব হইতেই সেই পিতা মাতার তাদৃশী বুদ্ধি হইয়াছে, যদ্যপি আপনার এইরূপ প্রতিপত্তি—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে তথাপি আপনার ঐ মত উপেক্ষা করাই উচিত, কারণ ঈদৃশ বিরুদ্ধকারী দৈবে ও আমার রুচি হইতেছে না।

যে ব্যক্তি জড়, যে ব্যক্তি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়, যে ব্যক্তি হীন বীর্য্য, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগামী হয়; যিনি বীর, যিনি সর্ব্ব লোকশ্লাঘ্য শৌর্য্যাদিমন্ত তিনি কখন দৈবের উপাসনা করেন না। দৈবকে পুরুষকার দ্বারা যিনি বাধা দিতে সমর্থ, তিনি দৈব নিবন্ধন বিপন্ন হইলেও কখন অবসাদ প্রাপ্ত হন না। অদ্য লোকে দৈবের ও পুরুষের বল দর্শন করিবে, অদ্য আমার পৌরুষ দ্বারা দৈব ও মানুষের

মধ্যে প্রবল দুর্ব্বল কে লোকে দেখিবে। যে দৈব হইতে আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে আজ লোকে সেই দৈবকে আমার পুরুষকার দ্বারা নিহত দেখিবে। যে গজ অঙ্কুশের বাধা মানেনা, যে গজ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছে, সেই মদজলোদ্ধত মহাগজের ন্যায় অভিমুখে ধাবিত দৈবকে আমি পৌরুষ দ্বারা নিবর্ত্তিত করিব। সমস্ত লোক পাল, ত্রিভুবনের সমস্ত লোক, কেহই রাম রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না—পিতা দশরথ আর কতটুকু বিঘ্ন করিতে পারেন? যাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া আপনার বনবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহা-দিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। আপনাকে বনবাসে দিয়া কৈকেয়ী যে তাঁহার পুত্রকে রাজা করিবেন ভাবিয়াছেন, আমি তাঁহার সেই আশা বিফল করিব। আমি উগ্র পুরুষকার লইয়া যাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব—তাহার দুঃখ দৈব কিছুতেই সরাইতে পারিবে না। সহস্র বৎসর প্রজা পালন করিয়া আপনি যখন বানপ্রস্থ করিবেন, তখন আপনার পুত্রেরা রাজ্য পালন করিবে—পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ পুত্রের উপর প্রজা পালনের ভার দিয়া বনে যাইতেন—ইহাই বনবাসের বিধি। রাজা দশরথ কামবশে বানপ্রস্থ করিতে পারিতেছেন না—ইহা ভাবিয়া, আপনি রাজা হইলে রাষ্ট্র বিপ্লব হইতে পারে এই আশঙ্কায় যদি আপনি রাজ্য গ্রহণ না করেন—আপনি সে আশঙ্কা ত্যাগ করুন। হে বীর! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, বেলা ভূমি যেমন সাগরকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপে আপনার রাজ্য রক্ষা করিব—প্রতিজ্ঞা পালন যদি না করি তবে বীর লোকে আমার গতি হইবে না। আপনি অভিষিক্ত হউন, আমি একাকী সমস্ত বিঘ্ন নাশ করিব।

ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ।
অমিত্রমথনার্থং মে সর্ব্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১

শোভার্থই কি আমার এই বাহুদ্বয়? ভূষণার্থই কি এই ধনু? এই অসি কি কটি দেশেই বন্ধনার্থ? আর শর সকল কি স্তম্ভনার্থ? অমিত্র মথনের জন্য—শত্রু বিনাশ জন্যই আমার এই চতুর্ব্বিধ বস্তু। আমার, তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ইন্দ্র ও হয়েন, তাহা হইলেও আমি তীক্ষ্ণ ধার, বিদ্যুচ্চলিত বর্চ্চস অসি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেও গ্রাহ্য করি না—আজ আমি খড়্গাঘাতে হস্তী অশ্ব রথীর হস্ত উরু শির ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মহীমণ্ডল দুর্গম করিয়া ফেলিব।

খড়্গধারাহতা মেঽস্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ॥ ৩৫

অদ্য আমার খড়্গধারে আহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে—দীপ্যমান অগ্নির মত যখন শত্রুগণ ভূতলে পতিত হইবে, তখন মনে হইবে বিদ্যুৎ জড়িত মেঘ সকল যেন পতিত হইতেছে। আমি গোধা, অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়া যখন যুদ্ধে দাঁড়াইব, তখন কে আমার সম্মুখে আসিবে? আমি বহুবাণে এক জনকে এবং একবাণে বহুকে পাতিত করিব—হস্তী অশ্বের মর্ম্মস্থান ভেদ করিব। আজ রাজা দশরথের প্রভুত্ব বিনাশে এবং আপনার প্রভুত্ব স্থাপনে আমার অস্ত্র সকল ঝলসিয়া উঠিবে। আমার যে বাহু, চন্দনে লিপ্ত থাকে, যে বাহু কেয়ূর ধারণে, ধন বিতরণে, ও সুহৃদ্ পালনে রত—সেই বাহু আজ রাম কর্ম্ম করিবে। বলুন—কাহাকে বিনাশ করিতে হইবে?

যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ
তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ॥ ৪১

যাহা করিলে এই বসুধা আপনার বশে আইসে আপনি তাহাই আমাকে শিক্ষা দিন,—আমি আপনার কিঙ্কর।

শ্রীলক্ষ্মণের ক্রোধ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তথাপি শ্রীভগবান্ সম্মুখে। "মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ" আমাকে শিক্ষা দিন, আমি আপনার দাস—এই বলিতে বলিতে শ্রীলক্ষ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন।

আর শ্রীভগবান্? এমন করুণার সাগর আর কোথায় আছে? কাহারও দুঃখ যে তিনি দেখিতে পারেন না। লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ বাক্যে আর বেশী কিছুই তিনি বলিলেন না। ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘব বংশ বর্দ্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্ব্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেব হি সৌম্য সৎপথঃ॥ ৪২

রঘুবংশ বর্দ্ধন, লক্ষ্মণের চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন, আর তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিলেন, করিয়া বলিলেন সৌম্য! শুভদর্শন! আমাকে পিতৃবাক্যে ব্যবস্থিত জানিও—পিতা আমার পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, তারপর—অবিচারে পিতৃ আজ্ঞা পালনই সাধুমার্গ।

আহা! কে কবে এমন দেখিয়াছে? এত শান্ত, এত ধীর, অথচ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন। এত প্রেমপূর্ণ হৃদয়, এত বাৎসল্য ভরা প্রাণ! আর কোথায় আছে? এত ক্রোধের অভিনয়ে তুমি আমি কতটুকু অবিচলিত থাকিতে পারি? আর এই মধুর সম্বোধন! ক্রোধে লক্ষ্মণের ভ্রুকুটি সহিত মুখ ত দুষ্প্রতিবীক্ষ হইয়াছিল—আর "বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্। লক্ষ্মণের মুখ ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের মত হইয়াছিল। ভগবান্ সম্বোধন করিলেন সৌম্য—শুভদর্শন! কে এমন পারে? বুঝি সেইজন পারে যে জন প্রতি নরনারীর ভিতরে আর কিছু দেখে—যে জন আপনার ভিতরে সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিয়া, আপনাকে সেই রমণীয় দর্শন জানিয়া—সকলের ভিতরেই সেই রমণীয় দর্শনকে দেখে, আপনাকে সেই দেখিয়া সকল মায়িক মুখসের মধ্যে আপনার হইতেও যে আপনার তাহাকেই দেখে। নতুবা মায়িক সুখ দুঃখ বুঝি অগ্রাহ্য করা যায়না—মায়াধীশ না ভজিলে মায়া বুঝি ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া দেয় না। তাই বলি শ্রীভগবানের গুণগানে বুঝি সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন ও সহজ হয়।

এই যে ঈশ্বরভাবে ও জীবভাবে দৈব ও পুরুষকারের সমর্থন ও নিন্দা—ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার বিষয়। কারণ শত শত লোক দৈব ও পুরুষকারের বিচারে অসমর্থ হইয়া জীবনে সাংঘাতিক ভুল করে, করিয়া বিড়ম্বনার একশেষ প্রাপ্ত হয়।

পুরুষকারকে সমর্থন করিতে গিয়া লক্ষ্মণ পিতাকে কপটধর্ম্মী বলিলেন, বরদান ব্যাপার মিথ্যা বলিলেন, পিতাকে কামুক বলিলেন, স্ত্রৈণ বলিলেন। বুদ্ধির দোষ না ঘটিলে পিতাকে এইরূপ ভাবনা হয় না। যাহাকে লক্ষ্মণ পুরুষকার বলিতেছেন তাহা পুরুষকার নহে, তাহা উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। এই উন্মত্ত চেষ্টাকে যদি পুরুষকার বলিতে হয় তবে পুরুষকারের দ্বিবিধ ভেদ কর, বল ইহা অশাস্ত্রীয় পুরুষকার। শ্রীভগবান্ যে বলিতেছেন আমি "পৌরুষং নৃষু" মনুষ্যের মধ্যে আমি পৌরুষ—এই পৌরুষ—এই পুরুষকার হইতেছে শাস্ত্রীয় পুরুষকার। মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারই শ্রীভগবান্। যে পুরুষ শাস্ত্রমত শরীর, বাক্য ও মন স্পন্দনে অনন্য তিনিই পুরুশকার সম্পন্ন।" যথার্থ পুরুষকারের স্ফুরণ হইলে সাম্বিৎস্পন্দ হইবেই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ। যথার্থ পুরুষকার প্রয়োগে মনঃস্পন্দ হইবেই,—ইহাই সর্ব্বদা ভগবান লইয়া থাকিবার প্রবল ইচ্ছা। যথার্থ পুরুষকারে হৃদয় স্পন্দ হইবেই,—ইহাই হইতেছে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং ইন্দ্রিয়ের রাজা মন দ্বারা ভজনানুষ্ঠান। তবেই

হইল জ্ঞান—ইচ্ছা—ও কর্ম্মদ্বারা যে শ্রীভগবানের পথে চলা—শ্রীভগবানের জন্যই ভাবনা, বাক্য, ও কর্ম্ম করা ইহারই নাম পুরুষকার। শ্রীলক্ষ্মণ পুরুষকার দেখাইলেন না—ধর্ম্ম না দেখিয়া পিতাকে কামুক প্রমাণ করিয়া, কপটধর্ম্মী প্রমাণ করিয়া, অসৎমার্গে উন্মত্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলেন—আর শ্রীভগবান্ সৎ মার্গ দেখাইয়া দিলেন। শ্রীভগবান যে দৈবের কথা বলিলেন তাহাই হইতেছে নিয়তি—নিয়ম—ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই নিয়তি রোধ করিতে কাহারও শক্তি নাই। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন, দিবার পরে রাত্রি আসিবে ইত্যাদি হইতেছে নিয়তি। এই নিয়তি মনুষ্যের মধ্যে যখন কার্য্য করে তখন ইহাই প্রকৃত দৈব। কোন কার্য্য বেশ চলিতেছে কিন্তু অকস্মাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল, আর যে কার্য্যের কোন সঙ্কল্প মানুষের মধ্যে কখন জাগে নাই, তাই ঘটিল—ইহা হইতেছে দৈব। ইহা রোধ করিতে মানুষের সাধ্য নাই। সাধারণ মানুষ যাহাকে দৈব বলে তাহার নাম অদৃষ্ট—ন দৃষ্ট যাহা কখন দেখা হয় নাই। ইহা হইতেছে ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন কর্ম্ম—ইহাও কিন্তু প্রাক্ভবীয় পুরুষকার। সাধারণে যাহাকে দৈব বলে সে দৈব কিন্তু নাই। কারণ আজ যাহা দৈব হইয়া আসিতেছে তাহা পূর্ব্বের পুরুষকার মাত্র। প্রাচীন কর্ম্ম সমূহকেই লোকে বলে দৈব—আর ঈশ্বর পথে চলিবার নূতন কর্ম্ম হইতেছে পুরুষকার। তদ্ভিন্ন সমস্তই উন্মত্ত চেষ্টা।

ভগবান্ বাল্মীকির মুখ হইতে আমরা জীব ভাব ও ঈশ্বর ভাবের বিচার দেখিলাম। এখন একবার ব্যাসদেবের মুখ হইতে ক্রোধ শান্তি জন্য উপদেশ শুনিব। ইহার লোভ আমরা ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রোধ শান্তি যে জীবনের বড় প্রয়োজন। ক্রমশঃ

প্রভাতী।

কণক কিরণ ভূষিত প্রভাতে
ফুল্ল মনে তোমা করিনু প্রণাম।
অমনি ত্রিদিবে সুমধুর কণ্ঠে
উঠিল তোমার আগমনি-গান॥
গাহিল বিহগ কুহু কুকা রবে
"ধন্য হরি তুমি করুণাসাগর"।

কহিল বাতাস আনিয়া সুবাস
"এস প্রাণারাম চিরমনোহর ॥
গাহিল তটিনী কুলু কুলু রবে
"এসগো দয়াল জগৎ মাঝারে"
গাহিল বালক চাহি মার পানে
"হে চির সুন্দর প্রণমি তোমারে" ॥
তরুণ জীবনে নূতন আলোকে
চলিল মানব আপনার কাজে।
থেক গো সদাই সবার অন্তরে
হে অন্তরময় সুমোহন সাজে ॥
এ বিশ্ব বিমানে মধু ময় তানে
বাজিছে বীণাটি আবাহন করি ॥
নবীন জীবনে প্রণমি চরণে
নিতে শুভাশীষ চরণে তোমারি ॥

শ্রীস।

প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়ন্তা।

লোকটির কৃতজ্ঞতা দেখিলে চক্ষে জল রাখা যায় না। যে ভারতের প্রাণ ছিল ধর্ম্ম, যে ভারতবাসীর প্রাণ ছিল ব্রহ্ম—সেই পরমেশ্বরের নিকট যাহারা সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ তাহারাই যথার্থ ভারতের মানুষ।

১৩৩০ সাল ২১ ভাদ্র শুক্রবার একাদশী। তৎপর দিবস শনিবার প্রাতে ৬।২৩ মিনিট মধ্যে একাদশীর পারণ। ব্রাহ্মণের বয়স হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সদা সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিত কিন্তু যদি তাহাকে কেহ বৃদ্ধ বলিত তবে সে দেখাইত যেন সে কত বিরক্ত—কখন বলিয়া উঠিত "কিসের বৃদ্ধ আমি—আমার কি বৃদ্ধ হইল বাপু! ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ একাদশী ব্রত নির্জ্জলা করিত। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছে—প্রাতে ৬।২৩ মধ্যে পারণ—ইহার মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া পারণ হইবে কিরূপে?

লোকটি প্রায় বলিত ভগবানকে ত খুঁজে পাইলাম না—কখন যে স্থূল চক্ষে দেখিব তাহারও আশা নাই। তথাপি দুঃখ করিনা কারণ তাঁহার আজ্ঞা ত পাই আর বুঝিতে পারি এবং পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসও করি এই তাঁহার আজ্ঞা। নিয়ন্তা না থাকিলে নিয়ম কি জড় বস্তুতে জন্মিতে পারে? একাদশী ব্রত করিতে তিনিই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদ তাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন—শাস্ত্র সমূহ বেদেরই ব্যাখ্যা। তবেই দেখি ভগবানের ইচ্ছা যাহা তাহা পাই শাস্ত্রে। শাস্ত্রে যাহাকে লোকে প্রক্ষিপ্ত বলে—আমি বিশ্বাস করি বহু দুষ্টলোক নিজের মত চালাইবার জন্য এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে নানা কথা মিশাইয়া রাখিয়াছে। তথাপি যাহা প্রক্ষিপ্ত তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রক্ষিপ্ত কোথাও কোথাও আসিয়াছে বলিয়া শাস্ত্র নিন্দা আমি কখন করিতে পারিনা। শাস্ত্র নিন্দা করিলে দাঁড়াইব কোথায়? আর যে শাস্ত্র নিন্দা করে সে সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে। যে শাস্ত্র নিন্দা করে তাহার মত কৃতঘ্ন বুঝি আর কেহ হয়না। গোঘ্ন সুরাপায়ীর প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু কৃতঘ্নের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। "কৃতঘ্নঃ সর্ব্বজীবানাং বধ্যঃ" মহাভারত ও রামায়ণ উভয়ই এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঋষিগণ শাস্ত্রমত চলিয়াই অভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ঋষি বাক্যের যেখানটি আমার সঙ্গে মিলিল সেইটুকু গ্রহণ করিলাম আর যেখানে আমি মিলিলাম না—সেখানে অভ্রান্ত ঋষিগণকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া তাঁহাদের দর্শনকে অসম্পূর্ণ দর্শন করিয়া একটা পূর্ণ দর্শন দেখাইতে যাওয়া যে একটা মস্ত বাতুলতা—ভারি ক্ষিপ্ত ও মূঢ় বুদ্ধির পরিচয় সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

বলিতেছিলাম ভগবানের আজ্ঞা, ভগবানের ইচ্ছা, শাস্ত্রে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লোকে বলে যখন মানুষের হৃদয়ে তিনি বিরাজ করিতেছেন, তখন মানুষ নিজের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছাটি ধরিতে পারিবেনা কেন? আমি বলি ঋষিগণের মত হৃদয় কর—সেইরূপ সাধনা কর—সেইরূপ সংযমী হও ধারণা ধ্যান সমাধি করিতে শিক্ষা কর, তখন তুমি তোমার মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা ফুটিয়াছে দেখিতে পাইবে। তুমি রাগ দ্বেষের গোলাম, একটু সুখ্যাতিতে চক্ষে কর্ণে দেখিতে পাওনা—আবার একটু নিন্দাতে নিন্দুকের মুখ দেখিতে চাও না—বলনা তোমার চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইল? শুদ্ধ চিত্ত না হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা কোথায় ফুটিবে? যদি বল সময়ে সময়ে আমারও ত স্থির অবস্থা আইসে—সেই সময়ে মনে যাহা উঠে তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা—হরি হরি যে ব্যক্তি ক্ষণে

ক্ষণে মতের পরিবর্ত্তন করে সে কিরূপে বা বলে আমার চিত্ত স্থির হইয়াছে? তুমি কোন সাধনা কর নাই—তোমার চিন্তা যাহা তাহা তোমার ক্ষিপ্ত মূঢ়—জোর বিক্ষিপ্ত মনের, অমেধ্য আহার জনিত অজীর্ণতার উদগার মাত্র—তুমি চিত্ত নিরোধের কথা কও কিরূপে অথবা চিত্তের একাগ্রতার ধার ধার কিরূপে? তোমার মনের অসম্বন্ধ প্রলাপকে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বল তবে তোমার মত বাতুল আর কে হইতে পারে বল? প্রথমে দেখ তোমার ইচ্ছা চির প্রতিষ্ঠিত কোন্ মহাপুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিতেছে—যদি না মিলে দেখ তবে তোমার মনকে ও তোমার অসংযমী মনের ইচ্ছাকে "ফুটবল" করিয়া ফেল—তোমার ক্ষিপ্ত ইচ্ছাকে দূর করিয়া দাও—দিয়া সাধনা কর—করিয়া চিত্তশুদ্ধ কর—তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছা শাস্ত্র হইয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া লোককে তাহাই শিক্ষা দাও—নতুবা তোমার কার্য্যে জগৎ ধ্বংস পথেই চলিবে।

প্রাতে ৬।২৩ মধ্যে পারণ কিরূপে হইবে? লোকটি চিন্তিত হইয়া ১০টার মধ্যে শয্যায় আসিল। ঠিক ৩টার সময় দেখিল সে জাগিয়াছে। তাইত—আমি ত এ সময়ে জগিতে পারিতাম না—আহা! কে আমায় জাগাইল? ব্রাহ্মণ নিশ্চয় করিল—সেই আমায় জাগাইয়াছে—কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া সন্ধ্যা পূজা সমস্ত সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে পারণ করিল।

আহা! সেই করুণাময় প্রেমময় পুরুষ সর্ব্বদাই আমাদের সাহায্য করিতে জাগ্রত। আমরা তাঁহার আজ্ঞা মত চলিব এই ইচ্ছা মাত্র করিলেই তিনি আমাদিগকে দিয়া তাঁহার কার্য্য করাইয়া লয়েন—এই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই পুরুষ প্রেমময় হইলেও হননাভিলাষে উদ্যতবজ্রও বটেন। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—ইহাও তাঁহার দয়ার পরিচয়। ধর্ম্মধর্ম্ম করিয়া ভারত ডুবে নাই। অধর্ম্ম অধর্ম্ম করিয়াই ইহা ডুবিয়াছে। ভারত ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লইয়া কর্ম্ম করুক ভারত আবার জাগিবে—নতুবা জাতির মৃত্যুই ভাল।

মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।

কার্য্য দেখিয়া—কার্য্য জানিয়া তাহার মূল যে তুমি, তোমার স্বরূপে যাওয়া যায়। সংসার রূপ যে কার্য্য—ইহাই অশ্বত্থবৃক্ষবৎ শোভা পাইতেছে। অশ্বত্থবৃক্ষ—বায়ুদ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। সংসার বৃক্ষ কাম ও কর্ম্ম রূপ বায়ুদ্বারা সদা প্রচলিত হইতেছে। ইহার মূলে কিন্তু তুমি। সংসারকে বৃক্ষ বলা হইতেছে কারণ সংসারের বৃশ্চন হইতে পারে ছেদন হইতে পারে—কারণ ইহা বিনশ্বর [বৃক্ষশ্চ বৃশ্চনাৎ বিনশ্বরত্বাৎ] সংসার বৃক্ষের মূল তুমি—তুমি কিন্তু অবিনশ্বর—অমৃত—অবিনাশী। সমুদায় লোক তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে—তোমাকে অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই—যে মানুষ বা যে জাতি তোমার প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে—তোমার আজ্ঞা না মানিয়া নিজের ব্যভিচারী ইচ্ছা মতে চলিতে যায়, সেই মানুষ, সেই জাতি তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া প্রকম্পিত হয়।

তুমি শুধু প্রেমময় নও তুমি মহৎ ও ভয় স্বরূপ। তুমি উদ্যত বজ্রের মত—কঠশ্রুতি ২ অঃ ৩ বল্লী—২।৩ শ্লোকে বলিতেছেন।

> যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
> মহৎভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২

জগতের মূলে—মহাপ্রাণ স্বরূপ তুমি আছ—তাই যাহা কিছু এই সমস্ত নামরূপাত্মক জগৎ, জগতের প্রাণ স্বরূপ তুমি থাকায় সেই জগতের বস্তু সকল চলিতে সক্ষম হয়। প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ নিঃসৃত হইয়া নিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছে। অতিবৃহৎ ভয়রূপ, হননের জন্য উদ্যত—বজ্র—পুরুষের ন্যায় তোমাকে যে জানে সে অমর হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রাণনামক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎরূপ বৃক্ষ নিয়ম মত চলিতেছে। এই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—তাহা হইতে সর্ব্ব জগৎ ভয় পায় এই জন্য তিনি ভয়রূপ আর যেমন হননোদ্যত বজ্রধারী স্বামীকে দেখিয়া ভৃত্যগণ ভীত ভীত হইয়া উঁহার আজ্ঞা পালন করে, সেইরূপ মহাউগ্র জগৎ স্বামীকে কেনা ভয় করে। মানুষ আজ ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হয় না কিন্তু জগৎ ভীত হয়। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৩

তুমি কি মনে কর—জগতের নিয়ামক কেহ নাই? নিয়ন্তা না থাকিলে কি এখানে শৃঙ্খলামত কোন কার্য্য চলিতে পারে? জগতের প্রতি বস্তু যে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে—ইহা কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে।

এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্যও ইহারই ভয়ে তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু, এবং এইরূপ গণনায় পঞ্চম স্থানীয় যে যমরাজ, ইহারাও ইঁহার ভয়ে ধাবিত হন।

বজ্রোদ্যত হস্তের ন্যায়, এই জগতের ঈশ্বর স্বরূপ শক্তিশালী লোকপাল গণেরও নিয়ন্তা যদি না থাকিত—তবে স্বামিভয়ে ভীত ভৃত্যগণের ন্যায় ইঁহারা আপন আপন কার্য্যে কি প্রবৃত্ত থাকিতেন?

বিশ্বাস কি করিতে পারিবে এই বজ্রউদ্যত হস্ত আজ কাল জগতের সর্ব্বত্র বড় ঘন ঘন দেখা যাইতেছে—তথাপি ইনি দয়াময়, মানবকে ইনি সাবধান করিয়া দিতেছেন—শুধু মুখের কথায় ত সর্ব্ব শাস্ত্রেই বলিয়া দিয়াছেন "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্"। সংসারকে যাহারা ব্যভিচার দ্বারা ভীত করে, সেই ভয়ানক জনগণেরও ভয় স্বরূপ তিনি, ঈশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া ব্যভিচারী হৃদয়ের অসম্যক দর্শনে, লোভে, সম্পদগর্ব্বে যাহারা গর্ব্বিত হইয়া অতি ভীষণ হইতেছে—সেই ভীষণেরও ভীষণ তিনি। আহা! প্রাণিগণের গতি সেই একজন—পবিত্রেরও পবিত্র সেই একজন—সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদ—যে পদ সৃষ্টি পালন লয় কর্ত্তার পদ, সেই একজনই সেই পদেরও নিয়ন্তা। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই তিনি—রক্ষাকর্ত্তাদিগেরও রক্ষক সেই তিনিই বেদ মুখে ইহা বলিয়া দিয়াছেন তথাপি হইতেছেনা—তাই কার্য্যেও দেখাইয়া দিতেছেন যে "মহৎভয়ং বজ্রমুদ্যতং"।

বজ্র উদ্যত হস্ত দেখিতেছনা কি? এই যে ইয়ুরোপ জ্বলিয়া যাইতেছে—এই যে সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া তিনি সে দিন দেখা দিলেন—ইয়ুরোপ সাবধান হইল কি? এই যে জাপ জাতির উপর এই বজ্র উদ্যত হস্ত চমকাইল—অহো! কি শানিত অসি—একেবারে কত লোককেই ইহা সংহার করিল—কত লক্ষ লক্ষ লোক মরিল ইহাতেও কি জাতি সমূহ মহৎভয়ং বজ্রউদ্যতং—তোমার দিকে কেহ চাহিবেনা?

কেন ইয়ুরোপের উপরে বজ্র পড়িল—কেন জাপ জাতির উপরে এই পীড়া আসিল? ভারতের ত কথাই নাই—প্রতি বৎসরই কত ভাবে এই উদ্যত বজ্র দেখা দিতেছে—কেন ইহা হইতেছে?

আজকাল কার শিক্ষিত মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন দৈবঘটনা গুলি "অ্যাকসিডেণ্ট"—আকস্মিক ব্যাপার—ইহাদের কারণ দেখা যায় না ইহারা হঠাৎ হইয়া পড়ে। শ্রুতি কিন্তু উত্তরে বলেন জগতে যাহা কিছু ঘটে তাহারই কারণ আছে—কোন কারণ নাই আর আশমানে কিছু হইয়া গেল ইহা হইতেই পারেনা। এখনকার লোক প্রায়শঃ নাস্তিক। ইহারা জগতের নিয়ন্তা একজন আছেন ইহা স্বীকার করিতে চায় না। গীতা ইহাদের সম্বন্ধে বলেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কাম হৈতুকম্॥ ৮।১৬

বেদ পুরাণাদি জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করেন—এই সব লোক তাহা অসত্য বলেন—আরও বলেন জগতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া ইহা অপ্রতিষ্ঠ—জগতের কোন নিয়ন্তা নাই—ইহা অনীশ্বর; ইহা অপরস্পরসম্ভূত—স্ত্রীপুরুষের মৈথুন সম্ভূত—অধিক আর কি জগৎটা কাম হৈতুক। অ্যাকসিডেণ্ট বাদিগণ গীতার মতে নষ্টাত্মা, ইহারা অল্পবুদ্ধি, ক্রূরকর্ম্মা ও অনিষ্টকর্ম্মা। জগতের ক্ষয়ের জন্য ইহাদের জন্ম। ইহারা দুষ্পূর—অপূর্ণোদর কামকে আশ্রয় করিয়া—স্বার্থের জন্য—ভোগের জন্য দম্ভ, অভিমান ও মদান্বিত হইয়া অজ্ঞানতা নিবন্ধন অসৎ ইচ্ছা লইয়া অবিচার লব্ধ উপায়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত আসুর সম্পদে জন্ম ব্যক্তিদিগকে জানা যায় কিরূপে গীতা তাহাও বলিয়া দিয়াছেন—গীতা বলিতেছেন "ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে"—আসুর-স্বভাব মনুষ্যগণের মধ্যে না থাকে শৌচ, না থাকে আচার আর না থাকে সত্য। এই সব লোক সুবিধাবাদী—ইহারা স্বভাববাদী।

বলিতেছিলাম দৈবদুর্ঘটনা যাহা ঘটে তাহা মানুষের পাপ কর্ম্মেরই ফলে ঘটে। তথাপি শ্রীভগবান মঙ্গলময়—তিনি মনুষ্য জাতিকে সাবধান করিয়া দেন—মানুষ যেন কাম ক্রোধ লোভের বশে না চলে, মানুষ যেন অন্যকে পীড়ন না করে, মানুষ যেন অধর্ম্ম না করে, কাহারও হিংসা না করে; এবং জাতি যেন অন্য জাতিকে শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী করিয়া দিবার জন্যই অন্য জাতিকে অধীনে রাখে। সর্ব্বাপেক্ষা যাহাতে নাস্তিকতার প্রসার না হয় মানুষ যেন সেইজন্য

বিশেষ যত্নবান হয়। আমরা জানি কলিযুগে ঠিক ইহার বিপরীত হইবে। আমরা চারিধারে দেখিতেছি শিক্ষিত পুত্র আর পিতাকে সম্মান করিতে চায়না। পিতার সহিত এইরূপ উচ্চ উপাধিধারী পুত্র কথা কহেনা—কেহ সমালোচনা করিলে বলে "বার্থটা অ্যাকসিড্যানটাল"—অর্থাৎ পিতাত নিজের সুখের জন্য ইত্যাদি মাতা সম্বন্ধেও তাই বলে—মাতা আর আমার কাছে কি পাইবার আশা রাখেন—তিনি গুদাম ভাড়ার স্বরূপ কিছু পাইতে পারেন বটে। আমরা বহু বহু আজকালকার বিখ্যাত গুণধর উপাধি ধারী ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করি ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন না, পরকাল মানেন না তাঁহারা যে পিতা মাতাকে অ্যাকসিড্যানটাল জন্মদাতা, গুদাম ধারিণী বলিবেন ইহার আর বিচিত্র কি? আর যাহারা পিতা মাতাকে ভাল বাসিতে না পারিল তাহারা যদি ঈশ্বরের কথা কয় বা স্বদেশের কথা কয় তবে যে তন্মধ্যে একটা বিশেষ মতলব আছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভগবান ইহাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন—দৈব বিপদ দিয়াও ইহাদিগকে তাঁহার ভক্ত করুন ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

এই যে জাপ জাতির এই হইল—এতবড় একটা দুর্ঘটনাতে যদি "মহৎভয়ং বজ্রমুদ্যতং" এর উপরে আমাদের দৃষ্টি না পড়ে তবে মানুষ আর মানুষ নাই। আহা! আমার বা তোমার একটি আত্মীয় কে মরিতে দেখিয়া তুমি আমি অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারিনা আর এতগুলি লোক অগ্নি বায়ু জলের উন্মত্ত তাণ্ডবে অকালে প্রাণ হারাইল ইহাতেও কি প্রাণ নড়িবেনা? মানুষ কি এতই স্বার্থান্ধ হইয়া যায় যে নিজের উপরে বজ্রউদ্যত হস্ত না পড়িলে আর কিছুতেই তাহার হৃদয় নড়েনা? লক্ষ লক্ষ লোক মরিল—হয়ত পিতা মরিয়াছে শিশু পুত্র আছে, হয়ত স্ত্রী রহিল স্বামী গেল, হয়ত মাতা গিয়াছে পিতা গিয়াছে পুত্র কন্যা আছে—হায় ইহাদের জন্য ও কি মানুষ কিছু করিতে পারেনা? আর কিছু যে না পারে সে ও ত প্রার্থনা করিতে পারে—সেও ত কাতর প্রাণে ভগবানকে জানাইতে পারে—প্রভু! পাপের জন্য মানুষ দণ্ড পায় সত্য কিন্তু তুমি ত ক্ষমাসার—তুমি করুণা সাগর—তুমি কৃপা কর—তুমি ইহাদিগকে তোমার চরণে স্থান দাও—ইহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর—ইহাদিগকে আর পাপ করিতে দিওনা—আহা! ইহাদের মঙ্গল কর। তোমার ঘোরা মূর্ত্তি একবার অঘোরা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হউক—জগতকে শান্তি দিতে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই—তুমি তোমার ভক্তগণের মধ্যে বিভূতি দাও—দিয়া এই সমস্ত আসুরী সম্পদে জন্ম মানুষকে তোমার পথে আনাইয়া লও—জগতের মঙ্গল হউক। ———

মরম বেদনা—আমার উদ্ধার।

আমার উদ্ধার কে করিবে? মুখে বলি উদ্ধার কর, উদ্ধার কর কিন্তু এ যে কপট কথা। কপট কথাই যদি না হইত তবে কি আমি আমার সমস্ত দুর্গতির কারণ যে, তাহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহার এই সমস্ত লোকের সহিত হাহা হিহিতে যোগ দিতে পারি? এই সমস্ত মিত্র রূপী অমিত্র লোককেও যে সময়ে সময়ে মিত্র ভাবিয়া বিপদে পড়ি তাহাও কি কখন হয়? যে আমাকে আমার ঈপ্সিততমের নিকট হইতে চুরী করিয়া এইখানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আমি কি কখন তাহার লোকজনকে বিশ্বাস করিতে পারি? যখন ইহাদের কপট বাক্যে ভুলি, ভুলিয়া কষ্টে পড়ি, তখন উদ্ধার কর, উদ্ধার কর বলি সত্য, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ যতদিন তাহাকে দুঃখের কথা না জানাইতে পারিব, ইহাদের প্রলোভনে একবারও না ভুলিয়া যখন নিরন্তর তাহাকেই ডাকিতে পারিব তখন বুঝিব সে আসিবে আমার উদ্ধার করিতে।

হায়! আমাকে এই কারাগারে কে আনিয়াছে? ঋষিগণ যে বলিয়াছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"—মনইত আমার অশেষ দুঃখের একমাত্র কারণ—এই মনকে আমার উদ্ধার কর্ত্তা যখন বধ করিবেন তখন এই মনই কলেবর বদলাইয়া তাঁহার সহিত মিশিবে তখনই আমার উদ্ধার হইবে।

"উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং" আমি ইহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি—এই চেষ্টাই আমার কর্ম্ম—তবেই সে ইহাকে উদ্ধার করিয়া দিবে। সন্ধ্যা পূজা জপ স্বাধ্যায় ইহারই জন্য।

নিত্য কর্ম্মের সবগুলি কর—সন্ধ্যা করিবার সময়ে মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করিবার সুবিধা যদি না হয়—যদি দেখ সন্ধ্যা পূজার সময়ে ভাবনা করিতে গিয়া সন্ধ্যা পূজায় বড় বিলম্ব হইয়া যায় তবে ঐ সময়ে ভাবনা করিও না। ঐ সময়ে শুধু মনে রাখ তোমার প্রসন্নতার জন্য তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতেছি—ঠাকুর প্রসন্ন হও—ঠাকুর তোমার প্রসন্নতা অনুভবে আনিয়া দাও। নিত্য কর্ম্ম করিয়া ভাবনা কর—বহিঃ প্রবাহিত জীব ধাতুকে—ভর্গকে—শক্তিকে হৃদয় দহরে নিজের ঘরে আনিবার জন্য হৃদয়ে হৃদয়নাথকে ভাবনা কর। জপ কর বা ধ্যান কর

বা আত্ম বিচার কর সবই ঘরে ফিরিবার জন্য। ঘরে ত প্রতিদিন সুষুপ্তিতে আইস—সে কিন্তু অজ্ঞানে—সাধনা করিয়া সজ্ঞানে গৃহে ফির তোমার স্বরূপ বিশ্রান্তি হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছি প্রত্যহ সৎসঙ্গে—সৎগ্রন্থপাঠে স্বরূপ বিশ্রান্তির কথা শ্রবণ কর—নিত্যকর্ম্মে তাঁহার আজ্ঞা পালন চেষ্টায় তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা কর—বাহিরে লোক ব্যবহারে তিনিই সব সাজিয়াছেন স্মরণে রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে সেবা ধর্ম্ম করিয়া চল নিশ্চয়ই তিনি হাতে ধরিয়া তোমাকে তাঁহার ধামে লইয়া যাইবেন—বিশ্বাস কি কর শুধু ভগবানের কর্ম্ম করিয়া যে জীবন কাটায় তারই জন্য "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"। হতাশ হইওনা—কর—পাইবেই।

চোখের জলে মায়ের পূজা।

আমার মা আসিতেছেন সরসি বক্ষে কমলিনী তোমার এত আনন্দ কেন? স্থল পদ্ম তুমি অত সুন্দর ভাবে সাজিয়াছ কেন? জবা, অপরাজিতা, শেফালিকা তোমাদের এত আনন্দ কিসের জন্য? মেঘমুক্ত নির্ম্মল গগনে শশধর হাস্য করিতেছ কেন? আমার মা আসিবেন তাহাতে তোমাদের কি? একি সকলেই আনন্দ করিতেছে, ওই পর্ণ কুটীর বাসী দীন, ওই অট্টালিকা বাসী ধনী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, নরনারী সকলেই আনন্দ করিতেছে, সকলেই দিন গুনিতেছে, সকলেই সজ্জিত হইতেছে, ওগো মা যে আমার বিশ্ব জননী, তাই জগৎ আনন্দে আত্মহারা—সবাই সাজিতেছে।

আয় মা মৃন্ময়ি, আয় মা চিন্ময়ি, আয় মা জ্যোতির্ম্ময়ি, আয় মা বিন্দু নাদ রূপিণি, আয় মা বিন্দুনাদ কলাতীতে আয় মা সচ্চিদানন্দ রূপিণি তৃষিত তাপিত ব্যথিত হৃদয়ে শত হাহাকার লইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

মা আমি বড় পীড়িত, বড় তাপিত, সহায় সম্বল কিছু নাই মা, ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, আমার যে কিছু নাই মা, আমি যে অতি দীন, ওমা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরি, তোমাকে লাভ করিবার এক মাত্র উপায় ভক্তি; সে ভক্তি ও যে আমার নাই মা—যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার জীবন ধন্য, তিনি জগতের প্রণম্য, তিনি নিশ্চয়ই তোমার কৃপা লাভে সমর্থ হইবেন।

ভক্ত শরৎ তোমার প্রণাম, তুমি আমার মায়ের বড় ভক্ত, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস কত কাঁদিয়াছ, কত ডাকিয়াছ, তোমার চক্ষু জলে কত নদ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, তোমার নয়ন সলিলে, সব মালিন্য ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, হৃদয় বড় সরস হইয়াছে, সেই সরস কোমল হৃদয়ে, স্থল পদ্ম জবা অপরাজিতা শেফালিকা রক্ত পদ্মে শ্বেত পদ্মে শিশির রূপ অশ্রুবিন্দু দিয়া মাকে পূজা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছ, মা কি না আসিয়া থাকিতে পারেন, সেই জন্য বৎসর বৎসর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া, তোমার পূজা গ্রহণ করেন, তোমার সহিত বিশ্ববাসীকে ধন্য করেন। ভাই আজ আমি তোমার সঙ্গে মার পূজা করিব। ভাইরে আমি যে তোমার মত, ভক্ত হইতে পারিলাম না। তোমার মত অশ্রুজলে মনের মালিন্য ধৌত করিতে পারিলাম না, নয়ন সলিল ভিন্ন তো, মাকে পাইবার আর কোন উপায় নাই, কোটি কোটি জন্মের কর্ম্ম সংস্কার নষ্ট করিতে, অশ্রুজল ভিন্ন আর কেহ ত পারে না, আমি মা মা বলিয়া কাঁদিতে পারিলাম না, মন ত সরস হইল না, হৃদয় কমল তো প্রস্ফুটিত হইল না, প্রেম ভক্তি জবা স্থল পদ্মের কলিকা পর্য্যন্ত হইল না। ওমা চিন্ময়ি! তবে কি আসবি না মা, আমি যে কিছু জানিনা মা, আমি যে কিছু করিতে পারিনা মা, সংসারের শত তাপে তাপিত হইয়া, সেই জ্বালা নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, মা বলিয়া ডাকিতে জানি; জানিনা মা, এই মা শব্দটী কি উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছ, মা ছোট ছেলে আর কিছু বলিতে পারিবে না, আর কিছু করিতে পারিবে না, ছোট ছেলে ডাকিবে বলিয়া, সমস্ত মন্ত্র তন্ত্র ও শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া মা এই অমৃত মাখা কথাটি গঠন করিয়াছ, মা মা মা মরি মরি কি মধুর মর্ম্মস্পর্শী মহা মন্ত্র মা মা মা দেখ মা তোর বড় বড় বিদ্বান্ পুত্রেরা কত মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করে ওই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রণাম করিতেছেন—

উৎপন্নাঃ পুরুষা বয়ং তব তনৌ ব্রহ্মেশ নারায়ণা,
ভূয়োঽপি ত্বয়ি যাম এব বিলয়ং ত্বং জন্ম নাশোজ্ঝিতা।
জানীমো মহিমানমেব ন হি তে প্রাচীন মতাদ্ভুতং
স্তোষ্যামঃ কথ মেব দেবি জগতাং ধাত্রী প্রসীদস্বনঃ॥ ৫৫

মহাভাগবতম্, ৪২ অ

ওই দেবতা গণ প্রণাম করিতেছেন—

নমোদেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তা প্রণতাঃস্ম তাম্॥

দেব্যুপনিষৎ—৩ শ্লোক দেবী মাহাত্ম্য ৫।৭

ওমা আমি যে তোর মূর্খ পুত্র মা, আমি যে অত কথা জানিনা মা, আমি শুধু মা বলিয়া ডাকিতে জানি,

দেখা দেমা কোলে নেমা মাগো।
অধম পাতকী বলে পায়ে ঠেল নাগো॥

ওমা মহাশক্তি জাগরিতা হও মা, তুমি না জাগিলে সব ধ্বংস হইয়া যায়, মা সংসার আর থাকে না। বুক ভরা বেদনা লয়ে, আজ ভারতের জন্য তোকে ডাকিতেছি, জাগ, জাগ মহাশক্তি প্রবুদ্ধা হও মা যে ভারতে দেবগণ জন্ম লাভের বাসনা করিতেন, সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাভূমি, সেই ত্যাগের মহাক্ষেত্র, সেই সমস্ত জাতির আদর্শ আর্য্যজাতির নন্দন কানন, সেই বিশ্বামিত্র বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস ও শুক দেবের পুণ্য তপোবন, সেই রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন কৃষ্ণ বলরাম যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের ক্রীড়া কানন, সেই সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী অরুন্ধতী অনসূয়াও লোপামুদ্রার তপস্যা ক্ষেত্র, সেই যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্তগণের সাধনা মন্দির, সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের মুকুট মণি, বর্ণাশ্রম যাহার দেহ, ধর্ম্ম যাহার ইন্দ্রিয়, ব্রহ্ম বিদ্যা যাহার বুদ্ধি, ব্রহ্ম যাহার আত্মা, সেই সুপুণ্য ভারত বর্ষের একবার দুর্দ্দশা দেখ্ মা, মাগো এদেশের সকলই যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সে গুরুকুলে বাস নাই, সে গুরুসেবা নাই, সে বেদ পাঠ নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা নাই, যে গৃহী স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া অতিথির সেবা করিতেন, সে আদর্শ গৃহী নাই, পরিবারের, মধ্যে পল্লীর মধ্যে, গ্রামের মধ্যে, নগরের মধ্যে, পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয় তো সহস্রের মধ্যে একজন আদর্শ নরনারী মিলে, সেই সর্ব্বদেশের মহা আদর্শ দেশ ভারত আজ আদর্শ হীন! হায় সেই ভরদ্বাজ কশ্যপের বংশধর, তুচ্ছ ঐহিক সুখের জন্য পর পদ লেহন করিতেছে, সন্ধ্যা গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিয়া কুকুরের মত জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, ব্রাহ্মণের অধঃপতনে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৃগাল কুকুরের মত ক্ষুদ্র স্বার্থের পদে জীবন দান করিয়াছে। নারী পতিঃ ভক্তি হীনা, প্রবলা, স্বেচ্ছাচারিণী। তাই বলি মা আজ ভারতে মহা অকাল, ওমা যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া একবার জাগো মা। মা দেবগণের নিকট বলিয়াছেন।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্॥

চণ্ডী

স্বধর্ম্ম নিষ্ঠগণের ভীষণ দুর্গতি, চতুর্দ্দিকে রাক্ষসের ঘোর অত্যাচার, যায় ধর্ম্ম, যায় কর্ম্ম, সব যায় তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য কর, দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যপূর্ণ ভারতে অবতীর্ণ হও মা আবার স্বয়ং আদর্শ হইয়া জগতকে ধর্ম্ম শিক্ষাদাও মা—। এ'কি আমি কি পাগল হইলাম, ওই যে আমার মায়ের বোধন হইতেছে—

ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ।
অকালে ব্রহ্মণো বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥

আজ এই মন্ত্র ধ্বনিতে, যেন সেই ত্রেতাযুগের চিত্র সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীরঘুনাথ বড় বিপন্ন তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীকে, দুর্ব্বৃত্ত দশানন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কৃতজ্ঞ সুগ্রীব হনুমানের দ্বারা সীতার সংবাদ লইয়া, শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, সম্মুখে অপার জলধি—সকলেই চিন্তিত, এমন সময় বিভীষণ আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল, শত্রুর ভ্রাতা বলিয়া সুগ্রীব একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল অনাথের নাথ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর শ্রীজানকী নাথ বলিলেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভুতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

শরণাগত হইয়া একবার যে তোমার আমি বলে তাহাকে আশ্রয় দানই আমার ব্রত। বিভীষণ অভয় পদে স্থান লাভ করিল তৎক্ষণাৎ তাহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

সুগ্রীবের আদেশে

রচয়ামাস জলধৌ সেতুং ময়সুতো নলঃ।

মহাসাগরের সেতু নির্ম্মাণ হইল, তাহা শুনিয়া রাবণ কম্পিত হইয়া উঠিল।

শ্রীরঘুনাথ

কোটিলক্ষৈ র্মহাবাহু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।

কোটি লক্ষ বানর সেনা ও লক্ষণের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। লঙ্কার জল, স্থল, বৃক্ষ, প্রাকার, বানরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল। শ্রীভগবান্ সুদৃঢ়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া চিন্তা করিলেন।

ন বিনারাধনং দেব্যাঃ শক্রং জেতুং ক্ষমো ভবেৎ।

দেবীর বিনা আরাধনায় শত্রুকে জয় করিতে পারিবনা তাঁহার কৃপা ব্যতীত ত্রিলোক বিজয়ী বীরও তৃণতুল্য শক্তিহীন। কিন্তু এই দক্ষিণায়নে দেবী নিদ্রিত। অকালে দেবীকে কি প্রকারে পূজা করি? এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাম চন্দ্র, পিতৃ রূপিণী দেবীকে অর্চ্চনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন॥

"প্রবৃত্তোঽপর পক্ষশ্চ প্রতিপত্তিথি রদ্যতু"।

আজ অপর পক্ষের প্রতিপদ তিথি আজ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত "পার্ব্বণেনৈব বিধিনা" পার্ব্বণ বিধি ক্রমে পিতৃরূপিণী জয় দায়িনী দেবীর অর্চ্চনা করিব ইহা স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—

লক্ষ্মণ! করিষ্যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ মপরাহ্নে হ্যভক্তিতঃ।

অদ্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিব। এই কথা সকলেই অনুমোদন করিলেন। শ্রীরঘুনাথ দেবীকে চিন্তা করতঃ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলেন। প্রথম দিন চতুরঙ্গ বলান্বিত অকম্পন, যুদ্ধ করিতে আসিয়া হনুমানের হস্তে দেহ ত্যাগ করিল। দ্বিতীয় দিন ধূম্রাক্ষকে, শ্রীরঘুনাথ বিনাশ করিলেন। তাহার পর রাবণের মাতুল প্রহস্ত রাত্রিযুদ্ধে শ্রীজানকীনাথের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাবণ মাতুলের শোকে রোদন করিতে লাগিল, মেঘনাদ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাত্রিকালে অতর্কিত ভাবে আসিয়া নাগ পাশের দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিল। মহানিশায় বিভীষণ আসিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিলে পর লীলাতনু শ্রীভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া

সস্মার দেবীং সর্ব্বাণীং মহাভয় নিবারিণীং।

মহাভয় নিবারিণী দেবীকে স্মরণ করিলেন। গরুড় আসিয়া নাগ পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। প্রভাতে রাবণ তাহা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিল।

তস্মিন্নিপতিতাঃবীরা দশকোটি সহস্রশঃ।

সেইযুদ্ধে দশকোটি সহস্রবীর রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। ভয় বিহ্বল রাবণ ক্ষত বিক্ষত দেহে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। রাবণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কুম্ভকর্ণকে উদ্‌বোধিত করিল কুম্ভকর্ণ পঞ্চ লক্ষ কোটি রাক্ষস সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইল। এই ভীষণ যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করতঃ বলিলেন—

ব্রহ্মন্ ত্রিজগতাং নাথ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ং।
রক্ষার্থং জগতশ্চাস্য মানুষত্বং সমাগতঃ॥

ত্রিজগতের নাথ স্বয়ং বিষ্ণু জগতের রক্ষার জন্য আপনার প্রার্থনায় নরদেহ ধারণ করতঃ, রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন উপস্থিত মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।

"ত্বং যাহি ধরণীদেব জয়ার্থং রাঘবস্যতু।
বৃহৎ স্বস্ত্যয়নং ব্রহ্মন্ কুরুষ ত্রিজগৎপতে"।

আপনি ধরণীতে যাইয়া শ্রীরাঘবের জয়ের জন্য বৃহৎ স্বস্ত্যয়ন করুন। ব্রহ্মা দেবগণের সহিত লঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ প্রজাপতিকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, কিরূপে রণ দুর্ম্মদ রাক্ষসগণকে জয় করিব। শুনিতেছি কুম্ভকর্ণ পঞ্চ লক্ষ কোটি রাক্ষস সৈন্য সহ, যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং অধুনা আমি ভীত হইয়াছি ইহাদের জয়ের উপায় বলিয়া দিন।

তুমি ভীত হইবে বৈকি—তুমি ভয়ের ভয় কিনা---কত ছলনাই জান প্রণাম তোমায়। লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন

"তব নাবিদিতং কিঞ্চিৎ তথাপি কমলাপতে"

হে কমলাপতি তোমার কিছু অবিদিত নাই। তথাপি হে জগন্নাথ, যুদ্ধে জয় লাভের জন্য যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা বলি শ্রবণ কর।

"ত্রৈলোক্য জননী দেবী ব্রহ্মরূপাহি যা পরা।
কাত্যায়নী তবোপাস্যা মহাভয় নিবারিণী॥"

ত্রৈলোক্য জননী, পরম ব্রহ্মরূপিণী, কাত্যায়নীই মহাভয় নিবারণী, সর্ব্বলোকের জয়দায়িনী, স্বয়ং অপরাজিতা সেই সঙ্কট তারিণীর আরাধনা কর, বিনা তাঁহার প্রসন্নতায়, রাবণাদি মহাবল নিশাচরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ লঙ্কাজয় কর, রাবণের পরাজয়ে এই উপায় মাত্র দেখা যায়—

"দুষ্ট প্রমর্দ্দিনী সৈবং সতামপি জয়প্রদা"

সেই দুষ্ট দর্প নাশিনী সাধুগণের জয়প্রদা, সংগ্রামে জয় ও জগতের রক্ষার জন্য, তাঁহাকে পূজা কর। রাবণ পরম ভক্ত, দেবীর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত, তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। দেবী পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ কর তাহার সেই অভয় বাণী মনে পড়ে কি "হে রাম তুমি সংগ্রামে সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে

তজ্জন্য রাবণের বাণ সকল মায়ামানুষ তুমি তোমার দেহ ভেদ করিতে পারিবেনা। তাহার পরাক্রম দেখিয়া ভীত হইওনা; লঙ্কায় অকালে আমায় যথাবিধি পূজা করিয়া আমার প্রসাদে রাবণকে জয় করিতে পারিবে” এ বৃত্তান্ত তোমার অজ্ঞাত নাই কেবল আমায় জিজ্ঞাসা করিলে সেই জন্য বলিলাম। হে রাম! সেই জয়-দায়িনী দেবীকে, ও আমার পুত্র বশিষ্ঠ, তোমার গুরু, তাহার দত্ত মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক, যুদ্ধ করতঃ সবন্ধু রাবণকে বিনাশ কর। উপস্থিত তাঁহার পূজায় যত্ন কর, শুক্ল পক্ষ প্রবৃত্ত হইলে রাবণ যদি পূজা করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না।

শ্রীরঘুনাথ বলিলেন “নিদ্রিতা চ মহাদেবী” বিশেষ কৃষ্ণ পক্ষ, কি প্রকারে অপ্রবুদ্ধা দেবীর পূজা করিব। ব্রহ্মা বলিলেন “অহং ত্বাং বোধয়িষ্যামি যুদ্ধে তব জয়ায়বৈ” আমি অকালেই তাঁহাকে বোধন করিব। ব্রহ্মা দেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য সংস্থিতা তান্ত্রিকী মূর্ত্তির পরিচয় দিলেন তাহার পর বলিলেন।

“পৌরাণিকী তু যা মূর্ত্তি দেবী দশভূজা পরা।
তস্যা মূর্ত্তিং বিনির্ম্মায় মৃন্ময়ীং সিংহবাহিনীং॥”

দেবীর পৌরাণিকী যে দশভূজা মূর্ত্তি, তাঁহার মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ, সিংহ বাহিনী সেই দেবীকে, তোমার জয় লাভের জন্য পূজা করিব। অদ্য আর্দ্রা নক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণা নবমী, অদ্য হইতেই, তোমা কর্ত্তৃক বৃত হইয়া, রাক্ষস রাজের বধ পর্য্যন্ত, নিত্য দেবীকে প্রবোধিত করিয়া পূজা করিব। তুমি শুচি হইয়া দেবীর স্তব কর। শ্রীরঘুনাথ স্তব করিলেন।

“নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামে জয়দায়িনি।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে।
সর্ব্বশক্তিময়ে দুষ্ট শক্তি মর্দ্দন কারিণি॥
দুষ্ট জৃম্ভিনি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
ত্বমেকা পরমা শক্তি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা।
দুষ্ট সংহত্রি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
রণপ্রিয়ে রক্ত ভক্ষ্যে মাংস ভক্ষণ কারিণি”।
প্রপন্নার্ত্তি হরে যুদ্ধে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীরঘুনাথ এইরূপ ভাবে স্তব করিলেন সহসা আকাশবাণী হইল।

“মা ভৈ স্বং রঘু শার্দ্দূল মহাবল পরাক্রম।
বিজেষ্যস্যচিরেণৈব লঙ্কাং হত্বা নিশাচরান্”।

হে রঘু শ্রেষ্ঠ ভীত হইও না—শীঘ্রই তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া লঙ্কা জয় করিবে।

ব্রহ্মা তু বিল্ববৃক্ষে তাং দেবীং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
বোধয়ামাস রামস্য জয়ার্থং জগদম্বিকাং" ॥

ব্রহ্মা বিল্ববৃক্ষে দেবীকে ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া বোধন করিলেন, পূজা দেবী সূক্ত ও স্তব পাঠে দেবী প্রবোধিতা হইলেন তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বলিলেন।

দেবি আপনি সর্ব্বভূতের হিত ও রাক্ষস বধের জন্য, আমা কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদির সহিত রাবণ যুদ্ধে পতিত না হয়, তাবৎ আমরা আপনার পূজা করিব, আমাদের পূজা গ্রহণ করতঃ রাক্ষস কুল নির্ম্মূল করুন। দেবী সহাস্য মুখে বলিলেন, অদ্যই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ পতিত হইবে। কৃষ্ণা নবমী হইতে শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত, রাক্ষসগণ দিনে দিনে পতিত হইবে। অমাবস্যার নিশায় মেঘনাদ হত হইবে, তাহার পর দেবান্তকাদি রাক্ষসগণের সহিত রাবণ, রণক্ষেত্রে আসিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিবে। দেবান্তকাদি নিহত হইলে, শুক্লা সপ্তমী হইতে, নবমী পর্য্যন্ত রাম রাবণের ঘোর যুদ্ধ হইবে। হে সুরগণ, সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত, তোমরা রামের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া, মৃন্ময়ী প্রতিমাতে আমার বিশেষ পূজা করিবে। সপ্তমীর দিন মূলাযোগে, যথাবিধি পত্রিকা প্রবেশ করিবে। তদনন্তর আমি রামের ধনুঃশরে প্রবিষ্ট হইব, অষ্টমীতে আমি রাঘবের বাণে আশ্রয় লইব, অষ্টমী নবমীর সন্ধি সময়ে, আমি দশাননের মস্তক পুনঃ পুনঃ ছেদন করিব। তাহার পর নবমীতে, বিবিধ বলির দ্বারা আমার পূজা করিবে, আমি অপরাহ্নে রাবণকে পাতিত করিব। দশমীর দিন প্রাতে পূজা করিয়া মহোৎসব সহকারে, আমার মূর্ত্তি স্রোত জলে বিসর্জ্জন করিবে।

"নিবৃত্তিং প্রাপ্স্যথ সুরা হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।"

দেবী এইরূপ পূজার উপদেশ করিয়া বলিলেন ত্রৈলোক্যবাসী যাহারা আমার এইরূপ কৃষ্ণা নবমী হইতে শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত পূজা করিবে তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। তাহাদের শত্রু ভয় থাকিবেনা, আধি ব্যাধি কিছু থাকিবে না, ঐহিক পারত্রিক সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে তাহাদের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে। ব্রহ্মা দেবীর আদেশ মত পূজা করিলেন দেবীর প্রসাদে শ্রীরঘুনাথ রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া শ্রীজানকীকে উদ্ধার করেন।

ত্রেতা যুগে দেবীর অকাল বোধন হইয়াছিল সেই ত্রেতা যুগ হইতে মা আমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিবৎসর শরৎকালে আসিয়া পূজা গ্রহণ করেন।

ওরে আমার স্বরূপহারা জীব তুমি তো বৎসর বৎসর শারদীয়া পূজা করিতেছ, কৈ শান্ত হইতে পারিলে, কৈ আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইল। তবে কি সব অলীক কবির কল্পনা, না না কবির কল্পনা নয়, তবে পূজা করা ঠিক হইতেছেনা, তুমি মৃন্ময়ী মাকে বাহ্য উপচারের দ্বারা পূজা করিতেছ, আর তাহার বিনিময়ে যশঃ অর্থ আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছ, এ ব্যবসাদারী ভালবাসা, এ বণিক্ বৃত্তিতে, যুগ যুগান্তরে কল্প কল্পান্তরেও শান্তি পাইবেনা। মাকে পাইবার জন্য সত্যই যদি তুমি ব্যাকুল হইয়া থাক, তাহা হইলে মৃন্ময়ী মাকে প্রণাম করিয়া, একটু নির্জ্জনে চল, মহাপুরুষগণ ত্রিতাপ তাপে তাপিত দুঃখী জীবকে, এইরূপ উপদেশ করেন। নির্জ্জনে যাইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করতঃ, চক্ষু নিমীলিত কর, প্রথমেই সমুদ্র, যতদূর দৃষ্টি যায় অনন্ত নীল জলরাশি চিন্তাকর, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঢলিয়া পড়িতেছে এই তরঙ্গের সহিত মনের তরঙ্গ মিশাইয়া দাও, ওই সমুদ্রের ভীম গর্জ্জনে তোমার শত হাহাকার এখনই দূর হইয়া যাইবে, সমুদ্র চিন্তায় মন একটু শান্ত হইলে, সমুদ্রতীরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ বানর সৈন্যগণকে চিন্তা কর, সেতুবন্ধন, লঙ্কায় প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, অকম্পন ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্তের নিধন চিন্তাকর, সেই ভব বন্ধন মোচনকারী দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নাগ পাশ স্বীকার রূপ লীলাচিন্তা কর, নাগপাশ বদ্ধ রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া শ্রীসীতার আকুল ক্রন্দন চিন্তাকর, একে একে রাবণের যুদ্ধ, পলায়ন, কুম্ভকর্ণের রণসজ্জা, দেবগণের সহিত ব্রহ্মার লঙ্কায় আগমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর অকালে পূজার আয়োজন, চিন্তা কর। ওরে আমার স্বরূপ হারা জীব, এ দেহের আমিত্ব ত্যাগ করিয়া, যে ব্রহ্মাণ্ডে আজ আমার মায়ের বোধন হইতেছে, লীলা মনন করিতে করিতে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে, সেই জ্যোতির দেশে, চল, সমস্ত দৃশ্য তুমি স্বয়ং দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মা বোধন কালীন স্তব করিতেছেন সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইবে।

একানেকা সূক্ষ্মরূপা বিকারা
ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি কোটিং প্রসূযে।
কোঽহং বিষ্ণুঃ কোঽপরো বা শিবাখ্যো
দেবাশ্চান্যে স্তোতুমীশাভবেমঃ॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বঞ্চ বৌষট্
ত্বঞ্চোঙ্কার স্বঞ্চ লজ্জাদি বীজম্।

ত্বঞ্চ স্ত্রী ত্বং পুমান্ সর্ব্বরূপী
ত্বাং সন্নত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥

মহাভাগবত ৪৫ অধ্যায় বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২২ অধ্যায়।

চল চল সেই ধ্যানের রাজ্যে চল দেবগণসহ ব্রহ্মা, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, বানর সৈন্যগণ, এবং মৃন্ময়ী প্রতিমায় জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্ময়ীর আবির্ভাব স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, ধন্য হইবে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে। সেই জ্যোতি সমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। এস স্বরূপ হারা জীব এইরূপে মার পূজা করি। এ বড় সুন্দর পূজা—প্রথমে স্থূল ধ্যান; স্থূল ধ্যান করিতে করিতে জ্যোতি ধ্যান—বহুভাগ্যবশে যদি কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তাহা হইলে সূক্ষ্মধ্যান। দেবী বলিয়াছেন "অহং রুদ্রায় ধনু রাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ" আমি ত্রিপুরকে ধ্বংস করিবার জন্য রুদ্রের ধনু জ্যাযুক্ত করিয়াছি। তুমি রোদন পরায়ণ তাই রুদ্র ও রে আমার স্বরূপ হারা জীব, তুমি তো প্রণব ধনু লাভ করিয়াছ, অপ্রমত্তভাবে, ব্রহ্ম লক্ষ্যে আত্ম শর ক্ষেপন কর, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিপুর ধ্বংস হইয়া যাক্। চল আর এক পথে চল, সে পথে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে হয় পৃথ্বি চক্রে চতুর্দ্দল কমলে ভক্তি রূপিণী কুণ্ডলিনী নিদ্রিত; হস্তীর উপর ইন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট শিশু ব্রহ্মা, চতুর্ব্বেদ মন্ত্রের দ্বারা, তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ কুল কুণ্ডলিনী জাগরিতা না হইলে, পূজা জপ সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ওরে আমার স্বরূপ হারা জীব, এই ভক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনী না জাগায়, তোমার বহুজন্ম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, এজন্ম যেন বৃথা না যায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক বল

জাগো কুল কুণ্ডলিনী মা।
অন্ধকারে অন্ধ করে আর রেখোনা ॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ভেদ করি
অনাহত সরসিজে কেন তুমি যাও না ॥
সেথা চরণে নূপুর পরি বিশুদ্ধ আজ্ঞা ধন্যকরি
সহস্রারে ওগো শিবে বাস করনা ॥
দেহ গেহ পরিজন, এ বিষম বন্ধন
জেগে উঠে ওগো তারা কেটে দাওনা ॥

আঁধারে আতঙ্কে মরি জাগো জাগো হে শঙ্করি।
কাল ওই ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক বোধন কর।

ওরে আমার স্বরূপ হারা জীব তুমিই তো রাম তোমার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে ইন্দ্রিয় রূপ দশমুখ বিশিষ্ট মন রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনা শক্তি সাধনায়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, ইন্দ্রজিত, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, দেবান্তকাদি, রাক্ষসগণ ধ্বংস হইবে না দৃশ্যরূপ সৈন্যগণ সহ মন রাবণ মরিবে না। মন রাবণ না মরিলে "সা ব্রহ্মবিদ্যা" সেই ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী সীতাকে লাভ করিতে পারিবেনা। মায়া সমুদ্রে সদ্‌বৃত্তি বানরগণের সাহায্যে নামের সেতু বন্ধন কর; প্রণবধনুঃ হস্তে রাবণকে আক্রমণ কর, তুমি রাম! কতক্ষণ রাবণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে? রাবণ দেহত্যাগ করিলে সীতা উদ্ধার হইবে, তুমি আত্মারাম হইয়া যাইবে এই পরম তত্ত্বলাভে তোমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে।

কৃষ্ণ পক্ষ, বড় অন্ধকার বোধ হইতেছে নয়? জন্ম জন্মান্তরের শত শত কুকর্ম্ম ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে, আচ্ছা হউক অন্ধকার, ডাকিতে ডাকিতে অন্ধকার অন্তর্হিত হইবে, মা জাগরিতা হইবেন, শুক্ল পক্ষ প্রবৃত্ত হইবে। প্রতিপদে শ্রবণের আলো, দ্বিতীয়ায় কীর্ত্তনের আলো, তৃতীয়ায় স্মরণের আলো, চতুর্থীতে পাদ সেবনের আলো, পঞ্চমীতে অর্চ্চনের আলো, দিন দিন তোমার আলোক বৃদ্ধি হইবে, দৃশ্যরূপ শত সহস্র সৈন্যগণ সহ কামক্রোধাদি নিশাচর সকল, নিত্য দেহ ত্যাগ করিবে। ষষ্টীতে বন্দনের আলোকে দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিবে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, মন রাবণের সহিত এই তিন দিন ভীষণ যুদ্ধ হইবে, আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই মন রাবণ দেহ ত্যাগ করিবে। দশমীর প্রাতে সচ্চিদানন্দ সাগরে দ্বৈত প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী সীতাকে লাভ করতঃ মহোৎসব করিবে। তাহারপর তুমি আপন রাজ্যে রাজা হইবে। সদ্‌বৃত্তি বানর সকল দেশে চলিয়া যাইবে।

ওরে আমার স্বরূপ হারা জীব তুমি এ উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ না? তা পারিবে কেন, তুমি যে কলির জীব। আচ্ছা বুঝিয়া কাজ নাই দুর্গা দুর্গা বলিয়া ডাক।

যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ্দেবী দুর্গেতি কথ্যতে॥—দেব্যুপনিষৎ

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দুর্গা দুর্গত্রাণকারিণী

দুর্গোদৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডেচ জন্মনি ॥

সেই দৈত্যদলনী মহাবিঘ্ন নাশিনী ভববন্ধ বিমোচিনী কুকর্ম্ম ধ্বংস কারিণী শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, নিবারিণী মাকে ডাক—

মা আমার সর্ব্বরূপিণী। মাকে ডাকিলেই তুমি আত্মলাভে সমর্থ হইবে।

যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা।
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদচ নারদ ॥

দেবী ভাগবত ৩।৭।১৫

মা ভিন্ন আর কিছুই নাই পরমাত্মা মায়ের নামান্তর মাত্র। মা-মা-বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক, বল মা পতিত পাবনি, মা দীন তারিণি, ওমা নগেন্দ্র বালিকে, ওমা বিশ্ব পালিকে, ওমা আমায় দয়া কর মা, ওমা, তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই মা, কাহার কাছে যাইব, কাহাকে জানাইব, মা মা বলিয়া অবিরাম ডাক, যেমন ক্ষুধার্ত্ত শিশু মা-মা বলিয়া ডাকে, যতক্ষণ না মা সাড়া দেন কোলে তুলিয়া না লয়েন, ততক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে থাকে, সেইরূপ যতদিন না চিরদিনের মত আশ্রয় পাও, ততদিন মা-মা বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাক আর কাঁদ আসুক ঝঞ্ঝাবাত, আসুক বজ্রাঘাত, আসুক মহাপ্রলয়, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনিবার মা-মা বলিয়া ডাক আর কাঁদ তোমার জীবনের এমন একটা সুপ্রভাত আসিবে, মা আমার হাঁসিতে হাঁসিতে সম্মুখে আসিয়া বলিবেন, ওরে আমি তোর মা এসেছি, আর কাঁদিস্ না। মা কোলে নেবে চুমো খাবে আদর করিবে, কোটি কোটি জন্মের জ্বালা এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইবে। ওগো আমার ডাকে মা আসিবে তবে আর ভাবনা কি ডাকি মা—মা—মা—ওমা—মা-মা-মা।

ভারতে দুর্গোৎসব বড় পুণ্য মহোৎসব, এ উৎসবে সকলেই আছেন, দাশরথি দয়াল রাম আছেন, সতীপতি ইন্দ্রভূষণ কেদার নাথ আছেন, শিব রাম একত্র সম্মিলন কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই যোগত্রয়ের আনন্দ একাধারে আছেন। সকল কার্য্যের অধ্যাক্ষ ব্রহ্মা আছেন, অন্যান্য দেবতাগণ আছেন। এ উৎসবের অনুষ্ঠানে, এউৎসবে যোগদানে, এ উৎসবের অনুমোদনে, পাপীতাপী সকলেই তাঁহার মহিমায় ধ্রুবানন্দ লাভ করিবে সকলেই শান্তি লাভে সমর্থ হইবে। উৎসব

কর. উৎসব কর, উৎসব কর, মৃন্ময়ীর পূজা কর, চিন্ময়ীর ধ্যান কর স্বরূপে স্থিতি লাভের জন্য সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন রূপ মহা তপস্যা কর।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে
ভয়েভ্য স্ত্রাহিনো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

হে দয়ালগুরো আমায় পূজার পুষ্পচয়নের আদেশ করিয়াছিলেন এই ক্ষুদ্র অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া পুষ্প আনিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। আপনি সন্তুষ্ট হউন।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
প্রবোধ।
(দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী)

সমালোচনা।

সচিত্র সাধন বিজ্ঞান ১ম কাণ্ড ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ—শ্রীমদ্ যোগ প্রকাশ ব্রহ্মচারী। মূল্য বার আনা। দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ও শ্রীচতুরানন ঘোষ ঠাকুর্ বি, এ, ৯৯ রামপুরা বেনারসসিটি এই দুই স্থানে পাওয়া যায়।

সাধনা তপস্যাই ভারতকে বড় করিয়াছিল। তপস্যা ছাড়িয়াই ভারত আজ হীন বল। তপস্যার স্থান অধিকার করিয়াছে বচন। "বাচা বিবেকস্তুবিবেক এব"—বচনে বিবেকটা অবিবেকই। যে পুস্তকে অনুষ্ঠানের কথা থাকে তাহা ভারতে সর্ব্বত্র আদৃত হওয়া উচিত। সাধন বিজ্ঞানের ৭৯ পৃষ্ঠায় মনকে ধ্যানে স্থির করিবার একটি প্রাথমিক সহজসাধ্য অনুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে।

মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া স্থিরভাবে উপবেশন (অভ্যস্থ আসনে বসিয়া) পরে ভ্রূমধ্য, নাসাগ্র বা নাভিগহ্বরে কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, ধীরে ধীরে নিমীলন পূর্ব্বক, ঐ ভ্রূমধ্য, নাসাগ্র বা নাভিকুণ্ড হইতে তোমার দৃক্‌শক্তি (দেখিবার ইচ্ছা) সহ মনকে নাসাছিদ্রপথে আকৃষ্ট বা প্রবিষ্ট বায়ুর সহিত প্রথমতঃ হৃদয়-গহ্বরে লইবে ; তাহা ভালরূপ অনুভব হইলে, তৎপরে নাভি হইতে গুহ্যমূল পর্য্যন্ত অনুভব করিবে। ইহাও সম্যগ্‌রূপ অনুভূতি হইলে শ্বাস গ্রহণকালীন ঐ আকর্ষণ মেরুপথস্থ সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধগামীগতি ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইয়া, মনঃস্থির ও শ্বাস প্রশ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী এক অপূর্ব্ব আসন বিকাশ

হইতে থাকিবে—ইত্যাদি। অবশ্য সাধনা বিশেষতঃ—যোগের সাধনা গুরুর নিকটে থাকিয়াই শিক্ষা করা উচিত। এই পুস্তকে অনেক তত্ত্ব কথাও আলোচিত হইয়াছে। সকলস্থানে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে না পারিলেও বলা যায় যে উপন্যাস প্লাবিত দেশে এই পুস্তকের প্রয়োজন আছে। এই পুস্তক আদৃত হইলে আমরা বুঝিব সমাজের ভাল দিন আসিতেছে।

শ্রীসদাশিব
শরণং
নমো গণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা বেদপাঠ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগবিদের সংখ্যা অত্যল্প, অতএব বেদপাঠ করিলেও, তাঁহারা বেদের স্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, পারেন না। সপ্তব্যাহৃতির তত্ত্ব যিনি অবগত নহেন, বেদ পাঠ করিলেও, বেদের স্বরূপ তাঁহার জ্ঞান নেত্রে প্রতিবিম্বিত হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় আরণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে ও গোপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভূলোক ঋগ্বেদ, ভুবলোক যজুর্ব্বেদ এবং স্বর্লোক সামবেদ। স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য এই পঞ্চলোক বা পঞ্চ ব্যাহৃতি স্বর্লোক। * "ব্যাহৃত" শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে

---

* "ভূরিত্যেবং ঋগ্বেদাদজায়ত ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ স্বরিতি সামবেদাৎ।"
ঐতরেয়ব্রাহ্মণ।

"ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যেতা বাব ব্যাহৃতয় ইমে ত্রয়োবেদা ভূরিত্যেব। ঋগ্বেদো ভুব ইতি যজুর্বেদঃ স্বরিতি সামবেদঃ * * *—ঐতরেয় আরণ্যক।

"সতাংস্ত্রীন্ বেদানভ্যশ্রাম্যদভ্যতপৎ সমতপৎ তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ। সন্তপ্তেভ্যস্ত্রিস্ত্রো মহাব্যাহৃতীনিরমিমত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি।"—গোপথব্রাহ্মণ।

"প্রজাপতিলোকানভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যাসম্প্রাস্রবত্তামভ্যতপত্তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পারিবে ভূলোকাদি লোকত্রয়কে কি নিমিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, অপিচ তোমার পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইবে. "যিনি যোগবিৎ, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ", "যিনি যোগ জানেন, তিনি সব জানেন", এই সকল কথার মূল্য কত, "সপ্তব্যাহৃতিই গায়ত্র্যাদির সপ্তছন্দঃ", এই অতীব গম্ভীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, বেদের স্বরূপ দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক আছে, ভূরাদি সপ্তলোক প্রত্যেকে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভোগ-নিবন্ধন ত্রিবিধ। যাঁহারা বলেন, "পৃথিবীতেই সব", পৃথিবী ছাড়া লোকান্তর নাই, তাঁহারা অত্যন্ত স্থূলদর্শী, তাঁহাদের প্রতিভা নিতান্ত মলিন। পৃথিবীতে স্বর্গ আছে, একথা ভুল নহে, কিন্তু পৃথিবী ছাড়া লোকান্তর নাই, একথা ভ্রমপ্রমাদ পরিকল্পিত, বেদ ও শাস্ত্রশাসন, ইহা স্থূলদর্শীর—আসন্ন চেতন, দুর্ভাগ্য নাস্তিকের কথা। স্বর্গের (Heaven) কথা সর্ব্বজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে আছে, কিন্তু বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রভিন্ন,কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গের বিশুদ্ধরূপ, স্বর্গের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি চিত্রিত হয় নাই। স্বর্গকে অনেকে নিরবচ্ছিন্ন সুখময় স্থান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বেদও তন্মূলক শাস্ত্র পাঠ না করিলে, "স্বর্গ" কেন সুখময় স্থান, সুখময় ও দুঃখবহুল স্থান হইবার হেতু কি, স্বর্গের মধ্যেও সুখের বা ভোগের তারতম্য আছে, স্বর্গ একরূপ নহে, এই সকল বিষয় জানিতে পারা যায় না। সত্ত্বগুণ প্রধানদেশ সুখ প্রধান হইয়া থাকে, যে চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান সে চিত্ত স্বর্গীয়। 'স্বর্গ' নামক কোন স্বতন্ত্র লোক আছে কিনা, প্রকৃত তত্ত্ববিদের হৃদয়ে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা যোগী, যাঁহারা যথাবিধি সন্ধ্যা করেন, তাঁহারা প্রতিদিন সপ্তলোকে বিচরণ করেন, ভূরাদি সত্যান্ত লোক সমূহ প্রত্যক্ষ করেন, প্রত্যেক লোকবাসীর সহিত আলাপ করেন, কোন্ লোকে কি কি আছে, তাহা দেখিতে পান্ অতএব স্বর্গাদি লোক সমূহ কল্পনার বিজৃম্ভন বা বৈকল্পিক পদার্থ নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কলা নিপুণ সুধীবর্গ বিমান দ্বারা বহু উর্দ্ধে উঠিলেও, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও যে, স্বর্গলোকের সীমাতে উপনীত হইতে পারেন নাই, স্বর্গ বা স্বর্গবাসি দেবতাদিগকে দেখিতে পান নাই, তাহার কারণ স্বর্গধাম আরো উর্দ্ধেস্থিত, অপিচ যে চক্ষু দ্বারা স্বর্গ ও স্বর্গবাসি দেবতা গণকে দেখিতে পাওয়া যায়, যথোক্ত জড় বিজ্ঞান-ও-কলাবিৎ পুরুষদিগের সে চক্ষুঃ অদ্যাপি উন্মীলিত হয় নাই, দিব্য দর্শন বিনা দেবদর্শন হইতে পারেনা,

দিব্যদর্শন বিহীনের অতি নিকটবর্ত্তি দেবতাও অদৃশ্য থাকেন, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবান্‌কে কি সকলেই দেখিতে পান? যিনি যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহাকে স্বর্গাদি লোকান্তর বা দেবতাগণের দর্শনার্থ কোথাও যাইতে হয় না, স্থূল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়না, তিনি এই ভূলোকের কোন একদেশে অবস্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ভুবনকে দেখিতে পান, স্বীয় হৃদয়াকাশে সতত বিরাজমান দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যাহা বলিতেছি, তাহা বহুশঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা সত্যের সত্য, বিশ্বাস করিও তাহা কল্পনামূলক বাক্য নহে।

জিজ্ঞাসু—আমি বিশেষতঃ উপকৃত হইতেছি, আপনি অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলিতেছেন। জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এই ভূলোকে যেমন বিবিধ রমণীয়, পুষ্পফল শোভিত বৃক্ষসমূহ আছে, মনোহর নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি আছে, এই ভূলোক যেমন বহু প্রকার জীবের আবাস স্থল, নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ, স্বর্গধামেও কি সেইরূপ বিবিধ রমণীয় ফল পুষ্প শোভিত বৃক্ষ আছে, মনোহর নদী পর্ব্বত প্রভৃতি আছে, সেখানেও কি বহু লোক বাস করে? সেখানেও কি শ্রুতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়? সুস্বাদু রস আস্বাদন করিতে পারা যায়, সেখানেও কি নয়নতৃপ্তিকর হৃদয় রঞ্জন দৃশ্য, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়?

বক্তা—বিজ্ঞানকুশল অধ্যাপক হেকেল্ যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তোমার এইরূপ প্রশ্নের কি উত্তর দিতেন, তাহা বোধ হয়, তুমি অনুমান করিতে পার। অধ্যাপক হেকেল ইহলোক ত্যাগ করিলেও তৎসদৃশ প্রতিভাশালী পুরুষবৃন্দের অভাব হয় নাই, বরং একালে তাদৃশ প্রতিভা বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব এইরূপ প্রশ্ন করাতে তোমাকে অনেকের সকাশ হইতে "বর্ব্বর", "অসভ্য" ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে, বহু ব্যক্তিই তোমাকে অজ্ঞানকূপ মগ্ন, অপ্রাপ্ত বিজ্ঞানালোক জানিয়া উপেক্ষা করিবেন। অধ্যাপক হেকেল বলিয়াছেন, "ক্লেশময় জীবন হইতে সুখময় জীবন পাইবার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, অপিচ কাল কর্ত্তৃক গৃহীত আত্মীয় জনকে আর একবার দেখিবার আশায় অল্পজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ মানুষ সুখময় স্বর্গধাম আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া প্রীতি অনুভব করে, আত্মার অনশ্বরবাদে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সুখী হয়"। যাহা হোক্ তোমার ঐসকল প্রশ্নের শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে যে প্রকার সমাধান হয়, তাহা আমি পরে তোমাকে

বিশদভাবে জানাইতেছি, আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি, স্বর্গধাম অন্যান্য ধামের ন্যায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ। আধিভৌতিক স্বর্গধামে পৃথিবীধাম হইতে সমধিক সুশোভন, রমণীয়তর সদা পুষ্প ফল শোভিত বৃক্ষ আছে, নদী আছে, পর্ব্বত আছে, তুমি যাহা যাহা আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমুদায়ই সেখানে আছে, সেখানে দুঃখ নাই, রাত্রি বা অন্ধকার নাই, সেখানে শোক নাই, তাপ নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, স্বর্গধাম সদানন্দময় ধাম। সকল কার্য্যাত্মভাবই প্রাকৃতিক নিয়মে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে, কার্য্যাত্মভাব মাত্রেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই দ্বিবিধ রূপাত্মক, "সমষ্টি" শব্দ সম্যগ্ ব্যাপ্তি এই অর্থের বাচক, "ব্যষ্টি" শব্দ তদ্বিপরীত অর্থের বোধক ("অত্র সমস্ত ব্যস্ত ব্যাপিত্বেন সমষ্টি-ব্যষ্টি ব্যপদেশঃ।—বেদান্তসার)।

জিজ্ঞাসু—শ্রুতিতে তাহা হইলে, আধিভৌতিক স্বর্গের কথাও আছে ?

বক্তা—কেবল শ্রুতি কেন, প্রতীচ্য কোবিদগণের মধ্যে ও অনেকে স্বর্গের আধিভৌতিক ও অধ্যাত্মিক এই দ্বিবিধ রূপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এখন ও কেহ, কেহ আছেন। জি, ডি এভান্স (G. D. Evans) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের স্বর্গ সম্বন্ধে ব্যক্তি গত ভিন্ন, ভিন্ন মত আছে। কেহ কেহ স্বর্গকে কেবল এক প্রকার মানস অবস্থা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, স্বর্গ আমাদের অন্তরে বিদ্যমান, আমরা যে দেশে গমন করি, স্বর্গকে আমরা আমাদের সঙ্গে লইয়া যাই, চিত্ত যখন বিমল হয়, নিষ্পাপ হয়, আধ্যাত্মিক আনন্দ রসে মগ্ন থাকে, যখন সৎ সঙ্গ সুধা পানে ব্যাপৃত থাকে, যখন ভগবৎ সঙ্গ করে, তখনই স্বর্গ সুখ ভোগ হইয়া থাকে, মনের তাদৃশ ভাব বা অবস্থাই স্বর্গ। অপরের বিশ্বাস, স্বর্গ নামে সুখময় স্থান বিশেষ আছে, স্বর্গ নামক সুখময় স্থান বিশেষে ভূলোকের ন্যায় বৃক্ষাদি বিদ্যমান আছে, স্বর্গধাম বিশুদ্ধ সুখ ভোগের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সম্পন্ন। *

* "Heaven—A place as well as a state of being. Each man has a seperate and indevidual though perhaps, an indistinct idea of his own of what heaven may be. To some it is merely a *state*. It is all within. We may carry it about with us wherever we go, in the perfect rest of a conscience washed in blood ; a soul fully conscious of its acquittal from condemnation, the joy of spiritual fellow—ship with Christ and the Father. * * * To others it is all associated with a place. There must be trees, rivers, golden-pavements"—G. D. Evans.

সংসারের সুখ পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অল্প, স্বর্গ সুখ অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, অনন্ত সুখই স্বর্গের স্বর্গত্ব, স্বর্গধাম অঙ্গুরীয়ক মধ্যস্থিত হীরক খণ্ড, এধামে রজনী নাই, স্বর্গধামের সুষমা রবি কদাচ অস্তমিত হয়না, স্বর্গধামে চির বসন্ত বিরাজমান। *

জিজ্ঞাসু—পাশ্চাত্য কোবিদগণ স্বর্গধামের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কি শ্রুতি ও তন্মূলক পুরাণাদি শাস্ত্র চিত্রিত স্বর্গ ছবির সর্ব্বাংশে অনুরূপ? স্বর্গধামে কি কাল কর্ত্তৃক অপহৃত প্রিয়জনগণের সহিত বস্তুতঃ পুনর্মিলন হয়?

বক্তা—পাশ্চাত্য কোবিদগণ স্বর্গধামের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি ও শাস্ত্র চিত্রিত স্বর্গ ছবির সর্ব্বাংশে সমান নহে। মরণের পর খ্রীষ্টান্ মাত্রেই স্বর্গধামে গমন করেন, এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যিনি স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে, অন্ততঃ মরণ কালে কোন প্রকার পার্থিব বাসনা প্রবল হয়না, যিনি সদ্ভাব লইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনিই সুখময় স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, যিনি ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি মরণোত্তর, ইহ জীবনে যাহা কিছু হারাইয়াছেন, তাহা ফিরিয়া পান, আত্মীয়জনের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইয়া থাকে। ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা অবগত হইলে, তুমি স্বয়ং অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐরূপ কথা যুক্তি সঙ্গত কিনা। মৃত আত্মীয়জনের সহিত পুনর্মিলন হইতে পারে কিনা, না মরিয়াই তাহা জানিবার উপায় আছে, ছান্দোগ্যোপনিষদে সে উপায় স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। †

জিজ্ঞাসু—স্বর্গ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহাতেই আমার বিশেষ লাভ হইয়াছে, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, স্বর্গের যথার্থ চিত্রের সর্ব্বদা ধ্যান করিলে, মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, মানুষের পরমলাভের পথ পরিষ্কৃত হয়।

---

* "Eternity makes heaven to be heaven; it is the diamoand in the ring: O blessed day, that shall have no night, the sun light of glory shall rise upon the soul and never set! O blessed spring, that shall have no autumn or fall of the leaf"—Watson.

† "যোযোহস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অথ যে চাস্যেহজীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেহত্র হ্যস্যৈতে * * *—
ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

বক্তা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, স্বর্গের ছবি ধ্যান করিলে, হৃদয় পবিত্র হয়, স্বর্গের ছবি সর্ব্বদা ধ্যান করিলে, সর্ব্বদা দুর্লভ দেব দর্শন হয়, পুণ্যবানের রূপই চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, দুঃখ বিরহিত ভাবের প্রতিকৃতিই জ্ঞান নেত্রে পতিত হয়। যতক্ষণ সুখময়, পবিত্রতাময়, স্বর্গের ধ্যান করিবে, ততক্ষণ রাগ-দ্বেষের আবাসভূমি, আধি ব্যাধির, শোকতাপের লীলাক্ষেত্র, সংসারের অহৃদ্য ভীষণরূপ, বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইবে না, আহা ইহা কি কম লাভ? স্বর্গের ভাবনা করিলে, পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি নিশ্চয় মন্দীভূত হয়। পুণ্য কর্ম্ম না করিলে, চিত্তমলকে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত না করিলে, মনে সর্ব্বদা সাধুচিন্তাকে স্থান না দিলে সুখময় স্বর্গধামে উপনীত হওয়া অসম্ভব, স্বর্গের অবিকৃত ছবির নিয়ত ভাবনা করিলে, মনে নিরন্তর সদ্ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে, অতএব অবিরাম সংসারের চিন্তাতে নিমগ্ন না থাকিয়া, স্বর্গনামক কোন লোক নাই, এইপ্রকার ঘোর অনিষ্টজনক বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া, আত্মহিতার্থীর সুখময়, পবিত্রতাময় স্বর্গের ভাবনা অবশ্য কর্ত্তব্য। চিত্তকে বিমল করিতে না পারিলে, স্বর্গের ধ্যান করা সাধ্য হয় না, অতএব স্বর্গের ধ্যান করিতে হইলে, বলা বাহুল্য চিত্তকে মল রহিত করিতেই হইবে, ইহা কি পরম লাভজনক নহে? যথোক্ত লক্ষণ স্বর্গের ধ্যান করিতে, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, প্রেক্ষাবান্ মানুষমাত্রেই বোধ হয় স্বভাবতঃ উৎসাহী হইয়া থাকে। স্বর্গের ধ্যান ও উন্নতির ধ্যান, সম্পূর্ণতার (perfection) ধ্যান কি সমান পদার্থ নহে?

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

ঈশ্বরানুগ্রহ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু—যোগশিখোপনিষৎ বলিয়াছেন যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; ভাবনাই পরমেশ্বরকে পাইবার একমাত্র উপায়, যথোচিত ভাবনা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরকে পাইবার উপায়ান্তর নাই। ভাবনা কোন্ পদার্থ, তাহা আমি পূর্ণভাবে জানিতে পারি নাই, তথাপি "যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে," এই শাস্ত্রোপদেশ যে সত্য, আমার তাহা বিশ্বাস হয়, আমার ধারণা মানুষের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই যেন ভাবনামূলক, অপিচ ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা, কেহ তাঁহাকে যথার্থভাবে ভাবিতে পারেনা, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির যথার্থ ভাবনাও ঈশ্বরের অনুগ্রহাধীন, ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেহ কি নিরন্তর তাঁহার অনুস্মরণ করিতে সমর্থ হয় ? "ভাবনা" কোন্ পদার্থ, পূর্ণভাবে তাহা বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, কিরূপে ঈশ্বরকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিবার সামর্থ্য হয়, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। অবিরাম ঈশ্বরের অনুস্মরণ করিলে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরকে জানিতে পারা যায়, ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, ঈশ্বরকে নিরন্তর ভাবনা করিতে করিতে যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার যুক্তি কি ? কি ভাবে ভাবনা করিলে, যথার্থভাবে ঈশ্বরের ভাবনা হইয়া থাকে ?

"ভাবনা" কোন্ পদার্থ ? শাস্ত্রের ভাবনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বহু প্রশংসা আছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা কাহারও হইতে পারে না। তর্কদ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ, যথার্থভাবে নির্ণীত হওয়া সম্ভব নহে।

বক্তা—"ভাবনা" কোন্ পদার্থ, পূর্ণভাবে তাহা বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা, কিরূপে ঈশ্বরকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিবার সামর্থ্য হয়, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে, আত্মার প্রকৃত কল্যাণার্থীর না হইয়া থাকিতে পারে না।

ভাবনাই সর্ব্বসিদ্ধির মূল, ভাবনার যথোচিত পরিপুষ্টি হইলে, শুদ্ধচিত্ত পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

"যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে," সকলেই বুঝিতে না পারিলেও, সকলেই স্বীকার না করিলেও, ইহা যে পরম সত্য, যথোচিত ভাবনাই যে, সর্ব্বসিদ্ধির মূল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাবনাই যে, সর্ব্বসিদ্ধির মূল, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের তাহাই উপদেশ। বৈজ্ঞানিকগণ যে, অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে, উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তাহাও ভাবনা হেতুক। সাংখ্য দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "ভাবনার উপচয়—বৃদ্ধি বা যথোচিত পুষ্টি হইলে, তৎ প্রভাবে শুদ্ধস্বভাব পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে।"

প্রকৃতি যাহা যাহা করিতে পারেন, তাদৃশ পুরুষের তৎসমুদায় সাধ্য হয় "ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ"---সাং দং ৩।২৯। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ,

কাহার প্রসাদে অভিমান রাহুগ্রস্ত বৈজ্ঞানিকগণ, বৈজ্ঞানিক হন, প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হন, তাহা তাঁহারা জানেন না। ভাবনাই ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ নিরূপণের একমাত্র উপায়।

যাহার প্রসাদে বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, যে ভাবনাখ্য উপাসনা দ্বারা বহু প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার সহিত ইহাঁদের সম্যগ্ পরিচয় নাই। অকৃতজ্ঞ দুর্ভাগ্য বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাকেই অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করেন। ভাবনার সহিত সম্যগ্ পরিচয় না থাকায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির যথোচিত অনুস্মরণ না করায়, আধুনিক, অভিমান-রাহু গ্রস্ত, বিজ্ঞান-লব-দুর্দ্দগ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ, ভাবনার যথোচিত উপচয় হইলে, শুদ্ধচিত্ত পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, প্রকৃতি যাহা যাহা করিতে পারেন, তাদৃশ পুরুষের তৎসমুদায় সাধ্য হয়, অদ্যাপি এই কথা বলিতে পারেন নাই, এই কথা যে সত্য, অদ্যাপি তাহাই তাঁহাদের বিশ্বাস হয় নাই। "ভাবনা", "ধ্যান"—"চিত্তের একতান প্রবাহ", "উপাসনা", ইহারা বস্তুতঃ একপদার্থ, ভাবনা বা ধ্যানের প্রগাঢ়াবস্থাই "সমাধি"।

ভাবনা, ধ্যান, সমাধি বা উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষতঃ কোন কথা বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে, যোগশিখোপনিষৎ বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে জানিবার, ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার, ভাবনাই একমাত্র উপায়, অতএব এস্থলে "ভাবনা" সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা আবশ্যক হইয়াছে।

দুঃখী দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক যথাশক্তি সুখী হইবার চেষ্টা করে, অপূর্ণ পূর্ণ হইবার ইচ্ছা করে, শক্তিহীন, শক্তিমান্ হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, এক কথায় অভাব বিশিষ্ট অভাব মোচনের নিমিত্ত নিয়ত যত্ন করে। দুঃখীর দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ, অভাব বিশিষ্টের অভাব মোচন, যদি বস্তুতঃ অসম্ভব হইত, তাহা হইলে কোন দুঃখী কি, দুঃখ নিবারণার্থ সচেষ্ট হইত? কোন অভাব বিশিষ্ট কি, তাহা হইলে, অভাব মোচন করিতে উৎসাহী হইত?

দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না।

অপূর্ণের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টাই কি জীবমাত্রের স্বাভাবিক চেষ্টা নহে? যাহা হইবার নহে, তাহা হোক্, কেহ এইরূপ ইচ্ছা করেনা, অপ্রাপ্যকে কেহই পাইবার জন্য সচেষ্ট হয় না। দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, অভাব মোচন অসাধ্য নহে, পূর্ণত্ব প্রাপ্তি অসম্ভব নহে, এইরূপ বিশ্বাস, জীবের নৈসর্গিক; এইরূপ বিশ্বাস, জীবের স্বাভাবিক, জীবর্জগৎ তাই নিয়ত কর্ম্মশীল; দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তিই বস্তুতঃ জীবের প্রয়োজন। ঔষধ সেবন করিলে, রোগের নিবৃত্তি হইবে, রোগার্ত্তের যদি এইরূপ বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে, সে কি চিকিৎসকের নিদেশবর্ত্তী হইয়া, ঔষধ সেবন করিত? চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত, দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়, কখন, কখন বিনা ঔষধে রোগমুক্ত হয়। চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত রোগী যে বিনা ঔষধে আরোগ্য লাভ করে, তাহার কারণ কি, শুদ্ধচিত্ত হইয়া, অনুসন্ধান করিলে, উপলব্ধি হয়, "আমি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিব, লৌকিক চিকিৎসকগণ আমাকে ত্যাগ করিলেও, আমি মরিব না, অনন্ত-শক্তিমান্ বিশ্বভিষকের অনুগ্রহে আমি স্বাস্থ্য লাভ করিব," এবম্প্রকার দৃঢ়বিশ্বাসই লৌকিক চিকিৎসক-গণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত রোগীর নীরোগ হইবার এক-মাত্র কারণ। ভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই, সত্য আশা রূপে, কিছুই অসম্ভব নহে, এইরূপ শ্রদ্ধারূপে,

ভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই 'সত্য' আশা রূপে, কিছুই অসম্ভব নহে', এইরূপ শ্রদ্ধারূপে জীবের হৃদয়ে বাস করে।

জীবের হৃদয়ে বাস করে, দৃষ্ট সাধন দ্বারা উদ্ধার হইবার আশা ক্ষীণ হইলেও, মানুষের মধ্যে কেহ কেহ যে একেবারে হতাশ হয়না, প্রেমময়, করুণাবরুণালয় নিখিল কল্যাণগ্রামের আধার 'ভগবানের অনুগ্রহশক্তি আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বদিক হইতে রক্ষা করিতেছেন,' এই প্রকার বিশ্বাসই তাহার কারণ। ছান্দ্যোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "ঐতরেয় মহিদাস কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, রোগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কেন তুমি বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি এ রোগে মরিব না, আমি ষোড়শ শতবর্ষ এই শরীরে বাস করিব'। সত্য সংকল্প, বেদবিৎ মহিদাস স্বীয় সংকল্পপ্রভাবে ষোড়শ শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। ছান্দ্যোগ্যোপ-নিষৎ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহিদাসের ন্যায় আস্তিক হইবে—শ্রদ্ধাবান হইবে, বেদজ্ঞ ও বেদনিষ্ঠ হইবে, সেই ব্যক্তিই এই প্রকার দীর্ঘজীবী হইবে, সন্দেহ নাই ("এতদ্ধস্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শবর্ষশতমজীবৎ স হ ষোড়শং বর্ষ শতং জীবতি য এবং বেদ।"—ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ)। জার্ম্মন্ দেশীয় প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান কুশল ধীমান্ লিবীগ্ বলিয়াছিলেন, যাঁহারা কোন অনাবিষ্কৃত তথ্যের আবিষ্কার করেন, কিছুই অসম্ভব নহে, এই-রূপ ধারণাই, তাঁহাদের আবিষ্কার শক্তির রহস্য, 'মূলমন্ত্র' (" The secret of all those who make discoveries is that they regard nothing is impossible ")।

'কিছুই অসম্ভব নহে' ইহা সার্ব্বভৌম সত্য।

জিজ্ঞাসু—কিছুই অসম্ভব নহে, ইহা কি সার্ব্বভৌম সত্য?

বক্তা—ইহা সার্ব্বভৌম সত্য, এই সার্ব্বভৌম সত্যের পূর্ণরূপ দেখিতে পায়না বলিয়াইত মানবের পূর্ণতা প্রাপ্তি পথ কণ্টকাবৃত হইয়া থাকে। কিছুই অসম্ভব নহে, এই বিশ্বাসের প্রভাবেই, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ বৈদিক আর্য্যগণ কোন্ উপায়ে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, অনন্ত জ্ঞানবান্ হওয়া যায় তাহা জানিয়া, তাঁহারা অনন্ত জ্ঞানবান্ হইয়াছিলেন, যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়াছি, যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাইয়াছি, আর কিছু জানিবার, আর কিছু পাইবার অবশিষ্ট নাই, মুক্ত কণ্ঠে এই কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "ইহা সম্ভব", "আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিব," এইরূপ শ্রদ্ধার উদয় না হইলে, কেহ কি কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়? কাহার কি অনাবিষ্কৃত তত্ত্বের আবিষ্কারে উৎসাহ হয়? তাই বলিয়াছি, বলিতেছি, ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে, আশারূপে বিদ্যমান থাকিয়া, মানুষকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, মানুষ তাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার

রূপ পুরুষার্থ সাধনে ক্ষমবান্ হয়। যে ভাগ্যবান্ সর্ব্বদা ভগবানের অনুগ্রহ শক্তির ভাবনা করেন, তিনি কত সুখী, তিনি কিরূপ নির্ভয়, কোনরূপ বিপদে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়না, কোনরূপ দুঃখে তিনি বিচলিত হন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির ধ্যানই প্রকৃত সুখী হইবার, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান্ হইবার একমাত্র উপায়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারেনা, কর্ম্মদ্বারা যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিরই লীলা। স্বয়ং সদানন্দময় না হইলে, শান্তিময় না হইলে, সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান্ না হইলে, অন্যকে সদানন্দময় করা, শান্তিময় করা, সর্ব্বজ্ঞ করা, সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিমান করা কি সম্ভব হইতে পারে? পূর্ণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে অপূর্ণের কি পূর্ণত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হয়? ঈশ্বরের অনুগ্রহের যথার্থভাবে উপলব্ধি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহাধীন্, তর্ক দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্বরূপ দর্শন যে অসাধ্য ব্যাপার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ—তর্কাতীত সামগ্রী।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির নিরন্তর ধ্যানই মানুষকে প্রকৃত সুখী করে, সদা নির্ভয় করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তি বিনা কাহারও কোন বিষয়ের সিদ্ধি হয় না।

যাঁহারা সংসারের দুঃখময় রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে করুণাময় বলিতে, ঈশ্বর, মঙ্গলময়, তাঁহার সকল কার্য্যই জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হন, বাধা পান, তাঁহারা একবারও ভাবেন না, যে যাহাকে তাঁহারা "সুখ" বলিয়া বুঝেন, দুঃখ না থাকিলে কি সেই আপেক্ষিক সুখের অনুভব হইত? ক্ষুধা না থাকিলে কি ভোজন জনিত সুখের অনুভব হয়? শৈত্য না থাকিলে কি তাপ জনিত সুখের উপলব্ধি হয়? যে কখন অন্ধকারকে দেখেনা সে কি আলোকের মূল্য কত তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হয়? মানুষ সাধারণতঃ অপরিচ্ছিন্ন (Absolute) সুখের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, পরিচ্ছিন্ন বা আপেক্ষিক (Relative) সুখই সাধারণের সমীপে "সুখ" নামে পরিচিত পদার্থ। বেন্ (A. Bain) প্রভৃতি প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এই নিমিত্ত পরিবর্ত্তনকেই (Change) "সুখ" বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন বিনা সুখ হয়না বলিয়া তাঁহারা পরিবর্ত্তন রহিত অবস্থা পাইতে অনভিলাষী, তাদৃশ অবস্থার চিন্তা করিতে যাইলে, তাঁহারা

আপেক্ষিক সুখ-প্রার্থীকে, সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে, আপেক্ষিক দুঃখ প্রদ ঈশ্বরকে করুণাময় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

বাধা পান, ভীত হন, মৃত্যুরাজ্যের পারে যে, অমৃত ধাম আছে, সদানন্দময়, নিত্য শান্তিময় রাজ্য আছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অতএব জিজ্ঞাসা হয়, ঈশ্বর যদি জগৎকে আপেক্ষিক সুখময় না করিতেন, তাহা হইলে, সংসারিক সুখভোগার্থীর কি দুঃখের পরিসীমা থাকিত? তাপ, তড়িৎ, আলোক এবং অণু, পরমাণু প্রভৃতিই যাঁহাদের দৃষ্টিতে সৎ পদার্থ, এতদ্ব্যতীত কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের সত্তা স্বীকার যাঁহাদের মতে নিষ্প্রয়োজন, তাঁহারা কি প্রকৃতিকে (ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব যাঁহাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না বলিয়া যৎ-পদার্থকে তাঁহারা ঈশ্বরের পদে বসাইয়াছেন তৎ পদার্থকে) নিষ্ঠুর বলিতে পারেন? উন্নতি বিধানই প্রকৃতির ধর্ম্ম, যাঁহারা এই কথা বলেন, প্রকৃতি কদাচ নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেনা, প্রত্যেক প্রাকৃতিক পরিণাম নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তালে, তালে নিষ্পন্ন হয়, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা কি, অনুগ্রহ প্রকৃতির স্বভাব, ইহা অঙ্গীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? ক্রিয়া মাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী, প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন সুখের এবং প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন দুঃখের কারণ, নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, অনুভব হয়, এই সমুদায় নিয়ম প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব "ঈশ্বরানুগ্রহ" এই নাম উচ্চারণ না করিলেও বৈজ্ঞানিকগণ যে, প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তিমত্তা অস্বীকার করেন না, তাঁহারা যে, সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তির মুখপানে তাকাইয়া থাকেন, নিরন্তর প্রকৃতিব অনুগ্রহ শক্তির অনুস্মরণ করেন, উপাসনা করেন, তাহাতে সন্দেহ লেশ নাই, এবং প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তির উপাসনা করিয়াই যে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। "ঈশ্বর" ও চৈতন্যাধিষ্ঠিত "প্রকৃতি" যাঁহাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন পদার্থ নহে, "প্রকৃতি" ঈশ্বরেরই শক্তি প্রকৃতিকে যাঁহারা এই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা "ঈশ্বরানুগ্রহ" কেই সর্ব্বে-সর্ব্বা মনে করিয়া থাকেন, নিয়ত ঈশ্বরানুগ্রহের স্বরূপ চিন্তা করেন, ঈশ্বরানুগ্রহই তাঁহাদের প্রাণ বন্ধন, তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়। ঈশ্বরানুগ্রহ সম্বন্ধে তোমার কি কি বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা বল, আমি

'ঈশ্বর' এই নাম উচ্চারণ না করিলে ও নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ, প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তিমত্তা অস্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রকৃতির অনুগ্রহ শক্তিব মুখপানে সদা তাকাইয়া থাকেন।

যথা শক্তি তোমার ঈশ্বরানুগ্রহ বিষয়ক জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে আমার যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা আপনি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আমি নিরন্তর ধ্যানের বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হইব, কি করিলে বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে সর্ব্বাবস্থাতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির সত্তা আমার বুদ্ধি দর্পণে, প্রতিবিম্বিত হইবে, আমি তাহাই জানিতে একান্ত অভিলাষী। নাস্তিক কুতার্কিকদিগের ঈশ্বরানুগ্রহ বিষয়ক তর্ক শ্রবণ করিলে, কখন কখন মনে হয়, নাস্তিক কুতার্কিক-দিগের তর্ক শর সমূহকে ছেদন করিতে পারিলে, সুখী হইব, এই নিমিত্ত, পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, নাস্তিকদিগের কুতর্কশরজাল ছেদন করিবার উপকরণ সংগ্রহের প্রবৃত্তি হয়। আমি সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ, প্রেমময়, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর, ক্ষমার আধার, বাৎসল্যের পারাবার, সার্ব্বভৌম রাজার আত্মজ, আমাকে তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন, আমার অন্তরে বাহিরে তিনি নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস ক্ষণ কালের জন্য ও যেন বিচলিত না হয়।

বক্তা—প্রার্থনা তত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে, কি করিলে, ঈশ্বরকে নিয়ত অনু-স্মরণ করিতে পারা যায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারা যায়, আমি তাহা জানাইয়াছি, এস্থলেও আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে যথাপ্রয়োজন যত্ন করিব। আহারের শুদ্ধি হইলে, সত্ত্বশুদ্ধি হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, ধ্রুবা স্মৃতি হইয়া থাকে, ধ্রুবা বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি হইলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঈশ্বরেরই ধ্যান হইয়া থাকে, ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান হইলে, অবিদ্যাকৃত, অনর্থ পাশরূপ অনেক জন্মান্তরের অনুভব-ভাবনা দ্বারা কঠিনীকৃত হৃদয় গ্রন্থি সমূহের বিনাশ হয়; অতএব আহার শুদ্ধিই অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর ভাবনার মূল, ঈশ্বরানুগ্রহের অবিচ্ছিন্ন উপলব্ধির নিদান—প্রথম সাধন ("আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতি লম্ভে সর্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" * * *—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

আহার শুদ্ধিই অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর ভাবনার প্রধান সাধন।

জিজ্ঞাসু—আহার শুদ্ধি কাহাকে বলে? অধুনা বহু ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাই, আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

বক্তা—যাহা আহৃত হয়, ভোক্তার ভোগের নিমিত্ত যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা আহার' অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় বিজ্ঞান "আহার" শব্দের অর্থ। বিষয়োপলব্ধি—লক্ষণ বিজ্ঞানের শুদ্ধি—অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ ও মোহ দোষ দ্বারা অসংসৃষ্ট বিষয় বিজ্ঞানই শুদ্ধ আহার। আহার শুদ্ধির অভাবে চিত্ত বিমল হয় না, রাগ-দেষ ও মোহ দ্বারা মলিনীভূত, অতএব ক্ষীণ সত্ত্ব গুণ অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ অস্থির হইয়া থাকে, অস্থির চিত্তে ধ্যান হয় না, ঈশ্বরের ধ্রুব স্মরণ হয় না। আমি যথা সময়ে এই বিষয় বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। সকলের সকল বিষয় বুঝিবার, সকলের সব করিবার শক্তি না থাকিবার কারণ কি, তুমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। তোমার এই প্রশ্নের সমাধান সুসাধ্য নহে। যাঁহারা কর্ম্মের অনাদিত্ব বুঝিতে পারেন নাই, যাঁহারা বিশ্বজগৎকে প্রবাহ রূপে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন নাই, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি যে, কর্ম্মাধীন যাঁহাদের তাহা উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা কখনও তোমার এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করিতে পারিবেন না। কর্ম্মতত্ত্ব যথাযথ ভাবে বিনিশ্চিত না হইলে, জগৎ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই সমীচীন মীমাংসা হইতে পারে না, কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন ব্যতিরেকে অনুগ্রহ যে ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বর যে নিষ্ঠুর নহেন, পক্ষপাতী নহেন, তিনি যে একাধারে ন্যায়-বান্, একাধারে করুণাসাগর তাহা অনুভব করা অসম্ভব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তির স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কর্ম্মের স্বরূপ, সুখ দুঃখের স্বরূপ, ইষ্টানিষ্টের স্বরূপ, পাপ-পুণ্যের স্বরূপ, অগ্রে নিরূপণীয়। দুঃখী দেখিতে পায়, আমি যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, অন্য এক ব্যক্তির সে দুঃখ নাই, অভাব বিশিষ্ট জানিতে পারে, আমার যাহার অভাব আছে, অন্য এক ব্যক্তির তদ্বিষয়ের অভাব নাই, সংসারে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতার রূপ অপেক্ষাকৃত অপূর্ণের নয়নে পতিত হয়। আপনা হইতে সুখী ও আপনা হইতে দুঃখী, আপনা হইতে বিদ্বান্ ও আপনা হইতে অবিদ্বান্, আপনা হইতে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক মানুষ মাত্রের নয়নে এই প্রকার বিরুদ্ধ দৃশ্য (Contrast) পতিত হয়, সুখ ও দুঃখ যে, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করে, মানুষ মাত্রের তাহা প্রত্যক্ষ

'আহারের শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়', এস্থলে 'আহার' শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম তত্ত্বের স্বরূপ যথার্থভাবে নিরূপিত না হইলে, "অনুগ্রহ" যে ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বর যে একাধারে ন্যায়বান, ও একাধারে করুণাসাগর তাহা অনুভব করা অসম্ভব।

সিদ্ধ। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে সংসার কি কারণে এইরূপ বৈষম্যের লীলা ভূমি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতেই হইবে। আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। এই সকল বিষয় বুঝাইবার সময়ে নাস্তিক কুতার্কিক দিগের কুতর্কশরজাল ছেদন করিবার অস্ত্র ও সমধিগত হইবে, তবে যাহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তাহাকে তর্ক দ্বারা নিরুত্তর করিতে পারিলেও, তাহা বুঝাইতে পারা যায় না, তর্ক দ্বারা কাহার মত পরিবর্ত্তিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, এই কথা বিস্মৃত হইওনা, আমি প্রতিভা তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তৎ সমুদায়ের স্মরণ ও মনন অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিলে, সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিতার, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিমত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এই কথার যুক্তি কি, তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; তোমার এই জিজ্ঞাসার বিনিবৃত্তির নিমিত্ত আমি এস্থলে সংক্ষেপে ইহা বলিয়া রাখিতেছি, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এই মহামূল্য শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথ ভাবে পরিগৃহীত হইলে, সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মরণ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভের যুক্তি কি, তাহা তোমার বোধগম্য হইবে। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হয়, কিন্তু স্পর্শমণি হয়না, স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে, কিন্তু স্পর্শমণি করে না, সূর্য্য পদ্মের বিকাশক হইলে ও, পদ্মকে স্বভাবে (সূর্য্য ভাবে) পরিণত করে না। কপিলাদি পূর্ব্বগুরুগণের গুরু, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তি, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর শিষ্য বা ভক্তগণকে সর্ব্বজ্ঞ করেন, সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান্ করেন, স্বভাবে আনয়ন করেন, স্বীয় অখিল নিত্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই 'গুরু' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারমেশ্বরী অনুগ্রাহিকা শক্তিপ্রভা, ভক্ত বা শিষ্যস্থা হইয়া, তাহার সমস্ত অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, কিরূপে নিরন্তর ঈশ্বরভাবনা করিতে হয়, নিরন্তর ঈশ্বর ভাবনা করিলে কেন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ হয় ক্রমশঃ স্পষ্টভাবে তুমি তাহা জানিতে পারিবে। - ক্রমশঃ

ঈশ্বরের নিরন্তর অনুস্মরণ দ্বারা সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিতার আবির্ভাব হয়, এই কথার সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি।

স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে, কিন্তু স্পর্শমণি করে না, 'গুরু' স্পর্শমণি বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি শিষ্যকে স্বীয় নিত্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন।

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বক্তা—যাঁহার যেরূপ অধিকার, পতঞ্জলিদেবের বিভূতিপাদ পাঠ পূর্ব্বক তিনি তদ্রূপ ফল পাইবেন। যাঁহারা ক্ষুদ্র সিদ্ধির প্রার্থী, যাঁহারা উচ্চসিদ্ধি লাভের অধিকারী নহেন, তাঁহারা বিভূতিপাদ পাঠ করিয়া ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভের পথই দেখিতে পাইবেন, অধিকারানুসারে সুখী হইবেন। অধিকারানুসারে জিজ্ঞাসার ভেদ হইয়া থাকে, অধিকারানুসারে লক্ষ্য ভিন্ন হয়। যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের শরণাগত, যাঁহারা শিল্প-কলার ভক্ত, তাঁহারাও ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের সমীপে (অল্পজ্ঞতা বশতঃ, চাঞ্চল্য ও জড়তার প্রাবল্য নিবন্ধন অনুভব করিতে না পারিলেও) ঋণী। যাঁহারা ক্ষুদ্র সিদ্ধি লোলুপ নহেন, তাঁহারা সিদ্ধি সমূহকে পরীক্ষক রূপে আদর করিয়া থাকেন। যে কর্ম্ম করিলে, যে ফল লাভ প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে, তৎ কর্ম্ম করিয়া যিনি তৎ ফল প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, তাঁহার তৎ কর্ম্ম যথার্থভাবে করা হয় নাই। অতএব সিদ্ধি দ্বারা সাধক আমার কর্ম্ম যথাযথভাবে হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চাধিকারী, সিদ্ধি তাঁহাদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হয় না। কোন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার জন্য চলিষ্ণু পথিকের নয়নে, দেখিবার ইচ্ছা না থাকিলেও যেমন নানা বস্তুর, বিবিধ জনের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইপ্রকার যোগ সাধনের যাহা চরম উদ্দেশ্য তদুদ্দেশ্যে সাধনার্থই যিনি যোগ সাধনে প্রবৃত্ত, বিভূতি যাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহারও স্বতঃ (ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে) বহু সিদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। শক্তির নিষ্পন্ন বা প্রব্যক্ত অবস্থার নাম সিদ্ধি। যেরূপ ক্রিয়া দ্বারা যে শক্তি অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, সেইরূপ ক্রিয়া, করিলে, সেই শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করিবেই। পতঞ্জলিদেব বিভূতিপাদে এই সত্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তুমি শবচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে শরীরের মধ্যে কি, কি, যন্ত্র আছে, তাহা

অবগত হইয়াছ, এক্‌স্ রেজ (X Rays) নামক শক্তি বিশেষের ব্যবহার দ্বারা তুমি রোগ বিনিশ্চয় করিবার সুগম উপায় প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন মণিপুর চক্রে (Solar Pexus) সংযম করিলে, শরীরের অভ্যন্তর-বর্ত্তী রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, পেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, নাড়ী, তন্তু, রস প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শবচ্ছেদ দ্বারা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা, এক্‌স্ রেজের (X Rays) প্রয়োগ দ্বারা যে সকল বিষয়ের সমীচীন জ্ঞান লাভ হয়না, সংযম শক্তি দ্বারা সেই সকল বিষয়ের সমীচীন জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বিভূতিপাদে সংযম শক্তি দ্বারা যে সকল সিদ্ধির আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন, সেই সকল সিদ্ধির বিবরণ দ্বারা তিনি মনুষ্য জগতের যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ণভাবে অনুভব করিবার শক্তি আমাদের নাই। করুণাময় পতঞ্জলিদেব বিভূতিপাদে বিবিধ সিদ্ধির বিবরণ করিয়া, পরে বলিয়াছেন, অপবর্গ বা মুক্তি ফল সমাধির, প্রাতিভাদি সিদ্ধি সমূহ উপসর্গ—বিঘ্ন হইয়া থাকে; অতএব যাঁহারা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন, এই সকল সিদ্ধি তাঁহাদের উপেক্ষণীয়, ইহারা আত্মজ্ঞান সিদ্ধিপক্ষে কোন উপকার করেনা। প্রাতিভাদি ব্যুত্থিত চিত্তের সিদ্ধি কৈবল্যপ্রাপ্তিপথের বিঘ্ন স্বরূপ ("তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।"—পাং দং, বি, পা, ৩৭ সূত্র)। দ্রব্যশক্তি, মন্ত্রশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কালশক্তি, ইহারা সাধু—প্রকৃষ্ট সিদ্ধিদ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনশক্তিই পরমাত্ম-পদপ্রাপ্তির উপকারক হয়না, সর্ব্ব ইচ্ছা লাভ সংশান্ত হইলে, যে আত্মলাভের উদয় হয়, সিদ্ধিবাঞ্ছাতে মগ্নচিত্তের কিরূপে সেই আত্মলাভ হইতে পারে? ("দ্রব্য মন্ত্র ক্রিয়া কাল শক্তয় সাধুসিদ্ধিদাঃ পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন। সর্ব্বেচ্ছা লাভ সংশান্ত বাত্মলাভোদয়ো হি চঃ। স কথং সিদ্ধিবাঞ্ছায়াং মগ্নচিত্তেন লভ্যতে॥"—)। তথাপি ভগবান্ যে বিভূতিপাদে সংযম দ্বারা বিবিধ সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি, আশা করি তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছ।

জিজ্ঞাসু—প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানকে যাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়াছেন, প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা কি লাভ হইতে পারে, তাহা যাঁহাদের নিশ্চয় হইয়াছে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যে কারণে বিভূতিপাদে সংযম দ্বারা বিবিধ সিদ্ধি হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সুখবোধ্য হইবে। পতঞ্জলিদেব স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাতঞ্জলদর্শন, কি প্রবৃত্তি মার্গের পথিক, কি নিবৃত্তি মার্গের পথিক উভয়েরই উপকারক? 'যোগ' কি জাগতিক উন্নতি প্রার্থীর কোন উপকার করে?

বক্তা—তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু—'পাতঞ্জলদর্শন' ও আপনার 'মানবতত্ত্ব' পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, চিত্তনদীর দ্বিবিধ গতি, চিত্তনদী উভয়তো বাহিনী, চিত্তনদীর একটী গতি কল্যাণবহা, অন্যটী পাপবহা। চিত্তনদীর যে গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—বিবেক বিষয়প্রবণা অর্থাৎ যে গতি কেন্দ্রাভিমুখা, ভগবান্ বেদব্যাস স্বপ্রণীত যোগসূত্রভাষ্যে তাহাকে 'কল্যাণবহা'—ঈপ্সিত কল্যাণপ্রদায়িনী, এবং যে গতি বিষয়প্রাগ্‌ভারা—সংসারাভিমুখা, তাহাকে 'পাপবহা' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিরোধ শক্তির (Suppressive potency) আধিক্যে চিত্তের গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা, এবং ব্যুত্থানশক্তির (Outgoing potency) প্রাবল্যে সংসারপ্রাগ্‌ভারা হয়। চিত্তের রাজস পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং শুদ্ধ সত্ত্বপরিণামের নাম 'নিরোধ'। 'ব্যুত্থান' ও 'নিরোধ' এই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে নিরোধ সংস্কার যখন পরিপুষ্ট হয়, প্রবল হয়, তখন চিত্তের নিরোধ পরিণাম হইয়া থাকে। চিত্তের নিরোধ সংস্কার যতই দৃঢ় হয়, ততই ইহা বিবেকনিম্ন হয়, কৈবল্যপ্রবণ হয়। যে চিত্ত সর্ব্বদা শব্দ-স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়-ভোগ-নিরত থাকে, নিরোধ সংস্কারের প্রবলাবস্থায় সে চিত্ত আর বাহ্য বিষয়ে অনুরক্ত (Attracted) থাকিতে পারে না, অনিত্য বিষয় সুখ ভোগে তখন তাহার বৈরাগ্য (Repulsion) জন্মে। আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাঁহার চিত্তের নিরোধ পরিণাম প্রবল হয়, সুতরাং যাঁহার বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্য হয়, তিনি কি আর জাগতিক উন্নতি সাধন সমর্থ হইতে পারেন? যদি না পারেন, তাহা হইলে, যোগী দিগ দ্বারা জাগতিক উন্নতি সাধন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহা হইলে, যোগ কিরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় মার্গের পথিকেরই উপকার হইতে পারে? অনেকে বলেন, প্রাচ্যেরা যে, প্রতীচ্যদিগের ন্যায় জাগতিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হন নাই, প্রধানতঃ চিত্তের নিরোধ শক্তির সম্বর্দ্ধনচেষ্টাই, তাহার কারণ। আধুনিক শিক্ষিত বৈদিক আর্য্যসন্তান গণের মধ্যে বহু ব্যক্তির ধারণা হইয়াছে, 'আধ্যাত্মিক (Spiritual) উন্নতির চেষ্টাই, প্রকৃত কল্যাণজননী এই বিশ্বাসই, বৈদিক আর্য্যজাতির অধঃ-পতনের কারণ,' 'জগৎ সম্বন্ধে যাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী'। ("The,,wise man, it seems, proves his wisdom by having notliing whatever to do with the world"), "এইরূপ বিশ্বাসই বৈদিক আর্য্যজাতিকে জাগতিক উন্নতি সাধনে পরাঙ্‌মুখ করিয়া ছিল।" "প্লেটো

তাঁহার প্রজাতন্ত্র রাজ্য বিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে রাজ্য যথা সম্ভব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানি পুরুষ দ্বারা শাসিত হয়, সেই রাজ্যই পরম রাজ্য।" একজন প্রতীচ্য বিদ্বান পুরুষ প্লেটোর এই কথা স্মরণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, প্রাচ্য চিন্তাশীল পুরুষদিগের সমীপে প্লেটোর এই কথার তাৎপর্য্য সর্ব্বথা অবোধ্য রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারেন, প্রাচ্য চিন্তাশীল পুরুষেরা তাহা বিশ্বাস করেন না ("Plato in the Republic, sketches the ideal state as governed by wisest man obtainable. This, to the Eastern thinkers seems utterly inconceivable") 'যোগ' ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা কি, যোগকে জাগতিক উন্নতি প্রার্থীর উপকারক বলিয়া স্বীকার করিবেন? তাঁহারা কি পাতঞ্জল দর্শনকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় মার্গের পথিকেরই হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন?

বক্তা—তোমার জিজ্ঞাসা প্রশংসনীয় এবং বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়োচিত। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে উন্নতি বলে, একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, তাহাও আত্মার কথঞ্চিৎ অবাধিত অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। স্বাস্থ্য, ধন, আত্মীয় জনের সুখ, সমাজিক কল্যাণ, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি, এক কথায় বর্ত্তমান জীবনের যথাসম্ভব অবাধিত বা অনুকূল অবস্থা প্রাপক উপকরণ সমূহ, ইহারাই লোকের সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাদের সমাগমকেই লোকে সাধারণতঃ উন্নতি বলিয়া মনে করে। স্বাস্থ্যাদির সমাগম যে সংযম শক্তির প্রসাদাপেক্ষ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সংযম শক্তি প্রসূত ধৃত্যাদি মানব-ধর্ম্ম সমূহের অভাবে মানবের বর্ত্তমান জীবন ও যে উদ্দাম পশু জীবনে পরিণত হয়, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। পতঞ্জলিদেব চরমোন্নতির কথা বলিয়াছেন, যে স্থানে যাইলে যে অবস্থায় উপনীত হইলে, মানবের আর কোন স্থানে যাইবার প্রবৃত্তি থাকে না, অন্য কোন অবস্থা পাইবার অভিলাষ হয় না, পতঞ্জলিদেব তৎস্থানের যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তদবস্থা প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। আবার জাগতিক উন্নতি বিধানের পথও তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতিক সর্ব্বাবস্থার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহাকে (তাঁহার যাহাতে কল্যাণ হইবে) সেই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। কুমারিকার যাত্রী হরিদ্বারের পথের বর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক ভীত বা বিরক্ত হইবেন কেন? হরিদ্বারের পথের বর্ণন হরিদ্বারের যাত্রীই আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, কুমারিকার

যাত্রীর হরিদ্বারের পথের বর্ণন শ্রবণে প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন? এবং যদি শ্রবণই করেন, তবে তাঁহার তজ্জন্য ভীত বা বিরক্ত হইবার কারণ কি? যিনি হরিদ্বারের পথের বর্ণন করেন, তিনি নিশ্চয়ই হরিদ্বারের যাত্রীদিগের উপকারার্থ তাহা করিয়া থাকেন, কুমারিকার যাত্রীদিগকে ভুলাইয়া হরিদ্বারে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে করেন না। বিক্ষিপ্ত চিত্তের, ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভোগাসক্ত হৃদয়ের, ব্যুত্থান শক্তি কর্ত্তৃক অবশভাবে নীয়মান ব্যক্তির যে, নিরোধ পরিণাম হইতে পারেনা, ঐন্দ্রিয়ক সুখ ব্যতিরিক্ত সুখান্তরে লোভ জন্মিতে পারেনা, অপবর্গ বা কৈবল্যের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারেনা, পতঞ্জলিদেব তাহা অবিদিত ছিলেন না। পতঞ্জলিদেব ব্যক্তি মাত্রকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে নিবৃত্তিই যে, প্রবৃত্তির প্রাপ্তবিন্দু—শেষ সীমা, সকল প্রবৃত্তিকেই যে একদিন নিবৃত্তি বিন্দুতে উপনীত হইতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ শীল, বৈজ্ঞানিকগণও একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সাম্যাবস্থা প্রাপ্তিই যে, নিখিল প্রবৃত্তির চরমলক্ষ্য, নিবৃত্তিই যে, প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাহা বলিয়াছেন, এবং এই সিদ্ধান্তের উপপত্তি করিবার নিমিত্ত, গতিশীল লোষ্টের করাস্ফালিত বীণার ঝঙ্কারের, সৌর জগতের এবং শারীর ক্রিয়া বা পরিণাম সমূহকে তিনি দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ, নোদন জনিত বেগ বিশিষ্ট ইষু (বাণ) প্রভৃতি দ্রব্য সকলের প্রবৃত্তি-ও-নিবৃত্তি তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, বেগ বিশিষ্ট ইষু (Arrow) যে কারণে স্থির হয়, জীবাত্মার ও জন্মাদি ভাব বিকার, সেই কারণে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। বেগাখ্য সংস্কারের অভাব এবং গুরুত্ব বা মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া, চলিষ্ণু ইষুর পতন-ও-স্থিরত্ব প্রাপ্তির হেতু। জীবাত্মারও এইরূপ সংস্কারের অভাব এবং ভোগ বাসনার ক্ষয় হইলে, কামনার নিবৃত্তি হইলে, জন্ম নিরোধ হয়, অপবর্গ বা মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।* সংস্কার বা বাসনার অভাব এবং পরম পিতার আকর্ষণ জীবাত্মার পরিণাম ক্রম সমাপ্তির কারণ।

---

* "নোদনাদাদ্য মিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তর-মুত্তরং চ"।—বৈশেষিক দর্শন ৫।১।১।১৭

"সংস্কারাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্।"—ঐ ৫।১।১৮

"তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।"—ঐ ৫।২।১৮

সংসারে দেখিতে পাই, এক বস্তু বা এক ব্যক্তি কোন এক বস্তু বা ব্যক্তিকে পাইয়া, কিছুকাল স্থিরভাবে কৃতার্থ বা পূর্ণকামের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক আবার চঞ্চল হয়, আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আবার প্রাপ্তব্যের অন্বেষণে বহির্গত হয়। জগতে এ দৃষ্টান্ত প্রতিক্ষণই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, অন্তরে, বাহিরে, জীবে, উদ্ভিদে, আত্ম-পরে আমরা সর্ব্বদাই এই সত্য উপলব্ধি করিতেছি। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারি, কিয়ৎ ক্ষণের জন্য কৃতার্থম্মন্য জাগতিক পদার্থ জাত, যখন আবার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, আবার অকৃতার্থের ন্যায় চঞ্চল হয়, তখন যাহা বস্তুতঃ ঈপ্সিততম, উহারা নিশ্চয়ই তাহার দর্শন পায় নাই। প্রকৃত প্রাপ্তব্যের সহিত মিলিত হইতে পারগ হয় নাই। যে প্রকৃত আপ্তব্যকে লাভ করে, প্রকৃত ঈপ্সিততমের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তি একেবারে বিনিবৃত্ত হয়, প্রয়োজনের অভাব বশতঃ তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তির কদাচ পুনরাবৃত্তি হয় না। নিবৃত্তি যখন কর্ম্মের অন্ত্যাবস্থা, প্রবৃত্তিমাত্রেই যখন পরিশেষে (যত কালেই হোক্) বিনিবৃত্ত হয়, অপিচ প্রকৃত ঈপ্সিততমের সমাগম বা পূর্ণত্ব প্রাপ্তিই যখন কর্ম্ম নিবৃত্তির হেতু, তখন মানিতে হইবে, প্রকৃত ঈপ্সিত তম পদার্থ আছেন, তখন মানিতে হইবে অপূর্ণ জীবের পূর্ণাবস্থা আছে, তখন মানিতে হইবে যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগ বাসনা খর্ব্ব হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তের সর্ব্বার্থতা বা নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ততা (Divergent motion) ধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া, একাগ্রতা—একাবলম্বনতা (Equilibrium) ভাবের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপ্তব্যের সন্নিহিত হইয়াছেন. ঈপ্সিততমের সহিত সঙ্গত হইতে না পারিলেও, দূর হইতে তাঁহাকে তাঁহারা দেখিয়াছেন, জাগতিক উন্নতির চরম সীমায় তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ব্বপ্রকার মোহিনী মূর্ত্তির হেয়ত্ব—অকিঞ্চিৎকরত্ব তাঁহারা জ্ঞানোন্মীলিত নেত্র দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আত্মার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপ, তাঁহাদের সমীপে আর অপ্রকাশ নহেন, আত্মার প্রকৃত রূপের বিকাশ পথের প্রতিবন্ধক অবিদ্যাধ্বান্ত কৃতার্থ হইয়া, তাঁহাদের সকাশ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে।

ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভোগ বাসনার ক্ষয় হয় নাই, হৃদয়ে বৈষয়িক সুখ ভোগ বাসনা প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে, আত্মানাত্ম বিবেকের অঙ্কুরও জন্মায় নাই, দেহ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত আত্ম নামক পদার্থ আছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ ব্যতীত পদার্থান্তর আছে, এইরূপ চিন্তাও চিত্তে কখন উদিত হয়না, এরূপ ব্যক্তি

যা জাতি কথন নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইতে পারে না, বেদ বা তদাশ্রিত শাস্ত্র সকল ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে নিবৃত্তি মার্গ আশ্রয় করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। বেদ-ও-তন্মূলক শাস্ত্র সকল পাঠ করিলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গেরই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, শাস্ত্র অধিকারি ভেদে এই দ্বিবিধ মার্গ সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিরূপে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, কিরূপে শক্তির উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে শত্রুকে পরাজয় করিতে হয়, কিরূপে শক্তিকে পূর্ণভাবে বিকাশিত করিতে হয়, আমার বিশ্বাস সনাতন বেদই, সর্ব্বাগ্রে জগৎকে তাহা শিখাইয়াছেন। যে দুর্দ্দমনীয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত, যে প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম অংশের অস্থায়ি—আধিপত্য লাভ পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক গর্ব্বিত, যে প্রকৃতির রহস্যের উদ্ভেদার্থ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক সদা ব্যস্ত, সেই প্রকৃতিকে কিরূপে নিদেশবর্ত্তিনী করিতে পারা যায়, বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ তাহা বলি৷ দিয়াছেন, যেরূপে স্থূল,সূক্ষ্ম, স্বরূপ, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ ভৌতিক অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিতে পারা যায়, বেদ ও শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সমগ্রদেশে আধিপত্য করিবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, কেবল নিবৃত্তি মার্গেরই উপদেশ প্রদান করেন নাই, তাই বলিয়াছি, তাই বলিতেছি, যতদিন বলিবার শক্তি থাকিবে, অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ, কৃতজ্ঞহৃদয় ততদিন বলিবে, "কি প্রবৃত্তি মার্গের পথিক, কি নিবৃত্তি মার্গের পথিক, পতঞ্জলিদেব উভয়েরই পরম বন্ধু, উভয়েরই অসেচনক।" যে সংকল্প শক্তি প্রসাদে পাশ্চাত্য দেশ আজ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, যে সংযম শক্তির অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-সুধাকরের বিমলরূপ দেখিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, বেদ ও তৎপাদাশ্রিত শাস্ত্র সকল সেই সংকল্প ও সংযমশক্তির কিরূপে পূর্ণভাবে উপাসনা করিতে পারা যায়, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বজন সংসার বিমুখ হইবে, তাহা যে, সম্ভবপর নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ, তাহা পরিজ্ঞাত ছিলেন। বৈদিক আর্য্যজাতি জাগতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নাই, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারা স্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, অধঃপতিত, অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্যদিগের জাগতিক উন্নতি দেখিয়া বিমুগ্ধ, দুর্ভাগ্য বৈদিক আর্য্য সন্তান গণের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঐরূপ মতাবলম্বী হইয়াছেন। বৈদিক আর্য্যজাতি যদি নির্ব্বিশেষে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকিতেন, তাহা হইলে কি এ জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতির

আত্মাপদেষ্টা হইতে পারিতেন? অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিমগ্ন পুরুষদিগ দ্বারা কি দর্শন-বিজ্ঞানাদির প্রচার হওয়া সম্ভব? অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিমগ্ন পুরুষদিগ দ্বারা কি, কোনরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে? ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপদেশ 'উপবিষ্ট পুরুষের সৌভাগ্য যেমন তেমনই থাকে, অভিবৃদ্ধির হেতু উদ্যোগের অভাব নিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হয় না। উপবেশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থানশীল পুরুষের সৌভাগ্য কৃষি-বাণিজ্যাদির উদ্যোগ বশতঃ বৃদ্ধ্যুন্মুখ হয়। শয়ান পুরুষের সৌভাগ্য সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে, বিদ্যমান ধনের রক্ষণাদি চিন্তার অভাব হেতু বিনষ্ট হয়। ভাগ্যবর্দ্ধানার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল পুরুষের সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। * হৃদয় রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত না হইলে, উহাতে সত্যের রূপ প্রতিভাত হয় না। বৈদিক আর্য্যজাতির চিন্তাস্রোতের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (Subjective Concentration) চরম লক্ষ্য বিন্দু ছিল, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে (Objective Concentration) তাঁহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনরূপে দেখিতেন। অতএব এইরূপ মতানুসারে প্রতিপন্ন হয়, বৈদিক আর্য্যজাতি যে, শক্তির—জাগতিক সমৃদ্ধির সর্ব্বপ্রকার পর্য্যেষণাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন, উপদেশ্য দিগকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির মার্গ হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন, † যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হইবার জন্য যথা প্রয়োজন চেষ্টা করেন নাই। "যে রাজ্য যথাসম্ভব জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ দ্বারা শাসিত হয়, সেই রাজ্য সর্ব্বোপরি মনঃকল্পিত শ্রেষ্ঠ রাজ্য," প্রাচ্যদিগের সমীপে প্লেটোর এই কথার তাৎপর্য্য দুরধিগম্য, যিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার যে, বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র বর্ণিত রাজার স্বরূপ জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাচ্য

---

* আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ। শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি।"—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ।

† "Eastern thought points to Subjective Concentration as the goal to be always had in view. Objective Concentration is looked upon as only a means to reach the goal. Therefore according to this view all search after power is discouraged as likely to lead the student off the road to perfection"—Concentration P86

ও প্রতীচ্য তুলনাত্মক রাজনীতি বিষয়ক সম্ভাষণে আমি বেদ ও শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ রাজ্যের,প্রকৃত রাজার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি, শ্রেষ্ঠ রাজ্যের ও যথার্থ রাজার ছবি দেখাইবার সময়ে আমি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছি, শ্রেষ্ঠরাজ্যের ও প্রকৃত রাজার বিশুদ্ধ চিত্র বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, প্লেটো বেদ ও শাস্ত্রচিত্রিত শ্রেষ্ঠ রাজ্যের একটু আভাস দিয়াছেন মাত্র।

জিজ্ঞাসু—"কিরূপে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, কিরূপে শক্তির উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে শক্তিকে জয় করিতে হয়, কিরূপে প্রবৃত্তি শক্তিকে পূর্ণভাবে বিকাশিত করিতে হয়, বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ সর্ব্বাগ্রে জগৎকে তাহা শিখাইয়াছেন," আপনার ইত্যাদি বাক্য শ্রবণানন্তর "বৈদিক আর্য্যজাতি শক্তির (Power) বর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করেন নাই, জাগতিক সমৃদ্ধির সর্ব্বপ্রকার পর্য্যেষণাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন, উপদেশ্য দিগকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি পথ হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন," এই সকল কথা যে, একেবারে সারহীন, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। বৈদিক আর্য্যজাতির অবনত অবস্থাই, যাঁহাদের নয়নে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাই সম্ভবতঃ যথোক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতি পাদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, আমার বিশ্বাস, এই সকল বিষয়ের সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইবে।

বক্তা—পাতঞ্জলদর্শন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, পাতঞ্জলদর্শন দর্শনের দর্শন, যথার্থ কর্ম্মীর হৃদয়হার, জ্ঞানীর অসেচনক, ভক্তের প্রাণারাম। পাতঞ্জলদর্শনে বিজ্ঞানের যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানের সে পবিত্র ও পূর্ণরূপ আধুনিক বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায় না, বিভূতি পাদ যথার্থভাবে পাঠ করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, নবীন বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অনন্যজ্ঞাত ও অত্যন্ত শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচিত তথ্য সমূহের বিশুদ্ধরূপ স্বল্প অক্ষরাত্মক বিভূতিপাদের কতিপয় সূত্রগর্ভে বিরাজমান আছে। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদ যথার্থভাবে পাঠ করিলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেওয়া, মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, জ্ঞাননিধি, যোগিশ্রেষ্ঠ করুণাময় পতঞ্জলিদেব প্রকৃতির সর্ব্বাবস্থার উপরি প্রভুত্ব করিবার পথও স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, কোন্ উপায়ে পূর্ণশক্তিমান্ হওয়া যায়, বিশদভাবে তাহা বুঝাইয়াছেন। প্রতীচ্য দেশ যে, উন্নত হইয়াছে, মহৎ হইয়াছে, অন্যান্যদেশের প্রভু হইয়াছে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, বুঝিতে পারিবে, সংযম বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধিই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—যোগদর্শনের ভাষ্যকার ও ইহার টীকাকারগণ বলিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত চিত্তের কাদাচিৎক সমাধি হইলেও, বিক্ষিপ্ত চিত্ত পুরুষবৃন্দের চিত্ত, কখন কখন সম্ভূত বিষয়ে কিছুকালের জন্য স্থির হইলেও, তীব্রবাত দ্বারা বিক্ষিপ্ত প্রদীপের ন্যায় উহা ঝটিতি বিনষ্ট হয়, বিক্ষিপ্ত পুরুষদিগের চিত্ত শীঘ্র অস্থির হইয়া থাকে। অতএব বিক্ষিপ্ত চিত্তের স্থির সমাধি হইতে পারে না। লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দিগের চিত্ত যে, বিক্ষিপ্ত ভূমিক, আমার তাহাই বোধ হয়, ইহারা বিশ্বের অনেক উপকার করিয়াছেন, করিতেছেন, অনেক নিগূঢ় প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, করিতেছেন। আমি বুঝিতে পারি না, তথাপি ইঁহারা যোগকে এত নিন্দা করিয়াছেন কেন? ইঁহাদের যোগাভ্যাসের প্রয়োজন বোধ না হইবার কারণ কি?

বক্তা—লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ভূমিক, তোমার যদি এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইঁহারা যোগকে—কেন নিন্দা করিয়াছেন, তাহা তোমার দুর্ব্বোধ্য হইবার ত কোন কারণ নাই।— ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

গুরু শিষ্য বিবেক।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—৺সতীশ চন্দ্র রায়, এম্ এ

র‍্যাভেন্সা কলেজের ফিজিক্‌সের ভূতপূর্ব্ব-অধ্যাপক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

গুরুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, শাস্ত্র ও সজ্জনগণ প্রশংসিত
গুরু পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্র বর্ণিত গুরু
কি মানুষ? মানুষের কি এত শক্তি থাকিতে পারে?

জিজ্ঞাসু—বহুসজ্জনের মুখে বহুশঃ শুনিয়াছি, শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও অবগতি হইয়াছে, জন্মান্ধের যেমন রূপ জ্ঞান হয়না, সেইরূপ সদ্‌গুরুর

উপদেশ ব্যতিরেকে কল্প কোটিতেও, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয় না, যাবৎ সদ্‌গুরুর কৃপা না হয়, তাবৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয়ই হয় না, তাবৎ ভগবানের কথা শ্রবণে বা তাঁহার ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়না, তাবৎ হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্বাসনা গ্রন্থি সমূহের নাশ হয়না, সদ্‌গুরুর কটাক্ষমাত্রে সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হয়, সর্ব্ববন্ধন বিনষ্ট হয়, নিখিল শ্রেয়োবিঘ্ন (কল্যাণ প্রাপ্তি পথের প্রতিবন্ধক) বিলয় প্রাপ্ত হয়, সদ্‌গুরুর কৃপা লেশই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়, সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র সাধন। যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে সংসার তারক তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না; যাঁহার কৃপাকটাক্ষ মাত্রে সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হয়, সকল বন্ধন কাটিয়া যায়, তাঁহার অন্বেষণে কোন্ ত্রিবিধ দুঃখে নিয়ত পীড়ামান, দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়ান্বেষকের প্রবৃত্তি না হইবে ? তাঁহার স্বরূপ জানিতে কোন্ অজ্ঞানতিমিরান্ধের, জ্ঞাননেত্রের উন্মীলনার্থীর চিত্ত ব্যগ্র না হইবে ? কোন্ মরণ সাগরে পতিত, সদা বিবিধ আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিতাড়িত ভবপারাবারের পার পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূত ব্যক্তির উৎসাহ না হইবে ? দারিদ্র্য-প্রপীড়িতের কোন বিশ্বস্ত নিধি শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের মুখে তোমার গৃহভূমির নিম্নদেশে হিরণ্যনিধি নিহিত আছে, শুনিলে, যেরূপ আহ্লাদ হয়, পিপাসা-ক্ষাম-কণ্ঠ পথশ্রান্ত পথিকের নাতিদূরে সরোবর আছে, জানিতে পারিলে, যে প্রকার হর্ষ হয়, রোগার্ত্তের চিত্ত করুণার্দ্র হৃদয় সুচিকিৎসকের দর্শনে যাদৃশ আনন্দপূর্ণ হয়, শাস্ত্র ও সজ্জনদিগের মুখে যথোক্ত গুরুমাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক, আমার ত্রিতাপ সন্তপ্তহৃদয়ে তদ্রূপ বা ততোঽধিক আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি অতিমাত্র আশান্বিত হইয়াছিলাম। শাস্ত্র ও সজ্জনগণ "গুরু" পদ দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করেন, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় বলিয়া যাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন, সকল অভীষ্ট সিদ্ধির সাধন রূপে যাঁহার বর্ণন করেন, তিনি কোথায় থাকেন ? কোন্ উপায়ে তাঁহার দর্শন লাভ হয় ? তাঁহার স্বরূপ কি ? তিনি নর ? না সুর ? মানুষের কি এত শক্তি হইতে পারে ? "গুরু" বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাঁহাদিগকে বুঝিয়া থাকি, শাস্ত্র ও সজ্জন বর্ণিত যথোক্ত "গুরু" যে তৎ পদার্থ নহেন, আমার তাহাই মনে হয়। যাঁহারা মন্ত্র দেন, শাস্ত্র পড়ান, "গুরু" বলিতে আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই বুঝিয়া থাকি ; তাঁহারা যে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র সাধন, তাঁহাদের কটাক্ষমাত্রে যে সর্ব্ব বন্ধন বিনষ্ট হয়, তাহাত বিশ্বাস হয় না; শাস্ত্র ও সজ্জনগণ মিথ্যাবাদী, তাঁহারা লোককে প্রবঞ্চিত বা প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত,

হেয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃথা গুরুস্তুতি করিয়াছেন, আমি তাহা কখনও মনে করিনা, এইরূপ মনে করাকে, আমি মহাপাপ বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শাস্ত্র ও সজ্জন বর্ণিত গুরু নামক পদার্থের স্বরূপ দর্শনের উপায় কি? কি করিলে, এই সর্ব্ব ক্লেশহর সর্ব্বসুখ হেতু, অতএব এই ঈপ্সিততম, শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণের সমাগম হইতে পারে? আমি হয়ত আমার মনের প্রকৃতভাব, আমার হৃদয়ের আবেগ যথাযথভাবে আপনাকে জানাইতে পারিতেছিনা, আমার বিশ্বাস আপনি সূক্ষ্মদর্শী, আপনি হৃদয়জ্ঞ, আপনি করুণার্দ্রহৃদয়, কৃপানিধান! আপনি কৃপা করিয়া, আমার কি জিজ্ঞাসা, আমি কি জন্য আপনার শ্রীচরণ সমীপে আসিয়াছি, স্বয়ং তাহা ধ্যান করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। আমি আপনার শরণাগত, আমি শাস্ত্র ও সজ্জনমুখশ্রুত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পিপাসু, দীন আমি, অকিঞ্চন আমি, আমার প্রাণ, মন, দেহ, এক কথায় আমার, আমার বলিবার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় যিনি আমাকে যথোক্ত লক্ষণ গুরুদেবের সন্ধান বলিয়া দিবেন, তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব, আমার বুদ্‌বুদোপম, ক্ষুদ্রতম আমিত্বকে আমি তাঁহার চরণে বিলীন করিব।

শ্রুতি ও নিখিল শাস্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর ক্ষমাকর, অনুগ্রহমূর্ত্তি ঈশ্বরকেই প্রকৃত গুরু বলিয়াছেন।

বক্তা—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, যে গুরু নামক পদার্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহাকে সর্ব্বসিদ্ধির সাধন, সংসার তারক, তত্ত্বজ্ঞানবিকাশের একমাত্র হেতু, অখিল কল্যাণ প্রতিবন্ধকের বিলয় কারণ বলিয়াছেন, তিনি কি মানুষ হইতে পারেন? ইহাত শ্রুত্যাদি নিখিল শাস্ত্রেরই উপদেশ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাসাগর, ক্ষমামূর্ত্তি, অনুগ্রহাত্মা, ঈশ্বরই প্রকৃত গুরু, তিনিই জ্ঞানদাতা, তিনি অজ্ঞানতিমিরের তিমিরারি, মঙ্গলময় ঈশ্বরই সর্ব্বশ্রেয়োবিঘ্নের বিনাশকর্ত্তা, তাঁহারই কটাক্ষ লেশ বিশেষ দ্বারা সর্ব্ববন্ধন বিনষ্ট হয়, অচিরে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, হৃদয়ে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ভক্তি দেবীর উদয় হয়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসুর ঈশ্বর ও গুরু অভিন্ন পদার্থ কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয়।

জিজ্ঞাসু—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে মহাত্মার অখণ্ডৈক রস সচ্চিদানন্দময় পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ, পরমেশ্বরে পরা—উৎকৃষ্টাভক্তির (নিরুপ-

চরিতা অনুরক্তির) আবির্ভাব হইয়াছে, এবং পরমেশ্বরে যেরূপ ভক্তি, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা ভবজলধি কর্ণধার শাশ্বত জীবনদাতা, শ্রীগুরুদেবের প্রতি ও যাঁহার অবিকল তদ্রূপ ভক্তি, ব্রহ্মদগুরুদেবকে যিনি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন না, পরমেশ্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুদেব যাঁহার দৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থ, সেই মহাত্মারই গুরুদত্তবিদ্যার যথাযথভাবে অনুভূতি হইয়া থাকে, তিনিই গুরূপদিষ্ট বিদ্যাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন, সর্ব্বক্লেশবিনাশিনী, অবিদ্যাধ্বান্ত-নিবারণী ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহারই হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েন। সুশীতল জল পান বিনা তৃষার্ত্তের তৃষা শমনের যেমন অন্য উপায় নাই, ভোজন ব্যতিরেকে ক্ষুধা পীড়িতের ক্ষুদ্‌বাধা নিবারণের যেমন অন্য সাধন নাই, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ গুরু ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যালাভের সাধনান্তর নাই। আমার প্রশ্ন হইতেছে, ঈশ্বরই যদি গুরু হন, তবে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "ঈশ্বর ও জ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার সমান ভক্তি আছে" এই প্রকার কথা বলিয়াছেন কেন? "ঈশ্বরের কৃপা হইলে, মোক্ষপ্রদগুরুর দর্শন লাভ হয়" ইত্যাদি আপাততঃ প্রতীয়মান পরস্পর বিরুদ্ধার্থক শাস্ত্র বচন সমূহের প্রকৃত আশয় কি, তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই, দুরবগাহ সংশয়ার্ণবের পার পাইবার আশায় আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, আপনার শরণ লইয়াছি।

জিজ্ঞাসুর সদ্‌গুরু লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইবার কারণ।

বক্তা—তোমার সংশয় মিটাইবার আমি উপযুক্ত পাত্র নহি, তবে যথাশক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তুমি, আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, যথাশক্তি তাহাদের উত্তর প্রদান কর। তোমার ভাব দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইয়াছি, আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তোমার হৃদয়ে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা ও লোক সঙ্গ যে তোমার শাস্ত্র-সংস্কারকে বিচলিত করে নাই, তাহার কারণ কি? প্রায়শঃ শাস্ত্রবিশ্বাস ও শাস্ত্রীয় সংস্কারবিহীন এই দুর্দ্দিনে তোমার যে সদ্‌গুরু পাইবার এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, তাহার হেতু কি? তোমার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, আমার মনে বহু প্রশ্ন উঠিয়াছে, তুমি প্রথমে আমার মনে উদিত প্রশ্ন সকলের যথার্থ উত্তর দিয়া আমাকে সুখী কর, পরে আমি যথাজ্ঞান তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব, যথাশক্তি তোমার সংশয় নিরসনের চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—আপনার কি জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে? আমার কোন্ ভাব দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন?

বক্তা—আমি একালে তোমার মত শাস্ত্রীয় সংস্কারবিশিষ্ট মানুষ অধিক দেখি নাই, তুমি বিজ্ঞানে এম্, এ, (M. A.) এবং বিজ্ঞানের (Physics) অধ্যাপক, তথাপি তোমার হৃদয়ে যে, অদ্যাপি শাস্ত্রীয় সংস্কার এইরূপ প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষা ও শাস্ত্রবিদ্বেষী বর্ত্তমান শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের নিয়ত সঙ্গ যে, তোমার হৃদয়ের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই, তুমি যে শাস্ত্র ও সজ্জনমুখশ্রুত যথোক্ত লক্ষণ সদ্গুরুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, সদ্গুরু লাভার্থ এত ব্যাকুল হইয়াছ, তাহার কারণ কি ? সদ্গুরু পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তুমি অনেক তীর্থে গমন করিয়াছ, বহু দেবমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, নয়নজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া, সরলভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছ, "হে এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বহৃদয়জ্ঞ দেব! আমি কি চাই, তাহা ত তুমি জান, তাহা ত তুমি দিতে পার, আমার দৃঢ় প্রত্যয়, তাহা দিবার পূর্ণ শক্তি তোমার আছে, অতএব তুমি আমাকে সদ্গুরু পাওয়াইয়া দেও, তুমি আমাকে সদ্গুরুরূপে দর্শন দিয়া আমার সদ্গুরু পাইবার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ কর"। কতদিন ৺কাশীধামে গভীর রজনীতে সর্ব্ব-কলুষনাশিনী, পতিতপাবনী গঙ্গাতটে উপবিষ্ট হইয়া মার কাছে কাতরপ্রাণে সদ্গুরু পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছ। তৎপরে যে ভাবে, যেরূপে তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমার যে বন্ধু তোমাকে আমার সন্ধান দেন, আমার সহিত ৺কাশীধামে তোমাকে মিলাইবার উপায় হন, তাহা আমি জানি। তোমার এই ভাব আমাকে বিশেষতঃ বিস্মিত করিয়াছে, আমি একালে তোমার ন্যায় শিক্ষিত যুবককে সদ্গুরু পাইবার নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতে আর কখন দেখি নাই।

জিজ্ঞাসু—আমি আপনার প্রশ্নের সদুত্তর দিবার যোগ্য নহি, তবে আপনি যখন আমার মুখ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হইবে।

ইংরাজী পড়িতাম, এম, এ, পাস করিয়া একটী ভাল চাকরী যোগাড় করিতে পারিলেই, সিদ্ধমনোরথ হইব, পঠদ্দশাতে ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এম, এ, পাস করিয়া চাকরী পাইবার পরে, কিসে চাকরীর উন্নতি হইবে, অধ্যাপনায় যশঃ হইবে, অধিক সময়ে এই চিন্তাই তখন মনকে অধিকার করিয়া থাকিত, ধর্ম্মভাবের তখন মোটেই আবির্ভাব হয় নাই, ভগবানকে ভাবিবার তখন অবসর আসে নাই। কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময়ে ভাগ্যক্রমে

ঈশ্বর পরায়ণ কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলন হয়, তাঁহাদের সহিত ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতাম, তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হইত। ক্রমশঃ, জানি না কেন, দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবেই হোক্ অথবা,অন্য কোন কারণ বশত'ই হোক্, যাঁহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইবে, দেখিবামাত্র যাঁহার চরণে আপনা হইতে আমার মস্তক নত হইতে চাহিবে, আমি তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিব, আমার এইরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিল। এইরূপ সংকল্প বশতঃ আমি অনেক তীর্থে গমন করিয়াছি, বহু প্রসিদ্ধ সাধু ও পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন যেরূপ পুরুষকে আমি দেখিতে চাই, যাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মস্তক আপনা হইতে তাঁহার চরণে নত হইতে চাহিয়াছে, তাদৃশ পুরুষ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। হতাশ হইয়া, ভগবান্‌কে অনেক ডাকিয়াছি, আমাকে আমার অভিমত—আমি মনে মনে যাদৃশ গুরুদেবের ছবি আঁকিয়া থাকি, তাদৃশ সদ্‌গুরু মিলাইয়া দেও বলিয়া, কাতর প্রাণে অনেকদিন, অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি, আমি যাঁহাকে আমার সুখে সুখী ও আমার দুঃখে দুঃখী বলিয়া, আমার সহৃদয় সুহৃৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, আমার সেই সহাধ্যায়ীকে আমার সদ্‌গুরু পাইবার জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা জানাইয়াছিলাম। তিনি কৃপা করিয়া আপনার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, এবং যাহাতে আমি আপনার কৃপা প্রাপ্ত হই, তন্নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি প্রধানতঃ আমার সেই বন্ধুর অনুগ্রহে আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, আমি আমার এই বন্ধুর সমীপে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবার অভিলাষী।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে, তাহাত আমি পূর্ব্বে তোমার মুখ হইতে শুনিয়াছি, আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি, তুমি তৎসম্বন্ধে কিছুইত বলিলে না।

জিজ্ঞাসু—বহু বৎসর ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন করিলেও, শাস্ত্র বিশ্বাস বিহীন, বহু শিক্ষিতম্মন্য পুরুষের নিয়ত সঙ্গ করিলেও, সদ্‌গুরু পাইবার নিমিত্ত আমার চিত্ত কেন ব্যাকুল হইয়াছিল, আমি তাহা ঠিক জানি না, অতএব আমি আপনার এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিব না। আমার ধারণা আমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বিশেষই ইহার কারণ, ইহা ছাড়া আমি আপনাকে এসম্বন্ধে আর কিছু বলিতে সমর্থ নহি।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে আমার বিশ্বাস, আমার প্রশ্নের তাহাই প্রকৃত উত্তর, এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কোনরূপ যথার্থ উত্তর দেওয়া যায় না। সদ্‌গুরু দ্বারা দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন আছে, দীক্ষাদ্বারা মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি হয়,

দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করে, দীক্ষা জন্মান্তরের ও বর্ত্তমান জন্মের পাপরাশিকে ক্ষীণ করে, তোমার এইরূপ বিশ্বাস যে সহজ, এইরূপ বিশ্বাস যে তোমার বর্ত্তমান জন্মের শিক্ষা বা লোক সঙ্গ হইতে জন্ম লাভ করে নাই, তাহা স্থির। তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে সদানিরত, বিজ্ঞানের অধ্যাপনাতে নিযুক্ত, ঈদৃশ ব্যক্তির সদ্গুরু পাইবার নিমিত্ত এতাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া (বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে) বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় কি? তোমার যাঁহারা বিদ্যাগুরু, তুমি তাঁহাদের মুখ হইতে কখন যে, তোমার এইরূপ ভাবের পুষ্টিকর উপদেশ পাও নাই, তাহা বলা বাহুল্য। এ জীবনে তুমি যে সকল গ্রন্থ পাঠ ও যে সকল লোকের সঙ্গ করিয়াছ, সেই সকল গ্রন্থ ও লোক সঙ্গ যে তোমার এইরূপ ভাবের উদ্দীপক কারণ নহে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, অতএব মানিতেই হইবে, তোমার জন্মান্তরের সংস্কার বিশেষই তোমাকে সদ্গুরু পাইবার নিমিত্ত এইপ্রকার ব্যাকুল করিয়াছে। আমি এখন তোমার গুরু বিষয়ক প্রশ্নের যথাজ্ঞান উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

মানুষ বস্তুতঃ যথোক্ত লক্ষণ গুরু হইতে পারেন কিনা? শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ঈশ্বর ও গুরু এই পদার্থদ্বয়কে ভিন্ন বলিয়াছেন কিনা?

মানুষ যে কখন গুরু হইতে পারেন না, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে বস্তুতঃ গুরুপদ-বোধ্য অর্থ, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে "গুরু" শব্দ দ্বারা যে ঈশ্বরই লক্ষিত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমদয়ালু জগন্নাথ কারুণ্য বশতঃ মন্ত্রময়ী তনু করিয়া সংসার সাগরে নিমগ্ন লোক সমূহকে শাস্ত্র পাণি দ্বারা উদ্ধার করেন। *

জিজ্ঞাসু—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রে গুরু ও ঈশ্বরের পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ দৃষ্ট হয় কেন? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সদ্গুরুর লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, কিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট গুরু সকাশ হইতে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য, কিরূপ গুরু ত্যাজ্য, তাহা কথিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, শাস্ত্রোক্ত

---

* "যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মন্ত্রময়ীং তনুম্। মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা ॥—জয়াতন্ত্র

লক্ষণবিশিষ্ট মনুষ্য দেহধারিগণও "গুরু" শব্দের অভিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন।

মনুষ্য দেহধারিগণও "গুরু" শব্দের অভিধেয়রূপে ব্যবহৃত হন কেন?

বক্তা—তুমি বোধ হয়, ইহা অস্বীকার করিবে না যে, যথাবিধি বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপশ্চরণ, যোগাভ্যাস এবং সদাচারের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। শতপথ ব্রাহ্মণে বিদ্বজ্জনকে "দেব" রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের "ভূদেব" একটী নাম। ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, বহু স্থলে এই শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্র বা যোগিবৃন্দের অলৌকিক শক্তির কথা বোধ হয়, তুমি বহুবার শুনিয়াছ, শ্রুতিতে এবং তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ ও পাতঞ্জলাদি যোগ বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে যোগৈশ্বর্য্যের বিস্তর বিবরণ আছে। অতএব আস্তিকের শ্রুতি বা অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট মানুষ বিগ্রহবান্, জ্ঞানদাতার অমানুষিক শক্তিতে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। যথোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট মনুষ্য দেহধারিগণকে বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ, জ্ঞানে, শক্তিতে সুখে অমরবৃন্দের সমান বা তাঁহাদিগ হইতেও অধিকতর বিভূতি সম্পন্ন বলিয়াছেন। মহর্ষি শৌনক স্বপ্রণীত ঋগ্বিধানে বলিয়াছেন, জগত্রয়ে (ত্রিভুবনে) গায়ত্রীমন্ত্র সিদ্ধ ভূসুর (ভূদেব) ও অমরবৃন্দ এই উভয়ের মধ্যে শক্তিতে কোন ভেদ নাই (ভূসুরাণাং সুরাণাং চ ভেদো নাস্তি জগত্রয়ে"।—ঋগ্বিধান)। মানুষকে যখন গুরুরূপে ভাবনা কর, তখন মানুষের দেহটাকে কি লক্ষ্য করিয়া থাক? জড় দেহটা কি জ্ঞানদাতা হইতে পারে, বিপদ হইতে উদ্ধার কর্ত্তা হইতে পারে? বৈদিক, পৌরাণিক, ও তান্ত্রিক এই ত্রিবিধ উপাসনাতেই যে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে, প্রতীকোপাসনার বিধি আছে, বেদ ও শাস্ত্র সমূহ যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রয়োজন ভূয়োভূয়ঃ বুঝাইয়াছেন, তাহা তুমি বিদিত আছ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মৈত্র্যুপনিষৎ প্রভৃতিতে পৃথিব্যাদি ভূত সমূহকে এক কথায় প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে শরীরী বা অন্তর্যামী বলা হইয়াছে। যোগীরা বলিয়াছেন স্থূল আলম্বনে প্রথমতঃ চিত্তকে ধারণ করিবার অভ্যাস না করিলে, সূক্ষ্ম আলম্বনে চিত্তকে ধারণ করিবার সামর্থ্য হয় না। বৈদিক আর্য্যজাতি এই জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, সূর্য্য ইত্যাদিতে পরমাত্মার ভাবনা পূর্ব্বক উপাসনা করেন। যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি যে কেবল স্বর্গ নামক কোন

নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বাস করেন না, বেদও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের কৃপায় বৈদিক আর্য্যজাতি তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাই পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ও তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্যকে দেখিতে পাইতেন, তাই শালগ্রামাদিতে উপাসনার বিধি হইয়াছে। তুমি যখন শালগ্রামশিলাতে নারায়ণের পূজা কর, যখন "সহস্র-শীর্ষ," "সহস্রাক্ষ", "সহস্রপাৎ" ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ ও উহাদের অর্থ চিন্তা কর, তখন কি তোমার চিত্তে শালগ্রামশিলার মূর্ত্তিটুকু পতিত হয়? তখন কি তোমার শিলা বুদ্ধি অন্তর্হিত হয় না? অতএব যিনি মানুষকে গুরু বুদ্ধিতে—জ্ঞানদাতৃরূপে অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনকারিরূপে পূজা করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার স্থূল উপাধিটাকে লক্ষ্য করেন না, মানুষ দেহে বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই তিনি তখন বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। কোন মনুষ্য বিগ্রহবান্ (মানুষ শরীরধারী) পুরুষে গুরুপূজা করিলেও, শালগ্রামাদিতে সর্ব্বব্যাপক নারায়ণের পূজার ন্যায় ঈশ্বরেরই যে, পূজা হইয়া থাকে, "গুরু" বলিতে বৈদিক আর্য্যজাতি যে মূলতঃ পরমেশ্বরকেই বুঝিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, তুমি স্বীকার করিবে। শাস্ত্র কখন গুরুকে ঈশ্বর হইতে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কখন আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন রূপেও বর্ণন করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলে, এইরূপ করিবার কারণ কি, তাহা তোমার দুর্ব্বোধ্য থাকিবে না। আমি সময়ান্তরে এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক তোমাকে যথাশক্তি কিছু বলিব। তোমার আর কি জিজ্ঞাসা আছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমি গুরু তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, গুরুর স্বরূপ জানিতে পারিলে, এবং সদ্‌গুরুর সমাগম হইলেই, আমি কৃতার্থ হইব, আর কিছু জানিতে বা পাইতে আমার ইচ্ছা নাই। কিরূপে, কোন্ উপায়ে জ্ঞানদাতা, ভয়ত্রাতা, দুস্তর ভব পারাবারের কর্ণধার, ঐহিক, ও পারত্রিক কল্যাণনিধান শ্রীগুরুদেবের সমাগম হইতে পারে, তাহা জানিবার নিমিত্ত (পূর্ব্বে জানাইয়াছি) আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি।

বক্তা—সদ্‌গুরু দর্শনের প্রকৃত পিপাসা, এবং সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ বহু জন্মান্তরীর্ণ সুকৃতি হইতে হইয়া থাকে। সৎ শিষ্য হইলেই সদ্‌গুরু লাভ হয়।

জিজ্ঞাসু—সৎ শিষ্য কিরূপে হওয়া যায়? সৎ শিষ্যের লক্ষণ কি?

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারাম চন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ জিজ্ঞাসা আত্ম-পরহিতার্থি মনুষ্য-মাত্রের হওয়া উচিত।

জিজ্ঞাসু—শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সমূহে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ববিষয়ক যে সকল কথা আছে, সেই সকল কথার আশয় হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বক্তা—ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসা আত্ম-পর-হিতার্থি-মনুষ্যমাত্রের হওয়া উচিত, কেবল বর্ণাশ্রম—ধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক আর্য্যবংশধরগণের নহে, আমার বিশ্বাস, দেহ, ইন্দ্রিয়, ও মনের সমধিক সামর্থ্যের যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, স্বাস্থ্য-সুখ ভোগে বঞ্চিত হইতে যাঁহাদের অনিচ্ছা হয়, নীরোগ, দীর্ঘজীবন, সদ্‌-গুণভূষিত, মাতা-পিতার আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বজনের স্নেহাকর্ষক সন্তানলাভে যাঁহাদের তীব্র ইচ্ছা আছে, দেশের উন্নতি যাঁহাদের প্রার্থনীয়, অণিমাদি অষ্টবিভূতি সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন যাঁহারা উপলব্ধি করেন, সুখময় শাশ্বত ব্রহ্মধামে চিরবাস করিতে যাঁহারা অভিলাষী, ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা এবং সর্ব্ব-দুঃখবীজ অব্রহ্মচর্য্য পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠার্থ যথাশক্তি চেষ্টা, তাঁহাদের না হইয়া থাকিতে পারেনা। শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক অখিল শাস্ত্রে যে তপের অতি-

মাত্র প্রশংসা আছে, আমি তাহা, তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি; ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা, দেখিতে পাইবে, বেদ-শাস্ত্রে তপের প্রশংসা হইতে কম করা হয় নাই; ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতি প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠতপঃ। জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্রে ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মচর্য্যকে উত্তম তপঃ বলিয়াছেন ('ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যংতপোত্তমং')। ছান্দোগ্যোপনিষদের উপদেশ—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রহ্ম লোকপ্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অসম্ভব, যজ্ঞাদি অখিল ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টহারক কর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভূত, ব্রহ্মচর্য্যরহিত পুরুষের যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থ হয় না। * অব্রহ্মচারীর যে, আত্মসাক্ষাৎকার হয়না, ব্রহ্মচর্য্যই যে, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়, শ্রুতিতে তাহা বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ এবং ইহার প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে বহু উপদেশ আছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা (সিদ্ধি) হইলে, বীর্য্যলাভ হয়, শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মনের অত্যন্ত সামর্থ্য জন্মে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ বীর্য্যহীন, ইহা শিষ্যের হৃদয়ে আহিত হয় না। অতএব আত্ম-পরের প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সমূহে যে, ব্রহ্মচর্য্যের এত প্রশংসা আছে, তাহার কারণ কি, তাঁহাদের তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

জিজ্ঞাসু—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ হইতে কি জ্ঞান পাওয়া যায়, প্রথমে তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বেদের কথার, শাস্ত্রের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ বর্ত্তমান সময়ে কেন এত দুঃসাধ্য হইতেছে?

বক্তা—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ হইতে কি জ্ঞান পাওয়া যায়, পরে তাহা বলিতেছি, প্রথমে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ যে কারণে বৈদিক আর্য্যবংশধরগণের মধ্যেও, বহুব্যক্তির অধুনা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, তাহা বলিব। বৈদিক সংস্কার বিহীন আর্য্যজাতির বেদ ও শাস্ত্রের

---

* "তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

"অথ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হেব" ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কথার প্রকৃত আশয় অবগত হওয়া যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা সুখবোধ্য, কারণ ঐহিক, পারত্রিক সংস্কার বা প্রতিভানুসারেই লোকের পদার্থ প্রতীতি হইয়া থাকে, যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তিনি কখন তাহা বুঝিতে পারেন না। পূর্ব্ব অনুভবের সহিত বর্ত্তমান সংবেদনকে মিলাইতে না পারিলে, "ইহা এই-রূপ' বা 'এইরূপ নহে,' এবম্প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়না। যাঁহারা কখন যথা-বিধি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই, ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুভিন্ন যাঁহাদের চিত্ত কখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর তত্ত্বান্বেষণ করে নাই, অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন যাঁহারা কদাচ উপলব্ধি করেন না, ইহলোক ছাড়া লোকান্তরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অতএব পরলোক সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই, কোন জিজ্ঞাসা নাই, ভূত ও ভৌতিক শক্তি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন, যাঁহাদের দৃষ্টিতে অসভ্যোচিত প্রাথমিক মানুষের কার্য্য, আচার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, যাঁহাদের জ্ঞানে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার, গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা যাঁহাদের দেহ ও মন কদাচ সংস্কৃত হয় নাই, মানুষ-শিল্পকুশল হইলেও, মানুষশিল্প যে, দেবশিল্পের অনুকৃতি, তাহা যাঁহারা জানিতে পারেন নাই, আত্ম-সংস্কৃতিরূপ শিল্পের (যদ্দ্বারা মানুষ ছন্দোময় হয়, যে শিল্প মানুকে বেদ ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে অধিকারী করে) * কোন সংবাদই যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, অথবা সংবাদপ্রাপ্ত হইলেও, আত্মসংস্কৃতিরূপ শিল্প দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ায়, যাঁহারা ইহার প্রয়োজন কি, ইহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, বর্ত্তমান জীবনকে কথঞ্চিৎ বাধা রহিত করাকেই যাঁহারা পরমপুরু-ষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা কি কখন বেদ-ও-শাস্ত্রের কথার অভিপ্রায় যথার্থভাবে অনুভব করিতে ক্ষমবান্ হইতে পারেন? বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির আহারাদি সমস্তকর্ম্মই গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ অনুসারে হইত, বৈদিক আর্য্যজাতির কি মানসিক স্পন্দন, কি দৈহিক যন্ত্রাদির স্পন্দন, সকলই গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ অনুসারে নিষ্পাদিত হইত বলিয়া, এই জাতির সকল কর্ম্মই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ হেতু ধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইত, মনও শরীরের অনুকূল বেদনই বৈদিক আর্য্যজাতির শারীর-ও-মানস কর্ম্মসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা; অতএব সকল পদার্থই বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য-

---

* শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পান্যেতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পমধিগম্যতে।
* * * "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"
* * * —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৫

জাতির দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে পতিত হইত। আহারকে এই জাতি 'প্রাণাগ্নি হোত্র' যজ্ঞ বলিয়া বুঝিতেন, আহারের সহিত ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, বৈদিক আর্য্য-জাতির তাহা স্বভাবজাত বিশ্বাস। আমি কি ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, এখনই বা আমার স্বরূপ কি, কিভাবে আমি জীবিত আছি, ভবিষ্যতে আমার কি হইবে, কোথায় যাইব, কিরূপে থাকিব, ইত্যাদি অনুসন্ধানকে "আত্মভাবভাবনা" বলে। বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির চিত্তে যথার্থ আত্মভাব-ভাবনা কখন উদিত হয় কিনা, সন্দেহ। পাতঞ্জল যোগদর্শন ও তাহার বেদব্যাসকৃত ভাষ্য পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, যে ব্যক্তির রোমহর্ষ ও অশ্রু পতন দৃষ্ট হয়, অনুমান করিতে হইবে, তাঁহার মোক্ষজনক বিশেষদর্শনের—আত্মজ্ঞানের বীজ ফলোন্মুখ হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তির 'আত্মভাব-ভাবনা'—আত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। যাঁহাদের তাদৃশ বীজ বিদ্যমান নাই, তাঁহারা পাপ হেতু নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাস্তিত্ব বিষয়েই অনুরাগী হইয়া থাকেন, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মনামক স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এইরূপ মতাবলম্বী হ'ন, তাঁহাদের তত্ত্ব নির্ণয়ে অরুচি হইয়া থাকে। যথোক্ত আত্মভাব ভাবনা যে, নাস্তিকের হৃদয়ে (যাঁহারা ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন না তাঁহাদের চিত্তে) উদিত হয় না, তাহা সুখ-বোধ্য। বৈদিক আর্য্যজাতি সর্ব্ববিষয়ে বিশিষ্ট প্রতিভা বিশিষ্ট জাতি। প্রতিভাই পদার্থ, সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে পদার্থ সমূহকে জানিয়া থাকে, অতএব বৈদিক আর্য্যজাতির পদার্থ প্রতীতি, অন্যজাতির পদার্থ প্রতীতি হইতে বিভিন্ন হওয়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। বৈদিক আর্য্যজাতির জগৎ, বৈদিক আর্য্যজাতির ধর্ম্মাধর্ম্ম, বৈদিক আর্য্যজাতির রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রণনীতি, বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে উন্নতি ও সভ্যতা ইত্যাদি সকল বিষয়ই ভিন্নাকারের। ইদানীন্তন বৈদিক আর্য্যজাতির বংশধরগণের মধ্যে বহুজনের বৈদিক আর্য্যোচিত সংস্কার না হওয়ায়, কলিযুগ প্রভাবে, শিক্ষা ও সঙ্গদোষে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহঁারা অন্যজাতীয় সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং বৈদিক আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও, ইহাঁরা বেদ ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ। বেদের কথার, শাস্ত্রের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ এক্ষণে কেন এত দুঃসাধ্য হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি কি উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিলাম, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?

বেদের কথার, শাস্ত্রের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ বর্ত্তমান সময়ে কেন এত দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে তাহা জানাইবার উদ্দেশ্য।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার যাহা বুঝিবার সংস্কার নাই, যাবৎ তাহা বুঝিবার সংস্কার না হয়, তাবৎ তিনি তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন না, তাবৎ তাঁহার তাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হয় না, তাবৎ তাহা বুঝিবার তাঁহার আকাঙ্ক্ষাই হয় না। আত্ম সংস্কৃতি রূপ শিল্প দ্বারা দেহ ও মনের সংস্কার না হইলে, বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের যোগ্যতার বিকাশ হয় না, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই স্বল্পাক্ষরাত্মক উপদেশের গর্ভে যে কত সার আছে, তাহা যথাযথভাবে অনুভব করিবার শক্তি আমার নাই, তবে এই উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, পূর্ণভাবে ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমার অতিমাত্র কৌতূহল হইয়াছে। সকলে যে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না, সকলের যে সকল কথা প্রীতিপ্রদ হয় না, সকলের যে সকল কথা সুখ বোধ্য হয় না, তাহা নিষ্কারণ নহে। যাঁহার যাহা বুঝিবার সংস্কার নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাহা বুঝিবার তাঁহার প্রয়োজন বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ লোকের চিত্তে যে, যথোক্ত আত্মভাব ভাবনার উদয় হয় না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, আত্মভাব-ভাবনা, পরলোকের অন্বেষণ, অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ, অনাদিকর্ম্মতত্ত্বে স্বভাবতঃ বিশ্বাস স্থাপন, বৈদিক আর্য্যজাতির যে ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম, তাহা মানিতেই হইবে। বৈদিক আর্য্যজাতি বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ সর্ব্ব পদার্থকেই অন্য জাতি হইতে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন, বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত জগতের রূপ, 'যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবিহীন, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ ছাড়া কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে যাঁহাদের প্রত্যয় নাই, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান্, যাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারেন না, ভূত ও ভৌতিক শক্তিই যাঁহাদের নয়নে জগতের একমাত্র কারণ রূপে পতিত হইয়াছে, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করিতে অক্ষম, কর্ম্মের অনাদিত্বের স্বরূপ যাঁহারা ধারণা করিতে অপারগ,' তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত জগতের রূপ হইতে নিশ্চয়ই বিভিন্ন। অতএব একালে বেদের কথার, শাস্ত্রের কথার (যে কথাতে পরলোকের বর্ণন আছে, যাহাতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, আত্মভাব ভাবনার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের, কর্ম্মের অনাদিত্বের,

বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি বিকাশের, জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্বের, আত্ম-সংস্কৃতিরূপ শিল্পের, দেবতা ও সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির বিবরণ আছে, সে কথার) তাৎপর্য্য পরিগ্রহ দুঃসাধ্য। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বেদ-ও-শাস্ত্র মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, একালে সেই সেই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে, 'ইহারা একেবারে অসম্ভব কথা নহে' বলিয়া স্বীকার করিতে, 'বৃদ্ধ পিতামহীর কথার ন্যায় অসার বোধে উপেক্ষণীয় নহে,' এবম্প্রকার মত প্রকাশ করিতে, অত্যল্প লোকই পারিবেন। আমার বিশ্বাস আপনি এই নিমিত্ত বেদের কথার, শাস্ত্রের কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ একালে কেন দুঃসাধ্য, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। ব্রহ্মচর্য্যই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়, অব্রহ্মচারীর আত্মদর্শন হয় না, ব্রহ্মচর্য্য রহিত পুরুষের যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থ হয় না; ইত্যাদি কথা শ্রবণ করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের বিশেষ বাধানুভব হইবে না, কারণ, ইহারা উন্মত্তের অর্থ শূন্য প্রলাপ বলিয়াই, উপেক্ষিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইলে, বীর্য্যলাভ হয়, শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মনের অত্যন্ত সামর্থ্য জন্মে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন না, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ বীর্য্যহীন, এই সকল কথা শুনিয়া, অনেকে বলিবেন, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার এত উন্নতি করিয়াছেন, করিতেছেন, যাঁহারা অন্যকে উপদেশ দ্বারা জ্ঞানবান্ করিতেছেন, বিজ্ঞান ও কলা কুশল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন? করিয়া থাকেন? যাহা হোক্ ব্রহ্মচর্য্য পালন যে হিতকর, অনেক বিজ্ঞানবিৎ সুচিকিৎসক তাহা স্বীকার করিয়াছেন অতএব শাস্ত্রের একথা সকলের কাছে একেবারে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাহার পর—"ব্রহ্মচারী (যিনি অধ্যেতব্য—নিরন্তর ধ্যেয় বেদাত্মক ব্রহ্মকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অবশ্য আচরণীয়—পালনীয় শুক্র সন্ধারণাদি, ব্রত পালনে সদা তৎপর—সর্ব্বদা অনবধান রহিত), স্বীয় তপঃ দ্বারা দ্যাবা পৃথিবী (স্বর্গ ও ভূলোক) পরিব্যাপ্ত হইয়া, স্বীয় নিয়মে—ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালনে প্রবৃত্ত থাকেন, এইরূপ অস্খলিত ব্রতধারী, বেদাধ্যয়ন নিরত ব্রহ্মচারীর প্রতি ইন্দ্রাদি দেবগণ সমান মনস্ক—অনুগ্রহ বুদ্ধি যুক্ত হ'ন, ঈদৃশ ব্রহ্মচারী স্বীয় তপো প্রভাবে পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করিয়া থাকেন, ইনি আচার্য্যকেও (সকল্প, সরহস্য বেদব্যাখ্যাতা গুরুকেও) পালন করেন, অথর্ব্ব বেদের এই কথা শুনিয়া

এ কালের শিক্ষিতজনগণ কি মনে করিবেন? যাঁহারা আধুনিক বেদজ্ঞ বলিয়া আদৃত হন, তাঁহারাই বা একথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে বা অন্যকে করাইতে সমর্থ হইবেন কি? "ইহা উদ্ভ্রান্তের বাক্য", এবম্প্রকার মত প্রকাশ কারীকে কি তাঁহারা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারিবেন, তোমরা যাহা ভাবিতেছ, ইহা তাহা নহে, ইহা বেদের কথা অতএব নিশ্চয়ই সসার কথা, উপেক্ষণীয় কথা নহে, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে?

জিজ্ঞাসু—আমি অত্যন্ত উপকৃত হইলাম, বেদ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, বেদ ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করান এখন কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার আমার তাহা পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি হইল। কলিতে "বেদের লোপ হইবে," "শাস্ত্রের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেনা", শাস্ত্রের ইত্যাদি ভবিষ্যৎ বাণী যে সত্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেদের ও শাস্ত্রের নিন্দা শুনিয়া, একালে বেদ ও শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের মনেও যে বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইবে না, বর্ত্তমান কালের বেদ ও শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেই যে, অনেকে বেদ-ও-শাস্ত্রের নিন্দা করিবেন, এক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। তথাপি মনে হয়, বেদ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যানের চেষ্টা কর্ত্তব্য, বেদ-ও-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করাইবার নিমিত্ত যত্ন করণীয়। যদি একজনেরও এতদ্দ্বারা কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে, চেষ্টা ফলবতী হইল, এইরূপ ভাবিতে হইবে। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন, "যথার্থ ব্রহ্মচারী আচার্য্যকেও স্বীয় তপঃ দ্বারা পালন করেন," আমি এই কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—শিষ্য কৃত পাপ গুরুকে স্পর্শকরে, শিষ্যের পাপে গুরুর পতন হয়। যে শিষ্য যথাবিধি তপস্যা করেন, যে শিষ্যের ব্রত পালনের কদাচ স্খলন হয় না, তাদৃশ শিষ্য হইতে গুরুর পতন হয় না, তাই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ও পালন করেন, আচার্য্যকে তৎকৃত পাপ হেতু পতন হইতে রক্ষা করেন। *

---

* স দাধার পৃথিবীং দিবং চ স আচার্য্যং তপসা পিপর্ত্তি।

অথর্ব্ব বেদ সংহিতা—১১।৭।১

"তথা আচার্য্যং স্বং গুরুং তেনৈব তপসা পিপর্ত্তি—পালয়তি। সম্মার্গ বৃত্ত্যা আচার্য্যং পরিপালয়তীত্যর্থঃ। "শিষ্য পাপং গুরোরপি" ইতি, শিষ্য কৃতেন পাপেন গুরোরপি পাতিত্য স্মরণাৎ এবং উক্তম্। অথর্ব্ব বেদ ভাষ্য।

জিজ্ঞাসু—যথাবিধি ব্রত পালন তৎপর ব্রহ্মচারী তপস্যা দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয় লোক পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, এই কথার আশয় কি, তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ 'ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হইতে ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জ্ঞান পাওয়া যায়, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন।—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীশক্তি-পূজা।

(১)

যিনি জগতের মূলে—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে দাঁড়াইয়া—জগতকে—ব্রহ্মাণ্ডকে গতি দিতেছেন, জগতের কার্য্যরাশির ব্যবস্থা করিতেছেন, জগতকে বিচিত্র আকারে আকার দিতেছেন, যিনি ইহাকে গড়িতেছেন, আবার যিনি ভাঙ্গিতেছেন তিনি শক্তি। তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা। ব্রহ্মের এই স্বতঃসিদ্ধা শক্তি মায়া নামে শ্রুত হয়। তাই বলা হয় শক্তির মূলে যিনি তিনি ব্রহ্ম। অগাধ, অপরিসীম, স্থির, শান্ত শ্রুতির ভাষায় "অনেজদেকং" চৈতন্য সমুদ্রই ব্রহ্ম। এই সীমাশূন্য চৈতন্যের এক পাদে মাত্র শক্তি ভাসেন। পূর্ণ চৈতন্যে পূর্ণ শক্তি এক হইয়াই থাকেন—অভিব্যক্তি এক দেশেই হয়। চৈতন্যকে চলন দেন—আকার দেন—এই শক্তি—আবার শক্তিকে, চৈতন্য দেন এই ব্রহ্ম। উভয়ে যখন মিলিত হন তখন যিনি "অনেজদেকং" তিনিই "মনসো জবীয়ঃ"—যিনি কম্পন শূন্য এক—তিনিই মনের মত গতিশীল। একপাদে দৃষ্টি রাখ দেখিবে "তৎ এজতি" শক্তি চলিতেছেন—অন্য পাদে লক্ষ্য কর দেখিবে "তন্নৈজতি" ব্রহ্ম চলিতেছেন না—এক দিকে দেখ দেখিবে "তদ্দূরে" অন্য দিকে দেখ দেখিবে "তৎ উ অন্তিকে"। এই উভয়ে লক্ষ্য রাখিতে পার বুঝিবে "আসীনো দূরং ব্রজতি" একস্থানে স্থির কিন্তু দূরেও ভ্রমণ করিতেছেন আবার "শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"—এক স্থানে শয়ন করিয়া আছেন কিন্তু সর্ব্বত্র যাইতেছেন। বল দেখি এই ব্রহ্ম ও শক্তির পূজা কে না করে? জাতি বা ব্যক্তি, সমষ্টি বা ব্যষ্টি—এই চৈতন্য জড়িত শক্তিই—কিন্তু—

জ্বলতঃ সর্ব্বতোজস্রং চিত্তস্থানেষু তিষ্ঠতঃ
যস্য চিন্মাত্র দীপস্য ভাসা ভাতি জগত্রয়ম্॥

এই চিন্মাত্র প্রদীপ—চিত্তস্থানে থাকিয়াই সর্ব্বত্র অজস্র আলোক দিতেছেন। এই চেতনাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান হইয়াছে। জগৎ নাই এ কথাত বেদ বলেন না। তুমি যে ভাবে জগৎ দেখ, সে ভাবে জগৎ নাই—তুমি যাহাকে জগৎ বলিতেছ, তিনি শক্তিই, তিনি ব্রহ্মই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই। ব্রহ্মকেই তুমি অজ্ঞানে জগৎরূপে দেখিতেছ, অখণ্ডকে খণ্ডরূপে দেখিতেছ। আপনাকে আপনি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে এই তত্ত্ব একবার বুঝিয়া দেখ শিব শিবা, সীতা রাম, রাধা কৃষ্ণ—পূজার বস্তু কেন বুঝিবে। আরও বুঝিবে এক অখণ্ড চৈতন্য এক অখণ্ডা শক্তি এক হইয়া ব্রহ্ম—আবার সেই অখণ্ড খণ্ডরূপে ভাসিয়া এই মূর্ত্তি।

> যং বিনাঽর্কাদয়োপ্যেতে প্রকাশাস্তিমিরোপমাঃ।
> সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে ত্রিজগন্মৃগতৃষ্ণিকাঃ॥
> সম্পন্দে সমুদেতীব নিস্পন্দান্তর্গতেন চ।
> ইয়ং যস্মিন্ জগল্লক্ষ্মীরলাত ইব চক্রতা॥
> সর্ব্বদৈব প্রবুদ্ধো যঃ সুপ্তো যঃ সর্ব্বদৈব চ।
> ন সুপ্তো ন প্রবুদ্ধশ্চ য সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বদা॥
> যদস্পন্দং শিবং শান্তং যৎস্পন্দং ত্রিজগৎস্থিতি।
> স্পন্দাস্পন্দ বিলাসাত্মা য একো ভরিতাকৃতিঃ॥ ইত্যাদি

যিনি ভিন্ন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশ পদার্থ অন্ধকার হইয়া যায়, যিনি থাকাতে এই ত্রিজগৎ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় উৎপন্ন হয়, যাঁহার স্পন্দনও নিস্পন্দ অবস্থাতে, যাঁহার মনোভাব ত্যাগ ও গ্রহণ কালে, নিশি ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত অঙ্গারের চক্রাকারতার মত এই জগল্লক্ষ্মী পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয় হয়, যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ, যিনি সর্ব্বদা সুপ্ত, আবার যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন, স্পন্দন রহিত অবস্থায় যিনি পরম শান্ত মঙ্গলময়, আবার স্পন্দন যুক্ত অবস্থাই যাঁহার ত্রিজগৎরূপে স্থিতি, যিনি স্পন্দ ও অস্পন্দরূপে বিলাস করেন—করিয়াও যিনি শুদ্ধ ভরিতাকার পূর্ণাকার—আহা! জীব ইঁহার উপাসনা করিবেনা ত কাহার উপাসনা করিবে? বুঝিতে কি পারা গেল শক্তি কে? ব্রহ্মই বা কে? শক্তিই গায়ত্রী—গায়ত্রীই ব্রহ্ম। "গায়ত্রি ত্বং যৎ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা"—মা গায়ত্রি! যিনি ব্রহ্ম তিনিই তুমি। ব্রহ্মবেত্তাগণ তোমাকে এইরূপই জানেন। শুদ্ধচিত্ত পণ্ডিতেরা তোমাকে এইরূপই দেখেন। শ্রীপার্ব্বতী আপনিই বলিতেছেন

"গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাং" বেদমাতা গায়ত্রী আমি—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আমি। আমিই গোলকে রাধা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ভারতী বাক্‌বাদিনী; কৈলাসে পার্ব্বতী, মিথিলায় জানকী, দ্বারকায়, রুক্মিণী—"যত্র কুত্র স্থলে নাথ শক্তিস্তিষ্ঠতি শঙ্কর! তত্রৈবাহং মহাদেব।" যেখানে যেখানে শক্তি দেখা যায় সেইখানে হে মহাদেব আমি আছি।

তুমি আমি মিলাইতে না পারিয়াই ব্রহ্ম পূজা করি, শক্তি পূজা করিনা—বা কৃষ্ণ ভজি দুর্গা ভজিনা—বড় অশাস্ত্রীয় কার্য্য ইহা। প্রাচীন বাড়ীতে কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গা পূজাও হইত বলিদানও হইত আবার কৃষ্ণের পূজাও হইত। সাত্ত্বিক সাধকে মিলাইয়া লইতে পারেন তামসিকেরা বলিদান শুনিলেই পরম বৈষ্ণবীকেই বিষ্ণু বলিতে ভয় পায়। রামপ্রসাদ নিঃশঙ্কচিত্তে গাহিয়াছিলেন "তখন সমর সাগরে নেচেছিলি শ্যামা—এবে প্রিয় তব যমুনা বারি" "কালী হলি মা রাস বেহারি" ইত্যাদি—অদ্বৈতবাদকে সত্য জানিয়াও তাঁহারা দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেন—ফলে যতদিন উপাসনা ততদিন দ্বৈতভাব থাকিবেই—আর যখন স্থিতি তখনই অদ্বৈত। নিরাকারে স্থিতি কিন্তু সাকার উপাসনার দ্বারাই হয়। আর ইহাও ঠিক যে—

"সাকারং মায়য়া ভাতি নিরাকারং তু বাস্তবম্"
উপাধি চলনেনৈব চলনং তু বিভাব্যতে॥

মায়ায় সাকার রূপ কিন্তু বাস্তবরূপ নিরাকার। উপাধির চলনে চলন হয় ভাবনা করা যায়।

মিলাইবার কথা আর একটু বলা যাউক। কৌলাচার্য্য সত্যানন্দ বলিতেছেন—

একমেব তত্ত্বং বিদ্যতে নান্যদস্তি কিঞ্চনেতি সর্ব্বোপনিষদাং মতম্। তচ্চ ব্রহ্মচিদ্রূপং ততশ্চিদ্রূপমেব সর্ব্বং জগৎ। সৃষ্টৌ সা চিৎ প্রতিদেহে পূর্ণাপূর্ণ ভাবাভ্যামাবির্ভবতি। পূর্ণভাবেন সা কূটস্থা অপূর্ণভাবেন জীবঃ শরীরঞ্চ। কথং পূর্ণা সা ভবত্যপূর্ণা? অচিন্ত্য শক্তেস্তস্যা অনাদি সৃষ্টিশক্তিত্বাৎ। কিং তৎশক্তিশ্চিদেব চিত্তিন্নাবা? চিদেব সা শক্তিঃ শক্তিশক্তিমতোরভেদত্বাৎ। কথং চিদ্রূপিণী সৃষ্টিশক্তিশ্চৈতন্যং হ্রস্বীকরোতি? উক্তমেব ব্রহ্মণোঽচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। প্রপঞ্চস্য যদ্ব্যবহারিকজড়ত্বং তজ্জীবানাং ভোগেচ্ছারূপকর্ম্মসংস্কারান্তরতি। জীবানাং অপূর্ণ-চিন্তাবত্ত্বাদেবতেষাং ভোগেচ্ছা প্রপঞ্চে জড়ত্ব ভোগ্যত্বদর্শনঞ্চ।

ব্রহ্মণো গুণময়ী সৃষ্টিশক্তি র্মায়ৈব কর্ম্মরূপেণ কর্ম্মজন্যসংস্কাররূপেণ চ স্বকীয়পূর্ণ চিদ্রূপমাচ্ছাদ্য জীবাদিভাবমবাপ্নোতি। তস্মাৎ সৃষ্টিশক্তের্ম্মায়ায়া মূলপ্রকৃতেঃ সগুণব্রহ্মণো বা দ্বিবিধং রূপমস্তি—কামরূপং জ্ঞানরূপঞ্চ। কামরূপেণ সা ত্রিগুণাত্মিকা—জ্ঞানরূপেণ চিন্ময়ী। ত্রিগুণাত্মিকা সা স্থূলসূক্ষ্ম কারণ শরীরাণাং কারণং—চিন্ময়ী সা শরীরাধিষ্ঠিতানাং সর্ব্বসংবেদনানাং হেতুঃ।

তত্ত্ব একটিই আর কিছুই নাই—সমস্ত উপনিষদের এই মত। সেই ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ। এজন্য জগৎটাও সেই চিৎরূপ ব্রহ্মই। সৃষ্টিতে সেই চিৎ প্রতিদেহে পূর্ণ ও অপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয়েন। পূর্ণভাবে তিনি কূটস্থ আর অপূর্ণভাবে জীব এবং শরীর। পূর্ণ—অপূর্ণ হয়েন কিরূপে? অচিন্ত্যশক্তি চিতের অনাদি সৃষ্টিশক্তি জন্য। শক্তি কি চিৎ বা চিৎভিন্ন আর কিছু? শক্তি চিৎই কারণ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। চিৎরূপিণী সৃষ্টিশক্তি চৈতন্যকে খণ্ড করেন কিরূপে? বলাত হইয়াছে ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য। সৃষ্টি প্রপঞ্চের যে ব্যবহারিক জড়ত্ব এটা জীবের ভোগেচ্ছারূপ কর্ম্মসংস্কার হইতে জন্মে। সংস্কারবশে জীব ভোগেচ্ছা করে—আবার সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য ভোগ্য প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। জীবের অপূর্ণ চিদ্ভাবহেতু তাহাদের ভোগেচ্ছা আর প্রপঞ্চে জড়ত্ব ভোগ্যত্ব দর্শন।

বলা হইতেছে সৃষ্টিশক্তিই মায়া, ইনিই মূল প্রকৃতি, ইনিই সগুণব্রহ্ম। শক্তির দুইরূপ (১) কামরূপ (২) জ্ঞানরূপ। কামরূপে শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা আর জ্ঞানরূপে চিন্ময়ী। ত্রিগুণাত্মিকা যিনি তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরেরও কারণ আর চিন্ময়ী যিনি তিনি শরীরাধিষ্ঠিত সমস্ত সংবিদের হেতু। ইত্যাদি। চৈতন্য-ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ এই কথাই বেদে পাওয়া যায়। উপাসনা-মায়াশ্রিতা। মায়াও মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যার উপাসনা হয় না। মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যই উপাস্য।

(২)

শক্তির পূজা দুইভাবে হয়। এক ঐশ্বর্য্যের পূজা দ্বিতীয় মাধুর্য্যের পূজা বা আদর। দুর্গাপূজা—ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য মিলাইয়া। ইহা পরে দেখান যাইবে।

বলিতেছিলাম যাঁহার তেজের সীমানাই, যাঁহার ভালবাসারও অন্ত নাই, যিনি পরম, প্রেমময় হইয়াও "মহৎভয়ং বজ্রমুদ্যতং" এই সর্ব্বশক্তিমান্—এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এই সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং এই

কাবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ হইয়াও যিনি "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া", এক কথায় নির্গুণ হইয়াও—আপনি আপনি হইয়াও—বাক্যমনের অগোচর হইয়াও—"দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং"হইয়াও যিনি আপনাকে আপনি ধরা দিবার জন্য—সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগুণ বিশ্বরূপ সাজেন, যিনি জীবে জীবে আত্মা হইয়া বিরাজ করেন—ইহাতেও জগতের হয় না—জীবের দুঃখ দূর হয় না—তাই যিনি জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য—জীবকে পূর্ণ করিবার জন্য অজ হইয়াও-নিরাকার হইয়াও-নরাকারে, নার্য্যাকারে—নরনারীর মত সুখদুঃখের অভিনয় করেন—অর্থাৎ যিনি নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার সমকালে—এই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই জগতের লোক ইঁহাকে পূজা করে, এই রাজাধিরাজের প্রজা হইতেই মানুষ চায়, দাস হইতেই চায়—ইঁহাকেই মানুষ পিতা বলিতে চায়, ইহাকেই সখাস্বামী বলিতে চায়—অন্যান্য জাতির মধ্যেও এইভাবে পূজা আছে কিন্তু আমাদের জাতি আরও নিকট সম্বন্ধ দেখিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—আমাদের জাতি শ্রীভগবানকে শাসনও করেন। নন্দরাণী ননীচোরাকে বেত্রহস্তে তাড়া করেন আর প্রহার করিবার জন্য যখন বেত্র উঠান, তখন সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়কও ভীত ভীত চক্ষে মায়ের দিকে যেন কেমন কেমন করিয়া চাহিয়া থাকেন—এই দৃশ্যে কত ভক্তের মনে কতপ্রকার ভাবের যে উদয় হয় তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। ঈশ্বর প্রেমময় সত্য কিন্তু তিনিই আবার বজ্রমুদ্যতং। আমাদের সকল দেবতার হস্তেই বজ্র আছে। দুর্গার দশভুজে দশপ্রহরণ, রামের হাতে ধনুর্ব্বাণ, শিবের হাতে শূল, কৃষ্ণের হাতে চক্র ইত্যাদি। ঈশ্বরকে শাসন করাও চলে, ঈশ্বরের উপরে মান অভিমান, রহস্যও চলে, ঈশ্বরকে ভর্ৎসনাও করা যায়—এই যে এই দেশে মাধুর্য্যের লীলা এ আর কি অন্য কোন দেশে আছে? এই যে ভগবানের মুখ দিয়া ভক্ত বাহির করেন "প্রিয়া যদি মান ক'রে করয়ে ভর্ৎসন—বেদস্তুতি হৈতে তায় হরে মোর মন" এ সম্বন্ধ আর কোন জাতিতে আছে কি? ভগবানকে মা বলিয়া ডাকা—কন্যা বলিয়া ডাকা এমনটি আর কোথায় আছে?

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং ত বেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

তোমাকে সখা মনে করিয়া হঠাৎ হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা—এই যে সব বলিয়াছি তোমার মহিমা—তোমার সামর্থ্য না জানিয়া প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয় নিবন্ধন যাহা বলিয়াছি এবং তুমি বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে একাকী থাকিলে অথবা সখিগণ সমক্ষে পরিহাসার্থ আমাদ্বারা যে অবজ্ঞাত হইয়াছ তাহা তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব বলিয়া বলিতেছি তুমি আমায় ক্ষমা করিও।

আমাদের অন্তঃপুর মহিলাগণ এখনও কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার মত করিয়া এই মহিষাসুর—চণ্ড-মুণ্ড-শুম্ভাসুর প্রমুখ দৈত্যবিনাশ দক্ষা এই ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনি মোহনশীল লীলা—এই সমস্ত সুরমূর্ত্তিমনেকরূপা চণ্ডীকে কৈলাসে পাঠাইয়া থাকেন। কান্তকবির সেই অমর গীত কাহার না চক্ষে জল আনে?

সব যায় তোর সাথে ধুয়ে মুছে শুধু স্মৃতিটুকু রহে মা।
আগে ভাবিতাম সহিবেনা হায় মার প্রাণে এত সহে মা॥
লোকে কি বলিবে পাগলভিন্ন—আমি খুঁজি তোর চরণ চিহ্ন—ইত্যাদি।

সত্যই-ত আঙ্গিনায় সেই আলতাপরা রাঙ্গাপায়ের ভাঙ্গা চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া কাঁদা, বিদায়কালে আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল তাহাতে হরিদ্রা কাজলের রেখা দেখিয়া দেখিয়া ছটফট্ করা—এ আর কি কোথাও আছে? আবার অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়িকার আগমনকালে—উমার সখিগণ ছুটিয়া আসিয়া মেনকাকে যখন জাগাইতেছেন—বলিতেছেন—

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী। লয়ে যুগল শিশুকোলে মাকৈ মাকৈ বলে ঐ এল তোর শশধর বদনী—বলনা এমন লীলা কি কোথাও আছে? না হয়? আর মেনকার মত ভক্ত অথচ মাতা—এমন মাধুর্য্য লীলা আর কোথায় আছে? বালিকাগণ উমার সঙ্গে খেলা করিত উমী উমী বলিয়া ডাকিত যখন শুনিল তাদের উমীই জগতের একমাত্র উপাস্যা তখন বড় বিস্ময়ে মেনকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "উমী নাকি ভবের ভয়হারিণী?"

আহা! ভগবানকে, ঈশ্বরকে, ঈশ্বরীকে যদি এই ভাবে ভাল না বাসা যায় তবে ত ভালবাসাটা অসম্পূর্ণই থাকে।

(৩)

ঋষিগণ দুর্গাকে শতপ্রকারে বুঝিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তথাপি দেখিয়াছেন হয়না—এই মাকে বুঝাও যায়না, ধ্যান করাও যায় না তখন বলিয়াছেন মা প্রণাম প্রণাম—আমি পারিলাম না তুমি যদি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার দিকে লইয়া যাও তবেই হইবে--নতুবা তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। তাই গায়ত্রী মন্ত্রে আছে "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।"

শুধু মুখের কথায়—শুধু বচনে মার কৃপা কি হয়? "বাচা বিবেকস্তুবিবেক এব" বচনের যে বিবেক সেটা অবিবেকই। শক্তিই বল বা চৈতন্যই বল ঈশ্বর একই—নামরূপ অনেক বটে—তিনি বহুও হয়েন তথাপি একই থাকেন। এই ঈশ্বরকে পূজা করা চাই। তিন প্রকারে পূজা করার বিধি। প্রথম "আমি তোমার" বলিয়া পূজা দ্বিতীয় "তুমি আমার" বলিয়া পূজা শেষে "তুমি আমি একে" স্থিতি।

উপরের উপাসনা প্রণালীতে লক্ষ্য রাখিয়া রাখিয়া এই মহাপূজার কথা কিছু আলোচনা করি।

(৪)

কখনত এই চক্ষে তেমন করিয়া দেখিলাম না তবে যাঁহারা দেখিয়াছেন—দেখিয়া কি জানি কেমন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের লেখায় দেখিয়া, বিশ্বাস করি সত্য দেখা—সত্য লেখা। কি করিয়া বিশ্বাস আসিল—কি করিয়া বিশ্বাস করিলাম—নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিলাম—সত্য—তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। সকলের জন্য লিখিনা—আপনাকে আপনি লিখি—ভিতরে লক্ষ্য-প্রসন্নতা আর যদি কেহ আমার মতন থাকেন—লেখা তাঁহার জন্য ত হইবেই। সবাই আপনার তালে নাচে--কে কাহার কথা গ্রাহ্য করে—এই কালের এই ধর্ম্ম। এই বিষয় এই পর্য্যন্ত থাকিল।

(৫)

যাহা সনাতন তাহা চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে। যে জাতি সনাতন ধরিয়া থাকিবে, সেই থাকিবে—নতুবা জাতি গেল তাতেই বা ক্ষতি কি?

সনাতনই জাতির সৃষ্টি করেন, জাতি রক্ষা করেন, বিনাশও করেন। এই তুমিই পরমেশ্বর, এই তুমিই উপাস্য আর কেহ উপাস্য নয়—হইতেও পারেনা। তোমার কথাই শুনিতে হইবে, শুনিয়া শুনিয়া সন্দেহ বর্জ্জিত হইয়া মনে রাখিতে হইবে, রাখিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তবেই দেখা মিলিবে। দেখার জন্যই, জীবনের সকল কর্ম্ম তোমারই জন্য করিতে হইবে, সকল ভাবনা তোমাকে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিতে করিতে ভাবিতে হইবে, সকল বাক্য তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে বলিতে হইবে। শুধু আমার চেষ্টায়—আমার শত চেষ্টায় ইহা হইবে না—যতক্ষণ না তুমি আসিবে কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে—তাই প্রতিদিন কাতর হইয়া বলিতে হইবে জানিবার চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না--দেখিবার চেষ্টা করিলাম—পাইলাম না—এখন "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" ধিয়াহে ধীমহীতে তুমি লইয়া না গেলে আমার হইল না।

(৬)

"আমি তোমার" হই এই একমাত্র প্রার্থনা। কর্ম্মে, বাক্যে, বিচারে, জপে, ধ্যানে, আত্মবিচারে তোমার হই—ইহা অপেক্ষা বড় কিছুই জানি না। ইহারই জন্য নিজের ইচ্ছা, নিজের বাসনা, নিজের কামনা "ফুটবলের" মত করিতে চাই। পারিনা বলিয়াই দুঃখ পাই—পারিনা বলিয়াই কাতর হইয়া প্রার্থনা করি তুমি চালাইয়া লও—আমি যে তোমারই হইতে চাই। আমি চেষ্টাই করিতে পারি—জীবন ধরিয়া চেষ্টাই করি—তথাপি তুমি ভিন্ন জীবন সফল হইবেনা—জাতীয় জীবনও গঠিত হইবে না। জাতিটা যদি "তবাস্মি" বলিতে পারে তবে এক দিনেই জাতি জাগিয়া উঠে। "আমি তোমার" যতদিন না হইতেছে ততদিন কোন জাতি কখন জাগার মত জাগিবেনা। সুবিধাবাদীর জাগা—স্বভাববাদীর জাগা "কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতের" মত।

(৭)

"তোমার যে হইব" তুমি কে? কত ভাবেই তুমি আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। সেই যে বড় উৎপীড়নের সময় মিলিত ক্রুদ্ধ দেবতাগণের শরীর হইতে সুমহৎ তেজোরাশি নির্গত হইয়াছিল—আর যতক্ষণ সকল তেজঃ, সম্পূর্ণ একীভূত না হইল, ততক্ষণ পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল—আর সেই "অতীব তেজসঃ কূটং";—সেই সুমহৎ তেজোরাশি "জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্" "জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্"—প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় জ্বালামালায় দিগন্তর প্রপূরিত করিয়া সকলের দৃষ্টি

ঝলসাইয়া দিতে লাগিল—আর দেখিতে দেখিতে সেই সর্ব্বদেবশরীর জাত অতুলনীয় তেজোরাশি "একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা"—সেই কাত্যায়নাশ্রমে সেই বিভিন্ন প্রকারের তেজোরাশি মিলিত হইয়া এক নারীমূর্ত্তির আকার ধারণ করিল আর ভূরাদি লোকত্রয় সেই তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তেজোরাশির নারীমূর্ত্তিও তুমি—আবার তেজোরাশির পুরুষ মূর্ত্তিও তুমি। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী" শ্রুতি ইহা বলেন। এই তেজই যে মূর্ত্তি ধারণ করেন ইহাই সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সাবিত্রীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ, অচিন্ত্য শ্যামসুন্দর—ইহাও জ্যোতিরভ্যন্তরের রূপ, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থং রামং সীতা সমন্বিতং, রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং বিশ্বেশ্বরং, জ্যোতির্ম্ময়ং রামমহং ভজামি, কুমারীং ব্রহ্মরূপাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং, যুবতীঞ্চ সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাং, বিশ্বব্যাপী তেজের আধার পরম ব্রহ্ম স্বরূপ সবিতৃ দেব, সূর্য্যনারায়ণাকারং নৌমি চিৎসূর্য্যবৈভবম্, আদিত্যং চ শিবং বিন্দ্যাৎ শিবমাদিত্যরূপিণম্—কত আর বলা যাইবে—এক কথায় বলা হয় উদয়ে ব্রহ্মণোরূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণু স্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ দিবাকরঃ। যত দেবতা সমস্তই তেজোমূর্ত্তি—আবার কুমারী যুবতী বৃদ্ধা গায়ত্রী দেবী সকলেই আদিত্যপথগামিনী। যিনি আপনাতে আপনি অবিজ্ঞেয় স্বরূপ তিনিই আত্ম প্রকাশ করেন আপন তেজ দ্বারা, আপন শক্তি দ্বারা। করুণা করিয়াই যিনি নিরাকার তিনি নরাকার হয়েন তিনি নার্য্যাকার হয়েন। আর যাহাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাহাকে নরাকার মূর্ত্তি ধরিয়াও দেখাইয়া দেন—সর্ব্বব্যাপী তেজোরাশি তিনিই। জগতের যেখানে যখন যে বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" তুমি—তুমি আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক। সেই যে লোকক্ষয়কর সেই ব্যাপারে তুমি যাহাকে দিয়া ভূভার হরণ করিবে তাহাকে আপন রূপ দেখাইয়াছিলে—আর বলিয়াছিলে স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমাকে তুমি দেখিতে পারিবে না আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি আমার অঘটন ঘটন সামর্থ্য তুমি দেখ—তোমার নিকট হইতে শক্তি পাইয়াও কম্পিত কলেবরে তিনি দেখিতেছেন "নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রং"—তুমি নভোমণ্ডলব্যাপী প্রজ্বলিত অনেক বর্ণ বিশিষ্ট, বিস্ফারিত আনন, প্রজ্বলিত বিস্তীর্ণ চক্ষু। দেখিতেছেন "তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্"—তুমি সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ তেজোরাশি স্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছ। প্রব্যথিত অন্তরে বিস্ময় ব্যাকুল নেত্রে দেখিতে দেখিতে তিনি বলিতেছেন "পশ্যামি ত্বাং

দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্”—দুর্নিরীক্ষ তুমি, তুমি চারিদিকে প্রদীপ্ত বহ্নি ও সূর্য্যবৎ দ্যুতিমান্—তুমি অপ্রমেয় রূপ—এইরূপ দেখিয়া সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদপ্রাপ্ত মহাপুরুষও ভয়ে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—অহো! এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? তুমি কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ? “নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্” কোন্ হনন ব্যাপারে তোমার এই উদ্যতবজ্র হস্ত ব্যাপৃত? আমি তোমার প্রবৃত্তি জানিতেছিনা। তুমি তখন কৃপা করিয়া বলিয়াছিলে “কালোঽস্মি লোকক্ষয় কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ”—আমি কাল—আমি কালী—আমি লোকক্ষয়ের জন্য বর্দ্ধিত হইয়াছি। এই যে ইয়ুরোপে সেদিন মহাভয়স্বরূপ বজ্র উদ্যত তোমার হস্ত দেখা গিয়াছিল—এই যে একমাসও যায় নাই বজ্র উদ্যতং তুমি পৃথিবী অগ্নি বায়ু জল—এই ক্ষিপ্ত ভূতচতুষ্টয়কে জাপ জাতির দণ্ড দিবার জন্য নিযুক্ত করিলে—এই যে ভারতের বহু স্থানেও আমরা তোমার ধ্বংস লীলার কতক কতক অনুভব করিলাম—তবু কি আমরা তোমায় দেখিব না—তোমায় পূজা করিবনা? আমরা আজ পূজা করিতে চাইনা কিন্তু যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের হিতের জন্য অর্জ্জুনকে দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন—পার্থও রথ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন—“নমস্তে সিদ্ধ সেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি” ইত্যাদি—আর মানববৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা হইলেন—গোবিন্দের অগ্রে দাঁড়াইয়া বর দান করিয়া “ক্ষণেনান্তরধীয়ত” তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। এই যে তোমার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বজাতি মধ্যে শ্রবণ করা যায়—আমার ভাগ্যে তেমন করিয়া দর্শন ঘটিলনা বলিয়াও আমি শাস্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাস তুলিতে কিছুতেই সমর্থ হইনা। আর বলিতে কি দর্শন যে না দিয়াছ তাহাও বলিতে পারিনা—তবে তেমন করিয়া হয় নাই যাহাতে আমি দর্শন কালেই বুঝিতে পারি—সেই এই।

(৮)

এই পূজায় কি হয় যদি জিজ্ঞাসা কর উত্তরে বলিব এই পূজায় যাহা হয় তাহা আর অন্য কিছুতেই হয় নাই, হইতেও পারেনা। আজকালকার জগৎটা যদি কখন সভ্য হয় তবে এই জগতের লোক তখন বুঝিবে সমস্ত মানব জাতিকে দেবতা করিবার উপাদান এই পূজার মধ্যে আছে—সমস্ত মানব জাতির বিঘ্ন বিনাশ কিরূপে করিতে হয় এই পূজা সেই শিক্ষাই

দিতেছেন। এই পূজা একদিকে জগতের অভ্যুদয় অন্যদিকে প্রতি জীবের নিঃশ্রেয়স্ শিক্ষা দিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর এতদিন ত ভারত শক্তি পূজা করিয়া আসিল তথাপি ইহার এই দৈন্য কেন? উত্তরে বলিব—ভারতের অভ্যুদয়ের দিনেই এই পূজা হইয়াছিল—যখন হইতে এই পূজা বচনে হইতে লাগিল—ভাবে হইলনা তখন হইতে দৈন্য আরম্ভ হইল। পূজা অন্তরে বাহিরে করিতে হয়। অন্তরে নৈসর্গিক ভাবে যে পূজা হয় তাহা ধরিতে পারিলে বাহিরের পূজা ঠিক ঠিক হয়—আবার সাধারণে বাহিরের পূজা দেখিয়া ভিতরের নৈসর্গিক পূজা ধরিতে পারে। পূজায় যেখানে এ সব কিছুই হয়না সেখানে ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতা আসিয়া যায়। পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় হইতেছে—বিশ্বাস, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি। জড়ের পূজাই পৌত্তলিকতা। মনের-বচনের পূজাও পৌত্তলিকতা। চৈতন্যের পূজাই পূজা।

এই মহাপূজায় জীবের নিঃশ্রেয়স্ কোথায় একটু দেখা যাউক—শেষে জগতের অভ্যুদয়ের কথায় উপসংহার করা যাইবে।

(৯)

মানুষ আপনাকে ভুলিয়াই দুঃখ পায়। মানুষের এই প্রবল শত্রুর নাম করিবার প্রয়োজন নাই। ইহারই বংশধরকে দেখি এই দুর্গা পূজার প্রতিমায়। ইনি অসুর। ইনিই তোমার নিত্য সুখের কণ্টক, তোমার মোক্ষের প্রধান বিঘ্ন, তোমার নরক রাজ্যের প্রধান পথ প্রদর্শক। এই যে অসুর মূর্ত্তি দেখিতেছ ইনি ঘোর তমে আচ্ছন্ন রজোমূর্ত্তি। ইনি মূর্ত্তিমান "অহং"। ইহাঁর ক্ষমতাও অচিন্ত্য। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা ইনি করিতে না পারেন। দেখ দেখি তোমার মধ্যে এই অসুরঁ কে? শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছেন—

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কনীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ—ইত্যাদি।

শাস্ত্র জনিত জ্ঞানের ভাবনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা দ্যুতিমান্ তাঁহারা দেবতা। দেবতাগণ শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান লব্ধ সংস্কার সম্পন্ন। আর অসুর কাহারা? ঐহিক প্রয়োজন মাত্র সাধন জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বিশিষ্ট যাহারা তাহারাই অসুর। ইহারা নিজ নিজ প্রাণ তৃপ্তিতেই রত। স্বাভাবিক অনুরাগ মূলক ঐহিক কর্ম্মে ও জ্ঞানে লোকের প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায় এই জন্য অসুরেরা সংখ্যায় অনেক এবং জ্যেষ্ঠ। সাত্ত্বিক বৃত্তিই

দেবতা এবং রাজস বৃত্তি সমূহই অসুর। দেবতা চান শাস্ত্র জনিত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আর অসুরেরা চায় ঐহিক সুখ সম্ভোগ এবং তজ্জন্য কর্ম্ম করিতে।

দেখ দেখি তোমার মধ্যে এই অসুর আছে কিনা? ঐ যে যে বলে বেদোপদিষ্ট সন্ধ্যা আহ্নিক করিলে কি হয়, পূজা মন্ত্র জপ করিলে কি হয়, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে কি হয়—এই সমস্ত শাস্ত্রের গণ্ডি ত্যাগ কর এই যে ত্যাগ ইহা তামস ত্যাগ—ইহা অসুরেরই কার্য্য। যখন হৃদয়ে অন্ধকার রাজত্ব করে—যখন এই তমঃ বা অজ্ঞান আত্মাকে বা জ্ঞান সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন তামস ত্যাগ হয়। এখানে যথার্থ জ্ঞানের স্ফুরণ কিছুই নাই। আর এক প্রকার ত্যাগ আছে—যাহা রাজস ত্যাগ। এখানে শাস্ত্রীয় জ্ঞান কর্ম্মের কথায় কিছু বিশ্বাস আছে। কিন্তু, কায়ক্লেশ হইবে বলিয়া—একটু পরিশ্রম হইবে বলিয়া এই ত্যাগ হয়। জল না লইয়া কি সন্ধ্যা পূজা হয় না? তিন বেলা স্নানে শরীর খারাপ হইবে, উপবাস করিয়া আত্মাকে কষ্ট না দিলে কি আর ধর্ম্ম হয় না -সংস্কৃত মন্ত্র না হইলে কি আর উপাসনা হয় না—আমি বাঙ্গালায় ডাকিলে কি আর ডাকা হইবে না এই ভাবে যে শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যাভিচার ইহার নাম রাজস ত্যাগ এই কর্ম্মও করান অসুর। প্রকৃত ত্যাগ যাহা তাহাতে শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্ম ত্যাগ নাই—কর্ম্ম করা আছে কিন্তু ত্যাগ করা হয় কর্ম্ম ফল। ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এই ত্যাগ করেন দেবতাগণ। তদ্ভিন্ন অসুরেরা আচার মানে না—মেধ্য অমধ্যে আহার বিচার করে না—দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না—বর্ণাশ্রম মানে না—ইত্যাদি।

তবেই ত হইল তোমার ভিতরে যে অসুর আছে, তাহাকে যদি বিনাশ করিতে না পার তবে তুমি কোন কালে নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারিবে না। এই অসুরের বিনাশ জন্যই শক্তি পূজা—মায়ের আশ্রয় লওয়া। তোমার সংযম শক্তি—তোমার ধারণা ধ্যান সমাধির মিলনে যে অপূর্ব্ব শক্তি জাগিবে—তুমি দেখিবে তাহাই তোমার আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি মিলিত পশুত্বকে পদতলে রাখিতে পারে। যখন সংযম শক্তির পদতলে তোমার ভোগ শক্তি আসিল—যখন মায়ের পদতলে পশুরাজ আসিলেন তখন মাই তোমার অসুরকে পদাঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া রাখিলেন—অসুরকে নাগ পাশে বন্ধন করিলেন বর্শা দিয়া বিদ্ধ করিলেন। এই ভাবে অসুর যখন বিনষ্ট হইল তখন তোমার নিঃশ্রেয়স বা জ্ঞানের বিঘ্ন অপসারিত হইল। এই অসুরের প্রধান

মূর্ত্তি তিনটি। কাম ক্রোধ এবং লোভ। যিনি মধু কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ এই প্রধান অসুররাজদিগকে বিনাশ করেন তিনিই তোমার উপাস্যা—দুর্গা পূজা ইহাই। এই দুর্গা পূজা করিয়া যদি অসুর নাশ করিতে পার তবে তোমার জ্ঞান লাভ হইবে। জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিবে তুমি চৈতন্য—তুমি অখণ্ড চৈতন্য। যাঁহাকে আমি আমি কর তিনিই চৈতন্য বটেন। অসুরের হাতে পড়িয়া এই চৈতন্য ক্ষুদ্র দেহ মাত্র লইয়াই থাকে, আর অসুর নাশ হইলে যখন জ্ঞান ফুটিয়া উঠে তখন দেখিতে পাইবে সবই এই চৈতন্য, সবই আমি। আকাশ আমি, পর্ব্বত আমি, সাগর আমি, বায়ু আমি, অগ্নি আমি, পৃথিবী আমি, বৃক্ষ লতা আমি, নরনারী বিজড়িত বিশ্ব মূর্ত্তি আমি—আমি সব। আমিই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। জ্ঞানের প্রথম প্রকার ইহাই। জ্ঞানের শেষ অবস্থায় দেখিবে সর্ব্ব বলিয়া যাহা তাহাও নাই। সর্ব্ব থাকিলে আমি সর্ব্বব্যাপী আর সর্ব্ব যখন নাই তখন আমিই আমি—আমিই আপনি আপনি—ইহাই শেষ স্থিতি-ইহাই নিত্য জ্ঞানে, নিত্য নিরতিশয় আনন্দে স্থিতি—ইহাই দুঃখ নিবৃত্তি—ইহাই মোক্ষ—ইহাই আমার নিঃশ্রেয়স্।

পুঁথি বাড়িয়া যায়—তাই জগতের অভ্যুদয় সংক্ষেপ করা হউক। জগতের প্রধান শক্তি তিনটি—সংযম শক্তি, জ্ঞান শক্তি, অর্থ শক্তি। পশুরাজকে পদতলে রাখিয়া কার্য্যে লাগাইলে যে বাহুবল প্রকাশ পায় তাহার সমান বল আর নাই; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বল ও অর্থের বল যদি যোগ দেয় তবে জগৎ ধ্বংসকারী অসুর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। কিছু করিতে চাও—গ্রামে গ্রামে সবাই মিলিয়া এই তিন শক্তি একত্র কর—জাতির লোক মিলিয়া এই তিনশক্তি একত্র কর—জগতের লোক মিলিয়া এই তিনশক্তি একত্র কর—করিয়া দেখ কি হয়? ইহাই দুর্গা পূজা; ভিতরে অসুর বিনাশ জন্য সাধনা কর আর বাহিরে অসুর বিনাশ জন্য এইভাবে শক্তি মিলাতেই—সবাই একত্র হইয়া কার্য্য কর, দেখনা কোন্ যুগ তখন আইসে। সহরে সহরে এই মিলনের জন্য স্থান কর—সেখানে ভাল লোক দিয়া ভক্তিভাবে পূজা করাও দেখনা এই পতিত জাতি আবার জাগে কিনা। আপনার গৃহে যাঁহারা দুর্গা পূজা করিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারা তাহা করুন কিন্তু কলিকাতা সহরে বা অন্যান্য সহরে সকল হিন্দু মিলিত হইয়া—বালকদিগের গুরু গৃহ, শাস্ত্র অধ্যাপন, সমস্ত পূজা ইত্যাদির সাধারণ স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতি হিন্দুরই চেষ্টা করা আমাদের ধর্ম্ম রক্ষার প্রধান কার্য্য। সে দিন কেমন ছিল যখন পাষাণ প্রতিমার কাছে গিয়া মা বলিত হাঁরে "দয়া" তোর কাণে নাকি

বিঁদ নাই, আমি যে ছেলে বেলায় স্বহস্তে তোর কাণ বিঁধিয়ে দিয়াছিলাম—অমনি "দয়াময়ী" পাষাণ প্রতিমার পাষাণের কর্ণে ছিদ্র হইয়া গেল—রাণী আপনার মৃতা কন্যার নামে "দয়াময়ী" প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন—মেয়ের নাম দিল দয়াময়ী। সে দিন কেমন ছিল যখন যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছিতে না পারায় বাড়ীর প্রতিমার আকার ধরিয়া, সেইভাবে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া—আশাশূন্য কর্ম্ম কর্ত্তাকে জগদম্বা দেখা দিয়াছিলেন—তখন কেমন ছিল যখন আজন্ম ব্রহ্মচারীর কন্যা হইয়া শাখারীর কাছে মা শাঁখা পরিয়াছিলেন আর ব্রহ্মচারী সাধকের কাতর প্রার্থনায় পুখুরের মধ্য হইতে শাঁখা পরা হাত উঠিল। তাই বলি—শাস্ত্র না পড়িয়াও মূর্খেও দেখা পায়—যদি বিশ্বাস থাকে, কাতরতা থাকে, আর শুদ্ধ আচার, শুদ্ধ অনুষ্ঠান থাকে। যিনি সর্ব্বত্র আছেন তাঁর মূর্ত্তি ধরা অসম্ভব কেন হইবে? পণ্ডিত মানুষ যাঁহারা তাঁহারা শাস্ত্র দেখুন, শাস্ত্রমত তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করুন, আর বিদ্যাহীন সাধক কাতরভাবে প্রার্থনা করুন জ্ঞানের জন্য ধ্যানের জন্য চেষ্টা ত করি তথাপি ত হইল না—মা আর কি করিব—শুধু প্রণাম করি—শুধু নমঃ করি—আর বলি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। যে জ্ঞানে ভক্তি নাই সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি ভূমিই হইতেছে ভক্তি। এই ভক্তি মূর্খেরও থাকিতে পারে আর মূর্খও মায়ের কৃপায় জ্ঞানী হইয়া যাইতে পারেন—এ দৃষ্টান্ত ও আছে।

এই ভাবে পণ্ডিত ও মূর্খ যদি মিলিত হইয়া মায়ের পূজা করেন তবে কেমন হয়—এই ভাবে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সকল সম্প্রদায় মিলিয়া যদি সব পূজা করেন তবে কেমন হয়? বিরোধ ত নাই, অন্ততঃ শাস্ত্রে নাই। আমার কৃষ্ণই দুর্গা সাজিয়া সবার পূজা গ্রহণ করেন—আমার রামই কালী সাজিয়া সাধকের মনের বাসনা পূর্ণ করেন, এই ভাবে চৈতন্যকে পূজা না করিতে পারিলে কি পূজা প্রকৃত ঈশ্বরের পূজা হয়? আমার ঠাকুর আর কোন মূর্ত্তি ধরিতে পারেন না—ইহা যদি হয় তবেত আমার ঠাকুর ঠিক ঠাকুর নহেন—ঠিক চৈতন্য নহেন এ ঠাকুর ত মন গড়া ঠাকুর। আমার দেবতা সবই সাজেন সত্য, তথাপি "মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমল লোচনঃ" ইহাও সত্য।

৺কিরণ কুমার দাস ঘোষ।

আমরা এবং এই উৎসব পত্র কিরণ কুমারের নিকটে বহু প্রকারে ঋণী। ইঁহাকে বহু লোকে না জানিতে পারেন—কিন্তু আমরা জানি ইনি ভক্ত ছিলেন। গোপনে বহু লোককে কত দান করিতেন তাহা যিনি জানেন তিনিই ইঁহার সাধু প্রকৃতির সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইনি সিয়ালদহের মোড়ের হোয়াইট হল ফারমেসির অন্যতম সত্বাধিকারী ডাক্তার ছিলেন। ইঁহার বহু প্রকারের সাধু কর্ম্ম ছিল—অথচ কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। গত ১৮ই ভাদ্র ১৩৩০—৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৩ নন্দোৎসবের দিন সন্ধ্যা ৭টা ৭॥০টার সময় ইনি দেহ ত্যাগ করেন। আমরা ইঁহার অকালে দেহ ত্যাগে ব্যথিত। ইঁহার পরিবর্গের প্রতি শ্রীভগবান করুণা বর্ষণ করুন— ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

ইঁহার দেহান্ত ব্যাপারে সতর্ক হইবার অনেক আছে—শিখিবারও অনেক আছে। আমরা দেহান্তের দিনেও গিয়াছিলাম এবং পূর্ব্বেও গিয়াছি। ৩।৪ দিন পূর্ব্বেও যখন যাই তখন ইঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম—ডাক্তার বাবু গণ যেমন উপদেশ করেন সেই মত চলিও আর অন্য কিছুই ভাবিওনা। যখন পারিবে তখন ইষ্ট দেবতার নাম করিও। মুমূর্ষু কিরণ কুমার অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিল "বাবা—আমি অন্য কিছুই ভাবিনা"—মা মা করিতেছি—কিন্তু বড় যাতনা"। মা ত আমাঁদের করুণাময়ী—যতটুকু আমরা সহ্য করিতে পারি তিনি তাই দিয়া আমাদের কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকেন—তাঁহার করুণার ধারা অনন্ত মুখে প্রবাহিত হয়।

মৃত্যুর দিন বেলা ৫॥০ টা ৬ টায় কিরণ কুমার আমাদিগকে সংবাদ পাঠান—গিয়া দেখিলাম শ্বাস উঠিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। ইহার বন্ধু মন্মথবাবু ও অপর একজন ডাক্তার বাবু বলিলেন নাড়ী নাই। কিরণ কিন্তু দুই হাত জোড় করিয়া এই অবস্থাতেই প্রণাম করিল। আমি তখন বলিলাম এখন নাম ডাকানই এক মাত্র কার্য্য। নাম ডাকান হইল—দেখিলাম নাম ডাকানার সঙ্গে সঙ্গে কিরণ নাম করিতেছে—ঠোঁট নড়িতেছে—স্পষ্টদেখা গেল নাম

হইতেছে। কিছুক্ষণ থাকিয়া উৎসব আফিসের একটি ভক্ত বালককে নাম ডাকাইতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। শুনিলাম তাহার আধঘণ্টা পরো প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে ঃ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উচ্চঃস্বরে নাম ডাকান হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কন্যা গণ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নাম ডাকানায় যোগ দিয়াছিল। যখনই ডাক্ একটু শিথিল হইতেছিল তখন এই মুমূর্ষু ভক্ত চক্ষের ইঙ্গিতে জানাইতে ছিল আরও ডাকাও—শিথিল করিও না। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাম করিতে করিতে প্রাণ স্থির হইয় গেল—এরূপ ভক্তের উর্দ্ধগতিতে আর কি কোন সন্দেহ থাকে? তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব দিগকে বলি—কিরণ কুমারের জন্য দুঃখ করিবে কেন? এ ত মৃতু নয় এ যে তাঁহার কাছে যাওয়া। দেহটা বহু দিন হইতে ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল মা জগৎ জননী এই জীর্ণ দেহটা বদলাইয়া দিয়া নূতন দেহ দিয়া তাঁহার কাছে যাহাকে ডাকিয়া লয়েন তার মহাপ্রয়াণে কি কোন দুঃখ থাকে? এই প্রকারের মৃত্যু দেখিয়া সাধ হয় এমনি করিয়া মানুষ মরুক আর তাঁহার পূজার নির্ম্মাল্য হইয়া অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহারই কাছে থাকুক। এখানে থাকিয়া ফল কি—যদি তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করিয়া জীবনটাকে সফল করিতে না পারা যায়। কিরণ কুমার ইহাই দেখাইয়া গেল।

মৃতুতে শিখিবার কি আছে? অনেক—অনেক আছে। যখন সকলে কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে—তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির প্রাণ ঘন ঘন যাওয়া আসা করিতেছে আর অতিবাহিক দেহ প্রস্তুত করিতেছে। যখন প্রাণের উৎক্রমন হয় তখন যদি মুমূর্ষুকে সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়—মুমূর্ষু বিরক্ত হইয়া বলে—আর না—আর সংসারের কথা বলিও না। এখন আমি স্বদেশে চলিয়াছি—এখন তার কথা কও।

প্রাণই মানুষের শেষ সম্বল। প্রাণের উত্থান পতন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিবে। এখন ও প্রাণের উঠা পড়া চলিতেছে। যাঁর নাম পাইয়াছ সেই নামীকে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া সেই নামীর নাম সর্ব্বদা শ্বাসে উঠায় অভ্যাস কর আর প্রশ্বাসে পড়ায় অভ্যাস কর। প্রাণ বাহিরে যাইতেছেন নাম কর, ভিতরে আসিতেছেন নাম কর—নাম যে আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে হইতেছে তুমি শ্বাসে লক্ষ্য রাখ সর্ব্বদা নাম হইতেছে দেখিবে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য এই শ্বাসে শ্বাসে জপ অভ্যাস করা। ইহা কর মৃত্যুর হাতে আর পড়িবেনা। জীবন সফল করিয়া চলিয়া যাও। ভগবান আমাদের কল্যাণ কর।

ভিতরে সঙ্গ।

সঙ্গ নিতে সবে চায়, ভালমন্দ চেনা দায়, তাই বলি নিঃসঙ্গতো ভাল।
পথি মাঝে একা যদি, চাহ তুমি সঙ্গ নিধি, আঁধারেতে সে দেখাবে আলো॥
কেন প্রাণ হাহা করে, ভ্রমে অন্ধ বোঝনারে, সে যে একা না পারে থাকিতে।
মানব জীবন তাই দুর্ল্লভ বলেছে ভাই সে যে সদা চাহে সেবা দিতে॥
বৃন্দাবন সম জানি এযে তার লীলাভূমি নীলকান্ত মণির আশ্রম।
প্রমাণ দেখনা তার গড়েছে কি চমৎকার স্তরে স্তরে মানস কানন॥
প্রণবে জড়িত কায়া নিম্নদেশে মহামায়া ঊর্দ্ধাকাশে শশী সুশোভন।
মধ্যেতে তারকাদল যেন পদ্ম সুকোমল সহস্রারে রত্নসিংহাসন॥
ললিতা বিশাখাসখী জ্ঞান ভক্তি দুটি পাখী অদ্বৈত বৈরাগী শিব শম্ভু।
শ্যাম অনুরাগী রাই, বন্ধনে রয়েছে তাই বিরহে নয়নে ভরে কুম্ভ।
দশেন্দ্রিয় পরিজন ষড়্‌রিপু বিচক্ষণ কত আছে বহিরঙ্গবাসী।
কামনা বাসনা আদি শাষ ও ননদী বাদী তুমি কি না জান কালশশী॥
হেরিয়া কদম্বমূলে যমুনা উজানে চলে পশুপাখী সুখে গীত গায়।
থাকিতে না পারি আর ওহে কৃষ্ণ প্রাণাধার যত যুক্তি সব ভেসে যায়॥
তুমি রোগী তুমি বৈদ্য কি আছে তব অসাধ্য ঘুচাইতে যত ব্যবধান।
সেজে যোগী দণ্ডধারী হইয়ে বিদেশী নারী ছল করি নিতে এস দান॥
গোয়ালা বলিতে তাই মেগে খেতে পার ভাই লভেচ ত ননীচোরা নাম।
পরশে পরশ মণি এ দেহ তরণী খানি শুষ্ককাষ্ঠে কর প্রাণ দান॥
কণ্ঠক শিকল যত সব হবে সমবেত এ বন্ধনে কর পরিত্রাণ।
শত অপরাধী হই তোমা ছাড়া কারো নই পাষাণে চৈতন্য কর দান॥
দেহ রথে সারথি, তুমি মাত্র ব্রজপতি শুন প্রভু মম নিবেদন।
হইয়ে করালী কালী আয়ানে তুষিবে থালি দিব ঢালি শ্রীচরণে প্রাণ॥

নিরতিশয়-আনন্দস্বরূপম্-অতএব দুঃখ-অস্পৃষ্টম্-আত্মানম্-অজানতঃ শোকো ভবতি হা হতোঽহং ন মে পুত্রোঽস্তি ন মে ক্ষেত্রমিতি। ততঃ পুত্রাদীন্ কাময়তে; তদর্থং দেবতারাধনাদি চিকীর্ষতি নতু-আত্মৈকত্বং পশ্যতঃ। ততঃ-অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং শোকাদেরবিদ্যাকার্য্যত্বাবধারণাৎ মূলাবিদ্যানিবৃত্তৈব শোকেদেঃ আত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ বিদ্যাফলত্বেন বিবক্ষিতা লয়মাত্রস্য সুষুপ্তেঽপি ভাবাৎ-ইত্যাহ—শোকশ্চ মোহশ্চেত্যাদিনা—[আনন্দগিরিঃ]

শোক মোহৌ-অপরিজ্ঞাততত্ত্বস্য ভবতো নৈকত্বং মনুপশ্যতো ধ্যায়তঃ—[উবটাচার্য্যঃ]

দ্বৈতভাবো মোহ আত্মাবরণরূপঃ ক আক্ষেপে। শোকো বিক্ষোপরূপো দুঃখবৃক্ষস্য বীজস্বরূপঃ সোঽপি ক আবরণবিক্ষেপয়োরভাবে স্তুতি—নিন্দাদিকং দূরাপাস্তমিত্যর্থঃ।—[শঙ্করানন্দঃ]

মোহ আবরণরূপঃ কঃ কিংনিমিত্তকঃ শোকশ্চ বিক্ষেপরূপঃ কঃ কিং নিমিত্তকঃ-আত্মজ্ঞানেন-অবিদ্যায়া নিরস্তত্বাৎ স্বরূপং জানতঃ সমূল-অবিদ্যো-চ্ছেদাৎ-আবরণ বিক্ষেপয়োঃ-অভাবেন কামাদি-অনুদয়াৎ-জীবন্মুক্তিস্থিত্যা তূষ্ণীভূতঃ আস্ত ইত্যর্থঃ। যত্র তস্য সর্ব্বম্-আত্মা-এব-অভূৎ তৎ-কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা তস্য নিষ্ক্রিয়ত্ব-অভিধানাৎ। "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যত ইতি ভগবদ্বাক্যাচ্চ।—[রামচন্দ্রপণ্ডিতঃ]

আত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অদ্বৈতং অনুভবিতুঃ পুরুষস্য তত্র তস্মিন্ আত্মনি কো মোহঃ কঃ শোকঃ।

অনাত্মবিৎসু বহুত্বমনুপশ্যৎসু—এব রাগদ্বেষাদি জন্য শোকমোহৌ সম্ভবতঃ, ন তু—আত্মবিৎসু দ্বৈতবর্জ্জিতেষু নির্ম্মল চিত্তেষু-অকামিষু॥

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুংগচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি কঠ ২।১।১১ ইতি কাঠকশ্রুতৌ বহুত্বদর্শিনাং মূঢ়ানাং এব শোক মোহাধীনত্বাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারা বৃত্তিরুচ্যতে। অদ্বৈতদর্শিনস্তু তদভাবাৎ সংসার—চক্রাৎ বিমুচ্যন্তে। **"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত: আত্মা ভবতি গৌতম"** কঠ ২।১।১৫ **"আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ"** মাণ্ডুক্য ১২ **"স যো হ বৈ তত্ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"** মুণ্ডক ৩.২।৯ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। **"আত্মানঞ্চেত্ বিজানীয়াত্ অয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেত্"**

বৃহদারণ্যক ৪।৪।১২ "तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति" কঠ ১।২।১২ ইত্যাদিভ্যশ্চ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানানুষ্ঠানরত পুরুষের যে অবস্থায়—যে জ্ঞানোত্তর কালে সকল ভূত সকল প্রাণী—আত্মাই হইয়া যায়, আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একাত্মদর্শীর—বিশুদ্ধগগনাকার এক আত্মদর্শীর মোহই বা কি? আর শোকই বা কি? অর্থাৎ মোহও থাকেনা শোকও থাকেনা। এই মন্ত্রের তত্ত্ব অর্থ এই—সে আত্মাতে সকল ভূত আত্মাই হইয়া যায় তখন অদ্বৈত জ্ঞানীর এবং একাত্মদর্শীর সেই আত্মাতে মোহই বা কি শোকই বা কি?

শ্রুতি। বুঝিতেছ মোহ ও শোক একেবারে কখন দূর হইবে?

মুমুক্ষু। মা! চিরদিন ত শুনিয়া আসিতেছি "তরতি শোকমাত্মবিৎ"—আত্মবেত্তার শোক মোহ থাকে না। কবে মা মোহ শোক যাইবে?

শ্রুতি। যিনি সর্ব্বত্র ভেদ দর্শন করেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যদর্শন যাঁহার হয়, তাঁহার আত্মদর্শন হয় নাই। নানা প্রকার বস্তু দর্শনে নানা প্রকার কামনা উঠিবে; তখন নানা প্রকার চেষ্টাও জন্মিবে; এই অবস্থায় প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ হইবেই। ইহাতেই শোক মোহ জন্মিবে। কিন্তু যাঁহারা গগনের ন্যায় নির্লিপ্ত আত্মার স্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা আরত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দর্শন করেন না, কাজেই তাঁহাদের মোহ শোকও হইতে পারেনা।

মুমুক্ষু। পূর্ব্ব মন্ত্রে ও এই মন্ত্রে আত্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। এখন আর একবার ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি। আচ্ছা ভাল করিয়া বুঝিয়াই বল।

মুমুক্ষু। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলেন সমস্ত প্রাণীকে এবং সমস্ত বস্তুকে আত্মাতে যিনি অনুদর্শন করেন আর আত্মাকে সর্ব্বভূতে যিনি অনুদর্শন করেন তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী বলিয়া তাঁহার ঘৃণার পাত্র কোথাও নাই। এই শ্লোকে বলিতেছেন—যখন আত্মাতে দেখা হয় বলিয়া সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বস্তু আত্মাই হইয়া যায়—তখন আর শোক মোহ কোথায় থাকিবে?

প্রথম কথা হইতেছে সমস্ত ভূতকে যিনি আত্মাতে অনুদর্শন করেন—ভূত সকলকে, প্রাণী সকলকে, বস্তু সকলকে, মানুষ কোথায় দর্শন করে? কোন প্রাণীকে স্থলে থাকিতে দেখা যায়, কাহাকেও জলে থাকিতে দেখা যায়, কাহাকেও আকাশে থাকিতে দেখা যায় ইত্যাদি। এই স্থলচর, জলচর, খেচর প্রাণী ইহারা ত পৃথিবী জল আকাশ বায়ু ইত্যাদিতে ঘুরিয়া বেড়ায় দেখা যায়। আবার পৃথিবী জল আকাশ ইত্যাদি কোথায় আছে, বিচার করিলে, বুঝা যায় ইহারা শূন্যে আছে। কিন্তু শূন্যটা কি, শূন্যটা কাহাতে আছে—ইহার একমাত্র উত্তর একটি পরিপূর্ণ বস্তু আছেন তাঁহার উপরেই সমস্তই ভাসিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার লয় হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত এই বস্তুটিই চৈতন্য, এইটিই আত্মা। আত্মা না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লোকে কত বস্তুকে কত স্থানে থাকিতে দর্শন করে। স্থূল চক্ষে দর্শন হয় কিন্তু বিচার চক্ষে অনুদর্শন হয়। অনু = পশ্চাৎ — দর্শন। ইহাই বিচারের দ্বারা দর্শন। বিচার দ্বারা দর্শন করিলে দেখা যায় সমস্ত প্রাণী সমস্ত বস্তু আত্মাতেই ভাসিয়াছে। এইখানে কেহ বলেন প্রাণী সকলের পৃথক অস্তিত্ব আছে—আছে, কিন্তু আত্মাতেই; আর কেহ বলেন প্রাণী সকলের পৃথক অস্তিত্ব নাই—আত্মাকেই বিচিত্র নামরূপে দেখা হইয়া যায়—মনোনিহিত অবিদ্যা জন্যই একই আত্মা বিচিত্র জগৎরূপে ভাসেন। জগৎ বলিয়া একটা পৃথক্ কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই অবিদ্যা দ্বারা জগৎরূপে যেন প্রতীয়মান হইতেছেন। সমুদ্রে যে সমস্ত তরঙ্গ ভাসে, তাহারা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপে ব্রহ্মে যাহা ভাসে মত বোধ হয় তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিতে ছিলাম বিচার চক্ষে সকল প্রাণীকে যখন আত্মাতেই অনুদর্শন হয়, আর যে আত্মাতে সকল বস্তুকে অনুদর্শন করা যায় সেই অখণ্ড আত্মা আবার সমস্ত ভূতেই আছেন ইহাও যিনি বিচার চক্ষে অনুদর্শন করেন—তিনি সমদর্শী—তিনি সর্ব্বত্র আত্মাকেই দেখেন—আপনা হইতে পৃথক্ কিছু দেখেন না বলিয়া জুগুপ্সা আর কোথায় হইবে? আবার আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দেখেন যিনি, তিনি কি ভাবে ভূত সকলকে দেখেন? আত্মাতে আত্মা ভিন্ন আর কি থাকিবে? জলে জলই মিশিতে পারে—আকাশে আকাশই থাকে—কাজেই জগতে যা কিছু আছে তাহা আত্মাই হইয়া যায়—অর্থাৎ আত্মাই আছেন—অন্য কিছুই নাই, এই যখন হইয়া যায়, তখন শোক মোহ আর কাহার জন্য হইবে? শোক মোহ দেখান্ ত অবিদ্যা। নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ অতএব দুঃখ অস্পৃষ্ট হইতেছেন আত্মা।

সবই যখন আত্মা হইয়া গিয়াছে তখন আর দুঃখ থাকিবে কোথায়? আমার ধন নাই, পুত্র নাই, স্ত্রী নাই—এইত শোক—সমস্তই আত্মা যখন হইয়া গেল তখন ত আর কিছুই নাই—শুধুই আনন্দ। দুই থাকিলেই আত্মার একটা আবরণ থাকিল। এইটা মোহ। শোকটা হইতেছে বিক্ষেপ। এই যে মায়া তাঁহার দুইরূপ। আবরণ মায়া আর বিক্ষেপ মায়া। মায়ায় যখন নাশ হইল তখন শোক মোহ আর কোথায় থাকিবে?

শ্রুতি। অদ্বৈত জ্ঞানই জ্ঞান। কিন্তু যখন মায়া বা অবিদ্যা স্বীকার করা হইল তখন অদ্বৈতের সম্ভাবনা কোথায় থাকিল?

মুমুক্ষু। মা—সাধারণে অদ্বৈত মতের বিপক্ষে এই সংশয় তুলে বটে কিন্তু এখানেও অনুদর্শনের অভাব দেখা যায়। বলিব কি, এখানে আমার মনে আপনি কি উদিত করিতেছেন?

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। মায়া যাহা, তাহা কি বিচার করিলেই অদ্বৈতবাদ যে সত্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। মায়া কি বুঝিতে গিয়া আমি শতবার মায়ার উৎপাতে পড়িয়া যাই—তখন কত প্রার্থনা করি—করিলে, মা যেন কত কি ফুটাইয়া দেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু আছে কিনা—ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। ব্রহ্ম ত চৈতন্য—ইনি নিরবয়ব। আর জগৎটা যাহা দেখিতেছি তাহা অবয়ব বিশিষ্ট, কাজেই জগৎটা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুই হইল। জগৎটা কোথা হইতে আসিল, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার উত্তরে পাই ব্রহ্ম হইতেই জগৎটা সৃজিত। অর্থাৎ জল হইতে যেমন তরঙ্গ উঠে সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উঠিয়াছে। কিন্তু বিচারে দেখা যায় জল হইতে তরঙ্গ উঠিতে পারে কারণ তরঙ্গ জল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব—এই নিরাকার হইতে সাকার উঠিল কিরূপে—ইহার মীমাংসা করিবে কে? সেই জন্য বেদান্ত বলেন মরু মরীচিকা হইতে যেমন জলের উৎপত্তি দেখা যায়, রজ্জু হইতে যেমন সর্প উৎপন্ন হইল দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উঠিতেছে দেখা যায়। এটা কিন্তু দেখার দোষেই হয়। সত্য সত্যই রজ্জু হইতে সর্প উঠে না—মরীচিকা হইতে জল উঠে না, তথাপি যে দেখা যায় এটা দেখার দোষে, এটা অজ্ঞানে, অবিদ্যা প্রভাবে, এটা মায়ার অঘটন ঘটনা ঘটান মাত্র। সেই জন্য বেদান্ত মীমাংসা করিতেছেন "অতো বিশ্বমনুৎপন্নং" বিশ্ব উঠে নাই। তবু যদি বল দেখিতেছি যে—তাহার উত্তরে বেদান্ত বলেন "যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ"—যাহা উঠিয়াছে বলিতেছ তাহা

তাহাই। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মই উঠেন—নিরাকারে নিরাকারই ভাসেন। তুমি অজ্ঞানে দেখ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন একটা জগৎ উঠিয়াছে। যাঁহার অজ্ঞান নাই তিনি ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন কিছুই দেখেন না। ব্রহ্মও ত আপনি আপনি ভাবে জগৎ দেখেন না। ব্রহ্ম যখন কল্পনা করেন বহু হইব তখন কল্পনা বহুভাবে নাচে—আর ব্রহ্ম কল্পনা বলে কত কি দেখেন। এ দেখা কল্পনায়। এ শক্তি ব্রহ্মে যদি না থাকে বল, তবে ব্রহ্মকে অন্ততঃ এই বিষয়ে অভাব গ্রস্ত বলিতে হয়। তাহা নহে—ব্রহ্ম পূর্ণ। তবেই ত হইল, কল্পনা শক্তি ব্রহ্মে আছে বলিতে হইবে। তবেই ত দ্বৈত আসিয়া গেল। হাঁ অজ্ঞান কল্পনা করিলেইত দ্বৈত থাকে। যেখানে কল্পনা নাই সেইখানে অদ্বৈত জ্ঞান। ব্রহ্ম আপনি আপনি যখন থাকেন তখন অদ্বৈত; কল্পনায় তিনি দ্বৈত ভাব ধারণ করেন মাত্র। যখন তিনি অদ্বৈত ভাবে থাকেন, তখন তিনি ভিন্ন কোন কল্পনাও নাই, কোন শক্তিও নাই, কোন মায়াও নাই, কোন অবিদ্যাও নাই—আছেন শুদ্ধ, নির্ম্মল, গগন সদৃশ তিনি আপনি—আপনি। শক্তি নাই কারণ শক্তির কোন অভিব্যক্তি নাই। যতক্ষণ না কার্য্য দেখা যায় তখন শক্তির অস্তিত্ব বোঝা যায় না। আর যখন অভিব্যক্তি নাই তখন শক্তি আছেও বলা যায় না শক্তি নাইও বলা যায় না। এই বস্তুই মায়া। যাহার সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কিছুই বলা যায় না—যিনি ব্রহ্ম থাকিলে অভিব্যক্ত অবস্থায় থাকিতে পারেন না, জ্ঞান থাকিলে যখন অজ্ঞান থাকেনা—সেই অজ্ঞানটা বস্তু কিরূপে? আর জ্ঞানের অভাব ত কখনও ব্রহ্মে নাই। ব্রহ্ম নিত্য। নিত্য জ্ঞান স্বরূপ যিনি তাঁহাতে অজ্ঞানের বিদ্যমানতা একক্ষণের জন্যও নাই। ব্রহ্ম জ্ঞান শূন্য হইবেন কিরূপে যে তাহাতে মায়া থাকিবে? ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আর আনন্দ স্বরূপ। সেই জন্য বলা হয় দ্বৈত বলিয়া কোন কিছু উঠেই নাই—জগৎ বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা ব্রহ্মকেই অজ্ঞানে দেখা যায়। যদি বল অজ্ঞানটা কোথা হইতে আসিল? উত্তরে বেদান্ত বলেন—কোথা হইতেও ইহা আসেনা—ইহা নাইই—আবার আসিবে কোথা হইতে? তথাপি যদি বল চক্ষের সম্মুখে এত বড় জগৎটা দেখা যাইতেছে? এটা নাই বলি কিরূপে? উত্তরে বলি—নিদ্রাকালে কিছুই থাকেনা স্বপ্নে এত বস্তু উঠে কিরূপে? ব্রহ্ম হইতে কিছুই উঠিতেছেনা—যদি বল উঠে তবে বলিও ব্রহ্ম বা জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি অজ্ঞান কল্পনা করেন। ইহাই চিৎ বস্তুর চেত্যতা, বহির্ম্মুখতা। বলিতে ইচ্ছা হয় বল অস্পন্দ ও স্পন্দ দুই স্বভাব তাঁহার—এ কথাও শুধু শিষ্যকে

বুঝাইবার জন্য কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মে স্বভাব বলিয়া কোন কিছুই নাই। কল্পনা-টাই—চিত্ত স্পন্দন কল্পনাটাই মূর্খের কাছে জগৎ।

শ্রুতি। অদ্বৈত ভাবের চিন্তাকর, করিয়া সাধনা কর তবেই তাঁহার কৃপায় স্থিতীতে পৌছিবে।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ" এখানে যস্মিন্ অর্থে যেসময়েও হয়। যে সময়ে মুমুক্ষু বেদবাক্য, গুরূপদেশ এবং নিজের অনুভব—এই তিনের দ্বারা "সমস্ত ভূত যে আত্মাই **সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছা:)** এইরূপ জানিতে পারেন এবং আরও জানিতে পারেন যে **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** (বৃহ) অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাত্মক সমস্তভূত আমার আত্মাই; আত্মা ভিন্ন নানা বলিয়া কিছুই নাই—ইহা যখন জানিতে পারেন তখন আর তাঁহার শোক মোহ থাকেনা। আচার্য্য মুখে শ্রুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন সাধক আপন আত্মাকে সর্ব্বত্র আত্মভাবেই অনুভব করেন—সর্ব্বত্র একত্বদর্শন তখন তাঁহার হয়। যেমন মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু সকল নামরূপে অনেকপ্রকার দেখা যায়, কিন্তু ঘট পটাদি নাম রূপ—শুধু বাক্যেই থাকে **'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্** (ছা)—নামরূপ সমস্তই কল্পিত **"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** (ছা)—নামরূপ মিথ্যা এক মৃত্তিকাই সত্য, সেইরূপ নাম ও রূপে জগৎ অনেক প্রকারে দেখা যায় সত্য—কিন্তু বাস্তবপক্ষে সম্পূর্ণচরাচর এক আত্মাই—এইটি জানিয়া যিনি নিরন্তর ইহার অভ্যাস লইয়াই থাকিতে পারেন, এই জ্ঞানের অবস্থায় তাঁহার শোক মোহ থাকেনা। **"তরতি শোকমাত্মবিৎ"** আত্মবেত্তার শোক মোহ থাকেনা।

মুমুক্ষু। মা গুরু কৃপা হইলেই কি একত্বদর্শন হয়?

শ্রুতি। হাঁ গুরু কৃপাই মূল কথা। গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র—সকলেই কৃপা করিতে পারেন।

এখানে স্মরণ রাখিও মুমুক্ষুর আত্মবিচার আবশ্যক—এবং জ্ঞানবানের শোক মোহের অভাব হওয়া চাই। জ্ঞানীর লক্ষণ হইতেছে—ইহার শোক মোহ হয়ই না। শোক মোহ হইতেছে মনের ঊর্ম্মি, ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের আর জনম মরণ দেহের—এই ষড়ূর্ম্মি আত্মাতে নাই—আত্মা শুদ্ধ, নির্ম্মল স্বয়ং প্রকাশ। আমি এই আত্মা, আমি দেহ নই, প্রাণও নই, আর মনও নই—কাজেই শোকমোহাদি আমার নহে—জ্ঞানবান্ এইভাবে বিচার করিয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করেন।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

যোঽয়মতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ [শঙ্করঃ]

আত্মজ্ঞস্থিতিমুক্ত্বা পুনরাত্মস্বরূপং লোকোত্তরৈশ্বর্য্য প্রদর্শনেনোপসংহর্ত্তুং বর্ণয়তি স পর্য্যগাদিতি [রামচন্দ্রপণ্ডিতঃ]

কদাচিৎক বোধান্তরমাহ তত্ত্বজ্ঞস্য—[ভাস্করানন্দঃ]

জগত আত্মরূপত্বং তজ্জ্ঞানস্য চ মহত্ত্বমুক্ত্বা তস্যৈবাত্মনঃ শরীর জীবেশ্বররূপৈঃ সগুণত্বং কূটস্থরূপেণ নির্গুণত্বঞ্চ দর্শয়তি-সেতি [সত্যানন্দঃ]

যোঽয়মতীতেন মন্ত্রেণোক্ত আত্মা কিং লক্ষণ ইত্যপেক্ষায়াময়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে সেতি [আনন্দভট্টঃ]

সরলার্থঃ:—যত্তদোর্নিত্য সম্বন্ধাৎ—যোঽয়মতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্তঃ **স** ঈশ্বর-স্বরূপাভিন্ন আত্মা **পর্য্যগাৎ** পরি সমন্তাৎ অগাৎ অধিগতবান্ আকাশবৎ-সর্ব্বব্যাপী ইত্যর্থঃ। যদ্বা স আত্মা সগুণঃ সন্ পর্য্যগাৎ পরিবেষ্টিতবান্ সমন্তা-দাচ্ছাদিতবান্ শরীর রূপেণ জীবরূপেণ চ। স আত্মা পুনঃ কীদৃশঃ? **শুক্রং** শুচং শুচদীপ্তৌ জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। শুক্রং শুভ্রং রজস্তমোমালিন্যরহিতং দ্যুতিমন্তং ইতি বা। যদ্বা শুক্রং শুক্লং শুদ্ধং রলয়োরভেদাৎ বিজ্ঞানানন্দস্বভাব-মচিন্ত্যশক্তিম্। জ্যোতিঃ স্বভাবোঽয়ং নিত্যচিন্মাত্রবিগ্রহঃ স্বপ্রকাশম্— **তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতিঃ।** **অকায়ং** অশরীরো লিঙ্গশরীর বর্জ্জিতঃ লিঙ্গদেহ বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ

ইত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যস্য সঃ। **অব্রণং** অক্ষতম্ অখণ্ডম্ অচ্ছিদ্রং পূর্ণমিত্যর্থঃ। স আত্মা অকায়ং তত্রহেতোরব্রণং ব্রণশ্ছিদ্রং ভেদ ইত্যর্থঃ ন বিদ্যতে ব্রণো যস্য তদব্রণম্। **অস্নাবিরং** স্নায়ুরহিতম্। স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে তমস্নাবিরং শিরারহিতম্ নাড্যশূন্যং। অব্রণ মস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূল-শরীর প্রতিষেধঃ। **অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্ ইতি শ্রুতিঃ।** **শুদ্ধং** নির্ম্মলং পুণ্যাপাপাদি রহিতং, মায়া সম্বন্ধরহিতং অবিদ্যামলরহিতমিতি কারণ শরীর প্রতিষেধঃ। **বিরজঃ পর আকাশাদিতি** শ্রুতে "তমসঃ পরমুচ্যতে" ইতি গীতা বাক্যাচ্চ। **অপাপবিদ্ধং** ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপ-বর্জ্জিতম্ ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরসংপৃষ্টম্। পাপং দুঃখহেতুরবিদ্যা ন তেন বিদ্ধং অপাপবিদ্ধং পুণ্যমপি পুনরাবৃত্তিহেতুত্বাৎ পাপমেব তেনোভয়াত্মকেন অবিদ্ধং অসম্বদ্ধং **স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানিতি** শ্রুতেঃ। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতিং বিভুরিতি ভগবদ্বাক্যাচ্চ। স এতাদৃশং ব্রহ্মৈব স্বশক্তিমাদায়েশ্বরো ভূত্বা **কবিঃ** ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ব দ্রষ্টা অতীত-অনাগতজ্ঞঃ—ত্রিকালজ্ঞঃ। **নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুতিঃ।** অনেন কারণ শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বং সূচিতম্ **মনীষী** মনস ঈষিতা নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। অন্তর্যামী। অনেন লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠাতৃত্বং সূচিতম্। মনীষী মনোনিয়ন্তা **মনসো যে মনো বিদুরিতি** শ্রুতেঃ। **পরিভূঃ** পরি—সর্ব্বেষামুপরি ভবতীতি পরিভূঃ সর্ব্বোত্তম ইতি যাবৎ। যদ্ব পরিতঃ সমন্তাৎ ভবতি বিবিধৈ রূপৈরবিদ্যাবশাৎ ইতি যদ্বা অবিদ্যাং পরিভবতীতি পরিভূঃ। **স্বয়ম্ভূঃ** স্বয়মেব ভবতি—যেষাং উপরি ভবতি, যশ্চ উপরিভবতি সঃ সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি নিষ্কারণঃ। ঈশ্বররূপেণ জগদ্রূপেণ বা স স্বয়মেব ভবত্যচিন্ত্য-শক্তিমত্বাৎ। স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরঃ **যাথাতথ্যতঃ** যথাভবিতুমর্হতি তথা যথাতথা। যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তৎ অনুসৃত্য যাথাতথ্যতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ যথোচিত ভাবেন যথাভূত কর্ম্মফল সাধনতঃ **শাশ্বতীভ্যঃ** নিত্যাভ্যঃ **সমাভ্যঃ** সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যইত্যর্থঃ সংবৎসর ইত্যুপলক্ষণং নিত্যায় কালায়েত্যর্থঃ। অনেন কালস্য নিত্যত্বমুক্তম্। **অর্থান্** কর্ত্তব্য পদার্থান্ কামান্ পরলোকার্থোনুষ্ঠিত কর্ম্ম সংস্কারান্ **ব্যদধাৎ** বিহিতবান্। যথানুরূপং ব্যভজৎ। বিভজ্য স্থাপিতবান্।

বিচারো যস্য নোদেতি কোঽহং কিমিদমিত্যলম্।
তস্যান্তর্ন বিমুক্তোঽসৌ দীর্ঘোঽজীবজ্বরভ্রমঃ॥ ৬৪

আমি কে, এই সব কি এই বিচার যাহার অন্তরে উঠেনা সে জ্বর মুক্ত হয় নাই দীর্ঘ জ্বর ভোগ তাহার আছেই। কাহার বিচার সফল জান ?

সেই সৎ বুদ্ধিমানের জ্ঞান বিচার সফল, দিন দিন যাঁর ভোগ লালসা ক্ষীণ ক্ষীণতর হইতে থাকে। তাহা না হইয়া শাস্ত্র বিচারও চলে আর ভোগ ও বেশ চলে—এটা কিছুই নয়।

নিয়ম পূর্ব্বক পথ্যাদি নিয়মের সহিত ঔষধ সেবনে যেমন দেহ আরোগ্য লাভ করে সেইরূপ ইন্দ্রিয় জয় অভ্যাস করিতে পারিলে নিশ্চয়ই বিচার বৈরাগ্য সফল হয়।

বিবেকোঽস্তি বচস্যেব চিত্রেঽগ্নিরিব ভাস্বরঃ।
যস্য তেনাপরিত্যক্তা দুঃখায়ৈবাবিবেকিতা॥৬৭

বিবেক যার বচনে—মনে নয় অর্থাৎ যিনি ব্যাখ্যায় পটু কিন্তু কার্য্যে বিবেক শূন্য, তাঁহার বিবেক, চিত্রে অঙ্কিত দীপ্তিমান অগ্নির মত। অবিবেকিতা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। এরূপ ব্যক্তি যদি ভোগ ত্যাগ করে তবে তাহার কার্য্য দুঃখেরই কারণ হয়।

যথা স্পর্শেন পবনঃ সত্তামায়াতি নো গিরা।
তথেচ্ছাতানবেনৈব বিবেকোঽস্য বিবুধ্যতে॥ ৬৮

স্পর্শ করিয়া বায়ুর সত্তা অনুভব করা যায়—কথায় অনুভূত হয় না। সেইরূপ ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইলে বিবেক জন্মিয়াছে জানা যায়।

চিত্রামৃতং নামৃতমেব বিদ্ধি
চিত্রানলং নানলমেব বিদ্ধি।
চিত্রাঙ্গনা নূনমনঙ্গনেতি
বাচা বিবেক স্ত্ববিবেক এব॥

চিত্র লিখিত অমৃত অমৃত নহে; চিত্র লিখিত বহ্নি বহ্নি নহে; ছবিতে আঁকা স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক নহে, সেইরূপ কথার বিবেক অবিবেকই।

পূর্ব্বং বিবেকেন তনুত্বমেতি
রাগোথ বৈরঞ্চ সমূলমেব।
পশ্চাৎ পরিক্ষীয়ত এব যত্নঃ
স পাবনো যত্র বিবেকিতাস্তি॥ ৭০

প্রথমে বিবেক দ্বারা রাগ ও দ্বেষ সমূলে ক্ষীণ হইতে থাকে—অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ বা সংসারে অনুরাগ ঈশ্বরে বিতৃষ্ণা ক্ষীণ হইতে থাকে। পরে ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার বিষয়ক যত্ন পরিক্ষীণ হইয়া যায়। যাঁহার বিবেক জন্মিয়াছে তিনিই পবিত্র।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ১৯ সর্গঃ।

জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় বিচার।

বশিষ্ঠ। জীবগণের বীজ হইতেছেন পরমব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বত্র আপনাতে আপনি অবস্থিত। সুতরাং জীবের উদরে জগৎ,—সেই জগতেও অনেক জীব আছে। পৃথিবী যেখানে কর্ষণ কর সেইখানেই জীব দেখিবে। ঘর্ম্মের মধ্যেও জীবের উদয় হয়।

যথা যথা যতন্তে তে জীবকাঃ স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
তথা তথা ভবত্যাশু বিচিত্রোপাসনক্রমৈঃ॥ ৪
দেবান্ দেবযজো যান্তি যক্ষা যক্ষান্ ব্রজন্তি হি।
ব্রহ্ম ব্রহ্মযজো যান্তি যদতুচ্ছং তদাশ্রয়েৎ॥ ৫

জীবের মধ্যে মনুষ্যই আপন অবস্থা উন্নত করিতে যত্ন করে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় পড়িয়া আপনাকে যেরূপ করিবার জন্য যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনা ক্রমে শীঘ্রই সেই সেই অবস্থা লাভ করে। দেবতার উপাসনায় মানুষ দেবভাব পায়, যক্ষের উপাসনা করিয়া যক্ষ লোক পায়, ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অতএব যাহা অতুচ্ছ—অর্থাৎ যাহা নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দময় তাহাই জীবের আশ্রয় হওয়া উচিত।

ভুবি জাতা পরিম্লানা বালা যৎ প্রথমং পুরঃ।
সম্বিৎ প্রাপ্নোতি তদ্রূপা ভবত্যন্যা ন কাচন॥ ৭

প্রথমে পরিম্লানা—ব্যুৎপত্তিহীনা—বালা সম্বিৎকে—প্রথম বয়সের জ্ঞানকে যাহা দিবে—যে দিকে পরিচালিত করিবে—ইহা সেইরূপেই গড়া হইয়া যাইবে অন্যরূপ হইবেনা। ইহাকে ব্রহ্মাত্মভাবে পরিচালিত করাই কর্ত্তব্য বৃথা জীবভাবে পরিভাবিত রাখা উচিত নহে।

রাম। জাগ্রৎস্বপ্নদশাভেদং ভগবন্ বক্তুমর্হসি।
কথঞ্চ জাগ্রজ্জাগ্রৎ স্যাৎ স্বপ্নোজাগ্রদ্ভ্রমঃ কথম্॥ ৮

সম্বিৎ, কখন বালা কখন প্রৌঢ়া হয়েন—কিরূপে হয়েন? হে ভগবন্ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশার ভেদ কি তাহা বলুন। জাগ্রতে যাহা দেখা যায় তাহা সত্যমত বোধ হয়—স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহাও স্বপ্ন কালে সত্যমত বোধ হয়। তবে জাগ্রৎকে সত্য বলেন কেন এবং স্বপ্নকে ভ্রম বলেন কেন?

বশিষ্ঠ। স্থিরপ্রত্যয়যুক্তং যৎ তজ্জাগ্রদিতি কথ্যতে।
অস্থিরপ্রত্যয়ং যৎ স্যাৎ তৎ স্বপ্নঃ সমুদাহৃতঃ॥ ৯

যেখানে স্থির বিশ্বাস থাকে তাহাই জাগ্রৎ—আর যেখানে অস্থির বিশ্বাস তাহা স্বপ্ন। যে জাগ্রদৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী তাহা স্বপ্ন আর যে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কালান্তর স্থায়ী তাহা জাগ্রৎ। স্থিরত্ব ও অস্থিরত্ব ভিন্ন

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ভেদ নাই। জাগ্রতের অনুভব ও স্বপ্নের অনুভব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান।

স্বপ্নও স্বপ্ন সময়ে স্থৈর্য্যহেতু জাগ্রৎ বলিয়া বোধ হয় আবার অস্থৈর্য্যবশতঃ জাগ্রৎটাও স্বপ্নমত বোধ হয়। অর্থাৎ পরিস্ফুট দীর্ঘ স্বপ্নও জাগ্রৎ আবার অপরিস্ফুট ক্ষণিক জাগ্রতও স্বপ্ন। আবার জাগ্রৎবুদ্ধির সমান স্বপ্নও জাগ্রৎ আর স্বপ্নবুদ্ধির সমান জাগ্রৎ স্বপ্ন।

যত্তু যাবৎ স্থিরং বুদ্ধং তত্তাবজ্জাগ্রদুচ্যতে।
ক্ষণভঙ্গাত্তু তৎ স্বপ্নো যথা ভবতি তৎ শৃণু ॥ ১৪

যাহা কিন্তু যখন স্থির বলিয়া জানিতেছ তাহা তখন জাগ্রৎ নামে কথিত। আবার তাহাই ক্ষণভঙ্গ বশতঃ স্বপ্ন হইয়া যায়। যেরূপে ইহা হয় শ্রবণ কর।

জীবের হৃদয়ে উষ্মা, বীর্য্য বা তেজ বা বল বা ভর্গ যাহা আছে তাহাকে জীব ধাতু বলে। ইহাই জীবের জীবন। শরীরটা, মানসিক বা বাচিক বা কায়িক যে কোন কর্ম্ম করিতে যখন উন্মুখ হয় তখন ঐ জীবধাতু প্রাণ বায়ু চালিত হইয়া হৃদয় হইতে কুল্যাদ্বারা সরোবরের জলের মত বাহির হইয়া ইন্দ্রিয় পথে বা নাড়ী পথে সঞ্চরণ করিতে থাকে। জীব ধাতু সর্ব্বাঙ্গের নাড়ীতে সঞ্চরণ যখন করে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্বিদের বা অনুভবের উদয় হয়। ক্রম লক্ষ্য কর। জীবাত্মার স্থান হৃদয়। আত্মার তেজ যাহা তাহাই জীবন বা জীবধাতু। জীবাত্মার সঙ্কল্প করিবার শক্তি আছে। সঙ্কল্প উঠিল। উঠিবামাত্র জীবধাতু বা তেজ বা ভর্গ বায়ু চালিত হইয়া হৃদয় হইতে নাড়ী পথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এই সঞ্চরণের ফলে নানা প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে।

দৃষ্টত্বাৎ চৈত্যেতি চিত্তাখ্যমন্তর্লীন জগদ্ভ্রমম্ ॥ ১৭

সম্বিৎ বা নানাপ্রকার জ্ঞান, দৃষ্ট হওয়ায় ইহা চিত্ত আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই চিত্তটাই অন্তর্লীন জগদ্ভ্রম।

ঈক্ষণাদিষু রন্ধ্রেষু প্রসরন্তী বহির্ম্ময়ম্।
নানাকারবিকারাঢ্যং রূপমাত্মনি পশ্যতি॥ ১৮

সম্বিৎ চক্ষুরাদি ছিদ্রে প্রসৃত হইলে আত্মাতে নানা আকার ও বিকার পূর্ণ রূপ বাহিরে দৃষ্ট হয়। এইরূপ দর্শন বহুকাল স্থায়ী হয় বলিয়া ইহার নাম জাগ্রৎ অবস্থা।

জাগ্রৎক্রম শুনিলে এখন সুষুপ্ত্যাদির ক্রম শ্রবণ কর।

মনসা কর্ম্মণা বাচা যদা ক্ষুভ্যতি নো বপুঃ।
শান্তাত্মা তিষ্ঠতি স্বস্থো জীবধাতুস্তদা হৃসৌ॥ ২০
সমতামাগতৈর্ব্বাতৈঃ ক্ষোভ্যতে ন হৃদম্বরে।
নির্ব্বাতসদনে দীপো যথালোকৈককারকঃ॥ ২১
ততঃ সরতি নাঙ্গেষু সম্বিৎ ক্ষুভ্যতি তেন নো।
ন চেক্ষণাদীন্ যা যাতি রন্ধ্রাণ্যায়াতি নো বহিঃ॥ ২২

শরীরটাকে যখন কোন প্রকার ভাবনা, কোনপ্রকার কর্ম্ম, কোন প্রকার বাক্য, ক্ষুব্ধ না করে তখন এই জীব ধাতু শান্তাত্মা ও সুস্থ হইয়া (হৃদয় দহরে) অবস্থান করেন—জীবধাতু নির্ব্বাত গৃহে দীপশিখার মত হৃদম্বরে বিক্ষোভিত না হইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন। তখন ইহা নাড়ী প্রভৃতি দ্বারা কোন অঙ্গে প্রসর্পিত হয় না, সম্বিৎ কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ হয় না এবং চক্ষুরাদি রন্ধ্রে আসিয়া বাহিরের কোন কিছুও দেখেন না, হৃদম্বরে নির্ব্বিক্ষেপ প্রকাশমাত্র হইয়া থাকেন—ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় স্বপ্নও নাই এবং জাগ্রৎও নাই। জীব ভাবটি তখন অন্তরেই স্ফুরিত হয়—যেমন তৈল সম্বিদ্ তিলে, শীত সম্বিদ হিমে এবং স্নেহ সম্বিদ্ ঘৃতে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ। জীবাকারা যে চিৎ তাহাই কলা—অংশরূপা—সেই জীবাকারা কলা উপাধি, বিলয়ে স্বচ্ছ হইয়া ব্রহ্মাত্মায়—শান্তবায়ুতে দীপশিখার ন্যায় বিচেতন প্রায় অর্থাৎ পৃথক্ চেতনশূন্য দশা প্রাপ্ত হয়। ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা না থাকিলে চিত্ত সর্ব্বব্যবহার শূন্য হয়,

হইলে চিত্ত থাকে না; তখন চিৎ, শাস্ত্র সাহায্যে সাম্য বা অবৈষম্য ভাব জানিয়া, বিচার ও একাগ্রতা অভ্যাসে নিজের প্রযত্নেই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যোগিগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা জানিয়া একাগ্রতা অভ্যাস ও বিচার দ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় বিচরণ করিয়াও নিত্যসমাধিস্থ থাকেন। ক্রমে আত্মা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তুরীয় ব্রহ্ম ভাবে স্থিতি লাভ করেন। সুষুপ্তি কালে সৌম্যতা প্রাপ্ত প্রাণ বায়ু দ্বারা উপলক্ষিত জীব ধাতু—সুষুপ্তি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রাক্তন সংস্কার দ্বারা প্রাণরূপে চঞ্চল হয়। চঞ্চল প্রাণ দ্বারা চালিত হইয়া জীব চৈতন্য ভোগানুকূল প্রাক্তন সংস্কার দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া চিত্তরূপে আবির্ভূত হয়। তখন কিন্তু আপনার অন্তরস্থ সংস্কাররূপে অবস্থিত জগৎকে স্বপ্নমত আপনার ভিতরে দেখিতে থাকে। যোগী যেমন যোগশক্তি দ্বারা বীজের মধ্যে অবস্থিত বৃক্ষকে—ভাবি বিস্তারযুক্ত বিবেচনা করিয়া দর্শন করেন সেইরূপ চিত্তও অন্তঃস্থিত জগৎসমূহকে ভাবাভাব ভ্রান্তিক্রমে দর্শন করে।

জীবধাতুর্যদা বাতৈঃ কিঞ্চিৎ সংক্ষুভ্যতে ভৃশম্।
ততোঽস্ম্যহং সুপ্ত ইতি পশ্যত্যাত্মনি খে গতিম্॥ ২৮

জীব ধাতু বা সুপ্ত পুরুষ "যদা বাতৈঃ কিঞ্চিৎ সংক্ষুভ্যতে তদা অহমস্মীতি পশ্যতি। যদা তু ভৃশং সংক্ষুভ্যতে তদা খে গতিং আকাশগমনং পশ্যতীত্যর্থঃ"—যখন বায়ু দ্বারা কিঞ্চিৎ সংক্ষুব্ধ হন তখন তিনি "আমি আছি" ইত্যাদি দেখেন—যখন অধিক চঞ্চল হন তখন আকাশ গমন দর্শন করেন। সুষুপ্তি ভোগের পর সুপ্ত পুরুষ যদি জল কর্ত্তৃক প্লাবিত হন তবে নদ নদী প্রভৃতি বারিভ্রম দর্শন করেন।

অন্তরেবানুভবতি স্বামোদং কুসুমং যথা॥ ২৯

কুসুম যেমন ভিতরেই নিজের সৌরভ অনুভব করে সেইরূপ সুপ্ত পুরুষ বারিভ্রম ভিতরেই অনুভব করেন।

জীবধাতু যখন পিত্তাদি দ্বারা আক্রান্ত হন তখন গ্রীষ্ম ভ্রমে পড়েন অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানে মনে করেন বড়ই গ্রীষ্মের তাপ অনুভব করিতেছি এই অনুভবও ভিতরেই হয়—যদিও মনে হয় বাহিরে গ্রীষ্ম। জীব ধাতু রক্তে পূর্ণ হইলে—নাড়ীমধ্যগত রুধিরে আপ্লুত হইলে রক্তবর্ণ দেশ এবং রক্তবর্ণ সন্ধ্যাদি কাল অনুভব করেন; সে সকল অন্তরে—মনে হয় যেন বাহিরে দেখিতেছি। ঐরূপ অনুভব হওয়ায় তাহাতেই যেন নিমজ্জিত থাকেন।

সেবতে বাসনাং যাং তাং সোন্তঃ পশ্যতি নিদ্রিতঃ।
পবনক্ষোভিতোরন্ধ্রৈর্ব্বহিরক্ষাদিভির্যথা॥ ৩২
অনাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যতঃ ক্ষুব্ধোন্তরেব সঃ।
সম্বিদানুভবত্যাশু স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে॥ ৩৩
সমাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যঃ ক্ষুব্ধোবায়ুনা যদা।
পরিপশ্যতি তজ্জাগ্রদিত্যাহুর্ম্মুনিসত্তমাঃ॥ ৩৪

নিদ্রিত জীব প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে আসিয়া যে বাসনায় আবিষ্ট হয় সেই বাসনাই পুষ্ট হইয়া স্বপ্নাকারে প্রকাশিত হয়। চক্ষুরাদি স্থানে জীবের অবস্থান রুদ্ধ হইলে যখন অন্তরে ক্ষুব্ধ হয় ও ভিতরে সম্বিদ্ অনুভব করে তখনই স্বপ্ন হয় আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে অধিষ্ঠান অনরুদ্ধ হইলেই জাগ্রৎ দশা—মহর্ষিগণ ইহা বলেন।

রাম! জাগ্রতাদি কিরূপে হয় তাহাত জানিলে। এখন এই অসৎ জগৎকে সত্য ভাবিওনা। ভ্রমকে সত্য ভাবনা করাই মরণাদি ক্লেশের হেতু।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২০ সর্গঃ।

মনকে সত্য ঈশ্বরে লাগাও—অসত্য জগতে লাগাইনা।

বশিষ্ঠ। মনের রূপ কি, মনের স্বভাব কি ইহা দেখাইবার জন্য আমি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিলাম—ইহা তোমার বোধ বৃদ্ধির জন্য—অন্য প্রয়োজনে নহে।

দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া চিত্ত পুনঃ পুনঃ যাহা ভাবনা করে, ইহা তাহার আকারেই আকারিত হইয়া যায়, যেমন লৌহপিণ্ড অনল সংযোগে অনলত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভাবনা কর তুমি হৃদয় দহরে স্থির শান্ত আনন্দময় রূপে আছ—তোমার ভর্গ হৃদয় হইতে নাড়ী পথ দিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারে আসিয়া তোমাকে যাহা দেখাইতেছে, যাহা শুনাইতেছে, যাহা স্মরণ করাইতেছে সমস্তই মিথ্যা। সূর্য্য যেমন ইচ্ছা করিলে আপন কিরণজাল গুছাইয়া আপনাতে আপনি প্রকাশমান হইতে পারেন তুমিই সেইরূপে ভর্গধারা সমূহকে গুটাইয়া হৃদয় কন্দরে আনয়ন কর আপনার স্বরূপটি ধরিতে পারিবে।

ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ দৃশশ্চেতনকল্পিতাঃ।
নাসত্যা নাপি সত্যাস্তা মনশ্চাপল কারিতাঃ॥ ৩

সৎ অসৎ গ্রহণযোগ্য ও ত্যাগ যোগ্য যা কিছু বিষয় সমস্তই চৈতন্যের প্রথম বিবর্ত্ত যে মন সেই মনঃ কল্পিত মাত্র। ইহারা অসত্যও নহে (যখন দেখা যায়) সত্যও নহে (যখন দেখা যায় না) অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। মনশ্চপলতা হেতু দৃশ্য সমস্ত উৎপন্ন হয়।

মনো মোহে তু কর্ত্তৃ স্যাৎ কারণঞ্চ জগৎস্থিতেঃ।
বিশ্বরূপতয়েদং তনোতি মলিনং মনঃ॥ ৪

মোহ বিষয়ে—মোহ জন্মাইবার কর্ত্তা মন আর জগৎ স্থিতির কারণও মন। যেহেতু ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে এই মনই বিশ্বরূপে দণ্ডায়মান সেই হেতু বলা যায় মনই এই সমস্ত বিস্তার করিতেছে।

উৎসব।

—:※:—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩০ সাল। { ৮ম সংখ্যা

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

৯ম অধ্যায়।

ক্রোধশান্তি জন্য মুখ্য উপদেশ।

তস্মাৎ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কাম ক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন।
তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা।—ব্যাসদেব।—

"সংসারের অশেষ দুঃখ যাহারা দেখেনা, আবার দেখিয়াও যাহারা মুক্ত হইতে চায় না, তাহাদিগকে কি মানুষ বলিতে পার? বুঝি পার না। মুক্ত হইতে যদি চাও তবে তোমার সর্ব্বদার কার্য্য হইতেছে বিদ্যাভ্যাসে যত্ন। যাহোক তাহোক পাঠকেই বিদ্যা বলে না। "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যাতি ভণ্যতে"—আমি দেহ নহি, আমি চিৎস্বরূপ-চৈতন্য স্বরূপ-আত্মা—এই যে বুদ্ধি—ইহাকেই বিদ্যা বলে। এই বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা যত্ন করিতে হইবে। এখানে কাম ক্রোধ লোভাদি হইতেছে তোমার মোক্ষ বিদ্যার প্রবল শত্রু। ইহাদের মধ্যে আবার এক ক্রোধই সর্ব্বদা মোক্ষের বিঘ্নকারী।"

শ্রীলক্ষ্মণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছেন। ভগবান্ ব্যাস লিখিতেছেন—

উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনম্।
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি॥

লক্ষ্মণ বলিতেছেন—উন্মত্ত, ভ্রান্তমন, কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী রাজা দশরথকে আমি বন্ধন করিয়া রাখিয়া ভরতকে হত্যা করিব—ভরতের বন্ধুবান্ধবকে—তাহার মাতুলাদিকেও বিনাশ করিব।

ভগবান্ বাল্মীকি দেখাইলেন লক্ষ্মণের ক্রোধ নিবারণ জন্য রাম লক্ষ্মণের হস্তধারণ করিয়াছিলেন—এখানে কিন্তু "ইদংব্রুবন্তং সৌমিত্রি মালিঙ্গ্য রঘুনন্দনঃ" শ্রীভগবান্ লক্ষ্মণকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরমশান্ত যিনি তাঁর প্রেমালিঙ্গনে ক্রোধাবিষ্ট শরীরের বিকৃত অণুপরমাণুর স্পন্দন ক্ষণিকের জন্যও ছন্দ মত হয়? আলিঙ্গনে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীলক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—রঘুশার্দ্দূল—আমি জানি তুমি শূর! ভরত আমার প্রাণপ্রিয়—যখন ভরতকেও তুমি বধ করিতে উদ্যত তখন তুমি আমার হিতসাধনে অত্যন্ত রত সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমি তোমার প্রতাপ সমস্তই জানি কিন্তু ভাই প্রতাপ দেখাইবার সময় ইহা নয়। তুমি শূর, তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ভরতকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ—ইহা কি একটু শ্লেষ? হরি হরি—প্রেমে পূর্ণ যে হৃদয় তাহাতে শ্লেষের স্থান কোথায়? শ্লেষ যে অসম্যকদর্শী হৃদয়ের আত্মম্ভরিতার দুর্গন্ধ উদ্গার। শ্রীভগবানে শ্লেষ থাকিতেই পারেনা। ভগবান্ বাল্মীকিতে দেখিলাম শ্রীরাম এই অভিষেক বিঘ্নকে নিয়তি বলিলেন আর বলিলেন—যাহা নিয়তি—যাহা ঈশ্বরের নিয়ম তাহাকে অন্যরূপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব দেখাইতেছেন ক্রোধ কোথা হইতে জন্মে, আর কি করিলে ক্রোধকে সমূলে নির্ম্মূল করা যায়—শুধু ক্রোধ নয়, সকল অশান্তির কারণ, সকল দুঃখের কারণ যাহা তাহাকে একবারে উৎপাটিত করা যায় কিরূপে। আমরা সকল দেশের সকল নরনারীর যথার্থ কল্যাণের জন্য এখানে ব্যাসদেব হইতে এই অমূল্য শিক্ষা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ।
যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চতে॥
ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নি সন্তপ্ত লৌহস্থ জলবিন্দুবৎ॥

যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্॥
করোতি দুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং শরীর ভোগার্থমহর্নিশংনরঃ।
দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে কোবাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে॥
পিতৃমাতৃসুত ভ্রাতৃদার বন্ধাদি সঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ॥
ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা তারুণ্যমম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ।
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ॥
সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদি সঙ্কুলা।
গন্ধর্ব্বনগর প্রখ্যা মূঢ়স্তামনুবর্ত্ততে॥
আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাদিতস্য গতাগতৈঃ।
দৃষ্টান্যেষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে॥
স এব দিবসঃ সৈবরাত্রিরিত্যেব মূঢ়ধীঃ।
ভোগাননুপতত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি॥
প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরাম ঘটাম্বুবৎ।
সপত্নাইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো॥
জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে॥
দেহেঽহম্ভাবমাপন্নো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ।
ইত্যস্মিন্ মনুতে জন্তুঃ কৃমিবিড়্ ভস্ম সংজ্ঞিতে॥
ত্যগস্থিমাংসবিন্মূত্ররেতোরক্তাদি সংযুতঃ।
বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ॥
যমাস্থায় ভবাঁল্লোকং দগ্ধুমিচ্ছতি লক্ষ্মণ।
দেহাভিমানিনঃ সর্ব্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তিহি॥
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতে ভণ্যতে॥
অবিদ্যা সংসৃতে হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভাসে মুমুক্ষুভিঃ॥
কাম ক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন।
তথাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা॥

যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎ সখীন্।
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসার বন্ধনম্॥
ধর্ম্মক্ষয় কর ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ।
ক্রোধ এব মহান্ শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী॥
সন্তোষোনন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্।
তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্নতে॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ।
আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ॥
যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনোবিদুঃ।
তাবৎ সংসার দুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ॥
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদাভিন্নমাত্মানাং হৃদিভাবয়।
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্ব্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ॥
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধ মখিলং সুখং বা দুঃখ মেব বা।
প্রবাহ পতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব।
অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে নচ কর্ম্মভিঃ॥
এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদিভাবয় সর্ব্বদা।
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্ব্বাধ্যসে ন কদাচন॥

শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, আর এই রাজ্য, এই দেহাদি—যদি এই সব সত্য হয়, তবে এই দেহকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তুমি যে আমার রাজ্যভোগের বিঘ্নকারী জনগণকে বিনাশ করিতে চাও—তদ্বিষয়ে তোমার শ্রম সফল। কিন্তু ভাই এ সব কি সত্য? দেখ লক্ষ্মণ! ইন্দ্রিয় সুখভোগ বল, বা রাজসুখ ভোগই বল—ভোগসকল মেঘসমূহের মধ্যেবিদ্যুৎচমকের মত চঞ্চল—এই আছে এই নাই। আর জীবের আয়ু! ইহাও অগ্নি-তপ্ত-লৌহে জলবিন্দু যেমন তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায় তদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী। আরও দেখ—যে ভোগের জন্য মানুষ এত ছট্‌ফট্ করে সেই ভোগ কোন্ অবস্থায় করিতে চায়? সর্পে ভেক ধরিয়া তাহাকে গিলিয়াছে। ভেক সর্পের গলদেশের কোমল মাংসকে বনমক্ষিকা—ডাঁশ মনে করিয়া তাহা ভোগ করিতে যেমন ইচ্ছা করে সেইরূপ কালরূপ সর্প কবলে মানুষ চলিয়াছে তথাপি অনিত্য ভোগ ছাড়েনা। মানুষ যে শরীরকে ভোগ দিবার

জন্য দিনরাত্রি বহু ক্লেশ করিয়া ধনার্জ্জনাদি লৌকিক ও বৈদিক কত প্রকার কর্ম্ম করিতেছ—কিন্তু এক্ষেত্রে ভোগটা করে কে ? শরীর ভোগ করে না আত্মা ভোগ করেন—ইহাকি একবারও মানুষ ভাবে ? দেহটা যে দেহী হইতে ভিন্ন পদার্থ—দেহটা জড় আর দেহী পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, দেহ হইতে দেহীকে ভিন্ন করিয়া যিনি দেখেন—তিনি দেখেন চৈতন্যের পুরুষের ভোগ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। তারপর, সংসারে মিলনটাই বা কি তাই দেখ। পিতামাতা পুত্র স্ত্রী বন্ধু—এই সকলে যে একত্রে মিলিয়া সংসার করে, সেই মিলনটাত পান্থ শালায় বহু লোকের আগমনের মত ক্ষণস্থায়ী—পিপাসা মিটাইয়া কে কোথায় যে চলিয়া যায় কে তাহার সংবাদ রাখে ? অথবা পারিবারিক মিলন নদীর স্রোতে কাষ্ঠাদি মিলনের ন্যায় অতি অল্পকালের জন্য। জল প্রবাহে কোথা হইতে নানাবিধ কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিতে আসিতে মিলিত হয় আবার দেখিতে দেখিতে তরঙ্গাঘাতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। একই প্রকারের কর্ম্ম জন্য স্ত্রীপুত্র পিতা মাতার মিলন হয়—আবার কর্ম্ম ভোগ হইয়া গেলেই কে কোথায় যে চলিয়া যায় তাহা কেহই দেখিতে পান না। ছায়ার মত লক্ষ্মীকে—ধনকে চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, যৌবন ত জল তরঙ্গের মত অধ্রুব, স্ত্রী সুখ ত স্বপ্নে সুখ ভোগের মত, আয়ুও মানুষের অতি অল্প তথাপি মানুষ অভিমানে বাঁচে না, বলেন আমার এই সব ধন—আমি চিরকাল ভোগ করিব। লক্ষ্মণ ! আরও দেখ এই সংসারে স্থিতি কয়দিনের জন্য—এই স্থিতি ত স্বপ্নের মত। এই স্বপ্ন মত অস্থায়ী সংসারে মানুষ আবার নিরন্তর রোগ শোক জ্বালামালায় জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহা আকাশে গন্ধর্ব্ব নগর দর্শনের ন্যায় দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। হায় ! মূঢ় মানুষ এই অত্যন্ত অস্থায়ী সংসারকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রাচীরের উপর প্রাচীর তুলে, তালার উপর তালা লাগায়—আর কি না করে ? সূর্য্য দেবের উদয়ে ও অস্তগমনে মানুষের আয়ু দিন দিন ক্ষয় হইতেছে, কতলোক নিরন্তর জরা পীড়িত হইতেছে, কতলোক মরিতেছে তথাপি মানুষ একবারও ভাবেনা যে তাহার দেহ মরিবে। কেন মানুষ প্রবুদ্ধ হয় না তাই বল ? পূর্ব্ব পূর্ব্বভুক্ত দিন রাত্রি অপেক্ষা উত্তরোত্তর দিন রাত্রিতে কত কত ভোগ আসিয়া হস্তে পড়িবে—মূঢ় মানুষ এই কেবল ভাবনা করে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা অপহারক কাল বেগ একবারও দেখে না। কাঁচা কলসের জলের মতন প্রতিক্ষণেই জীবের জীবন ক্ষয় হইতেছে আর রোগ সকল শত্রুর মত দেহকে প্রহার করিতেছে, জরা ব্যাঘ্রীর মত সম্মুখে বসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে ;

আর মৃত্যুও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে—কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছে—যেন বলিতেছে কখন আমার সময়টা আসে যে ইহাকে সংহার করি।

যে দেহ মরিয়া দুইদিন পড়িয়া থাকিলে সমস্ত কৃমিময় হইয়া যায়, যে দেহ সিংহ ব্যাঘ্র কুম্ভিরাদি ভক্ষণ করিলে—ইহা তাহাদের বিষ্ঠায় পরিণত হইয়া যায়, যে দেহ পুড়াইয়া দিলে ছাই হইয়া যায় সেই কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম সংজ্ঞা বিশিষ্ট দেহে অহং অভিমান করিয়া লোকে বলিয়া থাকে আমি লোক বিখ্যাত রাজা। ত্বক্, অস্থি, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, রক্ত—ইত্যাদি দেহে সতত বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, সতত ইহারা পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিকারী পরিণামী দেহটা আত্মা কিরূপে তাই বল?

লক্ষ্মণ! যে ক্রোধাদি দোষযুক্ত দেহটাতে আস্থা করিয়া তুমি ত্রিলোক দগ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, দেহে অভিমান করিলেই ত ঐ সমস্ত দোষ প্রকটিত হয়। দেহই আমি—এইরূপ যে বুদ্ধি তাহার নাম অবিদ্যা; আমি দেহ নই আমি চিৎস্বরূপ,—জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্য আত্মা এইরূপ বুদ্ধির নাম বিদ্যা। অবিদ্যাই হইতেছে মায়া। আত্মাকে অনাত্মা ভাবনা করাই মায়া। মায়ার মধ্যে বিক্ষেপ মায়াটা জগৎ কল্পনা করে আর আবরণ মায়া জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে। জনন মরণরূপ সংসারের হেতু আর বিদ্যা যিনি তিনি সংসার দুঃখ হারিণী। এইজন্য দুঃখ জলধি হইতে মুক্ত হইতে যিনি ইচ্ছা করেন সেই মুমুক্ষু সর্ব্বদা বিদ্যার অভ্যাসে যত্ন করিবেন। হে শত্রুসূদন—'আমি দেহ নই আমি চৈতন্য আমি আত্মা ইহা যিনি সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে অনলস তাহার প্রধান কার্য্য হইতেছে কাম ক্রোধ লোভাদি শত্রুর বিনাশ। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ক্রোধই মোক্ষবিদ্যার বড় বিষম শত্রু—ইহাই সর্ব্বদা মোক্ষের বিঘ্ন জন্মায়, ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পুরুষ পিতা ভ্রাতা সুহৃৎসখা—ইহাদিগকে বধ করে। ক্রোধই মনস্তাপের মূল কারণ—বিবেচনা করিয়া দেখ যে সময়ে মানুষের অন্তঃকরণে ক্রোধ বেগ বর্দ্ধিত হয় সেই সময়ে মানুষের বিচার থাকে না ইহা করা উচিত কি অনুচিত; কাজেই সে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে—ইহাতেও যদি ক্রোধ শান্ত না হয় তবে তাড়নাদিও করে, করিয়া পশ্চাতে বিষম সন্তাপ প্রাপ্ত হয়; এইরূপে ক্রোধ সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে এবং ধর্ম্মের ক্ষয় করে, লক্ষ্মণ এই জন্য তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর। এই ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু কারণ এই ক্রোধ মানুষের মৃত্যুকেও ডাকিয়া আনে,—লোকে ক্রোধবশে বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মঘাতীও হয়। ধনাদি পদার্থে যে ইচ্ছা ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তৃষ্ণাকে বৈতরিণী নদী বলা

যায় অর্থাৎ যমরাজের দ্বারদেশে অতি ভয়ঙ্কর এক দুস্তর নদী আছে—পাপীদিগকে যেমন এই নদী পার হইতে হয় সেইরূপ এই সংসার তৃষ্ণা রূপ নদী দুর্ম্মতি সংসারী পুরুষের পক্ষে সর্ব্বদা দুস্তর। আর সন্তোষ—বাহ্য বিষয়ের অভিলাষ ত্যাগ—ইহা নন্দনবনের ন্যায় আনন্দ জনক; এবং শান্তি—মনের নিবৃত্তি ইহাই কামধেনু—কামধেনুর নিকটে যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই যেমন তিনি প্রদান করেন, সেইরূপ শান্তিও দুই চারিটি ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্তির যে সুখ তদপেক্ষা অধিক সুখ প্রদান করেন। লক্ষ্মণ! এই সমস্ত কারণে তুমি এই সময়ে যদি শান্তির সেবা কর তবে তোমার কেহই শত্রু থাকিবেনা—কারণ শান্তিকে সেবা করিলে তুমি আত্মার দিকে ফিরিবে; তখন দেখিবে আত্মাতে কোন বিকার নাই—কাজেই শত্রু কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে বল? আত্মা যিনি তিনি ইন্দ্রিয় নহেন, মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, প্রাণও নহেন—এই সমস্ত হইতে তিনি পৃথক্ বস্তু। আত্মা শুদ্ধ, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, আত্মা অবিকারী, আত্মা আকার রহিত। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ইত্যাদি আত্মার বিপরীত অর্থাৎ ইহারা অশুদ্ধ, পর প্রকাশ, বিকারী আর সাকার। যতদিন মানুষ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণাদি হইতে ভিন্ন এই আত্মাকে না জানিতে পারে ততদিন মানুষ জনন মরণ প্রাপ্ত হয়, ও নানাপ্রকার সংসার দুঃখে পীড়িত হয়। অতএব তুমি সর্ব্বদা আত্মাকে দেহ মন বুদ্ধি প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে মনে ভাবনা কর। লক্ষ্মণ বুদ্ধ্যাদি পদার্থ হইতে আপনাকে পৃথক জানিও—জানিয়া বুদ্ধি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে লোক ব্যবহার কর—খেদ করিওনা। সুখ বা দুঃখ ইহারা ত প্রারব্ধ—যাহা আসে তাহাই ভোগ করিয়া যাও। এইরূপে সংসাররূপী প্রবাহে পতিত যে তুমি, তুমি পাপপুণ্যাদি, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। হে রাঘব! বাহিরে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্ব বহন করিলেও তুমি ভিতরে শুদ্ধ স্বভাব—তুমি কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে না।

লক্ষ্মণ! এই যে জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে উপদেশ করিলাম তুমি সর্ব্বদা এই সমস্ত কথা হৃদয়ে ভাবনা কর তাহা হইলে অখিল সংসার দুঃখ আর তোমার কিছুই করিতে পারিবে না—সংসার দুঃখে আর তুমি কখন পড়িবেনা।

আমরা ভগবান্ বাল্মীকি ও ভগবান ব্যাসের মুখ হইতে ক্রোধ শান্তির যে সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিলাম, যে সমস্ত জ্ঞানের কথা শুনিলাম তাহা যেন আর কখনও বিস্মৃত না হই ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

—

[ক্রমশঃ]

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারাম চন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য এই পদদ্বয়ের অর্থ বিচার।

জিজ্ঞাসু—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ের যে অর্থ আমি জানি, সে অর্থ হইতে, ইহার স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, কিরূপে তাহা উপপাদিত (যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা।

বক্তা—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ের তুমি যে অর্থ জান, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—'চর' ধাতুর উত্তর 'ণিন্' প্রত্যয় করিয়া 'চারী' এবং 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'চর্য্য' পদনিস্পন্ন হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কোশ শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ', 'সত্য', 'তত্ত্ব', 'ব্রহ্মা', 'বিপ্র' সর্ব্বগুণাতীত, তুরীয়, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ ইত্যাদি অর্থ উক্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ে, যে 'ব্রহ্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ যে 'বেদ', শাস্ত্রপ্রমাণে আমি তাহাই বুঝিয়াছি; বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে, যে সকল ব্রত বা নিয়ম আচরণীয়, সেই সকল ব্রত বা নিয়মপালন পূর্ব্বক যিনি বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি 'ব্রহ্মচারী' এবং বেদাধ্যয়নার্থ অবশ্য আচর্য্য—আচরণীয়—ব্রহ্মচারি দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য, উর্দ্ধরেতস্কত্ব (শুক্রসন্ধারণ—উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সংযম) ইত্যাদি কর্ম্ম বুঝাইতে 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ("ব্রহ্মচারী ব্রহ্মণি বেদাত্মকে অধ্যেতব্যে চরিতুং আচরণীয়ং সমিদাধান ভৈক্ষচর্য্যোর্দ্ধরেতস্কত্বাদিকং ব্রহ্মচারিভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম ব্রহ্মচর্য্যম্।"

—অথর্ব্ববেদভাষ্য)।

বক্তা—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ের স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আমার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহার কোথায় কোথায় অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছ ?

জিজ্ঞাসু—যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হইত, উপনয়ন সংস্কারের পর যাঁহারা বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য ও উর্দ্ধরেতস্কত্বাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারাই 'ব্রহ্মচারী' এই নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের বেদাধ্যয়নার্থ আচরণীয় কর্ম্ম সমূহ 'ব্রহ্মচর্য্য' এই সংজ্ঞা দ্বারা লক্ষিত হইত। 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ের এই অর্থই প্রসিদ্ধ। আপনি বলিয়াছেন "ব্রহ্মচারী" ও "ব্রহ্মচর্য্যের" তত্ত্ব জিজ্ঞাসা আত্ম-পরহিতার্থি-মানুষমাত্রের হওয়া উচিত, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিক আর্য্যবংশধরগণের নহে, আমার বিশ্বাস দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সমধিক সামর্থ্যের যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, স্বাস্থ্য সুখভোগে বঞ্চিত হইতে যাঁহাদের অনিচ্ছা হয়, নীরোগ, দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বগুণভূষিত, মাতা-পিতার আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বজনের স্নেহাকর্ষক সন্তানলাভে যাঁহাদের তীব্র ইচ্ছা আছে, দেশের উন্নতি যাহাদের প্রার্থনীয়, অমোঘ অণিমাদি বিভূতি অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন যাঁহারা উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা এবং সর্ব্বদুঃখবীজ অব্রহ্মচর্য্য পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠার্থ যথাশক্তি চেষ্টা, তাঁহাদের না হইয়া থাকিতে পারে না। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, "ব্রহ্মচারী" ও "ব্রহ্মচর্য্যের" শাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ অর্থ স্মরণ হওয়াতে, সেভাব যেন ম্লান হইয়াছে, আমার মন অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, উৎসাহহীন হইয়াছে।

বক্তা—আমি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি, তথাপি তোমার মুখ হইতে একবার এসম্বন্ধে কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে। 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই পদদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ স্মরণ হওয়াতে তোমার মন কেন অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে ? কেন উৎসাহহীন হইয়াছে ? তুমি আমার কথার কোথায় কোথায় অসঙ্গতি বোধ করিতেছ ?

জিজ্ঞাসু—যথোক্ত লক্ষণ ব্রহ্মচারী একালে যে আর হইতে পারেন, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না।

বক্তা—কেন ?

জিজ্ঞাসু—এখন পাঠতঃ ও অর্থতঃ বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী গুরুর অভাব হইয়াছে বলিলে বোধ হয়, কোন দোষ হয় না। কেবল ইহাই নহে, ভবিষ্যতে

যে তাদৃশ সদ্‌গুরুর আবার আবির্ভাব হইবে, নানাকারণে সে আশাকেও হৃদয়ে স্থান দিতে পারিনা। যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কারের অধিকার আছে, তাঁহারাই যথোক্ত লক্ষণ 'ব্রহ্মচারী' হইতে পারেন, অতএব বলিতে হইবে, ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচারী কখন হন নাই, কখন হইবেন না। বেদ শাস্ত্র বর্ণিত সেকালের ব্রহ্মচারী না হইলেও, অভ্যুদয়শীল য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমান কালের উপযোগী, কিঞ্চিৎ নূতন আকারের 'ব্রহ্মচারী' এখন হইতে পারেন, এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা যে যে ফল লাভের কথা শুনিয়াছি, য়ুরোপাদি দেশবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই যখন সেই সকল ফলের মধ্যে কিছু কিছু ফলপ্রাপ্ত হইতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন স্বীকার করিতেই হইবে, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে ব্রহ্মচারী আছেন, সমিদাহরণ ভৈক্ষচর্য্য প্রভৃতি গৌণ (এখনকার দৃষ্টিতে) অনুষ্ঠান না করিলেও, এযুগে যাহা সম্ভব, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহারা করেন। যে ব্রহ্মচর্য্যকে আপনি মনুষ্যমাত্রের হিতকর বলিয়াছেন, সে ব্রহ্মচর্য্য পালনে কেবল ভারতবর্ষবাসী কতিপয় মনুষ্যের অধিকার থাকিবে, পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের অধিকার থাকিবেনা, ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে ব্রহ্মচর্য্যকে মনুষ্যমাত্রের হিতকর বলা হইবে কেন? যাহার যাহা করিবার অধিকার নাই, সে তাহা করিবে কেন? হিতকর হোক্, অহিতকর হোক্ তাহার তত্ত্ব জানিতে তাহার উৎসাহ হইবে কেন? ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা যে সকল ফল লাভ হয়, সে সকল ফল লাভের প্রয়োজন কাহার নাই? মনুষ্যমাত্রে কি, ঐ সকল ফল লাভের অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে? শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বাস্থ্য, ইহাদের বল, কে না চায়? নীরোগ, দীর্ঘজীবন, সদ্‌গুণান্বিত সন্তানের মুখ দেখিতে কোন মাতা-পিতার ইচ্ছা না হয়? দেশের হিত সাধনে, কোন মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতে পারে? দেশের উন্নতি কোন্ সভ্য মনুষ্যের প্রার্থনীয় না হইবে? বেদাধ্যয়ন না করিলে, বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে গিয়া, তাঁহার কঠোর শাসনের অধীন হইয়া, সামান্য ভৃত্যবৎ সপরিবার গুরুর সেবা না করিলে, ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না, এ নিয়ম সভ্যজাতির সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠপ্রার্থীর অনুমোদিত হইতে পারে কি? ব্রহ্মচারীকে বেদ—পড়িতেই হইবে, তাহার কারণ কি? উন্নতি হেতু সদ্‌বিদ্যার অনুশীলন যে, অত্যাবশ্যক, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রের হিতকর বিদ্যা বিবৰ্দ্ধনার্থ যত্ন যে, কর্ত্তব্য, তাহা স্বীকার্য্য। 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ আমি জানি, তাহার সহিত ইহার স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আপনি

যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোথায় সঙ্গতি হয় না বলে আমার মনে হইয়াছে, আমি সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম।

বক্তা—'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্যের' তত্ত্ব জিজ্ঞাসা মনুষ্যমাত্রের হওয়া উচিত, এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তুমি কি মনে কর, তৎসমুদায় আমার কল্পনা প্রসূত? উহারা বেদ-শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি নহে? আমি কি কখন বেদ-শাস্ত্রে যাহা নাই, অথবা যাহা বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, তাহা বলিতে উৎসাহী হই? আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তৎসমুদায়ই বেদের প্রতিধ্বনি, স্বকপোল কল্পিত কোন কথা বলিতে আমার কদাচ সাহস হয় না।

জিজ্ঞাসু—আমি তাহা মনে করি নাই। ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যমাত্রের হিতকর, ইহা আত্ম-পর-হিতার্থীর অবশ্য পালনীয়, ইহা কোন্ বেদে বা কোন্ শাস্ত্রে আছে? 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' এই শব্দ দ্বয়ের কোশাদি শাস্ত্র হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা অবগত হইয়া, আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে সেই সকল প্রশ্ন উত্থিত হওয়া কি ন্যায় বিগর্হিত? বেদাধ্যয়নে দ্বিজভিন্ন জাতির যখন অধিকার নাই এবং বেদাধ্যয়নার্থ অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমূহই যদি ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ হয়, তাহা হইলে, যথোক্ত ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকারে মনুষ্যমাত্রের হিতকর, এই কথা বলা যাইতে পারে? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিত।

বক্তা—অথর্ব্ববেদে 'ব্রহ্মচারী' ও ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে, তুমি বিস্মিত হইবে, তাহা দেখিলে, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহাদের সমাধান হইবে। অথর্ব্ববেদ 'ব্রহ্মচারী' ও ব্রহ্মচর্য্যের যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে দেখাইব। কেবল মনুষ্যজাতি নহে, অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন জীব মাত্রের জন্য, জীব মাত্রের উন্নতি ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে হইয়া থাকে, ইন্দ্রাদি অমর বৃন্দের অমরত্ব প্রাপ্তির নিদান ব্রহ্মচর্য্য। *

"যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় না, তাঁহাদের বেদ পাঠের অধিকার নাই; যাঁহাদের বেদপাঠে অধিকার নাই, তাঁহারা বেদাধ্যয়নার্থ আচরণীয় কর্ম্ম করিতে

---

* "ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপায়ত।"

"পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে * * * যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ।"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১১।৩।৭।—

যাইবেন কেন ?" তোমার এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন ন্যায় বিগর্হিত কে বলিল ? এ প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, 'ব্রহ্মচারী' ও 'ব্রহ্মচর্য্যের' তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইতে পারে কি ? 'ব্রহ্মচারী' ও ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ দর্শনার্থীর, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মনুষ্যমাত্রের কল্যাণ সাধিত হয়, এই কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুকের তোমা কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যভিন্ন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার হয়না কেন, যাহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় না, তাহাদের বেদাধ্যয়নে, সুতরাং ব্রহ্মচারী হইবার, ব্রহ্মচর্য্য পালনের অধিকার না থাকিবার কারণ কি, রাগ-দ্বেষ-বিহীন চিত্ত ও শুদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা বেদাধ্যয়নে ও বেদের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহে অধিকার হয়, নচেৎ হয়না, বেদ শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশের গর্ভে কিছু সার আছে কিনা, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা উচিত, এসকল অসভ্যাবস্থার লোকের অজ্ঞোচিত বিশ্বাসানুসারিণী, সারহীন কথা বলিয়া ঝটীতি সিদ্ধান্ত করিলে, ইষ্টাপত্তি হইবে না। যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় না, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিনা সংকোচে, নির্ভয়ে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, করিতেছেন, যথাশক্তি, যথাপ্রয়োজন বেদার্থ পরিগ্রহে তাঁহাদের যে কোন বাধা হইয়াছে, বা হইতেছে, তাহাত বুঝিতে পারা যায় না। শাস্ত্র যাঁহাদিগকে বেদাধ্যয়নে অধিকার দিয়াছেন, তাহারা যে ইঁহাদিগ হইতে বেদ ভাল বুঝেন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে, যে সকল ব্রত পালনের ব্যবস্থা আছে, ইদানীন্তন বেদপাঠীরা সেই সকল নিয়ম পালন করা ত দূরের কথা, উহাদের মধ্যে কতিপয়কে (সমিদাহরণ প্রভৃতিকে) নিতান্ত অসভ্যোচিত ও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, সন্দেহ নাই। এই নিষ্প্রয়োজন, মানহর, ও বৃথা ক্লেশকররূপে বিবেচিত কর্ম্ম সকল না করিলেও বেদাধ্যয়নের ও বেদার্থ পরিগ্রহের পথ যখন অবরুদ্ধ হয় না, বেদ পড়িতে, বেদ বুঝিতে, বেদের দোষগুণ বিচার করিতে কোনপ্রকার, অসুবিধা বোধ হয় না, তখন সমিদাহরণাদি কর্ম্ম সমূহকে অসভ্যোচিত এবং অনাবশ্যক মনে করা দোষাবহ নহে। বেদপাঠ করিলে যে বিশেষ কিছু লাভ হয়, এক্ষণে অত্যল্প ব্যক্তিই তাহা স্বীকার করেন, মুখে না বলিলেও বেদপাঠাপেক্ষায় জড় বিজ্ঞানানুশীলনের, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নের শিল্প ও কলার উন্নতি বিধানের চেষ্টার ফল যে অধিকতর, ইদানীং বহু ব্যক্তিরই তাহা অভিমত। বেদের অধ্যয়নার্থ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য', ব্রহ্মচর্য্যের এই অর্থ অবগত

হইলে, বেদের প্রতি প্রাগুক্তরূপ শ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণের কি, আর ব্রহ্মচর্য্য পালনে প্রবৃত্তি হইবে ?

জিজ্ঞাসু—পতঞ্জলিদেব যে ব্রহ্মচর্য্যকে শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মনের বলবৃদ্ধিকর বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যোগিগণ অমোঘ অণিমাদিগুণ অর্জ্জন করেন, স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিতে সমর্থ হন, ভগবান্ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না, আত্মদর্শন হয় না, ছান্দোগ্যোপনিষদে এবম্প্রকার উপদেশ আছে, সে 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের অর্থ কি বেদাধ্যয়নার্থ সমিদাহরণাদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ? যদি তাহা হয় তবেত বড় বিষম কথা।

বক্তা—পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, "গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া, চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে গুপ্ত (রক্ষা) করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হেতু বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া, উপস্থ সংযম করার নাম ব্রহ্মচর্য্য"। * ছান্দোগ্যোপনিষৎ, জাবাল উপনিষৎ, ঈশ্বরগীতা, প্রভৃতি গ্রন্থেও সর্ব্বদা কায়, মন ও বাক্যদ্বারা স্ত্রীসম্পর্ক বিসর্জ্জনকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়াছে। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, 'ঊর্দ্ধরেতস্কত্ব' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বেদাধ্যয়নার্থ সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে 'ব্রহ্মচর্য্য' না বলিলে বোধ হয়, কোন দোষ হয় না, বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি সে কালের বেদজ্ঞপুরুষেরা কি করিবেন, বেদ যে, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ-পরিগ্রহকেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—আধুনিক উন্নতম্মন্য পুরুষবৃন্দ জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্রহ্ম' শব্দের তত্ত্ব বা সত্য অর্থ গ্রহণ করিলে, এবং সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্য প্রভৃতি অসভ্যোচিত কর্ম্মকে অনুষ্ঠেয় না বলিলে, ইষ্ট সিদ্ধি হয় না কি ? 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন কি ? 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণ করাতেই যত গোল হইয়াছে। যোগসূত্রকার ও যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ অর্থ

---

* "ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয় স্যোপস্থস্য সংযমঃ।"—যোগসূত্র ভাষ্য।

"ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপমাহ—গুপ্তেতি। সংযতোপস্থোঽপি হি স্ত্রীপ্রেক্ষণতদালাপকন্দর্পায়তনতদঙ্গস্পর্শনসক্তো ন ব্রহ্মচর্য্যবানিতি তন্নিরাসায়োক্তং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়ান্তরাণ্যপি তত্র লোলুপানি রক্ষণীয়ানীতি।"—বাচস্পতি কৃত টীকা।

করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে, সে ব্রহ্মচর্য্য পালনে মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে বলিলে, কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইবে না, সে ব্রহ্মচর্য্য পালন যে আত্ম-পর-হিতার্থি মনুষ্যমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস 'ব্রহ্মচর্য্য' এই স্থলে যে 'ব্রহ্ম' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ?

বক্তা—পতঞ্জলিদেব বা ভগবান্ বেদব্যাস 'ব্রহ্ম' শব্দ এখানে কোন্ অর্থের বাচক, তৎসম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। 'বেদ' যখন উক্ত স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমরা ইহার অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবনা। 'বেদ', 'তত্ত্ব', 'সত্য' 'ব্রহ্ম' ইহারা যে, সমানার্থক, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। বিধি পূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার না হইলে, ব্রহ্মচারী হইয়া, বেদনিষ্ঠ, পাঠতঃ ও অর্থতঃ বেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী-গুরু সমীপে বাস না করিলে, বেদের স্বরূপ দর্শন হইতে পারে না। বেদপ্রাণ ঋষিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, ঋষিগণকে যোগ্য জ্ঞানে বেদ যে ভাবে নিজরূপ দেখাইয়াছিলেন, বেদের যেরূপ দেখিয়া ঋষিরা বেদকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, বেদাধ্যয়ন, যথাযথ-ভাবে বেদার্থ পরিগ্রহ ও বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকে সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট সিদ্ধির উপায় বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, বেদকেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকের পরমবন্ধু জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন, বেদেই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবভাসক হইতে পারেন না, বেদভিন্ন আর কেহ যে অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের স্বরূপাবধারণে সমর্থ নহেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, বেদের কৃপায় সর্ব্বভূতে আত্মবোধ লাভ পূর্ব্বক বিশ্বজনীন প্রেম পূর্ণ হৃদয় হইয়া, অন্যকে বেদের প্রকৃত রূপ দেখাইবার জন্য অবিরাম কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদই অখিলবিদ্যার যোনি এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, বেদের সেরূপ দেখিতে হইলে, বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ বেদাত্মা ব্রহ্মচারী গুরুর অন্তেবাসী হইয়া, তাঁহার সেবা করিতেই হইবে। যাঁহারা বেদ-ও-শাস্ত্র দৃষ্টিতে বেদাধ্যায়নে অধিকারী, তাঁহারা কখনও বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, ভবজলধি কর্ণধার, বিশ্বপ্রেমাণু পুঞ্জদ্বারা গঠিত হৃদয় বিশ্ব-জীবনোপযোগি—যোগানুষ্ঠানে সদারত, শিষ্যের সর্ব্বসুখ বিধানার্থ নিরন্তর উৎসুক, অজ্ঞান তিমিরান্ধ শিষ্যের জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত করিবার জন্য সতত যত্নশীল গুরুদেবের সেবা করাকে

অবমাননা মনে করিতে পারেন না, সমিদাহরণাদি কর্ম্মকে বৃথা ক্লেশকর বলিয়া নিশ্চয় করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

জিজ্ঞাসু—আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষ বৃন্দের মধ্যে অনেকেই আপনার এই সকল কথায় যে কিছু সার আছে, তাহা স্বীকার করিবেন না, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিবেন, উপনয়ন সংস্কার ব্যতিরেকে, উপনয়ন সংস্কারের কিঞ্চিন্মাত্র উপযোগিতা আছে, এইরূপ অসভ্যোচিত ধারণাকে উপেক্ষাপূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া যখন দেখিতে পাইতেছি, একালে বহুব্যক্তি উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন, বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, অনেকে বেদ পড়াইতেছেন, বেদ যে কিছুই নহে, ইহা যে অর্দ্ধসভ্য বালকোচিত সংস্কারবিশিষ্ট পুরুষগণের হৃদয়োচ্ছ্বাস মাত্র, স্বয়ং তাহা বুঝিতেছেন, পরহিতার্থ অন্যকে তাহা বুঝাইতেছেন, বিবিধ বিদ্যার বিবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন সেই প্রাচীন কালের, অকল্যাণকর, অসার, ইদানীন্তন শ্রুতি-কটু বেদের কথা, ব্রহ্মচর্য্যের কথা, বর্ণভেদের কথা, আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধের কথা, আর বাপু শুনিতে ভাল লাগে না। চিরদিনই কি, অসভ্যাবস্থার অহিতকর জ্ঞান-বিশ্বাস লইয়া কাল কাটাইতে হইবে? বেদশাস্ত্রের কথা শুনিয়া, দেশের কি কিছু উপকার হইতে পারে? বেদ-শাস্ত্রের উপদেশমত কার্য্য করিয়া, এ দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির পূরণ যে কতদিনে হইবে, অথবা হইবে কি না, তাহা বলা যায় না।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমার হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে পূর্ণ হইল।

জিজ্ঞাসু—'যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে পূর্ণ হইল' এইরূপ কথা বলিলেন কেন?

বক্তা—বেদের কথাতে যে ভ্রান্তিলেশ থাকিতে পারে না, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহও যে অভ্রান্ত, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে দেখিয়া, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী ইহা স্মরণ হওয়ায়, হৃদয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—বিষাদের কারণ কি?

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু—"স্বর্গের ধ্যান ও উন্নতির ধ্যান, সম্পূর্ণতার (Perfection) ধ্যান কি সমান পদার্থ নহে" ? কি সুন্দর কথা !!! স্বর্গের ধ্যান ও উন্নতির ধ্যান, সম্পূর্ণতার ধ্যান সমান পদার্থ, এই কথা ইতঃপূর্ব্বে আমার মনে কখন উদিত হয় নাই, এই কথা এই ভাবে ইতঃপূর্ব্বে আমি কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। স্বর্গের ধ্যান ও উন্নতির ধ্যান, সম্পূর্ণতার ধ্যান সমান পদার্থ, যিনি এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিবেন, আমার মনে হইতেছে, 'স্বর্গের যথার্থ চিত্রের সর্ব্বদা ধ্যান করিলে মানুষের যে, অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, মানুষের যে পরম লাভের পথ পরিষ্কৃত হয়, বিনা আপত্তিতে তিনি তাহা স্বীকার করিবেন। ক্রমবিকাশবাদী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার,ডারুবিন্ প্রভৃতি কোবিদগণ যদি স্বর্গের এই রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কখন সুখময় স্বর্গকে অসভ্যদিগের কল্পনা প্রসূত অসৎ পদার্থ বলিতেন না, তাহা হইলে "ক্লেশময় জীবন হইতে সুখময় জীবন পাইবার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, অপিচ কালকর্তৃক গৃহীত আত্মীস্বজনকে আর একবার দেখিবার আশায় অল্পজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ মানুষ সুখময় স্বর্গধাম আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া প্রীতি অনুভব করে, আত্মার অনশ্বর বাদে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সুখী হয়", হেকেলের লেখনী হইতে এবম্প্রকার যুক্তিহীন অসার কথা বাহির হইত না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উন্নতির (Progress) যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ক্রমবিকাশের (Evolution) যাদৃশ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি কিরূপে ও কি নিমিত্ত হইয়া থাকে, এতৎসম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা অধুনা স্মরণ হওয়ায়, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উন্নতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, স্বর্গেরই অস্ফুট ছবি অঙ্কিত

করিয়াছেন, ক্রমবিকাশের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, স্বর্গেরই একটু আভাস দিয়াছেন, সম্পূর্ণতার ধ্যান করিতে যাইয়া, বিশুদ্ধভাবে না হইলেও, স্বর্গেরই ধ্যান করিয়াছেন। আমার জানিতে ইচ্ছা হয়, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষগণ পৃথিবী ছাড়া লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই কেন? অধ্যাত্মিক স্বর্গের সধূমিক রূপ দেখিতে পাইলেও, ইহাঁরা যে আধি ভৌতিক স্বর্গকে অসভ্যের কল্পনাপ্রসূত, অবাস্তব পদার্থ বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? নবোদিত জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বেদ-শাস্ত্র-বর্ণিত আধি ভৌতিক স্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কি বস্তুতঃ অসভ্যোচিত?

বক্তা—হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষবৃন্দ কি কারণে ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, নচিকেতাকে যম তাহা বলিয়া দিয়াছেন, কঠোপনিষদে তোমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সুন্দর সমাধান আছে। বৈজ্ঞানিক দিগের বিশ্বাস বৃক্ষাদি স্থাবর ও মনুষ্যাদি জঙ্গম জীব সমূহের জন্ম, স্থিত্যাদি বিপরিণাম হেতু যাবৎ অক্‌সিজেন প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানের আবশ্যকতা, লোকান্তরে তাবৎ অক্‌সিজেনাদির অসদ্ভাব নিবন্ধন, লোকান্তরে স্থাবর ও জঙ্গম জীব সঙ্ঘের জন্মাদি হইতে পারে না, * আমি তোমাকে পরে এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। যাঁহারা লোকান্তরে জীব সমূহের জন্মাদির অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ এইরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধীমান্ বৈজ্ঞানিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। তোমার আর কি জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—স্বর্গে গমন করিলেই কি, আর সংসারে আসিতে হয় না? আমি পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, স্বর্গে গমন করিলেও, সংসারে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমার এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, স্বর্গে গমন করিলেও পুনরপি সংসারে আসিতে হয় কেন?

বক্তা—স্বর্গের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম স্থান আছে। এতএব স্বর্গধাম একরূপ নহে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ উপরিতন ও অধস্তন ভেদে স্বর্গকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। আদিত্য লোকের উপরিতন স্বর্গ লোক সমূহ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ।

---

* "As, for instance, that the atmosphere must have the same proportion of oxygen as our own * * *"—
Man's Place in the Universe by A. R. Wallace.

যে পুরুষ আদিত্য লোকের অধস্তন স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হন, তিনি বিনাশযুক্ত,—পরম্পরাপেক্ষায় ক্ষয়ার্হ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যিনি আদিত্য লোকের উপরিতন লোকে গমন করেন, অক্ষয্য—ক্ষয় রহিত লোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর দুঃখময় সংসারে আসিতে হয় না।

জিজ্ঞাসু—পরম কারুণিক ভৃগুদেব বলিয়াছেন, "মহাত্মার কৃপায় তুমি সূর্য্যদ্বার ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধ লোক প্রাপ্ত হইবে"। ভৃগুদেবের এতদ্বাক্যের প্রকৃত আশয় কি? আমি কি কখন সূর্য্যদ্বার ভেদ করিবার যোগ্য হইতে পারিব? সূর্য্য দ্বার কাহাকে বলে, আমি যে, আজিও তাহাই বুঝি নাই, তবে আশা আপনার কৃপায় আমার উর্দ্ধ লোক প্রাপ্তি হইবে। আহা আপনার ও ভগবান ভৃগুদেবের দয়া স্মরণ করিলে, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় অবশ ভাবে, উচ্চৈঃস্বরে না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রশ্ন কুণ্ডলী না করিয়া দিতেন, বিশ্ব পিতৃভূত, করুণা সাগর ভৃগুদেব যদি আমার হৃদয়ে এই প্রকার মৃত সঞ্জীবনী আশার সঞ্চার না করিতেন, তাহা হইলে, আমি কি "স্বর্গ কোন পদার্থ" "সূর্য্যদ্বার ভেদ করা 'কাহাবে বলে," কিরূপে সূর্য্যদ্বার ভেদ করিতে হয় এজীবনে এই সকল বিষয় জানিতে অভিলাষী হইতাম?

বক্তা—ভৃগুদেবের করুণার কথা ভাবিলে, আমি ও অশ্রু বিমোচন না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি যদি ভৃগুদেবের চরণ প্রান্তে তাঁহার নিত্য দাস হইয়া অবস্থান করিবার অধিকার পাই, তাহা হইলে, আমার মনে হয়, আমি আর কিছু প্রার্থনা করি না, আহা! এমন ক্ষমাধার, এমন বাৎসল্য পুর্ণ, এমন জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, এমন করুণা সাগর, আর কি কেহ আছেন? তুমি বড় ভাগ্যবান্, বড় ভাগ্যবান্, ভাগ্যবান্ না হইলে, ভৃগুদেব তোমাকে এত দয়া করিতেন না। তুমি যখন ভৃগুদেবের এত দয়া পাইয়াছ, তখন তোমার আর কিসের ভাবনা? বিশ্বাস করিও অপাত্রকে পাত্র করিবার শক্তি তাঁহার আছে। আমি যে আজ তোমাকে স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বলিতে পার, তাহা কাঁহার প্রেরণায়? কে আমার হৃদয়ে তোমার প্রশ্ন কুণ্ডলী করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন?

জিজ্ঞাসু—বাবা! আমি অদ্যাপি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, আমি যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, তিনিই আমার প্রত্যক্ষ ভৃগুদেব, যদিও তিনিই আপনার অন্তর্য্যামী, আপনার অন্তরে থাকিয়া, তিনিই আপনাকে আমাকে উপদেশ দিতে, আমার কল্যাণ সাধন করিতে প্রেরণ করিতেছেন, তথাপি বলিব, আপনিই

আমার প্রত্যক্ষ ভৃগুদেব, আমি আপনার শরণাগত, আমি আপনার মুখ হইতে বহুবার "স্বর্গদ্বার" এই নাম শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু স্বর্গদ্বার বলিতে আপনি কি লক্ষ্য করেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—যদ্দ্বারা স্বর্গধামে উপনীত হওয়া যায়, যাহা স্বর্গলোক প্রাপ্তির সাধন, তাহাই স্বর্গদ্বার স্বরূপ। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন সমূহকে "স্বর্গদ্বার" বলিয়াছেন। ভৃগুদেবের প্রেরণায় আমি তোমাকে ক্রমশঃ স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন উপদেশ দিব, অপিচ এই বৃদ্ধবয়সেও তুমি যাহাতে স্বর্গধামে উপনীত হইতে পার, যাহাতে স্বর্গ প্রাপ্তির সাধনসমূহকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হও, তন্নিবন্ধন যথাশক্তি চেষ্টা করিব। তুমি ভৃগুদেবের কৃপায় সিদ্ধ মনোরথ হও।

জিজ্ঞাসু—আমার বিশ্বাস হইতেছে, আপনার কৃপায় আমার নিশ্চয় বাঞ্ছাপূর্ত্তি হইবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ কাহাদিগকে স্বর্গদ্বার বা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত বলিয়াছেন?

বক্তা—"আশা", "কাম", "ব্রহ্ম", "যজ্ঞ", "অপ্", "বলিমান", ও "অনুবিত্তি" এই সপ্ত সংখ্যক "দিবঃ শ্যেনাখ্য" ইষ্টি, এবং "তপঃ, "শ্রদ্ধা", "সত্য", "মন" ও "চরণ"—শাস্ত্রীয় আচরণ এই পঞ্চ সংখ্যক "আপাস্থা" ইষ্টি এই দ্বিবিধ ইষ্টিকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ স্বর্গদ্বার—স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত বলিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—আমি যে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না বাবা?

বক্তা—কেবল তুমি কেন, যাঁহারা বেদনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ গুরুর সকাশ হইতে এই সকল কথা বুঝিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ইহাদের অভিপ্রায় কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি পরে এই সকল কথার তাৎপর্য্য সেইভাবে ব্যাখ্যা করিব, তুমি কেবল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সাবধান হইয়া, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিলাম, তুমি যে, তাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমি জানি। স্বর্গ কি, যে তাহা জানে না, যে তাহা, জানিবার চেষ্টা করেনা, তাহার কখন স্বর্গ প্রাপ্তির "আশা" বা স্বর্গলাভের কাম—(The ardour with which one longs for heaven) হইতে পারে না। যে যাহার স্বরূপ অবগত নহে, এতদ্দ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, যাহার তাহা জানা নাই, এতদ্দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, যে তাহা বিশ্বাস করে না, তাহার কখন তাহা পাইবার আশা হয় না, সে কখন তাহা পাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হয় না, তাহার কখন তদ্বিষয়ের কামনা হয় না।

এতদ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহা নিশ্চয় হইলে, তবে তাহাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়, তবে তাহাকে পাইবার সাধন বা উপায় কি, তাহা জানিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, এতদ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আস্থাবস্থা।

জিজ্ঞাসু—"আশা" ও "কাম" এই উভয়ের লক্ষণ কি?

বক্তা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, কোন বস্তু প্রাপ্তি, আজ না হয় কাল সর্ব্বথা হইবেই, এইরূপ নিশ্চয় হইবার পর, যে কাল প্রতীক্ষা রূপ তৃষ্ণা বিশেষ, তাহার নাম "আশা"। "আশা" অনৃত (মিথ্যা) ও সত্য ভেদে দ্বিবিধ। ফল রহিত আশা অনৃত, ফল রহিত আশা বৃথাশ্রম মাত্র, সত্য আশা কখন নিষ্ফল হয় না, যত কালেই হোক্ সত্য আশা ফলবতী হইবেই। "স্বর্গ আছে", স্বর্গ আকাশ কুসুমবৎ বৈকল্পিক পদার্থ নহে, এবং এই প্রকার সাধন করিলে আমি নিশ্চয় দুঃখ বিহীন সদানন্দময় স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইব, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় বা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই স্বর্গ পাইবার সত্য আশা করেন, এবম্প্রকার শ্রদ্ধাবানেরই শ্রদ্ধানুরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সত্যই শ্রদ্ধার স্থির আসন, শ্রদ্ধা কখন মিথ্যাতে স্থির ভাবে চিরকাল অবস্থান করেনা। সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন নিশ্চিত লাভের কাল প্রতীক্ষণ "আশা", এবং অনিশ্চিতের অপেক্ষা কাম। * পরে এ বিষয় বিশদীকৃত হইবে।

জিজ্ঞাসু—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার আশাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে, সর্ব্বথা নিরাশ না হইলে, কেহ প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হয় না। আমার এই নিমিত্ত এই স্থলে জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, শাস্ত্রে যে আশার প্রশংসা ও নিন্দা আছে, তাহার তাৎপর্য্য কি?

বক্তা—অনৃতা বা মিথ্যা আশার শাস্ত্রে নিন্দা এবং সত্যাশার প্রশংসা আছে। মিথ্যাজ্ঞান মিথ্যা আশার উৎপত্তি হেতু, সত্য জ্ঞান সত্য আশা জন্মিবার কারণ। যাহা বস্তুতঃ যাহা দিতে পারিবেনা, যাহার যাহা দিবার শক্তি নাই, তাহার সকাশ হইতে তাহা পাইবার আশা অনৃতা বা ফল রহিত আশা, এ আশা প্রবঞ্চিত করে, কদাচ উপকারক হয় না। স্বর্গ যদি অলীক পদার্থ হয়, তাহা হইলে কেহ কি কখন

---

*"কশ্চিদ্দ্রব্যাদিলাভঃ সর্ব্বথা ভবিষ্যতীত্যেবং নিশ্চিত্যাস্থ বা শ্বো বেত্যেবং কালমাত্রপ্রতীক্ষণরূপতৃষ্ণাবিশেষঃ আশা, নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য।

স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে? মিথ্যা আশা আশার ন্যায় (দিকের মত) চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কেহ কখন ইহার সীমাতে উপনীত হইতে সমর্থ হয়না। অতএব মিথ্যা আশা দুঃখেরই হেতু। যাহা দুঃখ হেতু তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য, সন্দেহ নাই। সত্য আশাই দুঃখ সাগর মগ্ন মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, জল মগ্ন যদি তীরে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে হতাশ হইয়া প্রাণ হারায়। তীর নাতিদূরে, আমি নিশ্চয় শীঘ্র তীরে উপনীত হইতে পারিব, এই প্রকার আশাযুক্ত জলমগ্নই তীরে উঠিতে পারগ হয়। এইক্ষণ পরিণামী, দুঃখময় সংসার বা মৃত্যু রাজ্যের সীমা আছে, এই মৃত্যু রাজ্যের পারে অমৃতধাম আছে, আমি ভগবানের কৃপায় নিশ্চয় এই মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতধামে উপনীত হইতে পারিব, এইরূপ আশাই মানুষকে দুঃখ সহিবার শক্তি প্রদান করে, দুঃখ সাগর পার হইতে আনুকুল্য করে।

চিত্ত শুদ্ধিই স্বর্গপ্রাপ্তির মুখ্যসাধন। যাঁহার চিত্ত যে মাত্রায় বিমল হয়, তিনি সেই মাত্রায় স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন, এই মর্ত্ত্য দেহে বাস করিলেও বিমল চিত্ত সুখময় স্বর্গধামেই বাস করেন। চিত্তের পবিত্রতাই (Holiness) বস্তুতঃ স্বর্গপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন, মলিন চিত্ত কখন স্বর্গধামে যাইতে পারেনা। অতএব যে সকল কর্ম্ম চিত্তকে বিমল করে, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত করে, সেই সকল কর্ম্মই যথার্থ স্বর্গদ্বার, স্বর্গপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন। বেদে স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন সমূহকেই "ইষ্টি" এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্বর্গদ্বার কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দিলাম, আশা করি এখন যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তুমি অনেকত আশ্বস্ত হইবে।

জিজ্ঞাসু—ইহা শ্রবণ করিয়া আমি যে অনেকতঃ আশ্বস্ত হইয়াছি, মুক্ত কণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে "স্বর্গ"ও "স্বর্গদ্বার" সম্বন্ধে আমার যাহা শ্রোতব্য কৃপা পূর্ব্বক তাহা বলুন, আমি যথাশক্তি সাবধান হইয়া আপনি যাহা বলিবেন, তাহা শ্রবণ করিব, আপনি যাহা করিতে বলিবেন, আমি যথাশক্তি তাহা করিতে সদা উৎসাহী হইব। স্বর্গ ও স্বর্গদ্বার বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবার প্রয়োজন কি, কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব করিতে পারিলাম, কৃতার্থ হইবার পথ নয়নে পতিত হইল, করুণাপূর্ব্বক যে পথ দেখাইতেছেন, আমি যেন সেই পথ ধরিয়া চলিতে পারি, আমার যেন সে পথ হইতে পদ স্খলন না হয়॥

———

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

গুরু শিষ্য বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৎশিষ্য কিরূপে হওয়া যায়, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদের এতদ্বিষয়ক উপদেশ।

বক্তা।—ত্রিপাদ্ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে মহানারায়ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে এ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহা শুনাইতেছি।

"বহুজন্ম বেদ-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত রহস্য শ্রবণ ও তাহার অভ্যাস করিলে, যে সুকৃতি হয়, সেই সুকৃতির পরিপাক বশতঃ সৎসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ ও তাঁহাদের আচরণ দর্শনপূর্ব্বক বিধি-নিষেধ-বিবেকের—কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি হিতকর, কি অহিতকর, তন্নিরূপণের বুদ্ধি উদিত হয়, তৎপরে সদাচারে প্রবৃত্তি হয়, সদাচারের অনুষ্ঠান হইতে, নিখিল দুরিতের ক্ষয় হয়, সর্ব্বপাপের ক্ষয় হইলে, অন্তঃকরণ অতি বিমল হয়, অন্তঃকরণ মল রহিত হইলে, সদ্গুরু কটাক্ষের নিমিত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে, কাহারও যথার্থ সদ্গুরুর দর্শন পিপাসা হয় না। তোমার সদ্গুরু দর্শনের পিপাসা যখন এত বলবতী হইয়াছে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি অচিরে সদ্গুরুর দর্শন লাভে সমর্থ হইবে। সদ্গুরু লাভের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা হইলেই, বিশ্বের নিত্য গুরু পরমেশ্বর গুরুরূপে দর্শন দেন। সদ্গুরুর কটাক্ষ লেশ বিশেষ হইতে সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে, সর্ব্ববন্ধন প্রবিনষ্ট হইয়া থাকে, অখিল শ্রেয়োবিঘ্ন (কল্যাণ প্রতিবন্ধ) বিলয় প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বশ্রেয়ঃ স্বয়ং সমুপস্থিত হয়। তোমার আর কি জিজ্ঞাসা আছে, এই প্রশ্ন করিলে, তুমি বলিয়াছিলে, "আমি গুরুতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, গুরুর স্বরূপ জানিতে পারিলে, এবং সদ্গুরুর সমাগম হইলেই, আমি কৃতার্থ হইব, আর কিছু জানিতে বা পাইতে আমার ইচ্ছা নাই।" তোমার সদ্গুরুর দর্শন পিপাসা যখন এইরূপ বলবতী হইয়াছে, তখন (ত্রিপাদ্ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদের উপদে-

শানুসারে বলিতেছি) তোমার কৃতকৃত্য হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অখিল দুরিতের ক্ষয় না হইলে, সদ্গুরু কটাক্ষের জন্য কখন এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় না।*

সদ্গুরু লাভের উপায় সম্বন্ধে ত্রিপাদ্ বিভূতি মহা-নারায়ণ উপনিষদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুর হৃদয় ভয় ও নৈরাশ্যের উদয়।

জিজ্ঞাসু—সদ্গুরু লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে কৃপা পূর্ব্বক যাহা শুনাইলেন, তাহা শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। তাহা অতি সুন্দর কথা, কিন্তু প্রভো! সরলভাবে নিবেদন করিতেছি, তাহা শুনিয়া আমার মনে ভয় হইল, আমার হৃদয় গগন নৈরাশ্য মেঘে আবৃত হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বহুজন্ম বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিতে হইবে, জন্ম, জন্ম, অখিল বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন জনিত পুণ্যফলে সাধুসঙ্গ হইবে, সাধুসঙ্গ হইতে বিধি-নিষেধ-বিবেকের উদয় হইবে, তৎপরে সদাচারে প্রবৃত্তি হইবে; সদাচার হইতে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইবে, অন্তঃকরণ বিমল হইলে, সদ্গুরুর কটাক্ষ লাভার্থ চিত্ত ব্যাকুল হইবে; সদ্গুরু লাভার্থ চিত্ত যথার্থ ব্যাকুল হইলে, তবে সর্ব্ব সিদ্ধি হেতু, সর্ব্ব কল্যাণ বিঘ্ননাশন, সংসার সাগর তারক শ্রীগুরুদেবের কৃপা কটাক্ষ লাভ হইবে"। এতএব বুঝিলাম, এ শরীরের কথাতঃ দূরের, সদ্গুরু লাভ জন্ম জন্মান্তরে হইবে কিনা সন্দেহ। হায়! তবে উপায় কি প্রভো! আচ্ছা দয়াময়! জন্ম-জন্ম বেদশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত রহস্য শ্রবণ করিতে হইবে, করুণাময়ী শ্রুতি এই প্রকার নৈরাশ্যজনক, ভয়োদ্দীপক বাক্য বলিয়াছেন কেন?—যাঁহারা বেদ শাস্ত্র জানেন না, তাঁহাদের কি সদ্গুরু লাভ হয় না?

---

* সকল বেদশাস্ত্র সিদ্ধান্ত রহস্য জন্ম জন্মাঽভ্যাসাঽত্যন্তোৎকৃষ্ট সুকৃত পরিপাকবশাৎসদ্ভিস্সঙ্গো জায়তে। তস্মাদ্বিধিনিষেধবিবেকো ভবতি। তত সদাচার প্রবৃত্তির্জায়তে। সদাচারাদখিল দুরিত ক্ষয়ো ভবতি। তস্মাদন্তঃকরণ মতিবিমলং ভবতি। ততস্সদগুরু কটাক্ষমন্তঃ করণমাকাঙ্ক্ষতি। তস্মাৎসদ্গুরু কটাক্ষ লেশবিশেষেণসর্ব্বসিদ্ধয় সসিধ্যন্তি। সর্ব্ববন্ধাঃ প্রবিনশ্যন্তি। শ্রেয়োবিঘ্না-স্সর্ব্বে প্রলয়ং যান্তি, সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি স্বয়মেবাঽযান্তি।"—

জন্ম, জন্ম বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে হইবে, শ্রুতি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ? জিজ্ঞাসুর এইরূপ প্রশ্নের উত্তর।

বক্তা—তোমার সংশয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, তোমাকে উক্ত শ্রুতি শুনাইবার পরে আমার মনে হইতেছিল, তুমি আমাকে এইরূপ প্রশ্ন কর, আমি সুখী হইলাম।

বেদ ও শাস্ত্রের বহু কথা আমরা বহুশঃ শ্রবণ করি, অনেককে বহুবার শ্রবণ করাই, কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিও, বেদ-ও-শাস্ত্র সমূহের উপদেশ শ্রবণ ও অন্যকে শ্রবণ করাইবার অধিকার, অল্পায়াস সাধ্য নহে। শ্রবণ করিলেও, ঠিক শ্রবণ হয় না, অপরকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে শুনাইবার ক্ষমতা হইলেও, শ্রবণ করাইবার প্রকৃত যোগ্যতা শ্রাবয়িতৃমাত্রের হয় নাই। অনন্তাবতার, পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—আগম (সদ্‌গুরু সকাশ হইতে গ্রহণ)-কাল, স্বাধ্যায় (সদ্‌গুরু সকাশ হইতে প্রাপ্তের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস—মনন)-কাল, প্রবচন (অধ্যাপন)-কাল এবং ব্যবহার কাল—প্রয়োগ কাল, (Practice) এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা বিদ্যা উপযুক্তা—অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থা হইয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইন্দ্র বিরোচনের যে সংবাস আছে, তাহা পাঠ করিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রহস্যের যথার্থ-ভাবে উদ্ভেদ কত দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রজাপতি ইন্দ্রকে কত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়াছিলেন ? উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে না, উপদেশের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধি হয় না। 'উপদেশের আবৃত্তি—পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য,' শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে ("আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"—বেদান্ত ও সাংখ্য সূত্র)। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে গুরুমুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ করিলেও, গুরুমুখ শ্রুত উপদেশের পরামর্শ (গুরূপদেশের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক বিচার) ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়না"। সাংখ্যদর্শন এই স্থলে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বর্ণিত বিরোচনের সংবাদ স্মরণ করিয়াছেন ("নোপদেশ শ্রবণেঽপি কৃত কৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচন বৎ।"—সাং দং ৪।১৭)। সম্যগ্ জ্ঞানার্থির বহুকাল জ্ঞানদাতা গুরু-দেবকে ঈশ্বর হইতে অভিন্নরূপে দর্শন, তাঁহার চরণে ভক্তি বিনয়াবনত হৃদয়ে প্রণিপাত, ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং উপসর্পণ—গুরু সমীপে বাসপূর্ব্বক তাঁহার সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই সকল করিলে, তবে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে (প্রণতি

ব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাৎতদ্বৎ।”—সাং দং)। ইন্দ্র এই শাস্ত্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল, বিরোচন আসুরিক বুদ্ধি হেতু তাহা করেন নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার গুরূপদেশের তাৎপর্য্য যথার্থভাবে উপলব্ধ হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর।

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥”—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বশ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্যাদি সাধ্য, জ্ঞানশূন্য, অতএব সংসার ফলকযজ্ঞ) হইতে জ্ঞানযজ্ঞকে মোক্ষ ফলক বলিয়া বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান যজ্ঞকে শ্রেয়ঃ—প্রশস্যতর বলিয়া, কোন্ উপায়ে সেই সর্ব্বকর্ম্ম বিলক্ষণ, সর্ব্বফলপ্রদ, সংসার তারক জ্ঞান লাভ হইবে, উদ্ধৃত শ্লোকটী দ্বারা তাহা বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহাদের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্ব অনুভূত হইয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানিগণ সংসার তারক জ্ঞানের উপদেশ করেন, তত্ত্বদর্শি জ্ঞানি-পুরুষ ব্যতিরেকে অন্য কেহ যথোক্ত লক্ষণ জ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। তত্ত্বদর্শি-জ্ঞানি গুরু বিনা তত্ত্বজ্ঞান লাভের যে উপায়ান্তর নাই, তাহা বুঝাইয়া, পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ গুরুদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, কিরূপে প্রশ্ন করিতে হইবে, কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তৎসমুদায় বলিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—গুরুদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ব্বক প্রণিপাত (প্রকৃষ্টরূপে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম) করিবে, ও আমিকে, আমার স্বরূপ কি, আমি কি কারণে বদ্ধ হইয়াছি, কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, আমার নিয়ন্তা বা কে, ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন করিবে, এবং শুদ্ধভাবে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা করিবে, প্রণিপাতাদি দ্বারা গুরুদেবকে প্রসন্ন করিলে, তিনি জ্ঞানোপদেশ করিবেন। ভগবান্ অপিচ বলিয়াছেন, জগতে জ্ঞানের সমান পবিত্র (শুদ্ধিকর—পাবন) আর কিছুই নাই, জ্ঞান হইতে সর্ব্বপাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইবে এই সর্ব্বপাপহর, পবিত্র আত্মজ্ঞান শীঘ্র বিকাশ প্রাপ্ত হয় না কেন? শ্রীভগবান্ এই সম্ভাবিত প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন—“এ জ্ঞান বহুকাল যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ, যোগ্যতাপন্ন পুরুষ স্বয়ং অন্তঃকরণে প্রাপ্ত হন।”

জিজ্ঞাসু—“বহুকাল যথাবিধি যোগাভ্যাস দ্বারা সংসিদ্ধ পুরুষ স্বয়ং অন্তঃকরণে সংসার তারক আত্মজ্ঞান লাভ করেন”, এই ভগবদ্বাক্যের আশয় কি, আমার তাহা

ভাল উপলব্ধি হইতেছে না। ভগবান্ একস্থায় বলিয়াছেন, জ্ঞানপিপাসুকে তত্ত্বদর্শিগুরুর সমীপে গমন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণিপাত ও সেবাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, আবার বলিয়াছেন বহুকাল যথাবিধি যোগাভ্যাস দ্বারা সংসিদ্ধ পুরুষ স্বয়ং অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। অতএব আশঙ্কা হইতেছে, যাঁহারা যোগাভ্যাস করেন, তাঁহাদের কি জ্ঞানলাভার্থ গুরুসকাশে গমন এবং প্রণিপাত ও গুরু শুশ্রূষাদি করিতে হয় না?

বক্তা—'যোগসিদ্ধ স্বয়ং জ্ঞান লাভ করেন,' শ্রীভগবানের এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইলে তোমার সংশয়ের নিরাস হইবে। শ্রীভগবান্ ইহার পরেই বলিয়াছেন—যোগসংসিদ্ধ স্বয়ং জ্ঞান লাভ করেন, ইহা মিথ্যা নহে, তবে কিরূপ অধিকারীর যোগসিদ্ধি হয়, এবং সংসার তারক আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক পরাশান্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা চিন্তনীয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, অশ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন না'। গুরু ও শাস্ত্রোক্ত বাক্যার্থে, 'ইহা এইরূপই', গুরুদেব যাহা বলিতেছেন, শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই, এবম্প্রকার আস্তিক্য বুদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। যাঁহার এই শ্রদ্ধা আছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্। শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভের প্রথম অধিকারী। শ্রদ্ধাবত্বই জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় সাধন নহে। শ্রদ্ধা আছে, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস নাই, কিন্তু অলস, অথবা একাগ্রতাবিহীন, এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হয় না। অতএব শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইলেই হইবে না, তৎপর হইতে হইবে, সর্ব্বদা গুরু সেবা ও শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। শ্রদ্ধাবান্ হইলেও, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য নিবন্ধন যদি গুরু ও শাস্ত্র সেবাদিপরতা না থাকে, তাহা হইলে, জ্ঞানলাভ হইবে না। শ্রীভগবান্ তাই বলিয়াছেন, সংযত ইন্দ্রিয় হইতে হইবে। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানলাভ করিবেন, অন্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন না। কথা হইল, প্রথমে নিষ্কাম যোগ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিতে হইবে; অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, জ্ঞান সাধন শ্রদ্ধাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; গুরুর সমীপে গমন ও তাঁহাকে প্রণিপাতাদি করিলেই যে, জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে হইবে না। হৃদয়ে শ্রদ্ধা নাই, বাহিরে গুরুকে প্রণিপাতাদি করিয়া থাকেন, এইরূপ মায়বিত্ব অসম্ভব নহে, প্রণিপাতাদি বাহ্য সাধন সমূহের একাগ্রতা না থাকিতেও পারে। গুরুকৃপা ব্যতিরেকে যে জ্ঞান হইতে পারে না, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, যোগসিদ্ধি ও গুরূপদেশ এবং তাঁহার প্রসন্নতা বিনা হওয়া অসম্ভব।

যে জ্ঞানের উদয় হইলে, দুস্তর সংসার পারাবারের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে জ্ঞানের উদয় কি অল্পকালে অল্প আয়াসে হওয়া সম্ভব? বেদ ও শাস্ত্র কণ্ঠে আছে, বহুবর্ষ বহু লোককে বেদ ও শাস্ত্র পড়াইতেছেন, এইরূপ পুরুষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি বিশ্বাস কর কি, ইহাঁদের মধ্যে সকলেই বেদ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রহস্যবিদ্? তোমার কি মনে হয়, এইরূপ পণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেই গুরু ও বেদশাস্ত্রবাক্যে অচল শ্রদ্ধাবান্? সকলেই বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশ পালনে তৎপর? বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—হে রাম! সর্ব্বদা জ্ঞানী হইতে চেষ্টা করিবে, কদাচ 'জ্ঞানবন্ধু' হইও না।

জিজ্ঞাসু—'জ্ঞানবন্ধু' শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—'বন্ধ্' ধাতু হইতে 'বন্ধু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বন্ধন করে, তাহাকে 'বন্ধু' বলে। যিনি স্নেহ সূত্রে বাঁধেন তিনি 'বন্ধু', 'বন্ধু' শব্দের ইহাই সাধারণতঃ পরিচিত অর্থ। 'জ্ঞানবন্ধু' এ স্থলে যে 'বন্ধু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাও, 'যাহা বন্ধন করে', এই অর্থেরই বাচক। সৎকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদির অভাব এবং বিষয় ভোগ লম্পটতা হেতু যে ব্যক্তি আপনাকে এবং অন্যকে অনর্থজাল দ্বারা বদ্ধ করে সে 'জ্ঞানবন্ধু'। যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ সম্ভোগার্থ শিল্পিবৎ—অভিনেতার ন্যায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রপাঠ করে, কখনও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান্ হয় না, বিদ্বজ্জনেরা তাহাকে জ্ঞানবন্ধু বলেন। শাস্ত্রের অভ্যাস দ্বারা লব্ধ শাব্দ বোধ, যাহার কেবল ভোগ ব্যবহারেই নিয়োজিত হয়, বৈরাগ্যাদি ফলে ফলিত হয় না, তত্ত্বকথা দ্বারা পর বঞ্চনা করিবার চাতুরী বোধরূপ শিল্পকার্য্যই তাহার উপজীবিকা বলিয়া তাহাকে 'জ্ঞানবন্ধু' (জ্ঞান—শাস্ত্রাভ্যাস ও তজ্জনিত কিঞ্চিৎ বৈখরী শাব্দ বোধ হইয়াছে বন্ধু—বন্ধন হেতু যাহার) বলা হয়। শাস্ত্রপাঠ করিয়া, বসন ও অশনাদি (পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি) লাভ পূর্ব্বক যাহারা সন্তুষ্ট হয়, বসন ও অশনাদি লাভকেই যাহারা শাস্ত্র পাঠের ফল বলিয়া বিবেচনা করে, নটাদির ন্যায় সেই শাস্ত্রার্থের অভিনেতৃগণকে 'জ্ঞানবন্ধু' বলিয়া জানিবে। * অতএব বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং

---

* "ব্যাচষ্টে যঃ পঠতি চ শাস্ত্রং ভোগায় শিল্পিবৎ।
যততে ন ত্বনুষ্ঠানে জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥
কর্ম্মস্পন্দেষু নো বোধঃ ফলিতো যস্য দৃশ্যতে।
বোধ শিল্পোপজীবিত্বাজ্জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥
বসনাশনমাত্রেণ তুষ্টাঃ শাস্ত্র ফলানি যে।
জানন্তি জ্ঞানবন্ধুং স্তান্বিদ্যাচ্ছাস্ত্রার্থ শিল্পিনঃ॥" যোগবাসিষ্ঠ

অধ্যাপনা করিলেই যে, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের উদয় হয় না, বেদ-ও-শাস্ত্রসিদ্ধান্তের রসস্তবিদ্ হওয়া যায় না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'জন্ম জন্ম অখিল বেদ-ও-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রহস্যের অভ্যাস করিতে করিতে, বিধি-নিষেধ বিবেক হইয়া থাকে'। ঋগ্বেদে বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে, বেদ, শুদ্ধ চিত্তকে—অধিকারীকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন, তিনি যোগ্য পাত্র ব্যতিরেকে কখন অন্যকে স্বরূপ দেখান না। ভগবান্ যাস্ক ও শৌনক বলিয়াছেন, যাঁহারা তপস্বী নহেন, তপস্যা দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নিষ্পাপ হয় নাই, বেদার্থ পরিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ অপসারিত হয় নাই, তাঁহারা মন্ত্রমর্ম্মগ্রহণের অধিকারী নহেন, বেদের প্রকৃত রূপ তাঁহাদের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হয় না। বর্ত্তমান কালে আমার পূর্ণ বিশ্বাস বেদশাস্ত্রকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, এইরূপ পুরুষের সংখ্যা অত্যল্প, যথার্থ বেদ-ও-শাস্ত্র শ্রদ্ধা বস্তুতই বহু সুকৃতি বশতঃ ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবানের হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবে এবং বেদ ও শাস্ত্রে (পরে বুঝিতে পারিবে বেদও শাস্ত্র এবং গুরু বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ) যাঁহার প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার যে সর্ব্বসিদ্ধি স্বয়ং সমাগত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বেদ হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, দেবতারাও বেদ হইতে জন্মলাভ করেন, নিখিল বিদ্যাই বেদমূলক, মন্ত্রার্থ সমূহই বিশ্ববিদ্যারূপে সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত, নানারূপে বিবর্ত্তিত মন্ত্রার্থই জগৎ, বিধিপূর্ব্বক স্বাধ্যায় করিলে, অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক প্রণবাদি মন্ত্র জপ অথবা বেদ-পুরাণাদির অভ্যাস করিলে, ইষ্টদেবের, ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির দর্শন লাভ হয়, মন্ত্রশক্তি সর্ব্বশক্তির মূল, ইত্যাদি বেদ-ও-শাস্ত্র বচন সমূহ শ্রবণ পূর্ব্বক ইহাদের যাথার্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, পাতঞ্জলদর্শন বর্ণিত যোগ বিভূতি সকলের সম্ভাব্যতাতে আস্থাবান্ হইয়াছেন, এইরূপে কতজন তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন? বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বেদ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা দ্বারা জীবন কাটাইয়াও, যখন দেখিতে পাইতেছ বেদ-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রহস্যবিদ্ হওয়া যায় না, বেদশাস্ত্রের কথাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, তখন "জন্ম জন্ম বেদ-ও-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রহস্যের অভ্যাস করিতে করিতে" ইত্যাদি শ্রুতি বচন শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্মিত হইবার কারণ কি? তুমি আমার কাছে আজ যে ভাবে কথা বলিতেছ, যেরূপ বেদ-ও-শাস্ত্র শ্রদ্ধার পরিচয় দিতেছ, সদ্গুরু দর্শনার্থ ব্যাকুলতা দেখাইতেছ যদি তোমার এই সকল কার্য্য অব্যভিচারী হয়, ইহাদের মধ্যে যদি কোনরূপ অসরলতা না থাকে, ইহারা যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল না হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, ভগবান্ তোমার

মনোরথ অচিরে সিদ্ধ করিবেন। আবার বলিতেছি, বহু জন্মের পুণ্য পুঞ্জের ফলে বেদ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ গুরু ভক্তির উদয় হয়, সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জন্মে বেদ-ও-তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের যথাবিধি অধ্যয়ন না হইলেও, বেদ-ও-শাস্ত্রোক্ত সাধনা না করিলেও, যদি কোন ভাগ্যবানের গুরু এবং বেদ ও শাস্ত্রে যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে অনুমান করিতে হইবে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির, পূর্ব্বজন্মের বেদ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বেদ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল। ভগবান্ বলিয়াছেন—যাহারা অজ্ঞ, যাহা দেহাত্মদর্শী, দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকে, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্ম নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব, যাহাদের বুদ্ধি গোচর হয় না, অশ্রদ্ধধান—যাহাদের গুরু এবং বেদ-ও-শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস নাই, যাহারা সংশয়াত্মা, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য। অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাধান-কালান্তরে পুণ্য কর্ম্মোদয় নিবন্ধন কোন কৃপালু সজ্জনের সঙ্গ লাভ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু সংশয়াত্মা, কালান্তরেও জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না, সংশয়াত্মার সর্ব্বলোক প্রত্যক্ষ মনুষ্য লোকেই কোনরূপ (সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সংশয়ের উদয় হয় বলিয়া) সুখ প্রাপ্তি হয় না, পারলৌকিক সুখপ্রাপ্তির কথাত দূরের। যাঁহার পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, তাঁহার 'পরলোকে সুখ হইতে পারেনা', এই কথা দুর্ব্বোধ্য নহে। বর্ত্তমান দেহের সাধন হইতেই জ্ঞানোদয় হইবে, জ্ঞানোদয়ের এইরূপ কোন নিয়ম নাই। পূর্ব্বজন্মেব শুভাশুভ কর্ম্মসংস্কার, পূর্ব্বজন্মের প্রজ্ঞা, পূর্ব্বজন্মের বিদ্যা বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন করে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা এই সত্যে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাঁহারা কখন পূর্ব্বজন্মের সাধনা বর্ত্তমান জন্মে ফলপ্রদ হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বজন্মের সাধনা বশতঃ বামদেবের গর্ভবাস কালেই ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ও ঐতরেয় আরণ্যকে বামদেবের গর্ভবাস কালে জ্ঞানোদয়ের সংবাদ দেখিতে পাইবে। সাংখ্য দর্শনে জ্ঞানোদয়ের যে কোন কাল নিয়ম নাই, "ন কাল নিয়মো বামদেববৎ" এই সূত্র দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে। অতএব তোমার একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। করুণাময় বেদ ও শাস্ত্র সমূহ কখন কি নির্দ্দয় হইতে পারেন ?, তোমার সংশয় ছেদনের (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) আমি যোগ্যপাত্র নহি, যথাজ্ঞান যথাশক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার গুরুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, তোমার সদ্‌গুরু পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিত্যগুরু পরমেশ্বরের কৃপায় চরিতার্থ হোক্।

জিজ্ঞাসু—আমার জিজ্ঞাসা আপনা দ্বারা চরিতার্থ হইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারিনা, তবে আমার বিশ্বাস হইতেছে, যোগ্যশিষ্য না হইলে, সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ হয় না, সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ হইলেও সৎশিষ্য হইতে না পারিলে, কোন লাভ হয় না। আমি যাহাতে সৎশিষ্য হইতে পারি, আমাকে কৃপা পূর্ব্বক সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন। আমার চিত্ত যে বিমল হয় নাই, আপনার কৃপায় আমি এখন তাহা একটু, একটু বুঝিতে পারিতেছি, তবে আমার ইহাও দৃঢ়প্রত্যয় আমি আপনার সমীপে ছদ্মবেশে আসি নাই, আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনি অনায়াসেই জানিতে পারিবেন, আমি সংসার দাবানলে দগ্ধ, আমি দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়াছি, আমি ভবকর্ণধারের নাম শ্রবণ করিয়া, কোথায় গেলে, তাঁহার দর্শন পাইব, কে এই অকিঞ্চনকে এই করুণা যোগ্যকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবেন, তাহা জানিবার জন্যই আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি।

বক্তা—আমি তোমাকে অসরল বলিয়া বুঝি নাই, তাহা বুঝিলে, তোমাকে আমি এত কথা বলিতাম না, আমি যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইওনা।

জিজ্ঞাসু—আমাকে আপনি আর এই ভাবে কথা বলিবেন না। আপনার মুখ হইতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে একটু শান্তি পাইতেছি, এইরূপ শান্তি ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি বলে মনে হইতেছে না।

বক্তা—আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার ভাল হোক্, তুমি যাহা বলিলে, এইরূপ কথা, এই ভাবে বলিয়াছেন, এমন লোক ও আমি দেখিয়াছি। শান্তি দিবার শক্তি একমাত্র শান্তিময় ভগবানেরই আছে, আর যিনি ভগবানের শরণাগত, ভগবানের কৃপায় যিনি বিশুদ্ধজ্ঞান ও তাঁহাতে পরাপ্রীতি লাভ করিয়াছেন, শান্তি দিবার শক্তি তাঁহার আছে। শান্তি দিবার শক্তি আমার নাই, তুমি যদি কিছু শান্তি পাইয়া থাক, তবে তাহা তাঁহারই কৃপায় পাইয়াছ, আমিত তাঁহারই কথা, তাঁহারই প্রেরণায় যথাবুদ্ধি তোমাকে শুনাইতেছি, তাঁহার কথা ছাড়া, তাঁহার জ্ঞান ছাড়া, আর কে অন্য কথা বলিতে পারে? আর কেই বা জ্ঞান দিতে সমর্থ হয়?

জিজ্ঞাসু—দয়াময়! বেদ-ও-শাস্ত্র ভিন্ন জগত্রয়ে আর কে শান্তি দিতে পারেন? যিনি যাহাই বলুন, আমার বিশ্বাস সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে তাহা বেদেরই কথা।

বক্তা—কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা সুখসাধ্য নহে। যাহা হোক্ আত্মার প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থীর গুরুতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়া প্রাকৃতিক,

গুরুতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগত হইলে, তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে, গুরু ভিন্ন আর কেহই অনুগ্রহ করেন না, 'ক্ষমা করুন', 'প্রসন্ন হোন্' অন্যকে ইহা বলিতে হয়, কিন্তু অনুগ্রহ মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবকে ইহা বলিতে হয় না, তিনি স্বভাবতঃ ক্ষমা ও প্রসাদপূর্ণ ("ক্ষম্যতামিতি কিং বাচ্যং প্রসীদেতি কিমুচ্যতাম। ক্ষমা-প্রসাদ সম্পূর্ণঃ স্বভাবাদেব মে গুরুঃ॥"—বোধসার)। স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, কিন্তু উহা স্পর্শমণি হয় না, স্পর্শমণি কৃষ্ণ লৌহকে সুবর্ণ করিয়া দেয়, কিন্তু উহাকে স্পর্শমণি করিয়া দেয় না, কিন্তু গুরু স্পর্শমণির স্পর্শ মাত্রে শিষ্য তৎক্ষণাৎ গুরু হইয়া যায়, স্বয়ং জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক অন্যের জ্ঞান দাতা হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—দয়াময়! আমি আর কি বলিব? যদি আপনার দয়া হয়, যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে, গুরু-শিষ্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই শরণাগতকে গুরু শিষ্য তত্ত্ব বুঝাইয়া কৃতার্থ করুন, আমি বড় দুঃখী; আমি আপনার করুণা পাইবার অযোগ্য, আমার দুর্ভাগ্য নিবন্ধন আপনার যেন ইহা মনে না হয়।

বক্তা—ভগবান্ আমা দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার করেন, তাহা হইলে, আমি অতিমাত্র সুখী হইব। আমি তোমাকে প্রথমে গুরুর স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিব, তৎপরে শিষ্য কোন্ পদার্থ, সৎশিষ্যের লক্ষণ কি, কিরূপে সৎশিষ্য হওয়া যায়, তাহা বুঝাইবার যত্ন করিব। গুরু-শিষ্য বিনির্ণয় সর্ব্বতন্ত্রের সিদ্ধান্তভূত, ইহা সদ্য প্রত্যয় কারক, অতএব গুরু-শিষ্য বিনির্ণয় নিরন্তর ভাবনীয়—সদা বিচার্য্য ("সিদ্ধান্তঃ সর্বতন্ত্রাণাং সদ্যঃ প্রত্যয় কারকঃ। সর্ব্বদা ভাবনীয়োঽয়ং গুরু-শিষ-বিনির্ণয়ঃ॥"—বোধসার)।

জিজ্ঞাসু—"গুরু-শিষ্য বিনির্ণয় সর্ব্বতন্ত্রের সিদ্ধান্তভূত, ইহা সদ্য প্রত্যয় কারক, অতএব গুরু-শিষ্য বিনির্ণয় নিরন্তর ভাবনীয়,"—সদা বিচার্য্য, বোধসারের এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে, মনে হইতেছে, বোধসারের এই কতিপয় অপরোক্ষক উপদেশ বচনের গর্ভে বহু জ্ঞান রত্ন নিহিত আছে।

কৈলাস যাত্রা।

[পুরুষানন্দ ব্রহ্মচারি প্রেরিত—
দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা বালিকার লেখা]

(আমার) সকল বেদনা দিয়াছ জুড়ায়ে
ভুলায়ে দিয়াছ সকল দুঃখ,
(আমার) নীরবে অশ্রু দিয়াছ মুছায়ে,
পূর্ণ করিয়া দিয়াছ বুক।
(আমার) ঘুচায়ে দিয়াছ সকল চিন্তা,
নিভায়ে দিয়াছ তপ্ত শ্বাস,
(তোমার) আহ্বানে হৃদয় ধ্বনিত করিয়া
জাগায়ে দিয়াছ সুপ্ত আশ।
(আমার) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বপনের খেলা
দেখায়ে দিয়াছ সত্যের দেশ,
যে দেশের দিবা যায় না অস্ত,
যে দেশের আঁলোর নাহিক শেষ।
(আমার) বক্ষের মাঝে তুলিয়া দিয়াছ
কি মহা প্রীতির লহরী ধারা,
(তুমি) গোপনে আমারে কি যেন আশায়
করিয়া দিয়াছ আত্মহারা।
(তোমার) কি যেন ইঙ্গিতে বাঁধন ছিড়িয়া
ছুটেছে হৃদয় ছুটেছে প্রাণ,
উঠেছে আমার বক্ষ ভেদিয়া
প্রীতির মধুর মধুর তান।
(তোমার) মধুর আহ্বানে খুলে গেছে মম
বদ্ধ হৃদয় মন্দির দ্বার,
সেই মুক্ত দ্বার পথে পাঠায়ে দিয়েছি
তোমার দেশে প্রাণ আমার ;

রয়েছে শরীর পড়িয়া হেথায়
পূর্ণ করিতে নিয়তি তার
সঙ্গ লইতে মহা প্রস্থানের
প্রীতির কয়টী যাত্রী আর।
প্রাণটী হেথায় শঙ্করের পায়
তোমাদের দেশে পাঠায়ে দিয়ে,
আগে আগে আগে চলেছি পশ্চাতে
(মোরা) সকল পথিক একত্র হয়ে।
মধুর মধুর প্রীতির ছটায়
বাঁধিয়াছি মহাপ্রীতির রথ
বিষ্ণু দেবে আর সারথি করিয়া
কহিয়া দিয়াছি সে দেশের পথ।
তোমার আহ্বানে সান্ধ্য গগনে
উঠেছে মধুর মধুর গান
কৃষ্ণ আমার বাঁশরী আবার
তুলেছে মধুর আকুল তান।
সান্ধ্য গগনে গোধুলি লগনে
প্রীতির ধেয়ানে মগন মোরা
বাঁশরীর তানে তোমার আহ্বানে
চলেছি ভাসিয়া আত্মহারা
ইন্দ্রিয় গণ আবেশে কখন
ধেয়ানে মগন স্তব্ধ গতি,
অন্তর্মুখ সব নয়ন যুগল
কি যেন আবেশে গিয়াছে মুদি।
গম্ভীর মহা ওঁকার ধ্বনি
দিগন্ত প্লাবিয়া ধরেছে তান।
গিয়াছে ডুবিয়া সকল শব্দ
জল স্থল আদি পৃথিবী ব্যোম্,
তুলেছে দিগন্ত মহা প্রতিধ্বনি
মধুর গম্ভীর ওঁ ওঁ ওঁ

স্মরণ ভুলে কর্ম্ম করা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

এই খানেই আছ এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই তবে তোমার জন্য কর্ম্ম করিতে এত ক্লেশ হইল কেন? যেন কিছুতেই আর করিতে পারিতেছিলাম না। কোন-রূপে যেন শেষ হইলেই বাঁচি মনে হইতেছিল। কত চেষ্টা করিতেছিলাম কিছুতেই কিছুই যেন সরস হইতে ছিল না। যখন কর্ম্ম প্রায় শেষ হইয়া আসিতে-ছিল তখন আকাশ ফলপাতবৎ মনে হইল এই খানেই ত আছ—মনে হইবামাত্র সরসতা আসিল। তোমার স্মরণই কি এত সরস? আহা! তোমার স্মরণ নাই তবু কর্ম্ম করা ইহা অতিশয় ক্লেশকর। কর্ম্ম ত তোমারই আজ্ঞা। এই আজ্ঞা তোমাকে লইয়া পালন করা, তোমার উপস্থিতি লইয়া করা—যেন তুমি আমার সঙ্গে আছ, ভিতরে আছ, বাহিরেও আছ এই ভাব লইয়া করা ইহা অতিশয় আনন্দজনক। আশ্চর্য্য! তুমি এই খানে আছ ইহাও কতই ভুল হয়! আচ্ছা এই যে ভুল হয় ইহা কেন হয়? কর্ম্মের ভোগত ইহাই। ইহা দণ্ড-ভোগ! অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া—অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া নিত্যকর্ম্ম করা নাই—শুধু তোমার আজ্ঞা মত চলিয়া তোমাকে স্মরণ করা ইহাই হইতেছে যথার্থ স্মরণ। এইটি যখন ভুল হয় তখন কর্ম্ম করাই হয় না। এই স্মরণ ভুলে যাহা কর তাহাতেই মৃত্যু যন্ত্রণা হইবেই। যাহাকে তুমি একটু কৃপা কর তাহাকে তুমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝাইয়া দাও স্মরণ ভুলে কর্ম্ম করা বড় যাতনা দায়ক। আর যাহারা স্মরণের ধার ধারেনা—স্বভাবতঃ যখন যাহা মনে উঠে তাই করে এই সব স্বভাববাদিগণ মৃত্যুর মুখেই পড়িয়া থাকে—ইহারা বহু বহু জন্ম ধরিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলে পড়িয়া হাহাকার করে।

তুমি এই খানেই আছ ইহার স্মরণে প্রাণে সরসতা কিরূপে আইসে? ঠিক উত্তর কি জানিনা কিন্তু মনে হয় যাহাকে চাই যাহাকে পাইলে জুড়াইয়া যাই সে এইখানে—এই আমার সঙ্গে আছে আমি যেন মনে মনে দেখিতেছি সে আমার আশে পাশে আছে—এই ভাবনা আমাকে সরস করিয়া দেয়। কিছু চাওয়া নাই, কোন কিছু বলা নাই শুধু তুমি এই আছ ইহাতেই আমার যেন সকল অভাব মিটিয়া যায়। ইহার সঙ্গে যখন মনে হয় আমার ইষ্ট দেবতা গুহাকাশে রূপ ঢাকিয়া অতি গোপনে থাকিয়া—আমার চক্ষের আড়ালে থাকিয়া—আমার

কাছে অদৃশ্য হইয়া আমার কাছেই আছেন, সঙ্গেই আছেন, যেখানে যাই, যেখানে থাকি, সেই থানেই যান সেই খানেই থাকেন—তাঁহাকে দেখিতে পাইনা—সে ভাগ্য নাই—সেখানে আমার জোর নাই সে যখন আমাকে উপযুক্ত মনে করিবে, যখন আমাকে উপযুক্ত করিয়া লইবে তখন আমার অভীষ্ট মূর্ত্তিতে কাছে আসিবে, করিয়া যা করিতে হয় করিবে ইহাতে আমার বলার কিছুই নাই। আমার মনে হয় স্মরণেই সকল হয়।

(২)

১৩৩০ সালের ৺বিজয়া দশমীর পরের একাদশী হইতেছে ৩রা কার্ত্তিক ইংরাজী ২০ অক্টোবর শনিবার। একাদশীর রাত্রি প্রভাত হইতেছে। রাত্রি ৪টার কিছু পূর্ব্বে শর্য্যাকৃত্য করিতেছি দেখি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্পষ্ট স্বরে গায়ত্রী উচ্চারণ করিতেছেন। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। একাদশীর শেষ রাত্রিতে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখনই আমি দেখিতেছিলাম আমি ও গায়ত্রী জপ করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণকেও এই সময়ে আসিতে দেখিয়া এবং এই কার্য্য দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি এমন সময়ে কি করিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন তা আমি পারি। আমি ব্রাহ্মণের হাসিতে আর কত কি যেন দেখিলাম—মনে মনে করিতেছি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকারে ইনি কে? তবে ইনি যে কোন মহাপুরুষ সে বিষয়ে যেন আমার কোন সন্দেহই ছিল না। আমি ব্রাহ্মণের মুখ পানে চাহিয়া আছি—কিন্তু ইঁহাকে বৃদ্ধ দেখিতেছি না—কি যেন আমি অবাক্ হইয়া দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কে ভাবিতেছ? যেই হই তোমার কিছু উপকার করিয়া যাইব। আবার সেই হাসি—

আমি—আপনাকে আমি কত কি দেখিতেছি—আপনি আমার—

ব্রাহ্মণ—বলিবার প্রয়োজন নাই। যেই হইনা কেন তোমাকে তোমার অজ্ঞাত সারে জপ করাইতেছিলাম আমিই। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না—আমি চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমায় উঠাইলেন আমি বলিতে লাগিলাম—

কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরিয়া ঘুরিতেছি—বুঝিতেছি অবাধ্য হইয়া ছিলাম; নিজের ওজন বুঝিতে পারি নাই। এই চরণে আশ্রয় পাইয়া অহংকার আসিয়াছিল—লোককে অযাচিত ভাবে কত কি উপদেশ দিতে ছুটিতাম—তাহার ফলেই এখনকার এই অবস্থা। কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি কত পাপ করিয়া ফেলিয়াছি—আমি যে আবার কৃপার পাত্র হইতে পারিব তাহা মনেই হইত না।

তথাপি আপনি আসিলেন—কত কৃপা আপনার। করুণাময়! আমি যে কোন কিছুরই উপযুক্ত নই। আমি যেন অবশ হইয়া নিত্য কর্ম্মাদি করি—

ব্রাহ্মণ—তুমি কর নাই—আমি তোমাকে একদিন ও ত্যাগ করি নাই। একাদশীতে কত কষ্ট পাইতেছিলে—আমি তোমার পাপ ক্ষয় করাইয়া দিয়া সরস করিয়া দিলাম। আজ প্রভাতে আমিই যে তোমার মধ্যে গায়ত্রী জপ করাইতেছিলাম তাহা তোমার অনুভব সীমায় আনিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছি। আমাদের দর্শন এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা সূচিত হয় জানিও। আরও জানিও আমাদের দর্শন বিফল হয় না। আমি যথা সময়ে তোমাকে লইয়া যাইব। এখন ও কর্ম্ম ক্ষয় হইতে বাকী আছে—আজ কিছু উপকার করিয়া যাইব। তোমার কি কিছু প্রার্থনা আছে? অল্প কথায় বল।

আমি—গায়ত্রীর ভাব আমার মধ্যে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক ইহাই এখনকার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ—গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে প্রধান কার্য্য কি—তাহা কি বুঝিয়াছ?

আমি—ভগবন্ "ধীমহি" কেইত প্রধান কার্য্য মনে হয়। কিন্তু কিরূপে যে ধ্যান করিতে হয় তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিনা—তথাপি আজ্ঞা পালন জন্য যাহোক তাহোক করিয়া করিয়া যাই।

ব্রাহ্মণ—বৎস—আজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে বলিয়া যাহারা নিত্য কর্ম্মাদি করে তাহারাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করিতে পারে। এই খানেই আছ—সর্ব্ব স্থানেই আছ—ইহার অনুভব হইতেছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এইটি মনে রাখিয়া কর্ম্ম কর ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় ব্যাপার হইতেছে "ধীমহি" এস আমরা ধ্যান করি। ধ্যান বলে চিন্তাকে। গায়ত্রীর চিন্তাই গায়ত্রীর ধ্যান। গায়ত্রী মন্ত্র স্বাভাবিক—সকলের মধ্যেই ইহা হইতেছে। তুমি অন্য চিন্তা রোধ করিয়া শান্ত হইয়া আপনার অন্তর দেখ—আপনার মন দেখ—আপনার প্রাণ দেখ দেখিবে সেখানে আপনা হইতে মন্ত্র চলিতেছে। বুঝিতেছ—লক্ষ্য কর—একটু স্থির হইয়া প্রাণকে লক্ষ্য কর দেখিবে ইনি হং বলিয়া বাহিরে আসিতেছেন আর সঃ বলিয়া ভিতরে চলিতেছেন। এই মন্ত্রকে উল্টাইয়া লও; তাহাতে যাহা পাও তাহা হইতে ব্যঞ্জন দুইটি বাদ দাও—যাহা পাও তাহাই গায়ত্রীর মূল—জগতের মূল—সকলের স্বরূপ—তোমার ও স্বরূপ। গায়ত্রয়ীর প্রথম যিনি তাঁহাকে ত পাইলে।

আমি—প্রণবই প্রথম বুঝিলাম—ইনিই কি স্বরূপ? ইহা অনুভব কিরূপে করিব?

ব্রাহ্মণ—"আমি আছি" এই অনুভব সকলেরই আছে। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্তে উঠিবার বীজ সকলের মধ্যেই আছে। "আমি আছি" এই স্বতঃসিদ্ধ অনুভবই চৈতন্তের আদি অনুভব। এখন ইনিই যে সকলের স্বরূপ তাহার চিন্তা কর। দেখ দেখি কোথায় জীব আছে? দেহ আশ্রয়ে জীব আছে, আর দেহ—নানা প্রকারের দেহ এই ভূলোকে, ভুবলোকে, স্বর্লোকে আছে। স্বর্লোকের উপরে স্বর্গলোকের আরও উত্তম উত্তম স্থান। এই গুলি মহ, জন, তপ, সত্য ইত্যাদি। এই গুলি সমস্তই স্বর্গ। পরে পরে ইহারা উত্তম লোক। এই সমস্ত লোক ব্যাপী যিনি তিনিই তোমার মধ্যে থাকিয়া আপনি নাম, আপনি জপ করেন—আপনাকে আপনি ধরা দেন। ভূ ভুবঃস্বঃ লোকে যিনি প্রসারিত তাঁহার চিন্তা কর। ইনিই "গুহা হিতং গহ্বরেষ্টং" ইঁহার তুমি করিবে কিরূপে? বাহিরের প্রতি বস্তুর ভিতরে ভিতরে—সকল বস্তুর কোলে কোলে এই "গুহাহিতং দুর্দ্দশং গহ্বরেষ্টং"। তুমি ইহার নিকট প্রার্থনা কিছু করিয়াই যদি ভাব উপাসনা করা হইয়া গেল তাহা হইলে তুমি কখন সেই ব্রহ্মে পৌঁছিতে পারিবেনা—কখন ব্রহ্ম পাইবেওনা। নিরাকারকে পাইতে হইলে দুর্দ্দর্শকে দর্শন করিতে হইবে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়া তিনি আছেন সত্য—ইহা ভাবিলেও তাঁহার উপাসনা ঠিক ঠিক হইবে না। কারণ এখানে ও ইনি অব্যক্ত। তুমি অনলে, অনিলে, জলে, স্থলে, আকশে, বায়ুতে,—ইহা ভাবাতে যদি মনে কর তোমার ব্রহ্ম উপাসনা হইল, তবে তুমি অব্যক্তকে চিনিতেই পারিবে না। উপাসনা কালে তোমার একটু ভাব আসিবে সত্য কিন্তু কার্য্যকালে তুমি অন্যরূপই থাকিবে। তুমি সংসার সাগর হইতে কখন পরিত্রাণ পাইবে না। তোমার নিজের চরিত্র দেখিয়াই তাহা তুমি বুঝিতে পার। বল নিরাকার ভজিয়া তোমার কোন্ দোষটি গিয়াছে। লাম্পট্যত কতই করিয়াছ—এখন শক্তি নাই তাই পারি না ইহাকে সংযম ভাবিও না। কিছুই নাই তা আবার সংযম কি করিবে বল। থাকার মধ্যে আছে বচন—এই বচনের লাম্পট্য কতই কর তাই ভাব।

আমি—ভগবন্! জগৎ যাঁর মূর্ত্তি—তিনি ও কি অব্যক্ত?

ব্রাহ্মণ—এই ত কার্য্য কালে ভুলিয়া যাও—জান না কি "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি—

আমি—মূঢ় আমি—সব স্মরণে রাখিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ—কেন পার না জান? তোমার শুদ্ধ আহার নাই—আহার শুদ্ধি না হইলে তুমি মনে মুখে এক হইতে পারিবে না—তোমার আটপৌরে আর পোষাকী

চরিত্র ছাড়িবে না—তুমি হাজার ভাল থাকিতে চেষ্টা করিলেও কার্য্য কালে রাগদ্বেষের বশে আসিয়া মহা অহংকারী হইয়া উঠিবে। যে ব্যক্তি আহার শুদ্ধি সত্ত্ব শুদ্ধিতে না থাকে সে ব্যক্তি কখন সর্ব্বদা ঈশ্বর লইয়া থাকিতে পারে না। ধ্রুবাস্মৃতি তাহার হইতেই পারে না। বিলাতী পক্ক বা বাবুরচিপক খাইয়া সত্য সত্য ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ইহা সত্য সত্য সত্য—বেদ ইহা বলিতেছেন। তোমার বুদ্ধির বিকৃতি—যে বিকৃতিতে তুমি বেদের, ঋষিদের উপরে উঠিতে চাও—তোমার এই আসুরিক অহং আহারের দোষেই হয়, জানিও।

এখন শ্রবণ কর—জগৎ ব্যাপিয়া যিনি তিনিও অব্যক্ত মূর্ত্তি। ইঁহাকে ভজনা করিতে হইলে কোন অবলম্বন চাই। বিনা অবলম্বনে উপাসনা হয় না। আত্মার কথা শ্রবণ কর, মনন কর, ধ্যান কর তবে না দর্শন মিলিবে? ধ্যান করিতে গেলেই অবলম্বন চাই। এই অবলম্বনটি জ্যোতির্ম্ময় প্রণব ও হইতে পারেন এবং মূর্ত্তি ও হইতে পারেন। গায়ত্রী উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রী ভজিতে হয়। জীব হইলেও স্বরূপে তুমি ব্রহ্ম মনে রাখিয়া যেন ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রীর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে বসাও—কুমারী-যুবতী-বৃদ্ধা তিন মূর্ত্তি তিনিই ধরেন—এই মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভাবনা কর যে আমি ওঁ যে আমি ত্রিলোকব্যাপী, যে আমি এই বরণীয় ভর্গ, সেই এই উপাস্য মূর্ত্তিই—সেই দীপ্তি শীল, ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় তেজ—এই তেজই সেই দেবতার তেজ—সেই জগৎ প্রসবিতার তেজ। দেবতা কিন্তু তেজ হইতে অভিন্ন। গায়ত্রী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। "গায়ত্রি ত্বং যৎ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং" গায়ত্রি তুমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম বেত্তাগণ তোমাকে এইরূপই বলেন। ধীর শান্ত ঋষিগণ, সুন্দর-মন দেবতাগণ তোমাকে দর্শন করেন। তুমি যদি দর্শন করিতে চাও তবে মন্ত্র অবলম্বনে অথবা মূর্ত্তি অবলম্বনে দর্শন কর। বিনা মন্ত্রে, বিনা মূর্ত্তিতে, ধ্যান নাই, কাজেই দর্শন ও নাই। তুমি যাহাকে ধ্যান বল সেটা ক্ষিপ্ত ধ্যান বা বিক্ষিপ্ত ধ্যান।

এই গায়ত্রী মন্ত্রে মূর্ত্তি ধরিয়া চিন্তা—মূর্ত্তির পশ্চাতে পশ্চাতে ভূর্ভুবস্বঃ ইত্যাদি লোকে গায়ত্রীরই চিন্তা—ইহাই ত সাকার ধরিয়া নিরাকারে যাইবার জন্য। বৈদিক দীক্ষার পরেও তান্ত্রিক দীক্ষা চাই—কেননা তুমি গায়ত্রী মন্ত্রে সপ্তলোক ভ্রমণ করিতে পার না তাই মূর্ত্তির লীলা তোমার আবশ্যক। বিদ্মহে, ধীমহি দুই তোমার হয় না, তাই তাঁহাকে তাঁহার লীলার চিন্তা করিতে হয়—তাঁহার লীলার চিন্তায় তাহার অনুগ্রহে তিনিই যে প্রচোদয়াৎ করেন তাহাই পাওয়া যায়।

নিত্য ক্রিয়ায় তাঁর আজ্ঞা পালন কর, স্বাধ্যায়ে, তাঁর লীলা চিন্তায়, তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, সর্ব্বদা নাম করিয়া করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে করিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা কর—দর্শনের জন্য অপেক্ষা কর। নাম জপ—আর তিনি আসিতেছেন, তিনি আসিবেন-নিশ্চয়ই আসিবেন এই বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা স্মরণ লইয়া থাক—তাঁহার অনুগ্রহ বুঝিবেই। শাস্ত্রত বলিতেছেন—

তন্মন্ত্র জাপ্য বিমুখেষু তনোষি মায়াং
তন্মন্ত্র সাধন পরেষ্বপযাতি মায়া—ইত্যাদি

উপাসনা যদি নিজের মনগড়া মত কর—অনিলে অনিলে আছ বলিয়াই সব শেষ কর, তোমার কোন দোষ সারিবে না—শাস্ত্র বলিতেছেন

মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ।
অতোঽহ মাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্যসাধনম্ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতাঃ।
নিরপেক্ষা নান্যগতাস্তেষাং দৃশ্যোঽহমন্বহম্ ॥

আবার বলিতেছেন—

তন্মন্ত্রপূত হৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥

মন্ত্রজপ করিয়া যার হৃদয় পূত হইয়াছে, রাগদ্বেষ যার গিয়াছে, আমি তাহারই উপর সদা প্রসন্ন।

তাঁর ধ্যান, তাঁর অপেক্ষা করিয়া করিয়া নির্জ্জন বাস—তিনি আপনি আসিবেন। যাঁহারা দেখা পাইয়াছেন তাঁহারা এই ভাবেই পাইয়াছেন।

"তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্ক্ষমাণোঽত্র সংস্থিতঃ"

শবরী চণ্ডালিণী। এই শবরীও "রাম প্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতি দুর্লভম্" কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে॥ ইহা সর্ব্বদা সত্য। শবরীও মুক্তি পান আর কিং পুনঃ ব্রাহ্মণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরাম চিন্তকাঃ—

মুক্তিংয়াস্তীতি তদ্ভক্তি মুর্ক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥

চৈতন্য-ভাবনা।

সার বস্তু চৈতন্য। চৈতন্যই জীবের বল্লভ ভজন চৈতন্যেরই হয়। জড়টা যাহাই হউক না কেন ইহাই কিন্তু চৈতন্যকে—সীমাশূন্যকে সীমার মধ্যে আনয়ন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের ও চিন্তার বিষয় করে। সমুদ্র বলিলে কি মনে আসে ধরা যায় না কিন্তু ৺পুরীর সমুদ্র বলিলে ধরিবার কিছু নাম দিয়া এই চৈতন্যেরই ভজনা হয়, মন্ত্র দিয়া এই চৈতন্যকেই ডাকা হয়; রূপ, গুণ, লীলা ধরিয়া এই চৈতন্যেরই উপাসনা হয় আর "চৈতন্যং মম বল্লভং" এই কথা পূর্ণ সত্য।

এই যে নাম করি এত তোমাকেই ডাকি। কোথায় দেখিয়া ডাকিতে হয়? নিজের ভিতরে সকলেই তোমাকে পায়। তাই নিজের ভিতরেই তোমার সাধনা। ভিতরের সাধনাটির পরিপুষ্টির জন্য বাহিরে তোমার ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়। ভিতর ছুঁইয়া বাহিরে আইস—বাহিরও সেই ঢাকিয়া আছে মনে হইবে আবার বাহিরে স্মরিয়া ভিতরে আইস—ভিতরে তাঁহাকেই সুন্দর ভাবে পাইয়া জুড়াইয়া যাইবে।

ভিতরে আত্ম চৈতন্যকে ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় বল্লভকে কখন কিছু বলিয়াছ কি? কাহাকেও যে ডাক তাহা ত তাহাকে কিছু বলিবার জন্য। এই ভাবে কিছু বলিবার জন্য কখন কি তাঁরে ডাকিয়াছ? এই যে নাম করি এ নাম ত তোমারই নাম—এই যে পটের ছবিতে রূপ দেখি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিতে রূপ ভাবনা করি এ তোমরই রূপ, এই যে গ্রন্থে গ্রন্থে কোথাও তোমার স্বরূপের ব্যাখ্যা দেখি কোথাও তোমার মায়া মানুষ লীলার কথা শুনি এ তোমারই লীলা। বাহিরে এই যে জগৎকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি এ কিন্তু তুমি জগৎ পোষাক পরিয়া ধরা দাও। পোষাকটা যাহাই হউক না কেন তুমি এই পোষাক পর বলিয়া ইহা আমার প্রিয়। কারণ তোমার অঙ্গে যাহা কিছু থাকে তাকেই আমি ভাল দেখি তাকেই আমার আদর যত্ন করিতে ইচ্ছা হয়।

হায়! যদি লোক দেখিয়া তোমায় ভাবিতে ভুলি তবে ত এই জীবন বিফল। যদি আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী দেখিয়া তোমায় মনে না পড়ে তবে ত বিফল দর্শন। যদি মন দেখিয়া, মনের তরঙ্গ দেখিয়া, যদি প্রাণ দেখিয়া, যদি ধাক্ দেখিয়া তুমিই সব ভাবনা না উঠে তবে ত তোমায় চিনিতে পারি নাই। সব

তুমি—স্বরূপ কুরূপ সৃষ্টি ধ্বংস রক্ষা সবই তুমি। সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তোমারই কার্য্য—সঙ্কল্প বিকল্প লয় বিক্ষেপ আলস্য জড়তা রজস্তম সত্ত্ব সব তোমাকে লইয়া। কেহ তোমায় আবরণ করে কেহ তোমার আবরণ খুলিয়া দেখে বড় সুন্দর তুমি, কেহ তোমায় লইয়া কত কি কর্ম্ম করে কত কি ভাবনা করে—কত কি করে। আহা! সব তুমি—সব তোমায় লইয়া। তথাপি তোমায় দেখিয়া দেখিয়া যখন তোমার সাজ পোষাকের দিকে কেহ দেখে তোমার এই বহু প্রকারের উপাধি—এই বহু প্রকারের দেহ—এ সব যেন উপল খণ্ডের মত—কোনটা চলিতেছে কোনটা বসিয়া আছে, কোনটা হাসিতেছে, কোনটা কাঁদিতেছে, কোনটা লাফাইতেছে, কোনটা উর্দ্ধে পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, আহা! বিচিত্র তুমি বিচিত্র কর্ম্ম তোমার বিচিত্র লীলা তোমার। তুমিই প্রণব তুমিই নাম তুমিই মন্ত্র তুমিই পরম পদ তুমি সগুণ ব্রহ্ম তুমিই আত্মা তুমিই অবতার তুমিই সব—তুমিই মায়া তুমিই শক্তি তুমিই সঙ্কল্প বিকল্প সবই তুমি অথবা তুমিই তুমি আর যা কিছু সব মায়া সবই তোমার পোষাক পরা। তুমি সৎ চিৎ আনন্দ তুমি ভূঃভুর্বঃ স্বঃ তুমি সবিতা তুমিই সবিতার দেবতার বরণীয় ভর্গ।

আহা! হৃদয় দহরে—হৃদয় পুণ্ডরীকে তোমায় ভাবিয়া ইষ্ট মূর্ত্তিতে তোমায় দেখিয়া যখন নাম করা যায়, রূপ ভাবা যায়, লীলা চিন্তা করা যায় আর স্বরূপ ভাবা যায় আর বলা যায় এস এস আমরা তোমার ধ্যান করি তখনই বুঝা যায় তুমি আমাদিগকে তোমার পথে চলাইয়া লও কিরূপে।

হরি হরি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে তোমার দিকে নিরন্তর বরণীয় ভর্গ তুমি, তুমি ছুটিতেছ; সূর্য্যপ্রভা যেমন আদিত্য পথ গামিনী হইয়া সূর্য্যকে দেখায় সেইরূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই তোমাকে দেখাইতেছ তুমিই তোমার পানে ছুটিতেছ আপনি ক্ষুদ্র সাজিয়া আপনার বৃহৎ রূপের দিকে ছুটিতেছ। আহা বড় বিচিত্র। আর কি বলা যাইবে সব মধুর সব বিচিত্র—তোমার ভাবনায় সব হারাইয়া—শুধু প্রণাম! প্রণাম! প্রণাম। শুধু নমঃ নমঃ নমঃ—ন মম কিছু ত আমার নাই সব তুমি, সব তোমার।

এই যে চৈতন্য ভাবনা—এই ভাবনা করিতে হইবে নিজের দহরাকাশ ব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া। দেহ ঘটে আসিয়া এই চৈতন্যকে খণ্ড মত বোধ হইলেও কোন যুক্তিতে কোন বিচারে নিশ্চয় করা যায় না যে চৈতন্যের খণ্ড হয়। আকাশকেই যখন খণ্ড করা যায় না তখন আকাশ অপেক্ষা অনন্ত গুণে সূক্ষ্ম যে চৈতন্য তাঁহার খণ্ড ত কিছুতেই হয় না। তথাপি যে খণ্ড মত বোধ হয়

এটা হয় অজ্ঞানে এটা হয় অবিদ্যা জন্য এটা হয় মায়ায়। এই অজ্ঞানটা এই ভ্রম জ্ঞানটা সরাইতে পারিলেই চৈতন্যের স্বরূপ দেখা যায়, অখণ্ড চৈতন্যে আত্মত্ব স্থাপন করা যায়।

চৈতন্য ভরা এক খণ্ডমত আকাশ ঘটের মধ্যে যেন ভাসিতেছে। ঘটটা একবারে জড়। কিন্তু চৈতন্য দীপ্তিতে জড়টা চেতনের মত হইয়া চলা ফিরা যেন করে।

এখন ঘট মাখা যে চেতন সেটার নাম লৌকিক আমি। ঘট ধরিয়া ঘট মধ্যবর্ত্তী যে চৈতন্যকে খণ্ডমত দেখিয়া ভজা যায় সেই চৈতন্যটি জীবাত্মা—এইটি বৈদিক আমি। আর যখন ইহাঁতে অখণ্ড ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় তখন ইনিই সেই বিষ্ণুর পরমপদ। বিষ্ণু যিনি তিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য আর পরমপদ যিনি তিনি হইতেছেন সর্ব্বশূন্য আপনি-আপনি চৈতন্য। ঘট পরিব্যাপ্ত চৈতন্য নিজের ভিতরে ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব রেখা পরিবেষ্টিত চৈতন্যাকাশকে দেখিয়া দেখিয়া যখন চৈতন্য ভাবনা করেন আর বাহিরে ও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে এই চৈতন্যের স্মরণ করেন তখনই ইনি আপনার স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়েন। ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশই মূর্ত্তি ধরেন। কাজেই দেহ মধ্যবর্ত্তী চৈতন্যের পূর্ণতা হইতেছে তোমার আমার সবার ইষ্ট দেবতা। ইনি মূর্ত্তি ধরিয়া খণ্ড মত ধরা দিলেও ইনি পূর্ণ ইনি সচ্চিদানন্দ।

লৌকিক আমি যখন বৈদিক আমি কে দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ মূর্ত্তি যে মন্ত্র বা ইষ্ট দেবতা বা গুরু তাঁহাকে দেখিয়া জপ পূজা ধ্যান ধারণা স্তব স্তুতি সমস্ত করিতে অভ্যাস করেন তখন ঐ বৈদিক আমিই যে পরম পদ—তাহা তিনিই ধরাইয়া দিয়া থাকেন। চৈতন্য ভাবনায় ইহাই হয়। ইহারই জন্য স্বাভাবিক কর্ম্ম-রূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে বেদ বোধিত অবিদ্যার কর্ম্ম দ্বারা। অবিদ্যার কর্ম্ম ও কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিলে হইবে চিত্ত শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধ হইলে চিত্ত গলিয়া গিয়া আপন সত্তা সেই চৈতন্যকে দেখাইয়া দেয়।

"নমঃ শ্রীরামায়"

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুর্রুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

প্রথম স্পন্দন।

ওঠরে জাগ।

কেগা তুমি।

আমিরে আমি, যাকে তুই ডাকিস্, সেই আমি এসেছি, উঠে নাম কর না।

ওগো তুমি এসেছো, আমি কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, এতদিনে মনে পড়েছে, কৈ তুমি কোথা তুমি আমি যে তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

সেকি রে আমায় দেখতে পাচ্ছিস্ না এই যে আমি তোর সম্মুখে রয়েছি, এই যে পার্শ্বে রয়েছি, এই যে পশ্চাতে রয়েছি, উর্দ্ধে, অধে, ভিতরে, বাহিরে। সর্ব্বত্রই রয়েছি, আমি যে বিশ্ব ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছিরে, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

শ্রীগীতা

ক্ষিতিরূপি আমি, আমায় প্রণাম ক'রে নাম কর। জল আমি, আমায় প্রণাম করে নাম কর, অগ্নি আমি বায়ু আমি আকাশ আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ সৎ অসৎ যা কিছু দেখ্‌ছিস শুন্‌ছিস্ সব আমি দশদিক্ আমার কান তোর প্রতি ডাক প্রতি কথা আমি শুন্‌ছি আমি বধির নই ডাক্ ডাক আমার নাম কর আমি তোকে আজ্ঞা কচ্ছি যতক্ষণ তোর জিহ্বা স্ববশ আছে ততক্ষণ তুই অবিরাম নাম কর ফলাফল শান্তি অশান্তি দেখে কাজ নাই আমার আদেশ আমি সন্তুষ্ট হ'ব তাই জেনে তুই নাম কর দেখ তোর মুখে নাম শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে তাই তোর কাছে কাছে বেড়াই আর বলি নাম কর, তোর কপটতা সংসার আসক্তি আছে ব'লে নাম

করিতে ভয় কি তোর পাপ তাপ স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি আধি ব্যাধি সব নষ্ট ক'রে দিব ওরে তুই নাম কর। আমি সর্ব্বভূতের সুহৃদ তোর সংসারের জন্য ভাবিতে হবে না নাম কর আমার নাম মঙ্গলময় আমি তোর মঙ্গলই ক'রেছি করিতেছি করিব নাম কর লোকসঙ্গে চঞ্চল হয়ে পড়িস নাম করিতে পারিস্ না বিশ্বাস রাখিতে পারিস্ না দেখ লোক সঙ্গ ত্যাগ কর। বিষয় লয়ে উন্মাদ হয়ে থাকিলে দুঃখ ভোগ করিতেই হবে। নির্জ্জন আমি বড় ভালবাসি তুই নির্জ্জনে বসে বসে নাম কর আর আমি বসে বসে শুনি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা ব'সে আক্ষেপ করিস্ না আমি সময়ের অপেক্ষা কচ্ছি সময় হলেই দেখা দিব, নাম কর, শান্তি পাবি নাম কর, অমর হবি, নাম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবি নাম কর, নাম কর, নাম কর, আমি বল্‌ছি ব'লে নাম কর, আমি শুন্‌ছি জেনে নাম কর।

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি সর্ব্বদা।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
প্রবোধ
দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী।

"নমঃ শ্রীরামায়"

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

দ্বিতীয় স্পন্দন।

আচ্ছা তোমার নামে নাকি মোক্ষ হয় না?

কে তোকে বলেছে।

কেন কত বড় বড় সাধুরা বলেন যে, নামের দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া, যোগ, জ্ঞান বেদান্ত বিচার ইত্যাদি কত কি করতে হয়, তবে তোমায় পাওয়া যায় তাই সত্যি না কি? যোগ জ্ঞান কর্ম্ম সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পন্থা মাত্র তোর অত সংবাদে প্রয়োজন কি তুই নাম কর তুই জ্ঞান জ্ঞান করিস্ শুধু জ্ঞানে কি হয় একজন রাজার প্রচুর অর্থ আছে এই জ্ঞান লাভ করিলেই তোর যেমন দুঃখ নিবৃত্তি হয় না সেবার দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অর্থ প্রাপ্তি হয়, তবে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ রাম কৃষ্ণ শ্যামা, শঙ্কর অথবা পরমব্রহ্ম, কিম্বা

সোঽহং ইত্যাদি রূপে শুধু জ্ঞানে, তোর লাভ কি? তুই ভজনা কর, কলিযুগে নামকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা কর, হরিনামে পাপ তাপ দূরে যায়, হরিনামে সংসার বন্ধন ছুটে যায়, হরিনামে দিবানিশি আমাকে হৃদয়ে দেখ্‌তে পায়, আমার নামে, সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়, মোক্ষ হয়।

আচ্ছা নামে যে মোক্ষ হয় তুমি আজ বল্‌ছ না আরও বলেছ?

কেন বরাহ পুরাণে বলেছি।

> নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
> সততং কীর্ত্তয়েদ্‌ভূমি যাতি মল্লয়তাং সহি॥

হে ভূমি নারায়ণ অচ্যুত অনন্ত বাসুদেব আমার এই নাম সকল যে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে সে আমাতেই লয় হয়। শুধু বরাহ পুরাণেই বলেছ?

নারে না গরুড় পুরাণে ব'লেছি,

> কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
> মুক্তি মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ কীর্ত্তনং॥

হে রাজন্ সাংখ্যে অথবা যোগে তোমার কি প্রয়োজন যদি মুক্তি ইচ্ছা কর তাহা হইলে গোবিন্দের নাম কীর্ত্তন কর।

স্কন্দ পুরাণে বলেছি—

> সকৃদুচ্চারিতং যেন হরি রিত্যক্ষর দ্বয়ং।
> বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

যে একবার হরি নাম উচ্চারণ করে সে মোক্ষ লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে বলেছি—

> অপ্যন্য চিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
> সোঽপি দোষ ক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতি র্যথা॥

অন্যচিত্ত অথবা অশুদ্ধ চিত্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করে, সে শিশু পালের ন্যায় দোষ ক্ষয়ে মুক্তি লাভ করে।

পদ্মপুরাণে বলেছি—

> সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণ মতন্দ্রিতঃ।
> শুদ্ধান্তঃ করণোভূত্বা নির্ব্বাণ মধিগচ্ছতি॥

ভক্ত অনলস ভাবে নারায়ণ নাম উচ্চারণে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করে। সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য ইহারতো কথাই নাই। নাম কীর্ত্তন কারীকে, আমি নির্ব্বাণ পদ পর্য্যন্ত, দান করি।

আচ্ছা মহাপাপীও যদি নাম করে তাহারও কি মোক্ষ হয়?

শোন মৎস্য পুরাণে বলেছি—

পরদার রতোবাপি পরাপকৃতি কারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তি মাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

যে পূর্ব্বে পরদার রত অথবা পরাপকারী ছিল, সেও হরিনাম কীর্ত্তনে শুদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ করে। নামে মুক্তি হয় সমস্ত শাস্ত্রেই ঘোষণা করেছি, বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলেছি।

সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপ রতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত সর্ব্বপাপ রত হইলেও বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনে মুক্ত হয় শুন্‌লি।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলেছি—

যথা কথঞ্চিদ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপিবা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধাঃ মোক্ষ মবাপ্নুয়ুঃ॥

যে কোন প্রকারে আমার যে কোন নাম কীর্ত্তন করিলে পাপী শুদ্ধ হ'য়ে মুক্তিলাভ করে।

এতো সব পুরাণের কথা বলিলে

কেন গৌতমীয় তন্ত্রে বলেছি—

স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থ সন্ধান পূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠস্তু হরি সঙ্কীর্ত্তনং তথা।
তত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মন্ত্রার্থ সন্ধান পূর্ব্বক জপ, সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠ, হরি সঙ্কীর্ত্তন, অধ্যাত্ম গ্রন্থের অভ্যাস স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত এই স্বাধ্যায় সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করে।

শুধু পুরাণে ও তন্ত্রে বলেছ, পুরাণকে এখন রূপক বলে, উপধর্ম্ম বলে, শ্রুতিতে কিছু বলেছো কি? শ্রুতির প্রমাণ না হ'লে, অনেকে বিশ্বাস করে না।

কেন শ্রুতিতেও নামে মুক্তি হয়, এ কথা বহুবার উল্লেখ করেছি। মুক্তিকোপনিষদে বলেছি—

দুরাচার রতো বাপি মন্নাম ভজনাৎ কপে।
সালোক্য মুক্তি মাপ্নোতি নতু লোকান্তরাদিকম্॥

দুরাচার রত ব্যক্তিও আমার নাম ভজনে এক লোকে বাসরূপ মুক্তিলাভ করে অন্যলোক প্রাপ্ত হয় না।

কলি সন্তরণোপনিষদে বলেছি—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

এই ষোলটী নামই কলি পাপ নাশক ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় আর সমস্ত বেদে দেখা যায় না, ইহার জপে কোন বিধি নাই "সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতা মেতি" এই নাম সার্দ্ধ ত্রিকোটী বার জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা বীরহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার হয় স্বর্ণস্তেয় হইতে পূত হয় পিতৃগণ দেবগণ মনুষ্যগণের অপকার হইতে পূত হয় সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ পাপ হইতে সদ্য শুচিত্ব প্রাপ্ত হয় সদ্যোমুক্ত হয় সদ্যমুক্ত হয়।

সর্ব্বশাস্ত্রে যদি এমন করিয়া ব'লেছ তবে নামে মুক্তি হয়, একথা স্বীকার করেনা কেন।

ওরে এ কলিযুগ, এখন আমাকেই লোকে স্বীকার করিতে চায় না, উড়াইয়া দিতে চায়, আমার নাম কে দেবে, তার আর আশ্চর্য্যকি, এখন সবাই ব্রহ্ম—

কলৌ ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি কেচন।

তুই ও তো আমাকে উড়াইয়া দিতে চাস্।

কৈ কখন্?

আচ্ছা এইবার দেখাইয়া দিব। শোন আমি উর্দ্ধ বাহু হ'য়ে জগতকে বল্‌ছি রে কলিপীড়িত জীব তোরা দিবানিশি নাম সুধারস পান কর নামে মুক্তি হয় নামে মুক্তি হয় নামে মুক্তি হয়। তুইও উর্দ্ধবাহু হয়ে নির্ভয়ে উচ্চ কণ্ঠে জগতে প্রচার কর।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
প্রবোধ
দিগসুই চতুষ্পাঠী।

"নমঃ শ্রীরামায়"

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

তৃতীয় স্পন্দন।

কি রে ঘুমাচ্ছিস্ না কি?

বেশী এই ছুটোছুটী ও কত কাজ কচ্ছি কি করে ঘুমাব--

ছুটাছুটী কল্লেই কি জেগে থাকা হয় বিষয় ল'য়ে ছুটাছুটী করাটাই তো নিদ্রার লক্ষণ।

কাকে জেগে থাকা বল।

যার জিহ্বা সর্ব্বদা আমার নাম করে একটী শ্বাসও যার বৃথা যায় না সেই যথার্থ জাগ্রত যার অব্যর্থ কালত্ব আসে নাই সে নিদ্রিত শুধু নিদ্রিত বলি কেন মহানিদ্রিত অর্থাৎ মৃত; জাগ জেগে উঠে নাম কর।

নাম কর নাম কর বল নাম করা ছাড়া কি অন্য উপায় নাই।

হাঁ কর্ম্ম, যোগ, ও জ্ঞানের দ্বারাও আমাকে লাভ করিতে পারা যায় কিন্তু এ কলিযুগ এযুগে বিশুদ্ধ দ্রব্য, শুদ্ধ মন্ত্র, বিত্ত শাঠ্যহীন কর্ম্মী, না থাকায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইবে না। ত্যাগের সামর্থ্য-হীনতায়, যোগে ফল লাভ করাও সুদুষ্কর। যতি না হইল বেদান্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেনা। সেই জন্য জিহ্বো-পস্থ পরায়ণ তোর মত ক্ষুদ্র জীবের নাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। তুই উচ্চৈঃস্বরে দিক্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নাম কর বৈখরী সিদ্ধি হ'ক।

উচ্চৈঃস্বরে নাম না কল্লে কি নাম করা হয় না? দেখ উচ্চৈঃস্বরে নাম কল্লে সর্ব্বভূতের বন্ধুব কাজ করা হয়।

ওঃ তাই বুঝি নৃসিংহ পুরাণে বলেছো।

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিক বান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥

হে নৃসিংহ সেই সাধু গণই সমস্ত ভূতের অকৃত্রিম বন্ধু যাহারা তোমার নাম আনন্দিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করে।

কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্ম ? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতো সর্পো-রজ্জুরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন, এবং মনঃ পরমাত্মবিজ্ঞপ্ত্যা আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণং সৎ গ্রাহ্য গ্রাহকরূপেণ, স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া দ্বয়াভাসং রজ্জ্বামিব সর্পঃ ; তথা তদ্বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ, স্পন্দত ইব ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শিষ্য। যিনি সৎ—যাঁহার জন্ম নাই তিনি মায়ার সাহায্যে জন্মের মত বোধ হয়—ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন। কিরূপে ইহা হয় ?

আচার্য্য। জাগ্রৎ কালে ও স্বপ্ন কালে মনের ব্যাপার লক্ষ্য কর। প্রথমে স্বপ্নাবস্থাটা দেখ। মন স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্নে নানা প্রকার ব্যাঘ্র, সর্প, বৃক্ষাদি বস্তু মন দেখিতেছে। এই সমস্ত বস্তু কিন্তু মনের ভিতরে নাই। কারণ সর্প, ব্যাঘ্র, পর্ব্বত অল্প পরিসর হৃদয়ে আঁটিতেই পারেনা। তুমি বলিতে পার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বস্তু দেখা হইয়াছিল ইহাদের একটা সংস্কার—একটা একটা ছবি মনের মধ্যে আছে। মন স্বপ্নে সেইগুলিকে জাগাইয়া দেখে। আচ্ছা—এই যে সংস্কার রূপে অবস্থান ইহাও ত সঙ্কল্প রূপেই মনে থাকা। মন ত সঙ্কল্পময়। তবেই হইল মন যখন স্বপ্ন দেখে তখন সত্য সত্য ব্যাঘ্র সিংহাদি মনে আসেনা। মনই আপন স্বরূপে দ্রষ্টা হয় আবার আপনাকে বহু দৃশ্যরূপে প্রকাশ করিয়া—নিজে দ্রষ্টা হইয়া নিজেকেই দৃশ্য সাজাইয়া দেখে। মন নিজেই দ্রষ্টা আর নিজেই দৃশ্য। মনের দ্রষ্টা ভাবটিই মনের স্বরূপ—ইনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য ইনিই আত্মা। আবার এই মনই যখন বহুরূপ ধরেন তখন ইনিই দৃশ্য। যিনি দ্রষ্টা তিনিই যে দৃশ্য হন ইহাই মায়ার কার্য্য। যদি বল কিরূপে ইহা হয়—উত্তরে বলি মন বাসনাময়। মন বহু বাসনা তুলিতে পারে—আবার বাসনা ছাড়িয়া আপন স্বরূপে থাকিতেও পারে। মনের এই শক্তি আছে। ইহাই মায়া।

স্বপ্নে মন যেমন মায়াদ্বারা এক ও বহুরূপে স্পন্দিত হয়—এই দ্বয়াভাস—এই দুয়ের প্রকাশ যেমন মায়া দ্বারাই হয় সেইরূপ জাগ্রৎ

কালেও মন মায়া দ্বারা এক থাকিয়া দ্রষ্টা এবং বহু হইয়া দৃশ্য জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দ্বয়াভাস—দুই ভাবে প্রকাশ মায়া দ্বারাই হয়।

আত্মার মধ্যে সর্ব্বশক্তি আছে। এই শক্তিকেই মায়া বলে। এই মায়া বলেই আত্মা আপন স্বরূপে দ্রষ্টা থাকিয়াও আপনাকে বহুরূপে যেন প্রকাশ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই বহু হইয়া প্রকাশটি মায়ার কার্য্য এইটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আত্মা আত্মাই আছেন। আত্ম-মায়া যেন আত্মাকে জগৎরূপে ভাসাইতেছে। অতি ক্ষুদ্র মেঘ যেমন চক্ষের আবরক হইয়া সূর্য্যকে ঢাকে সেইরূপ মায়াও যেন আমাদের জ্ঞানের আবরক হইয়া পরিপূর্ণ চৈতন্যকে ঢাকিয়া ফেলেন। এইটি মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা হয়। আবার শুধু আবরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন না—যাঁহাকে আবরণ করেন তাঁহাকে বহুরূপে, জগৎরূপে ভাসান, এইটি মায়ার বিক্ষেপ শক্তি। সৎ ত কখন জন্মান না তবুও যে ইঁহার বহুরূপ ধরা ইহা মায়িক এই জন্য বলা হইল।

মায়া, অধিষ্ঠান চৈতন্যকেই জগৎরূপে কল্পনা করে। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প আপনার অধিষ্ঠান রজ্জুরূপে দেখা হইলে সত্য, সেইরূপ মন যাহার সত্তা লইয়া ভাসে সেই পরমার্থ সত্যরূপ আত্মাভাবে দেখা হইলে ইহা সৎ। মনই দ্রষ্টা (আত্মস্বরূপে) এবং এই মনই বহু হইয়া দৃশ্য ভাবে প্রকাশমান হইয়া দর্শনাদি কার্য্য করে। ইহা মায়ারই কার্য্য। স্বপ্নে যেমনটি হয় জাগ্রতেও তাই হয়। জাগ্রতেও মন মায়া দ্বারা স্বরূপে দ্রষ্টা এবং নানা আকার ধরিয়া দৃশ্য। স্বপ্নেও যেমন দ্বয়াভাসে মনের স্পন্দন জাগ্রতেও তাই। ফলে ঐ স্পন্দন সম্পূর্ণ মায়িক—মায়া দ্বারাই হয়—বাস্তবিক স্পন্দন হয়ই না ॥ ২৯ ॥

অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।

অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩০

যে মন দ্রষ্টা ভাবে অদ্বৈত, তিনিই যে স্বপ্নকালে দ্বৈতাভাস (দুইয়ের প্রকাশ) অর্থাৎ নানারূপ হইয়াই স্ফুরিত হয়েন এ বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাও যেমন সেইরূপ জাগ্রত্‌ অবস্থাতে ও মন অদ্বৈত রূপ হইলেও যে দ্বয়াভাস অর্থাৎ নানাপ্রপঞ্চাকার হইয়া স্ফুরিত হয় সে বিষয়ে সংশয় নাই ॥৩০

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থতঃ আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ—ব্রহ্মণি অধ্যস্তত্বেন অদ্বয়ং ব্রহ্মাত্মকং এব মনঃ স্বপ্নে সঙ্কল্পনেন দ্বৈতাভাসং দ্বৈতমিবভাতি ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্তী-আদি গ্রাহ্যং, তদ্‌ গ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ অস্তি। জাগ্রত অপি তথৈব ইত্যর্থঃ। পরমার্থ সৎ বিজ্ঞানমাত্র অবিশেষাৎ ॥৩০.

শিষ্য। মন এক ও বটে আবার বহু ও হয়—স্বপ্নাবস্থা দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা যে একরূপ তাহার অনুভব সহজে হইতে চায় না।

আচার্য্য। স্বপ্নাবস্থা বেশ ভাল করিয়া ধারণা কর—সমস্তই বুঝিবে।

শিষ্য। আর একবার ভাল করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

আচার্য্য। যেমন আত্মার দুই স্বভাব—স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব সেইরূপ মনের ও দুই স্বভাব। মন যখন দ্রষ্টা ভাবে থাকেন তখন ইনি অদ্বৈত ব্রহ্মই। কিন্তু ইনি ইঁহার স্পন্দ স্বভাবে নানা প্রপ-ঞ্চাকারে স্ফুরিত হয়েন। অদ্বৈত মন স্বপ্নে দ্বৈতাভাসে স্ফুরিত হয়।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প রজ্জুভাবে এক অদ্বৈত নিশ্চয়ই। মন ও আপন স্বরূপে আত্মাই এজন্য অদ্বৈত। কিন্তু ঐ মনই আবার সঙ্কল্প বলে দ্বৈতবৎ প্রতিভাত হয়—ইহাতে সংশয় নাই; কারণ স্বপ্নাবস্থায় হস্তী শুণ্ডোত্তোলন করিয়া দৌড়িতেছে দেখা গেল। এখানে হস্তী প্রভৃতি দৃশ্যবস্তু ও নাই এবং তাহার দর্শন কর্ত্তা চক্ষুও বিদ্যমান নাই—আছে একটা বিজ্ঞান। জাগ্রদাবস্থাতেও ঠিক তাই হয়। কারণ জাগ্রত কালে যে নানা প্রপঞ্চাকার জগৎ দেখা যায় সেটা

কেবল মনের স্ফুরণ মাত্রেই হয়; যেহেতু সুষুপ্তিতে বা সমাধিতে যখন মনের লয় হয় তখন জগতের ও অভাব হয়। কাজেই বলিতে হয় মনের স্ফুরণ ভিন্ন ইতর জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই। আর জাগ্রতেই বল বা স্বপ্নেই বল সেই এক পরমার্থ সত্য কেবল বিজ্ঞানরূপত্বের কিছু মাত্র বিশেষ হয় না ॥৩০॥

मनोदृश्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् सचराचरम्।
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥३१

যেহেতু মনের অমনী ভাব হইলে—সুষুপ্তি ইত্যাদিতে মনের অভাব ঘটিলে দ্বৈত বলিয়া কিছুই দেখা যায় না সেই হেতু বলা যায় চর ও অচর সহিত যাহা কিছু সত্যমত দৃশ্য দেখা যায় তাহা মনই অর্থাৎ মনেরই কল্পনা; কারণ মন থাকিলে দ্বৈত ভাব থাকে আর মনের অভাব হইলে দ্বৈত কিছুই থাকে না। ৩১

রজ্জু সর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এব ইত্যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিতি অন্বয় ব্যতিরেক লক্ষণং অনুমানমাহ—কথং? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে অভাবাৎ। মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ং গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১

শিষ্য। মনই দ্বৈতরূপে ভাসে যেমন রজ্জুই কল্পনা দ্বারা সর্প মত ভাসে সেইরূপ—এই ত বলিতেছেন। ইহা প্রমাণ করা যায় কিরূপে?

আচার্য্য। অন্বয় ব্যতিরেকাত্মক অনুমাণ প্রমাণ।

শিষ্য। সে কিরূপ অনুমান?

আচার্য্য। দৃশ্য বস্তু যাহা কিছু তাহা মনই। কারণ মনের সত্তায় দৃশ্য দ্বৈতের সত্তা আর মনের অভাবে

দ্বৈতের অভাব দেখা যায়। যে প্রকারে সর্পকে রজ্জুতে লয় করা যায় সেইরূপ বিচার দৃষ্টির পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে এবং বৈরাগ্য অভ্যাসে সমাধি বা সুষুপ্তি কালের মত মনটা যখন অমনীভাব প্রাপ্ত হয়—মনের যখন বাহ্য বিষয়ে স্ফুরণ থাকেনা, মন যখন নিরুদ্ধ হয় তখন দ্বৈত প্রপঞ্চ দেখা যায় না।' অন্য প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর।

রজ্জুকে সর্প বলিয়া যে প্রতীতি তাহা ভ্রান্তিবশেই হয়। ভ্রান্তিবশে অধ্যস্ত সর্প হইতে দর্শকের ভয় কম্পাদিও হয় কারণ রজ্জু বোধ তখন নাই সর্পবোধটাই আছে। যদি সত্য রজ্জুর সম্যক্ বিবেক জ্ঞান হইত তবে ঐ অধ্যস্ত সর্প বোধ আপন অধিষ্ঠান রজ্জুতে লয় হইয়া যাইত আর ভয়, কম্পাদির সম্পূর্ণ অভাব ঘটিত; এক সত্য রজ্জু বোধই অবশিষ্ট থাকিত। ইহা যেরূপ সেইরূপ রজ্জুস্থানীয় এক অদ্বৈত সৎ রূপ আত্মা সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানে সর্প স্থানীয় মনের স্ফুরণ হইতেছে; সেই মন হইতে ভয় কম্পাদি স্থানীয় সচরাচর প্রপঞ্চ—দ্বৈতরূপ জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এইজন্য বলা হইতেছে দ্বৈতরূপ প্রপঞ্চের কারণই হইতেছে মনের স্ফুরণ। কিন্তু যখন আপনি—আপনি সত্যরূপ আত্মা, আচার্য্য হইয়া উপদেশ করেন এবং তাহাতে বিচার চক্ষু উন্মীলিত হয়—তখন সম্যক্ দর্শন ঘটে। এই বিচার সমাধি দ্বারা মনের অমনীভাব বা অস্ফুরণ অবস্থা যখন লাভ হয় তখন দ্বৈতাভাসের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। এই জন্য বলা হইতেছে ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ—দ্বৈতের অভাবে অদ্বৈত ভাবই সিদ্ধ হইল।

রজ্জুজ্ঞানের অভাব = রজ্জুকে সর্প ভাবে দর্শন = ভয় কম্পাদি।

আত্মজ্ঞানের অভাব = আত্মাকে মনরূপে দর্শন = দ্বৈতপ্রপঞ্চ।

সর্ব্বক্ষণ বিচার = দৃশ্যদর্শনটা ভ্রান্তি মাত্র = চৈতন্যই সত্য।

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।

অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥৩২

বিচার দৃষ্টিংদ্বারা যখন সত্যরূপ আত্মার অনুবোধ হয়—(চর্ম্ম চক্ষু দৃষ্টিতে ভ্রম দর্শন কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে—আত্মার—চৈতন্যের—অনুবোধ- পশ্চাৎ বোধ যখন হয়) তখন মন আর সঙ্কল্প করিতে পারেনা। সঙ্কল্পের অভাবে মন অমনীভাব প্রাপ্ত হয় (সঙ্কল্প রাহিত্য ইহার হয়) কারণ তখন গ্রহণ করিবার বস্তু থাকেনা বলিয়া ইহা গ্রহণ রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কথং পুনরয়ম্ অমনীভাব ? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যং আত্মসত্যং—মৃত্তিকাবৎ **"বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** ইতি শ্রুতেঃ। তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু অববোধ আত্মসত্যানুবোধঃ। আত্মৈব সত্য ইতি বোধে অনাত্ম—বিষয়ক সঙ্কল্পাভাবঃ অমনীভাবঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাৎ তৎ ন সঙ্কল্পয়তে, দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগেঃ যদা যস্মিন্ কালে, তদা তস্মিন্ কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি; গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণ বিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

শিষ্য। পুনরায় বলুন দ্বৈতকল্পক মনের অমনীভাব কিরূপে হয় ?

আচার্য্য। **"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** বাক্যদ্বারা উচ্চারণ করাটা বিকার নাম মাত্র—অর্থাৎ বচন মাত্র— মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য। মনের সঙ্কল্পই না বাক্যরূপে ফুটিয়া উঠে— এইজন্য বিকার বা কার্য্য যাহা তাহা নাম মাত্র—বচন মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য—এই শ্রুতি প্রমাণে মৃত্তিকাবৎ আত্মারূপই যে সত্য, সেই সৎবস্তুর **"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি"** ইত্যাদি শ্রুতি যখন আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ করেন তখন সত্যরূপ আত্মার অনুবোধ হয়। সত্যরূপ আত্মার অনুবোধে যখন মন সঙ্কল্প করেনা—যখন মন, সত্যরূপ আত্মার বোধে সঙ্কল্পের অভাব যুক্ত হয় আর সঙ্কল্প করিতে পারেনা তখন মন অমনীভাব প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এই বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।

আচার্য্য। যেমন বরফ পুত্তলিকা সূর্য্যতেজ প্রভাবে আপন কারণ-রূপ জলে লয় হয় সেইরূপ এই স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য হইতে অভিন্ন মন রূপ পুত্তলিকা আচার্য্যরূপ সূর্য্যের উপদেশ প্রভাবে অন্তর্ম্মুখী হইয়া পুত্তলিবৎ আপনার কারণ অধিষ্টান্ আত্মারূপ জলে লীন হইয়া যায়। তখন সেই সময়ে বা সেই বিকল্পশূন্য অবস্থাতে মন আপনার অমন ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আর কোন সঙ্কল্প করেনা—অর্থাৎ ইহার কোন স্ফুরণ হয় না। মন তখন গ্রহণ করিবার বস্তুর অভাবে গ্রহণরহিত হইয়া অমনী ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন কাষ্ঠ অভাবে অগ্নির জ্বলন থাকেনা সেইরূপ। **অমনাঃ শুভ্রো** ইত্যাদি প্রমাণে মনের অধিষ্ঠান যে আত্মা—সেই আত্মাকে পাইয়া—সেই আত্মারূপ হইয়াই ইহা অমন হইয়া যায়। **"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"**।৩২॥

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে॥ ৩৩

কল্পনাবর্জ্জিত অজ, জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, অর্থাৎ জ্ঞপ্তিমাত্র জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মবিদ্গণ ইহা বলেন। ব্রহ্ম-রূপ জ্ঞেয় যিনি তিনি অজ-জন্মরহিত ও নিত্য। অজ যিনি তিনি জন্ম-রহিত আপনাকে সেই জ্ঞান দ্বারাই জানেন (মনের দ্বারা নহে) ॥৩৩॥

যদি অসদিদং দ্বৈতং কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যত? ইতি উচ্যতে—অকল্পকং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং দ্বৈতকল্পনাহীনং অতএব অজং জ্ঞানং অনাদিজ্ঞানং-জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। **"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে"** অগ্ন্যুষ্ণবৎ। **"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ** ব্রহ্ম"** ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য, স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্। তেন আত্ম-স্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অব-

গচ্ছতি। নিত্যপ্রকাশ স্বরূপইব সবিতা নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥৩৩

শিষ্য। আচ্ছা মন-প্রধান দ্বৈত যদি অসৎ হয় তবে প্রকৃত সত্য আত্মতত্ত্ব কাহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন ?

আচার্য্য। জ্ঞান বস্তুটি সর্ব্ব প্রকার কল্পনারহিত, ইনি অজ অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত। এই জ্ঞান বস্তুটি পরমার্থ সত্য জ্ঞেয়রূপী ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। আত্মাকে সম্যকরূপে যাঁহারা অনুভব করেন সেই ব্রহ্মবেত্তাগণই উহা বলেন।

শিষ্য। সর্ব্বপ্রকার কল্পনা হইতে বর্জ্জিত বলিয়াই অজ—ইহা ভাল করিয়া বলুন।

আচার্য্য। **"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ"** **"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং"** ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে মনই তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই কল্পক—সকলের কল্পক যিনি তিনি কল্পিত নহেন—এই সিদ্ধান্তদ্বারা জানা যায় যিনি সর্ব্বকল্পনা হইতে বর্জ্জিত—আর যেহেতু সর্ব্বকল্পনা হইতে বর্জ্জিত সেইজন্য ইনি অজ। ইনিই জ্ঞপ্তিমাত্র জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। এই আত্মা পরমার্থ সৎ জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শ্রুতি ও বলিতেছেন **অয়মাত্মা ব্রহ্ম**—এই আত্মাই ব্রহ্ম—**নান্যঃ পরমেষ্ঠি** এই আত্মা হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম নহেন—কারণ **তত্ত্বমেব ত্বমেবতৎ তত্ত্বমসি** ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—এই জন্য ব্রহ্মবেত্তাগণ জ্ঞানরূপ আত্মাকে জ্ঞেয়রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। **নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপোবিদ্যতে** (অগ্ন্যুষ্ণবৎ) **বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম** অগ্নির উষ্ণতার মত বিজ্ঞাতার জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় না বিজ্ঞান আনন্দ রূপ ব্রহ্ম, সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জ্ঞান, ব্রহ্মরূপ জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন।

শিষ্য। আচ্ছা এই জ্ঞান কিরূপ—জ্ঞানের বিশেষণ কি কি ?

উৎসব।

—ঃ*—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ	পৌষ, সন ১৩৩০ সাল।	৯ম সংখ্যা

প্রতীক্ষা।

তোমারে ভুলিয়ে গিয়ে,
এসেছি এ পরবাসে।
কি যে এক মহাভুল
ঘিরেছে আমারে এসে॥
হলেও এ পরবাস
সকলে আমারে চায়।
ভুলায়ে রাখিতে মোরে
কতনা যতন হায়॥
নানাসাজে নানারূপে
প্রকৃতি ভুলাতে আসে।
ভুল দেশে ভুল খেলা
দেখে গো নয়ন ভাসে।
কিন্তু আর ভুলিবনা
পেয়েছি তোমার সাড়া॥
তোমাতে বিশ্রাম পেতে
হয়েছি পাগল পারা।

প্রতিদিবা প্রতি নিশি
কেটেযায় প্রতীক্ষায়।
কবে চরণেতে স্থিতি
করে দেবে দয়াময় ?

অযোধ্যা কাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

১০ম অধ্যায়।

দেবী কৌশল্যার ক্রন্দন ও স্বস্ত্যয়ন।

"গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ"
* * * * ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥" বাল্মীকি।
"সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতম্॥ ব্যাসদেব

(১)

লক্ষ্মণ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না—মনে মনে তাঁহার কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইয়া গেল। আর কৌশল্যা ? মায়ের প্রাণ তত্ত্বকথাতেও শান্ত হইতে চায় না। রামকে পিতার নির্দ্দেশ পালনে বদ্ধপরিকর দেখিয়া বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে মাতা বলিতে লাগিলেন—রাম তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ, তুমি সর্ব্বভূত প্রিয়ম্বদ! তুমি কখন দুঃখের মুখ দেখ নাই। রাম! রাজার পুত্র তুমি—তুমি কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া—ক্ষেত্র পতিত শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবে? যাহার ভৃত্যগণ, যাহার দাসগণ উপস্কৃত মাংসাদি ভোজনশীল সেই রাম কিরূপে বনে বনে ফল মূল ভক্ষণ করিবে? রাম! তুমি গুণবান্ তুমি রাজার দয়িত—বল রাম—তোমার নির্ব্বাসন—এ কথা কেই বা বিশ্বাস করিবে, আর তোমার বনবাস সত্য—ইহা জানিয়া কেই বা পিতামাতা হইতে ভীত না হইবে? এই লোকে মানুষের সুখ দুঃখ যোজনাকারী কৃতান্তই—দৈবই বলবান্ বলিয়া আমি জানিতেছি কেননা লোকের অভিরাম

তুমি—সর্ব্ব লোক রমণীয় দর্শন তুমি—তুমি দৈব প্রভাবেই বনে গমন করিতেছ। পুত্ররে! শীতের অন্তে—অতি গ্রীষ্মে সূর্য্য যেমন তৃণ সকলকে শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করে সেইরূপ রামশূন্য আমি—আমাকে এই নিদারুণ বিরহ শোকাগ্নি শোষণ করিয়া দগ্ধ করিবে। আহা! আমা হইতে জাত তুমি—তোমার অদর্শন জনিত চিন্তা, বায়ুরূপে এই মহান্ শোকাগ্নিকে প্রবল করিবে—আমার বিলাপ দুঃখ ইহার ইন্ধন (কাষ্ঠ) হইবে, আমার নিরন্তর রোদনাশ্রু জল ইহার আহুতি হইবে, কবে তুমি আসিবে এই চিন্তা জনিত বাষ্প ইহার মহাধুম হইবে, আর আমার দীর্ঘশ্বাস বায়ু এই অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া—উদ্দীপিত করিয়া—আমায় কৃশ করিয়া করিয়া পোড়াইবে। বৎসরে অনুগামিনী ধেনুর ন্যায় যেখানে আমার বৎস যাইবে আমি রাম! তোমার অনুগমন করিব। আহা মাতার এই করুণ বিলাপ কে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে? মাতা যে ভাবে এই বাক্য বলিলেন পুরুষর্ষভ রাম তাহা শুনিয়া ভৃশদুঃখিতা মাতাকে বলিতে লাগিলেন—মা! রাজা ত কৈকেয়ী দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছেন, আমি বনগমন করিলে তুমি ও যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুগমন কর তবে রাজাত নিশ্চয়ই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। বুঝি রাজার অবস্থার ছবি মাতার সম্মুখে না ফুটাইয়া তুলিলে—মায়ের মন এই দুঃখের গুরুভারে এখুনিই বিদীর্ণ হয় তাই ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—মা! স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ ত অতিশয় নৃশংস কার্য্য—নিতান্ত গর্হিত কার্য্য আপনি মনেও কখন এই মহাপাপ কার্য্যের চিন্তা আনিবেন না। যতদিন পৃথিবীপতি কাকুৎস্থ আমার পিতা জীবিত আছেন আপনি তাঁহার সেবা করুন—এইত মা সনাতন ধর্ম্ম। শুভদর্শনা কৌশল্যা রাণী অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে এখন প্রীতিসহকারে বলিলেন "তাহাই হইবে"। নিতান্ত দুঃখিতা জননীর অঙ্গীকার শুনিয়া রাম আবার বলিতে লাগিলেন—মা! আমার এবং আপনারও কর্ত্তব্য রাজার শুশ্রূষা করা। আমি বনগমন করিয়া পিতার বাক্য পালন করিব আপনিও তাঁহার শুশ্রূষা করুন। রাজা আপনার ভর্ত্তা, গুরু, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের সকলের ঈশ্বর, তিনি প্রভু। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ মহারণ্যে পরম প্রীতি সহকারে বাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমার কথা মত চলিব।

পুত্রবৎসলা কৌশল্যা বড়ই আর্ত্তা হইয়াছেন। বাষ্পপূর্ণ লোচনে মা তখন প্রিয় পুত্রকে বলিতেছেন রাম! স্বামী সেবাই স্ত্রীলোকের সনাতন ধর্ম্ম জানি। কিন্তু রাম শূন্য হইয়া সপত্নী মধ্যে বাস করিতে আর আমি পারিবনা। কাকুৎস্থ!

যদি তোমার পিতার অভিলাষানুসারে বনগমনেই অধ্যবসায় হইল তবে আমাকেও বনে লইয়া চল। মা কাঁদিতেছেন—রাম আবার বলিতে লাগিলেন—

জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা দৈবতং প্রভুরেব চ॥

জীবিতাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা—স্বামীই প্রভু। রাজা আপনার এবং পিতৃত্ব হেতু আমারও আজ প্রভু। ধীশক্তি সম্পন্ন লোকনাথ রাজা জীবিত থাকিতে আমরা অনাথ নহি। মা! সপত্নী হইতে আপনার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই কারণ ভরতও ধর্ম্মাত্মা—ভরত সর্ব্বভূত প্রিয়ম্বদ। ভরত সর্ব্বদা ধর্ম্মরত বলিয়া সেও আপনার অনুবর্ত্তী হইবে। মা! আমি এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে যাহাতে রাজা পুত্রশোকে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হন আপনি বিশেষ সতর্ক হইয়া তাহাই করিবেন, যাহাতে এই দারুণ পুত্র শোক তাঁহাকে বিনাশ না করে আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। আপনি বৃদ্ধ রাজার হিতসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন।

ব্রতোপবাস নিরতা যা নারী পর মোত্তমা।
ভর্ত্তারং নানুবর্ত্তেত সা চ পাপ গতির্ভবেৎ॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্॥
অপি যা নির্ণমস্কারা নিবৃত্তা দেব পূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।
এষ ধর্ম্মস্ত্রিয়া নিত্যো বেদেলোক শ্রুতঃস্মৃতঃ।

যে নারী ব্রত এবং উপবাসাদিতে নিষ্ঠাবতী, যিনি অন্যান্য সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা, তিনিও যদি স্বামীর বাক্য না শুনেন তবে তাঁহার পাপলোকে গতি হয়। কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতাকে নমস্কার নাও করেন, যদি তিনি দেব পূজাদি নাও করেন, কিন্তু তিনি স্বামীর শুশ্রূষা করেন এবং স্বামীর অপাততঃ অপ্রিয় হইলেও হিতকার্য্য করেন এবং আপাততঃ প্রিয় হইলেও অহিত ত্যাগ করেন তবে তিনি সদ্গতি লাভ করেন। স্বামী শুশ্রূষা দ্বারাই স্ত্রীলোকে উত্তম স্বর্গ লাভ করেন। এই স্বামী সেবারূপ ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের নিত্য ইহা বেদে শ্রুত হওয়া যায় আর লোকে স্মৃতি শাস্ত্রেও স্মৃত। তবে কি মা অন্য কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে হইবে তাহাও নহে। ভর্ত্তৃ সম্মত অগ্নি কার্য্যে সমাহিত মনে আপনি দেবতাদিগের পূজা করুন এবং আমার মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করুন। এই ভাবে আপনি ব্রত ধারণ করিয়া, নিয়তাহারা হইয়া পতিশুশ্রূষায় রত থাকিয়া আমার

আগমনা কাঙ্ক্ষিণী হইয়া কালের প্রতীক্ষা করুন। যদি রাজা সেই পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন তবে আমি ফিরিয়া আসিলে আপনার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে।

পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কৌশল্যা বাষ্প পর্য্যাকুল লোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন—রাম! আমি তোমার বনগমনে দৃঢ় নিশ্চিতা বুদ্ধিকে নিবারণ করিতে পারিলাম না। বীর! নিশ্চয়ই ইষ্ট বিয়োগাদির জনক কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুরূহ। পুত্র! তুমি বনগমনে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছ—গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক—তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার দুঃখ দূর হইবে। হে মহাভাগ! হে চরিত ব্রত! তুমি পিতাকে অঋণী করিয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব। হায় পুত্র! কালের গতি চিরদিনই এই পৃথিবীতে সকল বুদ্ধির অগোচর আর সেই কৃতান্তই তোমাকে আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া বনগমনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। মহাবাহো! এখন তবে তুমি গমন কর আর মঙ্গলে মঙ্গলে পুনরায় আইস। তখন তুমি তোমার নির্ম্মল মনোহর সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে আনন্দিত করিবে। তোমার আদর্শন ত আমি সহ্য করিতে পারিনা রাম—আহা! তুমি জটাবল্কল ধারী হইয়া তোমার সেই আগমন কাল এখুনি আসুক। এখুনি ফিরিয়া আইস; পুত্ররে!

হরি হরি একি দৃশ্য। পূর্ব্বজন্মের অদিতি—বামন অবতারে মাতা ইহ জন্মের ঈশ্বরের মাতা এই মহারাণী—আহা! প্রাণ যেন আর মুহূর্ত্ত কালও ঐ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুকুমার দেহে থাকিতে চায় না—মায়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার ভাষাও বুঝি ভগবান্ বাল্মীকি পান নাই—বুঝি এই শোকের ভাষা নাই। মার আমার একচক্ষে ভরিত অশ্রু প্রবাহ সংরুদ্ধ অপর চক্ষে পুত্রের মঙ্গল কামনার প্রবল উৎসাহ। মহারাণী একহস্তে বক্ষ চাপিয়া অপর হস্তে স্বস্ত্যয়ণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আহা! ভারত মাতা তুমি! মা! তোমাকে কি তোমার পুত্র কন্যাগণ ছাড়িয়া দিয়াছে? আহা! পুত্রের ধর্ম্ম কথায় "তাহাই হইবে"; "আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না" এই সমস্ত কি আর আমরা দেখিব? মা! তোমার আদর্শ কি আর আসিবে না? আর শ্রীভগবানের এই সনাতন ধর্ম্ম! ঠাকুর! ইহা কি তুমি মাতাকে সান্ত্বনার জন্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে—এই যে তোমার শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি উক্তি "নিবোধ মামেব হি সৌম্য সৎপথঃ"—এই যে তোমার "এষ ধর্ম্ম স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ" একি শুধু ভ্রাতার প্রতিই উপদেশ? একি শুধু মায়ের প্রতিই উপদেশ? না—শ্রীলক্ষ্মণকে, শ্রীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তুমি জগতের নর নারীকে এই সনাতন

ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছ? আর ভগবান্ বাল্মীকি তাহাই জগতের কল্যাণের জন্য জগতের মহান্ গ্রন্থ এই রামায়ণে চিরদিনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন? আর তোমার আচরণ? আমি পিতাকে অঋণী করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে ফিরিয়া আসিয়া "পরম প্রীত্যা স্বাস্থামি বচনে তব"—আহা! এই সামঞ্জস্য আবার কি ভারতে ফিরিয়া আসিবে?

(২)

মহাদেবী কৌশল্যা একক্ষণেই হৃদয়ের প্রবল বেগের উপর ধৈর্য্যের পাষাণ চাপাইয়া পবিত্র জলে আচমন করিলেন, করিয়া সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল্যবাক্য বলিয়া বলিয়া সকলের কাছে কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।—কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন।

ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্ত্তস্ব বর্ত্তস্ব চ সতাংক্রমে॥

রঘূত্তম! আমি তোমাকে ফিরাইতে পারিলাম না—তুমি গমন কর—কৌশল্যার কি হইতেছে? যাও বলিয়া তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন শীঘ্র ফিরিয়া আইস। বৎস সাধুমার্গে থাকিও।

যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দ্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥

রঘুশ্রেষ্ঠ! যে ধর্ম্ম তুমি এত প্রীতির সহিত, এত নিয়মের সহিত রক্ষ করিতেছ সেই ধর্ম্ম তোমার রক্ষা করুন।

যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষুচ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ॥

পুত্র! দেবালয়ে তুমি যে সমস্ত দেবতা ও ঋষিকে প্রণাম করিয়া থাক তাঁহারা তোমাকে বিপিনে রক্ষা করুন। পুত্রের রক্ষার জন্য মাতা ত কাহারও পূজা বাদ দিতে পারিলেন না। ভগবান্ বিশ্বামিত্র প্রদত্ত অস্ত্র তোমায় রক্ষা করুন, পিতা মাতাকে তুমি যে সেবা করিয়াছ, তুমি যে সত্য ব্যবহার করিয়াছ—ইঁহারা তোমাকে রক্ষা করিয়া চিরজীবি রাখুন।

সমিধ্, কুশ, পবিত্র, দেবী, দেবালয়, ব্রাহ্মণেরস্থণ্ডিল, আবাসস্থান, শৈল, বৃক্ষ, হ্রদ, পন্নগ, সিংহ, মহেন্দ্রাদি লোকপাল, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, ধাতা, বিধাতা, মরুৎ, মহর্ষি, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ছয়ঋতু, দ্বাদশমাস, সংবৎসর, দিন, রজনী, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্রসকল, অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত গ্রহগণ—ইঁহারা সকলে তোমার

মঙ্গল করুন। মা ব্যাকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ সকলের কাছেই রামের রক্ষার ভার দিতেছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, ভগবান্ স্কন্দদেব, ইন্দ্র চন্দ্র বৃহস্পতি, নারদ, সপ্তর্ষি, দিকপালগণের সহিত দিক, সিদ্ধ সকল, চল, অচল, বায়ু, কুবের, বরুণ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ সমুদ্র, পর্ব্বত—আমি সকলকে স্তব করিলাম, ইহারা সকলে বনে তোমায় রক্ষা করুন। দিবা, রজনী, সন্ধ্যা, কলা, কাষ্ঠা সকলে তোমার কল্যাণ করুন। দেবতা, দানব সকলে তোমার সুখপ্রদ হউন; ক্রূরকর্ম্মা পিশাচ, ক্রব্যাদ্, দৈত্য, রাক্ষস হইতে যেন তোমার ভয় না হয়। প্লবঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশ, কীট, সরীসৃপ—কেহ যেন তোমায় ক্লেশ না দেয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, বরাহ, বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, মহিষ, ভয়ানক শৃঙ্গী কেহ যেন তোমার শত্রু না হয়। নরমাংস ভোজী ক্রূর জন্তুদিগকে আমি পূজা করিলাম—ইহারা তোমার হিংসা না করুক। তোমার গমন পথ শুভ হউক, তোমার পরাক্রম সফল হউক, ফল মূলাদি বন্য সম্পত্তি সুলভ হউক। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষচারী প্রাণী সকল, এবং সকল দেবতা এবং তোমার শত্রুও যদি কেহ থাকে—ইহাদের হইতে তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, যম—আমি ইহাদের পূজা করিলাম, ইহারা দণ্ডকারণ্য বাসকালে তোমায় রক্ষা করুন। অগ্নি, বায়ু, ধূম, এবং ঋষিমুখ নির্গত মন্ত্র সকল স্নান কালে তোমায় রক্ষ করুন।

সর্ব্বলোক প্রভু ব্রহ্মা ভূতকর্ত্তা তথর্ষয়ঃ।
যে চ শেষাঃ সুরাস্তেতু রক্ষন্তু বন বাসিনম্।

সর্ব্বলোক প্রভু ব্রহ্মা, ভূত কর্ত্তা মরীচি কাশ্যপাদি ঋষিগণ, এতদ্ভিন্ন দেবতাগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। মা! তুমি ভুলিয়াছ—যাঁহার নাম করিলে কেহ শত্রু থাকেনা যিনি সকলকে রক্ষা করেন, যিনি এখানে, ওখানে, সেখানে সর্ব্বত্র থাকিয়াও তোমার এই নরাকার রাম—তাঁহার জন্য মা তুমি পুত্র স্নেহে কতকি করিবে?

মহাদেবী রামের জন্য কত প্রার্থনা করিলেন, পরে দেবতা সকলকে মাল্য দ্বারা পূজা করিলেন, স্তব করিলেন এবং রামের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া তাহাতে হোম করিলেন—হোমের নিমিত্ত নিজেই শ্বেতমাল্য শ্বেতসর্ষপ, সমিধ্, ঘৃত আহরণ করিলেন। উপাধ্যায় রামের শান্তি জন্য যথাবিধি সেই সকল দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা

বাহু বলি প্রদান করিলেন। তিনি তখন মধু, দধি, ও ঘৃতমিশ্রিত অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ব্রাহ্মণগণের হস্তে দিয়া স্বস্তিবাচন ও মাঙ্গল্যস্তব পাঠ করাইলেন। রাণী তখন সেই দ্বিজবরকে অভিলাষানুরূপ দক্ষিণা দিলেন, দিয়া পুনরায় বলিলেন

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবৎ তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতি মঙ্গলং প্রাদাৎ তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুল তেজসঃ।
যদাসীৎ মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
ঋষয়ঃ সাগরাদ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চতাঃ।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভ মঙ্গলম্॥

পুত্র! বৃত্রনাশকালে সর্ব্বদেবনমস্কৃত বাসবের যে মঙ্গল হইয়াছিল সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃত আহরণ কালে বিনতাদেবী গরুড়ের যে মঙ্গল চাহিয়াছিলেন সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃত উৎপাদন কালে দেবী অদিতি মহেন্দ্রের জন্য যে মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন সেই মঙ্গল তোমার হউক। রাম! অনুপম তেজস্বী, ত্রিপদে ত্রিভুবন আক্রমণকারী বিষ্ণুর পাদবিক্ষেপ যে মঙ্গল হইয়াছিল সেই মঙ্গল তোমার হউক। মহাবাহো ঋষি সকল, সাগর সকল, দ্বীপ সকল, বেদ সকল, লোক সকল, দিক্ সকল তোমার শুভমঙ্গল বিধান করুন।

ভামিনী এই বলিয়া রামের-মস্তকে অক্ষত রাখিলেন, এবং গন্ধ দ্বারা রামকে অনুলিপ্ত করিলেন এবং গুটিকা করিয়া বিশাল্যকরণী ঔষধী রামের হস্তে বাঁধিয়া দিলেন এবং মন্ত্রজপ করিয়া স্পষ্ট উচ্চারনে রক্ষা কার্য্য করিলেন। মন্ত্র উচ্চারণে, দুঃখবশবর্ত্তিনী হইলেও জননী পারমার্থউদয়ে যেন হৃষ্ট হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন সপ্তবিংশতি বর্ষ; রাণী আন্তর খেদ জনিত গদ্গদ্ বাক্যে— পুত্রকে আনত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, আলিঙ্গন করিলেন এবং অতি কষ্টে বলিলেন "গচ্ছ রাম যথাসুখম্" রাম যথাসুখে গমন কর। তোমার মনোরথ সফল হউক। আহা! কবে আমি তোমাকে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতে দেখিব? কবে আমি তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি দেখিয়া সুখী হইব? বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কবে তুমি উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আমার

নয়ন গোচর হইবে? আহা! সেই দিন আমার দুঃখ সকল দূর হইবে—সেইদিন আনন্দে আমার বদন প্রফুল্ল হইবে। পুত্র! পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কবে তুমি বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিবে আর আমি তোমাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিব? কবে তুমি মঙ্গলে মঙ্গলে বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার বধূ ও আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবে?

ময়ার্চ্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতায় কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব॥

রাঘব! আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষিগণ, ভূতগণ, দেবগণ, নাগগণ দিক সকল—সকলকে পূজা করিলাম। আহা! কতকাল তুমি বনে বাস করিবে—তাঁহারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী করুন। অতীত অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন শেষ হইল। মাতা তখন পুত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন আর কতবার কতবার ধরিয়া পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহা কেমন দেখাইল? অশ্রুপূর্ণলোচনে অতিগৌরাঙ্গী, নাতিদীর্ঘা নাতিখর্ব্বা, নাতিস্থূলা, নাতিসূক্ষ্মা, মাতা নব নীরদ বর্ণ, উন্নতকলেবর, অতি সুন্দর কমললোচন আপন পুত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন—প্রাণের নিরতিশয় ব্যাকুলতা সব শরীরে অভিব্যক্ত—ইহা কেমন দেখায়? মাতা প্রদক্ষিণ করিলেন আর পুত্র "নিপীড্য মাতুশ্চরণো পুনঃ পুনঃ" মাতার চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক নমস্কার করিলেন। মাতার মাঙ্গল্য দ্রব্য জনিত শোভা সমন্বিত রাঘব তখন সীতার নিকটে বিদায় লইতে চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

৺কাশী মহিমা।

ভৈরবী-তাল—একতালা।

স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই কাশী।

অসি আর বরণা একত্র মিলনে
নাম যার বারাণসী।
ত্রিলোক পাবনী সুর তরঙ্গিণী
যে পবিত্র ক্ষেত্রে উত্তর বাহিনী
যার তীরে নীরে যোগিঋষি মুনি
ধ্যান ধরে দিবা নিশি॥
যে পবিত্র ক্ষেত্রে তনুত্যাগ মাত্রে
স্বয়ং শঙ্কর তারক মহামন্ত্রে
যত অপরাধ থাকে দেহ যন্ত্রে
হরেন শিয়রে বসি॥
মহাপুণ্যবান অতি দুরাচারী
পাত্রাপাত্র যোগ্যাযোগ্য না বিচারী
অন্তে যদি পায় এই কাশীপুরী বিশ্বেশ্বরে যায় মিশি॥
যোগ যাগ ধ্যান যে জন না করে
আত্মজ্ঞানাভাবে যে ঘোরে আঁধারে
সদা মতি যার বড় পাপাচারে
সে যদি লভে এই কাশী
যত অপরাধ ক্ষমি বিশ্বনাথ
সকরুণায় তারে করেন আত্মসাৎ
জন্মের মত ঘুচে যায় যাতায়াত
মুক্তি পায় অবিনাশী॥
মৃত্যু যথা হয় বান্ধব সমান
তনুত্যাগ মাত্রে পায় গো নির্ব্বাণ
ত্রিভুবন মাঝে হেন পুণ্যস্থান
একমাত্র বারাণসী

শমন শাসন বারণ যেখানে
সদা কলধ্বনি হরগুণ গানে
হ'ক মহাপাপী শান্তি পায় প্রাণে
সুরধনী তীরে বসি।
বিষ্ণু চক্রতীর্থ মনিকর্ণিকায়,
গঙ্গাসম্মিলনে আনন্দ খেলায়
নিত্যানন্দপুরি সদানন্দ যায়
বিরাজেন দিবানিশি।
হেন মহাতীর্থে শ্রীরাম কমল
যদি মুদিতে পারে এ আঁখি যুগল
জনম জীবন হইবে সফল
কহে আঁখি জলে ভাসি॥

শ্রীরাম কমল ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ।

প্রাপ্তি কি হইল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলা হইল—ভক্তের প্রাপ্তি হইল নিত্য ভগবান বা নিত্য গোলক, বা নিত্য বৃন্দাবন বা নিত্য বৈকুণ্ঠ—এই সব স্থানে নিত্য সেবা, নিত্য দেখা, নিত্য শোনা, নিত্য আদর করা—নিত্য আদর পাওয়া—নিত্য মালা গাঁথা—নিত্য মালা পরান, এক কথায় নিত্যপূজা—নিত্য কথা কওয়া—নিত্য কথা শোনা ইত্যাদি।

ভক্তের প্রাপ্তি সম্বন্ধে আরও কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। সবার কাছে প্রয়োজনীয় হইবে কি না হইবে তাহা দেখিবার অবসর আমার নাই আমার কাছে কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

গোলক কোথায়, নিত্যবৃন্দাবন কোথায়, নিত্য বৈকুণ্ঠ কোথায়, ইহা দেখিবার জন্য ভক্ত ব্যস্ত হন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন আছে—ভক্ত তাহাতেই বিশ্বাস করেন। কখন ত দেখিলাম না—কবে যাইব—কবে দেখিব ইহার জন্য তিনি তত অস্থির হন না যত অস্থির হয়েন স্মরণ জন্য—যত ব্যাকুল হন নাম করার জন্য। গুরু

মুখে 'নিত্য নাম লইয়া থাকা যায় কিরূপে' তাহা তিনি জানিয়া লইয়াছেন—এখন তাঁহার সকল চেষ্টা নিত্য নাম করার জন্য—আর যা কিছু প্রাপ্তি তা ত আমার ঠাকুরই বহিয়া আনিবেন—তাত আমার ঠাকুরই দিয়া দিবেন—আহা এমন ঠাকুর আমার! তিনি যে বলিয়াছেন তুমি আমায় লইয়া সর্ব্বদা থাক আমি তোমার "যোগ ক্ষেমংবহাম্যহম্" আমিই তোমাকে হাতে ধরিয়া পার করিয়া দিব "তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ"—কি করিয়াছ কি না করিয়াছ—কি হইবে—কি না হইবে—যাহা গত হইয়াছে তাহাও ভাবিওনা—আর ভবিষ্যতেই বা কি হইবে তাহাও ভাবিওনা শুধু উপস্থিত সময়ে সদা আমায় লইয়া থাকিতে প্রাণপণে কর তোমার আর সকল ভার আমার উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নাম কর—যাহা হয় হউক—সব অগ্রাহ্য করিয়া নাম করিয়া যাও "মামেকং শরণং ব্রজ" জানিও "অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ"। কোন ভয় নাই—করিয়া যাও—ভক্ত এই কথাই শোনেন তাহার জন্যই প্রাণপণ করেন। ইহার জন্যই তাঁহার চেষ্টা তাঁহার প্রার্থনা।

মৃত্যুশয্যায় যখন মানুষের সব অসাড় হইয়া যায় তখন ভক্ত লক্ষ্য করেন মুমূর্ষুর হৃদয়ে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন উঠে ও পড়ে। চক্ষু আর দেখেনা—কর্ণ আর শোনেনা—হস্ত আর নড়েনা—চরণ আর ফিরে না—সব ছাড়িয়া যায়—থাকেন মাত্র শ্বাস—তিনি যেন মুমূর্ষুর জন্য কোন কিছু প্রস্তুত করেন—সবাই ছাড়িয়া যায়—শ্বাস কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সঙ্গে লইয়া যান—জীবকে আবার ভজিবার সুবিধা দেন। ভক্ত ইহা লক্ষ্য করেন আর সুস্থ অবস্থাতে ও এই শ্বাসের গতা গতি লক্ষ্য করেন। এই প্রাণের উঠা নামার সঙ্গে তিনি দেখেন প্রাণ যেন কাহারও নাম করিতেছেন। শ্বাস যেন বাহিরে আসিবার সময় কোন মন্ত্র জপেন আবার ভিতরে আসিবার সময় ও কিছু জপ করেন। জপ যেন জীবের নৈসর্গিক কর্ম্ম—স্বাভাবিক ভজন। ভক্ত এই স্বাভাবিক জপের সঙ্গে নিজের জপ মিশাইয়া সর্ব্বদা জপ লইয়া থাকিতে অভ্যাস করেন। পুরাতন কর্ম্ম যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—পুরাতন অভ্যাস ত বাধা দিবেই—তিনি পুরাতন অভ্যাসের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নূতন অভ্যাস ধরিয়াই জীবন কাটাইতে চান—ইহা হইলেই তাঁর সব হইল—বাকী যাহা তাহা ত তাঁহার ঠাকুরই করিয়া দিবেন বলিয়াছেন—তাঁহার কথার নড়চর হইতেই পারে না—এই বিশ্বাসই ভক্তের জীবন। তিনি আরও দেখেন যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত জীবের বৈরাগ্য অতিশয় প্রবল। মুমূর্ষু শেষ কালে স্ত্রী পুত্র কন্যা ধন জন সংসার, বিষয় কিছুই দেখিতে চায় না—অতি

প্রিয় পুত্র কন্যা নিকটে আসিলেও বলে "আর কেন—তোমরা এখন যাও" এখন আমার কার্য্য অন্য। যদি থাক তবে আমায় নাম শোনাও—নাম কর নাম ডাক। নাম ডাকা শিথিল হইলে ইঙ্গিতে জানায়—শিথিল করিওনা—ডাক—ডাক—আমি বলহীন—আমি আপনি পারি না—তোমরা আমার শেষের সঙ্গীর নাম শোনাও—আমার শেষের বন্ধুর নাম ডাক। তোমরা বল দাও—নাম কর—তোমাদের ডাকা নাম আমার কর্ণে আসুক—আমার প্রাণ সেই আমার চির পরিচিতের সাড়া পাউক। ভক্ত ইহা লক্ষ্য করেন। ভক্ত সুস্থ সময়েও একান্তে নাম জপেন আর লোক সঙ্গেও মনে মনে সকলের কাছে প্রার্থনা করেন—তুমি ত সকলের সঙ্গেই আছ—তুমি আমাকে তোমার নামে রাখ। স্থাবর যাহা কিছু তাহাদের নিকটেও প্রার্থনা করেন। বৃক্ষ, লতা, ফুল, আকাশ, তারা, সমুদ্র, পর্ব্বত, পশু, পাখী, নদী, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, তোমরা স্ফুটস্বরে বা অস্ফুট স্বরে, তোমরা তাঁর নাম শোনাও। ভক্তের একমাত্র কর্ম্ম এই নাম করা—আর নাম লেখা। এত বড় আকাশ—ভক্ত সেই আকাশেই নাম লেখেন, তারায় তারায় নাম লেখেন, চন্দ্রে সূর্য্যে নাম লেখেন, মানুষে পশুতে নাম লেখেন। অসুস্থ হইলে সুন্দর শ্যাম পল্লবাবৃত বৃক্ষ লতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—তোমরা সুস্থ আমাকে স্বাস্থ্য দাও আমাকে সুস্থ রাখ—আমি সুস্থ হইয়া তোমার নাম করি। শেষে আপনার সর্ব্বাঙ্গে নাম লিখিয়া লিখিয়া তিনি নামের মানুষ হইয়া সর্ব্বদা নাম করেন—আবার লোকের চক্ষে চক্ষে নাম লিখিয়া ভরিয়া ফেলেন আর দেখেন সবার দৃষ্টিতে তাঁরই দৃষ্টি, তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত যেন কি বলিতেছে। ভক্ত এই লইয়াই ব্যস্ত মৃত্যুর পরে সে কোথায় যাইবে এই ভাবিবার অবসর তাঁর নাই। মরণোত্তর গতির কথা ভক্ত শোনে—তার দেবতাই ত বেদ—তার দেবতার বাক্যই শাস্ত্র বাক্য—গোলমালের কথা লোকে যা তুলে সে নাম করিয়া সারটুকু গ্রহণ করে "অথঃ কোলাহলঃ" অগ্রাহ্য করে। আহা! এই ভাবে নাম লইয়া থাকা কত সুখের। কত নিশ্চিন্ত অবস্থা ইহা। কত নির্ভয়ের অবস্থা ইহা। সেই যে অভয় দিয়া দেয়।

ভক্ত নাম লইয়াই খালাস। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে কি করিতে হয় তাহা ত তার গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন—গুরুই ত তিনি। গুরু বলিয়া দিয়াছেন "জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুন র্জপেৎ জপ ধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ"। এই তার সব কর্ম্ম। আর ভাবনা তার নাই—কাহারও জন্য কোন উদ্বেগ নাই—দুঃখই আসুক বা সুখই আসুক—সব সহ্য করা—সব অগ্রাহ্য

করা—আর একমাত্র লক্ষ্যে মন স্থির করা; ইহাই নাম। ইহাই নামের মালা গলায় পরা এবং নামের মালা স্থাবর জঙ্গম সকলকে পরাইয়া দেওয়া।

ভক্তের প্রাপ্তি এই পর্য্যন্ত থাকিল—এখন জ্ঞানীর প্রাপ্তি কি তাহাই দেখা যাউক।

ভক্তের প্রাপ্তি ভগবান্ আর জ্ঞানীর প্রাপ্তি কি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু? ভগবান্ ভিন্ন আর যাহা কিছু জগতে আছে বলিয়া মনে হয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞানীও ভক্তে কথঞ্চিৎ মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু ভগবান সম্বন্ধেও কি মতভেদ থাকিবে? ভগবান্ ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই এ কথা ভক্ত ও বলেন আর জ্ঞান ও বলেন। তবে ভক্ত বলেন জগৎটা ভগবানের দেহ আর জ্ঞানী বলেন অবিদ্যা ব্রহ্মকেই জগৎ রূপে দেখায়। এই ব্রহ্ম অসীম অপার চিৎ স্বরূপ। আকাশকে কথঞ্চিৎ ইঁহার সহিত তুলনা করা যায়—তাই ইহাকে চিদাকাশ বলা হয়। ইনিই পরমাত্মা। ইনিই ভগবান্। ইঁহাতে চেত্য অর্থাৎ দৃশ্য জগদ্ভাব একেবারেই অসম্ভব। স্বরূপে যিনি নিরবয়ব সেই নিরবয়ব নিরাকার চৈতন্য হইতে এই অবয়ব বিশিষ্ট, আকার বান, জড়টা উঠিতেই পারে না। এই জন্য জ্ঞানী নিশ্চয় করেন—

"অতো বিশ্বমনুৎপন্নং" বিশ্বটা উৎপন্নই হয় নাই। যদি বল তবে যেটা দেখা যাইতেছে সেটা কি? উত্তরে জ্ঞানী বলেন "যদুৎপন্নং তদেব তৎ" যে বিশ্বটা উৎপন্ন মত দেখা যাইতেছে সেটা সেই ব্রহ্মই। রজ্জু সম্বন্ধীয় অজ্ঞানে যেমন রজ্জুটাই সর্পরূপে দেখা যায় সেইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞানে ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখা হইয়া যাইতেছে। কিরূপে দেখা হয় যদি জিজ্ঞাসা কর জ্ঞানী তদুত্তরে বলেন—যেমন সূর্য্যের প্রকাশ, আপনা আপনি বহু হয়, আবার সেই প্রকাশের বাহিরে যে প্রতাকারে স্পন্দন, সেই স্পন্দন নীল পীতাদিরূপে বিচিত্র হয়, সেইরূপ এই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িক বাসনাদি মার্গে যে স্পন্দন তাহাই এই জগৎরূপে দাঁড়াইয়াছে। জগৎটা কি এসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রবন্ধ ইহা নহে—সেইজন্য আমরা আর কিছু বলিলাম না। ভক্ত যে বলেন এই জগৎটা ঈশ্বরের দেহ—তাহা হইলে বলিতে হয় ভগবানের এই জগৎ দেহ কখন থাকে কখন থাকে না। যিনি নিত্য তাঁহার দেহ কিন্তু অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহা নিত্যের মত চিরদিন থাকে না। বিশ্ব সম্বন্ধে এইরূপ পার্থক্য আছে কিন্তু ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানী ও ভক্তের মতভেদ থাকিবে কিরূপে? ভগবান্ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। এই চৈতন্য চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। এই চৈতন্য প্রকাশ স্বরূপ, জ্ঞান

স্বরূপ। মানুষের জ্ঞান—জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধেই হয়। অর্থাৎ বস্তু থাকিলেই জ্ঞান হয়। কিন্তু ভগবৎ জ্ঞান কোন বস্তু অপেক্ষা করে না। কোন কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নাই তথাপি জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি আছেন। এইরূপ তিনি আনন্দ স্বরূপ। মানুষের আনন্দ বস্তু অপেক্ষা করে কিন্তু আনন্দ স্বরূপ যিনি তিনি কোন বস্তু ধরিয়া আনন্দ পাননা—কোন কিছু থাকুক বা না থাকুক তিনি আপনিই আনন্দ। স্বরূপে যিনি সৎ চিৎ আনন্দ—তিনি অনেজৎ—তিনি সর্ব্ববিধ চলন শূন্য—সর্ব্ববিধ কম্পন শূন্য। এইরূপ কম্পন শূন্য চলন শূন্য আর কিছুই নাই বলিয়া তিনি এক। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "অনেজদেকং"। এই চৈতন্য স্বরূপে আপনি আপনি। এই চিৎ কখন চেত্য-রূপে পরিণত হননা। কারণ চিৎ অপরিণামী অব্যয় অদ্বয়। সুতরাং তিনি রূপান্তর ধারণ করেন না যখন এই প্রভু আপনি আপনি থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। সৃষ্টি যখন হয় তখন বিশুদ্ধ চিৎ মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন যেন হয়েন। মায়ার গর্ভে এই জগৎ থাকে। বিশুদ্ধচিৎ মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতেই এই চেত্যজগৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চিৎ দর্পণ স্বরূপ—জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্ব। মায়া কি ? না চিদাকাশই মায়িক বাসনাদি স্বপ্নে জগদাকারে প্রতিভাত হইতে-ছেন। মায়া স্বীকার করিলেই—মায়িক বাসনাদি স্বপ্ন তুলিলেই ব্রহ্মে জগৎ প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠে। ইহা স্বভাবতঃই হয়। জগতে যাহা কিছু আকারবান্ দেখা যায় তাহা মায়াশবলিত মায়িক বাসনাদি দ্বারা আবৃত ব্রহ্মই। বহুবাসনার বিচিত্র কল্পনা—বিচিত্র আকার বিচিত্র জগদাকারে ভাসে। চিৎই মায়া আশ্রয়ে বিষ্ণু মূর্ত্তি—রুদ্রমূর্ত্তি—ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে। চিৎই মায়া দ্বারা আবৃত মত হইয়া জগৎগত পদার্থের আকার ধারণ করেন।

আরও দেখ ব্রহ্ম তিনপাদে সর্ব্বদা পরমশান্ত অবস্থায় আছেন। কেবল অবিদ্যাপাদে বিন্দু মত স্থানে—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে মাত্র। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" আমি একাংশ দ্বারাই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছি।

"আপনি আপনি" স্বরূপ হইতে তিনি সমষ্টি জগৎরূপে যখন ভাসেন—সর্ব্ব বলিয়া বস্তু থাকে বলিয়া তিনি সর্ব্বব্যাপী বেষ্টনশীল বিষ্ণু সগুণ ব্রহ্ম। আবার সর্ব্ব না থাকিলে তিনি আপনি আপনি পরমপদই—পরম ব্যোমই।

যিনি আপনি আপনি নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমপদ বা পরম ব্যোম, তিনিই আবার "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" তিনি অব্যক্তমূর্ত্তিতে জগৎব্যাপিয়া থাকেন। ইহাই নির্গুণের সগুণ ব্রহ্ম হওয়া। সমষ্টিভাবে যিনি সগুণ বিশ্বরূপ

তিনিই আবার প্রতি বস্তু সৃজন করিয়া তাঁহার মধ্যে আত্মারূপে—জীবাত্মারূপে অবস্থিত। "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ" আপনাকে জগৎরূপে সৃজন করিয়া প্রতি সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই তিনি আত্মা। যিনি নির্গুণ সগুণ ও আত্মা তিনিই আবার জগতের ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে স্বরূপে নিরাকার থাকিয়াও নরাকার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন—ইহাও মায়া সাহায্যেই করেন।

অজোঽপি সন্ন ব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ॥

অজ হইলেও, অব্যয়স্বরূপ হইলেও, ভূত সকলের ঈশ্বর হইলেও, নিজ-প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।

তবেই হইল যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ, তিনিই জীবে জীবে আত্মা, আবার তিনিই অবতার। যিনি অবতার তাঁকে যদি কেহ বলেন তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি আবার প্রতি জীব হৃদয়ে, তিনিই আবার মহাপ্রলয়ে আপনি আপনি সচ্চিদানন্দ—তবেই না ঈশ্বর কি ধরা যায়। নতুবা নির্গুণ টি ধরিয়া যদি তাঁর সগুণ মূর্ত্তি, আত্ম মূর্ত্তি ও অবতার মূর্ত্তি অস্বীকার করা যায় আথবা অবতারটি ধরিয়া তাঁহার আত্মামূর্ত্তি সগুণ বিশ্বরূপ ও নির্গুণ আপনি আপনি ভাব অস্বীকার করা যায় তবে ভগবান্ কি তাহা বুঝা যায়না। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার ইহার কোন একটি বাদ দিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য কিছুতেই হইতে পারেনা। যে ঈশ্বর বলিতেছেন "নব দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" আমি নবদ্বার পুরী এই দেহে দেহী হইয়া আপনিও কিছু করিনা—কাহাকেও কিছুই করাইনা—সেই ঈশ্বরই বলিতেছেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" আমি তাহাদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি, "মামেকং শরণং ব্রজ—অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িশ্যামি মা শুচঃ" আমার শরণ গ্রহণ কর আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিওনা—কিছুই করিনা, করাইনা ইহার সহিত তোমাকে উদ্ধার করিব সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব—এই বিরুদ্ধ বাক্য সকলের সামঞ্জস্য কোথায়? আবার শ্রুতি যে বলিতেছেন "অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত আমি, আবার মনের অপেক্ষা দ্রুতগামী; "আসীনো দূরং ব্রজতি" "শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" একস্থানেই আছি অথচ দূরে ভ্রমণ করিতেছি—এক স্থানে শুইয়া আছি অথচ সর্ব্বত্র যাইতেছি—এই সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কোনই সামঞ্জস্য হয় না—যদি তিনি

সমকালে নিগুর্ণ সগুর্ণ আত্মা ও অবতার না হন। অবতার যিনি হইয়াছেন তিনিই স্বরূপে আপনি আপনি নিগুর্ণ আবার মায়া অবলম্বনে সগুণ ও জীব, কাজেই যিনি নিগুর্ণ আপনি আপনি তিনি ঐ আপনি অবস্থায় বলেন কিছু করিওনা আর করাইও না, আবার গুণময় ঈশ্বর ভাবে বলেন আমি সবই করি; আপনি আপনি ভাবে তিনি "অনেজদেকং" কিন্তু সগুণভাবে "মনসোজবীয়ঃ"; নিগুর্ণে "আসীনঃ শয়াণ" আর সগুণে "দূরং ব্রজতি"; 'যাতি সর্ব্বতঃ' ইত্যাদি।

তবেই হইল ভক্তের প্রাপ্তির বস্তু এবং জ্ঞানীর প্রাপ্তির বস্তু একই। জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি দুইটি পৃথক পথ নহে—এক পথেরই দুই শাখা। জ্ঞান ও ভক্তি পৃথক বস্তু নহে কিন্তু জ্ঞানটি ভক্তিরই পরিণাম।

"যথা ভক্তিপরিণামো জ্ঞানং তদবধারয়" ভক্তির পরিণাম জ্ঞান কিরূপে তাহা ধারণা কর।

লক্ষণের ভিন্নতাতে বস্তুর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণে ও ভক্তের লক্ষণে কিছুই ভেদ পাওয়া যায় না। বৈরাগ্য জ্ঞানীরও যেমন ভক্তেরও সেইরূপ। বিচার, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং দেবতাতে একান্ত ভক্তি জ্ঞানীও ভক্তের একই প্রকার। গীতা ভক্তের গুণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনো বুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ॥
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্ বেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ॥
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সমে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

আর গীতা জ্ঞানীর লক্ষণে ভক্তের গুণই বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত দোচ্যতে॥
দুঃখে দ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতঃ স্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্ত ত্বৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভি নন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা॥

জ্ঞানীর লক্ষণ যাহা ভক্তের লক্ষণই তাই সেই জন্য জ্ঞান ও ভক্তিকে একই বলা হয়।

জ্ঞানীর ও ভক্তের প্রাপ্তির বস্তু একই—যদিও ভজন প্রণালীতে কিছু পার্থক্য আছে।

তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে তমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেহপি পরিণামঃ সমদ্বয়োঃ॥

"তোমার আমি" এই বলিয়া ভক্ত ভজন করেন ; "তুমিই আমি" এই বলিয়া জ্ঞানী ভজন করেন। এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের ভগবৎ প্রাপ্তি রূপ ফল একই। আবার যদি ভাল করিয়া দেখ তখন দেখিবে "তোমার আমি" "তোমার আমি" বলিয়া ভজিতে ভজিতে ভক্ত যখন ভিতরে বাহিরে শ্রীভগবানকেই দর্শন করেন তখন বল দেখি "আমি তোমার দাস" এই ভাব কি মনে থাকে ?

আরও দেখ—

যদীশ্বর রসো ভক্তস্তদীশ্বর রসো বুধঃ।
অভাবৈক রস স্তৈতৌ রস কাতরতাং গতৌ॥
শুদ্ধ বোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়ারসাধিকতয়া নতু ভক্তিঃ কদাচনঃ॥

যে ঈশ্বররস ভক্ত আস্বাদন করেন, সেই ঈশ্বর রস জ্ঞানীও আস্বাদন করেন। যেখানে পরমাত্ম রস সেখানে পার্থিব সকল রসেরই অভাব থাকিবেই। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই পার্থিব সমস্ত, রসাভাব রূপ পরম রস লাভে ব্যাকুল।

শুদ্ধ বোধ যেটি সেইটিই কিন্তু রস। এই শুদ্ধ বোধরূপ রস ছাড়া আর যা কিছু রস সমস্তই নীরস। যদি ভজন ব্যাপারে সেই রসের আধিক্য হয় তবে ভক্তি কখনই জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রুতি বলেন—

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম॥

পরমাত্মাতে মন লগ্ন করিতে করিতে যখন দেহাত্মাভিমান গলিত হইয়া যাইবে তখন মন যেখানে যেখানে যাইবে সেইখানেই পরমানন্দে মগ্ন হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে।

ভক্তির আনন্দ ও যাহা, জ্ঞানের আনন্দও তাই। এ আনন্দ পার্থিব কোন আনন্দেরই সমান নহে। শুদ্ধ বোধরূপ রসই এই আনন্দ। ভক্তি ও জ্ঞানে এই একই আনন্দ বলিয়া ভক্তি ও জ্ঞান একই বস্তু।

তথাপি ভক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতেছে ভক্তি ব্যতিরেকে যতই কেন উপায় করনা কিছুতেই জ্ঞান হইবেনা, আর জ্ঞান ভিন্ন সংসার হইতে মুক্তি লাভ কিছুতেই করিতে পারিবেনা। তবেই হইল অগ্রে ভক্তি পরে জ্ঞান পরে সংসার হইতে মুক্তি। জ্ঞানী ও ভক্তের সম্বন্ধে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য কর।

ভক্তির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা সংসার মুক্ত হয়েন তাঁহারা জ্ঞানী। কিন্তু আর একপ্রকার সাধক আছেন তাঁহারা সংসার ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া শ্রীহরির সেবক হইতে চান। সেই জন্য গুরুর আজ্ঞামত চলিতে থাকেন। শ্রীহরিতে অনুরক্তি লাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই প্রকারের সাধক স্বভাব বশতঃ যে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ভক্তি প্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা হইতে প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যান। ইহারাই ভক্ত।

এখানে বেদের কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসন বোধনম্।
সাধনং কাণ্ড যুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীপ্সিতম্॥

বেদে তিন কাণ্ড। কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান। প্রথম দুইটিতে সাধনা শেষটি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর শেষে জ্ঞান লাভ কর।

বিদ্যার অধিকারী ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও অধম। সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত হইয়া—সংসারে বিরক্ত হইয়া যিনি আত্মাতে একাগ্রচিত্ত হয়েন এবং সদ্য সদ্যই মুক্তি চান তিনি উত্তম; ইহার প্রতি "আপনি আপনি" ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। সগুণ হিরণ্যগর্ভকে লাভ করিয়া যিনি ক্রম মুক্তি চান তিনি মধ্যম—ইঁহার প্রতি প্রাণ বিদ্যোপাসনার উপদেশ। সদ্যোমুক্তি এবং ক্রম মুক্তি ইহার কোনটিই যিনি

চাননা, কেবল ভোগই যাঁর ইচ্ছা তিনি অধম। তাঁহার প্রতি সংহিতাদির উপাসনার উপদেশ।

প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানীর প্রাপ্তির কথা আলোচনা করা হইল। এক্ষণে জ্ঞানীর সংসার ভ্রমণের কথা একটু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্ত বারি নিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃত সংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

সমস্ত জগৎই নন্দনবন, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সমস্ত বারিপ্রবাহই গঙ্গাজল সমস্ত কার্য্যই পুণ্যকার্য্য, প্রাকৃত বা সংস্কৃত সকল বাক্যই বেদ বাক্য, পৃথিবীটাই কাশীক্ষেত্র, যিনি পরমব্রহ্মকে দর্শন করেন তাঁহার সকলবস্তু দর্শনেই স্বরূপে স্থিতি বা স্বরূপ বিশ্রান্তি ঘটে। ভক্তের গোলক বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠধামে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে আর জ্ঞানীর সমস্ত জগৎটাই আনন্দ কানন হইয়া যায়, সমস্ত জগৎটাই আনন্দ ব্রহ্ম হইয়া যায়। নন্দনবন, কল্পবৃক্ষ, গঙ্গাজল, পুণ্যকর্ম্ম, বেদবাক্য, কাশীক্ষেত্র—ইঁহারা ব্রহ্ম পাওয়াইয়া দেন—ইঁহারা জ্ঞানীর চক্ষে ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়েন বলিয়াই—সমস্তই তাঁহার আনন্দ—সমস্তই তাঁহার আনন্দ কানন।

শ্রুতিও বলেন জ্ঞানী যিনি "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে" জ্ঞান লাভ হইলে—ব্রহ্মদর্শন হইয়া গেলে জ্ঞানীর আর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—এই খানেই ব্রহ্মে লয় হইয়া যায় ব্রহ্মে স্থিতি লাভ ঘটে। ভগবৎ দর্শনে দেহ পতনের পরে আর পুনরাবৃত্তি নাই, দেহ পতনের পরে শ্রীভগবানের কৃপায় জ্ঞান লাভ ঘটে এবং অমরত্ব লাভ হয়।

জ্ঞানীর সংসার ভ্রমণ কিরূপ—এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন –

পরিক্ষীণে মোহে বিগলতি ঘনে জ্ঞান জলদে
পরিজ্ঞাতে তত্ত্বে সমধিগত আত্মস্থিতিতে।
বিচার্য্যার্য্যৈ সার্দ্ধং চলিত বপুষো বৈ সদৃশতো
ধিয়া দৃষ্টে তত্ত্বে রমণমটনং জাগতমিদম্॥

শরীরটা অনাত্মা। এই অনাত্মাটা আত্মার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া—অগ্নিতেজে প্রদীপ্ত লৌহপিণ্ডের অগ্নিমত হওয়ার ন্যায় তাদাত্মাধ্যাস প্রসক্ত হইয়া—যেন

আত্মসদৃশ হইয়া গিয়াছে। গুরু প্রভৃতি আর্য্যগণের সহিত, আত্মা কি, অনাত্মা কি এই শাস্ত্র বিচার দ্বারা যখন স্থূল শরীরাদিতে আত্মভাবটি নিরস্তহয়, যখন রজ্জু অবলম্বনে যে সর্পদর্শনটা ভাসিয়াছিল—রজ্জু সম্বন্ধে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা রজ্জুজ্ঞান লাভে, সর্প যেমন আদৌ থাকেনা—সেইরূপ আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যে আত্মা দেহরূপে ভাসা মত দেখাইতেছিল সেই অজ্ঞান দৃষ্ট দেহ ভাবটা বিগলিত হইয়া আত্মাই দৃষ্ট পথে আইসেন—এইরূপ অধিকারী প্রথমে গুরু ও বেদান্ত বাক্য দ্বারাই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ মনন দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আত্মাতে—ইনি পরিচ্ছিন্ন এই অসম্ভাবনা নিরাস করিবেন। এইরূপ অসম্ভাবনা নিরাস হইলে স্বরূপ ধ্যান দ্বারা বিপরীত ভাবনা নিরাস করিতে হইবে অর্থাৎ ইহা সর্প নহে রজ্জুই—ইহা দেহ নহে আত্মাই এইরূপে বিপরীত ভাবনা নিরাস করিতে হইবে। বুদ্ধি এইরূপে নির্ম্মল হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তখন মোহান্ধকার পরীক্ষীণ হইবে এবং মোহের কার্য্য যে নিবিড় ভ্রান্তি জ্ঞানরূপ মেঘ তাহাও বিগলিত হইবে। এই অবস্থায় জাগতমটনং ভ্রমণং রমণং ক্রীড়ন মেব ন পীড়ন মিত্যর্থঃ—এই অবস্থায় জগৎ ভ্রমণটা ক্রীড়া মাত্র ইহা পীড়ন নহে। চিত্ত যখন আপন স্বরূপ যে চৈতন্যমাত্র স্বভাব পরমাত্মবস্তু তাঁহার দর্শনে প্রসন্ন হয় তখন উৎকৃষ্ট শান্তভাব চিত্তে আবির্ভূত হয়। সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তি তখন শান্তিরস আস্বাদন করে আর সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যাপার তখন ব্রহ্ম রস আস্বাদনে বৈষম্যশূন্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়—অতএব এইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা যে তত্ত্বদর্শন—সেই তত্ত্বদৃষ্টি হইলে "রমণ মটনং জাগতমিদং"। জগৎ তখন জগৎরূপে দৃষ্ট হয় না। জগৎ তখন সাক্ষী চৈতন্য ভাবে অবস্থিত হয়েন। অর্থাৎ জগৎ তখন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে।

যাহা বলা হইল অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা হইতেছে।

জ্ঞানীর প্রাপ্তি তবে কি হইল? স্বরূপ বিশ্রান্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্তি। ভক্তের প্রাপ্তি ভগবান্ আর জ্ঞানীর প্রাপ্তি স্বরূপবিশ্রান্তি। সকল বস্তুর, সকল নরনারীর স্বরূপই কিন্তু ভগবান্, চৈতন্যই এই ভগবান্, চৈতন্য কখন শিব রাম কৃষ্ণ গৌরী সীতা রাধা দুর্গা কালী ইত্যাদি অবতার; কখন ইনি জীবে জীবে বস্তুতে বস্তুতে আত্মা; কখন ইনি সৃষ্টিব্যাপারে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপী সগুণব্রহ্ম। কখন ইনি সর্ব্বশূন্য অবস্থায় আপনি আপনি নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তিকেই ভগবান বলেন তিনি জ্ঞানীর প্রাপ্তি ও ভক্তের প্রাপ্তিতে পার্থক্য দেখিবেনই। যিনি অবতারকে আত্মা, সগুণব্রহ্ম,

নিগু'ণব্রহ্ম সমকালে বলিতে না পারিবেন তিনিও জ্ঞানী ও ভক্তের প্রাপ্তিতে বৈষম্য দেখিবেনই। স্বরূপের কথা যিনি না শুনিয়াছেন, না মনন করিয়াছেন, না ধ্যান করিয়াছেন তিনি সর্ব্বত্রই অশাস্ত্রীয় কথা অশাস্ত্রীয় মীমাংসা করিয়া চলিবেনই।

["হিন্দুর ষড়্দর্শন," "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ্য ও ত্যাগ" প্রভৃতি
শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এল।
গ্রন্থপ্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত।]

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ভাব-সমাধি—ব্যাকুলতা।

ছুটো।

(ঐ) নদীয়া-রতন-হার, নিমাই পণ্ডিত-সার,
(আমি) গয়াধামে গদাধর হেরি।
ভাবাবেশে পুলকিত, স্বেদ-অশ্রু-কম্প-যুত
(তাঁর) দিব্যদেহ পড়ে ধরা' পরি॥
সত্ত্ব-ভাব-চিহ্ন ফোটে, প্রথম সমাধি ঘটে,
(হেরি) সাধু পুরী আশ্চর্য্য মানিল।
ভাবাবেশ ঘন ঘন, প্রেম বহে দুনয়ন,
(তাঁর) বিরহে ব্যাকুল প্রাণ হোল॥
[আর কিছু ভাল লাগে না]
[সে মোহন রূপ হেরি]
গয়া হ'তে দেশে ফিরি, নাম সংকীর্ত্তন করি
ভক্তির প্রবাহ উছলিল।
নারিল রাখিতে টোল, বিদ্যাগারে বাজে হোল
(নামে) নিমাই পণ্ডিত মত্ত হ'ল॥

(নিমাই) কেঁদে কেঁদে ছাত্রে কয় (আর) পড়াতে নারিনু হায়
(বিদ্যা) যাহা ছিল সব গেল ভেসে।
(মোর) হিয়া-মাঝে নন্দলাল, যবে খেলে সে গোপাল
(হেরি) ব্যাকরণ ভুলি ভাবাবেশে॥
[মোর সব যে ভুল হয়]
[তাকেই শুধু দেখি ব'লে]

(৫) তীব্র বৈরাগ্য—শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস।

ঝাঁপতাল।

কই সে ধন প্রাণারাম, দেখা দেয় চপলা সম।
(হৃদে) মাঝে মাঝে ফুটে উঠি, জুড়ায় মম জীবন॥
কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা,
ভাবে কথা ফোটে আধা,
(ঠিক) নাম ধরিলে নামী আসে,
তাইত নামে উদ্দীপন।
নিমাই সন্ন্যাস ল'য়ে,
যায় গৃহ তেয়াগিয়ে,
মুখে নাম উচ্চে গাহি,—
"কৃষ্ণ" "কেশব" "রাম"।
নাম ল'য়ে এ সন্ন্যাস,
নাম-জয় পরাকাশ,—
'কৃষ্ণ' 'কেশব' 'কৃষ্ণ' 'কেশব',
'রাম' 'রাঘব' 'রাম' 'রাম'॥

ক্রমশঃ
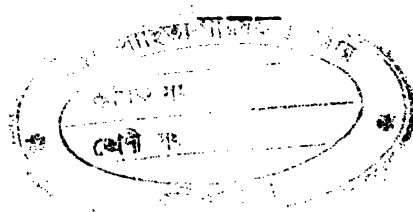
"নমঃ শ্রীরামায়"

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরংব্রহ্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেখ যে গৃহে অথবা বনে মনে মনে আমার নাম করে সে নিজেই কৃতার্থ হয় পবিত্র হয় তার কর্ম্ম বন্ধন দূর হয় কিন্তু—

নচৈব মেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।

আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতিহি ॥

বিষ্ণু নাম কারিণী জিহ্বা একমাত্র হরি কীর্ত্তন কারীকেই রক্ষা করে তাহা নয় শ্রীভগবানের খ্যাতি জগৎ বাসীকে শ্রবণ করাইয়া সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে বুঝ্‌লি। বিশেষতঃ এই কলিযুগ এ যুগে নাম ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই।

দেখ নাম সাধনা অতি সহজ সাধনা, কেবল জিহ্বা যন্ত্রে আমার নামরূপ মহামন্ত্র ঘোষণা করাই সাধনা। যোগী বা জ্ঞানী হইতে হইলে ত্যাগ করিতে হয় সংযম অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু এই নাম সাধনায় কিছুই করিতে হয় না। শুধু অনিবার নাম করিলেই আমি সেই ভক্তের হাত ধরিয়া ভাব রাজ্যে লইয়া যাই, ত্যাগ ত্যাগ করিয়া তাহাকে ছুটীতে হয় না, ত্যাগই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতে থাকে।

মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেমন চাতকের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অবিরাম নাম করিতে করিতে ভক্ত বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়া যায়, আমি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লই আমার ভক্ত আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে সে শান্ত হয়, তার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়। চুপ করে রইছিস্? বিশ্বাস করিতে পারিলি না?

না না তা নয়, তুমি যখন বল্‌ছ, তখন সে কথায় কি অবিশ্বাস করিতে পারি আমি এখন ভাব্‌ছি, হায় আমি কত সময় বৃথা নষ্ট করেছি, কখন ও যশের জন্য কখনও অর্থের আশায়, কখনও রমণী সঙ্গে, এ অমূল্য সময় আমি হেলায় হারাইয়াছি তাই বড় দুঃখ হচ্ছে, এখন তোমার পা দুটী ধরে কাঁদিতে ইচ্ছা

হচ্ছে, চোখের জলে তোমার পাহ্‌খানি ধুয়ে দিতে ইচ্ছা কচ্ছে। কাঁদ্‌বি কাঁদবি আহা কাঁদ হৃদয়ের মালিন্য নষ্ট করিতে চোকের জল ভিন্ন আর কেহ পারেনা। ভক্ত প্রথমে চোখের জল দ্বারা হৃদয় কোমল করিয়া তাহার পর আমার আসন বিছাইয়া দেয় দেখ আমার বাহ্য ও আন্তর পূজার প্রধান উপচার চোখের জল, এ উপচারের দ্বারা যে আমার পূজা করিতে পারে, তার—পূজার ফল শান্তি, আমি তৎক্ষণাৎ দিই। কাঁদ, কাঁদ, খুব কাঁদ, হরি হরি বলে কাঁদ্‌তে কাঁদতে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ফেল, আমি বড় চোখের জল ভালবাসি, আমার নাম করে যে কাঁদে, আমি তাহার দ্বারাক্রীত হই।

গীত্বাচ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামেব পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥
আদিপুরাণ।

দেখ অহরহঃ বিষয় বিষপানে হৃদয়টা মরুভূমি হ'য়ে গেছে চোখ দুইটা পাথর হ'য়ে গেছে কত হরি হরি করি এক বিন্দু জল আসেনা।

আচ্ছা না আসুক তথাপি তুই নাম কর আমি উর্দ্ধবাহু হ'য়ে তোকে বল্‌ছি যে আমার নাম করে সে যদি পাষাণ কাষ্ঠ সদৃশ হয় তথাপি তাহার অভীষ্ট দান করি "পাষাণ কাষ্ঠ সদৃশায় দদাম্যভীষ্ট" তুই জগতে কি করিতে এসেছিস্ মনে আছে তো আবার বলি নাম করিতে, জগতে নাম প্রচার করিতে এসেছিস নাম কর, নাম কর, নাম কর রসনারে আর নীরব থাকিস্ না ঐ শোন মহা মিলনের আহ্বান অনিবার বল জিহ্বা—

জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম
জানকী বল্লভ সীতারাম॥

শ্রীগুরুচণাশ্রিত
প্রবোধ
দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী

———

"নমঃ শ্রীরামায়"

গুরু ব্র্হ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৽

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

চতুর্থ স্পন্দন।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।

তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।

শ্রদ্ধা করে হোক হেলা করে হোক যারা আমার নাম করে, হে পার্থ তাহাদের নাম সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে, আমার নামকারী ভক্তগণের হৃদয় হইতে, আমি একবারও স্থানান্তরে যাই না। নাম কারীকে আমি বড় ভালবাসি তুই নাম কর।

নাম কল্লে তুমি ভালবাস না কি? তবে আর তোমার নাম কর্ব্বো না।

আমার ভালবাসায় তোর এত ভয় হচ্ছে কেন?

দেখে, শুনে, তোমার ভালবাসায় আমার কেমন একটা আতঙ্ক হয়েছে, তোমার ভালবাসার কথা শুন্‌লে রাজা দশরথের কথা মনে পড়ে, তোমার ভালবাসার অকুল পাথারে তিনি তো ডুবিয়া মরিলেন। কৌশল্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হ'লেন। তোমাগত প্রাণা জনক নন্দিনীকে ভাল বাসিয়া জগতে ভালবাসার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছ, মনে পড়ে কি? দয়াল নিষ্ঠুর, কোমল কঠিন, ভালবাসার আর নাম ক'রো না, কংসের কারাগারে বসুদেব দেবকীর লাঞ্ছনা, তোমার ভালবাসার কীর্ত্তি স্তম্ভ। নন্দ যশোদার আকুল ক্রন্দন, তোমার ভালবাসার বিজয় পতাকা, তোমার প্রেমে উন্মাদিনী গোপকন্যা গণের প্রাণভেদী আর্ত্তনাদ তোমার ভালবাসার রাজচ্ছত্র। আর কত বলিব তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুনিলে পাণ্ডবগণের দুর্গতি, প্রহ্লাদের নির্য্যাতন, বলির বন্ধন, সেই সব কথা মনে পড়ে যায়। নাম করিতে ব'লছ নাম করছি ভালবাসার কথা আর তুলো না, আর আমিও তোমার ভাল-বাসার প্রার্থী নই। আমি তোমায় ভাল বাসিতে পারি এই শক্তিটুকু দাও আর আমি কিছু চাহিব না।

তবে কি তুই বলিতে চাস, আমি ভাল বাসিলে মানুষ দুঃখ পায়?

আমি বলিব কেন তোমার ভক্তগণের চরিত্র আলোচনা করিলে সে কথা যে বোবা নয় সেই বলিবে।

দেখ ভক্তগণের চিরদুঃখ নিবৃত্ত করিব বলিয়া তাহাদের সংসারের মমত্ব নষ্ট করিবার জন্য হৃদয়ে দুঃখের আগুন জ্বালিয়া কোলে লইয়া বসি। লোকে দেখে তাহারা দুঃখ পাইতেছে কিন্তু দুঃখের উত্তাপ ভক্তগণের গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না, ভক্ত আমার কোলে নিরাতঙ্কে নিদ্রা যায়। দেখ, তাদের সুখের আবাসে আগুন না জ্বালিলে তাহারা তো শান্তির পথে যাইতে চায় না। তাই যাহাকে অনুগ্রহ করি তাহার সর্ব্বনাশ করি ধনাদি সব কাড়িয়া লই।

সস্তাহ মনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

তাহা হইলে দারিদ্র্য তোমার অনুগ্রহের লক্ষণ।

হাঁ ধনই আমার পথে বিষম কণ্টক।

তা বেশ আচ্ছা আমার উপর তোমার সহসা এত অনুগ্রহ হইল কেন আমি যোগী নই জ্ঞানী নই কর্ম্মী নই ভক্ত নই আমি ভোগলুব্ধ ভজন সাধন হীন একটা দ্বিপদ পশু আমার প্রতি এত করুণা কেন? পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করিতে হয় কেন? তাহারা তাগাদা না করিলে ও ভয় হয় কেন? তাদের ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে দিতে পারিনা বলিয়া মনে মনে এত দুঃখভোগ করিতে হয় কেন?

তা হবে বৈকি, তুই নাম কর্‌বি না, আর তোর দুঃখ নিবৃত্তি হবে, তা হবে না তুই অনিবার নাম কর

নির্দ্ধনত্ব মহারোগো মদনুগ্রহ লক্ষণং।
নির্দ্ধনত্ব মহারোগ করুণা আমার।
হাহাকার দিয়া আমি করি আপনার॥

নাম: কর অবিরাম নাম কর তাহা হইলে বুঝিতে পার্‌বি দেনাদার আমি পাওনাদার আমি আমার সংসারের তুই কেন কর্ত্তৃত্ব করিতে আসিস্ স্থির হয়ে যা, স্থির হয়ে নাম কর তোর ভালমন্দ যোগ ক্ষেম সব আমি বহন করিব পদে পদে তোকে দেখাচ্ছি স্থির হলে শান্তি, তথাপি তুই ছুটীতে চাস্। তুই স্থির হয়ে বসে পড় আমি তোর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব ওরে তোর আমিত্বের বোঝাটা আমার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলেই সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করিব।

ওগো আমি যে পারিনা কর্ত্তৃত্বের অভিমান যে ত্যাগ করিতে পারি না, কি হবে আমার কি কোন উপায় নাই?

তাইতো বল্‌ছি নাম কর আধি ব্যাধি শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রনা আমার স্মরণে আমার নাম কীর্ত্তনে সব অবসান হবে, নাম কর।

আমি যে ভক্তিহীন আমি নাম করিলে তুমি কি শুন্‌বে? আমার পাপ ক্ষয় কি হবে?

ওরে নামে ভক্তি আস্‌বে রে। শোন

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্ব পাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥

আমার নামের শক্তি ভক্তির অপেক্ষা করে না, যুগান্ত কালের অগ্নি যেমন ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে সেইরূপ আমার নাম রূপ অগ্নি কোটি কোটি জন্মের পুঞ্জীকৃত কলুষ রাশি নিঃশেষে দগ্ধকরে, পাপী আমি তোর আছি—মাভৈঃ।

কি আশার কথা, কি অভয় আশ্বাস, বড় মিষ্ট—বড় মিষ্ট আমার তুমি আছ আর বুকটা যেন হাল্‌কি হয়ে গেল—

ওরে পাপী তোর আর ভয় নাই বল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
প্রবোধ
দিগ্‌সুই চতুষ্পাটী

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

পঙ্কজিনীর পূজার পত্র বা আমার সন্ন্যাস।

ভবানীপুর।
২রা আশ্বিন, ১৩৩০।

পরম কল্যানীয়া শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী
ভগিনী চিরায়ুষ্মতীষু,—

পরমশুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বকবিজ্ঞাপন—

বহুদিন পূর্ব্বে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি, পঙ্কজ। আজিও তাহার উত্তর লিখি নাই। উত্তর দেওয়া আবশ্যক এমন কোন বিষয় তোমার লিপিতে নাই তাহা নহে। অনেক কথা লিখিয়াছ যাহার উত্তর তোমার একান্ত প্রয়োজনীয় তবুও এতদিন উত্তর দেই নাই। হয়ত ভাবিতেছ তোমার পত্রের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, ভগিনি। পত্রের কথা আমার

মনে আছে, পত্রখানি পড়িয়াছিও কয়েকবার, উত্তরের যে তোমার প্রয়োজন তাহাও বেশ বুঝিতেছি তবুও এতদিন উত্তর লিখি নাই। আজিও যে কাগজ কলম লইয়া আরম্ভ করিয়াছি ইহাও বিশেষ ইচ্ছাবশতঃ নহে,—উত্তর না দিলে নহে তাই আজ এই পত্র লিখিতেছি।

তোমার হৃদয় যেরূপ কোমল তাহাতে এই টুকু পড়িতে না পড়িতেই হয়ত তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে,—তুমি হয়ত মনে করিবে যে এত দিনে আমি তোমাদের মায়া-মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছি, অতি সত্বরই দোকান পাট বন্ধ করিয়া এতদিনের ঘরকন্না তুলিয়া গহন বিপিনে প্রবেশ করিয়া গভীর সাধনা আরম্ভ করিব। নহিলে যে আমি তোমাকে এত ভালবাসি সেই আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে এত বিলম্ব করিব কেন? আর উত্তর লিখিতে আমার ইচ্ছাই বা হইতেছে না কেন? কেবল উত্তর না দিলে নহে তাই উত্তর দিতেছি, এমন কঠোর কথা লিখিব কেন? নিশ্চয়ই আমি এতদিনে সকল বন্ধন কাটিয়াছি, নহিলে প্রিয়জনকে এমন অপ্রিয় কথা লিখিব কেন?

কি কারণে এতদিন তোমার পত্রের উত্তর দেই নাই, আজ উত্তর লিখিতে বসিয়াও বা কেন প্রাণ ফুটিতেছে না তাহা বলিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে চিরদিনের মত একটি কথা বলিয়া রাখি। কথাটি বুঝিয়া হৃদয় হইতে মিথ্যা ভয় চিরতরে দূর করিয়া দিও। তোমরাও তাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারিবে, আমিও একটু শান্তি লাভ করিব।

তোমাদের মনে একটা ভয় আছে যে একদিন আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া তপস্যা করিতে গিরিগহ্বরে বা বিজন বিপিনে প্রবেশ করিব। যখনই তোমরা দেখ যে আমি আমার রঙ্গরসের মাত্রা একটু কম করিয়াছি তখনই তোমরা হাসি মুখ আঁধার করিয়া ভাবিতে ব'স যে তোমাদের গুণের দাদা আর তোমাদের কাছে থাকিবে না, দুই এক দিনের মধ্যে গভীর নিশার অন্ধকারে দেহ লুক্কায়িত করিয়া তোমাদের নয়নপথ হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইবে তোমরা এই কথা একবারও মনে কর না যে তোমাদের আদরের দাদা এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, শোকে দুঃখে যাতনায় ভাবনায় তাহার রঙ্গরস মরিয়া আসিতেছে। যখনই তোমরা দেখ যে মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন তোমাদের অন্নপূর্ণাসম সুস্বাদু রান্না খাইয়া, ত্রিশ দিনের দিন কাচি আম্রের ঝোলে একটু অধিক অম্লরস অনুভব করিয়া তোমাদের দাদা রাসভের ন্যায় চীৎকার করিয়া তোমাদিগকে দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন না তখনই তোমরা মনে মনে প্রমাদ গণনা কর, তখনই তোমরা ভাব যে আর

বিলম্ব নাই, তোমাদের কপাল সত্বর ভাঙ্গিবে,—এত গুণের গুণনিধি সত্বরই ফাকি দিবে। আরে বোন্, এটা তোরা একবারও ত ভাবিস্ না যে একদিনও ত অগ্নিমান্দ্য হইতে পারে,—যৌবনে তোমাদের রাক্ষস ভাই যে প্রকার গিলিয়াছে এখন বার্দ্ধক্যে সকল দিন সেই প্রকার গিলিবার ক্ষমতা নাও থাকিতে পারে? যে দিনই তোমরা দেখ যে তোমাদের বিলাসময় ভ্রাতা পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া মস্তকে মনোমোহন সিঁথি না তুলিয়া, অধর তাম্বূলরাগে রঞ্জিত না করিয়া বসন্তের সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়া গেলেন সেই দিনই তোমরা অন্তঃপুরে বসিয়া ভাবিতে থাক যে এতদিনে সেই মহাদুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। আচ্ছা, পঙ্কজ, এটা কি তোদের মনে একবারও জাগে না যে যাহার বিশেষ আয় নাই, যে তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যাপ্তরূপে সংগ্রহ করিতে পারে না সে নিত্য নিত্য সুন্দর পোষাক পাইবে কোথায়? এটা কেন তোমরা বুঝিতে পার না যে, এই যে পোষাক পরিচ্ছদে অযত্ন এইটি বৈরাগ্যবশতঃ নহে, সম্পূর্ণ অভাব সম্ভূত? এ'টা কেন তোমরা ধরিতে পার না যে এই যে কেশের অনাদর ইহা বৈরাগ্য জনিত নহে, মস্তকে টাক পড়িয়াছে—এখন আর সিঁথি তেমন উঠেনা তাই সকল দিন যত্ন আদর করা হয় না? এই যে অধরে তাম্বুল রাগের অভাব এইটি তোমাদের দুর্দ্দিনের পূর্ব্ব চিহ্ন নহে, এইটি গলিত দন্তের পরিচয় এবং সেই শেষের সে দিনের পূর্ব্বচিহ্ন—এই সহজ কথাটি ও বা তোমরা বুঝ না কেন? [যদি দেখ যে কোন দিন সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব হইতেছে—ফিরিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ব'স যে আজ ফাকি দিয়াছে, আর আসিবে না; অমনই ছুটিয়া দাদার প্রমোদ কক্ষে প্রবেশ কর এবং অশ্রু—প্লাবিত—গণ্ডে শেষ পত্রের জন্য অনুসন্ধান কর, এবং যখন পত্রাদি কিছু না পাও তখন এই বলিয়া দুঃখ কর যে, সকল মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া যে চলিয়া গেল সে যাইবার সময় আর কোন্ স্নেহবশে বিদায় পত্র রাখিয়া যাইবে। দেখ, তোমরা ত অনেকবার দেখিয়াছ যে,যে সময় তোমরা সাশ্রুনয়নে নবীন সন্ন্যাসী-পরিত্যক্ত কক্ষ ধূপ ধুনা দ্বারা ভক্তিভবে আমোদিত করিতেছ সেই সময় তোমাদের নবীন সন্ন্যাসী কণ্ঠে সুরভি বেলফুলের হার পরিয়া হস্তে ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোয়ার স্তবক ধরিয়া আপন মনে হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করেন। আচ্ছা, তবুও তোমাদের ভ্রম যায় না কেন? যদি কোনদিন তোমরা দেখ যে তোমাদের

বুড়া ইয়ার মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তোমাদের কক্ষে গোলকধাম খেলিতে না বসিয়া আপন কক্ষে গমন করতঃ কবাট অর্গলাবদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পরস্পর বলাবলি কর যে "মহাযোগ আরম্ভ করিল, আর কয় দিন ?" এ'টা কি তোমাদের একবারও মনে আসে না, পঙ্কজিনি, যে অভ্যঙ্গ তৈল মর্দ্দনের পর গঙ্গা প্রবাহে অবগাহন স্নান করায় দেহ শীতল হইয়াছিল, তাহার পর চব্যচূষ্যলেহ্যপেয় সেবন করিয়া প্রাণ সুশীতল হইয়াছে, এখন আবেশে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে। তাই এই চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহরের গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া তাহার নিম্নস্থ আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া তোমাদের যোগী ভ্রাতা যোগনিদ্রা মগ্ন আছেন ? তোদের নিয়ে আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি.—প্রতিমুহূর্ত্তেই তোরা ভাবিতেছিস যে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম আর কি !

যদি তোমরা দেখ যে তোমাদের অগ্রজ কোন রজনীতে নৈশভোজনান্তে, গৃহশীর্ষে, শান্তোজ্জ্বল তারকারাজি খচিত, সুনীল গগন তলে সুখের আসন বিস্তারিত করিয়া, সুখ স্পর্শ মৃদু মধুর-মলয় মারুতসেবিত হইয়া মৃদু মধুর সঙ্গীত করিতেছেন তাহা হইলে তোমরা তোমাদের আহার অর্দ্ধ-সম্পন্ন করিয়াই উঠিয়া কোন্ কৌশলে আমার এই বৈরাগ্যসঙ্গীত বন্ধ করিতে পার তাহার পরামর্শ করিতে বস। দেখ, এমন মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া সমগ্র জীবন অশান্তি সাগরে ভাসাইয়া দিও না। এ'কথা কি তোমাদের মাথায় আইসে না যে রসনাতৃপ্তিকর, বহুবিধ, সুখাদ্য আহার করিয়া তৃপ্ত প্রাণে রজনীতে যখন গৃহচ্ছাদে উপবেশন করি, যখন কুসুম-সৌরভ সুরভিত দক্ষিণ বায়ু ধীরে ধীরে অঙ্গ আলিঙ্গন করে, যখন অনতিদূরস্থ বৃক্ষাবলীর পত্রপুষ্পাভ্যন্তর হইতে কোকিলবধূ উদাস প্রাণে তাহার সুধাসম প্রাণ দ্রবীভূত করিয়া সঙ্গীত ধারায় ঢালিয়া দিতে থাকে, যখন সুন্দরী শিরোমণি অযুত অপ্সরা তারকারূপে গগনমণ্ডলে বসিয়া বিলাসের হাসি ছড়াইতে থাকে তখন তোমাদের সন্ন্যাসীর সংযম চ্যুত হয়, অতৃপ্ত বাসনাদি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, যৌবনের শক্তিপ্রভাবে যে প্রবল রিপুকুল হেটমুণ্ড হইয়াছিল এই বলহীন বার্দ্ধক্যে সুযোগ পাইয়া তাহারা মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক স্ব স্ব শক্তির পরিচয় দেয়, তোমাদের দাদা তাই লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া নিজমনে গুণগুণস্বরে একখানি বিদ্যাসুন্দর গাহিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতেছেন ?

যদি দেখ যে নিশার আঁধারে একান্তে একাকী বসিয়া নিঃশব্দে নয়ননীরে

ভাসিতেছি তবে তখনই ভাবনা সাগরে ডুবিয়া যাও,—এই যে প্রেম প্রবাহ বহিতেছে নিশ্চয়ই ইহা অচিরে তোমাদের বাল্য সহচরকে ভাসাইয়া কোন্ দূরদেশে কোন্ সাগরমাঝে লইয়া যাইবে, আর তোমরা 'দেখিতে পাইবে না। তোমরা ত অন্য সময় বেশ বুঝিতে পার, পঙ্কজ; কেবল আমার বেলায় জ্ঞান হারাও। "সংসার দহনে কাঁদি আমি, লোকের কাছে প্রেমিক হই" এই গানটির ত অনেক আদর কর তবে আমার রোদনের অর্থ বুঝিতে পার না কেন? বৃদ্ধ বয়সে অতীতের স্মৃতি বড় জ্বালা দেয়, হেলায় দুর্লভ মানবজন্ম হারাইয়াছি তাই কাঁদি, বহিন্'—ও প্রেমাশ্রু নহে, পঙ্কজিনি!

সামান্য অসুখ হইতে না হইতেই যখন তোমরা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অক্লান্ত ভাবে আমার সামান্য বেদনা দূর করিবার জন্য শত চেষ্টা কর তখন যদি তোমাদের সামান্য ত্রুটি দেখিয়া তোমাদের সুখ-দুঃখ সহিষ্ণু ভ্রাতা মহা গর্জ্জন করতঃ "আঁকাইয়া ঝাঁটা" মারিবেন বলিয়া তোমাদিগকে স্নেহ সম্ভাষণ না করেন তাহা হইলে তখনই তোমরা বিষাদে আচ্ছন্ন হও,—"হায়! এত সহিষ্ণুতা যার সে আর কতদিন সংসারাশ্রমে বাস করিবে!" দেখ, পৃথিবীর মানব মানবী সকলেই দেব দেবী না কি? তোমাদিগকে দেখিলে অনেক সময় এই প্রকার একটা সন্দেহ মনে জাগিয়া উঠে। তবে সে সন্দেহ বেশীক্ষণ থাকে না। যখনই মনে পড়ে যে মানব মানবীর মধ্যে শর্ম্মাও আছেন তখন ভ্রান্তি দূর হয়, তখনই সম্যক্ প্রকারে বলিতে পারি যে সকল মানব মানবীই দেব দেবী নহেন। ঐ যে সহিষ্ণুতা দেখিতে পাও উহা সংসার পরিত্যাগের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে। উহার নানা কারণ। তোমাদের শত যত্ন মাঝে যদি মুহূর্ত্তের চ্যুতি ঘটে তবে তাহাতে বাক্যবাণে তোমাদের স্নেহময় হৃদয় বিদ্ধ করিতে নাই। আর রোগ ত স্বকর্ম্মফল, কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় অসহিষ্ণু হইলে স্বকর্ম্ম কি তাহার ক্রিয়া বন্ধ করিবে? যদি কোনদিন রোগের সময় শান্ত হইয়া থাকিতে দেখ, তবে আর তাহাকে গৃহত্যাগের পূর্ব্বচিহ্ন মনে করিও না। আর ইহাকেই যদি সহিষ্ণুতা বল তবে এই সহিষ্ণুতা দেখিয়া সন্ন্যাসী হইব এমন মনে করার কারণ ত তোমাদের কিছুই দেখি না। এই সহিষ্ণুতা অপেক্ষা যাহাদের সহিষ্ণুতা শতগুণে অধিক তাহারা ত আজিও সন্ন্যাসিনী হইয়া যায় নাই। সুখময় পিতৃগৃহে লালিত পালিত হইয়া, কৈশোরেই দুঃখের সংসার পাতাইয়া, কতজন ত কেমন হাসিমুখে জীবন যাপন করিতেছে। তোমার দাদার ধৈর্য্য অপেক্ষা তাহাদের ধৈর্য্য ত লক্ষ গুণে অধিক। কৈ, তাহারা ত সংসার ত্যাগ করে নাই। তাহারা ত বেশ

হাসিমুখে শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর ভাসুর, জা ননদ লইয়া দুঃখের সংসার সুখের আগার করিয়া কাল কাটাইতেছে। আর তাহাদের লক্ষাংশের একাংশ সহিষ্ণুতা যদি আমাতে দেখ অমনই আমার অপার বৈরাগ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠ কেন? যদি বল আমার অপেক্ষা সহিষ্ণু লোক তুমি দেখ নাই,—আমার এইরূপ মিথ্যা প্রশংসা করা তোমাদের স্বভাব, তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই প্রকারের লোক দেখাইতে পারি। হয়ত এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই তুমি আনন্দে আটখানা হইবে,—ভাবিবে দাদা বুঝি আবার ভাল এক সাধু সন্ধান পাইয়াছে, সত্বর বুঝি তোমাকে বাটী লইয়া সেই সাধুকে দেখাইবে, তোমার দাদার কত গুণ, তোমাদের উপর তাঁহার কত ভালবাসা, পোড়া ঈশ্বর যদি ভূতের ন্যায় দাদার ঘাড়ে না চাপিত তাহা হইলে তোমাদিগকে তোমাদের দাদা কত সুখীই করিত! সে যাহাই হউক, আমার অপেক্ষা সহিষ্ণু লোক যদি তুমি দেখিতে চাও তাহা হইলে আমি তোমাকে দেখাইতে পারি। তবে তিনি সন্ন্যাসী নহেন, সন্ন্যাসিনী। আর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভাত শুক্র তারারূপিণী সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিবার জন্য পুণ্য শ্বশুরালয় হইতে দাদার গৃহে আসিতে হইবে না। তোমার শ্বশুর গৃহেই আমি তাঁহাকে দেখাইব। আমি যাহা বলিতেছি তাহা করিও,---মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাকে দেখা দিবেন। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই হয়ত ভাবিবে দাদা বুঝি এইবার স্বর্গলোক হইতে দেবীকে মর্ত্ত্যলোকে আনিতে শিখিয়াছেন, এতদিন মানুষ অজ্ঞান করিয়া প্রেতাত্মা আনয়ন করিয়া আলাপ করিতেন, এইবার সজীব দেবদেবী স্বর্গ হইতে আনিতে শিখিয়াছেন, পরমেশ্বর দাদাকে আর কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিলে দাদা মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করিয়া ফেলিবেন। আমার সম্বন্ধে তোদের এই প্রকার একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। তোদের দাদা সেই ভুল ধারণা দূর করিয়া দিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, তোমরা যদি দাদার দীর্ঘজীবন কামনা কর তাহা হইলে দাদা এই বৃদ্ধ বয়সেও আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারে। সতীর প্রার্থনায় কি না হয়? সাবিত্রীর প্রার্থনায় কত কাণ্ডই হইল। অন্ধ শ্বশুর শাশুড়ী চক্ষুলাভ করিলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, অপুত্রক পিতা পুত্র লাভ করিলেন, মৃত স্বামী জীবন পাইলেন, সাবিত্রী শত পুত্রের মাতা হইলেন। শ্রেষ্টিসুত লক্ষিন্দরের গলিত, কৃমিকীটালয়, ছিন্ন ভিন্ন দেহাংশে বেহুলা সতী জীবন সঞ্চার করিলেন, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত দেহাংশ গুলি স্বতঃই আসিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, কৃমিকীট দূরে পলায়ন করিল, মানবদেহ দেবকান্তি লাভ করিল,—লক্ষিন্দর নবজীবন লাভ করিয়া নারীরত্ন বেহুলাকে লইয়া শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সতীর প্রার্থনায় জগতে সকলই হইতে পারে। তোমাদের দাদা আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবে এইরূপ সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা বশেও তোমরা যদি আমার দীর্ঘজীবন কামনা কর তবুও আমি তোমাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে রাজী নহি। কারণ, আরও কিছুদিন ইহধামে আমি থাকিতে চাই। যতদিন তোমরা ইহধামে থাকিবে ততদিন আমি এখানে থাকিতে চাই। ইহা পড়িয়া মনে করিও না যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। তোমরা যাবৎ বাঁচিবে আমি যে তাবৎ বাঁচিতে চাহি তাহার কারণ এই নহে যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি, তাহার কারণ আমি আমাকে ভালবাসি। অর্থাৎ পাপ করিয়াছি অনেক, মৃত্যু হইলে ফলভোগের জন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবী, অন্য জন্মে যদি তোমাদের ন্যায় স্নেহময়ী ভগিনী না পাই তবে ত এত আদর যত্ন মিলিবে না, তাহা হইলে এমন গুণহীনকে ত কেহ এত ভালবাসিবে না, তখন ত বড় কষ্টে পড়িব। তাই যত বেশী দিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারি ততই আমার লাভ' তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও আরও কিছুদিন বাঁচিবার সাধ। সে যাহাই হউক, সেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনীর প্রসঙ্গ করিতেছিলাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই তুমি উৎসুক হইয়াছ। তা বেশ। একটু পরেই প্রক্রিয়া বলিতেছি, প্রক্রিয়া করিলেই তিনি তোমার নয়ন সমীপে তাঁহার মধুময়ী মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইবেন। আমি যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে তুমি অধিকক্ষণ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রতি চাহিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রক্রিয়া বলিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসিনীর পরিচয় একটু দিতেছি। সাধু সন্ন্যাসী দর্শনকালে হৃদয় ভক্তিপূর্ণ থাকিলে উপকার হয়। লোকের গুণাবলীর কিয়দংশও অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই ভক্তি জন্মে। আমি জানি সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি, তবুও উক্ত কারণে সন্ন্যাসিনীর একটু পরিচয় দিতেছি। সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গেই তাঁহার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার সহিষ্ণুতার দুই একটি কথা আমি বলিতেছি। ব্রাহ্মণের কন্যা। ত্রয়োদশ বর্ষে বিবাহ হয়। বিবাহের "কনে" স্বামীর ঘর করিতে গমন করিলেন। শ্বশুরগৃহে একদিন থাকিতে না থাকিতেই বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী মদ্যপানরত। যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তাহাত উড়িয়া যায়ই, অধিকন্তু স্নেহময়ী জননীর অর্থ ও অপব্যায়িত হয়। কিশোরী যে সুখের কল্পনা বুকে করিয়া সাধের স্বামী-সোহাগ ভোগ করিবার আশায় বিবাহের কুসুমমালা কণ্ঠে ধরিয়া পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন সেই পুষ্পহারগ্রথিত কুসুম কলিকা নিদাঘতাপে নীরস হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ের আশা-সরসী বিষাদ তাপে শুষ্ক হইয়া উঠিল।

শ্বশুরগৃহে আসিবার দুইদিন পরেই গভীর রজনীতে যখন সুরাপহত চেতন স্বামীর ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষত বিক্ষত দেহ সকলে ধরাধরি করিয়া নববধূর শয়নকক্ষে ফেলিয়া দিয়া গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল তখন কিশোরী তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষে মাংসপিণ্ড অবলোকন করিয়া ভীতা হইলেন। মুহূর্ত্তেই বুদ্ধিমতী কিশোরী স্বীয় ভাগ্যবিড়ম্বনা বুঝিতে পারিলেন। বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছুটিতেছিল, অর্দ্ধপথে তাহাকে নিরোধ করিলেন। নয়ন ফাটিয়া অশ্রু প্রবাহ বহিতে যাইতেছিল, কঠোর শাসনে প্রবাহকে অন্তর্ম্মুখী করিলেন। স্বামীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। ক্ষতস্থান শীতল জলে প্রক্ষালিত করিয়া নিজ বহুমূল্য বস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া জলপটি বাঁধিলেন, চক্ষুতে ও মুখে জল সিঞ্চন করিলেন, অঙ্গে হস্তামর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুখেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল এবং এইরূপ সুখেই নিত্যই কাটিতে লাগিল। পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার রাশি শীঘ্রই বরাঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইল। তুষার শুভ্র ললাটের লোহিত সিন্দুর বিন্দু আর হস্তের লৌহ খাড়ুই সধবার চিহ্ন স্বরূপ রহিল। সুখ শর্ব্বরী এইরূপ প্রেমবিলাসে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেন। বিশেষ কষ্টকর রান্না করিতে না পারিলেও মোটামুটি রান্নাগুলি করিতেন। গরম দুগ্ধের কটাহ গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইবার সময় একদিন হাত হইতে কটাহ পড়িয়া যাওয়ায় সমগ্র বামাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। দগ্ধদেহ নীরবে পরিধেয় বস্ত্রাবৃত করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এই ভাবে বিবাহিত জীবন চলিতে লাগিল। দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইল। অস্ফুট-কোরক-সম তনয়দ্বয় বাল্যেই ইহ সংসার ত্যাগ করে। সহিষ্ণুতা দেখিয়া ঈশ্বরের কৃপা হইল। স্বামীর মন পরিবর্ত্তিত হইল,—তিনি আসব ত্যাগ করিলেন, স্ত্রীকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। পরের ঘটনা আমি আর জানিতে পারি নাই। তিনি রমণী, আমি পুরুষ,—পুরুষের নিকট রমণী সকল কথা প্রকাশ করেন না, বিশেষতঃ বিবাহের পর এবং শ্বশুরালয় সম্বন্ধে। তুমি রমণী, রমণী-হৃদয় রমণীর নিকট খুলিতে পারে,—তাঁহার অন্যান্য সংবাদ তুমি জানিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহা করিও, তাহা হইলে এই সহিষ্ণু সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইবে। প্রাতে যখন স্নানান্তে রক্ত বস্ত্র পরিধান করতঃ দৈনন্দিন পূজা সমাপন করিয়া চন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইবে তখন তোমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিও। সেই ঘরে যে বৃহৎ দর্পণ আছে তাহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসিনীকে ভক্তিভরে চিন্তা করিয়া চক্ষু খুলিবে। মুকুরে সেই

স্বর্ণপ্রতিমা সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে তাঁহার তুলনায় তোমার দাদা একান্ত অসহিষ্ণু।

তোমরা যখন দেখ যে দিনের পর দিন অনুরোধ করিয়াও তোমাদের দাদাকে দিয়া একটিও কবিতা বা গল্প লেখাইতে পার না তখন তোমরা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়, মনে ভাব এতদিনে দাদা তাহার চরিত্রের শেষ দুর্ব্বলতাও জয় করিয়াছে, যখন সকল মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়াছিল তখনও সাহিত্যালোচনা, যশোলাভ লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, এতদিনে সেই একমাত্র দুর্ব্বলতাও পরিত্যাগ করিল, এইবার ভাঙ্গিবে। আচ্ছা, পঙ্কজ, এ'টি কি তোমরা বুঝিতে পার না যে তোমাদের সরস্বতীর দাদা বরপুত্র নহেন তাঁহার প্রতিভা নাই, তাহার ঘটে যেটুকু বিদ্যা ছিল তাহা দুইদিনে নিঃশেষ হইয়াছে, তাই তিনি শত অনুরোধেও এখন এক পংক্তি লিখিতে চাহেন না। এই যে কাব্যে অনাদর ইহা বৈরাগ্য জনিত নহে, ইহা অন্তঃসারশূন্যতা প্রসূত, জানিও।

তোমরা যখন দেখ যে গ্রামের কোন তরুণ যুবক যখন মহানন্দে এক তরুণীকে বিবাহ করিয়া বাদ্যোদ্যমে গ্রাম মুখরিত করিয়া নববধূ লইয়া প্রীতিভরে গৃহে প্রত্যাগমন করে, যখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা নববধূর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পাগলের ন্যায় ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তখন তোমার অগ্রজ বহিরাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বেহারাদের তামাকের ব্যবস্থা করিতে থাকেন বা বাদ্যকরগণকে অস্থানে বাহবা দিয়া নিরুৎসাহিত করিতে থাকেন, তোমাদের শত টানাটানিতেও নববধূর মুখ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না, তখন তোমরা তোমাদের আদরের পার্শী শাটী খুলিয়া ফেল, সাধের বাঁধা চুল এলাইয়া ফেল, মুখের হাসি ম্লান করিয়া ভাব যে দাদা সত্বরই তোমাদের মুখদর্শনও ত্যাগ করিবে, ছার নারীর মুখ আর দেখিবে না—এইবার কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী হইল। ভগিনি, তোমার ভ্রাতা যে কেন দৌড়াইয়া নববধূর পুণ্যমুখ দেখিতে যায় না তাহা তোমরা বলিতে পার না কেন? তোমরা ত মনে করিলে পার যে তোমার দাদার স্ত্রী সুন্দরী নহেন, অন্যের সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হয় তাই তোমাদের দাদা আর নববধূর মুখ দেখেন না।

বহিন্, কতকাল আর এইরূপে ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করিবে? তোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার কষ্ট হয়। তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া শান্ত হও, আমিও শান্ত হই। পঙ্কজ, ভুলিয়া যাও কেন যে, "যে মূলা বাড়ে তার পাতা দেখ্‌লে চেনা যায়,"—যে বড় হয় সে প্রথম হইতেই তাহার চিহ্ন প্রকাশ করে। তোমরা

ত লেখাপড়া জান, জগতের ইতিহাস ত তোমাদের অবিদিত নহে, একবার স্মরণ কর ত ধর্ম্মজগতে যাঁহারা উন্নতি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বৃদ্ধ বয়সেও কাজ আরম্ভ করেন নাই। তবে আর ভয় কেন? এই বৃদ্ধ বয়সে এত বাসনা সত্ত্বেও এই সুখ পালিত দেহ লইয়া বিলাসকক্ষ পরিত্যাগ করিবার শক্তি হয় কি বোন্? যে সমগ্রজীবন সন্ন্যাসী হওয়ার কল্পনা করিয়া কেবল উদ্যোগ করিতেই থাকে, কাপড় গৈরিক করিতেই থাকে সেকি কখনও গৃহত্যাগ করিতে পারে? সে কি কখনও বিশ্বাসের ভূমিতে স্থির হইয়া সংসারের দ্বার ত্যাগ করতঃ ঈশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইতে পারে? যৌবন উপার্জ্জনের সময়, যৌবনে যত কষ্ট করা যায়, যৌবনে যত পরিশ্রম করিতে পারা যায়, যৌবনে যে পরিমাণে উৎসাহ, অধ্য-বসায় থাকে যৌবনান্তে কি আর তাহা থাকে? যৌবনই যুদ্ধের সময়, যৌবন অতীত হইলে যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকেনা। বৃদ্ধকে যে পার্থিব যুদ্ধেও সৈনিক দলে গ্রহণ করা হয় না, সে কি আর আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? সংস্কার বড় শক্তি ধরে, পঙ্কজ; সংস্কার জয় করিতে হইলে বিশেষ শক্তির আবশ্যক, —সে শক্তি বৃদ্ধ কোথায় পাইবে?

"অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে"॥

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমার সন্ন্যাস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইও, পঙ্কজিনি। সে অমূল্য ধন এমন হেলায় লাভ করা যায় না, পাঁকী! আমার সন্ন্যাসের ও যেমন ইতি তোমার পত্রের ও তেমনই ইতি। এখন বিদায় লইতেছি, স্নেহময়ী ভগিনি আমার!

তোমার ভণ্ড দাদা।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং
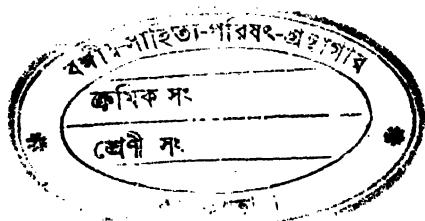
নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদ পদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ (Modern Evolution Theory

এবং

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপোদঘাত প্রকরণ।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস্, সি, এম, বি,

নবীন ক্রমবিকাশবাদে সাধারণ লোক প্রিয়তা ও ইহার ব্যাপ্তির কথা।

জিজ্ঞাসু—যে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে যাই, সর্ব্বাগ্রে নবোদিত-ক্রমবিকাশের (Modern Evolution Theory) কথা মনে পড়ে, নবীন ক্রমবিকাশবাদের সিদ্ধান্ত সমূহই যেন ইদানীং সার্ব্বভৌম হইয়া উঠিতেছে, যেন সর্ব্ববিষয়ক মীমাংসার মানদণ্ড হইতেছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয়ে প্রায়শঃ এই বাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সাধারণ জনসঙ্ঘও বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ ক্রমশঃ যেন এই বাদেরই পক্ষপাতী হইতেছেন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিষয়ক জিজ্ঞাসা এই ক্রমবিকাশবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাদ দ্বারা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইতে পারেনা, আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেকের এবম্প্রকার ধারণাই যেন সুদৃঢ় হইতেছে। ভূত কোন্ পদার্থ? শক্তি কোন্ পদার্থ, প্রাণ কোন্ পদার্থ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বরূপ কি? ভূত, শক্তি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, প্রাণিগণের উৎপত্তির ক্রম কি? এক জাতীয় প্রাণী হইতে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ প্রাণীর জন্ম হইয়াছে, অথবা বিশেষ, বিশেষ প্রাণী হইতে, বিশেষ বিশেষ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে? নির্জীব

পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে? "আত্মা" কোন্ পদার্থ? ভূত ও ভৌতিক শক্তি ব্যতীত "আত্ম" নামক স্বতন্ত্র পদার্থ আছে কি না? চিৎশক্তি, জড়শক্তি হইতে ভিন্ন কি না, মৃত্যু কোন্ পদার্থ? মৃত্যুর পর জীবের কি হয়, মৃত্যুর পর জীবের কি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্তি হয়? ঈশ্বর কোন্ পদার্থ? ইহলোকই একমাত্র লোক, অথবা লোকান্তর আছে? মানুষেব মনে ইত্যাদি বহু প্রশ্ন স্বভাবতঃ উদিত হয়, নবীন ক্রমবিকাশবাদই এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার উপযুক্ত, ইহাদের যথার্থভাবে মীমাংসা করিবার যোগ্য বর্ত্তমান শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে ইদানীং বহুব্যক্তিই এইরূপ বিশ্বাসকে স্ব-স্ব হৃদয়ে আদরপূর্ব্বক স্থান দিয়াছেন, দিতেছেন।

বক্তা—নবোদিত ক্রমবিকাশবাদই যে এক্ষণে প্রায়শঃ লোকপ্রিয় হইতেছে, বহুলোকের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই নবীন ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তোমার কি জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—নবীন ক্রমবিকাশবাদের বহু বিষয়ক বহু উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহাতে তৃপ্তি হয় নাই, সংশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, নিরস্ত হয় নাই, কোন বিষয়েই সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হই নাই। ক্রমবিকাশ-বাদীরা যদুদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারি না ফলতঃ ভূত ও ভৌতিক শক্তি, প্রাণ ও প্রাণী, মন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, ঈশ্বরতত্ত্ব, বাগ্‌বিজ্ঞান জীবের উন্নতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীদিগের অনুমানকে আমি সর্ব্বত্র সারগর্ভ বলিয়া, নির্দ্দোষ বলিয়া, গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা যেরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে নবীন ক্রমবিকাশবাদ যে কখন আমাদের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে আমাদের তাহা মনে হয় না। আমরা বৈদিক আর্য্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কালধর্ম্মবশতঃ আমাদের হৃদয় কলুষিত হইলেও বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য জাতীয় প্রতিভা, বিকৃত বোধে, অযোগ্য জ্ঞানে আমাদিগকে ত্যাগ করিলেও, অদ্যাপি কাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ (Ancestors), তাহা ভাবিতে যাইলে, তপস্তেজে দীপ্যমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ মরীচি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণের পবিত্র ছবিই আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, আমরা তাঁহাদিগকেই দেখিতে পাই, হেকেল্ প্রভৃতি নবীন ক্রমবিকাশবাদী দিগ দ্বারা প্রদর্শিত প্রোটিষ্ট্ (Protist) বা এক কোষাত্মক (Unicellular) পূর্ব্বপুরুষের, ক্রিমি সদৃশ পূর্ব্বপুরুষের (Wormlike

Ancestors), মৎস্য সদৃশ পূর্ব্বপুরুষের (Fishlike Ancestors,) পঞ্চপদ পূর্ব্বপুরুষের (Five toed Ancestors) ও শাখামৃগ পূর্ব্বপুরুষের (Ape Ancestors) মূর্ত্তি আমাদের বুদ্ধিদর্পণে পতিত হয় না।

বক্তা—তুমি ইংরাজী প্রাণবিদ্যা, বায়োলজী (Biology) পড়িয়াছ, তুলনাত্মক শারীর সংস্থান ও শারীর ক্রিয়া বিজ্ঞান (Comparative Anatomy and Physiology) অধ্যয়ন করিয়াছ, নবীন বিজ্ঞান চূড়ামণি ক্রমবিকাশবাদীরা বিপুল পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, অসামান্য গবেষণা দ্বারা মানুষের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তুমি অবগত আছ, যে সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাঁরা মানুষ মাত্রের এক কোষাত্মক ও ক্রিমি, মৎস্য প্রভৃতি জীব সমূহকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নহে। আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে নবীন ক্রমবিকাশবাদীরা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে তুমি সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পার নাই কেন? ইহাঁরাত তুলনাত্মক শারীর সংস্থান ও শারীর ক্রিয়া বিজ্ঞান (Comparative Anatomy, Comparative Physiology), প্রাণবিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাহায্যেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ইহাঁরা ত বিনা প্রমাণে কোন কথা বলেন নাই। ক্রমবিকাশবাদীদিগের এতদ্ব্যতীত আর কোন্ কোন্ বিষয়ের অনুমান, তোমার হৃদয়গ্রাহী হয় নাই?

জিজ্ঞাসু—নবীনক্রমবিকাশবাদিগণ, যে সকল প্রমাণ দ্বারা, মানুষ মাত্রের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন, শুনিয়াছি, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ, ঐ সকল প্রমাণের প্রামাণিকত্ব সূক্ষ্ম বিচারে সিদ্ধ হয়না, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সমূহ যে সৎসিদ্ধান্ত নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বেদও বেদমূলক শাস্ত্র-সমূহকে আমরা বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায়, অভ্রান্ত বলিয়া পূজা করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী। বেদও শাস্ত্র বর্ণিত মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ মহর্ষিদিগকে, যখন আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ভাবি, তখন কত আনন্দ হয়, কত উৎসাহ হয়, মনে কত আশার সঞ্চার হয়, কত বলের আবির্ভাব হয়, অধঃপতিত হইলেও, কোন না কোন দিন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃপায়, আমরা আবার উত্থিত হইব, উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের মধ্যে আমাদের সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পূর্ব্বপুরুষদিগের শক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে, কোন না কোনদিন সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান সেই শক্তির আবার বিকাশ হইবে, এইরূপ বিশ্বাস কত হিতকর, এবম্প্রকার ভাবনা কত সুখদায়িনী।

যাহা বস্তুতঃ সৎ, তাহার কখন অত্যন্তাভাব—একেবারে নাশ হয় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই, অদ্যাপি তাঁহাদের গগনস্পর্শী দশদিগ্বিভাসক অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ বিদ্যমান আছে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের অদ্যাপি একেবারে বিলোপ হয় নাই, অদ্যাপি ত্রিকালদর্শী, তপস্তেজে দেদীপ্যমান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিদিগের অমূল্য গ্রন্থ প্রভাকর, জগৎকে সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে প্রভাত করিতেছে, অদ্যাপি ভৃগুদেবের, মানবমাত্রের বিস্ময়জনক ভৃগুসংহিতা তাঁহার অস্তিত্বের, তাঁহার অমরভাবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। যখন বেদ আছেন শাস্ত্র সমূহের অস্তিত্ব যখন একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তখন মন্ত্রদ্রষ্টা শাস্ত্রস্মারক বেদ-ও-শাস্ত্রপ্রচারক মহর্ষিগণের অস্তিত্বে সন্দেহ হইতে পারে এমন প্রেক্ষাবান্ কি পৃথিবীতে থাকিতে পারেন? আপনার মুখ হইতে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, পাতঞ্জল প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থপাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, কোন ঋষির, কোন সিদ্ধপুরুষের অত্যন্তাভাব হয় নাই, তাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন, আমাদের অমর পূর্ব্বপুরুষদিগের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার উপায় আছে। অতএব হৃদয়ে অবিচালি বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে, কোন না কোনদিন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি, মুনিদিগের আবার আবির্ভাব হইবে। আমার এ বিশ্বাস, কোন জ্ঞান, বিজ্ঞান বা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা বিচলিত হইবে না।

বক্তা—তোমার যুক্তি যুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া, তোমার বেদ ও শাস্ত্রে ঈদৃশী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া, তোমার হৃদয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি এইরূপ ভক্তি বিরাজ করিতেছে, অবগত হইয়া, আজ আমি পরম সুখী হইলাম। আমার এইক্ষণে অমৃতময় ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল।

"যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্॥—"

ঋগ্বেদসংহিতা ১০ম ১৮ সূক্ত

অর্থাৎ অহোরাত্রাত্মক দিন সকল যেমন পূর্ব্বানুক্রমে (পূর্ব্ব, পূর্ব্বদিনের ক্রমানুসারে পর, পরদিন) পরিবর্ত্তিত হয়, বসন্তাদি ঋতু সকল যেমন বিনা বিপর্য্যাসে—ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব কালীন পিতৃগণকে অবর কালীন (পশ্চাৎজাত) পুত্রগণ ত্যাগ করে না, পূর্ব্বকালীন পিতৃগণের স্বভাব, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের পুত্রগণে সংক্রমণ করে। অতএব হে ধাত! হে পালক দেব! আমাদের কুলীন—অস্মৎকুলে জাতজীবদিগকে তুমি আয়ুষ্য প্রদান কর, দীর্ঘজীবী কর। কার্য্য, কারণগুণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, কার্য্যে কারণের গুণ সংক্রমণ করে। আম্র বীজ হইতে আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, আম্র বীজ হইতে নিম্ব বৃক্ষের জন্ম হয় না। মনুষ্য হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পশু উৎপন্ন হয় না, পশু হইতে পশু জন্মিয়া থাকে, মানুষ জন্মায় না। অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রের, সোম হইতে সোমের, অগ্নি হইতে অগ্নির, ত্বষ্টা

হইতে ত্বষ্টার, ধাতা হইতে ধাতার উৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টি অনুসারে ইদানীন্তন ইন্দ্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রত্ব প্রাপক কর্ম্ম হইতে ইন্দ্রের উৎপত্তি হয়, যিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপক কর্ম্ম করিবেন, তিনি ইন্দ্র হইবেন; কর্ম্মানুসারে পরিণাম হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম হইতে যৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা স্থির আছে, মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্ম্ম নিবন্ধন মানুষ হয়, পশুত্বপ্রাপক কর্ম্মবশতঃ পশু হইয়া থাকে, ঋষিত্ব প্রাপক কর্ম্ম ঋষিজন্মের কারণ হয়। * কর্ম্মই জগতের কারণ, কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু। যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট ঋষিগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এইরূপ ভাবনা দৃঢ় হইলে, আমরা ঋষি হইব। অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তপস্তেজে দেদীপ্যমান্, সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এই প্রকার ভাবনা পরম হিতকরী সন্দেহ নাই। নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের আর কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তকে তুমি বেদ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—ইহলোকই একমাত্র লোক, পরলোক বিজ্ঞান বিহীন, অসভ্যদিগের কল্পনা সৃষ্ট, নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের এই সিদ্ধান্ত বেদ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, বেদ-ও-শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারা আসন্ন চেতন তাঁহারা নাস্তিক। "ইহলোক ব্যতীত লোকান্তর আছে," যাবৎ মোক্ষসাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হইয়া থাকে, কর্ম্ম অনাদি, অনাদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মনামক স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, জড়শক্তি হইতে চিৎশক্তির আবির্ভাব হয় না, হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ আমাদের বুদ্ধিতে অতীব যুক্তিযুক্ত ও হিতকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হেকেল্ প্রভৃতি নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, জড়শক্তি ও ভূত ভিন্ন বস্তুতঃ আর কোন পদার্থ নাই, ঈশ্বর নাই, ভূত ও শক্তির স্থিতিশীলত্ব (Conservation of matter and Conservation of energy) এই দুইটী পরস্পর বস্তুতঃ অবিচ্ছেদ্য প্রধানতত্ত্বকেই ক্রমবিকাশবাদীরা বিশ্বকার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। ভূতের (matter) অনশ্বরত্ব (Indestructibility) এবং ভৌতিক শক্তির সাতত্য এই প্রাকৃতিক নিয়মের, এই তত্ত্বের ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ল্যাভয়সাঁর (Lavoisier) ব্যবস্থাপক। হেকেল্ সংক্ষেপে ভূতের (matter) অনশ্বরত্বের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, সমষ্টিভূত ম্যাটার, যাহা অনন্ত আকাশে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় (unchangeable); একটী দ্রব্য যখন অদৃশ্য হইল বলিয়া, বিনষ্ট হইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন উহার আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। অঙ্গারকে দগ্ধ করিলে, বায়ুমণ্ডলস্থিত

---

* "ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতা জায়ত॥"—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১১।৪।৪।৯
"যদ্বা ইন্দ্রাৎ ইন্দ্রত্বপ্রাপকাৎকর্ম্মণঃ, ইন্দ্রো জজ্ঞে।" সায়ণভাষ্য

অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহা অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid) রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, একখণ্ড শর্করাকে জলে দ্রবীভূত করিলে, উহা কেবল কঠিনাবস্থা হইতে তরলাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ যখন কোন নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তখনও আকারগত পরিবর্ত্তনই হইয়া থাকে। প্রকৃতির কোন স্থলেও আমরা কোন বস্তুর উৎপত্তি বা সৃষ্টির (Production or Creation) দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইনা; কোথাও কোন অবস্থিত দ্রব্যের একটী কণাও সম্পূর্ণতঃ বিনষ্ট হয়না। এই প্রয়োগ সিদ্ধ তথ্য এখন রসায়ন তন্ত্রের (Chemistry) অবিসম্বাদিত ভিত্তি হইয়াছে। যে সমষ্টি ভূতশক্তি, অনন্ত আকাশে ক্রিয়া করিতেছে, সর্ব্বপ্রকার কার্য্য প্রসব করিতেছে তাহা নিত্য, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মগ্রহণ করে, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহ পরস্পর পরস্পরের আকারে আকরিত হয়, তাপ (Heat) সাংস্থানিক গতিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, এই গতি বা স্পন্দন আবার আলোক বা শব্দ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং পরে তড়িদাকারে আকরিত হয়। তাপাদি শক্তি সমূহের এইপ্রকার পরস্পরের আকারে পরস্পরের পরিবর্ত্তন হইলেও উহাদের পরিমাণ স্থির থাকে, পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়না। অতএব বিদ্যমান কোন শক্তির কণামাত্রের নাশ হয়না, কোন শক্তির নূতন সৃষ্টি হয়না। ফ্রেডারিক মোর, (Fredrich Mohr) এই তথ্যের আবিষ্কার পথের অত্যন্ত নিকটে পঁহুছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শোয়াবিয়ান (Swabian) ও চিকিৎসক রবার্ট মেয়ার ইহাঁরাই ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শারীর ক্রিয়াবিজ্ঞান-বিৎ হার্ম্মন্ হেলেম্‌হোলজ্ (Hermann Helmholtz) শোয়াবিয়ান ও রবার্ট-মেয়ার সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, (যে সময়ে উহাঁরা এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সময়েই) এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে হেলেম্‌হোলজ্ ভূততন্ত্রের প্রত্যেক শাখাতে ইহার সাধারণ ব্যবহার ও ফলবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেকেল্ বলিয়াছেন, আমাদের এখন বলা উচিত, ফিজিয়োলজী (Physiology) বা শারীর ভূততন্ত্রের (Organic Physics) সর্ব্বত্র এখন এই শক্তি সাতত্য বা শক্তির স্থিতিশীলত্বই প্রভুত্ব করিতেছে; তবে প্রাণবিদ্যাবিৎ দার্শনিকদিগের মধ্যে (যাঁহারা প্রাণশক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ এইরূপ মতাবলম্বী), যাঁহারা দ্বৈতবাদী, যাঁহারা দেহ ব্যতিরিক্ত চিন্ময় আত্মবাদী, তাঁহাদিগ হইতে আমরা প্রবল বাধা পাইয়াছি। ভূত ও শক্তির সাতত্য বা স্থিতিশীলত্ব ইহারা মূলতঃ অভিন্নতত্ত্ব।* হেকেল্ জড়ৈকত্ববাদী, এই নিমিত্ত

* "The supreme and all—pervading law of nature, the rue and only cosmological law, is, in my opinion, the law of Substance. ***Under the name of 'Law of Substance' we embrace two supreme laws of different origin and age— the older is the Chemical law of the 'Conservation of matter,' and the younger is the physical law of the 'Conservation of energy'. It will be self evident to many readers,

বলিয়াছেন ভূতও শক্তি সাতত্য মূলতঃ একই তত্ত্ব, আমাদের জড়ৈকত্ববাদের ইহা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। *

বক্তা—অবোদিত ক্রমবিকাশবাদের পরে বিস্তার পূর্ব্বক সমালোচনা করা যাইবে, এখন এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তোমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—নবীন ক্রমবিকাশবাদ (আমি যতদূর বুঝিয়াছি) মূলতঃ সর্ব্বতোভাবে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের বিরোধী, নবীনক্রমবিকাশবাদ জগতের মধ্যাবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেও, জগতের আদ্য ও অন্ত্য অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টিনড্যাল, প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কবি কুক্ গ্রোভ প্রভৃতি কোবিদগণ স্বীকার করিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) বস্তু সমূহের মধ্যাবস্থার—অতীত ও অনাগতের অন্তরালে স্থিতরূপের, যাহা অস্মৎ সমীপে "নেচার" (Nature) নামে পরিচিত, তৎপদার্থের অনেকাংশ দর্শন করিতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃতির আদ্যন্ত্যের কোনই সমাচার জানে না। কোন ব্যক্তি বা কোন্ শক্তি পরমাণুপুঞ্জকে সৃষ্টি ও উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্য্যকারিণী আশ্চর্য্যভূত শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানে না, এ রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান কর প্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য। † ক্রমবিকাশবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাপক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা জগতের অতীত ও অনাগত অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ মতাবলম্বী, নবীনক্রমবিকাশবাদ তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্তরূপে বিবেচিত হইলেও, আমরা এ বাদকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্ত মনে করিতে পারি নাই। বেদের কথা শুনিয়া, হৃদয় জুড়ায়; নৈরাশ্য মেঘাবৃত হৃদয়গগনে, কখন কখন বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় আশার উদয় হয়। আপনার মানবতত্ত্ব গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, বেদ বলিয়াছেন, ভাবনা রূপ অগ্নি হোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিলে, ইহলোকে যে কোন বস্তু নষ্ট হইয়াছে, পুত্রাদি যে কোন প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, ইহলোকে

and it is acknowledged by most of the scientific men of the day, that these two great laws are essentially insepa rable"—The Riddle of the universe by E. Haeckel P. 75.

*"The conviction that these two great cosmic theorems the chemical law of the persistence of matter and the physical law of the persistence of force, are fundamen tally one, is of the utmost importance in our monistic system."—Ibid P. 76

†"Science knows nothing of the origin and destiny of nature. Who or what made the Sun, and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know."—Fragments of science vol II P. 52.

তুমি যাহা কিছু হারাইয়াছ, মরণোত্তর স্বর্গলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইবে ("যদ্ধ বা অস্য কিঞ্চ নশ্যতি, যন্ম্রিয়তে যদাপ্যাজন্তি সর্বং হৈ হ বৈ নং তদমুষ্মিংল্লোক॥"—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ)। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "জীব নিত্য, স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও বিয়োগকে লোকে সাধারণতঃ জীবের জন্ম ও মরণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু জীবের বস্তুতঃ মরণ নাই"। সুতীক্ষ্ণ শোকশরে হৃদয় বিদ্ধ হয় নাই, এই শোক সংকুল সংসারে এতাদৃশ পুরুষ অত্যল্পই আছেন। আহা! শোক সন্তপ্ত শ্রুতির এই সকল আশা সঞ্চারিণী বাণী শ্রবণ করিলে কত সুখ হয়! এই মধুময় শ্রুতি কথা শুনিয়া কত আশা, শোক শরবিদ্ধ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়! নবীন ক্রমবিকাশবাদ জীবন ও মরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমার কোন লাভ হয় নাই, তাহা শুনিয়া কোনরূপ লাভ হইবার আশাও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কিরূপে এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি মরিয়া কোথায় যাইব, আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, যাঁহারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া মনে করেন, যাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে, হৃদয় শোকে অভিভূত হয়, প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর তাঁহারাই বা কোথায় যাইবেন ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদ দিতে পারেন নাই, এই সকল বিষয় যে মীমাংসিতব্য, নবীন ক্রমবিকাশবাদ তাহাই মনে করেন না। যিনি নিখিল ভূতের স্থষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার আজ্ঞায় পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে, যিনি পৃথিব্যাদি ভূত সমূহে অবস্থান করেন, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহের যিনি অন্তর, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ যাঁহাকে জানে না, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য পরিণামে পরিণত করেন, ফলতঃ যিনিই সত্য, যিনিই পূর্ণ, যিনিই অমৃত, * নাস্তিক ক্রমবিকাশবাদীরা তাঁহাকে জানিতে পারেন না কেন? তাঁহাকে জানিতে চান না কেন? ডারুবিন্, স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ সুধীগণ, তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে বিজ্ঞান বিহীন অসভ্যোচিত কার্য্য বলিয়াছেন কেন? আমি কাঁদিলে, যিনি ব্যথিত হন, আমার নয়ন জল মুছাইয়া দেন, কাতর প্রাণে ডাকিলে, যিনি উত্তর দেন, নাস্তিক ক্রমবিকাশবাদীরা তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন কেন? আমি আছি, বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমির আমিকে, তাঁহারা দেখিতে পান না কেন? শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, শ্রুতি বলিয়াছেন যাঁহারা নীহার প্রাবৃত, নীহার সদৃশ অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন, যে কোন উপায়ে হোক্ উদর পূরণ, ইন্দ্রিয় সেবা, ঐহিক সুখ ভোগ, যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা কখন পরমেশ্বরের তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা কখন অহংপ্রত্যয়গম্য জীবাত্মার অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। ("ন তং বিদ্যথ য ইমা জজান অন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি॥"—ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদসংহিতা)।

---

* "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" * * * বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

বক্তা—ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার হক্সলী, টিন্ড্যাল, বুক্নার, হেকেল্ প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদীরা কি জড়বাদী? ঈশ্বর নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্যবিহীন জড়শক্তি হইতে জগতের বিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে, ভূত ও জড়শক্তি এবং ভূত সমূহের অনশ্বরত্ব ও শক্তি সাতত্য, এতদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণাবধারণ হয়, ইহঁরা কি এইরূপ সিদ্ধান্তে অচলভাবে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন?

জিজ্ঞাসু—আমার বিশ্বাস অদ্যাপি তাহা পারেন নাই, ভবিষ্যতে যে পারিবেন, তাহা ত আশা হয়না। যাঁহারা ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হক্সলী, টিন্ড্যাল, হেকেল্, বুক্নার, মড্সলী প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদীদিগের গ্রন্থ সমূহ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এসম্বন্ধে আমার ন্যায় বিশ্বাসবান্ হইয়াছেন, যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদীরা ভূত, ভৌতিক শক্তি, প্রাণ, মন, বিশ্বের সৃষ্টি ইত্যাদি কোন বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; ভূত, ভৌতিক শক্তি প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের চরম সিদ্ধান্ত, ভূত, ভৌতিক শক্তি, প্রাণ, মন ইত্যাদি পদার্থ সমূহের স্বরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয়, ইহারা দুর্ভেদ্য রহস্য (Mystery)। যে কোন বৈজ্ঞানিক হোন্, যদি তাঁহাকে বিশ্বের অব্যাকৃত অবস্থার স্বরূপ কি, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কিভাবে অবস্থিত ছিল, এইরূপ প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে, "ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য" (It is a mystery), এই উত্তরই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জার্ম্মন্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ক্রমবিকাশবাদী হেকেল্ যিনি জড়ৈকত্ববাদের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠার্থী, যিনি চিৎশক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, স্থূল প্রত্যক্ষ ব্যতীত, অন্য কোন প্রমাণ যাঁহার দৃষ্টিতে প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই, আমাদের অখিল জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক, প্রত্যক্ষই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রভব, যিনি এইরূপ দৃঢ় মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাকেও স্পষ্টস্বরে স্বীকার করিতে হইয়াছে, আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন, আমরা কোন বিষয়েরই মূল কারণ নিরূপণ করিতে পারি নাই, তাঁহাকেও পরিশেষে দুর্ভেদ্য রহস্যবাদের শরণ লইতে হইয়াছে। * অতএব ভূত ও ভৌতিক শক্তি এবং

---

* "All knowledge springs primarily from sensuous perceptions. * * * For this reason alone, all our knowledge is limeted, and we can never apprehend the first causes of any phenomena. The force of crystallization, the force of gravitation and Chemical affinity remain in themselves just as incomprehensible as Adaptation and Inheritance or Will and Consciousness. * * * There is indeed no prospect of this in the immediate future, and we content our—selves for the present with the tracing back of organic phenomena to two mysterious properties, just as in the case of Newton's theory we are satisfied with tracing the planetary motions to the force of gravitation, which itself is likewise a mystery to us and not cognizablein itself"— The History of Creation by E. Haeckel. Vol. I. P. 32-33.

ভূতের (Matter) অনশ্বরত্ব ও শক্তি সাতত্য, এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণ অবধারণ হয়, জড়ৈকত্ববাদিগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে যে অচলভাবে অবস্থান করিতে পারেন নাই,' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বক্তা—নবোদিতক্রমবিকাশবাদের সহিত প্রাচীনতম বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সমূহের তুলনাত্মক সমালোচনা করিলে যে, (যদি যথাযথভাবে করা হয়) প্রভূত উপকার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, আমি যে নিমিত্ত এই কথা বলিলাম তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

প্রপত্তি ও প্রপন্নভক্তের স্বরূপ।

বক্তা—ভৃগুরূপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব

শ্রীমৎ শিবরামানন্দ সরস্বতী স্বামী

জিজ্ঞাসু—তৎপাদাশ্রিত, তৎপাদকমললব্ধ সত্তাক ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর

প্রথমোচ্ছ্বাস।

অবতরণিকা।

জিজ্ঞাসু—ভগবন্! ভক্তি যোগামৃত পান করাইলেন, হৃদয় অননুভূত, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত হইয়াছে। "ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব, ভক্তিযোগ হইতেই মুক্তিলাভ হয়, ভাগ্যবান্ ভক্তের অনায়াসে, অচিরে ভক্তিযোগ হইতে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, ভক্তবৎসল, ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার মোক্ষ বিঘ্ন হইতে তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সর্ব্ব অভীষ্ট প্রদান করেন। ভক্তি বিনা কদাচ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না, অতএব তুমি সর্ব্বসাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিকে আশ্রয় কর, ভক্তিনিষ্ঠ হও, ভক্তিনিষ্ঠ হও, ভক্তি দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, ভক্তির অসাধ্য কিছু নাই," মহাবিষ্ণু, পিতামহ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "মহাবিষ্ণু, পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন," আপনার কৃপায় এই

ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব, ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, পরমেশ্বর বা বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভই ভক্তিযোগের আদ্যুপদেষ্টা। বেদে ভক্তিযোগের কথা নাই, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী তাঁহারা বেদ কোন্ পদার্থ তাহা জানেন না। বেদমূলক শাস্ত্র পরিচিতিও তাঁহাদের সমীচীন নহে।

কথার আশয় কি, তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি। বেদাত্মা, হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর হইতে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হইয়া থাকে, পরমেশ্বরে বিদ্যমান নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানাত্মক বেদ বা হিরণ্যগর্ভ হইতেই, সর্ব্ব বিদ্যার আবির্ভাব হয় ("যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" * * * শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ঋষিগণ,পিতৃগণ, দেবগণ, মহাভূত ও ধাতুসমূহ, অখিল স্থাবর, জঙ্গম জগৎ, নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, "যোগ," "জ্ঞান," "সাংখ্য" অন্যান্য বিদ্যা সমূহ, শিল্পাদি কর্ম্ম, সমস্ত বেদ, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বিজ্ঞান ইহাদের জনার্দ্দন হইতেই আবির্ভাব হইয়াছে। * অতএব মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে বেদ দান করিয়াছেন, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ হইতে জগতে নিখিল বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, বেদ হইতে স্থাবর, অস্থাবর বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রথমে ভক্তি যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভই যোগের আদ্যুপদেষ্টা, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহর্ষিগণ হিরণ্যগর্ভের যোগ বিষয়ক শাসনের অনুশাসন করিয়াছেন, আপনার অপার করুণায় এই অতিমাত্র গহন শ্রুতি-শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, আমি তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ভক্তি যোগের কথা বেদে নাই, ভক্তিযোগের কথা অর্ব্বাচীন পুরাণাদিতেই পরিদৃষ্ট হয়, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদের বেদ-শাস্ত্র জ্ঞান, তাঁহাদের বিচার শক্তি যে সমীচীন নহে, আমার তাহা বোধ হইয়াছে। আপনার ভক্তিযোগ বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, আমার জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে আর কোনরূপ সংশয় উদিত হইবার অবসর হয় না। ভক্তিযোগ যে নিরুপদ্রব, তাহা আমার স্থির হইয়াছে, প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি যে অভিন্ন সামগ্রী, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমি ভক্তাধীন, আমি অস্বতন্ত্রবৎ, আমি আমার ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকি, আমার ভক্তগণ্ দ্বারা আমার চিত্ত সর্ব্বথা বশীকৃত। সাধু বা আমার ভক্তবৃন্দ আমার হৃদয়, এবং আমি উহাদের হৃদয়" ("অহং ভক্তাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জনপ্রিয়ঃ ॥ * * * সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্।"— শ্রীমদ্ভাগবত)।

সাধু বা ভগবানের ভক্তবৃন্দের কৃপা বিনা যে, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, সর্ব্বসুখনিদান

---

* "ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ।
জঙ্গমাজঙ্গমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্ ॥
যোগোজ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদিকর্ম্মচ।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্বং জনার্দ্দনাৎ ॥"—

মহাভারত—বিষ্ণু সহস্র নাম।

ভগবদ্ভক্তি লাভ হইতে পারেনা, ভগবান্ স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন, সাধু সঙ্গই ভক্তি যোগের প্রধান সাধন। ভক্তাবতার মহর্ষি নারদ ও ভক্তির সাধন কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে বলিয়াছেন, 'মহতের কৃপা অথবা ভগবানের কৃপা লেশই ভক্তির প্রধান সাধন'।' মহতের সঙ্গ দুর্ল্লভ', 'মহৎ পুণ্যোদয় না হইলে, সাধুসঙ্গ হয়না', 'মহৎ সঙ্গ অগম্য, কিন্তু অমোঘ', প্রকৃষ্ট পুণ্য প্রভাবে যদি মহতের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে, উহা নিষ্ফল হয়না। পরমেশ্বরের কৃপা ও মহতের কৃপা ভিন্ন পদার্থ নহে, কারণ ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমি বহুপূর্ব্ব সুকৃতির ফলে, অল্প বয়সে আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, মহতের সঙ্গ যে অমোঘ, আপনার কৃপায়, তাহা আমার অনুভব হইয়াছে।

মহতের কৃপা অথবা ভগবানের কৃপা লেশই ভক্তির প্রধান সাধন।

দয়াময়! আপনার শ্রীমুখ হইতে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, "প্রপত্তি সদ্য সর্ব্ব-পাপ বিমোচনী"। অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি, কারুণ্যাদি কল্যাণ গুণসাগর শ্রীভগবানের চরণে "আমি তোমার", এইভাবে আত্মনিবেদন, তাঁহার উপরি নিজ সমস্তভার সমর্পণ, কৃতকৃত্য হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। অজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, পাপী, পুণ্যবান্ ভগবান্ সকলেরই শরণ্য, তিনি সকলেরই গতি। পূর্ব্বে মনে হইত, ভগবানের চরণে, আত্ম নিবেদন, সুখসাধ্য, কিন্তু এখন উপলব্ধি হইয়াছে, যথার্থভাবে ভগবানের চরণে আত্মনিক্ষেপ সুখসাধ্য নহে। কোন কোন ভক্তিগ্রন্থে "ভক্ত" ও "প্রপন্ন", মুমুক্ষুদিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা আপনাদিগকে অকিঞ্চন ও অনন্যগতি বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা ভক্তি প্রভৃতি উপায়ান্তরের আশ্রয় লইতে অসমর্থ, যাঁহারা ভগবানের চরণকেই একমাত্র উপায় বলিয়া আশ্রয় করেন, তাঁহারা প্রপন্ন, ভক্তিগ্রন্থে প্রপন্নের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। প্রপত্তি স্বকৃতি বা নিজ কর্ম্মসাধ্য নহে, প্রপত্তি কেবল ভগবানের অনুগ্রহ সাধ্য। প্রপন্নকে "পুষ্টিভক্ত" এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়। "পুষ্টি" শব্দ "পোষণ"—ভগবানের অনুগ্রহ, এই অর্থের বাচক। "প্রপত্তি" বা "পুষ্টিভক্তি" সাধনান্তরের অপেক্ষা করে না, কেবল ভগবানের

প্রপত্তি ও ভক্তি এই পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য-প্রপত্তি কর্ম্মসাধ্য নহে, ইহা কেবল ভগবানের অনুগ্রহ সাধ্য।

"মুখ্যতশ্চ মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা।"—নারদভক্তি সূত্র।

"মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভো ঽ গম্যো ঽ মোঘশ্চ।"—নারদভক্তি সূত্র।

"লভ্যতে ঽপি তৎ কৃপয়ৈব।"—নারদভক্তি সূত্র।

"তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।"—নারদভক্তি সূত্র।

অনুগ্রহই প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তির কারণ। * আমি প্রপত্তি ও ভক্তি এই উভয়ের পার্থক্য কি, তাহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, পূর্ব্ব সাধনা ব্যতিরেকে কিরূপে প্রপত্তি সাধ্য হইতে পারে? ভগবানের যে, ব্যক্তি বিশেষে, বিশেষ অনুগ্রহ হয়, তাহা কি নিষ্কারণ?

ব্যক্তি বিশেষে যে, ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ হয়, তাহার কারণ কি?

বক্তা—বিনা কারণে কি কিছু হইতে পারে? ভগবানের যে, ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ অনুগ্রহ হয়, তাহার কারণ আছে, সন্দেহ নাই, তাহার কারণ না থাকিলে, ভগবানে বৈষম্য দোষ স্পর্শ করিত।

জিজ্ঞাসু—ভক্তিযোগ বিষয়ক অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিলেও, যে কারণে আমার প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্তের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিবেদিত হইল।

ভক্তি যোগ বিষয়ক সম্ভাষণে "সাধনভক্তি" ও "সাধ্যভক্তি" ভেদে দ্বিবিধ ভক্তির কথা শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, ভগবান্‌কে পাইবার যে উপায়, তাহা সাধনভক্তি, সাধ্যভক্তি—ফল রূপভক্তি, ইহাই প্রপত্তি। সাধন বা উপায়ভক্তি, প্রারব্ধ ব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব্ব-প্রকার পাপ বিমোচনে সমর্থা, সাধ্য বা ফলরূপ ভক্তি প্রারব্ধেরও হন্ত্রী—প্রারব্ধেরও বিনাশিনী। শুনিয়াছি যে প্রারব্ধ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিনা ভোগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য। শৌনক ঋষিকৃত ঋগ্বিধানেও এইরূপ কথা আছে। শৌনক ঋষি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রারব্ধ, ভোগ হইবার পর বিনষ্ট হয়, ("প্রারব্ধং বর্ত্তমানং তু ভোগাদেব প্রণশ্যতি।"—শৌনক কৃত ঋগ্বিধান)। ভক্তি যোগ বিষয়ক সম্ভাষণে আপনি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু হইতে শুনাইয়াছেন, পাপ, পাপবীজ, এবং অবিদ্যা এই তিনটী ক্লেশ বা ক্লেশ হেতু। তন্মধ্যে অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে পাপ দুই প্রকার। যে পাপ অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত আছে, যাহার ভোগকাল উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে অপ্রারব্ধ এবং যে পাপ ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ পাপ। উত্তমাভক্তি প্রারব্ধ এবং অপ্রা-রব্ধ এই দ্বিবিধ পাপকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এবং পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, "প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে উদ্ধব! সেই প্রকার মদ্বিষয়া ভক্তি নিখিল পাপকে নষ্ট করিয়া থাকে ("যথাগ্নিঃ

সাধ্য ও সাধন এই দ্বিবিধ ভক্তির কথা—

প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভক্তি এই দ্বিবিধ পাপ-কেই নষ্ট করিতে সমর্থ।

---

* "মোক্ষপরাশ্চ দ্বিবিধাঃ—ভক্তাঃ প্রপন্নশ্চ। * * * আকিঞ্চন্যানন্যগতি-কত্বধর্ম্মবিশিষ্টো ভগবন্ত মাশ্রিতঃ প্রপন্নঃ।"—যতীন্দ্রমতদীপিকা।

"পুষ্টিঃ পোষণং। অনুগ্রহ ইতি যাবৎ। পোষণং তদনুগ্রহ ইত্যুক্তেঃ।"—ব্রহ্মবাদ

সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥”—)। এতদ্দ্বারা ভক্তির অপ্রারব্ধ পাপহারিত্ব উক্ত হইয়াছে। ভক্তি যে প্রারব্ধ পাপেরও বিনাশিনী, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতি ও কপিল দেবের সংবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। দেবহূতি বলিয়াছেন—'হে ভগবন্ তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমাকে নমস্কার, এবং তোমার স্মরণ ইত্যাদির মধ্যে কোন একটীর যাজন করিলে, কুক্কুর ভোজী চণ্ডালও যখন শীঘ্র সোমযাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যে, পবিত্র হইবেনা, তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে, সে অবশ্য নিষ্পাপ হইবে, কৃতার্থ হইবে, ("যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥”—শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ)। এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক, আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য, বিনা ভোগে বর্ত্তমান প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না এতদ্বাক্যের সহিত উত্তমাভক্তি প্রারব্ধেরও হন্ত্রী, প্রপত্তি প্রারব্ধ পাপের ও বিনাশিনী, এই কথার কি বিরোধ হইতেছেনা? প্রপন্ন ভক্তদিগের মধ্যেও, শুনিয়াছি, কেহ কেহ সংসার দাবানলে দগ্ধ হন, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা আমার শরণাগত হয়, যাঁহারা আপনাদিগকে অকিঞ্চন ও আমাকে অগতির গতি জানিয়া, আমি শরণাগত পালক, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়া, আমার প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদের সর্ব্বদুঃখ হরণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে কেন, তাঁহার প্রপন্ন, তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তগণ ক্লেশ ভোগ করে? তবে সাধ্য ভক্তি বা প্রপত্তি প্রারব্ধেরও বিনাশিনী, কিরূপে এই কথাতে অচল শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি?

প্রপন্ন ভক্তকেও ক্লেশ ভোগ করিতে দেখা যায় অতএব প্রপত্তি প্রারব্ধেরও বিনাশিনী এই কথাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়?

আপনি আমার এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার তাহাতে সংশয় নিরস্ত হয় নাই। আপনি বলিয়াছেন প্রপত্তি, যদিও প্রারব্ধকে নিঃশেষ-রূপে বিনাশ করিতে সমর্থ, তথাপি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় না হইলে, কিঞ্চিৎকাল দুঃখ ভোগ করিতে হয়, নিঃশেষ বা পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হইলে, নিঃশেষরূপে ক্লেশ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আপনার মুখ হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়াও, আমার জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হয় নাই। প্রপত্তির উত্তরকালেও, যদি সর্ব্বতোভাবে সংসারাসক্তির নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ তাঁহার প্রপন্নকে তাঁহার পরমপদে স্থান না দিতে পারেন, যাবৎ পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ তাহাকে এই সংসারে রাখিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শরণাগতকে সর্ব্বদা ক্লেশ বিমুক্ত করেন না কেন? আহা! যাহারা, আপনাদিগকে অকিঞ্চন জানিয়া, ভগবান্, অকিঞ্চন শরণাগতের সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, এই প্রকার বিশ্বাসকে অচলভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়া, তাঁহার চরণে আত্মনিক্ষেপ করিয়াছে, জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার

মরুভূমি হইতে পরিত্রাণ পাইব, এই আশায় আমি তোমার বলিয়া, তাঁহার চরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পূর্ণ বৈরাগ্য হয় নাই বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ক্ষমার আধার, বাৎসল্যের পারাবার, তাহাদিগকেও ক্লেশ ভোগ করান কেন, আমি তাহা অদ্যাপি পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি নাই। আপনার দয়ার সীমা নাই আমি জড়মতি হইলেও, আপনি আমাকে উপেক্ষা করেন না, আমি এই নিমিত্ত যাবৎ বিশদভাবে বুঝিতে না পারি, তাবৎ জিজ্ঞাসা করিতে ভীত হই না।

প্রপন্ন ভক্তের প্রপত্তির উত্তর কালেই সর্ব্ব-ক্লেশের অপনোদন না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা।

আপনি দয়া করিয়া বুঝাইয়াছেন, "ভগবান্ কল্যাণময়, তাঁহার সকল কার্য্যই হিতকর, এই জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত, পূর্ণ বৈরাগ্যজননার্থ ভগবান্ তাঁহার প্রপন্ন ভক্তদিগকে ক্লেশময় সংসারে স্থাপন করেন," আপনার এইরূপ সমাধানও, আমাকে নিরস্ত সংশয় করিতে পারে নাই। প্রপন্নের পূর্ণ বৈরাগ্যের অভাব, সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাবরুণালয়, বাৎসল্যের পারাবার শরণাগত পালক কি, প্রপত্তির উত্তর কালেই পূর্ণ করিতে পারেন না? ভগবান্ যে অঘটিত ঘটনা সামর্থ্য স্বরূপ, অঘটিত ঘটনা সামর্থ্যাইত সর্ব্বশক্তিমত্তা, তবে তিনি তাঁহার প্রপন্ন ভক্তের দুঃখাংশের অপনোদন না করেন কেন? প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তি কোনরূপ সাধনার অপেক্ষা করেন না, কেবল ভগবানের অনুগ্রহই প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তির কারণ। আমার তাই জিজ্ঞাসা হয় যাহার আবির্ভাব, অন্য সাধনাপেক্ষ নহে, যাহা কেবল ভক্তবৎসল, করুণাসাগর ভগবানের অনুগ্রহ হেতু আবির্ভূত হয়, যে সৌভাগ্যবান্ কেবল ভগবানের অনুগ্রহ হেতুক প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ সংসারাসক্তিকে, কি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ প্রপত্তির উত্তর কালেই নষ্ট করিতে পারেন না? তাহার হৃদয়ে কি তখনি পূর্ণ বৈরাগ্যের আবির্ভাব করাইতে পারেন না? প্রপন্ন হইয়াও, যাহার সংসারাসক্তির পূর্ণভাবে বিনাশ না হয়, বুঝিতে হইবে, প্রবল প্রতিকূল প্রারব্ধই তাহা না হইবার কারণ। প্রপত্তি প্রারব্ধেরও বিনাশিনী; তবে কেন প্রপন্নের, তুমি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবে, এই বিশ্বাসে ভগবানের চরণে শরণাগতের, প্রবল প্রতিকূল প্রারব্ধ, প্রপত্তির উত্তর কালেই নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়? প্রপন্ন ভক্তকেও যদি প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়, তবে প্রপত্তির বিশেষ মাহাত্ম্য কি? তাহা হইলে, কর্ম্মেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হয়। বৃদ্ধ-সূর্য্যারুণক কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বিনা ভোগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ("প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভূত ভোগাদেব ক্ষয়ো ভবেৎ। সঞ্চিত ক্রিয়মাণানাং প্রায়শ্চিত্তৈস্তথৈব চ॥"—বৃদ্ধসূর্য্যারুণকর্ম্মবিপাক)। প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তি অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ এই দ্বিবিধ কর্ম্মের বিনাশিনী ইহা কি অর্থবাদ? ইহা কি কেবল প্ররোচন বাক্য? আমার বিশ্বাস প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ বিষয়ক

"প্রপত্তি বা পুষ্টিভক্তি প্রারব্ধেরও হন্ত্রী" ইহা কি অর্থবাদ?

সম্ভাষণ শ্রবণ করিলে, আমার এই সকল সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে।

বক্তা—তুমি এখন যেসকল বিষয়ের সমাধানার্থী হইতেছ, ভক্তিযোগ বিষয়ক সম্ভাষণে আমি সেই সকল বিষয়ের যথা প্রয়োজন সমাধান করিয়াছি, তথাপি তুমি যখন সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত সংশয় হও নাই, তখন প্রপত্তি ও প্রপন্নভক্তের স্বরূপ বিষয়ক সম্ভাষণে যাহাতে তোমার এই সমস্ত সংশয় আপনোদিত হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব।

মানুষের নিজ দৃষ্টিতে যে রূপ প্রতিফলিত হয়, ভগবানের দৃষ্টিতে মানুষের নিজ দৃষ্টি প্রতিফলিত সেইরূপ সর্ব্বদা অবিকল তদ্রূপেই পতিত হয় না, মানুষ আপনাকে প্রপন্ন বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান্ যাবৎ তাহাকে তদ্দৃষ্টিতে না দেখেন, তাবৎ তাহার আমি ঠিক প্রপন্ন, এই প্রকার বিশ্বাস করা কল্যাণবহ নহে। সম্পূর্ণ ভাবে বিগলিতাভিমান না হইলে, বিশুদ্ধ ভাবে প্রপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

বৎস! তুমি যে সকল বিষয় বুঝিতে পারিতেছনা, একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারিবে, তোমার অভিমান কিয়ৎ পরিমাণে তোমার এই সকল বুঝিবার পথে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। "আমি প্রপন্ন ভক্ত," তোমার এই প্রকার অভিমান আছে। মানুষের যাবৎ কোন প্রকার অভিমান থাকে, তাবৎ সে বিশুদ্ধ ভাবে প্রপন্ন হইতে পারে না, তাবৎ সে পূর্ণভাবে "নমো নমঃ" করিতে সমর্থ হয় না, দেহ দণ্ডবৎ পতিত হইলেও, মন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তদ্বৎনত হয় না। যে ভাগ্যবান্ ভগবানের অনুগ্রহ বশতঃ বিশুদ্ধভাবে তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, পুষ্টিভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কি স্বতন্ত্র অভিমান থাকিতে পারে? স্বতন্ত্র অভিমান না থাকিলে কি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি প্রপন্নভক্ত, আমি অমুক ইত্যাদি অনুভব হইতে পারে? যে মনে করে, আমি জ্ঞানী সে যথার্থ জ্ঞানী নহে, যে ভাবে আমি প্রপন্নভক্ত, সে বিশুদ্ধ প্রপন্নভক্ত নহে। যাঁহারা মোক্ষ বা অন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎসমস্ত ভগবানের সকাশ হইতেই পাইতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে যাঁহারা কিছু প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা "একান্তী প্রপন্নভক্ত," এবং যাঁহারা "ভক্তি" ও "জ্ঞান" ভিন্ন ভগবানের সকাশ হইতেও, অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না তাঁহারা পরমৈকান্তী প্রপন্নভক্ত। এই পরমৈকান্তী প্রপন্নভক্তকেও "দৃপ্ত" ও "আর্ত্ত" এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। "প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য," নীরবে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে, এই দেহের পতন কালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, যাঁহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারা দৃপ্ত এবং সংসারে অবস্থান, প্রজ্বল্যমান অগ্নি মধ্যে অবস্থানের ন্যায় দুঃসহ, এই নিমিত্ত ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইবার উত্তর কালেই, যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা আর্ত্ত পরমৈকান্তী।

একান্তী, পরমৈকান্তী প্রপন্ন এই দ্বিবিধ; পরমৈকান্তী প্রপন্ন ও আবার 'দৃপ্ত' ও 'আর্ত্ত' ভেদে দ্বিবিধ।

জিজ্ঞাসু—"দৃপ্ত" শব্দের অর্থ "গর্ব্বিত," প্রপন্নভক্ত গর্ব্বিত হইতে পারেনা? "আর্ত্ত" শব্দের অর্থ পীড়িত-দুঃখিত। অকিঞ্চনতা (কার্পণ্য), ভগবান্‌কে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয় করা (বরণ), ভগবানের চরণে আত্মভার নিক্ষেপ (ন্যাস) ইত্যাদি ইহারা প্রপত্তির অঙ্গ। যে আপনাকে অকিঞ্চন বলিয়াই বিশ্বাস করে, সে কি দৃপ্ত বা গর্ব্বিত হইতে পারে? গর্ব্বিত, যথার্থ ভাবে কাহার প্রপন্ন—কাহার শরণাগত হইবে কিরূপে? সম্পূর্ণভাবে নিরভিমান হইলে, "দৃপ্ত", বা "আর্ত্ত" হইতে পারে কিনা, আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই। আপনি বলিয়াছেন, অভিমান থাকিতে বিশুদ্ধভাবে প্রপন্ন হওয়া যায় না।

অভিমান শূন্য না হইলে, বিশুদ্ধভাবে প্রপন্ন হওয়া সম্ভব নহে, অতএব প্রপন্নভক্ত দৃপ্ত হইবেন কিরূপে? যথার্থ অকিঞ্চনের গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব কি?

বক্তা—"অভিমান বা অহংকার থাকিতে বিশুদ্ধভাবে প্রপন্ন হওয়া যায় না," আমার এই কথার অভিপ্রায় তুমি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পার নাই। অহংকার ত্রিবিধ। মহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আমিই অখিল বিশ্ব, আমার সমান দ্বিতীয় বস্তু নাই, এইরূপ যে সংবিৎ (জ্ঞান), তাহা "পরমা অহংকৃতি"। আমি সর্ব্বপদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত, সূক্ষ্ম হইতেও আমি সূক্ষ্মতর, ক্ষুদ্র হইতেও আমি ক্ষুদ্রতর, এতাদৃশী সংবিৎ "দ্বিতীয় অহংকৃতি"। যে অহংকৃতি বশতঃ দেহই আমি, দেহ ব্যতিরিক্ত অন্য অহং নাই, এবম্প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা "তৃতীয় প্রকার অহংকৃতি"। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকার শুভ, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও এই দ্বিবিধ অহংকার বিদ্যমান থাকে, ইহারা অলৌকিকী অহংকৃতি। তৃতীয় প্রকার অহংকৃতি লৌকিকী, ইহাই দুঃখ দায়িনী, ইহাই যত্নতঃ পরিত্যাজ্যা। অভিমান শূন্য না হইলে, অহংকার থাকিলে, প্রপন্ন হওয়া অসম্ভব, আমি এই স্থলে, তৃতীয় প্রকার দুঃখ হেতু অহংকৃতিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। প্রপন্নের গর্ব্ব সাধারণতঃ পরিচিত 'গর্ব্ব'পদার্থ হইতে ভিন্ন। "আমি অকিঞ্চন" হে আমার সত্তাপ্রদ! হে আমার সর্ব্বস্ব! তুমি ছাড়া আমি অসৎ, প্রপন্ন ভক্তির এইরূপ অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। "প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা ক্ষপণীয়," যাবৎ এই দেহের পতন না হয়, তাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ ফল প্রদান করিবে, এই দেহের পতনের পর ইহাদের আর সুখ-দুঃখ প্রদানের শক্তি থাকিবেনা। প্রারব্ধ কর্ম্মের—যে কর্ম্ম ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৎকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, বাণ যাবৎ তূণনিষ্ঠ থাকে, তাবৎ উহার গ্রহণ বা ত্যাগে ধানুষ্কের স্বাতন্ত্র্য থাকে, কিন্তু মুক্তবাণে ধানুষ্কের কোন স্বাতন্ত্র্য

অহংকার ত্রিবিধ জীবন্মুক্ত বা প্রপন্নভক্তের দ্বিবিধ অহংকার থাকে ও তৃতীয় প্রকার অহংকার থাকে না, এই তৃতীয় প্রকার অহংকার থাকিলে প্রপন্নভক্ত হওয়া অসম্ভব।

অনারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞান বা প্রপত্তি দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষপণীয়।

থাকে না, মুক্তবাণের বেগ ক্ষীণ হইলে, উহা স্বয়ং পতিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী বা প্রপন্নভক্তের সেইরূপ অনারব্ধ কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য থাকে, আরব্ধ কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, যাবৎ আরব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি না হয়, তাবৎ তাঁহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইয়া থাকে। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শন প্রভৃতিতে এই বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। * "প্রপত্তিপ্রারব্ধেরও বিনাশিনী," তাহা হইলে, এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি, তোমার এই প্রশ্নের যথাসময়ে সমাধান করিব।

আমি বলিয়াছি, তোমার, "আমি প্রপন্ন ভক্ত," এইরূপ অভিমান আছে, আমার এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—আপনার কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? "আমি প্রপন্ন ভক্ত," আমার এই প্রকার বিশ্বাস সহজ, কারণ জ্ঞানোদয়ের পর হইতে আমি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছু গ্রহণ করি নাই, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া আমি কখন ভাবিতে পারি নাই। আমার ধারণা, আমার বর্ত্তমান জীবন জাগতিক দৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মূর্ত্তি তথাপি, আমি পূর্ব্বে কখনও (জাগতিক দৃষ্টিতে চিরদুঃখী হইলেও) অন্তরে দুঃখী ছিলামনা। নিতান্ত অনভিমত অবস্থাতে নিপতিত হইলে আমি ভগবানের উপরিই অভিমান করিয়া থাকি, আমি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকি, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি যাহা চাই, তাহা দিতে পার; আমি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন কোন দিন তোমার কাছে অন্য কিছু চাহিয়াছি কিনা, তুমি তাহা জান। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিমল ভক্তি ছাড়া আমাকে যেন আর কিছু চাহিতে না হয়, ইহাই আমার একতান প্রার্থনা। তোমা ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণকরিবার যোগ্য করিয়া তুমি যে, আমাকে সৃষ্টি কর নাই, আমি যে, তা'ই তোমার উপরি, আমার বিশ্বাস তোমারই প্রেরণায়, আমার সর্ব্বভার বিন্যস্ত করিয়াছি, আমি যে আপনাকে এই বিষয় অবলম্বন করিয়া বারম্বার বিরক্ত করি, আমার প্রপন্ন ভক্তাভিমানই, তাহার কারণ, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

আমি প্রপন্নভক্ত আমার যে এইরূপ অভিমান আছে, তাহা সত্য, আমি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারি, আমার এইরূপ অভিমান আছে, তাইত দুঃখ পাইলে ভগবানের উপরি আমার অভিমান হয়।

বক্তা—"আমি প্রপন্ন ভক্ত, আমার এই প্রকার বিশ্বাস সহজ," তোমার এই কথা অযথার্থ নহে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, এইরূপ কথা বলিবার তোমার নিশ্চয় অধিকার আছে। প্রপত্তি শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে বরণের—ভগবান্‌কে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয় করিবার—ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মভার নিক্ষেপের অধিকার সম্পত্তি, প্রপন্নভক্তের পূর্ব্ব হইতে জন্মিয়া থাকে, ভগবান্ যখন প্রপন্নভক্তগণকে সৃষ্টি করেন, ভগবৎ কৃপায় তখনি তাঁহারা বরণাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, ভগবান্

প্রপন্ন ভক্ত ভগবান্, তুমি আমার রক্ষণকর্ত্তা, 'আমি তোমার' এই ভাবে আত্মভার নিক্ষেপ করিবার অধিকারী করিয়াই সৃষ্টি করেন।

---

* "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ
"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সংপদ্যতে।"—বেদান্ত সূত্র ৪।১।১৯

তাঁহার প্রপন্ন ভক্তদিগকে এই সম্পত্তি বিশিষ্ট করিয়াই, সৃষ্টি করেন ("পুষ্টিভক্তাশ্চ পূর্ব্বত এব নিঃসাধনাঃ পুরুষোত্তম: সেবাপরায়ণান্তঃকরণাঃ। বরণাধিকার সম্পত্তিস্ত তেষাং পূর্ব্বমেব জাতা যদা ভগবতা সৃষ্টাঃ ॥—ব্রহ্মবাদ্

তথাপি আমি যে, তোমাকে তোমার "আমি প্রপন্নভক্ত" এইরূপ অভিমান আছে, ইত্যাদি কঠোর বাক্য শুনাইয়াছি, তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যে অভিমান মানুষের যথার্থ প্রপত্তি পথকে অবরোধ করে, তোমার চিত্তকে যাহাতে সেই অশুভ অভিমান কলুষিত করিতে না পারে, আমি এই উদ্দেশ্যে, তোমাকে ঐরূপ কথা বলিয়াছি। ভক্তের ভগবানের উপরি অভিমান করিবার যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, প্রার্থনা তত্ত্ববিষয়ক সম্ভাষণে, তাহা তোমাকে আমি জানাইয়াছি. ভক্তাবতার নারদ স্বপ্রণীত ভক্তি সূত্রে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাহ স্মরণ কর।

"ভক্তিযোগ" বিষয়ক উপদেশ শ্রবণকালে, তুমি প্রপত্তি সম্বন্ধে (বিস্তারপূর্ব্বক না হইলেও) কিছু শ্রবণ করিয়াছ। শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্রে, "গৌণী ভক্তি" ও "পরাভক্তি" ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ভক্তির বর্ণন আছে। গীতা পাঠ পূর্ব্বক তুমি, 'অনন্যা ভক্তির' নাম অবগত হইয়াছ, সন্দেহ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন 'হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমার স্বরূপ জানিতে ও আমাকে সাক্ষাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মহাভারতে একান্তীর মাহাত্ম্য বহুশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। একান্তী পুরুষ (নিষ্কাম ভক্ত) পরম পদ লাভ করেন, একান্ত ধর্ম্ম, নারায়ণের প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম (একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং। নূনমেকান্তধর্ম্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণ প্রিয়ঃ ॥"—মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব) মহাভারতে এই কথা উক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, গীতার "অনন্যা ভক্তি" এবং মহাভারতে বর্ণিত একান্ত ভক্তি, কি ভিন্ন পদার্থ? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানার্থ শাণ্ডিল্য সূত্র বুঝাইয়াছেন, "একান্তভাব ও অনন্যা ভক্তি, এই উভয়ই পরাভক্তি" ("তদ্দ্বয়মপি সা গীতার্থ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।")

"প্রপত্তি" ও "পরাভক্তি" এক পদার্থ কি না, তাহা পরে বিচার করা হইবে। আপাততঃ প্রপত্তি ও প্রপন্নভক্ত বিষয়ক সম্ভাষণে যে, যে বিষয়ের যে প্রণালীতে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।

প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ যথাযথ ভাবে অবলোকন করিতে হইলে প্রথমে "প্রপত্তি" ও "প্রপন্ন" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি, তাহা চিন্তনীয়, তৎপরে "প্রপত্তি" ও প্রপন্নের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদ হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা শ্রোতব্য; তদনন্তর পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে "প্রপত্তি" ও প্রপন্নভক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্মর্ত্তব্য, তৎপরে ভক্তিবিষয়ক অন্যান্য

প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ বিষয়ক সম্ভাষণের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ।

সংগ্রহ গ্রন্থ সমূহ প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্তের তত্ত্ব নিরূপণে কিরূপ উপকার করে, তাহা জ্ঞাতব্য, তদনন্তর কিরূপে যথার্থভাবে প্রপন্ন হওয়া যায়, প্রপত্তির সাধন কি, তাহা বিচার্য্য; তদনন্তর প্রপন্নভক্তের প্রকার ভেদ বিষয়ক বিচার এবং প্রপত্তি ও প্রপন্ন ভক্ত সম্বন্ধে যে সকল আশঙ্কা হইতে পারে, যথাসম্ভব সেই সকল আশঙ্কার পরিহার চেষ্টা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } মাঘ, সন ১৩৩০ সাল। { ১০ম সংখ্যা

অযোধ্যাকাণ্ডে—বনগমনে সীতা-রাম।

সূচনাধ্যায়।

শ্রীসীতারামকে যাঁহারা পরম পুরুষ ও মূল প্রকৃতি মানিতে পারেন না তাঁহারা ঋষিগণকে মানেন না, বেদ মানেন না—শাস্ত্রও মানেন না। এমন পুরাণ নাই যেখানে রামলীলা বর্ণিত হয় নাই। আমরা ঋষিগণের বাক্যে বিশ্বাস করি এবং গোস্বামী তুলসীদাসের সঙ্গে বলি—

জড় চেতন জগ জীব যে সকল রামময় জানি।
বন্দৌ সবকে পদকমল সদা জোড়ি যুগ পাণি॥

জগতের জীব—জড় ও চেতন যে সমস্ত—তাহাদিগকে রামময় জানিয়া আমি জোড়হাতে সকলের পদ কমল বন্দনা করি। শুধু রামময় নহে কিন্তু জড় চেতন-সকলে সীতারামময়।

সীয়া রামময় সব জগ জানি।
করৌঁ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি॥

তাই বলা হইতেছে সমস্ত জগৎ সীতারামময় জানিয়া জোড়হাতে সকলকেই প্রণাম করিতেছি।

আমরা এই সীতারামের কথা বলিতে যাইতেছি। যদি এইটি সর্ব্বদা কেহ মনে রাখিতে পারেন—যে জগতের সকল বস্তু সীতারামময়---আর সীতারামময় বলিয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুকেই সীতারাম সীতারাম করিতে করিতে প্রণাম করা অভ্যাস কেহ করেন, তবে তিনি সহজেই এই দুর্ব্বার সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। বনগমন কালে সীতারামের এই কথা শ্রবণ- মনন করিয়া সর্ব্বদা সীতারাম সীতারাম করা সহজ ইহার জন্যই গোস্বামী তুলসীদাসের ঐ জীবন্ত বাক্য উপরে উদ্ধৃত হইল।

মস্তকে এখনও কুঙ্কুম রঞ্জিত অক্ষত,অঙ্গ এখনও গন্ধে অনুলিপ্ত, ঔষধী গুটিকা এখনও হস্তে বাঁধা। রাজাভরণ পরিত্যক্ত হয় নাই। আজ এই অভিষেকের দিনে শ্রীভগবান্ সীতার নিকট বিদায় লইতে আসিতেছেন। মাতার বাৎসল্য ভাবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়াছেন; এখন মধুর ভাব—ইহারও সহিত ভগবানকে সংগ্রাম করিতে হইবে। বাৎসল্য ভাবের হৃদয় স্বধর্ম্মবলে পরাজিত হইল---মধুর ভাবের হৃদয় কি করিবেন আমরা দেখিতে যাইতেছি।

যে মুহূর্ত্তে ভগবান্ মাতার ভাবনা আর ভাবিলেননা—ভাবিলেন সীতার ভাবনা—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সীতা আনমনা হইলেন। প্রিয় যাঁরে উগ্রচিন্তা করেন তাঁর কি কথা কহিবার শক্তি থাকে? আর ইহাত রাম সীতার স্মরণ ব্যাপার!

যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে--অভিষেকের বাদ্যধ্বনিতে অযোধ্যা মুখরিত হইতেছিল— অকস্মাৎ তাহা থামিয়া গেল—

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

মুরজ পনব মেঘঘোষবৎ
দশরথ বেশ্ম বভূব যৎ পুরা।
বিলপিত পরিদেবনাকুলং
ব্যসন গতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্॥

মেঘশব্দ মত পাখোয়াজ ও ঢকা বিশেষের যে শব্দে রাজা দশরথের গৃহ প্রতিধ্বনিত হইত তাহাই আজ মহিলাগণের বিলাপে ও খেদোক্তিতে একেবারে নিরতিশয় দুঃখাপদে আকুল হইয়া উঠিল। আর দেখিতে দেখিতে অবধপুরীর সমস্ত বাদ্যোদ্যম থামিয়া গেল। সীতা ত সখিগণের সঙ্গে রাম কথাই কহিতে ছিলেন। রাম গত প্রাণার আর কোন্ কথায় রুচি থাকিতে পারে? যাইবার সময় রাম বলিয়া গিয়াছেন "সহত্বং পরিবারেণ সুখমাস্ব রমস্বচ"। পরিবারের

সহিত তুমি ক্রীড়াকৌতুকে বিহার কর, আমি শীঘ্র গিয়া পিতারসহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসি। সীতার আর পরিবার কোথায়? যাহারা রাম কথায় সুখী হয় তাহারাই সীতার আত্মীয় স্বজন পরিবার। রাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—সীতাও উঠিয়াছেন আর সীতার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রাম বলিয়া যাইতেছেন সখীগণের সহিত সুখে বিহার কর। সীতা ভাবিতেছেন এত ভাল বাসিতে আর কে জানে—আমি যে এক ক্ষণও ছাড়িয়া থাকিতে পারিনা, তাহাত অবিদিত নাই। আর এত সম্মান করিতেই বা দেখি কোথায়? অসিতেক্ষণা পতিসম্মানিতা সীতা পতির মঙ্গলাচরণ জন্য "আদ্বারমনুবব্রাজ" দ্বার পর্য্যন্ত রামের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। এ দৃশ্য কেমন? সীতা রামকে বিদায় দিলেন—এই বিদায় বাক্য কোথায় গিয়া ঝঙ্কার তুলে তাহাত বলা যায় না! হায়! কি ছিল—কি হইয়াছে? সীতা, রামের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিতেছেন লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা যেমন যুবরাজ ইন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি দীক্ষিত হইয়া, ব্রত পরায়ণ হইয়া, মৃগচর্ম্ম ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ করিবে আমি এখুনি তাহা দেখিব। ইন্দ্র তোমার পূর্ব্বদিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিম দিক এবং কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ভালবাসা—ইহার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? শতবার বলিতে ইচ্ছা করে আহা! কি ছিল কি হইয়াছে! আজ কি কোন রাজদুহিতারও সীতার চরিত্র অনুকরণ করিতে নাই?

অভিষেকার্থ মঙ্গলাচার শেষ হইল—রাম সীতার সম্মতি লইয়া বিদায় লইলেন—আর জানকী! বনবাস বৃত্তান্ত ত কিছুই জানেন না—যৌবরাজ্য আজ রামের হস্তে আসিবে এই উল্লাসেই মগ্ন আছেন। কত কথাই বলিতেছেন— সখীরা সীতার উচ্ছ্বাস দেখিয়া সীতার ভিতরে যেন রামের অনুভব করিতেছেন; একজন অন্তরঙ্গা বলিতেছেন সখি! তুমি ত রামরঙ্গিনী—তুমি ত বলিতে বলিতে কি হইয়া যাইবেই কিন্তু আমরাত তোমাদের বাহিরের যা কিছু তাহাই দেখি— কিন্তু আমরাও বলি—এমনটি আর নাই। রূপে বা কি আছে, কথায়ই বা কি আছে, কমল নয়নে বা কি আছে, হাসিতে বা কি আছে—এমনটি আর কোথাও ত দেখি নাই। পিতার আদর জানি, মাতার আদরও জানি, কত লোকের আদরও ত পাইয়াছি, তোমার আদরও ত জানি—কিন্তু তার আদর—এমনটি আর কোথাও নাই। সব সময়ে ত তুমি কাছে রাখনা—যখন দূরে থাকি তখন তোমাদিগকেই ত ভাবি—ভাবিত সীতারাম—না ভাবিয়া পারিনা—ভাবনা

আপনা হইতে যে আইসে। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে—প্রাণ কেমন করিয়া উঠে—যেন সেই মুহূর্ত্তে আবার ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতে চাই—কিন্তু তখন ত পাইবনা ইহা জানিয়া বসিয়া বসিয়া অন্তরে ভাবনা করি—প্রাণ যেন বড়ই ব্যাকুল হয়—তখন চরণ কমলে চক্ষু রাখিয়া রাম রাম করি—আর কত কি যেন দেখি—কি দেখি? চরণ কমল—নীল কমল—মাথায় তার জ্যোতি—পদ নখে সূর্য্য—দেখিয়া দেখিয়া মনে মনে আবার সেই নয়নাভিরাম, কর্ণান্তদীর্ঘনয়নের দিকে চাহিয়া থাকি—সেই কর্ণাবলম্বি-চল-কুণ্ডল-শোভি-গণ্ড দেখিতে দেখিতে দেখা হারাইয়া ফেলি—আপনাকে হারাইয়া কি হইয়া যাই বলিতে ত পারি না।

সীতা সখীকে আদর করিলেন—আদর করিয়া বলিলেন এত ভাল বাসিলি কিরূপে? আহা! জগৎ ভাল বাসুক, জগৎ মঙ্গলকে ভাবিয়া জগতের মঙ্গল হইবে। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ" এই বড় আনন্দ।

আনন্দ—আনন্দ—বটে—কিন্তু নিকটে না দেখিয়া সহ্য করা যে যায় না?

কি বলিস্ তোরা? কাছে পাইয়াও কতটুকু পাস্ তাই বল? সীমাশূন্য—অধর—হইয়াও ধরা দিবার জন্য যে মধুর হইয়া আইসে—নয়নাভিরাম, মনোভিরাম, বচনাভিরাম, শ্রবণাভিরাম, সদাভিরাম, সততাভিরাম—রাম হইয়া যে আইসে—তার এই দেহটুকু মাত্র দেখিলে আর কতটুকু দেখা হয় সই? কিন্তু চক্ষুতে চক্ষু রাখার এই গুণ যে ইহা সব ভুলাইয়া দিয়া—দেখাও ভুলাইয়া দেয়—দিয়া তার মতন সীমাশূন্য করিয়া কি করে তাত বলা যায় না। চক্ষের দেখাতেও ঠিক দেখা হয় না—বিঘ্ন ত আছেই—পলক ও আছে, কিন্তু মনের দেখাই দেখা।—সেই দেখাতেই স্বরূপে সে লইয়া যায়। আহা! তার করুণা—

সহসা সীতা স্থির হইলেন। সখী জিজ্ঞাসা করিল কি হইল? কথা কহিতে কহিতে নীরব হইলে যে?

আমার প্রাণ কেমন করিতেছে—আর দেখ বাহিরের বাদ্যোদ্যম ত সব থামিয়া গেল—

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

বৈদেহী চাপি তৎসর্ব্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥
দেব কার্য্যং স্বয়ং কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্ট চেতনা।
অভিজ্ঞা রাজধর্ম্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতী॥

বৈদেহী তপস্বিনী—ভগবান্ বাল্মীকি ইহা বলিলেন। কোন্ প্রমদা স্বামীর সন্তোষের জন্য কার্য্য না করে? সদা প্রফুল্ল থাকিয়া স্বামীকে নারায়ণ ভাবনা করিয়া সেবা করাই সধবার তপস্যা। সীতার নারায়ণে আরোপের প্রয়োজন ছিলনা—রাম যে স্বয়ং। কাজেই সীতার সব সেবাই তপস্যা বটে। এই তপস্যার ফলে যখন রাম-সীতার মধ্যে সরিৎসাগর ভূধর ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছিল তখনও মা বৈদেহী সদা রাম রাম করা রূপ উগ্র তপস্যা লইয়াই ছিলেন— আহার ছিলনা, নিদ্রা ছিলনা—শত অত্যাচারে—শত উৎপীড়নে কেহই তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও রাম রাম ছাড়াইতে পারে নাই। যত বিপদ্ আসুক না—সব যাতনা সহিয়া—চক্ষের জলে বক্ষ ভিজাইয়া সদা যে মার মত রাম রাম করিতে পারে—মার কৃপায়—রাম তাহাকে উদ্ধার করেনই নিশ্চয়।

আর তুমি সাধক! অজ্ঞান রাবণের কর্ম্ম চেড়ীর মধ্যে তুমি পড়িয়াছ—করুক চেড়ী যা করে—তুমি সীতার মত রাম রাম কর--দুঃখই তোমাকে রাম মন্দিরে লইয়া যাইবার সোপান জানিয়া দুঃখে দুঃখে রাম রাম কর—মা ত এই শিক্ষাই দিয়াছেন।—মা আপনি আচরণ করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন কলির জীবের উদ্ধারের এত সহজ উপায় থাকিতে হতাশ হইবে কেন? সদা শ্রীরাম রাম রাম জপ—যা আসে আসুক—যা হয় হউক—কিছুই গ্রাহ্য করিও না—সবই সে করিয়া দিবে।

রাজপুত্রী—হৃষ্টচিত্তে—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে—রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া দেব পূজা সমাপণ করিলেন—দেবতা রাজ্যদানে উপকার করিতেছেন উপকার মনে করিলে কৃতজ্ঞতা আপনিই আইসে। সাধু হৃদয়ের পরিচয় ইহাই। পূজা অন্তে সীতা সখীগণের সহিত রাম কথাই কহিতে ছিলেন—অকস্মাৎ কথা থামিয়া গেল—সীতা নীরব হইলেন। সকলে শুনিল আযোধ্যায় হর্ষ উল্লাস সবই যেন থামিয়া গেল।

রাণী কৌশল্যাকে বনবাসের সংবাদ দিয়া, মাতাকে অভিবাদন করিয়া—রাম রাজপথে বাহির হইয়াছেন—দেহপ্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত করিয়া—আর গুণগ্রামে সকলের হৃদয় চমকিত করিয়া, রাম, সীতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সীতা হৃষ্টমনেই রামের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন---এমন সময়ে রাম "স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্"—সুশোভিত আপন ভবনে প্রবেশ করিলেম। শ্রীভগবান্ সীতার নিকটে যখন আসিতেছিলেম—তখন তাঁহাকে কিরূপ দেখাইতেছিল?

"হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ" রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া সীতার সম্মুখে আসিলেন। কেন এই লজ্জা—কেন ভগবান্ লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইলেন? রাজোচিত বসন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া সিংহাসনে বসিতে যাইতেছি—তন্মুহূর্ত্তে ভিখারী সাজিয়া বনে যাইতেছি—এই অন্যায্য ব্যাপার সীতাকে বলিব কিরূপে ইহা ভাবিয়াই রাম হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ হইলেন। আর সীতা?

রামের আগমনে সীতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পতিকে শোক সন্তপ্ত চিন্তা-ব্যাকুলেন্দ্রিয় দেখিয়া কম্পিত কলেবরে নিকটে দাঁড়াইয়াছেন। ভগবান্ বাল্মীকি কতই ধ্যানের চিত্র দিয়াছেন। হৃদয়ে এই ধ্যান রাখিয়া—রাম রাম করা লঘুপায়ে রামোপাসনা।

তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্ম্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢ়ুং ততো বিবৃতাঙ্গতঃ॥

সীতাকে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাঘব মনোগত সেই শোককে গোপন করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আকার ইঙ্গিতে তাহা সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইল।

রামের মনোগত শোক, রাম গোপন করিতে পারিলেন না—ভগবান্ বাল্মীকির এই কথা লইয়া আজকালকার ইংরাজী শিক্ষিত গ্রন্থকার বলেন রাম মানুষ। মানুষ বলিয়াই আমাদের মত তাঁহারও শোক দুঃখ হয়। রাম পরমাত্মা এ কথা বাল্মীকি বলেন নাই। যদি দেখান যায় ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে বহুবার বলিয়াছেন "রামই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু" তাহাতে ঐ সমস্ত ইংরাজী পণ্ডিত বলিবেন ঐ সব স্থান প্রক্ষিপ্ত। আর রামই যে বিষ্ণু একথা আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে থাকিতে পারে; কিন্তু আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নহে। যাহা বাল্মীকির লেখা সেই অযোধ্যাদি কাণ্ডে ইহা নাই। কিন্তু যদি দেখান যায় অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথম সর্গের ৭ শ্লোকে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন

"সহি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞেবিষ্ণুঃ সনাতনঃ"

উদীর্ণস্য দৃপ্তস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ দেবৈ অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সনাতনঃ বিষ্ণুঃ মানুষে লোকে জজ্ঞে আবির্ভূতঃ—বলদৃপ্ত রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবতাগণ প্রার্থনা করায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু মনুষ্য লোকে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন তবে ইহারা কি বলেন? ভগবান্ বাল্মীকি সপ্তকাণ্ডের বহু স্থানেই রামকে পরমাত্মা বলিয়াছেন। আজকালকার ইংরাজী শিক্ষিত অর্দ্ধনাস্তিক মনুষ্য প্রক্ষিপ্ত বাদ দিয়া রামকে মানুষই

বলিতে চাহেন। কেন যে পূর্ণব্রহ্ম রামকে ইঁহারা মানুষ বলিতে চান তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই সমস্ত অর্দ্ধনাস্তিক বা পূর্ণ নাস্তিক মানুষ পরকালও মানিতে চাহেন না, ঈশ্বরও মানিতে চাহেন না, নিরাকারের নরাকার রূপ অবতারও মানেন না। ইঁহারা প্রায়ই স্বভাব বাদী। ইঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, পাপ পুণ্য মানেন না। মানিতে গেলে ইঁহারা বড়ই বিপদে পড়েন। কারণ সকল কর্ম্মের সমুচিত ফল যদি শাস্ত্রমত ইঁহারা প্রাপ্ত হয়েন তবে ইঁহারা মনে করেন ইঁহাদের আর কোন উপায় নাই। এইজন্য ইঁহারা পরকাল ঈশ্বর ইত্যাদি উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন। যাহারা পরকাল মানেন, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা অসভ্য বর্ব্বর ইহাই ইঁহাদের মত। হেকেলাদি নাস্তিক চূড়ামণিগণকেই ইঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে গুরু স্বীকার করেন। ইঁহারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করেন—কত লোকের বিশ্বাস নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত অসুখী করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? এই সমস্ত সর্ব্বভোজী শিক্ষিতাভিমানী মানুষ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে বুঝি শ্রীভগবান কল্কী ভিন্ন আর কেহই নাই। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" বেদের উপদেশ এই। সর্ব্বভুক্ মানুষ যে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে পারেন না তাহা যুক্তিযুক্ত। আমরা অবিশ্বাসী জনের কথা তুলিয়া ভগবান্ বাল্মীকির রামায়ণের ভাব আর কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।, যাঁহারা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের শোক—শ্রীসীতার নিকটে কেন অধিক প্রকাশিত হইল বুঝিতে চাহেন তাঁহাদিগকে বলি "শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই শান্ত। তাঁহার নির্গুণ স্বরূপাবস্থাতে তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন তথাপি তিনি আত্মমায়া দ্বারা যখন গুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন, করিয়া সগুণ বিশ্বরূপ ধারণ করেন, যখন যিনি "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" তিনিই "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন—বিশ্বরূপ ধারণ করেন আবার যিনি নির্গুণ থাকিয়াও সগুণ হইয়াও বিশ্বের প্রতি নরনারী বা প্রতি বস্তুর মধ্যে আত্মারূপে—জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করেন—যিনি "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন সেই নির্গুণ, সগুণ, আত্মারূপী অবতারই রাম মূর্ত্তি ধারণ করেন। শাস্ত্র তাঁহার নির্গুণ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া বলেন নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্—কিছু করেন না কিছু করান না—ইহাও যেমন সত্য আবার তাঁহার স্বগুণ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া যখন বলেন ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি—ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইহাও

তেমনি সত্য—আবার ইনিই আপনার ভক্তজনকে বলেন "তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" "অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি" ইহা ও সেই ভক্তবৎসলেরই আশ্বাস বাণী।

ঋষিগণ যদি বুঝাইয়া না দিতেন তবে "স্বরূপং রামস্য দুর্ব্বোধং মহতামপি" রামের স্বরূপ মহৎ ব্যক্তিরও দুর্ব্বোধ্য হইত এই জন্যই দেবাদিদেব মহাদেব জগজ্জননী পার্ব্বতীর সংশয় ছেদন করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণ বলিয়াছেন। যে বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমেই উপাসনা করেন—আচমনেই "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদং" বলিয়া যাঁহাকে নিত্য স্মরণ করেন—স্ত্রীশূদ্র গণও যাহাকে নমোবিষ্ণুঃ বলিয়া স্মরণ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অধিকারী অধিকারিণী হয়েন সেই বিষ্ণুর রহস্য মূর্ত্তি এই শ্রীরামচন্দ্র—তিনি কেন সীতার শোকে কাঁদিয়া ছিলেন আর জগন্মাতা কৌশল্যার নিকটে রামের শোক কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইলেও সীতার নিকটে ঐ শোক অধিক হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—এরূপ কেন হইয়াছিল তাহা ভক্তজনে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে জপা পুষ্প আনয়ন করিলেই স্ফটিক লোহিত বর্ণ ধারণ করে। ভক্তের হৃদয়গত ভাব নির্ম্মল স্বচ্ছ ভগবৎ মুকুরে প্রতিফলিত হইবেই। অজ হইয়াও যিনি ভক্তচিন্তানুসারে আকার গ্রহণ করেন "ভক্ত চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ" তিনি যে ভক্তের শোকে দুঃখীর মত দেখাইবেন ইহাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহা যদি না হয় তবে নিরাকারের নরাকারে অভিনয় হওয়াই অসম্ভব। "রামচন্দ্র সীতার আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়া ছিলেন"—এইরূপ উক্তি এই সমস্ত নাস্তিক নির্ল্লজ্জ গ্রন্থকারগণের অবিশ্বাসের উদ্গার মাত্র। ইহাদের গুরুজীগণ ইঁহাদের মস্তকে যে অবিশ্বাস ঢালিয়া দিয়াছেন তাহাই ইঁহারা চারিদিকে ছড়াইয়া বিশ্বাসী জনগণকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবেন ইঁহাই ইঁহাদের কার্য্য। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" শ্রীগীতার এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা এই সমস্ত গ্রন্থকারের জীবনে ও তাঁহাদের শিষ্যগণের জীবনে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে—আমরা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করি ইনি যেন অবিশ্বাসী নাস্তিক মূঢ় দেহাত্মবুদ্ধি জনগণকে কৃপা করেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে—বনগমনে সীতা-রাম।

প্রথম অধ্যায়।

প্রবোধ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি রামত লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ আর "অথসীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্"—আর সীতা স্বামীকে বিগতহর্ষ দেখিয়া—স্বামীকে লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ দেখিয়া কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উত্থিতা হইলেন। নব জলধর পার্শ্বে এই কম্পিতা সৌদামিনী স্বামীর মুখকান্তি মলিন দেখিয়া—স্বামীকে স্বেদযুক্ত ও ব্যাকুল দেখিয়া—তখন বলিতে লাগিলেন প্রভো কেন তোমার এই ভাবান্তর লক্ষিত হইতেছে? অদ্য বৃহস্পতি দেবতার বার, পুষ্যা নক্ষত্র চন্দ্রের সহিত যুক্ত, এই শুভলগ্নে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তোমার অভিষেক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন—তুমি তবে সন্তোষ ত্যাগ করিয়া বিমনা কেন? তোমার মনোহর বদনমণ্ডল আজ শত শলাকা রচিত জলফেন তুল্য শুভ্রছত্রে সমাবৃত হইয়া বিরাজিত হয় নাই কেন? শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামর যুগল লইয়া কেহ তোমার পদ্ম পত্রাঙ্কিত নয়ন সমন্বিত মুখমণ্ডল বীজন করিতেছেনা? নরর্ষভ! সূত মাগধ বাগ্মী বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গলগীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতি গাহিল? বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কেন তোমার মস্তকে শিরঃস্নান জন্য তীর্থোদক মিশ্রিত মধু ও দধি যথাবিধি প্রদান করেন নাই? গ্রাম ও নগরের প্রজাপুঞ্জ এবং প্রধান প্রধান পারিষদবর্গ বেশভূষা করিয়া কি কারণে তোমার অনুগমন করিলেন না? স্বর্ণালঙ্কারভূষিত অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ কেন তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইলনা? বীর! পর্ব্বতাকার, কৃষ্ণ মেঘ প্রভ, সুদৃশ্য, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হস্তীকে কেন তোমার অগ্রগামী দেখা গেলনা? ভৃত্যগণ সুবর্ণচিত্রিত ভদ্রাসন স্কন্ধে কেন তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিলনা? অভিষেকের সজ্জা চারিদিকে কিন্তু তুমি আজ এমন কেন? তোমার মুখবর্ণ অপূর্ব্ব—সেই মধুর হাস্য ত দেখিতে পাইনা।

এইপ্রকার বিলাপ বাক্য শ্রবণে রঘুনন্দন বলিতে লাগিলেন "সীতে তত্রভবাংস্তাত প্রব্রাজয়তি মাং বনম্" সীতে পূজ্যপাদ পিতা আমাকে বনে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। জানকি! তুমি প্রসিদ্ধ কুলোদ্ভূতা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মচারিণী। যে ক্রমে ইহা ঘটিল বলিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা—আমার পিতা দশরথ—আমার মাতা কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুইটি বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অদ্য নৃপ আমার অভিষেক আয়োজন করিলে মাতা কৈকেয়ী সেই প্রাচীন বর স্মরণ করাইয়া রাজাকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন। চতুর্দ্দশবর্ষ আমি দণ্ডকে বাস করিব—আর ভরত যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন ইহাই পিতার আজ্ঞা। আমি বিজনবনে চলিলাম তাই তোমার সহিত দেখা করিয়া যাইতেছি।

ভরতের নিকটে তুমি কদাচ আমার প্রশংসা করিওনা। ঋদ্ধিযুক্ত—সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা অপরের স্তব সহ্য করেন না। এজন্য তুমি আমার প্রসিদ্ধগুণ ভরতের অগ্রে বলিওনা। তুমি সখীবার্ত্তা প্রসঙ্গেও ভরতের নিকটে আমার স্বরূপের উৎকর্ষ কথন করিওনা। ভরতের অনুকুল আচরণ করিলে তবে তুমি তাহার নিকটে থাকিতে পারিবে। রাজা তাঁহাকে সনাতন যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনিই এখন রাজা, তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্ত্তব্য। মনস্বিনি! আমি গুরুর প্রতিজ্ঞাপালন জন্য অদ্যই বনে যাইতেছি, তুমি অস্থির হইওনা। হে কল্যাণি! হে অনঘে! আমি মুনিসেবিত বনে গমন করিলে তুমি ব্রত উপবাস পরায়ণা হইও। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাবিধি দেবপূজা করিয়া জনেশ্বর আমার পিতা দশরথের চরণবন্দনা করিবে। আমার মাতা কৌশল্যা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি আমার শোকে কাতরা। তুমি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তাঁহার সম্মান করিবে। আমার অপর মাতাদিগকেও তুমি বন্দনা করিবে। মাতৃস্নেহে, প্রণয়ে এবং অন্নপানাদি দানে তাঁহারা সকলেই আমার মাতার সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণাধিক; তুমি ইহাদিগকে ভ্রাতা ও পুত্রের মত দেখিবে। বৈদেহি! ভরতের অপ্রিয়াচরণ করা কখনই তোমার উচিত নহে কারণ ভরত এখন দেশের রাজা ও সূর্য্যবংশের রাজা। রাজগণকে সদাচরণ দ্বারা আরাধনা করিলে এবং যত্নের সহিত সেবা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন, অন্যথা করিলে কুপিত হন। নরাধিপগণ অহিতকারী পুত্রকেও ত্যাগ করেন আর সুযোগ্য হইলে সম্বন্ধ লেশহীন প্রাকৃত জনকেও আদরে গ্রহণ করেন। কল্যাণি! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণা ও সত্যব্রত ধারিণী হইয়া রাজা ভরতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া অযোধ্যায় বাস কর। প্রিয়ে! আমি মহাবনে গমন করিতেছি, ভামিনি! তুমি এইখানেই অবস্থান কর। আমার বলিবার কথা এই, কাহারও কথা শুনিয়া যাহাতে আমার উপদেশের বিপর্য্যয় না হয় তাহাই করিও।

দেখা।

(১) সারাবিশ্ব "দেখে" আঁখি,—তোমাকে দেখে না শুধু!!!
শুধু– জড়ে মত্ত মনভৃঙ্গ পান করে মধু!
সংস্কার-সমষ্টি-ভূত, সুধাই, মলিন মনে,—
"দেখিলে যাঁহাকে, দেখা হয় এই ত্রিভুবনে;
কোটি-রবি-ঘন-দীপ্তি, চিদাকাশে যে উদয়,—
শান্ত-স্নিগ্ধ ভর্গ মোর,—সন্ধান কর কি তায়?"

(২) অবিদ্যা-মনেতে ঢাকি' চিতের শাশ্বত দীপ্তি,
দশেন্দ্রিয় সাথে ধাও সংসারে লভিতে তৃপ্তি,
ভ্রান্ত মন,—সাথে ল'য়ে সে দুর্ব্বার অহঙ্কার,
বুদ্ধিকে পাড়ায়ে ঘুম! এ কি খেলা চমৎকার!!
আরো চমৎকার কথা—নিজ ভ্রম নাহি জানে!
না মানে বুঝালে কথা, অঘটন মায়া টানে!!
তেঁই নিত্য অপকর্ম্ম, নিত্য সাধু সঙ্গাভাব,
ভগবৎ-চিন্তা-শূন্য, ভ্রমিতেছি মূর্ত্ত দাব!!
তাই, যিনি অন্তরের দেবতা জাগ্রত রুদ্র,
মহাযোগী মত, আজি আছেন তামস-নিদ্র;
(তাই) আঁখি সব "দেখে," সুধু তাঁহাকে দেখে না কভু—
(তাই) সুখ-আশে ভ্রমি,—কিন্তু, সুখ কোথা ছাড়ি' বিভু?

(৩) হে আনন্দময় দেব! হে গুরু বিজ্ঞানময়!!
প্রবল ইন্দ্রিয় দশে "নিত্য-কর্ম্মে" করি-জয়,—
এই বল দাও নাথ!—তার পর, দয়াময়,
বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ কর, অহঙ্কারে কর লয়!
চিতের স্ফটিক-কান্তি মনকে মিলায়ে দাও!—
যেই চিতে সর্ব্ব জ্ঞান নিত্য, তা' দেখায়ে দাও!
নিত্য, এই জড়দেহে, দশেন্দ্রিয়ে মুগ্ধ করি',
ইন্দ্রিয়-সুষুপ্তি-কালে, আত্মায় রমণ করি,'

তুমি যোগ রাখ নাথ,—দুর্লভ নহত তুমি!
সদা আছ সাথে সাথে ; জন্ম জন্মান্তরে ভ্রমি,'
দু বাহু বাড়ায়ে আছ, আলিঙ্গিতে স্নেহ ডোরে ;—
অহঙ্কারমত্ত আমি ত্যজে' দূরে আসি স'রে!

(৪) বাজাও গো চিদাকাশে সত্যের বিশুদ্ধ তন্ত্র!
জ্বালাও সেথায় শুদ্ধ-জ্ঞান-হোম শিক্ষা মন্ত্র!
অহঙ্কার-ইন্ধনেতে ঢাল শুদ্ধ বুদ্ধি হবি!
সে যজ্ঞে সবিতাভর্গ দেখাও, বিশ্বের কবি!
তাহ'লে, সে দশেন্দ্রিয় আর না রহিবে অরি ;
মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিদাকাশ আলো করি'
ভাতিবে বিজ্ঞানশুদ্ধ পরম আনন্দ আশে!—
তা'রপর—ভাষা মূক পরম আনন্দাবেশে!!!

(৫) দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণ নিগ্রহে আপন হয় ;
নিগ্রহেতে মন-বুদ্ধি অহঙ্কার মিত্র হয় ;
যেই স্থূল-আঁখি সাথে, অবিদ্যা-আশ্রিত বুদ্ধি
তোমা ছাড়ি' তব বিশ্ব হেরিতে করিত বৃদ্ধি,
অবিদ্যা-মথিত, সেই অস্থির মনের ভূমি,
বিজ্ঞান-বিভায় দীপ্ত নির্ম্মল করিলে তুমি,
তবে ত তোমারে হেরি' পাবে সর্ব্ব-দরশন ;—
বাহির হইলে অন্ধ, পুরে ভাতে দীপ্তি ঘন!
দৃষ্টি হ'তে লুপ্ত চাঁদ, অন্তর জ্যোছনাময়!
তাই মাতা কালোরূপে স্বধু আলো, আলোময়!!!

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্।

"যে সীতাপদচিন্তকা ঃ"

"যে সীতা পদচিন্তকাঃ" শাস্ত্রে পাইলাম ; চরণও দেখিলাম ; অপূর্ব্বভাবেই দেখিলাম। কিন্তু তথাপি পদচিন্তা কি করিয়া করিতে হয় তাহা ভাবিলামনা— চরণ চিন্তাতে, যে চরণে লক্ষ্য রাখিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে হয় তাহা ধরিতে পারিলাম না। আর কথা কহিতে কহিতে যে তোমাতে ডুবিয়া যাইতে হয়—যে ডুবিয়া যাওয়ায় আর বাহিরের শব্দ কিছুই শোনা যায়না—যে ডুবিয়া যাওয়ায় মন আর কোন কিছুই ভোগ করিতে পারেনা—সে রূপে ডুবিতে পারিলামনা। আজ যে ভাবে চরণচিন্তায় আনন্দ পাইলাম সে ভাবে ত এতদিন চিন্তাও করি নাই আর এ আনন্দও এতদিন পাই নাই।

বল দেখি আমি তোমায় শাস্ত্রে দেখাইলাম "যে সীতা পদচিন্তকাঃ" আবার সর্ব্বশীর্ষের তীর্থে তেমন সুন্দর ভাবে চরণ দেখাইলাম তথাপি তুমি এতদিন ভাবনা করিতে পারিলেনা কেন? আর আজই বা এত আনন্দের সহিত ভাবনা করিতেছ কিরূপে? আজ যে আনন্দের সহিত চরণচিন্তা করিতে পারিতেছ তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে—আর এ চিন্তা ছাড়িতে পারিবেনা কেমন?

বলিব—চরণচিন্তা যে করে তার সবই হয়—শাস্ত্রের এই বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে সন্দেহ কোথায় যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি সন্দেহ হইতেছে চরণচিন্তায় কিরূপে সব হয়, তাহা বুঝিতে পারিনা বলিয়া এবং চরণচিন্তাও ঠিক ঠিক করিতে পারিনা—সেই জন্যই কিছু হয় না।

ভাল করিয়া বলি—চরণ যা পাই—তা ত পটের ছবিতে—বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিতে। সে চরণে প্রাণ ত ভরিয়া যায়না। কতদিন তোমাকে বলিয়াছি চরণ চিন্তাত করিতে যাই কিন্তু রস ত উঠেনা। চরণকে সেই পরমপদ বলিয়াও চিন্তা করিলাম তথাপিও হইলনা। চরণে একাগ্র হইতে পারিলামনা বলিয়া তুমি শুধু চরণই দেখাইলে—যাহার চরণ দেখিলাম—সে নিকটে আসিল কিন্তু মুখ দেখাইলনা।

সুন্দর তীর্থ—পবিত্র স্বর্গদ্বার। সেখানে তুমি নিকটে আসিয়া বসিলে— আর কিছুই দেখিলাম না—দেখিলাম মঞ্জীর পরা সুন্দর চরণ। দেখিলাম— অবাক্ হইলাম—কিন্তু সন্দেহ হইল বুঝি কোন মানুষীর চরণ দেখিলাম। সন্দেহ

হইল—আমি ত' আমাকে জানি—কোন সাধনাত করিতে পারি নাই—কোন আজ্ঞা ত মনের মতন করিয়া পালন করিতে পারি নাই। তবে তুমি দেখা দিবে কিরূপে? যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাও ভক্ত—তাঁহারা দেখিবার জন্য কত কঠোর করিয়াছেন—কত ব্রত উপবাস করিয়াছেন—কত জপ যোগ করিয়াছেন—কত কাতর হইয়াছেন। আর আমি? আমিত কিছুই করিতে পারি নাই—সে কাতরতাও আমার নাই—সে স্বাধ্যায়ও নাই—সে ভক্তি শ্রদ্ধাও নাই—তবে আমাকে কে দেখা দিবে? যাহা দেখিলাম তাহা সে চরণ হইবে কিরূপে? শাস্ত্রে যে "যে সীতা পদচিন্তকাঃ" দেখিয়াছিলাম তাহা অকস্মাৎ চক্ষে পড়িয়াছিল—শাস্ত্রের কথা বলিয়া আদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম— তার পরে দেখা--পবিত্র তীর্থে দেখা—এ দেখাতেও সন্দেহ উঠিল। তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। আবার ঠাকুরের জন্ম দিন আসিল। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আছি—বসিয়া বসিয়া মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবনা করিতেছি সেই চরণ আসিল—আশ্চর্য্য হইলাম—তবুও সর্ব্বদা চরণ চিন্তা—চরণে মনের একাগ্রতা—ইহা ধরিতে পারিলাম না।

আমি ত তোমাকে ভজিবার বিশেষ কিছুই করি নাই কিন্তু তোমার করুণা—এ করুণার বুঝি শেষ নাই। মা—তুমি। আহা! তুমি অকারণেও বুঝি করুণা কর—করুণা করাই বুঝি তোমার স্বভাব। তোমার কোন কাতর ভক্ত সংবাদ দিল—সেই তীর্থে যাইতে হইবে। কি জানি প্রাণ কেন পুলকিত হইল। এখনও যাওয়া হয় নাই—যাওয়া হইবে কিনা তাহাও জানিনা। কিন্তু যাওয়া হইবে এই কথাতে সেই স্মৃতি জাগিল—সেই চরণ ভাসিল সেই মঞ্জীর পরা শ্রীপাদ পদ্ম ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি চরণে লক্ষ্য রাখিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। কত কথাই কহিলাম—প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। ঠাকুরের নাম—ঐ চরণ দেখিতে দেখিতে করিতেছি—মনে হইল একি করিতেছি—প্রাণ সরস হইল—তুমি জানাইয়া দিলে আমরা অভেদ—যেই সে—সেই আমি। আর সন্দেহ রহিল না। ঐ পদও সেই পরমপদ—পরমপদ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহা ভ্রান্তিতে দেখা মাত্র। এই পরমপদে লয় পাইবার জন্যই চরণচিন্তায় মনকে একাগ্র করিতে হইবে। একাগ্রতায় সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় হইতেছে চরণে চক্ষু স্থির রাখিয়া মনে মনে জপ—জপে পরিশ্রান্ত হইলে রূপের ধ্যান—প্রতি অঙ্গ ভাবিয়া ভাবিয়া প্রতি অঙ্গের সহিত যে লীলা জড়িত—সেই লীলার ধ্যান—তার পরে গুণের ধ্যান এবং সর্ব্বশেষে স্বরূপের ধ্যান। একাগ্রতার জন্য ধ্যান যখন অভ্যস্ত হইয়া যাইবে তখন চিত্ত সেই জ্ঞান স্বরূপে—সেই আনন্দ স্বরূপে—সেই চৈতন্য স্বরূপে

লীন হইয়া যাইবে—চিত্ত আর চিত্ত থাকিবেনা—হইয়া যাইবে চিৎ; মন আর মন থাকিবেনা—হইয়া যাইবে ব্রহ্ম।

বলিতেছিলাম সন্দেহ থাকে বলিয়া হয়না—সন্দেহ থাকিলে মনে হয় যা দেখিতেছি তাহা কল্পনা মাত্র। হউক কল্পনা—যে কল্পনা একবার দেখা যায়, দ্বিতীয় বারে থাকেনা—তাহা মিথ্যাই বটে—কিন্তু কোন কল্পনা যদি নিত্য উঠে নিত্যই একই বস্তু দেখা যায় তবে সেই কল্পনাই সত্য হইয়া যায়। জগৎটাও ত কল্পনা। নিত্য এক কল্পনা দেখিয়া দেখিয়া এটা সত্য হইয়া গিয়াছে—তোমার চরণ কল্পনাও দেখ—ইহা সত্য হইয়া যাইবে—তখন তোমাকে পাওয়া যাইবেই। এতদিন চরণ চিন্তা হয় নাই তার সময় আসে নাই—এখন কি সময় আসিল? ইতি
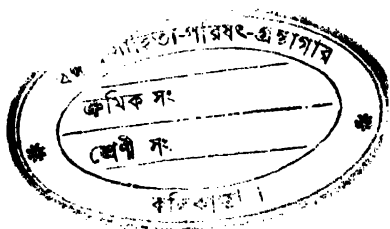
সন্ন্যাস।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ গীতা। ৫।৩

হে মহাবাহো, তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যাঁহার ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বস্তুতেই রাগ বা দ্বেষ নাই। যেহেতু এই প্রকার সাধকই দ্বন্দ্বাতীত হইয়া অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। পূর্ব্বশ্লোকে, অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ—ইহা বলিয়া এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্ম্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ঠিক ঠিক কর্ম্মযোগী না হইতে পারিলে কেহই কখনও সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস-পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রমের উপযোগী হইতে পারে না—ইহাই তাঁহার এইরূপ বলার উদ্দেশ্য। তিনিই বলিয়াছেন—

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ গীতা ৫।৬

কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া মুনি অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন।

রাগদ্বেষ শূন্য না হইতে পারিলে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কেবল বেশ-ভূষা বা আশ্রমত্যাগেই সন্ন্যাস হয় না। রাগ-দ্বেষই সকল কর্ম্মের মূল। ইহাতে আমার ভাল হইবে, এই বস্তু পাইলেই আমি সুখী হইব—এই প্রকার বোধেই মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আবার সুখের প্রতিকূল বস্তু বা অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার চেষ্টাও লোকে করিয়া থাকে। সুতরাং 'আমি-আমার' বোধই রাগ-দ্বেষের কারণ। অজ্ঞান প্রসূত 'অহংমমেতি' বোধরূপ আবরণে আবদ্ধ বলিয়া জীব জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারাবর্ত্তে পতিত। স্বরূপের বিস্মরণ ও নিজেকে অন্যরূপে দেখাই তাহার সংসারীত্ব। রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া মানুষ নিজের ও জগতের যে কত অনিষ্ট সাধন করে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই যে সেদিন ইউরোপে মহাসমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাহার বিষময় ফলে সমগ্র জগতের লোক অদ্যাবধি প্রপীড়িত তাহার মূলেও রাগদ্বেষ বিদ্যমান। কি জাগতিক উন্নতি কি আত্মোন্নতি উভয়েরই ইহা পরম শত্রু।

যাঁহার ভোগে রুচি আছে, পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধবে অনুরাগ আছে, ইনি আমার মিত্র, ইনি আমার শত্রু—এইরূপ ভেদবুদ্ধি আছে, তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াও যে ব্যভিচার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ঠিক ঠিক কর্ম্মযোগী না হইতে পারিলে রাগদ্বেষ হইতে অব্যাহতি নাই। কি কর্ম্মকালে, কি কর্ম্মশূন্য অবস্থায় সকল সময়েই রাগদ্বেষের বশীভূত না হইয়া যিনি থাকিতে পারেন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। নিষ্কাম কর্ম্মব্যতীত এই অবস্থা লাভ হয় না বলিয়া শ্রীভগবান কর্ম্মযোগীর এত প্রশংসা করিতেছেন। যাঁহার রাগদ্বেষ আছে, তাঁহার কর্ম্মে অনুরাগ থাকিবেই। সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ গীতা ৬।৩

"যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাহার কারণ স্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন।" চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাই সাধকের কর্ত্তব্য।

যিনি মায়ারহিত হইয়া আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও মায়াবলম্বনে জীবজগৎ সাজিয়াছেন এবং প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে যিনি বিদ্যমান, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও শক্তিতেই জগতের সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়

এবং তিনিই জীবের একমাত্র গতি—এইরূপে সকলকর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করাই কর্ম্মযোগ। আমি তাঁহারি শক্তিতে তাঁহারি কর্ম্ম করিতেছি মাত্র। এই প্রকারে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। তিনিই যদি সব সাজিয়াছেন, তবে কাহার সহিত মিত্রতাচরণ করিব আর কাহার সহিতই বা শত্রুতাচরণ করিব? তখন কোন্ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিব আর কোন্ বস্তুতেই বা বিদ্বেষ হইবে? সবই যে আমার প্রভু! ত্বয়ি ময়িচান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মর্য্যসহিষ্ণুঃ। তখন আর রাগদ্বেষের অবসর কোথায়? আর্শল্লা কাঁচপোকার চিন্তা করিতে করিতে কাঁচপোকাই হইয়া যায়। 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। সেই মহান্ বিশ্বনিয়ন্তার চিন্তা করিতে করিতে চিত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব সকল ক্রমশঃ তিরোহিত হয় এবং সাধকের 'আমি-আমার' গণ্ডী প্রসারিত হইয়া জগৎময় হইয়া যায়। তখনই রাগদ্বেষক্ষীণ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও শান্ত হয় এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিচারে তখনই তিনি সক্ষম হয়েন। ইহাই হইল চিত্তশুদ্ধি। ভগবৎকৃপা ব্যতীত ইহা কখনও লাভ হয় না। তাঁহার শরণাপত্তিই এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ।

রাগদ্বেষ বশতঃ মলিন চিত্তে কর্ত্তব্য বোধ থাকিবেই। ইহা আমার করা উচিত, ইহা না করিলে আমার প্রত্যবায় হইবে—এইরূপ বোধই কর্ম্মের প্রয়োজক। কিন্তু যখন এই বোধ থাকেনা তখনই বুঝিতে হইবে কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রকৃত সময় উপস্থিত। এই অবস্থা লাভের জন্যই কর্ম্মযোগের প্রয়োজন। গীতায় আছে:—

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ। গীতা।১৮।৯॥

"হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ।"

কর্ম্মযোগকেই এখানে সাত্ত্বিকত্যাগ বলা হইয়াছে। আবার কর্ম্মযোগ বা সাত্ত্বিক ত্যাগের পরিণাম কি তাহাও আমরা পরের শ্লোকে দেখিতে পাই। যথা:—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ গীতা ১৮।১০

সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্ত পুরুষ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, বিবেকসম্পন্ন, ও সর্ব্ব সংশয়বর্জ্জিত হয়েন। তাঁহার কাম্যকর্ম্মে দ্বেষ ও নিত্যকর্ম্মে অনুরাগ থাকে না। অর্থাৎ তখনই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়েন বলিয়া তাঁহার অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি, পরোক্ষজ্ঞান, যোগে স্থিতি, দয়া, দম, লোভশূন্যতা ও তপাদি দৈবী সম্পৎ উৎপন্ন হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শঙ্করের মতে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী হওয়া যায়। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) ও মুমুক্ষুতাই সাধনচতুষ্টয়। যিনি নিত্যানিত্য বিচারে সমর্থ, যাঁহার ঐহিক বা পারত্রিক সকল ভোগেই বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা অভ্যাস হইয়াছে, শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে যাঁহার অটল বিশ্বাস, যিনি ধ্যেয় বস্তু অবলম্বনে চিত্তকে ইচ্ছামত স্থির রাখিতে পারেন এবং সত্যসত্যই মোক্ষলাভে যিনি অভিলাষী, তিনিই কেবল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। আবার তিনিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বর শরণতামুপসংহৃত্যাহথেদানীং কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্ত বিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—সর্ব্বধর্ম্মানিতি।

"কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পরম রহস্য ঈশ্বরের শরণগ্রহণ রূপ বিষয় শেষ করিয়া কর্ম্মযোগনিষ্ঠার ফল যে সম্যগ্‌দর্শন, যাহা সকল বেদান্ত বিহিত হইয়াছে তাহাই বলিতে হইবে এই জন্য বলিতেছেন সর্ব্বধর্ম্মানিতি"। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে প্রকৃত কর্ম্মযোগী না হইতে পারিলে জ্ঞান নিষ্ঠা হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি ও সাধন চতুষ্টয় একই বস্তু। চিত্ত শুদ্ধি লাভ হইলে বিবেক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ও রাগদ্বেষ ক্ষীণ হয়। কিন্তু সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যখন জ্ঞানোদয় হয় তখনই রাগদ্বেষ সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'আমি-আমার' বোধই রাগদ্বেষের কারণ। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ইহা যে নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না তাহা সহজেই অনুমেয় তবে অনুরাগ বিদ্বেষের দ্বারা অভিভূত না হইয়া নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষ পথে অগ্রসর হইতে পারাই চিত্ত শুদ্ধির সার্থকতা। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন :—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ গীতা ৫।২৩।

"যিনি দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ।"

বিচারের দ্বারা রাগদ্বেষের বশীভূত না হওয়াই এক প্রকার রাগদ্বেষশূন্য হওয়া। আবার রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া যখন পূর্ণ বিবেকবৈরাগ্যের উদয় হয় তখনই স্থির নির্ম্মলচিত্তে সাধক আত্মদর্শনে সমর্থ হয়েন। শ্রুতিতে আছে—মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ (বৃঃ উঃ ৪৪।১৯) 'শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ জনিত শমদমাদি সংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণং'। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে ও শমদমাদি সাধনের দ্বারা মন বা অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকাশ হয়। ইহাকেই মনের দ্বারা আত্মদর্শন করা বলে। রাগদ্বেষই সন্ন্যাসীর আত্মদর্শনের পরম বিঘ্নস্বরূপ। চিত্তের চঞ্চলতা ও মলিনতার ইহাই একমাত্র কারণ। ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই কর্ম্মযোগ। সকল অবস্থাতেই রাগদ্বেষের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারাই সন্ন্যাসীর সন্নাসিত্ব। মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া মানব নিজ সত্যরূপ ভুলিয়াছে। সেই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা বা আত্মদর্শন করাই তাহার পরম পুরুষার্থ। ইহাই সন্নাসীর আদর্শ। যে সন্ন্যাসীর মহান্ ত্যাগই একদিন ভারতের মহিমা ঘোষণা করিত, যে সন্ন্যাসীর আদর্শপতাকা একদিন পথভ্রষ্টের পথ প্রদর্শক হইত, আজ সে ত্যাগ কোথায়? সন্ন্যাসীর সে আদর্শ আজ কোথায়?

হায়! জানিনা কোন মহাপাপে ভারত আজ নিজ জ্ঞানগরিমা হারাইয়াছে, কোন কর্ম্মদোষে ফণি মণিহারা হইয়াছে। আবার কি সেদিন আসিবে, যেদিন "গভীর হুঙ্কারে সামঝঙ্কারে কাঁপিবে দূর বিমান," যেদিন ভারতগগন কম্পিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে! আবার কি সেদিন আসিবে, যেদিন হিন্দুস্থান বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া নিজ বিশাল দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিবে? ভূত ভাবন শ্রীভগবানের শরণ লওয়া ব্যতীত বুঝি ভারতের আর গতি নাই। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ইতি—

শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য
৺ কাশীধাম

শাস্ত্রের সার উপদেশ।

বেদরাশি অনন্ত—শাস্ত্র অনন্ত। জানিবার বিষয়ও বহু। অনন্ত বেদে—অনন্ত শাস্ত্রে যাহা সার উপদেশ তাহারই উপাসনা করা উচিত। এই সার উপদেশের কথাই বলিতে যাইতেছি।

তখনই আমার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে যখন আমি নিশ্চয় করি দেহটাই আমি। দেহটাকে আমি বলিলেই সর্ব্বদা ভয়ে ভীত হই। আমি আহার না পাইলে মরিয়া যাইব—আমি নিদ্রা কম করিলে বড়ই অসুস্থ হই—আহার নিদ্রার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা নিরন্তর দুঃখ পাইবে—আমার সহিত ইহারাও মরিবে—ইহাই আমার প্রধান ভাবনা। তখন আমার সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে—বাড়ী ঘর বাগান কিছুই থাকিবেনা, আমি কোথায় দাঁড়াইব তাহার স্থান থাকিবেনা এই সমস্তই আমার গুরুতর যাতনার কারণ।

যাঁহাদের বাড়ী ঘরের ভাবনা নাই, আহার নিদ্রার ব্যবস্থার ভাবনা নাই, অন্নের সংস্থান আছে, জমীদারী আছে, রাজত্ব আছে, লোকজন আছে তাঁহারাও যখন মনে মনে নিশ্চয় করিয়া রাখেন দেহটাই আমি তখন দেহটাই ইঁহাদিগকে অশেষ দুঃখ দেয়। কিছু গুরুতর আহার হইয়া গেল—কেননা লোভ ত ভিতরেই আছে অমনি শরীর খারাপ হইল—নানা প্রকার রোগ ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিতে লাগিল—শেষে এমনই হইল যে একটু রোগ দেখা দিলেই মহাভয় উপস্থিত হইল, এই যে মাথা ধরে ইহা ক্রমে বিপর্য্যয় হইয়া উঠিবে—এই যে পেট খারাপ হয় ইহা দ্বারা শত শত সাংঘাতিক রোগ আসিতে পারে—বাত, বদহজম, হাঁপানি, অর্শ, অঙ্গ পড়িয়া যাওয়া কত কি রোগের চিহ্ন ত দেখি। এই সমস্ত যাতনা—এই সমস্ত ভাবনায় রাজা রাণাও ব্যাকুল। এতদ্ভিন্ন রাজ্য রক্ষা, জমীদারী চালান, সমস্ত বন্দোবস্ত করা, স্ত্রীর রোগ, পুত্রের নানা অভিযোগ, প্রজাদিগের অসন্তোষ, শত্রুদিগের কৌশল—কত যে উৎপাত তাহার অন্ত নাই।

বলিতেছিলাম আমি দেহ এই নিশ্চয় করিলেই মানুষের সকল প্রকারের দুঃখ জমাট বাঁধিয়া যায়। আর আমি দেহ নই, আমি চৈতন্য—এই নিশ্চয় করিতে

পারিলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মনের বোঝা নামিয়া যায়—কোন ভাবনা তখন থাকে না। চৈতন্য মরেন না কাজেই মৃত্যু ভয় থাকে না। চৈতন্যের আহার নিদ্রা নাই—চৈতন্য সদা পূর্ণ, চৈতন্যের কোন অভাব নাই, চৈতন্যের রাগ দ্বেষ নাই চৈতন্য সদা আনন্দ ময়। আকাশের ভিতরে কত ভূতের নৃত্য হয়, কত রক্তারক্তি হয়, কত অগ্ন্যুৎপাত হয়, কত বর্ষা বাদল হয় যায়, তাহাতে অসঙ্গ চৈতন্যের কোন কিছুই হয় না—ইনি ভূতের নিত্য নূতন রঙ্গে কিছুতেই অসুখী হন না।

আমি চৈতন্য, আমি আত্মা এই নিশ্চয় করিতে পারিলেই আমি সকল দুঃখের হাত হইতে এড়াইয়া যাই—আমার আর কোন ভয় থাকে না, কোন অভাব থাকেনা, কোন হাহাকার আর থাকেনা।

যুক্তি বিচারে নিশ্চয় হয় আমি আত্মা, আমি দেহ নই আর অবিচারে নিশ্চয় হয় আমি দেহ। বিচারে পাই আমি সদা সুখময়, সদা আনন্দময়, আমি সদা নির্ভয়—আর অবিচারে দেখি আমার ভয়ের অন্ত নাই।

যুক্তি বিচার দ্বারা যিনি নিশ্চয় করেন আমি আত্মা অথচ আহার নিদ্রাদির অব্যবস্থা হইলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন, একটু রোগে, একটু শোকে একেবারে দিশেহারা হইয়া যিনি পড়েন এই সমস্ত ব্যক্তি মৌখিক যুক্তি বিচার করেন মাত্র। এই বচন বিবেকটা মতলব সিদ্ধি জন্য। ইহা কপটতা ভণ্ডামি মাত্র। সত্য সত্য বিচার করিয়াও যাঁহারা কার্য্য কালে বিচার ভুলিয়া যান তাঁহারা কাঁচা মানুষ, বিচার তাঁহাদের অভ্যস্ত হয় নাই। বচন বিবেকে মানুষের কোন দোষ সারেনা, কোন দুঃখ যায়না, মানুষ ঘোর স্বার্থপর, ঘোর মতলবী হইয়া উঠে। ইহারা লোক প্রতারণার জন্য কার্য্য করে—অনেক স্থলে হয়ত বুঝিতেও পারেনা কিরূপে প্রতারণা করিতেছে, বুঝিতে পারে না কোন অজ্ঞানের হাতে পড়িয়া জগতের হিতের জন্য প্রয়াস করিয়াও জগতের ধ্বংস পথে নিজে ছুটিতেছে, অপরকেও ধ্বংস পথে টানিয়া লইতেছে।

কাঁচা সাধক সব জানিয়াও ভুলিয়া যান পূর্ব্বে বলিলাম। সৎ মানুষ যাঁহারা হইতে চান তাঁহাদের ভুল কিসে না হয় তাহাই আলোচনার বিষয়।

ভুল হয় পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য, দুষ্কৃতির জন্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞান সংস্কার এখনকার বিচারের প্রতিবন্ধক। পূর্ব্ব সংস্কার এবং এখনকার নূতন অভ্যাস—এই দুয়ে সর্ব্বদাই বিবাদ চলিবেই। যাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার বা স্বভাব যাহা বলে তাহাই করিতে চান তাঁহারা একভাবে সংগ্রাম মিটাইয়া ফেলেন—ইহারা স্বভাব

বাদী, ইহারাই সুবিধাবাদী। ইহাদের বিবেকটা অবিবেকই—ইহাদের বিচারটা অবিচারই। ইহারাই জগতকে ধ্বংস পথে অগ্রসর করেন—অথচ ইহারা নিজে ইহা বুঝিতে পারেন না সাধারণেও বুঝেনা—ইহারা সাধারণ লোকের কাছে সুখ্যাতিই লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্তকে পরিহার করিতে চান, করিয়া নূতন অভ্যাস মত চলিতে চান—তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর সংগ্রাম চলিবেই।

আমি দেহ নই আমি আত্মা ইহার অভ্যাসকেই বিদ্যা বলা হয়। এই বিদ্যাভাসেই জীবের দুঃখ যায়—অন্য উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতেই পারে না।

সতত বিদ্যাভ্যাস চাই—সতত মনে করিয়া রাখা চাই আমি চৈতন্য, আমি আত্মা, আমি দেহ নই। কিরূপে এই অভ্যাস সর্ব্বদা রাখা যায় তাহারই একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই বিদ্যাভাসের প্রথম ও প্রধান কার্য্যই উপাসনা। বলিতে পার—আমি আত্মা—আমার কোন কার্য্য নাই, আমার সংসার নাই, আমার রাগ দ্বেষ নাই, এই বলিলেত কোন কর্ম্ম করিবার আকশ্যকতাও নাই হইয়া যায়। হাঁ শেষে যখন মানুষ আত্মাই হইয়া যান—যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকেন—যখন নিগু‍ণ ভাবে স্থিতি লাভ করেন তখন সর্ব্বদা নিগু‍ণ থাকিয়াও সগুণ, আত্মা, অবতার লীলা করায় কোন আপত্তি নাই। এ সমস্ত লীলার কথা আমরা আলোচনা আজ করিতে যাইতেছি না—আমরা বিদ্যাভ্যাসে দুঃখ দূর করিবার কথাই বলিতে যাইতেছি।

বিচার করিয়া যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন আমি আত্মা—আমি চৈতন্য তাঁহাদিগকেও সংসারের শোকে অভিভূত হইতে দেখা যায়, আহার নিদ্রার অভাবে দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়, রোগে প্রপ্রীড়িত হইতে দেখা যায়—ইঁহাদের কোথায় গোলমাল হয় তাহাই আমরা দেখাইতে যাইতেছি।

আত্মার কথা শুনিলাম, মননও করিলাম তথাপি আমি দেহ, এই অভ্যাস দূর হয়না কেন? উত্তরে বলিতে হইবে নূতন অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই—পুরাতন স্বভাবের উপরে বৈরাগ্য জন্মে নাই সেই জন্য বিচারের দৃঢ়তাও হয় নাই।

সর্ব্বদা যাহাতে অভ্যাস থাকে তাহার জন্যই উপাসনা। এই উপাসনায় কি করিতে হয়, কোথায় লক্ষ্য রাখিতে হয় ইহা না জানিলে উপাসনা কিরূপে হইবে? আর যিনি ঠিক ঠিক উপাসনা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহার মধ্যে তাঁহার

উপাস্যের গুণ সমস্ত ফুটিয়া উঠিবেই। যাঁহার উপাসনা করা যায় তাঁহার মত হওয়াই উপাসনার উদ্দেশ্য। আমার উপাস্য অজর ও অমর আমাকেও তিনি অজর অমর করিয়া দিবেন—এই জন্যই ত উপাসনা। আমার উপাস্য সংসারের সকল কার্য্য করিয়াও কিছুতেই আসক্ত নহেন, যদি কখন অভিভূতের অভিনয় দেখান, সেটা অভিনয় মাত্র, তিনি আপনার স্বরূপে এক দণ্ডেই যাইতে পারেন—আমিও সেইরূপে চলিতে পারিব সেই জন্যইত উপাসনা। তাঁহার নিকটে বসিয়া বসিয়া তাহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া দেখিয়া আমি তাঁহার মতই হইব—তিনিই হইয়া যাইব—এই জন্যই ত উপাসনা।

বচনে শুনিয়াই যখন মনে করি, আমি তিনি হইয়া গিয়াছি অথচ রাগ দ্বেষ হিংসা ভয় কিছুই যাইতেছে না—ইহা ত বচনে মাত্র সাজা। সত্য সত্য হওয়া চাই—বচনে হইলে কার্য্যে একরূপ, আর বাক্যে অন্যরূপ হইবেই।

তবেই দেখি স্বরূপে আমি ইষ্ট দেবতাই সত্য—আমি ব্রহ্মই সত্য কিন্তু কার্য্যে আমি প্রকৃতির বশেই চলি—প্রাচীন সংস্কার মতই কার্য্য করি—আমার আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র এক হইয়া যায় নাই—আমি অভিনয় করিতে পারি নাই।

এই জাতির উপাসনা প্রণালী লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি উপাসনার প্রথম কার্য্যটি কি। লক্ষ্যটী হইতেছে স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন। আমি সুখময় আনন্দময় হইয়াও দুঃখী হইয়া গিয়াছি, আমি পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ হইয়া গিয়াছি, আমি নিঃসঙ্গ হইয়াও বহু সংসার সঙ্গী হইয়া গিয়াছি, আমি আহার নিদ্রা শূন্য হইয়াও আহার নিদ্রার ব্যতিক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যাই, আমি কাম ক্রোধ লোভাদি বর্জ্জিত হইয়াও কাম ক্রোধাদি জনিত রাগ দ্বেষের অধীন হইয়া যাই, আমি পুরুষ হইয়াও প্রকৃতির গোলামী করি, আমি চৈতন্য হইয়াও জড়ের অধীনে উঠি বসি, আমি রাজা হইয়াও চামার বনিয়া গিয়াছি, আমি সর্ব্ব অভাব শূন্য হইয়াও অভাব মিটাইবার জন্য অর্থ অর্থ করি, এইত আমার অবস্থা বিপর্য্যয়—এইত আমার স্বরূপ বিচ্যুতি। এক্ষেত্রে আমার লক্ষ্য হইতেছে আমার স্বরূপ অবস্থায় আমাকে ফিরিতে হইবে—আমার স্বদেশে আমাকে যাইতে হইবে, আমার স্বরাজ আমাকে লাভ করিতে হইবে। এই দুঃখ দৈন্য পরিপূর্ণ অবস্থা হইতে কিরূপে রাজাধিরাজের অবস্থা লাভ করিব, এই গোলামী অবস্থা ত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব, কোন কার্য্য করিলে আমি আমার স্বরূপে যাইতে পারিব,ইহাইত আমার সর্ব্বপ্রধান দেখিবার বুঝিবার

করিবার বিষয়। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মত্যাগের অবস্থায় যাইতে হইবে, শুভবাসনা, শুভ সঙ্কল্প করিয়া করিয়া বাসনা ত্যাগের, সঙ্কল্প ত্যাগের অবস্থা লাভ করিতে হইবে, একাগ্র হইয়া নিরোধ অবস্থায় স্থিতি লাভ করিতে হইবে—করিয়া নিগুর্ণ হইয়াও সগুণের অভিনয় করিতে হইবে, ভিতরে সংসারী না হইয়াও যতদিন সংসার আছে ততদিন সংসারের অভিনয় করিতে হইবে, ভিতরে পরম শান্ত থাকিয়াও বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া প্রবাহ পতিত হইয়াও কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মে অলিপ্ত থাকিতে হইবে, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিতে হইবে, অকর্ম্ম হইয়াও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে হইবে—এইত আমার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে বিদ্যার অভ্যাস করিতে হইবে অবিদ্যাতে বৈরাগ্য প্রবল করিতে হইবে। স্বরূপে দৃষ্টি রাখিয়া বিরূপকে স্বরূপে পৌঁছাইতে হইবে, বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে জীবাত্মভাবকে শিব স্বরূপে স্থিতি লাভ করাইতে হইবে। এই জন্য উপাসনা চাই। জীব হইয়াও শিবে লক্ষ্য রাখিয়া শিবার উপাসনা চাই, জীব হইয়াও ব্রহ্মে লক্ষ্য রাখিয়া গায়ত্রীর উপাসনা চাই, জীব হইয়াও কৃষ্ণে লক্ষ্য রাখিয়া রাধার ভজনাকরা চাই, জীব হইয়াও রামে লক্ষ্য রাখিয়া সীতার ভজনা করা চাই এই একরূপ উপাসনা। আবার পার্ব্বতী হইয়া শিবের ভজনা, সীতা হইয়া রাম রাম করিতে করিতে রামের ভজনা অথবা রাধা হইয়া কৃষ্ণের ভজনা ইহাও উপাসনার অন্যরূপ। এক কথায় পুরুষ হইয়া প্রকৃতি ভজন বা প্রকৃতি হইয়া পুরুষ ভজন ইহাই উপাসনার সার কথা।

শাস্ত্র হইতে এই উপাসনার কথা একটু আলোচনা করা যাউক।

অনুরাগে উপাসনাই যথার্থ উপাসনা। অনুরাগে যখন পুরুষ প্রকৃতির নিকটে উপবেশন করেন অথবা প্রকৃতি পুরুষের অঙ্গে ঢলিয়া পড়েন তখনই যথার্থ উপাসনার ভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এখানে কেমন করিয়া উপাসনা করিতে হয় ইহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না—এখানে সকল কার্য্য, সকল বাক্য, সকল ভাবনা—ছন্দে ছন্দে হয়, তালে তালে চলে, সুরে সুরে হয়। পুরুষ যখন অনুরাগে প্রকৃতিকে আদর করেন—যখন আদর করিয়া বলেন "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং" তখন প্রকৃত কথাই বলেন। সত্য কথাই বলেন। প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষের আর ভূষণ নাই, শক্তি ভিন্ন শক্তিমান একবারেই সাজেন না—শক্তি ভিন্ন পুরুষ জীবিত বলিয়া বুঝাও যায়না—আবার পুরুষের

ভব সংসার সাগরের রত্ন এই প্রকৃতিই বটেন। পুরুষের কণ্ঠে এমন করিয়া সংলগ্ন হইতে আর কেহ পারেনা—সাগরের বক্ষে তরঙ্গ মালার মত এমন করিয়া বক্ষে নাচিতে আর কেহ ত জানেনা। পুরুষ যে প্রকৃতিকে আদর করেন "ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে"—তুমি আমার নয়ন যুগলের কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমৃত—ইহার কিছুই মিথ্যা নহে। যিনি দেবাদিদেব তিনি না জানি কত আদরই জানেন—যখন তিনি আদর করেন আর বলেন পর্ব্বতরাজপুত্রি—আমি কি আর সাধ করিয়া তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকিতে চাই, আমি কি আর সাধ করিয়া অঙ্গে ভস্ম মাখি আর কণ্ঠে বিষধর সর্প রাখি—তোমা ভিন্ন আমার নিজের অঙ্গও আমার কাছে ভস্মমত, তুমি ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই আমার কাছে বিষতুল্য—আমার অঙ্গেই সব জগৎ ভাসে তাই ত কিছুই ফেলিয়া দিতে পারিনা—তাই অঙ্গে সর্পও রাখি আবার ভস্মও মাখি। সাধ করিয়া আমি কি বলি "অদ্য প্রভৃতি তন্বঙ্গি তবাস্মি দাসঃ" তন্বঙ্গি আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম, তোমার উপাসক হইলাম, তোমার সেবক হইলাম—নগাধিরাজতনয়ে—তুমিই আমার গুরু। শুধু তাই কি—গুরুত্বং সর্ব্বশাস্ত্রানাং—তুমি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেরও গুরু—"অহমেব প্রকাশকঃ" আমি মাত্র প্রকাশক। গৌরি! তুমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—আমার গলায় এই মালা কিসের—উত্তরে বলিয়াছিলাম—তাহা কি তুমি জাননা—আমি তোমার কিছুই যে অনাদর করিতে পারিনা—তুমি যত যত বার 'দেহ ছাড়িয়াছ আমি অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া মালা করিয়া তোমাকেই কণ্ঠে ধরিয়া রাখিয়াছি—যখন তুমি সতী হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে তখন আমি তোমার প্রাণশূন্য দেহ লইয়া কতই ঘুরিলাম ফেলিতে পারিলাম না—বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে তোমার দেহ ছেদন করিলেন—ত্রিজগতে তোমার দেহ খণ্ডিত হইয়া পড়িল—আমি তাহাও ছাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না—যেখানে যেখানে তোমার দেহ খণ্ড পতিত হইল সেইখানে সেইখানে আমি ভৈরব বেশে তোমার দ্বারী হইয়া রহিলাম—ত্রিজগতে কত কত একান্ন পীঠ হইল— সর্ব্বত্রই আমি প্রহরী। পার্ব্বতি! আমি তোমার কোন কিছুরই অন্ত পাইলামনা—নামের অন্ত নাই, রূপের অন্ত নাই, গুণের অন্ত নাই, লীলার অন্ত নাই, আর স্বরূপের ত কোন কথাই বলা যায়না। আর তোমার চরিত্র ?, "ত্বমেব চরিতং বক্তুং সমর্থা স্বয়মেবহি" তোমার চরিত্র বলিতে তুমিই সমর্থা। আমাকে কেবা জানিত—তুমিই আমাকে জানাইয়াছ ভিখারীকে—আদর করিত তুমিই আদর করিতে শিখাইয়াছ—তোমার নাম ল

প্রকাশিত। তুমিই আমাকে নামরূপ দিয়াছ। আরও দেখ "কথং ত্বং জননী-ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্—উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহঙ্গং নগাত্মজে" নগাত্মজে—তুমি জননী হইয়া বধূরূপে কিরূপে বিহার কর তাহা বলিয়া বলিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া আজ আমি ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছি।

তাই বলিতেছিলাম এই জাতি শিক্ষা দিতেছেন পুরুষ হইয়া প্রকৃতি ভজ। এই জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—গায়ত্রী উপাসনা। এই গায়ত্রী উপাসনার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য হইতেছে ব্রহ্ম স্বরূপে গিয়া—ভূর্ভুবস্ব মহজন তপ সত্য এই সপ্ত লোক পার হইয়া ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রীর উপাসনা করিবে—আবার গায়ত্রীকে ও ভাবিবে গায়ত্রি ত্বং যৎ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা" গায়ত্রি! তুমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্মবিদ্‌গণ তোমাকে এইরূপই দেখেন—সুমনস্ দেবতা-গণও এইরূপই বলেন এইরূপই দেখেন।

এই জাতি বেষণশীল সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকেও সেই পরমপদ বলিয়া উপাসনা করেন—উপাসনা করিয়া করিয়া দেখিয়া দেখিয়া স্থির হইয়া যান—"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর পরম পদ—বিষ্ণুরূপী পরম পদকে সর্ব্বদা দেখেন—বিষ্ণুকে পূজা করেন যাঁহারা তাঁহারাই বৈষ্ণব। ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেব বলিতেছেন—বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুর পূজা না করিলে পূজার ফল হয়না। "অবিষ্ণুঃ পূজয়েৎবিষ্ণুং ন পূজা ফল ভাক্ ভবেৎ"।

সোঽহং জ্ঞানে তুলিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র সর্ব্বত্রই বিস্মৃত্যাভ্যাসের জন্য এইরূপ উপাসনার কথা বলিয়াছেন। প্রায় উপনিষদেই পাওয়া যায় ওঁ যো হ বৈ শ্রীপরমাত্মা নারায়ণঃ স ভগবান্ তৎপরঃ পরম পুরুষঃ পুরাণ পুরুষোত্তমো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য পরমানন্তাদ্বয় পরিপূর্ণঃ পরমাত্মা ব্রহ্মৈবাহং রামোঽস্মি ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

দেখা গেল আমি ব্রহ্ম, আমি শিব, আমি রাম, আমি কৃষ্ণ ইহা সদা অভ্যাসের জন্য, অন্যরূপকে স্বরূপে তুলিবার জন্য, বরণীয় ভর্গের চরণে পড়িয়া বলিতে হয় তুমি লইয়া চল—তুমি সর্ব্বদা পরমপদে মিশিতেছ, স্বরূপ বিস্মৃত আমাকেও মিশাইয়া লও, ইহাই প্রকৃতি বা শক্তির উপাসনা, আবার প্রকৃতি হইয়া বা শক্তি হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা বা শিবের উপাসনা বা রামের উপাসনা বা কৃষ্ণের উপাসনা, করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন যুগল উপাসনায় শ্রীভগবানের দাস বা দাসী বা পুত্র কন্যা হইয়াও উপাসনা চলে। আবার আত্মীয়ভাবে শ্রীভগবানকে সখা বা

পুত্র বা কন্যা ভাবনা করিয়াও উপাসনা করা যায়। এই পর্য্যন্ত উপাসনার কথা সাধারণ ভাবেই আলোচনা করা হইল। এক্ষণে তাত্ত্বিক ভাবে উপাসনা রহস্য কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

পুরুষ হইয়া প্রকৃতির পূজা বা প্রকৃতি হইয়া পুরুষের পূজা ইহা কি জগতে কোথাও হয়? জগতে পুরুষ কোন্‌টি এবং প্রকৃতিই বা কে ইহা দেখিলেই এই পূজা বুঝা যায়। "পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা"—পুরুষ বাচক যাহা কিছু তাহাই ঈশ্বর আর স্ত্রীবাচক যাহা কিছু তাহাই ঈশ্বরী। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রকৃতি পুরুষাত্মক। ব্যক্ত যাহা কিছু তাহাই প্রকৃতি আর অব্যক্তই পুরুষ। নর হইতেছেন পুরুষ নারী প্রকৃতি—পুরুষ ব্রহ্মা—বাণী প্রকৃতি, পুরুষ বিষ্ণু,—লক্ষ্মী প্রকৃতি; পুরুষ সূর্য্য—ছায়া প্রকৃতি; পুরুষ সোম—তারা প্রকৃতি; পুরুষ দিবা—রাত্রি প্রকৃতি; পুরুষ যজ্ঞ—বেদি প্রকৃতি; পুরুষ বহ্নি—স্বাহা প্রকৃতি; পুরুষ বেদ—শাস্ত্র প্রকৃতি; পুরুষ বৃক্ষ—বল্লী প্রকৃতি; পুরুষ গন্ধ—পুষ্প প্রকৃতি; পুরুষ অর্থ—অক্ষর প্রকৃতি; পুরুষ লিঙ্গ—পীঠ প্রকৃতি। প্রকৃতি এবং পুরুষ কিন্তু ভিন্নও নহেন—শক্তি ও শক্তিমান একই। উভয় মিলিয়া—সর্ব্বশক্তিমানই সগুণব্রহ্ম আবার আপনি আপনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্যপূর্ণ স্বরূপিণঃ।
আকাশ মেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

পূর্ণ স্বরূপের গমন কোথাও নাই। আকাশের মত এক সম্পূর্ণ যিনি তিনি কোথাও গমন করেন না। গমনটা উপাধি যোগে বোধ হয়—তাহাও ভর্গের।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে পুরুষের প্রকৃতির উপাসনা ইহাতে কি বুঝা যায়? জগতে যাহা কিছু কার্য্য হয় তাহাত প্রকৃতির কার্য্য, আর অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মা কিন্তু সবটাতেই কর্ত্তা অভিমান করেন। আমি ব্রহ্ম সত্য কথা। কিন্তু স্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও বিরূপে কর্ত্তা সাজিয়া গিয়াছি। কাজেই স্বরূপটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া এই বিরূপটার কর্ত্তা ভাবটা ছাড়াইতে পারিলেই বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে আত্মতত্ত্বের শিবতত্ত্বে স্থিতি লাভ হয়।

এই প্রবন্ধে কি পাইলাম ইহাই শেষ কথা।

এক শান্ত চলনরহিত পরিপূর্ণ সৎ চিৎ আনন্দ পরম পদই ভিতরে বাহিরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই ঋক্, ইনিই অক্ষর, ইনিই পরমব্যোম—সমস্ত দেবতা ইনিই। সকলের স্বরূপ ইনিই। আমিই এই পরমপদ, স্বরূপে—আমিই স্বরূপে আমার ইষ্ট দেবতা। আমি পূর্ণ হইয়াও কল্পনাবশে, অবিদ্যাবশে,

মায়ার ঘোরে, এক কথায়, আপনাকে আপনি স্মরণ না করিতে পারা রূপ অজ্ঞানে যেন অপূর্ণ হইয়া গিয়াছি। বহুদিন ধরিয়া, বহু যুগ ধরিয়া এই স্মরণ ভুলে মরণ লইয়া আছি। এখন আমাকে বাঁচিতে হইবে এই স্বরূপের সর্ব্বদা স্মরণে—এই বিদ্যার অভ্যাসে। একদিকে স্মরণের অভ্যাস অন্যদিকে পরমপদ ব্যতীত অন্য যাহা কিছু তাহাতেই অনাস্থা—তাহাতেই বৈরাগ্য। আত্মার অভ্যাস ও অনাত্মার বৈরাগ্য এই দুই সমকালে—ইহাই আমার বাঁচিবার উপায়। পরম-শান্ত পরমেশ্বরকে ভিতরে শান্তভাবে অবস্থিত বিশ্বাস করিয়া—তাঁহাকে প্রত্যক্ষে দেখিবার জন্য সকল কর্ম্মে সকল বাক্যে সকল ভাবনায় তাঁহাকেই নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতে করিতে জীবন কাটান—এইরূপে আত্মরসে মন একাগ্র করিয়া শেষে আত্মা হইয়াই নিরোধ অবস্থায় যতক্ষণ পারা যায় থাকা এবং বাহিরে সব তুমি সব তুমি অভ্যাস করিয়া—নাম করিতে করিতে সর্ব্বদা নাম করিয়া করিয়া ভিতরে পরম-শান্তে ডুবিয়া যাওয়া—একবারে না পারিলেও শান্ত স্মরণে সমস্ত অশান্ত বস্তু সমস্ত অনাত্মা অগ্রাহ্য করা—ইহাই কার্য্য।

ভিতরে সংগ্রাম—ভিতরে প্রবেশ।

তুমি যাও কেন?

আহা! তুমিই তাড়াইয়া দাও আবার বল যাও কেন?

আমি তাড়াইব তোমাকে? না-না। আমি তোমাকে তাড়াই না—আমার কোন লোকও তোমাকে তাড়ায় না। তোমার লোকই জোর করিয়া তোমাকে আমার ক্রোড় হইতে দূরে লইয়া যায়। তুমি যাহাদিগকে বড় আপনার মনে করিয়া কত কি তাহাদের সঙ্গে করিয়াছিলে, এখন না—এই সব লোককে শত্রু বলিয়া বুঝিয়াছ—তখন কিন্তু ইহারা যাহা বলিয়াছে তাহাই করিয়াছ—আর আমার কথা কতই অগ্রাহ্য করিয়াছ। তোমার পূর্ব্ব বন্ধুগণের কিন্তু গুপ্তচর তোমার সঙ্গে সঙ্গে এখনও আছে। যখন তুমি আমার সঙ্গে থাক—তখন তুমি আমায় পাইয়া বিভোর হইয়া থাক—আর কিছুই ভাবিবার—করিবার তোমার

শক্তি থাকে না। এই শক্তি হীনতা লক্ষ্য করিয়া ইহারা তোমার মধ্যে এমন গোলমাল তুলে যাহাতে তোমার ঐ সুখের মিলন ভাঙ্গিয়া যায়—আর ইহারা তোমাকে কোন কিছু করিতে দেয় না—না দিয়া তোমাকে একেবারে বাহিরে আনিয়া ফেলে। বাহিরটা ইহাদেরই রাজ্য। সবই প্রতারণার জন্য, সবই ভুলাইয়া রাখিবার জন্য। তোমার এখন এসব ভাল লাগেনা জানি, তুমি আর আমাকে ভুলিতে চাওনা জানি, কিন্তু এতদিন যাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিয়াছ, তাহারা তোমার ছাড়িবে কেন—কত রকমে তোমার অভ্যাস—তোমার প্রাক্তন কর্ম্মভ্যাস আমা হইতে তোমাকে ছাড়াইয়া তাদের রঙ্গরসে রসাইয়াছিল। তুমি চাওনা—তথাপি একদিন ত বড় মজিয়াছিলে—তাই এই কষ্ট পাও।

আহা! আমার মরিতে ইচ্ছা করে—আমার যাতনার শেষ নাই—আমার কি কোন উপায় নাই? এদের হাত কি আমি ছাড়িতে পারিব না? তুমি ত সবই পার—একটু কৃপা ও কি তোমার নাই? আমি আসিলে আদর করিবে—কিন্তু না আসিতে পারিলে? চুপ চাপ সব। একবার একটু স্মরণ করিলেই ত আমার বল—আমার শক্তি বাড়িয়া যায়। তখন আমি ইহাদের বন্ধন হইতে আপনিও আপনাকে মুক্ত করিতে পারি। তখন দৌড়িয়া তোমার দিকে আসি!

আমি ত সর্ব্বদাই স্মরণ করি কিন্তু তুমি যে অবিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছ। তুমি দুষ্ট লোকের সঙ্গ করিয়া নিরন্তর ভাবিতে আমি কি তোমার ডাক শুনি? আমি শুনিনা, আমি দেখি না, আমি ডাকি না—আমি সাড়া দিইনা—আমার জন্য যে যাহা করে, তখনি তার ফল পায় না—তাই ভাবে—আমি নাই। তুমিও এই সব করিয়াছ—অনেক দিন ধরিয়া করিয়াছ তাই পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারনা—তাই ভাব আমি যখন যার তখন তার—এই সব এখনও ভাব বলিয়া তোমার বিশ্বাসের জোর এখনও হয় নাই। তাই আমার সঙ্গে মিলিয়াও আবার ছাড়াছাড়ি হয়। যাহা প্রতিদিন দেখ তাহাই আছে বলিয়া বিশ্বাস কর—আমার ভাব প্রতিদিন দেখনা তাই বিশ্বাস বড় শ্লথ।

কাঁদিতেছ? কাঁদিওনা। পূর্ব্ব সংস্কার দূর করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর।

তুমি আমারই। আমারই তেজ, আমারই ভর্গ, আমারই সম্বিৎ, আমারই শক্তি, আমারই জীব ধাতু। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম আমার "বাসনা" জাগায়—জাগাইয়া প্রাণ বায়ু কর্তৃক তুমি চালিত হইয়া শত শত নাড়ী দ্বার দিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারে আইস। তাহার পরে একটা চিত্ত স্পন্দন কল্পনার রাজ্য, একটা মরু

মরীচিকার সংসার আড়ম্বর, একটা চমৎকার গন্ধর্ব্ব নগর—যতক্ষণ দেখা যায় তখন যেন সব সত্য, কিন্তু স্বপ্ন দেখা ভাঙ্গিয়া গেলে আর কোথাও কিছু নাই। বহুদিন ধরিয়া আমায় ছাড়িয়া এই মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া ছিলে—কত লোকের হাতে দাগা পাইয়াছ, কত জ্বালায় জ্বলিয়াছ—এই যাতনা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ কিন্তু যে মিথ্যার ভিতরে ছিলে সেটা যে সত্য সত্য মিথ্যা এইটি এখনও অনুভব করিতে পারনা—সে সবও এক রকমের সত্য, এক রকমের আনন্দ দেয় এ ধারণা তোমার এখন ও যায় নাই—সেইজন্য যা দেখ যা শোন যা স্মরণ কর তাহা মিথ্যা হইয়া যায় নাই এখনও সত্য মত বোধ হয়। বিড়ম্বনা এইজন্য—ভুল এই জন্য। তুমি আর হৃদয় সরোবর হইতে নাড়ী কুল্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারে আসিও না—আসিলেই পাঁচটা মায়া বাজীর মহাসমুদ্রের মধ্যে পড়িবে তখন "গভীর গরজে ঘন, বহে বায়ু খরসান, কুল ছাড়ি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে" হইয়া যাইবে। ঘরের সংবাদ ত পাইয়াছ। এই ঘরে আমি থাকি তুমি আমারই ভর্গ আমারই প্রভা আমারই বিভা। তোমাতে মণ্ডিত হইয়াই আমি থাকি। তুমি আমার কাছে বসিয়া আমার নাম কর। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার মহিরাবণের রাম চুরী করার মতন তোমার রাম চুরী করিতে বহু সাজে সাজিয়া আসিবে। কত অসম্বন্ধ প্রলাপ, কত লয় বিক্ষেপ, কত আলস্য অনিচ্ছা কত কি তুলিবে। তুলুক! তুমি রাম রাম কর—করিয়া কুল্যা দ্বারা যে সরোবরের জল বাহিরে আসিয়াছিল—একেবারে দেহটাকে স্পন্দন শূন্য কর, মনটাকে স্পন্দন শূন্য কর নিদ্রা সময়ে যেমন কর সেইরূপ কর—তবেই জীব ধাতু ঘরে ফিরিবে। নাম করিয়া করিয়া সংগ্রাম কর আমি তোমার সহায় তোমার জয় হইবে।

বুঝিতেছ ভিতরে সংগ্রাম ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিতেই পারিবে না। বাহিরে যতদিন আছ, যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তুফান পাইবেই। সমুদ্রের উপরে যখন ঝড় উঠে, তখন জাহাজ লইয়া তুমি সমুদ্রের ভিতরে ডুব দাও দেখিবে সেখানে ঝড় লাগে না। তেমনি ভিতরে যে শান্ত—বাহিরে তাহার উপরেই ঝড় তুফান চলিতেছে তুমি কালী কালী বলিয়া ডুব দাওনা—"ডুব দেনা মন কালী বলে" তবেই না শান্ত কুণ্ডলিনীর কাছে যাইয়া শান্ত হইতে পারিবে ইহা ভিন্ন শান্ত হইবার আর উপায় নাই।

সব সহ্য কর, সব অগ্রাহ্য কর, দেহের রোগ, মনের রোগ, সংসারের কোলাহল, লোক সঙ্গে অনভিলষিত কর্ম্ম, লোকের অপমান গঞ্জনা, লোকের নিন্দা স্তুতি, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ—সব অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস কর—যা হয় হউক,

যা আসে আসুক, যা ভাসে ভাসুক—লোকে যা বলে বলুক—কিছুতেই তুমি আস্থা রাখিওনা,—মিথ্যা - মিথ্যা—মিথ্যা তুমি যার নাম কর তাহাই সত্য—"সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" মনে রাখিয়া, "ভুঞ্জন্ প্রারব্ধ মখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা" স্মরণে রাখিয়া নাম কর—নাম করা এক মুহূর্ত্তের জন্য ও আলগা দিওনা—ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, আলস্য জড়তায়, সুখে দুঃখে, হুঁসে বেহুসে—নাম করাই সার কর—যতক্ষণ স্ববশে আছ ততক্ষণ নাম কর—নির্জ্জনে নাম কর, লোক সঙ্গে নাম কর—বহুমূল্য সময় আর বৃথা নষ্ট করিওনা—নাম কর—নাম অভ্যাস কর করিয়া ভিতরে প্রবেশ কর, বিন্দুর বাহিরেই "অঘ কোলাহল" আর ভিতরে দাঁড়াও—দেখিবে যাহাকে বিন্দু দেখিতেছিলে তাহার ভিতরেই মহাসিন্ধু। নাদের উপরে বিন্দু—শব্দের উপরে শব্দোত্থিত বিশ্ব লয় হইয়া নাদ বিন্দুরূপে লীন হইয়া গেল—ক্রমে আর কিছুই দেখা গেল না—শোনাও গেল না—দৃশ্য দর্শন মুছিয়া গেল আর ফুটিয়া উঠিল সেই শান্ত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ। নাম করিয়া ডুবিতে হইবে এই পরিপূর্ণ শান্ত চৈতন্য সমুদ্রে। অচৈতেন্য ডুবিলে কি হইবে? "ডুবা" কি জান? যেমন সুষুপ্তিতে যখন ডুবিয়া যাও তখন কোন কাম কামনা থাকে না—কোন স্বপ্ন সংস্কারও থাকে না—সুষুপ্তি স্পর্শ মাত্র জগৎ ভুল হইয়া গেল, দেহ ভুল হইয়া গেল, এই শব্দময় জগৎ ছিল, সুষুপ্তি স্পর্শ মাত্র কর্ণ আর কিছুই শুনিল না, চক্ষু আর কিছুই দেখিল না, মন আর কিছুই ভাবিতে পারিল না—ইহা ও ডুব দেওয়া। কিন্তু সুষুপ্তিতে যে ডোবা সেটা অজ্ঞানে ডোবা—অচৈতন্যে ডোবা। এ ডোবাতে আবার উঠিতে হয় কিন্তু নিরোধে যে ডুবা সেই ডুবাই ডুবা।

এখানে চৈতন্য সমুদ্রে মনকে হারাইয়া ফেলা। সুষুপ্তিতে মনের লয় হয় অজ্ঞানে আর নিরোধে মনের লয় হয় জ্ঞানে। এই অবস্থায় মন লীন হইয়া মনের সত্তা যে জ্ঞান স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম তাহাই মাত্র থাকেন।

নাম করিয়া করিয়া ডুবিবে কিরূপে তাহা বলিয়া উপসংহার করা যাউক। চরণে দৃষ্টি রাখিয়া নাম কর—আর চরণের কাছে প্রার্থনা কর আমায় লইয়া চল—প্রচোদয়াৎ। আবার চরণ দেখিয়া দেখিয়া বল—মা তুমিই বরণীয় ভর্গ, তুমিই বরণীয় চৈতন্য। তুমিই ভূলোকের সর্ব্ব পদার্থের সার, তুমিই ভূ ভুবঃ স্বঃ—ভূলোক তুমি ভুব লোক তুমি স্বর্লোক ও তুমি আবার স্বর্লোকের উপরে উত্তম উত্তম স্বর্গলোক—সেই মহ, জন, তপ, সত্য—এই সবই তুমি, এই সবই তুমি ব্যাপিয়া আছ। এই চরণে তুমি সর্ব্বত্রই বিচরণ করে—তুমি সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল জগৎ প্রসবিতার ভর্গ—সবিতাই ভর্গ—এই তুমি আমাদিগকে লইয়া চল। প্রতিনিয়ত

এই বিদ্যা অভ্যাস কর—আর অবিদ্যার যাহা কিছু সব অগ্রাহ্য কর—এই করিতে করিতে তোমার কৃপা আমাদিগকে স্বরূপে পৌঁছাইয়া দিবে তখন দেখিব আমিই পরমপদ—আমিই বিষ্ণু, আমিই প্রণব, আমিই ভূর্ভুবঃস্ব—আমিই সবিতার ভর্গ। ইহা ঘটিবে কিরূপে জান? যে মন বহু বহু জন্ম ধরিয়া বিষয়ের শ্রবণ মনন নিদি-ধ্যাসনে বিষয় সমুদ্র—অজ্ঞান সমুদ্র—অবিদ্যা জলধি আমাদের মনকে সুষুপ্তি কালে—আপনাতে টানিয়া লয় সেইরূপ চৈতন্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সর্ব্বদা করিতে করিতে সেই পরিপূর্ণ পরমপদ, সেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্যোম, সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সেই বরণীয় ভর্গ আমাদিগকে টানিয়া লইবেন—আমরাও চৈতন্যময় হইয়া চৈতন্যেই ডুবিয়া থাকিব—জগতের সবই চৈতন্য হইয়া যাইবে চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া—জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে অবিদ্যা যে অজ্ঞান বহু প্রকার মূর্ত্তি, বহু প্রকার কার্য্য, বহু প্রকারের বিচিত্র সৃষ্টি তুলিয়াছিল সেই অজ্ঞান বিলাস দূর হইয়া যাইবে থাকিবেন—যিনি আছেন তিনিই। যাহা নাই তাহা লয় হইয়া যাইবে থাকিবেন মাত্র স্বরূপ।

——

স্বপ্ন দর্শন।

(দেশ ও কাল বিষয়ক)

পাঁচ মাস তীর্থ পর্য্যটন করার পর কতিপয় সাধুর সঙ্গে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া মানস সরোবরে উপস্থিত হইলাম। কয়েকদিন সেই মনোমুগ্ধকর সরোবরের তীরে বাস করার পর ইতস্ততঃ দৃশ্য দর্শন করিতে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময়ে একটি পর্ণকুটীর আশ্রমে একটি সুন্দরকান্তি সাধুকে সমাধিস্থ দেখিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় নিকটে সমাধিভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পর সমাধি ভঙ্গ হইলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া নানা বিষয়ের আলাপ আরম্ভ করিলাম; কথা প্রসঙ্গে তিনি জগতের সৃষ্টি,মায়ার কার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে বলিলেন। আমি বলিলাম পূর্ব্বেও এ সমস্ত বিষয়ে শুনিয়াছি, কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যাহাতে আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি

তাঁহাকে তাহার উপায় করিয়া দেওয়ার জন্য অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত একদিনের জন্য আমি অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত আছি কি না? আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম। পথে কিরূপ অনুভূতি হইবে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া তিনি আমার চক্ষু কর্ণ বাঁধিয়া দিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে তিনি আমাকে টানিয়া তাঁহার নিকটে এক কাষ্ঠাসনে বসাইলেন, এবং পরে আসন সমেত আমরা উভয়ে শূন্যে উঠিতে লাগিলাম এবং শূন্যমার্গে গমন করিতে লাগিলাম। যদিও মনে কিঞ্চিৎ ভয় হইতেছিল তত্রাচ তাঁহার অঙ্গস্পর্শে এবং স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ুর স্পর্শে অত্যন্ত আনন্দ বোধ হইতেছিল। প্রায় একপ্রহর কাল এইরূপ শূন্যমার্গে ভ্রমণ করার পর একস্থানে অবতরণ করিলাম। তখন তিনি আমার চক্ষুর ও কর্ণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন ঐ দেশ ভূলোকের বাহিরে এবং উহা একটি পৃথক মণ্ডল। আমাদের একদণ্ড বা ২৪ মিনিট সময়ে ঐ মণ্ডলের দিবারাত্রি শেষ হয়, এইরূপ পনের দিনে উহাদের বৎসর শেষ হয়। মানুষের পরমায়ু ঐ দেশের গণনায় চারি বৎসর হইলেও আমাদের গণনায় একদিন, অন্যান্য জীব জন্তুর পরমায়ুও সেই অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট। ইহা শুনিয়া আমার বড় কৌতুক বোধ হইতে লাগিল। ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম যে মানুষ ও সমস্ত জীব জন্তু বৃক্ষলতা প্রভৃতির আকৃতি ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতই; মানুষ ও সমস্ত জীবজন্তু খুব দ্রুত গমনাগমন করিতেছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত বহিতেছে; আহার ও নিদ্রা উভয়ই খুব সংক্ষেপ। আম্রবৃক্ষের মুকুল আসার পর ফল পরিপক্ক হইতে আমাদের সময়ের মাত্র এক ঘণ্টা লাগে, ধান্য রোপণ হইতে ধান্য পরিপক্ক পর্য্যন্ত মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লাগে। সে দেশের লোকেরাও তাহাদের দিবারাত্রিকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করিয়া ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার এক এক ভাগকে চারি ভাগ করিয়াছে, এবং তাহার এক এক ভাগ যাহা তাহা আমাদের এক সেকেণ্ড মাত্র পুনরায় তাহাকে আবার চারি ভাগ করিয়াছে। সে দেশের সকলেরই বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং তাহারা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া জীবন উপভোগের উপাদানের বৃদ্ধি করিয়াছে। দিবারাত্রি সংক্ষেপ হওয়ার জন্য এবং সমস্ত প্রাণীর পরমায়ু অতি সামান্য হওয়ার দরুণ, কেহ যে কিছু অসুবিধা বোধ করিতেছে এরূপ বোধ হইল না, সমস্ত ব্যাপারই শৃঙ্খলা মত চলিতেছে। তাহাদের বাসনার প্রাবল্য, জীবনের প্রতি মমতা, সম্মান ও যশের লিপ্সা, পরস্পরের হিংসা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ভূমণ্ডলের লোকের অপেক্ষা বেশী

বলিয়া বোধ হইল। আমাদের অপেক্ষাও সামান্ত সামান্ত কারণে তাহারা আনন্দিত, দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইতেছে। চারি দণ্ডের জীবনে পঞ্চাশ দণ্ড গত হওয়ার পর একজনের স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় তাহাকে বালকের ন্যায় কাঁদিতে দেখিয়া প্রতিবেশীরা সকলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিল। আবার দুই দণ্ড পরেই সে ব্যক্তি মহাসমারোহে যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিল, তখন সেই সমস্ত প্রতিবেশীরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দুই একজনের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল দেখিতে পাইলাম, তাহারা সমস্ত সময়ে কেবল সেই বিষয়েই চেষ্টা করিতেছে, আর কিছুই খেয়াল নাই। তাহাদের দেশের লোকের মনোকষ্ট আমাদের পৃথিবীর লোক অপেক্ষা বেশী বলিয়া বোধ হইল, কতক লোক এরূপ মনোবেদনা পাইয়াছে যে তাহারা জীবনে আর সুখ নাই মনে করিতেছে এবং জীবনকে অত্যন্ত সুদীর্ঘ মনে করিতেছে। আমি এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের সহিত ইহাদের প্রকৃত পার্থক্য কিছু আছে কি না এবং কি বিষয়ে আছে,ইহা চিন্তা করিতে করিতে মহাপুরুষটির সহিত চলিতেছি,এমন সময়ে হঠাৎ পা পিছলাইয়া এক দ্রুতগতিশীল নদীর জলে পড়িয়া গেলাম এবং চিৎকার করিয়া উঠিলাম। * * *

এ কি! আমার গায়ে বৃষ্টির জল কোথা হইতে আসিল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। মাত্র কয়েক মিনিট হইল আফিষ হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া কলিকাতায় বাসার ছাদে বিশ্রাম করিতেছি, বোধ হয় ২।৩ মিনিটের বেশী তন্দ্রা হয় নাই, ইহার মধ্যেই স্বপ্ন এত সৃষ্টি করিল। আমার মস্তকের এক সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানে এই সময়ে স্পন্দন হওয়ায় নূতন এক জগৎ সৃষ্ট হইয়া গেল এবং সে জগতের কয়েক বৎসর কালও কাটিয়া গেল! তবে কি ইহাও সম্ভব যে আমাদের এই জগৎ কেবল মাত্র পরমপুরুষের কল্পনায় অবস্থিত, এবং ইহার সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য কোনও স্থান বা কাল আবশ্যক হয় নাই। কাহার সাধ্য প্রকৃত রহস্য জানিতে পারে?

সর্ব্বদার সঙ্কেত।

তোমরা যাও—যাও। আর কেন ?" "আমি এখন চলেছি। যদি থাক কেহ তবে নাম শুনাও"। মুমূর্ষুর এই কথায় এক ভক্ত নাম ডাকিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অনেকেই বিরক্ত হইল; কেহ বা ইচ্ছা করিল আহা শেষ ইচ্ছা—নাম শুনাই কিন্তু তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। লজ্জা ত করিবেই কখন ত নাম করা হয় নাই—হায় হতভাগ্য।

"তোমরা যাও—যাও—আর কেন ?" এই শেষের কথাকে সর্ব্বদার কথা করিতে পার ? কত চিন্তা তোমার উঠে, কত প্রলাপ তুমি বক—যাও যাও আর কেন ? বলিয়া তাড়াইতে পার ? পারিবে যদি সর্ব্বক্ষণ আপনার মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেহটি দেখিতে অভ্যাস কর। একদিন ত সেদিন আসিবেই। কবে আসিবে তাহারও ঠিক নাই। এই মুহূর্ত্তেই আসিতে পারে। প্রথম হইতে যদি প্রস্তুত থাক তবে ত কোন শঙ্কাই উঠিবে না। অন্য ভাবনা উঠিবামাত্র বলিতে অভ্যাস কর—"যাও যাও—আমার আর সময় নাই আমি এখন চল্‌তি"

করনা এই অভ্যাস। সর্ব্বদা "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ"—মৃত্যু চুলের ঝুঁটী ধরিয়াছেন ভাবিয়া নাম করার অভ্যাস কর—কোন কিছু চিন্তা আসিলেই বল "আর কেন আমি চল্‌তি"। এই ভাবে একদিকে অনাত্মা যাহা কিছু তাহাই তাড়াও অপর দিকে শুধু নাম কর ঘন ঘন কর—অবিরামে কর। বড় ভাল হইবে।

শুক পাখীটি দুধ ছোলা খাইল—বেশ আরামে সীতারাম সীতারাম করিতেছে। হঠাৎ একটা বিড়াল আসিয়া পাখীটাকে ধরিল। পাখী সীতারাম সীতারাম বুলি ছাড়িল বুলি বলিল ট্যাঁ ট্যা ট্যাঁ ও। বুঝিয়াছ ত বেরাল ধরা কি ? এই যে একটু সর্দ্দি করিল— বা মাথা ধরিল—বা পেট খারাপ হইবে আর বলিতে লাগিবে এত আলস্য এত অনিচ্ছা এত অসুখ ইহাতে ত কিছুই করা যায় না। ইহাই কিন্তু বেরাল ধরা। এই সময়েই ত নাম করিবে ?—প্রতি আলস্যে প্রতি অনিচ্ছাতেই নাম করিবে—নাম করার বিরাম দিওনা। যা হয় হউক—যা আসে আসুক নাম করিয়া যাও। এই অভ্যাসটি করিয়া ফেল—যতদিন সুস্থ

আছ ততদিনের মধ্যে অভ্যাসটি পাকা কর—তবে অসুস্থ অবস্থাতে ও পারিবে। আর জানিও অজ্ঞানাবস্থাতে ও যদি রাম রাম তোমরা মুখ দিয়া বাহির হয় তবে নিশ্চয়ই তুমি ব্রহ্মলোকের উপরে সন্তানক লোকে স্থান পাইবে—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী ইহা। শেষের ছবি মনে রাখিয়া সর্ব্বদা নাম কর--অন্য যাহা মনে উঠিবে তাহা মন হইতে তাড়াইয়া দাও—যে ভাবে মুমূর্ষু তাড়ায় সেই ভাবে তাড়াও। সর্ব্বদা নাম করার সঙ্কেত ইহা ও একপ্রকার।

নামের অর্থ শুন—নামীর রূপ গুণ লীলা স্বরূপ গুরু মুখে শাস্ত্র মুখে শুনিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ কর। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি। স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে। উৎসবের শিরো ভাগ্যে এই লেখা আজ আঠার বৎসর চলিতেছে। প্রাণ প্রয়াণোৎসব মনে কর আর সর্ব্বদার অভ্যাস কর ভাল হইবে। না কর—বা ভাল মনে কর কর আর "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" হও—আর কি ?

আচার্য্য। অগ্নি এবং উষ্ণতা ইহাদের যেমন ভেদ নাই সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়ের ও ভেদ নাই। সেই জন্য জন্মরহিত, জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব—আপনিই আপনাকে নিত্যজ্ঞান দ্বারা অবগত হন। বলা হইতেছে যে এক জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয় আবার স্বরূপতঃ জ্ঞাতা। সূর্য্য যেমন আত্মপ্রকাশের জন্য অপর প্রকাশের অপেক্ষা রাখেন না সেইরূপ আত্মাও স্বপ্রকাশের জন্য অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। আত্মা আপনাকে আপনি জানেন—জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আপনার প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা রাখেন না ॥৩৩॥

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः।
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥३४

নিগৃহীত—নিরোধাবস্থাপন্ন, নির্ব্বিকল্প—সর্ব্বপ্রকার কল্পনা শূন্য, বিবেক বিশিষ্ট মনের যে প্রচার—প্রত্যগাত্মারূপে স্থিতি সেই স্থিতিই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য।

সুষুপ্তি অবস্থায় যে প্রত্যগাত্মরূপে স্থিতি তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার—তাহা অবিদ্যা-মোহ সমন্বিত অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার আত্মভাবে স্থিতির সমান নহে ॥ ৩৪ ॥

আত্মসত্যানুবোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং সৎ নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশোক্তঃ। তস্যৈব নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্ব কল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ অবশিষ্ট চিদাত্মরূপ স্ফুরণং। সতু প্রচারঃ বিজ্ঞেয়ো নিশ্চয়োনুসন্ধেয়ঃ বিশেষেণ জ্ঞেয়ো বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ।

নন্বু সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারঃ—তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি—প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎ কি তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—নৈবম্—যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারঃ অবিদ্যামোহতমোগ্রস্তস্য অন্তর্লীনানেকানর্থ প্রবৃত্তিবীজ বাসনাবতঃ মনসঃ আত্মসত্যানুবোধ-

হুতাশ বিপ্লুষ্টাবিদ্যাদানর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্য অন্য এব প্রশান্তসর্ব্ব ক্লেশ রজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ—অতো ন তৎসমঃ। তস্মাৎ যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ।

সুষুপ্তৌ তু ন তন্নিগৃহীত মনঃ প্রচারসমো মনসঃ প্রচারঃ কিন্তু তদা মনসঃ সংকলনার্থ বীজরাগাদি বাসনাবত্ত্বেন-তমোভিভূতত্ত্বেন চান্যোঽ-বিবেকরূপ এব ॥৩৪॥

আচার্য্য। মুক্ত পুরুষ যাহা জানেন তাহা স্বর্গাদিবৎ পরোক্ষজ্ঞান নহে—সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ। মনকে নিরোধ করিতে পারিলে এই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা যায়।

শিষ্য। সত্যরূপ আত্মার অনুভব যখন হয় তখন আর কোন সঙ্কল্প থাকেনা। কারণ সত্য আত্মাকে দেখা হইয়াছে বলিয়া বাহ্যবিষয়ের অভাব হয়। কাষ্ঠ না থাকিলে অগ্নি যেমন প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন মনও সেইরূপ দৃশ্যদর্শন না থাকায় নিগৃহীত হয়—শান্ত হয়—তখনই মনের নিরুদ্ধ অবস্থা। এইরূপ হইলে মন, অমনীভাব প্রাপ্ত হয়—ইহাতেই দ্বৈতের অভাব হয়। এই অবস্থায় মন আর মন থাকেনা—মন তখন প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে স্থিতি লাভ করেন। এই স্থিতি কিন্তু সুষুপ্তিকালে স্থিতির সমান নয়। এখন আমার শঙ্কা এই যে সুষুপ্তিতে যেমন মন সমস্ত বৃত্তিশূন্য হয়—বিষয়াকারে আর আকারিত হয়না, নিরোধ কালেও ত সেইরূপ বৃত্তি শূন্যই হয়। তবে নিরোধ কালে মন যাহা হয় তাহা জানিবার যোগ্য ইহা বলা হইতেছে কেন?

আচার্য্য। সুষুপ্তি কালে অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য যে মোহরূপ অজ্ঞান সেই অজ্ঞান মনকে গ্রাস করিয়া রাখে। মন তখন অন্তর্লীন অনেক অনর্থফল বিশিষ্টা প্রবৃত্তির বীজরূপা বাসনা ভিতরে পুরিয়া রাখে। অন্তর্লীন বাসনা বিশিষ্টা মনের প্রচার—নিরুদ্ধ মনের প্রচারাবস্থার সমান হইতে পারেনা।

মহাবাক্যপ্রসূত বোধরূপ অগ্নি দ্বারা যখন সমস্ত বাসনা দগ্ধ হইয়া যায়, সর্ব্বক্লেশরূপ মল যখন শান্ত হইয়া যায়, তখন মন ব্রহ্মরূপে

স্থিতি লাভ করে। কাম কর্ম্ম বাসনা অবিদ্যা ইত্যাদি অনর্থ যুক্ত মনের সুষুপ্তি কালে যে প্রচার—যে লয়—তাহা ত অবিদ্যাতেই লয়—যেমন সধূম অগ্নি ধূমাবৃত হইয়া লয় হওয়ার মত ভাসে সেইরূপ। কিন্তু নিরোধ অবস্থায় মন আত্মতত্ত্বে—জ্ঞান সমুদ্রে লীন হয়—অর্থাৎ মন তখন আত্মাই হইয়া যায়। যে যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন তিনিই মনকে নিরোধ করিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হয়েন। সেইজন্য বলা হয় সুষুপ্তি প্রাপ্ত মনের প্রচার আত্মস্থিতি প্রাপ্ত মনের প্রচার হইতে ভিন্ন। মন নিরোধ করারই যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্ নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ॥৩৫

সুষুপ্তি ও নিরোধ অবস্থায় যে প্রচার ভেদ—লয় ভেদ—তাহার কারণ বলিতেছেন—যেহেতু সুষুপ্তিতে সেই মন অবিদ্যাতে লয় হয় কিন্তু নিরুদ্ধ মন অবিদ্যায় লয় হয় না স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করে। সেই সময়ে সেই মনই নির্ভয় হয় এবং চতুর্দ্দিকে জ্ঞানালোক সম্পন্ন ব্রহ্ম ভাব ধারণ করে।

প্রচার ভেদে হেতুমাহ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিঃ অবিদ্যাদি প্রত্যয় বীজ বাসনাভিঃ সহ তমোরূপং অবিশেষরূপং বীজ ভাবমাপদ্যতে,তদ্বিবেক বিজ্ঞানপূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে। তস্মাৎ যুক্তঃ প্রচার ভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যাকৃত—মলদ্বয়বর্জ্জিতং—তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্—ইত্যত স্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়নিমিত্তস্য অভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম—যদ্বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—তদেব বিশেষ্যতে—জ্ঞপ্তিজ্ঞানম্—আত্মস্বভাব চৈতন্যং তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যস্য, তদ্ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনম্ ইত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবৎ নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ।

লীয়তেঽজ্ঞানে তন্মনো নতু উপায় বশীকৃতমিতিভেদঃ ॥ ৩৫

শিষ্য। সুষুপ্তিতে যে মনের প্রচার বা লয় এবং নিরোধে যে প্রচার বা লয় বা আত্মভাবে স্থিতি হয় এই যে মনের প্রচার ভেদ ইহার কারণ কি ?

আচার্য্য। সুষুপ্তিতে মন যখন লয় হয় তখন ইহা অজ্ঞানময়, অবিশেষরূপ—সকলের পক্ষেই একরূপ—বীজভাব প্রাপ্ত হয়। এই কালে মন অবিদ্যাদি সমস্ত ব্যাপারের বীজ স্বরূপ যে বাসনা—সেই বাসনার সহিত তমোভাব—আচ্ছন্ন ভাব—অপ্রকাশ ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনের মধ্যে সমস্তই থাকে কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবে থাকে—বীজ-অবস্থায় থাকে। কিন্তু মন যখন বিবেক দ্বারা দৃশ্য দর্শনের বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস এই দুই ব্যাপার দ্বারা নিগৃহীত হয়—জ্ঞান-পূর্ব্বক নিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তখন এই মন অজ্ঞানরূপ বীজ ভাব প্রাপ্ত হয় না—তমঃস্বভাব বীজভাবে লীন হয় না—মন আপন প্রকাশ-রূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সুষুপ্ত ও নিরুদ্ধ বা সমাহিত চিত্তের প্রচার ভেদ অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। আর একবার বলুন মন আপন স্বরূপে কিরূপে স্থিতিলাভ করে—আর তখন সাধকের অবস্থা কিরূপ হয়।

আচার্য্য। মনের মধ্যে যতদিন গ্রাহ্যভাব থাকে আর গ্রাহক ভাব থাকে ততদিন ইহা মল বর্জ্জিত হইতেই পারে না। অর্থাৎ মন যতদিন কোন কিছু বিষয় গ্রহণ করে এবং আমি গ্রহণ করিতেছি এই অহং ভাব রাখে ততদিন ইহা নির্ম্মল হয় না। মন যখন মলবর্জ্জিত হয়—অবিদ্যামল যে গ্রাহ্য ভাব ও গ্রাহক ভাব বর্জ্জিত হয় তখন এই মন পরম অদ্বৈতরূপ যে ব্রহ্মভাব, সেই ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করে—মন তখন পরমপদ হইয়া যায়। এই অবস্থায় সাধকের কি হয় যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহারই উত্তর হইতেছে—"তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ" সাধক তখন নির্ভয় হন, ব্রহ্ম হয়েন, জ্ঞানালোক হয়েন এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন।

শিষ্য। "নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ" এইগুলি ভাল করিয়া যাহাতে ধারণা করিতে পারি তাহাই পুনরায় বলিতে আজ্ঞা হয়।

আচার্য্য। প্রকাশরূপ—জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে দেখিয়া দেখিয়া মন অজ্ঞানরূপ বীজভাব বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনই পরম অদ্বৈতরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ইনিই তখন ভয় রহিত নির্ভয় ব্রহ্ম। "**विद्वान बिभेति कुतश्चन**"—কারণ ভয়ের কারণই হইতেছে দ্বৈত; সেই দ্বৈতভাবের গ্রহণের অভাব তখন হয় তাই তিনি নির্ভয় ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মই জ্ঞানালোক—আত্মার স্বরূপই হইতেছে চৈতন্য—ইহাই জ্ঞপ্তিরূপ জ্ঞান। জ্ঞানই যাহার আলোক—প্রকাশ তাহাই জ্ঞানালোক; ইহাই একরস জ্ঞান-ঘন। ইনিই সমস্ততঃ অর্থাৎ আকাশবৎ সর্ব্বদিকে নিরন্তর ব্যাপ্ত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "**आकाशवत् सर्व्वगतः स नित्यः**" ॥৩৫॥

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् ।
सकृद्विभातं सर्व्वज्ञं नोपचारः कथञ्चन ॥३६॥

[জ্ঞান দ্বারা মন যখন পরম পদে লীন হয় তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়] সেই ব্রহ্মের জন্মের সমস্ত নিমিত্তের অভাব বলিয়া তিনি অজ—**स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः**—বাহির অন্তর সহিত তিনি জন্ম রহিত। তিনি অনিদ্র—নিদ্রারহিত অবিদ্যারূপ অনাদি মায়াময় নিদ্রা বর্জ্জিত এজন্য অস্বপ্ন নিদ্রা নাই বলিয়া স্বপ্নও নাই। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই অর্থাৎ নামরূপাদি কল্পনা শূন্য—আকার বিকার রহিত। ইনি সর্ব্বদা প্রকাশরূপ ইনি জ্ঞান স্বরূপ, ইঁহাতে এবম্বিধ জন্ম নিদ্রা স্বপ্ন নামরূপাদি অজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রসিদ্ধ কোন উপচারের সম্ভাবনা নাই।

জন্ম নিমিত্তাভাবাৎ স বাহ্যাভ্যন্তরম্ অজম্। অবিদ্যা নিমিত্তং হি জন্ম—রজ্জু সর্পবৎ ইত্যবোচাম। সা চ অবিদ্যা আত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্ অতএব অনিদ্রম্—অবিদ্যালক্ষণাদ্বিমায়া-নিদ্রা-স্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয় স্বরূপেণ আত্মনা অতঃ অস্বপ্নম্। অপ্রবোধকৃতে হ্যস্য নামরূপে; প্রবোধাচ্চ তে রজ্জু সর্পবদ্ বিনষ্টে; ন নাম্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম, রূপ্যতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্ অরূপকঞ্চ তৎ। **यतो वाचो निवर्त्तन्ते** ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

কিঞ্চ—সকৃৎবিভাতং সদৈববিভাতং-সদাভারূপম্-গ্রহণান্যথা গ্রহণা-বির্ভাব তিরোভাব বর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী; তমশ্চা-বিদ্যালক্ষণং সদা অপ্রভাতত্বে কারণম; তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্যভারূপ-ত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্বিভাতমিতি। সকৃৎবিভাতং সদাভাসমানম্ ইতি বা। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞ স্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্। এষ চ অজত্বাদি উপচারো সঙ্গনির্ব্বিশেষ স্বরূপ বোধনোপায়তয়া. অজ্ঞদৃষ্ট্যা প্রসিদ্ধোপি ন কথমপি সম্ভবতি চিদন্যাহভাবাৎ প্রবোধে। নেহব্রহ্মণি এবংবিধে উপচরণমুপচারঃ কর্ত্তব্যঃ—যথা অন্বেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমা-ধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যবুদ্ধ শুদ্ধমুক্ত স্বভাবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবঃ অবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

শিষ্য। মন বিষয়ে পড়িলে ইহা সর্ব্বদা চঞ্চল হইবে কখন কর্ম্ম করিবে কখন বহু ভাবনায় বহু অসম্বন্ধ প্রলাপে বিক্ষিপ্ত হইবে আবার পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাতে সব সংস্কার লইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে। আর মন বিষয় ছাড়িয়া জ্ঞানালোকে লীন হইলে জ্ঞান স্বরূপ হইয়া যাইবে—পরম পদই হইয়া যাইবে। এই শ্লোকে ব্রহ্মের কথাই ত বলিতেছেন? ব্রহ্মকে অজ বলিতেছেন। ব্রহ্ম অজ, অজ বলিলে আমার মনে কোন্ চিন্তা আসা উচিত বলুন।

আচার্য্য। অজ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন **"স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ"**। বাহ্য ও অন্তরবর্ত্তী ব্রহ্ম অজ—জন্মরহিত। জন্ম যাহাকে লোকে বলে, সেই জন্মটা অবিদ্যাকৃত। রজ্জু—ভ্রান্তিরূপ নিমিত্ত পাইয়া—সর্পরূপে যেন জন্মে, প্রকৃত পক্ষে সর্প নাই—ভ্রমেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আছেন—অবিদ্যা দ্বারা মায়া দ্বারা ভ্রম দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা বিশ্বরূপে ভাসিতেছেন—জন্মিতেছেন বলা হয় মাত্র। এই জন্য বলিতেছি জন্মটা রজ্জুতে সর্পের জন্মের মত। অর্থাৎ জন্মের কারণ অবিদ্যা—কাম—কর্ম্ম। ব্রহ্মে ইহাদের অত্যন্তাভাব এই জন্য ব্রহ্মের জন্ম নাই; ব্রহ্ম অজ।

অদ্বৈতের বোধের জন্য জন্মটাকে আরোপ মাত্র বলা হয়। অবিদ্যাই জন্মের হেতু।

আরও দেখ—আত্মচৈতন্যের উপলব্ধি দ্বারা—আত্মসত্যের উপলব্ধি দ্বারা অবিদ্যা নিরুদ্ধ হয়, অবিদ্যার নাশ হয় তখন ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মকে অন্যরূপে যিনি দেখাইতেছিলেন তাঁহার অভাবে ব্রহ্ম ব্রহ্মই, কাজেই বলা হয় ভ্রমেই জন্ম, ভ্রমনাশে ব্রহ্ম যে অজ সেই অজই।

আরও বিশদ ভাবে বলিতেছি মনোযোগ কর। ভ্রমে রজ্জুকে সর্প দেখা যাইতেছে। এখানে রজ্জুই সর্পরূপে জন্মিল বলা হয়। রজ্জু যে সর্পরূপে ভাসে তাহা কোথায় ভাসে লক্ষ্য কর। রজ্জু অল্প অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। স্পষ্ট করিয়া সমস্তটা দেখা যাইতেছে না—অস্পষ্টভাবে রজ্জুর মত যেন কিছু দেখা যাইতেছে। এখানে রজ্জুটা মনে। আর রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া মনে যে সংস্কার ছিল মন তাহাই, ঐ অবলম্বনে আরোপ করিতেছে। তবেই হইল ভ্রান্তিকালে বুদ্ধিই সর্পরূপে ভাসে স্বয়ং রজ্জু ভাসেনা। আর নিদ্রাকালে মনের ভিতরে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদি আত্মমায়ায় যেমন বাহিরে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও বুদ্ধিতে ভাসমান স্বপ্নসর্প যেন বাহিরে রজ্জুতে ভাসে বলিয়া মনে হয়। মনে অবিদ্যা বা মায়া রহিয়াছে বলিয়া মন রজ্জুকে সর্পরূপে দেখাইতে পারে, কিন্তু সদা জ্ঞান স্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে অবিদ্যা নাই, আত্মাতে অবিদ্যার অত্যন্তাভাব হেতু জন্ম হইবার কোন হেতু পর্য্যন্ত নাই। যদি বল জন্মটা তবে কি—উত্তরে বলি জন্মটা যে শুধু অধ্যারোপ মাত্র তাহাও নহে কিন্তু আরোপটা অবিদ্যাশ্রিত বুদ্ধিতে অদ্বৈত আত্মতত্ত্বের নিশ্চয়ার্থই বলা হয়—পরন্তু সূর্য্যে যেমন অন্ধকারের অত্যন্ত অভাব সেইরূপ আত্মদেব সম্বন্ধে অবিদ্যাত্মক বুদ্ধিরই অত্যন্তাভাব রহিয়াছে। এখন মনোযোগ কর।

চৈতন্য সত্তাই সকল সৃষ্টির অধিষ্ঠান অর্থাৎ সৃষ্টি যাহা হয় দেখা যায় তাহার অধিষ্ঠান হইতেছেন চৈতন্য সত্তা। অবিদ্যা চৈতন্যসত্তাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্যবৎ প্রকাশ পায়, সেইজন্য নিজের অধিষ্ঠান চৈতন্যে এই অবিদ্যা জন্মাদি—জগতের উৎপত্তি আদি কল্পনা করে। আচার্য্য মুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উপদেশ পাইয়া সেই অবিদ্যা আপনার অধিষ্ঠান—আত্মারূপ সত্যকে যখন উপলব্ধি করে তখন

আপনার সত্য চৈতন্য অদ্বৈতরূপ অধিষ্ঠানে নিরোধ প্রাপ্ত হয়—লয় হয়। আত্মাতে সর্ব্বকল্পনাকারিণী অবিদ্যার যখন লয় হয় তখন ব্রহ্ম নামক শুদ্ধ নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ চৈতন্য যে আত্মা তাঁহাতে কল্পনা করিবারও কেহ থাকে না। আত্মাতে কল্পনার হেতু যাহা তাহার অত্যন্তাভাব হওয়ায় অধ্যারোপ মাত্র যে জন্ম—জগতের উৎপত্তি আদি—তাহারও অত্যন্তাভাব হয়। বুঝিতেছ আত্মাকেই জগৎরূপে ভাসান যে অবিদ্যা তিনি যখন আত্মাকে দেখেন তখন লবণ পুত্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া লয় হওয়ার মত অবিদ্যার লয় হয়। তখন জন্মের নিমিত্তটি যে কল্পনা তাহাও থাকে না। এই জন্য বলা হইল আত্মার জন্ম নাই।

শিষ্য। আত্মা অজ কিরূপে বুঝিলাম। এখন অনিদ্র তিনি কিরূপে তাহা বলুন।

আচার্য্য। যাঁহার জন্ম নাই, যিনি নিত্য একভাবেই স্থিত, জন্মরহিত বলিয়া তিনি নিদ্রারহিত। নিদ্রাদি অবিদ্যাত্মক বুদ্ধির ধর্ম্ম। ঐ বুদ্ধি হইতে পৃথক্ যে অজ আত্মা তাঁহাতে নিদ্রা থাকিবে কিরূপে? এই জন্য অনিদ্র।

শিষ্য। নিদ্রা নাই বলিয়া স্বপ্নও নাই তাই তিনি অস্বপ্ন?

আচার্য্য। অবিদ্যারূপ অনাদি মায়াময় নিদ্রা যাঁহার নাই তিনিই সেই অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব রূপে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ—সদা জাগরিত। ইঁহার নিদ্রাও নাই, স্বপ্নও নাই। স্বপ্ন দর্শন ত মায়ার কার্য্য। স্বপ্ন দর্শন রহিত সেই জন্য অস্বপ্ন। অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি যে অবিদ্যাত্মিক বুদ্ধির অবস্থা তাহা সদা প্রবুদ্ধ—সদা জাগ্রত আত্মাতে নাই।

শিষ্য। অনামরূপকম্ তিনি কিরূপে?

আচার্য্য। নামরূপাদির কল্পনা করেন অবিদ্যা। এক অদ্বৈত নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নামরূপাদি কল্পনা তুলেন যিনি তাঁহারই অভাব যেখানে, রজ্জুর জ্ঞান হইলে সর্প নাম ও সর্পরূপ যখন থাকেনা তখন নামরূপ তাঁহাতে কল্পনা করে কে? কোন কিছু দিয়া তাঁহাকে

দেহটা পুরুষ নয়—মনটাই পুরুষ, মনটাই স্ত্রীলোক। মনকে শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যেহেতু জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ মনোজয় করিতে পারিলেই হয়। শুভকার্য্যে মনকে নিযুক্ত করাই হইতেছে মনোজয়। শরীরটা যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে মহামতি শুক্র কিরূপে বিবিধ আকারে শত জন্ম ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইলেন?

অতশ্চিত্তং হি পুরুষঃ শরীরং চেত্য মেব হি।
যন্ময়ঞ্চ ভবত্যেতৎ তদ বাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭

এই হেতু মন বা চিত্তই পুরুষ আর শরীরটা চেত্য (চিত্ত নিষ্পাদ্য—চিত্তলভ্য। চিত্ত যন্ময় হইবে তাহাই পাইবে নিশ্চয়।

যদতুচ্ছমনায়াস মনুপাধিগতভ্রমম্।
যত্নাৎ তদনুসন্ধানং কুরু তত্তামবাপ্স্যসি ॥ ৮

যে ব্রহ্মপদ—যে স্বরূপ বিশ্রান্তি অতুচ্ছ, অনায়াস, উপাধি শূন্য অবস্থা এবং ভ্রান্তিশূন্য যত্নপূর্ব্বক তাহারই অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধান করিতে করিতে চিত্ত যখন তন্ময় হইয়া যাইবে তখনই তুমি তুরীয় পদে স্থিতি লাভ করিবে।

অভিপততি মনঃ স্থিতং শরীরং
ন তু বপুরাচরিতং মনঃ প্রয়াতি।
অভিপততু তবাত্র তেন সত্যং
সুভগ মনঃ প্রজহাত্বসত্যমন্যৎ ॥ ৯

মনঃস্থিতং = মনোভিলষিতং দেশং বিষয়ং বা শরীরং অভিপততি। মনের অভিলষিত বিষয়ই শরীরের অভিমুখে আইসে—শরীরের দ্বারা আচরিত বিষয় (শরীর চাপল্যে প্রাপ্ত বিষয়) কিন্তু মনের অভিমুখে আইসে না। হে সুন্দর! যদি মনের অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে চাও আর এ সামর্থ্য ও তোমার আছে কারণ তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়াদিকে চাঞ্চল্য শূন্য করিয়া রাখিতে পার তবে তোমার মনঃ দেহেন্দ্রিয় দৃশ্য প্রপঞ্চাদি অসত্য দ্বৈত ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্যের

অভিমুখী হউক সেই পরমার্থভূত আত্মতত্ত্ব পাইতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করুক।

কিরূপে যত্ন করিবে জান?

যেমন নিদ্রাকালে মানুষ—দেহ, ইন্দ্রিয় বা মন কিছুই স্পন্দিত না করিয়া স্থির হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে আর যে সম্বিৎ, কুল্যা দ্বারা সরোবরের জলের মত—নাড়ী দ্বারা ইন্দ্রিয় পথে আসিয়া ভ্রমজ্ঞানে কত কি দেখিতেছিল, শুনিতেছিল, স্মরণ করিতেছিল সেই সম্বিৎ ধীরে ধীরে হৃদয় দহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্থির শান্ত আনন্দময় রূপে স্থিতি-লাভ করে তুমিও প্রতিদিন নিত্য কর্ম্ম অন্তে—প্রাণায়াম, জপ, ধ্যান আত্মবিচার, অন্তে স্থির হইয়া—দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-স্পন্দন দূরীভূত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাক তবেই তুমি অনায়াস পদে স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিবে। শরীরকে স্পন্দন শূন্য করিয়া আসনে স্থাপন কর আর মনেও কোন চিন্তা তুলিওনা—না তুলিয়া মনকে ও স্পন্দন শূন্য কর দেখিবে জীব ধাতু আপন স্থান হৃদয় দহরে যাইতে চাহিবে। ইহাই তোমার স্বদেশ। এখানেই বিশ্রান্তি। সংসার করিয়া পরে শরীর ও মনকে স্থির রাখিয়া শয্যায় যাও তাই মন লীন হয় সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে; সেইরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া শরীর ও মনকে স্পন্দন শূন্য কর মন লীন হইবে জ্ঞানে, তুরীয় পদে।

তবেই দেখ শরীরকে ও মনকে স্পন্দন শূন্য অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য সাধনা কর। শরীরটা মনই। প্রথমে শরীরের জন্য কিঁছু খাটা চাই পরে শুধু মনটা স্পন্দন শূন্য করিতে পাইলেই সব হইয়া যায়। মন বাহিরের বস্তু পাইলেই নৃত্য করে। বাহিরের জগৎ মিথ্যা ভিতরের সঙ্কল্প জগত ও মিথ্যা—ইহার উগ্র বিচারে মন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না সেই অবস্থায় ইহাকে হৃদয় দহর রূপ স্বদেশের কথা—দেশের রাজা আত্মার কথা দেশের রাণী শক্তি তেজ বা ভর্গের কথায় লুব্ধ করিতে হয়। তবেই সব স্থির হয়। স্থির হইলেই ভিতরে স্থিতি।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২১ সর্গঃ

বিজ্ঞান বাদ।

রাম—হে ভগবান্ হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! এক মহান্ সংশয় আমার হৃদয়কে সাগর কল্লোলের ন্যায় উদ্বেলিত করিতেছে। দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী নিত্য, নিরাময় আত্মাতে এই বিষয়াকার কলুষিতা মনোনাম্নী সম্বিদ্ কোথা হইতে উদিত হইল? এই মনটাই বা কি? সম্পূর্ণ নির্ম্মল আত্মা এই সকল মনোরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন কিরূপে? যদি বলেন অবিদ্যা কলঙ্ক বশেই এইরূপ হয় তাহা হইলেও বলি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে যিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই তাঁহার এই মনোরূপ কলঙ্ক কোথা হইতে আসিল—আসিয়া এই কলঙ্কই বা কিরূপ আর কি প্রকারে ইহা আসিল ইহাই আমার মহান্ সংশয়।

বশিষ্ঠ—রাম! অতি উত্তম বলিয়াছ—তোমার মতি—বুদ্ধি মোক্ষোপযোগিনী হইয়াছে। পারিজাত কুসুমের মঞ্জরীর ন্যায় উত্তম নিষ্যন্দা—মকরন্দ স্রাবী—বস্তু অনুভব চমৎকারিণী—তোমার মতি পূর্ব্বাপর বিচারে তৎপরতা লাভ করিয়াছে—শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তুমি ও সেই উচ্চ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হে রাম! সম্প্রতি ঐরূপ প্রশ্ন করিবার কাল তোমার উপস্থিত হয় নাই। যখন সিদ্ধান্তের কথা উঠিবে তখন এই প্রশ্ন করি ও। তখন তোমার সেই সিদ্ধান্ত হস্তামলকের ন্যায় সহজেই আয়ত্ত হইবে। শুদ্ধ বস্তুতে মালিন্য কিরূপে আসিল—যখন আমি শুদ্ধ কি মলিন কি ইহা বুঝাইতেছি তখন এইরূপ প্রশ্ন অজ্ঞকে উপদেশ কালে বিজ্ঞমত প্রশ্ন মাত্র। যখন নির্ব্বাণ প্রকরণে তুমি আত্মদর্শন সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই অনুভূতি সম্বন্ধে কথা উঠিবে—তখন তুমি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিও। সেই সিদ্ধান্ত কালে তোমার এই প্রশ্ন বর্ষা-

কালে ময়ূয়ের রবের মত বা শরৎ কালে হংস গীতির মত শোভা প্রাপ্ত হইবে—অগ্রে দর্শন কর পরে এই প্রশ্ন আপনিই উঠিবে—বড় সুন্দর হইবে। বর্ষা ক্ষয়ে আকাশে সহজ নীলিমা বিকাশ পায় কিন্তু বর্ষা-কালে সেই স্বাভাবিক নীলিমা দেখা যায় না কেবল জলদ জালই উত্থিত হইতেছে দেখা যায়। সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দের এখন পর্য্যন্ত আত্ম-তত্ত্ব প্রতিবোধের সময় আইসে নাই কাজেই উপযুক্ত কালে তোমার প্রশ্ন স্বতঃই প্রব্যক্ত হইবে এখন হইবে না।

অয়ং প্রকৃত আরব্ধো মনোনির্ণয় উত্তমঃ।
তদ্বশাজ্জনতাজন্ম তদাকর্ণয় সুব্রত ॥ ১০ ॥

হে সুব্রত! যে মনের বশে জনগণের জন্ম হয় এক্ষণে সেই মনের নির্ণয় করাই উচিত। এই প্রকৃত বিষয়ই আমি বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

এবম্প্রকৃতিরূপেয়ং মনোমননধর্ম্মিণী।
কর্ম্মেতি রাম নির্ণীতং সর্ব্বৈরেব মুমুক্ষুভিঃ ॥১১

এবং প্রাগুক্তজদিশা মালিনস্যাজ্ঞানুভবসিদ্ধত্বাৎ তদুপহিতা ইয়ং চিৎ ব্যাক্রিয়মাণা প্রকৃতিরূপা ভবতি মননধর্ম্মিণী সতী মনোভবতি পশ্যন্তী চক্ষুর্ভবতি শৃণ্বন্তী শ্রোত্রম্। "পশ্যং শ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ভাবাপন্না ব্যাপারেণ ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্য-কর্ম্মাপি স্বয়মেব ভবতীতি মুমুক্ষুভিঃ শ্রুত্যাদি প্রমাণৈর্নির্ণীতমিত্যর্থঃ ॥

মলিনাতে উপস্থিত চৈতন্য প্রকৃতি হন, মনন ধর্ম্ম বিশিষ্টা হইয়া মন হন, দেখিতে ইচ্ছা করিয়া চক্ষু হয়েন ইত্যাদি।

[স্থষ্টির] অগ্রে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। ইনি নিত্যমুক্ত অবিক্রিয় সত্যজ্ঞান আনন্দ পরিপূর্ণ সনাতন সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মূল প্রকৃতিও কল্পনাতে ছিলেন। মরুতে জলের মত, শুক্তিকাতে রৌপ্যের মত, স্থাণুতে পুরুষের মত, স্ফটিকে রেখার মত সেই ব্রহ্মে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারাত্মিকা মিথ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতি বা মায়া ভাসেন। প্রলয়ে গুণত্রয়

তুল্য। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই মায়ারূপা প্রকৃতিই মূল প্রকৃতি। জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম, অজ্ঞান কল্পনা করেন। পূর্ণে অপূর্ণের কল্পনা, জ্ঞানে অজ্ঞানের কল্পনা। সত্য ও অসত্য কল্পনা এই দুই লইয়া সৃষ্টি। অজ্ঞানে উপহিত যে চৈতন্য বা প্রকাশ বা জ্ঞান তাহা স্পন্দ ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া যখন সৃষ্টি উন্মুখ হন তখন এই চিৎই প্রকৃতিরূপা হয়েন। কর্ম্ম করিতে গেলে মনন চাই। প্রকৃতি মননধর্ম্মরূপিণী হইলে মন আখ্যা ধারণ করেন।

মায়ারূপ মূল প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত যে ব্রহ্ম চৈতন্য তাহার নাম সাক্ষি-চৈতন্য। মূল প্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বোদ্রিক্ত অব্যক্ত নামক আবরণশক্তি হয়েন। এই আবরণশক্তি প্রধান মায়াতে প্রতি-বিম্বিত যে চৈতন্য তিনিই ঈশ্বর চৈতন্য। ঈশ্বর চৈতন্য মায়াধীশ, সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টিস্থিতি লয়ের আদি কর্ত্তা। ইনিই জগতের অঙ্কুররূপ হয়েন। ইনিই আপনাতে লীন সকল জগৎ আবির্ভাব করেন। ইনি প্রাণি কর্ম্মবশে পটের মত প্রসারিত হন আবার প্রাণি কর্ম্মক্ষয়ে তিরোভূত হন। এই ঈশ্বরেই অখিলবিশ্ব সঙ্কোচিত পটের মত থাকে। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত আবরণ শক্তি যুক্ত মায়া হইতে রজোগুণ প্রধানা মহৎ নামিকা বিক্ষেপ শক্তি আবির্ভূত হয়। সেই বিক্ষেপ শক্তি প্রধানা মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎ তাঁহাকেই হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য বলে।

(প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎ বা বুদ্ধি কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত অন্য সমস্ত অনভিব্যক্ত এই জন্য মহত্ত্বত্তাভিমানী হিরণ্যগর্ভ স্পষ্ট বপু ও অস্পষ্ট বপু হয়েন। হিরণ্যগর্ভে অধিষ্ঠিত—হিরণ্যগর্ভের বশীভূত বিক্ষেপ শক্তি প্রধানা মায়া হইতে তমোগুণ প্রধানা অহঙ্কার নামে প্রসিদ্ধা স্থূল শক্তি জন্মে। সেই স্থূল শক্তিরূপা মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎ তাহাই বিরাট চৈতন্য। অহংকারই ইঁহার শরীর বা উপাধি। সেই বিরাট চৈতন্যাভিমানী স্পষ্ট বপু সমস্ত স্থূল পালক বিষ্ণুই প্রধান পুরুষ। ইঁহা হইতেই সূক্ষ্ম আকাশ, আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, বায়ু হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি, অগ্নি হইতে সূক্ষ্ম জল, জল হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী। এই গুলি পঞ্চতন্মাত্রা। পঞ্চতন্মাত্রতে শব্দাদি কোন গুণ নাই। জগৎ

স্রষ্টা সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তমোগুণে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকলকে স্থূল করিতে ইচ্ছা করেন। এক এক ভূতকে দ্বিধা করিয়া সেই অর্দ্ধেককে আবার চারি চারি ভাগ করিয়া সেই অর্দ্ধেকের সহিত চারিভূতের দুই আনা অংশ মিশ্রিত করিয়া (॥ +৴+৴+৴+৴) স্থূল ভূত সৃষ্টি করেন। পঞ্চীকৃত ভূত দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—এক এক ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন—এক এক ভুবনে ভোগযোগ্য গোলক বা স্থূল শরীর সৃষ্টি করেন। তিনি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ চারিভাগ করিয়া তাহা হইতে তিন ভাগ লইয়া প্রাণন অপানন ইত্যাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করেন। পুনরায় ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশকে চারি ভাগ করিয়া ঐ ভাগত্রয়ের সমষ্টি হইতে অধ্যবসায়, সঙ্কল্প গর্ব্বাদি পঞ্চ ক্রিয়াবৃত্ত্যাত্মক অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন—আবার অবশিষ্ট সত্ত্বাংশের চতুর্থ ভাগ দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্টি করেন—সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে ইন্দ্রিয়-গণের পালক দেবতাগণকে সৃজন করেন এবং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার আজ্ঞায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমষ্টিঅণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তাঁহারই আজ্ঞায় অহঙ্কার সমন্বিত বিরাট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে রক্ষা করেন। তাঁহারই আজ্ঞায় হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মজগৎ পালন করেন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোন কিছু পরমেশ্বরের ইচ্ছাব্যতীত স্পন্দিত হইতেও সমর্থ নহে। [অণ্ডস্থানি তানি তেন বিনা স্পন্দিতুং চেষ্টিতুং বা ন শেকুঃ] [তানি চেতনীকুর্ত্তুং সোঽকাময়ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মরন্ধ্রানি সমষ্টিব্যষ্টি মস্তকান্ বিদার্য্য তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদা জড়ান্যপি তানি চেতনবৎ স্বস্ব কর্ম্মাণি চক্রিরে] সমস্ত বস্তু চেতন করিবার জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির মস্তক বিদীর্ণ করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তখন জড় ও চেতনের ন্যায় হইয়া উঠিল।

সর্ব্বজ্ঞেশো মায়ালেশ সমন্বিতো ব্যষ্টিদেহং প্রবিশ্য তয়া মোহিতো জীবত্বমগমৎ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আত্মমায়াবশে ব্যষ্টিদেহে প্রবেশ করিয়া মায়ামোহিত হইয়া জীব ভাব গ্রহণ করেন। পৈঙ্গলোপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব এইখানে বলা হইল।

বলিতেছি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্যই প্রকৃতি হয়েন' আবার প্রকৃতি কর্ম্ম করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া মনন করিলে মন হন—দর্শন ইচ্ছা করিয়াই ইনিই চক্ষু, শ্রবণ কারণে শ্রোত্র, কর্ম্মেন্দ্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ম্ম হন। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বিচিত্র শাস্ত্র দর্শনে সেই এক চিৎ পদার্থকেই বহু নামে ও বহু রূপে বর্ণনা করেন।

রাম—মুলে সেই একই আছেন তবে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত কিরূপে স্থির করা হয়?

বশিষ্ঠ।

শৃণু দর্শন ভেদেন তন্নামাভিমতাকৃতিম্।
বাগ্মিনাং বদতাং যাতং চিত্রাভিঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ ॥১২

শ্রবণ কর। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা হইতে কোন এক বস্তুকে দর্শন করিলে সেই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েন। সেই জন্য দর্শন ভেদে সেই একের নাম ও আকার সম্বন্ধে অভিমত ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টিবশতঃ বাগ্মিগণের বাক্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

যং যং ভাবমুপাদত্তে মনোমননচঞ্চলম্।
তত্তামেতি ঘনামোদমুস্তঃস্থঃ পবনো যথা ॥

মনন-চঞ্চল মনে যেমন যেমন বাসনার উদ্ভব হয়, মনও সেই সেই আকারে আকারিত হয় যেমন বিভিন্ন গন্ধ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের মধ্যস্থিত বায়ু, সেই সেই পুষ্পের গন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুরভিত হয় সেইরূপ।

ভিন্ন ভিন্ন বাসনা বাসিত হইয়া মনই ঐ ঐ বাসনা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। পরে সেই বাসনাকার মনকে যুক্তি দ্বারা (সত্যবস্তুরূপে) নির্ণয় করিয়া অন্তরে বোধ করিতে থাকে ইহা আমার কল্পনা এবং ইহা সত্য। পরে সেই অনুরাগ দ্বারা স্বীয় অহঙ্কৃতিকে রঞ্জিত করিয়া—স্বীয় অহংবোধকে তদ্ভাবাপন্ন করিয়া তাহারই পুনঃ পুনঃ রস আস্বাদন করিতে থাকে। বিষয়িগণের বিষয়স্বাদ রসেরও এই নিয়ম—এই জন্যই রসাস্বাদন অনুরূপ দেহ ধারণ। মনটি যন্ময় হয়, শরীর ধারণও তন্ময়—বুদ্ধি

ইন্দ্রিয়াদিও তন্ময়। পুষ্পের অন্তরে বায়ু যেমন পুষ্পগন্ধে সুরভিত হয় সেইরূপ মন যে বাসনায় বাসিত হয় তন্ময় দেহও তাহারই বশীভূত হয়। মনোভাব অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে চঞ্চল বায়ুতে ধূলিকণা সমূহের ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তদনুরূপ কার্য্যে রত হয়। মনের বাসনা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হইতে থাকে। এইজন্য বলা যায় মনের কর্ম্মই সমস্ত এবং মনই কর্ম্ম বীজ। কুসুম ও গন্ধ যেমন অভিন্ন, মনও কর্ম্মও সেইরূপ। দৃঢ় অভ্যাস বশে মন যাদৃশ ভাব ধারণ করে, দেহস্পন্দও সেইরূপ হয়—তাহার কর্ম্ম নামক শাখা সকলও সেইরূপ বিস্তৃত হয়—তখন মন সেই কর্ম্মফল সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া সুখী দুঃখী হয়। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে তাহাকেই বস্তু বলিয়া মনে করে এবং নিশ্চয় করে ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আর নাই। মন ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারি বস্তুর জন্য সর্ব্বদা যত্ন করে। মন স্ব স্ব কল্পিত বিষয়েরই পক্ষপাতী।

কপিল প্রভৃতির মন স্বীয় জ্ঞানের নির্ম্মলতা স্থাপন করিয়া সাংখ্য জ্ঞান কল্পনা করিয়াছেন। কাপিল মনের নিশ্চয়তা এই যে তাঁহাদের কল্পিত উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মোক্ষ হইতে পারেনা। কিন্তু তাঁহাদের উপায় মনঃ কল্পিত বলিয়া ভ্রান্ত।

বৈদান্তিক মনও স্বকল্পিত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করেন যে সমস্তই ব্রহ্ম। শম দম তাঁহাদের মতে মুক্তির প্রতি কারণ। মুক্তিতে প্রাপ্তি কিছুই নাই, নূতন কিছুই হয় না। যাহা আছে তাহাই আছে। স্বরূপ বিশ্রান্তিই মুক্তি। ইহাও মনঃ কল্পিত।

বিজ্ঞানবাদীরা কল্পনা করেন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষে অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধি ধারা প্রবেশ করানই মুক্তি—শম দমাদি তাহার সাধন। ইঁহাদের মতেও মুক্তিতে নূতন কিছুই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি ধারাকে বাহিরে আসিতে না দিয়া গুটাইয়া আত্মস্থ করাই স্বরূপাবস্থান। ইহাও বৌদ্ধ দিগের মনঃ কল্পনা মাত্র।

উৎসব।

—ঃ*—

আত্মরামায় নমঃ।
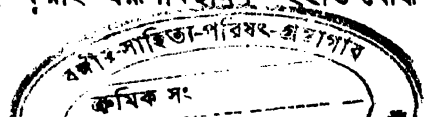
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } ফাল্গুন, সন ১৩৩০ সাল। { ১১ সংখ্যা

ভজন-গীত।

দোনো চরণেকো বীচ বিচালেও হরি।
এহি অর্জী লগি হৈ তুম্‌সে হমরি॥
চরণোকা হমকে আশ্রিত বনালো
আশা তো মেরে মন ঐসিহি ভরি
মেরি সদা হৈ হে করুণাময়
না হোএ কুচ্ বিনা ইচ্ছা তেরি॥
মৈ গৃহবাসী নাহি সন্ন্যাসী
সাধন ভজন মৈ নে নাহি করি
চাহে প্রভু মারো ইয়া সহি তারো
চরণো পৈ শিশ ইয়েলো মৈ নে ধরি॥
অবকি উবারো বনি কর্ণধারো
অটকি হৈ মঝধার নৈয়া মেরি
মৈ হু অন্ধা না জানু পন্থা
দীন অন্ধেকো দেখাও ডগরি॥
দে দো ভক্তি চরণ আসক্তি
মন মে হমারে দেও প্রেম লহরী
না কছ তুম্‌সে তো কাহ জায় কাসে
তুম্‌ভরি তো হৈ প্রভু জগ সগরি
রাজন জব যাওএ মন ইয়হ আওযে
জাতাহু মৈ অব হরি নগরী॥

———

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

পরমারাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ-পদকমলের উপদেশামৃত। *

ভূমিকা।

আমার বহু পূর্ব্বসুকৃতির পরিপাকজনিত বিশিষ্ট ভাগ্যবশতঃ শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমূল্য অমৃতময় প্রাণপ্রদ উপদেশ শ্রবণ করিতে পাইয়াছিলাম, তাহা যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া অনেকে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, অনেকেই একাধিকবার এগুলি প্রকাশ করিবার কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—'তাঁহার গ্রন্থনিবদ্ধ উপদেশগুলি হইতে তাঁহার মৌখিক উপদেশগুলি অপেক্ষাকৃত সুগম, এবং আমাদের পক্ষে বিশেষতঃ উপযোগী।' তদনুসারে শ্রীমুখ-শ্রুত কিছু উপদেশ অধুনা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি; আশাকরি, এতদ্দ্বারা প্রাগুক্ত পুরুষগণের অভিলাষ কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারিবে।

শ্রুত উপদেশগুলি যে ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল, আমার প্রতিভার মালিন্যবশতঃ এবং স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ ঠিক সেই ভাবে গৃহীত ও ধৃত হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে লিখিত হইল না; তথাপি, বিশ্বাস, আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণ ইহাদের পাঠ দ্বারা অনেক পরিমাণে উপকার ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

ইতি—

---

* পূজ্যপাদ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার মহাশয় অসুস্থতানিবন্ধন স্বহস্তলিখিত প্রবন্ধ স্বয়ং দেখিয়া দিতে অসুবিধা বোধ করায় তাঁহার একান্ত অনুগত অন্তেবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বচনামৃত যেরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাই প্রবন্ধাকারে তিনি লিখিয়া "উৎসব" পত্রে প্রকাশ করিলেন। উঃ সঃ।

দান ও প্রতিগ্রহ।

দান।

প্রশ্ন। আজ শ্রীমুখ হইতে দানধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি, কলিতে দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে কি প্রকার দান শ্রেষ্ঠ, কিরূপেই বা দানধর্ম্ম পালন করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করি; "তপো ধর্ম্মঃ কৃতযুগে জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতম্। দ্বাপরে চাধ্বরাঃ প্রোক্তাঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ।" ভগবান্ বৃহস্পতির এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর। 'কলিতে দানই প্রধান ধর্ম্ম,' এই উপদেশের ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, কলিতে 'দান' ভিন্ন, সমর্থ হইলেও, তপঃ, জ্ঞান বা যজ্ঞাদি করিবে না। বৃহস্পতি যে, দান, দয়া ও দম এই তিনটীকে কলিতে বিশেষতঃ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহার কারণ হইতেছে, এই তামসযুগে তপস্যাদি করিবার সামর্থ্য সাধারণের থাকিতে পারে না। নয়টার মধ্যে আহার না করিলে যাঁহাদের পীড়া হয়, তাঁহারা চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করিবেন কিরূপে?

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার, এই তিনটী আত্মার প্রকাশের আবরক—আত্মার অহিতকর। যাঁহারা আত্মহিতার্থী ও সুবুদ্ধিমান্, তাঁহাদের এই তিনটী ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী শত্রুকে জয় করিতে হইলে, যথাক্রমে 'দম,' 'দয়া' ও 'দান' এই ধর্ম্মত্রয়ের শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণ যদ্দ্বারা নিগৃহীত হয়, তাহা 'দম'। অতএব 'দম' কামরিপুর জেতা। দয়ার্দ্রহৃদয় কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। দানধর্ম্মপরায়ণেরই লোভজয়ের শক্তি হইয়া থাকে, লুব্ধ কখন দান করিতে পারেনা। বেদ এই কথাই বলিয়াছেন ("তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ)। শাস্ত্রে দানধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক দানকে উত্তম মোক্ষসাধন বলিয়াছেন। দান হইতে অধিকতর দুষ্কর কর্ম্ম আর নাই। লোকে প্রাণপণে যাহা অর্জ্জন ও রক্ষণ করে, সেই ধনাদি অন্যকে দেওয়া দুষ্কর ও প্রশস্তহৃদয়বানেরই সাধ্য কার্য্য সন্দেহ নাই ("দানমিতি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রশংসন্তি দানান্নাতি দুষ্করং")। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, যে ভাগ্যবান্ যথাশাস্ত্র দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি উচ্চস্থানে স্থিত স্বর্গধামে বাস করেন, দান দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয় ("উচ্চাদিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহতে সূর্য্যেণ। হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা)। বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দানের ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বুঝাইয়াছেন, অন্নদান (অবশ্য সৎপাত্রে) ব্রহ্ম বা সর্ব্বদান স্বরূপ। অন্ন দ্বারা প্রাণ পোষিত হয়, পুষ্ট প্রাণ ব্যক্তির শরীর বলসম্পন্ন হইয়া থাকে, বলবান্ (সাত্ত্বিকপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট) কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপঃ সম্পাদন করিতে পারেন, তপস্যা দ্বারা চিত্তমল অপনীত হয়, শুদ্ধচিত্তের তত্ত্বজ্ঞানবিষয়া শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাবানের—একাগ্রচিত্তের মেধা—গুরূপদিষ্ট গ্রন্থ ও তদর্থধারণাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, মেধা হইতে তত্ত্ববিষয়া বুদ্ধি বা মনীষা উৎপন্ন হইয়া থাকে; মনীষা হইতে নিরন্তর তত্ত্ববিষয়ক মনন হয়; নিরন্তর তত্ত্ববিষক মনন হইতে চিত্তে শান্তির (কামক্রোধাদির উদ্রেকের অবসর না হওয়ায়) উদয় হয়; শান্ত বা বিক্ষেপরহিত চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়; তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে, নিদ্রা বা অন্য সাংসারিক বৃত্তির ব্যবধান সত্ত্বেও তত্ত্ববিষয়া স্মৃতির প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তখন কিছুতেই চিত্তের তত্ত্ববিষয়ের বিস্মৃতি হয়না; নিরন্তর স্মরণ হইতে বিজ্ঞানের—বিজাতীয় প্রত্যয়ের ব্যবধান রহিত, বিশিষ্ট সন্তত (অপরিচ্ছিন্ন) জ্ঞানের বিকাশ হয়; এই বিজ্ঞান হইতে পরমাত্মার—পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের দর্শনলাভ হইয়া থাকে ("বিজ্ঞানেনাত্মানং বেদয়তি"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। অতএব অন্নই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। যে মহাত্মা, যে ভাগ্যবান্ সেই অন্নদান করেন, তিনি (সাক্ষাৎভাবে না হইলেও) ব্রহ্মদান করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদানের ফল প্রাপ্ত হয়েন ("তস্মাৎ অন্নং দদনৎ সর্ব্বাণ্যেতানি দদাতি * * * তৈঃ আরণ্যক)"। অন্নের অভাবে প্রাণের পোষণ হয়না; প্রাণের পোষণ না হইলে, শরীর রোগপ্রবণ হয়, শরীরের যথাপ্রয়োজন বল থাকেনা; রুগ্ন বা দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন তপশ্চরণে সমর্থ হইতে পারেন না; বিনা তপস্যায় চিত্তশুদ্ধি হয় না; চিত্তশুদ্ধি না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানবিষয়া শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় না; শ্রদ্ধাবিহীন মেধাহীন হয়েন; মেধাহীনের তত্ত্ববিষয়া বুদ্ধি—মনীষা যে ক্ষীণ হইবে, তাহা নিশ্চিত। মনীষা ক্ষীণ হইলে একাগ্রতার অভাব হয়, কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃ স্থির করিতে পারা যায়না; এই অবস্থায় চিত্ত সদা চঞ্চল হয়, কামাদির বশীভূত হইয়া থাকে, শরীর শ্রমবিমুখ—অলস হয়, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হয়, অতএব বিজ্ঞানের উদয় অসম্ভব হইয়া থাকে। বিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন, সুতরাং বিজ্ঞানের অভাবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হইবে, ভগবান্‌কে পাইবার পথ

অবরুদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। যে কারণে পরাধীনের চিত্ত সংকীর্ণ হয়, উচ্চাভিলাষ বিহীন হয়, যে কারণে জিতজাতির অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, নীচ হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। এক একটী বেদের উপদেশে বিশ্বের তত্ত্ব পরিপূর্ণ থাকে। শাস্ত্র যে কারণে সৎপাত্রে দানের বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা হইতে তাহা সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাঁহাকে অন্নদান করিলে, এই দেহেই ব্রহ্মযোনি বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা, তিনিই দানের প্রকৃষ্ট পাত্র। এতাদৃশ ব্যক্তির যিনি সাধনার অন্তরায় দূর করিয়া দেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে নৌকা দ্বারা অর্ণবের ন্যায় এই দুস্তর ভবার্ণব পার করিয়া দিই "(শ্রীমদ্ভাগবত)। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, কুটুম্বকে পীড়া দিয়াও আত্মকল্যাণার্থীর ভিক্ষুক মহাত্মা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য ("কুটুম্বং পীড়ায়িত্বাপি ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে। দাতব্যং ভিক্ষবেঽন্নং আত্মনো ভূতিমিচ্ছতা" ॥—মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

প্র। শাস্ত্র সৎপাত্রে দানের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, অপাত্রে দানের ত তেমনই নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, অপাত্রকে দান করিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অনিষ্ট হয়, উভয়েরই নরকনিপাত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎপাত্র বুঝিব কি করিয়া? আর বুঝিলেই বা এই কালে তাদৃশ পাত্র পাইব কোথায়?

উ। শাস্ত্র সৎপাত্রের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষকেই সৎপাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে, এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৎপাত্রলাভ বিশিষ্ট ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাবৎ তুমি সৎপাত্রের সাক্ষাৎকারলাভ না করিতেছ, যাবৎ তোমার পাত্রাপাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য না জন্মিতেছে, তাবৎ তোমাকে পাত্রনির্ব্বিশেষেই দান করিতে হইবে। অপাত্রকে অপাত্র জানিয়া দান করিবেনা, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়; তুমি যদি কখন অপাত্রকে পাত্রজ্ঞানে দান কর, তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবেনা, তজ্জন্য তুমি ক্লেশভাক্ হইবেনা, কারণ তুমি ত পাত্রজ্ঞানেই তাঁহার সৎকার করিতেছ; ভগবান্ ত মানুষের মত অল্পদর্শী নহেন, তাঁহার নয়ন ত দেশকালবাধ্য নহে। এই প্রকারে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাইলে, ইহার ফলে ভগবান্ একদিন তোমার নিকট প্রকৃত পাত্র প্রেরণ করিবেন, অথবা স্বয়ংই তদ্রূপ ধারণ করিয়া তোমার নয়নপথগামী হইবেন, যাঁহাকে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করাইতে পারিলে তুমি কৃতকৃত্য হইবে,

ভবসাগর পার হইবে, বিনা আয়াসে সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে ক্ষমবান্ হইবে ("উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ ॥"
মনুসংহিতা)।

প্র। শাস্ত্রে অপাত্রে দানের এত নিন্দা করিয়াছেন কেন? কোন পুরুষকে, অপাত্র হইলেও, আমি ত দানই করিতেছি, তাহার পক্ষে সুখপ্রদ কর্ম্মই করিতেছি, তাহার কোন অনিষ্ট বা দুঃখজনক কর্ম্ম ত করিতেছি না, অতএব এতাদৃশ কার্য্যের জন্য আমাকে নিরয়গামী হইতে হয় কেন?

উ। কথাটা ভাল করিয়া বুঝ। মনে কর, তুমি স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত, দুরাচারবান্, পরপীড়ানিরত, নিজ ও পরকীয় কোনরূপ কল্যাণসাধনে অসমর্থ কোন পুরুষকে তাদৃশস্বভাবসম্পন্ন জানিয়াও প্রভুত ধনরত্নাদি দান করিলে। ইহার ফল কি হইবে? সে এই ধন কিরূপে ব্যয় করিবে? সে ইহা মদ্যসেবাদি দুরাচার এবং পরপীড়াদিতেই প্রয়োগ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এই দান দ্বারা তাহার কিছু কল্যাণ করিতে পারিলে কি? তাহার অনিষ্টই করিলে, তাহার পাপপ্রবৃত্তির পথ নিরর্গল করিলে, এবং বহুলোকের পীড়ার কারণ হইলে। সুতরাং এইরূপ কার্য্যের জন্য নিরয়গামী হওয়া উচিত নহে কি? শুধু তাহাই নহে, তুমি যে ধন তাহাকে দিয়া নষ্ট করিলে, তাহা কোন স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত, অভাববিশিষ্ট পুরুষকে দিলে, জগতের যে উপকার হইত, তাহা হইতে পারিল না, অর্থাভাবে একজন যোগ্য পুরুষকে অবসন্ন হইতে হইল। নিরয়গমনই কি এতাদৃশ কার্য্যের যোগ্য ফল নহে? অপাত্রকে অপাত্র জানিয়া যে দান করে, তাহার মত মূর্খ এবং পাপী আর কে হইতে পারে? তবে ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে যে, অপাত্র হইলেও কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলে, বা শীতার্ত্ত হইয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিলে, তাহাকে ক্ষুন্নিবারণার্থ একমুষ্টি অন্ন বা শীতবারণার্থ একখণ্ড বস্ত্রদান করিবে না। প্রাণরক্ষা সকলেরই প্রয়োজন, প্রাণ রক্ষিত না হইলে, ধার্ম্মিকের সৎকার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইতে পারেনা, পাপীরও মলশোধনরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারেনা।

প্রতিগ্রহ।

প্র। দান করিতে হইলে ত গ্রহণকারী পুরুষের আবশ্যক, কেহ প্রতিগ্রহ না করিলে ত দানধর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র এদিকে প্রতিগ্রহের ও যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। সৎপাত্রে দান করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, কিন্তু যাঁহাদিগকে আমি একটু ভাল বলিয়া জানি, তাঁহারা ত কেহ

গ্রহণ করিতে চাহেন না। সুতরাং আমার দান হয় কি করিয়া? শাস্ত্রোপদেশের পালন হয় কি করিয়া?

উ। প্রতিগ্রহের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতিগ্রহের যোগ্য না হইয়া প্রতিগ্রহ করিলে পতিত হইতে হয়, নরকে যাইতে হয়। তোমরা প্রতিগ্রহটাকে যত সহজ ব্যাপার মনে কর, উহা বস্তুতঃ তাহা নয়। প্রতিগ্রহকারি-ব্যক্তিকে দাতার পাপসমূহ গ্রহণ করিতে হয়, অসতের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। সুতরাং যাঁহার পাপ ধ্বংস করিবার শক্তি হয় নাই, যিনি পর্য্যাপ্ততপোবল সম্পন্ন নহেন, তাঁহার প্রতিগ্রহ করা উচিত নহে। প্রতিগ্রহ করার ফলিতার্থ একজনকে অনুগ্রহ করা, পাপভারে অবসন্ন ব্যক্তির ভার লঘু করিয়া দেওয়া। ইহা কি শক্তিহীনের সাধ্য? যে নিজভারেই অবসন্ন, সে অন্যের ভার গ্রহণ করিবে কিরূপে? প্রতিগ্রহকারির মহত্ত্বখ্যাপনার্থ এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যদেব দদতঃ পুণ্যং তদেব প্রতি-গৃহ্নতঃ। নহ্যেকচক্রং বর্ত্তেত ইত্যেবমৃষয়ো বিদুঃ॥" (—মহাভারত অনুঃপর্ব্ব।) অর্থাৎ, দাতা দান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, প্রতিগ্রহীতা গ্রহণ করিয়াও সেই পুণ্যই লাভ করিয়া থাকেন, প্রতিগ্রহকারির পুণ্য দানকারির পুণ্য হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে; একটী মাত্র চক্র দ্বারা যেমন রথের গতি সম্ভব হয়না, সেইরূপ কেবল দাতা দ্বারা দানকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারেনা, যেস্থলে কোন কার্য্যের দুইটী কারণ দৃষ্ট হয়, তথায় একের অপেক্ষায় অন্য কারণটীর মূল্য কোন অংশেই কম হইতে পারেনা। প্রতিগ্রহ দ্বারা কৃতার্থ না করিলে, কেহ কখন দান করিতে সমর্থ হননা, দানকর্ম্মনিষ্পত্তিপক্ষে দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন। অবশ্য, যাঁহারা প্রতিগ্রহ করিবার যোগ্য, তাঁহারাই প্রতিগ্রহ করিবেন, এবং তাদৃশ পুরুষকেই দান করিতে হইবে।

প্র। যেখানে তাদৃশ পুরুষ সুলভ না হইবেন, সেখানে কি কর্ত্তব্য হইবে?

উ। যথাশক্তি অনুসন্ধানপূর্ব্বক যাদৃশ গুণসম্পন্ন পুরুষ পাওয়া যাইবে, এবং যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকেই দান করিতে হইবে। দানেরও রীতি জানা আবশ্যক। সদ্‌ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাটীতে গিয়া দেয় বস্তু দিয়া আসা উত্তম দান। * আহ্বান করিয়া বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক দান করা মধ্যম,

---

" * * * He who comprehends charity as inculcated by Jesus seeks out the needy, without waiting for the latter to hold out his hand."

এবং আপনা হইতে যাচ্ঞা করিতে আসিলে যে দান তাহা অধম *। উত্তম দান করিবার চেষ্টা করাই উচিত। অনেক সদ্ ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা কাহারও বাটীতে গিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কল্যাণকামী অবশ্যই তাঁহাদের বাটীতে গিয়া দিয়া আসিবেন; তাহা হইলে, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন। নিজ অভিমান নিঃশেষ ত্যাগ না করিলে প্রকৃত বা সাত্ত্বিক দান হয় না। † যে বস্তু দান করিতে হইবে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত—আদর সহকারে দান করা কর্ত্তব্য, অশ্রদ্ধার সহিত কিছু দান করা উচিত নহে, 'অসৎকৃত'

"You must distinguish between alms-giving, properly so called, and beneficence. The most necessitous is not always he who begs by the wayside. Many, who are really poor, are restrained from begging by the dread of humiliation, and suffer silently and in secret: he who is really humane seeks out this hidden misery, and relieves it without ostentation."

" * * * Be therefore charitable; not merely by the cold bestowal of a coin on the mendicant who ventures to beg it of you, but by seeking out the poverty that hides itself from view."

The Spirit's Book by Allan Kardec.

* অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥
অভিগম্যোত্তমং দানং আহূয়ৈব তু মধ্যমম্।
অধমং যাচমানায় সেবাদানং তু নিষ্ফলম্॥

—পরাশর সংহিতা।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সাত্ত্বিকাদি দানের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

'অবজ্ঞাত' যে দান তাহা তামস দান বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। কোন বস্তু দান করিয়া কুণ্ঠাবোধ বা খেদ করা উচিত নহে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন :—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ম্ সংবিদা দেয়ম্॥" *

প্র। একদিন শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে 'প্রতিগ্রহ সমর্থ হইলেও প্রতিগ্রহ করিবেনা;' এরূপ বাক্যের অর্থ কি? কীদৃশ পুরুষকেই বা প্রতিগ্রহ সমর্থ বলা যাইতে পারে?

উ। যাঁহার ভোগাকাঙ্ক্ষা (ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহা) নাই, যাঁহার প্রয়োজন বা অভাব বোধ তিরোহিত হইয়াছে। অতএব গ্রহণের প্রবৃত্তি গিয়াছে, যিনি তপস্যাদগ্ধকল্মষ, জ্ঞান-বৈরাগ্যবান্, স্বীয় তপোবল দ্বারা অন্যকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তিনিই বস্তুতঃ প্রতিগ্রহসমর্থ। যাঁহার যত প্রয়োজনবোধ, তাঁহার তত গ্রহণের প্রবৃত্তি; যিনি গ্রহণের জন্য লালায়িত, তাঁহার প্রতিগ্রহসামর্থ্য জন্মে নাই।

---

* 'শ্রীর্বিভবঃ। হ্রীর্লজ্জাঃ। ভীঃ শাস্ত্রভীতিঃ। সংবিদ্দেশকালপাত্রবিশেষ-জ্ঞানম্।' উপরিধৃত বাক্যগুলি দ্বারা ভগবান্ গীতাতে যে ত্রিবিধ দানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

"True Charity is always gentle as well as benevolent, for it consists as much in the manner of doing a kindness as in the deed itself. A service, if delicately rendered, has a double value; but if rendered with haughtiness, though want may compel its acceptance, the recipient's heart is not touched by it.

"Remember, also, that ostentation destroys, in the sight of God, the merit of beneficence. Jesus has said: 'Let not your left hand know what your right hand doeth;' teaching you, by this injunction not to tarnish charity by pride and vanity."

Saint Vuincent De Paul quoted in The Spirit's Book
by Allan Karddec.

প্র। যাঁহার অভাব নাই, অতএব গ্রহণের প্রবৃত্তি নাই, তিনি গ্রহণ করিবেন কেন?

উ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এতাদৃশ পুরুষ যে গ্রহণ করেন, তাহা কেবল দাতাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য। একমাত্র প্রাণধারণ ব্যতীত তাঁহার গ্রহণের অন্য প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র, প্রতিগ্রহ সমর্থ হইলেও যে প্রতিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার গূঢ় অর্থ আছে। যিনি প্রতিগ্রহসমর্থ, তাঁহাকে সকলেই দান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহিবে; গ্রহণ করিতে করিতে পাছে তাঁহার গ্রহণ লম্পটতা বাড়িয়া যায়, বহু আয়াসলব্ধ তপোবল ক্ষীণ হয়, পুনরায় পতিত হয়েন, এই জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সাধনপথ বড় দুর্গম, সর্ব্বদাই পতনের আশঙ্কা আছে, অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াও অনেকে পতিত হইয়াছেন। অতএব, যাবৎ গুণত্রয়ের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ না করা যায়, তাবৎ সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

প্র। প্রসঙ্গক্রমে একদিন আপনি বলিয়াছিলেন,—অসতের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে যেমন পাপ, অশুদ্ধান্ন ভোজন করিলে যেমন ক্ষতি, সতের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে, শুদ্ধান্ন ভোজন করিলে আত্মার তেমনই কল্যাণ হইয়া থাকে। সতের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে ক্ষতি হয়না, বরং লাভই হয়। এই কথার মর্ম্ম আমি আর একটু স্পষ্টরূপে বুঝিতে চাই।

উ। যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, মমত্ব বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে, যিনি অভিমানবর্জ্জিত, 'সৎ' পুরুষ বলিতে তাদৃশ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই বিশ্বসম্রাট্ পরমেশ্বরের, আমার কিছুই নহে' এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, 'ইহা আমার বস্তু, আমি দান করিতেছি' এইরূপ দাতৃত্বাভিমান রাখিয়া যিনি দান করেননা, সকলই 'ভগবানের, আমার যখন কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, আমি তাঁহার সেই বস্তু লইয়া ব্যবহার করি' এইরূপ যাঁহার ভাব, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলে কি তাহাকে প্রতিগ্রহ বলা যাইতে পারে? যেখানে দাতৃত্বের অভিমান নাই, সেখানে প্রতিগ্রহ কোথায়? বস্তুতঃ সকল বস্তুই ত পরমেশ্বরের, যে যাহা পায়, তিনি দেন বলিয়াই পায়, যে যাহা ব্যবহার করে, তাঁহার জিনিসই ব্যবহার করিয়া থাকে, পরমেশ্বরের নিকট হইতে না লইয়া ত কাহারও উপায় নাই। দান, 'আমি দিতেছি' এই দাতৃত্বাভিমানকলুষিত যদি না হয়, তাহা হইলে, তাহা প্রতিগ্রহীতার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়না, তাহা ভগবানের নিকট হইতেই লওয়া। মহাত্মগণ

এইরূপ দান গ্রহণ করিতেই ভাল বাসেন, এবং তাঁহারা এইরূপ ভাবেই দান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ সাত্ত্বিক দাতা সংসারে অল্পই আছেন। *

আমরা ইতঃপর

দানধর্ম্মের প্রাকৃতিকত্ব

সম্বন্ধে পরমারাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করপাদের কয়েকটী
(স্বহস্তলিখিত) উপদেশ পাঠকবর্গকে নিবেদন
করিতে ইচ্ছা করি :—

"যে প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ সূর্য্যোদয়ে পদ্মিনী বিকসিত হয়, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হয়, অপত্যস্নেহবতী জননী তনয়ের বিষন্নবদন নিরীক্ষণ করিলে বিষন্না, এবং প্রসন্নমুখ দেখিলে প্রসন্না হয়েন, যে নৈসর্গিক নিয়মবশতঃ চোর চুরি করে, লম্পট পরস্ত্রীহরণ করে, নাস্তিক পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ; যে স্বভাবের নিয়মে সঙ্কীর্ণহৃদয় হেয়স্বার্থপর, স্বসুখবর্দ্ধনার্থই সতত চেষ্টা করে, অসহায় দীনজনকে অবজ্ঞা করে, দুঃখীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাতও করেনা, ভগ্নহৃদয়ের ভাষা বুঝিতে পারেনা, সেই প্রকৃতির নিয়মবশত'ই ধর্ম্মপরায়ণ প্রেমিক, পরসুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী হয়েন। অপরের বিষন্নবদন নিরীক্ষণ

---

* এরূপ পুরুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে যে আত্মার কল্যাণ হয়, তাহার কারণ—প্রথমতঃ, ভাগ্যবশতঃ তুমি কত একটা উন্নত আদর্শ দেখিলে, একটা অমানুষিক—দৈব ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এরূপ দানের রূপ তুমি হয়ত জীবনে ইতঃপূর্ব্বে কখন দেখ নাই, এরূপ হৃদয়বান্ হওয়া যে সম্ভবপর, তাহার সংস্কারই হয়ত তোমার ছিলনা ; তাদৃশ একটা সংস্কার তোমার হৃদয়ে পড়িল ; কিছু গ্রহণ করিতে যাইয়াও তোমার যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গ ঘটিল, তাহাতে তুমি কত লাভবান্ হইলে। কোন দিন তোমার ঐরূপ হৃদয়বিশিষ্ট হইবার একটা সম্ভাবনারও সূত্রপাত হইল। তাহার পর, যাহার নিকট হইতে লওয়া যায়, তাঁহার গুণসমূহ গ্রহণকারিতে কিছু আসিয়া থাকে ! তুমি যদি সতের শুদ্ধান্ন কিছুদিন ভক্ষণ কর, দেখিবে, তোমার চিত্ত অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ হইয়াছে। বিশুদ্ধচিত্তের সম্পর্কিত সকল বস্তুতেই একটা শুদ্ধতা—পবিত্রতা থাকে, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। এ সকল কথার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম বিজ্ঞান আছে, যাহা ক্রমশঃ তোমার বোধগম্য হইবে।

করিলে বিষন্ন এবং প্রসন্নমুখ দেখিলে প্রসন্ন হয়েন, সেই নৈসর্গিক নিয়মবশতঃই শক্তিমান্ মহোদয় বিপন্নকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করেন, তাপিতহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করেন, স্বসুখ নিরভিলাষ হইয়া, পরের দুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করেন। অসহায় দীনজনকে পাইলে কৃতার্থম্মন্য হয়েন। শক্তিমান্ শক্তির ব্যবহার করিতে না পারিলে, যার পর নাই দুঃখিত হয়েন, বাধা পান। কৃপণের ধনব্যয় করা যেরূপ কষ্টের কারণ, দাতার শরণাপন্ন, দুর্গত জনকে বঞ্চিত করিয়া, ধনসঞ্চয়-করা সেইরূপ দুঃখের কারণ। দান সর্ব্ববাদিসম্মত জগদ্ধর্ম্ম, দান না করিয়া দান-গ্রহণাত্মক—সংসারে অবস্থান করিবার উপায় নাই।

"দাতারং সর্ব্বভূতান্যুপজীবন্তি দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি
দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্দানং পরমং বদন্তি"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, নিখিলভূত দাতাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, দানধর্ম্ম শত্রুকে মিত্র করে, বিশ্বজগৎ দানে প্রতিষ্ঠিত আছে, দান এই নিমিত্ত পরম পদার্থ।

জগৎ পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির মিলনজনিত পরিণাম, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই উক্তশক্তিদ্বয়ের বিকার। গ্রহণ স্ত্রীশক্তির এবং ত্যাগ পুংশক্তির ধর্ম্ম। প্রত্যেক জাগতিকপদার্থেই উক্তশক্তিদ্বয় বিদ্যমান্ আছে, সত্য, কিন্তু কোন জাগতিক-পদার্থেই ইহারা সমভাবে বিদ্যমান নাই—থাকিতে পারেনা। যে পদার্থে পুংশক্তির আধিক্য আছে, তাহা প্রধানতঃ ত্যাগশীল, এবং যে পদার্থে স্ত্রীশক্তির আধিক্য আছে, তাহা প্রধানতঃ গ্রহণশীল,—ত্যাগবিমুখ। 'গৃহ'—শব্দটী শাস্ত্রে যে স্ত্রীর বাচকরূপেও ব্যবহৃত হয়, ইহাই তাহার কারণ। দাতা-গ্রহীতার সম্বন্ধব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়না; পজিটিভ্ (Positive) ও নেগেটিভ্ (Negative) বা ধন-ও-ঋণ, এই দ্বিবিধ তাড়িততত্ব এই সত্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাসায়নিক—আকর্ষণের তত্বপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক স্থির হইয়াছে যে, যে বস্তুদ্বয় রাসায়নিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর যত বিষম, তাহাদের পরস্পর সংযুযুক্ষা—পরস্পর মিলিত হইবার বাঞ্ছা—তত প্রবলা। লৌহ-অম্লজনকের অন্যোন্যমিলনেচ্ছা যত অধিক, লৌহ-জলজনকের সেরূপ নহে, ("It is now found to be a general rule that the more unlike to each other in their chemical properties bodies are, the stronger is their tendency to unite with one

another."), এসত্যও, জগৎ পুংশক্তি-ও-স্ত্রীশক্তির মিলন-জনিত পরিণাম, পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি এই উভয়ের সংযোগব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া হয়না, সংসার সদসদাত্মক, জগৎ ভাবাভাব, হাঁ-ও-না-বা-হরগৌরীর মিলিতমূর্ত্তি, ভাববিকার মাত্রই সপ্রতিযোগিক, শাস্ত্রপ্রকটিত এই ব্যাপক সত্যেরই পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ; আর্য্যশাস্ত্রের বিবাহরীতি—স্ত্রীগ্রহণব্যবস্থা এইনিয়মাধীন, সমানগোত্র হইলে পরিণয় হয় না কেন, তাহা চিন্তা করিবেন। *

দান-ও-গ্রহণ কর্ম্মময় সংসারের নিত্যধর্ম্ম, অতএব দানধর্ম্মের ঔচিত্য প্রতিপাদন করিতে হয় না। যাঁহারা সঙ্কীর্ণহৃদয়, তাঁহারা জাগতিক-স্থূল-সম্বন্ধরহিত পাত্রকে দানকরিতে না পারিলেও নিজ-স্ত্রীপুত্রাদিকে দান করিয়া থাকেন, আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া, স্বদেশে যাইবার পাথেয় ক্ষয় করিয়া, স্ত্রীপুত্রাদির জন্য ধনসঞ্চয় করেন, তুচ্ছ পার্থিব-আমোদের জন্য ধনের অপব্যয়, বা তামসিক দান করেন। যাহা জগতের ধর্ম্ম, প্রত্যেক জাগতিকবস্তু অনুক্ষণ যাহা করিতেছে, তাহা করিব কেন? এইরূপ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে, তাহা করিব না কেন? এইরূপপ্রশ্ন করা মানবোচিত। * * * * যাহা প্রাকৃতিক, তাহা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সংসার বা জগৎ এইজন্য ত্রিগুণময়। সংসার বাজারে এই নিমিত্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, (এই) ত্রিবিধ কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। ত্রিগুণবিকারসংসারে সাত্ত্বিকদাতা ও সাত্ত্বিক গ্রহীতা আছেন, ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। যুগধর্ম্মবশতঃ বিরল হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হইবেন না। ভগবান্ বলিয়াছেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, তখনই আমি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ স্থূলরূপে অবতরণ করিব, অতএব, সাত্ত্বিকদান যখন সাত্ত্বিক পুরুষের ধর্ম্ম, এবং সাত্ত্বিক পুরুষ ভিন্ন যখন জাগতিক ব্যাপার চলিতে পারেনা, তখন সাত্ত্বিকদান তামসিক কলিযুগ প্রভাবে স্বল্প হইলেও, জগৎ হইতে কখনই একেবারে বিলুপ্ত হইবেনা, বিধাতা

---

* "An inevitable dualism bisects nature so that each thing is a half and suggests another thing to make it whole, as spirit, matter; man, woman; odd, even; subjective, objective; in, out; upper, under; motion, rest; yea, nay."

Emerson.

"অর্দ্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়া"— শতপথব্রাহ্মণ। অর্থাৎ, স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধ। স্ত্রীবিরহিত পুরুষ অপূর্ণ। স্ত্রীগ্রহণপূর্ব্বক পুরুষ পূর্ণ হয়েন; ভাব পুরুষ, অভাব স্ত্রী; দাতা পুরুষ, গ্রহীতা স্ত্রী।

তাহা হইতে দিবেন না। তুমি স্বেচ্ছায় দান না করিতে পার, কিন্তু জীবকল্যাণ বিধাত্রী, সাম্যসংস্থাপনী, প্রকৃতিদেবী তোমাকে দান করাইবেন, যতক্ষণ না তুমি তোমার স্বর্বস্ব দান করিতে পারিবে, তোমার বৃত্ত্যধীন 'আমিকে' পর্য্যন্ত যতক্ষণ না তুমি পরিত্যাগ করিবে, 'আমার' 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, যতক্ষণ না তোমার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে, মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী ততক্ষণ তোমাকে ছাড়িবেন না, ভবধাম ত্যাগ করিবার সময়, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তোমার হৃদয়-মন্দির পরীক্ষা করিবেন।*

প্র। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে, দেখিতে পাই, দানধর্ম্ম (charity) সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এরূপ পুরুষ অল্পই দৃষ্ট হন ('নাই' বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবেনা) যাঁহারা ক্রাইষ্টের উপদেশগুলি ব্যবহারদশাতে আনয়ন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি ?

উ। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে অনেক ভাল কথাই উক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে, সেগুলি বেদশাস্ত্রেরই কথা, তবে কিছু বিকৃতভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যখন এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন তত্তৎ শাস্ত্রোপদেশের মনোহর রূপগুলি আরও স্পষ্টভাবে তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। ক্রাইষ্টপ্রদত্ত উপদেশগুলি উপাদেয় হইলেও খ্রীষ্টানগণ যে তাহাদিগকে ব্যবহারদশাতে আনিতে পারেন নাই, তাহার কারণ, "ক্রাইষ্ট্ উপদেশই দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, তাঁহার উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শুদ্ধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারাই

---

* "If riches increase, they are increased that use them. If the gatherer gathers too much, Nature takes out of the man what she puts into his chest; swells the state, but kills the owner"— Emerson

পণ্ডিত বেকন বলিয়াছেন—

"Of great riches there is no real use, except if be in the distribution; the rest is but conceit; so saith Solomon, where much is, there are many to consume it; and what hath the owner but the sight of it with his eyes?"—

"যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে।"—

ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উদ্ধৃতবচনের অর্থ স্মরণ করিবেন।

শ্রোতার যে ইষ্টাপত্তি হয়না, একথা, বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। একজন বিদেশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

"Reduce what you have heard to practice. Gospel truths are revealed not barely to be kuown and contemplated, but to sanctify the heart, and govern the life"—
John Erskine, D.D., His Preachings P. 200.'

সকলেই সমানরূপ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া জগতে আসে নাই, অতএব একরূপ উপদেশ সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। ক্রাইষ্ট্ পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার উপদেশ সার্ব্বভৌমরূপে পালিত হয়না। আর্য্যশাস্ত্রের রীতি এরূপ নহে। আর্য্যশাস্ত্রে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট পুরুষের নিমিত্ত ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যে যেরূপ উপদেশের যোগ্য, সে তদ্রূপ উপদেশ পালন করিয়া তদনন্তর তাহা হইতে উচ্চতর পর্ব্বের উপদেশ পালনের অধিকার লাভ করিয়া থাকে, এবং এইরূপে ক্রমশঃ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

'তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা বিক্রয়পূর্ব্বক দরিদ্রকে দান কর, আগামী কল্যের জন্যও সঞ্চয় করিবেনা, ঈশ্বরের কোষাগার কখন শূন্য হয়না।

"Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not"— St. Luke. XII.

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে কয়জন এ উপদেশ পালন করেন?

"কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥"—মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণেরা কুশূলধান্যক (যে ধান্যদ্বারা সপরিবারে, সভৃত্যে তিন বৎসর, মতান্তরে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে), কুম্ভীধান্যক (যে ধান্য দ্বারা ঐরূপ বর্ষমাত্র চলিতে পারে), ত্র্যৈহিক (সকুটুম্বে তিনদিবসমাত্র চলিবার যোগ্য ধান্যাদি সংগ্রহকারী), কিম্বা অশ্বস্তনিক (আগামী দিনের জন্যও যাঁহারা সঞ্চয় করেন না) হইবেন। কুশূলধান্যাদি—ত্রিবিধ সঞ্চয়ী এবং শেষোক্ত অসঞ্চয়ী, এই চতুর্ব্বিধ গৃহস্থদ্বিজাতিদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত পর-পর ক্রমানুসারে শ্রেয়ান্।

"চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
জ্যায়ান্ পরঃপরো জ্ঞেয়ো ধর্ম্মতো লোকজিত্তমঃ॥"—মনুসংহিতা।

অবিকৃত ব্রাহ্মণমাত্রেই মনুর উপদেশ পালন করিয়া থাকেন ; এ দুর্দ্দিনেও এরূপ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

জার্ম্মান্‌দেশীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক Paul Deussen উপনিষৎ পাঠপূর্ব্বক এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

বাইবেলে ক্রাইষ্টের 'Love thy neighbour as thyself,' 'Do unto others whatsover you would that others should do unto you' ইত্যাদি উপদেশ পাঠ করিয়াছিলাম ; তদনন্তর কোন্ উপায়ে এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কোন উপায়ই নয়নপথে পতিত হয় নাই ; আজ, হে উপনিষৎ ! তোমার প্রসাদে আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, "যস্তু সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মানং সর্ব্বাণি ভূতানি চাত্মস্মু পশ্যতি স তস্মান্ন বিজুগুপ্সতে" তোমার এই কথার মধ্যে আমি সে উপায়ের রূপ দেখিতে পাইয়াছি, আমি এখন বুঝিয়াছি, কেহ কখন বস্তুতঃ অন্যকে ভালবাসিতে পারেনা, লোকে আপনাকেই ভালবাসিয়া থাকে, আপনার প্রতি যে ব্যবহার ঈপ্সিত হয়, তাহা কখন বস্তুতঃ অপরের প্রতি কেহ করিতে পারেনা, তবে, পারে তখনই, যখন তোমার প্রাগুক্ত কথার মর্ম্ম তাহার হৃদয়ে যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়, যখন সে আপনাকে অন্যের মধ্যে দেখিতে পায়, যখন সে আপনাকে (আত্মাকে) সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিতে পায়, তখন আপনাকে ভালবাসিলেও তাহার পরকে ভালবাসা হইয়া থাকে, তখন স্বার্থপরতা (যাহা সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাই) পরার্থপরতায় পরিণত হয়, তখন সে আর বিশ্বজগতে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেনা, কাহাকেও ক্লেশ দিতে পারেনা, কারণ, আপনাকে ঘৃণা করা বা ক্লেশ দেওয়া কাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

ক্রাইষ্টের এই উপদেশ ('Do unto others whatsover you would that others should do unto you') আর্য্যশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। পাঠক "ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ। এষঃ সংক্ষেপতো ধর্ম্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে॥" মহাভারতের এই কথা স্মরণ করিবেন। কিন্তু, উপনিষদের প্রাগুপ্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার ভাগ্য পাইয়াছিলেন বলিয়াই বৈদিক আর্য্যগণ ইহা ব্যবহারদশায় আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। বাইবেলে তাদৃশ কোন উপদেশ না থাকা হেতু খ্রীষ্টানগণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ।

আমি তোমার সাধনায়—সন্তোষ।

শাস্ত্র বলেন মোক্ষের দ্বারপাল চারিটি—তন্মধ্যে সন্তোষ একটি। সাধক জীবনে সন্তোষ কত আবশ্যক তাহাই একটু বলিতে যাইতেছি। সর্ব্বপ্রকার ভক্তিমার্গের সাধনার প্রথম ভূমিকা হইতেছে "আমি তোমার"। কাজেই তুমি যাহা দিতেছ তাহাই আমাকে মাথা পাতিয়া—সন্তুষ্ট হইয়া লইতে হইবে—"তোমার স্নেহের দান" মনে ভাবিয়া সব সহ্য করিতে হইবে। তবেই হইল "আমি তোমার" হইতে হইলে তুমি যাহা আনিয়া দিবে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে চলিবেনা। তোমার ইচ্ছাত তুমি বেদে প্রকাশ করিয়াছ—সর্ব্বশাস্ত্রে বলিয়া দিয়াছ।

তোমার ইচ্ছা যাহা তাহাতে আমার আপাততঃ যতই ক্লেশ হউক না কেন—তুমি মঙ্গলময়—তুমি আমার অপরাধের বিস্ফোটক অস্ত্র করিয়া আমাকে আময় শূন্য করিয়া লইতেছ মনে ভাবিয়া সব সহ্য করিয়া—তোমার চরণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সীতারামের ইচ্ছা ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সীতারাম সীতারাম করিয়া দিন কাটাইতে হইবে এই আমার কার্য্য। "মিথ্যা কথা" কহিলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে হয়—আমি মিথ্যা কথা কহিব না—ইহাতে আমার যা হয় হউক। "পরস্ত্রী মাতেব" ইহা তোমার আজ্ঞা—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইহা তোমার আজ্ঞা। আচার মানিতে হইবে, শুদ্ধাহার না করিলে সত্ত্বগুণ জাগিবে না—সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে সর্ব্বদা তোমার নাম লইয়া থাকা যাইবে না—সর্ব্বদা সীতারাম সীতারাম করা যাইবেনা—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি" ইহা তোমারই ইচ্ছা ও আজ্ঞা। পিতৃদেবো ভব—মাতৃ দেবো ভব—আচার্য্য দেবো ভব—এই সমস্তই তোমার আজ্ঞা। সর্ব্বজীবে আমিই আছি মনে রাখিয়া সর্ব্বজীবকে আমি মনে করিয়া প্রণাম করা অভ্যাস করিতে হইবে - মাং নমস্কুরু ইহাও তোমার আজ্ঞা। লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকীশুভা—পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব—ইহা তোমারই ইচ্ছা। এই সমস্তই আমাকে পরমানন্দে পালন করিতে হইবে। ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তিই অন্য সমস্ত দেবমূর্ত্তি—আমার রামই কালী সাজেন, কৃষ্ণ সাজেন, দুর্গা সাজেন, গণপতি সাজেন, সূর্য্য সাজেন, সকল নরনারী পশুপক্ষী সুরাসুর সব সাজেন—ইহা ভাবিয়া আমাকে সন্তোষ অভ্যাস করিতে হইবে। যেখানে কি করিব বুঝিতে পারিব না সেখানে শ্রীরাম রাম রাম করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আপনি না বুঝিতে পারিলে তোমার ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার ইচ্ছাটি জানিয়া লইতে হইবে।

সন ১৩৩০ সাল। তর্পণ পক্ষের প্রথম দিন পড়িল ৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার। এইদিন হইতে বিপরীত গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। বহু লোকের মাথা ধরিল—আর নিত্য কর্ম্মেরও বাধা পড়িতে লাগিল। রাত্রিতে নিদ্রা হয়না—সমস্ত রাত্রি থাকিয়া থাকিয়া পাখা নাড়িতে হইল। সহ্য করা যায় না তথাপি বলিতে হইল সীতারামের ইচ্ছা। সর্ব্বহৃদয়স্থ সীতারামকে তালবৃন্ত বীজন করিতে হইবে বলিয়া বীজন করিতেছি—এই মনে ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সীতারাম সীতারাম করিতে হইবে। নিত্যকর্ম্মে—পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর গোলমালে বিঘ্ন হইতে লাগিলে—বলিতে হইবে ঠাকুর তোমাকে একটু ডাকিতে চাই—বড় বাধা পাই ঠাকুর—জানি আমারই দুষ্কর্ম্মের মূর্ত্তি বাধা বিঘ্ন—তুমি ত ক্ষমাসার—তুমি আমাকে ক্ষমা কর—করিয়া তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে ডাকিতে পারি এমন স্থানে আমায় রাখিয়া দাও। সকল কথাই যে তোমাকে বলি—ঠাকুর আর আমার কে আছে? কাহাকে আর বলিব? কেই বা শুনিবে? কেই বা আমার সুবিধা করিয়া দিবে? আমি চেষ্টা মাত্র করিতে চাই—তাও পারিনা—তুমি আমাকে বল না দিলে আমি যে কোন কিছুই পারিনা—কোন কিছুতে সফলতা আনা—সে ত সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা। কতদিকে কত চেষ্টা করিলাম—কোন কিছুইত আমার দ্বারা মনের মতন হইয়া হইল না। তাই সকল কথাই—সকল কাজই তোমাকে জানাই। তুমি আমায় যেমন করিবে আমি তেমনি হইতে চাই—ইহাতে আমার যত ক্লেশ হয় হউক না কেন আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তোমার ইচ্ছা মত চলিতেই চাই। সব নর নারী ত তুমিই সাজিয়াছ—তবে কি সকলে ভালমন্দ যাহা বলিবে তাহাই শুনিব? না তাত নয়। যেমন আমার মধ্যে যত ইচ্ছা উঠে সকল ইচ্ছামত আমি ত চলিনা—যে ইচ্ছাটি শাস্ত্র প্রকাশিত তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিলে তাহাই আমার কর্ত্তব্য—অপরের ইচ্ছাতেও আমার সেইরূপই কর্ত্তব্য।

তবেই দেখিলাম তোমার রাজ্যের প্রধান কথা হইতেছে সন্তোষ—"আমি তোমার" সাধনার প্রথম কথা হইতেছে সন্তোষ আর সহিষ্ণুতা। যা হয় হউক আমি তোমার নাম করিয়া করিয়া সব সহিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার ইচ্ছা ধরিয়া চলি—এই আমার "আমি তোমার" হইবার সাধনা। পাখা করা হইতে আরম্ভ করিয়া যখন যা করি যা বলি যা ভাবি সবই যখন তোমার জন্য করিতে পারিব তখনই বুঝিব আমার জীবন সফলতা মুখে চলিয়াছে—জ্ঞান বিচারও সেই জন্য।

মধুসূদন।

১

প্রণব স্বরূপে জ্ঞান না থাকায় মোর,
ঘিরেছে বিষয় রাগ অজীর্ণতা ঘোর।
আছি মোহ নিদ্রা বশে ভাঙ্গেনা স্বপন,
বিপদে তারণ কর হে মধুসূদন॥

২

তুমি বিনা অন্য গতি না দেখি আমার,
একান্ত আশ্রয় পদে করিয়াছি সার।
অবশ প্রকৃতি করে পাপে নিমগণ,
এবে রক্ষ পাপ পঙ্কে শ্রীমধুসূদন॥

৩

ধন জন দারা পুত্র অনিত্য বিষয়,
আমি ও আমার জ্ঞান বাঁধিয়া ঘুরায়।
অসার ভোগের তৃষ্ণা করিছে পীড়ন,
রক্ষ প্রেম সুধা দানে শ্রীমধুসূদন॥

৪

অতি দীন ভক্তি-হীন ভিখারী অনাথ
অজ্ঞান মোহিত মনে শোকের সন্তাপ,
আপনা ভূলেছে চিত্ত আশ্রয় বিহীন,
নিরাশ্রয়ে রক্ষ পদে শ্রীমধু-সূদন॥

৫

এ দীর্ঘ সংসার পথে করি গতাগতি,
বড় শ্রান্ত হইয়াছি হে কমলা পতি।
নাহিক বাসনা পুনঃ আসিতে হেথায়,
শ্রীমধুসূদন রক্ষ বড় ভয় হয়॥

৬

আশী লক্ষ বার ধরি কতনা ভ্রমিনু,
বহুবার বহুদ্বার করেছি দর্শন।
অসহ্য গর্ভের ক্লেশ কে করে বর্ণন,
জানিয়া হয়েছি আর্ত্ত রক্ষ নারায়ণ॥

৭

বহুবার গর্ভবাসে যন্ত্রণা পাইয়া,
হয়েছি প্রপন্ন বড়, তোমারে স্মরিয়া।
কর ত্রাণ দাও মুক্তি সংসার বন্ধন,
রক্ষ মোরে ভব ঘোরে শ্রীমধুসূদন॥

৮

প্রতিজ্ঞা করেছি বাক্যে তব সন্নিধানে,
পুজিব ও রাঙ্গা পদ একান্ত পরাণে।
ভুলেছি সে কথা আর হয় না স্মরণ,
রক্ষ কর্ম্ম দুরাচারে হে মধুসূদন॥

৯

নাহিক সুকৃতি অন্য দুষ্কর করম,
টানিয়া সংসার কূপে করে নিষ্পীড়ন।
না হেরি গুণের লেশ দোষ অগণন,
ভরসা পাতকী পতি শ্রীমধুসূদন॥

১০

সহস্র সহস্র বার কত দেহ ধরি,
পশুপক্ষী তির্য্যগাদি সুর নর নারী।
বাত্যা বিক্ষুভিত তৃণ সদাই চঞ্চল,
শ্রীমধুসূদন দাও শ্রীপদ কমল॥

১১

উন্মত্ত বাতুল মত তোমার নিকটে,
প্রাণের ব্যাকুতি নাথ কহি অকপটে।
জনম মরণ ভয়ে করেছে কাতর,
শ্রীমধুসূদন রক্ষ আমারে এবার॥

১২

যে রূপে যে দেহ নাথ করি না ধারণ,
স্মরণ তোমার নাহি হয় বিস্মরণ।
ভকতি থাকে গো! যেন শ্রীপদ তোমার,
শ্রীমধুসূদন নামে ভরসা আমার॥

বাসন্তী পঞ্চমী।

(১)

কি করিব আমার ভাগ্য! যতদিন যায় ততই দেখি, কথা কওয়াই জীবনকে সরস করে। এ কথা কওয়া কিন্তু একেরই সঙ্গে। এই যে এক, সেই একের কথা বেদ বলেন, তন্ত্র বলেন, পুরাণ বলেন, সর্ব্ব শাস্ত্র বলেন, সকল জাতির সাধুপুরুষেরা বলেন, সকল জাতির শাস্ত্র বলেন। সেই এক একই থাকিয়া বহু হয়েন। পরিদৃশ্যমান এই জগতের কোথাও এমন কিছু নাই, যেখানে সেই এক এক থাকিয়াই, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াই, খণ্ড মত পরিচ্ছিন্ন মত সর্ব্বত্র না ভাসেন। এই একই পিতা হইয়া ভাসিয়াছিলেন, মাতা হইয়া ভাসিয়াছিলেন, গুরু হইয়া ভাসিয়াছিলেন, আচার্য্য হইয়া ভাসিয়াছিলেন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, জল, বায়ু অগ্নি, আকাশ সমুদ্র, পর্ব্বত নদী, ফল ফুল, সুরূপ কুরূপ, শত্রু মিত্র, আর্য্য ম্লেচ্ছ সব হইয়া ভাসিতেছেন। সর্ব্ব শাস্ত্র ইহাঁকেই অনুসন্ধান করিতে বলেন, ইহাঁকেই পূজা করিতে বলেন। ইনি তোমার আমার সকলের অন্তরে বাহিরে। ইনিই শিরায় শিরায় বিরাজ করেন, তাই শিরায় রক্ত বয়। এক কথায়, যেখানে গতিশীল কিছু আছে, তাহার ভিতরে এই স্থিতিশীল আছেন। গতি, স্থিতি পাইয়াই, তরঙ্গ স্থির জলরাশির উপরেই ভাসে। শ্রীগীতা এই "অবিভক্তং বিভক্তেষু"কে দেখিতে বলেন, পূজা করিতে বলেন।

বলিতেছিলাম, অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করিয়া সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেই জীবন সরস হয়। এই একের কথা শুনিলাম, বিশ্বাসও করিলাম, সে আছে ভিতরে বাহিরে, উর্দ্ধে অধে আশে পাশে, চন্দ্রে সূর্য্যে, শ্বাসে রক্তে, অস্থি মজ্জায় দর্শনে শ্রবণে—সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে আছে। অন্যের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া সেই একের সঙ্গেই কথা কহিতে চাই, সেই একের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে চাই। চাইত সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিতে, কিন্তু কি অভ্যাসের দোষ করিয়া ফেলিয়াছি, একা নির্জ্জনে থাকি তথাপি কত লোকের কথা যেন কতভাবে আসিয়া সে সব লোককে সূক্ষ্মভাবে আনে—আর আমি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া ফেলি—তখন? তখন সেই এক থাকিয়াও থাকে না। প্রথমে ধরিতেই পারি না—নির্জ্জন গৃহে অপর ইহারা কেমন করিয়া আসিল; যখন ধরিতে পারি, তখন সেই একজনের সঙ্গে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া বলি—দেখ

আমার ভুল—দেখ আমার ব্রত পালন—দেখ আমার সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকার অভ্যাস। হরি! হরি! এ সব কি? তখন জিজ্ঞাসা করি "সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং গুরো" গুরুদেব! এই সংসারাড়ম্বর কি প্রকারে উঠে? শাস্ত্র আড়ম্বর সম্বন্ধে বলেন, "পরবঞ্চনার্থং কৃত্রিমচেষ্টিতম্"; পরকে বঞ্চনা করিবার জন্য যে কৃত্রিম চেষ্টা, তাহাই আড়ম্বর। আপনাকে আপনি জানিতে না দেওয়াই যেন এই বঞ্চনাকারিণীর অভিপ্রায়। তাই জিজ্ঞাসা হয়, এই সংসারাড়ম্বর কোন ক্রমে উৎপন্ন হয়? কি প্রকারে এই আড়ম্বরের অত্যন্তোচ্ছেদ হয়? এই সংসার কার? ইহা কি দেহের, না ইন্দ্রিয়ের, না মনের, না প্রাণের, না মিলিত সমুদায়ের—অথবা ইহা সেই একের?

ঐ যে প্রথমেই বলিলাম আমার ভাগ্য—বলিলাম এই জন্য যে বহু কৌশল করিয়া—বহু চেষ্টা করিয়া ত কথা কই; কিন্তু কওয়াটা একতরফা। আমিই কই—সেই এক ত কয় না অথবা সেও কয়, কথার উত্তর দেয়; আমি বুঝিতেও পারি না—ধরিতেও পারি না; আমি এক-তরফাই কহিয়া যাই। তখন মনে করি, আচ্ছা যাঁহাদের সঙ্গে এই এক, কথা কহিয়াছেন তাঁহারা সেই একের কথা রামায়ণে মহাভারতে, ভাগবতে কত করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যখন ঋষিদিগের কথা কওয়া পড়ি, মনন করি, তখন ভাবি তুমি যে ভাগ্যবানের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমি ত তাহা শুনিতেছি—আমার ইহাই যথেষ্ট। অন্য সময়ে আমি এক তরফা লইয়াই সন্তুষ্টই থাকিতে চেষ্টা করি—ইহাতেও আমার সুখ।

যাহার সঙ্গে কথা কই, তিনি সাক্ষাতে আসেন না। শূন্যে শূন্যে কথা—যন্ত্রের মধ্যে নাম বসাইয়া কথা—চরণ বসাইয়া কথা—তাহারই সঙ্গে নেত্রান্ত সংজ্ঞা। কি করিব আমার ভাগ্য—ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট—ইহাতেই আমি রস পাই, আর দেখি আমার ঠাকুর—আমার মন্ত্র জীবন্ত। জীবন্তের সঙ্গে কথা না হইলে রস কোথায়?

(২)

এই এক যিনি তিনি যখন একই থাকেন—আপনি আপনি থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। যেমন তোমার স্থূল দেহটি যদি যায়, সূক্ষ্মদেহ বা মন যদি যায়, কারণ দেহ বা অজ্ঞান বা আমাকে আমি জানি না—এই যদি যায়, তখন তুমি থাক কোথায়? সেইরূপ যখন আকাশ চন্দ্র তারকা মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম কিছুই থাকে না, তখন সেই এক কোথায় থাকেন? স্থানও তখন নাই, কালও নাই, তিনি থাকিবেন কোথায়? কোন স্থানে থাকেন না, অথচ তিনি আছেন—

ইহাঁর কথা বলা যায় না, ইনি নিগু´ণ ব্রহ্ম। তার পরে যখন তিনি তাঁহার মায়াকে তাঁহার শক্তিকে অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি শক্তি ব্যাপিয়া থাকেন, মায়া ব্যাপিয়া থাকেন আর শক্তি হইতেই জগৎ সর্ব্ব উঠে—তিনিও তখন সর্ব্ব-ব্যাপী। ইনি সগুণ ব্রহ্ম। যিনি নিগু´ণ, তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগুণ সর্ব্বব্যাপী। আবার প্রতি ব্যষ্টিতে ইনিই আত্মা—জীবাত্মা। নিগু´ণ সগুণই জীবে জীবে আত্মা, জড়ে জড়ে আত্মা। সর্ব্ব শেষে সংসারের বিপর্য্যয় কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে ইনিই আপন নিগু´ণ সগুণ আত্মা ভাবে থাকিয়াই অবতার। কাজেই অবতার যিনি—তিনিই সমকালে আত্মা—সগুণ ও নিগু´ণ ব্রহ্ম। ইনি সেই এক—এই একের সঙ্গেকথা কওয়াই জীবনকে সরস করে।

নিগু´ণ সগুণ আত্মা যিনি তিনিই নিরাকার, নিরবয়ব। অবতার অবয়ব গ্রহণ করেন- কিন্তু সর্ব্বকালে ত তিনি দৃষ্টিগোচর থাকেন না। যখন অবতার থাকেন না, তখন তাঁহাকে পূজা করা যাইবে কিরূপে? এককে পূজা করা যায় কিরূপে?

(৩)

যাঁহাদের নিকটে তিনি আসিয়াছিলেন—যাঁহাদিগকে তিনি দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেভাবে পূজা করিয়াছেন, সেই ভাবেই পূজা করিতে হয়। এই সরস্বতীও তিনিই—সেই একই। ইনিই নিগু´ণ সগুণ; ইনিই আমার তোমার সবার আত্মাই। আত্মাকেও ত ধরা ছোঁয়া যায় না—শুধু বোঝা যায় ইনি আছেন। সাকার দিয়া এই নিরাকারে এই সর্ব্বব্যাপীতে পৌঁছিবার জন্যই পূজা—এই সরস্বতী পূজাও সেই জন্য। এই অবতারের নাম রূপ গুণ কর্ম্ম—যাহাই ধর না কেন, তাহাতে গায়ত্রীর মন্ত্র ভাবের সহিত জপ কর পাইবে বরণীয় ভর্গ। শ্রুতি শতমুখে এই বরণীয় ভর্গের কথা বলিয়াছেন। এই ভর্গই অবতারকে রূপ ধরান। এখন দেখা যাউক, ঋষিগণ কি দেখিয়া এই সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৪)

শীত চলিয়া যায় আর বসন্ত আসিতেছে, এই সন্ধিক্ষণে এই সরস্বতী পূজা। বাসন্তী পঞ্চমী হইতেই বসন্ত কালের প্রারম্ভ বলিতে হয়।

বসন্তকালে তরুলতা রসে পূর্ণ হয়। এই রস কোথা হইতে আইসে? এই যে আম্রবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল—এই যে কোকিলের স্বর বড় মিষ্ট হইল—ইহাতে

কি কাহারও আগমনের সাড়া পাওয়া যায়? তুমি আমি সবাই ত আম্র বৃক্ষে আম্রমুকুল দেখি, কিন্তু ইহাতে কি কিছু ভাবনা করি? কিন্তু যাঁহারা সেই এক লইয়া থাকিতেন, তাঁহারা ইহাতে আরও কিছু দেখিতেন।

বিজ্ঞান ত অনেক ব্যাখ্যা করেন আর সত্য বলিয়া লোকে তাহা গ্রহণও করে। জল নিম্নগামী, কিন্তু জল বা রস বৃক্ষের উপরে উঠে কিরূপে, বিজ্ঞান ইহার কি ব্যাখ্যা করেন? বিজ্ঞানবিৎ এখানে নিরুত্তর। ঋষিগণ কিন্তু বাহিরের প্রকৃতিতে সেই একের সাড়া পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতেন পূজিতেন আর পাইতেন। এই পূজাও তাহারই জন্য।

সরস্বতী পূজা—সকল পূজার ন্যায় আত্মারই পূজা। নাম রূপ গুণ কর্ম্ম ও স্বরূপ ভাবনা সুবিধার জন্য এই মূর্ত্তি পূজা।

সাকারেণ মহাদেবি। নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি॥

জ্ঞানিগণ যে পরম পদ দর্শন করেন, তাহার উপায় হইতেছে এই সাকার পূজা। তুমি মান আর না মান, অবলম্বন ভিন্ন সর্ব্বব্যাপীতে পৌছান যায় না। আত্মাকে দেখিতে হইলে আত্মার শ্রবণ চাই মনন চাই নিদিধ্যাসন চাই। কিন্তু কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ যাঁহার সাধনা করা না থাকে, তাঁহার জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না। সেই এককে মূর্ত্তি ধরিয়া পূজা কর, সেই একেরই জন্য কর্ম্ম কর, সেই একেরই সঙ্গে কথা কওয়া অভ্যাস কর, সেই এককেই বাহিরে পূজা করিয়া ভিতরে পূজা কর—এই এককেই সর্ব্বব্যাপী ভাবনা কর, তবে স্বরূপে যাইতে পারিবে, সেই একের দর্শন পাইবে।

এত করিয়া যাঁহারা দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারাই এই পূজা চালাইয়াছেন। তুমি বাতুল, যদি তুমি ভাব এটা পুতুল মাত্র। এই যে সম্মুখে মূর্ত্তিটি দেখিতেছ—এইটি যাঁহারা ধ্যানে ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দেখা মূর্ত্তি।

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদাবন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতীভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণ রাম, লয়কর্ত্তা শিবশঙ্কর যাঁরে ভজনা করেন, তিনি কি পুতুল না তিনিই আত্মা? এই জাতি কখন জড়ের পূজা করেন না

নাই—ইঁহাদের সকল পূজাই সেই চেতনের পূজা—সেই একের পূজা—সেই আত্মার পূজা।

আজ জড়তায় যে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, তাহা কিন্তু পুতুল পূজা করিয়া। নতুবা যাঁহার কাছে প্রার্থনা করা হয়, নিঃশেষজাড্যাপহা—তাঁহাকে পূজিয়া কি মানুষ এতই জড় হইতে পারে? নাম রূপ গুণ ও কর্ম্মে বিশেষতঃ স্বরূপে এই বাগ্‌বাদিনীর পূজা করি এস—এই জ্ঞপ্তি দেবীর সঙ্গে নিরন্তর কথা কহি এস, তবেই আমরা আবার জাগিতে পারিব।

এই সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যা বলে—আমি দেহ নহি, আমি আত্মা—এই বুদ্ধিকে। যেখানে বিদ্যার উপসনা নাই, সেখানে "অঘ কোলাহল" বড় বেশী, সেখানে ব্যভিচারের বড়ই প্রকোপ। দুষ্টা সরস্বতী যাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তিনিই আমি দেহ নাই, আমি আত্মা, এই বিদ্যা অভ্যাস করেন না—তিনি শাস্ত্রও মানেন না—শ্রাদ্ধ তর্পণও মানেন না, আচার মানেন না—অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝেন না—আহারের মেধ্য অমেধ্য দেখেন না।

এস এস সকলে মিলিয়া মার পূজা করি এস, আর কাতর হইয়া প্রার্থনা করি এস, মা আমরা যেন তোমার হইতে পারি, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি, আমরা যেন অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সকল দুঃখ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহ্য করিতে পারি।

যে কালে যে পূজা হয়, তাহা সেই একেরই পূজা। সকল কালে সেই একের সকল পূজা করি এস, আর অন্যকালে সেই একের সঙ্গেই সর্ব্বদা কথা কহার অভ্যাস করি এস, আমাদের শুভ হইবে।

প্রকৃতির পূজা।

শোভাগরবিণী প্রকৃতি রাণী,
বসন্তে সাজিল নূতন সাজে
ফুল্ল কুসমে সাজাইল ডালা,
পুজিবে বলিয়া হৃদয় রাজে ॥
প্রিয় আগমনে ফুটিয়া উঠেছে,
সলাজ হাসিতে বদন ভরা,
কার পরশনে প্রেম বিহ্বলা,
মধুময়ী আজি মধুর ধরা ॥
সারা বরষের ভক্তি ভরে পূজা ;
মিলনানন্দে হ'ল গো পূর্ণ।
পতির আজ্ঞা পালন নিরতা,
সাধনা তোমার হইল ধন্য ॥
আশীর্ব্বাদ কর জননী আমারে,
সকল আজ্ঞা করিয়া পালন।
আমিও যেন মা প্রিয় সম্মিলনে,
ফুটিয়া উঠি গো তোমারি মতন ॥
নূতন বরষে নূতন করিয়া,
আজ্ঞা পালনে কর মা ব্রতী
এ নব বরষে প্রতি কর্ম্মে যেন,
অনুভব করি প্রসন্ন পতি।

কে কাহাকে জানে ?

"মন, দেখিলে ত ?"

"হাঁ, দেখিলাম।"

"কি দেখিলে ?"

"কেন ? তুমি কি তাহা বুঝিতে পার নাই ?"

"বুঝিতে একটু পারিয়াছি বৈ কি। তবুও তোমার মুখে শুনি।"

"যাহা দেখিলাম তাহা ত বলিব না।"

"কেন ?"

"সে যে আমার দরিদ্র জীবনের একমাত্র নিধি। আমার বড়ই আদরের। আমি তাহা বাহিরে বাহির করিব কেন ? সে যে আমার অন্তর—কৌটায় মণিমাণিক্যের ন্যায় নিরন্তর জ্বলিবে। গোপনে, গৃহ-কোণে, একাকী, বসিয়া, বাহির করিব, একাকী দেখিব, একাকী আবার পরম যত্নে সাধের কৌটায় তুলিয়া রাখিব।"

"যদি হারাইয়া ফেল তাহা হইলে ত আর তাহার চিহ্ন ও থাকিবে না ; তখন কি করিবে ?"

"হারাইব কেন ? এত সোহাগের ধন কি আমি অযত্নে রাখিব যে হারাইয়া ফেলিব ?"

"কেন, ভাল জিনিস কি কখনও হারাইয়া ফেল নাই ?

"হাঁ, হারাইয়াছি।"

"তা' হ'লে এবারেও ত হারাইতে পার।"

হাঁ, পারি।"

"তবে ?"

"আচ্ছা, আভাসে আভাসে সে সুখের কথা একটু বলিব। যদি হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে তুমি আজিকার আভাস তখন স্মরণ করাইয়া দিও। তাহা হইলে আবার তাহা ফিরিয়া পাইব।"

"তোমার অপহৃত সম্পদের সংবাদ ত আমি অনেক বার তোমাকে দিয়াছি। এবারেও আমাকে জানাইয়া রাখ, বৃথা হইবে না।"

"তবে শুন।"

"ব'ল।"

"সংসারের সকলই আমার ছিল, কিন্তু আমার সুখ ছিল না।"

"সে আবার কি ? সকলই ছিল তবুও সুখ ছিল না,—এ' কেমন কথা।"

"কেন ?"

"সকলই থাকিলেই ত সুখ হয়। তোমার সকলই ছিল, অথচ সুখ ছিল না,—এ' যে বড়ই আশ্চর্য্য কথা !"

"সকল থাকিলেই কি সুখ থাকে ?"

"থাকে বৈ কি ?"

"না, তা' থাকে না।"

"তুমি যদি গায়ের জোরে ব'ল।"

"গায়ের জোরে বলিতেছি না। সত্য কথাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বলিতেছি।"

"প্রাণের অনুভবের কথা ছাড়িয়া দাও।"

"কেন ?"

"তোমরা যাহাকে প্রাণের অনুভব ব'ল সে একটা প্রকাণ্ড খেয়াল মাত্র ও হইতে পারে।"

"ব'ল কি ?

"যাহা সত্য মনে করি তাহাই বলিতেছি। আচ্ছা, সকল থাকিলেও সুখ থাকে না'—অতীতের ইতিহাস হইতে ইহার একটা উদাহরণ দেখাইতে পার ?"

"পারিব না কেন ? সত্যের অনুভূতি ত কোন কাল বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে,—এ' কালেও যেমন সেই অনুভূতি লাভ হইতেছে অতীতেও সেইরূপ হইয়াছে।"

"আচ্ছা, একটি উদাহরণ দাও ত দেখি।"

"সে আর কঠিন কথা কি ? রাজপুত্র শাক্যসিংহের ত সকলই ছিল,—স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী ভার্য্যা, নয়নানন্দ তনয়, বিশাল রাজ্য, অনুগত পৌরজন, ভক্ত প্রজাগণ,—তবুও তাঁহার সুখ ছিল না।"

"যাউক সে কথা। তোমার সকল থাকিতেও কি অসুখ ছিল তাহাই বল।"

"এক অভাবে আমার হৃদয় শূন্য ছিল। সেই শূন্য হৃদয় পূরণের জন্য জগতের বস্তু আমি বক্ষে ধরিতাম কিন্তু শূন্য পূর্ণ হইত না।"

"কেন ?"

"বস্তু করিলেই কি অভাব পূর্ণ হয় ?"

"শুনি ত, যে যাহা চাহে ঈশ্বর তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন।"

"বিষয়টি শুনিতে যত সহজ কাজে তত সহজ নহে। ঈশ্বরই একমাত্র অভাব পূরণের কর্ত্তা, এ' কথা সত্য। তবে কোন্ অভাব পূর্ণ করেন, কাহার অভাব পূর্ণ করেন, কেন করেন, কি ভাবে করেন,—এ'সকল কথা তত সহজ নহে। আমিও তাহার বিচার করিতে বসি নাই। তুমি যাহা শুনিতে চাহিয়াছ তাহাই বলিতেছি। নানা কথা উত্থাপন করিলে আমার হৃদয়ের দ্বার স্বতঃই বন্ধ হইয়া যাইবে, আর কোন কথাই বাহির হইবে না।"

"আচ্ছা আমি চুপ করিলাম। তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহাই ব'ল।"

"আমার সুখের ব্যবহার জন্য আমার বুদ্ধি যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে আমি সে সকল উপায় অবলম্বন করিলাম কিন্তু সুফল ফলিল না।"

"তা'র পর ?"

"নিজের শক্তিতে কুলাইতেছেনা বুঝিয়া বিজ্ঞজনের সাহায্য চাহিলাম। কত সাধুর চরণে ধরিলাম, কত সন্ন্যাসীর সঙ্গে ফিরিলাম। কত জনে কত উপদেশ দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।"

"তা'র পর?"

"সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন প্রাণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল।"

"কি রকম?"

"আহার করিতে পারি না,—ক্ষুধায় উদর জ্বলিতেছে, সুখাদ্য সম্মুখে রহিয়াছে, অথচ খাদ্যবস্তু মুখে দিতে গেলে বমনের বেগ আসে।"

"ব'ল কি?"

"বলি আর কি? যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতেছি—"

"আর কি ঘটিল?"

"নিদ্রা চলিয়া গেল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটিতে লাগিল। রাত্রির পর রাত্রি। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। শরীর শীর্ণ হইল। বিষাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল ভাবনা,—'কি করিলে শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে?''

"এই ভাবে কষ্ট না পাইয়া কেন ঐ ভাবনা কিছু দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লইলে না?"

"তুমি ত মাত্র কিছুদিনের জন্য ঐ ভাবনা ছাড়িতে বলিতেছ; আমি জ্বালায় যাতনায় চিরদিনের জন্য ঐ ভাবনা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলাম। ভাবনা কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিল না। ভাবনা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় দুঃসহ কষ্ট পাইয়া, অন্য উপায় না দেখিয়া গুপ্ত ঘাতকের অন্বেষণ করিলাম, সকল সময়ে সঙ্গে প্রচুর অর্থ লইয়া ফিরিতাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিজন প্রদেশে ঘাতকের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ভাবিয়া নিত্য সন্ধ্যায় ভীষণ প্রান্তরে ফিরিতাম।"

"তবে ত পাগলই হইয়াছিলে, দেখিতেছি।"

"যাহা ব'ল।"

"তা'র পর? তা'র পর?"

"তোমার 'তার পর? তার প'রের জ্বালায় যে অস্থির। নীরবে শুনিতে পার না!"

"ভারি যে কৌতুহল হইতেছে, তাই আগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যাউক, তাহার পর কি ঘটিল তুমি তাহাই ব'ল।"

"তাহার পর একদিন শেষ রাত্রিতে যাহার অভাবে আমার সকল সুখ অসুখ হইয়াছিল তাহার মিলনের সন্ধান মিলিল। বাতায়ন উন্মুক্ত করিলাম।

বিচের—তারকা শর্ব্বরীর প্রভাত—তারকা তখন পূর্ব্ব গগনের পিঙ্গল ভালে ধক্ ধক্ করিয়া আমারই আশার স্থায় জলিতেছিল।" কিন্তু বিশ্বাস হইল না।

"কেন?"

"সে অনেক কথা। আর সকল কথাও ত বলিব না।"

"আমার কিন্তু বিশ্বাস হইত।"

"হুঁ।"

"হাসিলে যে?"

"হাসাইলে তাই হাসিলাম।"

"কেন?"

"অমন বলিয়া থাকে বহু লোকে! আমিও বলিতাম।"

"আচ্ছা, কে সে উপায়ের সন্ধান বলিল?"

"সে কথা মুখে আনিতে পারিব না!"

"কেন?"

"যদি অপরাধ হয়।"

"নাম করিলে অপরাধ হইবে?"

"যদি না হয় তবে সাধ্বী স্বামীর পবিত্র নাম মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করেন না কেন?"

"কুসংস্কার।"

"কুসংস্কার! তোমায় আমি আর কিছুই বলিব না।"

"কেন?"

"যাহাকে নারায়ণ বোধে মনের মন্দিরে প্রেমপুষ্পে পূজা করিয়া সাধ্বী তাঁহার জীবন সার্থক করিবেন সেই দেবতার পূত নাম মুখে উচ্চারণ করিলে যদি তাঁহার মর্য্যাদার হানি হয় এই ভাব বশে রমণী পতিদেবতার নাম মুখে গ্রহণ করেন না। তুমি এই পবিত্র ব্রতকে কুসংস্কার বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছ। তোমার হৃদয় থাকিলে কি এইরূপ হৃদয় হীনতার পরিচয় দিতে?"

"আচ্ছা, অপরাধ হইয়াছে; ক্ষমা কর।"

"আবার সেই অনাহার, সেই অনিদ্রা, সেই যাতনা, সেই গুপ্তহন্তান্বেষণ।"

"আচ্ছা, পথে ঘাটে আজকা'ল নরঘাতকের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া ত দায়, আর তুমি অর্থ লইয়া ঘাতকের অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছ না;—এ' কেমন?"

"ঐ রকমই ঘটে। ইহার বহু সত্য উদাহরণ আছে। তবে তাহা বলিয়া তত লাভ নাই। কারণ, নিজ জীবনে কিছু না ঘটিলে মানুষ ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না।"

"তা'র পর?"

"আবার একদিন নিশা শেষে তেমনি ভাবে সন্ধান মিলিল। কিছু বিশ্বাস হইল। কিন্তু অবিশ্বাস কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।"

"এঃ!"

"হাঁ, একেবারেই 'এঃ!' মানুষ এতই ক্ষুদ্র, তাহার বিচার এইরূপই পঙ্গু,—সে এতাদৃশ অন্ধ যে সে আপনাকে আপনিই চিনিতে পারে না। অপরে চিনাইয়া দিলে অহঙ্কার বশে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। অমানুষিক উপায়ে সন্ধান পাইলেও সে একেবারে পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না!"

"তা'র পর?"

"গত্যন্তর না থাকায় বিশ্বাসে অবিশ্বাসে চলিতে লাগিলাম। দিন ত আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। দিন যাইতে লাগিল,—বিশ্বাসে অবিশ্বাসে চলিতে থাকিলে যেমন ফল আমারও তাহাই হইতে থাকিল। এই বিশ্বাসে ভর দিলাম, একটু উঠিলাম। আবার অবিশ্বাস আসিল, পড়িয়া গেলাম। এইরূপে জীবন প্রবাহ কালসাগরে বহিয়া যাইতে লাগিল,—হা-হুতাশ—দীর্ঘশ্বাস সার হইতে লাগিল। বুদ্ধির সাহায্যে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ!—সুবর্ণ ধরিলে ভস্মে পরিণত হইতে লাগিল! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দীর্ঘ—দশ বৎসর ব্যাপী এই ইন্দ্রজাল চলিতে লাগিল। যৌবন—শেষে একদিন সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, যখন সেই ঈপ্সিত চিরতরে ত্যাগ করিবার সকল ব্যবস্থাই এক প্রকার শেষ করিয়াছি তখন চাহিয়া দেখি যমুনা—তটে অসম শীর্ষ বৃক্ষ শিরে সেই সন্ধানের ইঙ্গিতই ভাসিতেছে। সকল ব্যবস্থাই আমার অব্যবস্থায় পরিণত হইয়া গেল। ধরাতলে তখনও জাগরণের কোন সাড়া নাই। একাকী দাঁড়াইয়া সেই বিজন স্থলে। অনন্ত গগনের নীলিমায় চাহিয়া বুঝিলাম,—আমি আমাকে চিনিতে পারি নাই, কেহই আমাকে জানিতে পারেন নাই; শুধু জানেন তিনি, শুধু চিনেন তিনি। ভাগ্য তাহার তিনি উপায় দেখাইয়া দেন যাহায়। দীর্ঘ এক জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল এই সত্য সত্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে। কি বুদ্ধিহীন আমি,—কি সর্ব্বদর্শী তিনি!"

"এখন তাহা হইলে কি করিবে?"

"এখন তাহা হইলে কি করিব? এখন আমি আর কিছুই করিব না,—এখন হইতে তিনিই করিবেন। এখন আমার প্রার্থনা এই যে এই জীবন ব্যাপী সংগ্রামের ফল যেন বিস্মৃত না হই, জননি! এতাদৃশ দুঃখে যে জ্ঞান লাভ হইল যেন পুনরায় তাহা এইরূপ কষ্ট করিয়া লাভ করিতে না হয়, মা!

এখন এই নূতন আলোকে এই পুরাতন, নিষ্প্রভ প্রদীপ—পুনঃ প্রদীপ্ত কর,—না হয় যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই নির্ব্বাপিত কর, ইচ্ছাময়ি!"

বৈরাগ্য-অনুরাগ।

(কবে) বৈরাগ্য অনলে দহি হৃদয় কাননে
তোমার প্রীতির-তরে সাজায়ে যতনে
অনুরাগভরা প্রাণে জপি রাঙ্গনামে
উৎসর্গ করিয়া দিব ও রাঙ্গাচরণে।
জপি সুধামাখা নাম স্থির-চিতে যবে—
নামীর-পরশ পেয়ে বিকশিত হবে
(তবে) দিওগো হৃদয় পরে স্নিগ্ধ সুশীতল
রাতুল কমল তব চরণ-যুগল।
নিরাকারে সাকারে প্রকট মূরতি
সফল হইবে হেরি চিরানন্দে স্থিতি।
অরূপে স্বরূপে হেরে এরূপ বিনাশে।
তোমারি তোমার তুমি করে নিও এসে।

হরি-স্মরণ।

বেদনা বিধুর চিতে যে তোমারে চায়
তারে কি ফিরাতে পার তুমি ব্যথাহারি ?
সবটুকু দিয়ে প্রভু যে তোমারে চায়—
সব দিয়ে হও তার হৃদয়-বিহারী
ভবারণ্য দাবানলে দহিছে এমন
নিভাও হে দীননাথ অনাথ কারণ
তুমি বিনা গতি কিবা আছে দয়াময়
তুমিই মুছাও আসি হৃদয়-বেদন।
তোমারি স্মরণে হরি বিকাশে হৃদয়
তোমারি স্মরণে হৃদি উজ্জ্বল সুন্দর
তোমারই স্মরণে বাজে ত্রিতন্ত্রীবীণায়
জেগে উঠে এ পরাণ তব মহিমায়

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী।

পঞ্চম স্পন্দন।

কিন্তাত বেদাগম শাস্ত্র বিস্তরৈ
স্তীর্থৈ রনেকৈ রপি কিংপ্রয়োজনং।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটংরট।

তোর বেদ আগমাদি বিস্তর শাস্ত্রে, অথবা অনেক তীর্থেই বা কি প্রয়োজন, যদি আপনার মুক্তির কারণ ইচ্ছা করিস্, তাহা হইলে গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম

সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা কর। ওরে আমার নাম কর। আমায় নাম করিতে বল্‌ছ, আচ্ছা তোমার নাম কি?

তুই দিন দিন যেন বালক হয়ে পড়্‌ছিস্, তুই কি আমার নাম জানিস্ না।

জানি পাঁচজনের পাঁচ কথায়, মাঝে মাঝে যেন ভুলে যাই, গোলমাল হয়ে যায় আর একবার আমায় বেশ করে বলে দাও দেখি।

আমার নাম পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, কৃষ্ণ, কালী, রাম, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, গঙ্গা, রাধা, দুর্গা—

তা হ'লে স্ত্রী পুরুষ সবই তুমি।

তুই কি একথা আজ প্রথম শুন্‌লি।

না—না বল বল।

দেখ চৈতন্য আর জড় লইয়া এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, এ জগতে উপাসনা চৈতন্যেরই হয়, চৈতন্য একটী, যে যাহা বলিয়া ডাকুক্ না কেন, আমাকেই ডাকে, আমি এক সকলের ডাকেই সাড়া দিই।

তুমি যদি এক, তবে এত নামের কি প্রয়োজন, একটী নামে ডাক্‌লেই তো হইত।

ব্রহ্ম আমার সেই একটী নাম যুগধর্ম্মে মানুষের ধারণা শক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছে, আমার সর্ব্বগত ভাব ধারণার শক্তি না থাকায় তাহাদের উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণ, কালী, রাম এই সব লীলা বিগ্রহ ধারণ করতঃ লীলা করিয়াছি এই লীলা শ্রবণে মননে আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া ভক্ত সংসার পাশ হইতে মুক্ত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণের কারণ কি?

দেখ সকলের রুচি তো একরূপ নয়, কেহ আমার বাঁশরী বয়ান দেখিতে চায়, তাই তাহাদের প্রীতির জন্য যমুনা পুলিনে কদম্বতলে বাঁশরী করে শ্যাম সুন্দর সাজিয়া রাধা রাধা বলিয়া বংশীধ্বনি করি। আবার কেহ কেহ যুগল রূপ দেখিতে চায় তাই এক আমি রাধা কৃষ্ণ হইয়া তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকি। কেহ আমায় ধনুর্ব্বানধারী দেখিতে ভালবাসে তাই তাহাদের জন্য রামরূপ ধারণ করেছি, কোন ভক্ত নৃমুণ্ডমালিনা লোল রসনা গলিত বসনা ভীষণ, কালিকা মূর্ত্তিতে দেখিতে চায় সেইজন্য আমি কালী হইয়া লীলা করি কেহ বা বাঘাম্বরধারী নাগরাজ হরী ত্রিপুরারি রূপে আমায় দেখতে চায় আমি তাহাই হইয়া যাই। কেহ মা বলে সন্তুষ্ট হয় আমি তার মা হয়ে কোলে লই, কেহ সখা বলিয়া আমায় বাহু পাশে বাঁধিতে চায় আমি তার সখা হইয়া বাহু বন্ধনে বাঁধা

থাকি, কেহ দাস হইয়া সেবা করিতে চায় আমি তার কাছে প্রভু হইয়া সেবা লই, কেহ স্বামী বলিয়া আমায় জীবন যৌবন অর্পণ করে আমি তার জীবনের নাথ হই। আমার কোন স্বাধীনতা নাই—

অহংভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

আমি ভক্তের অধীন ভক্ত আমার হৃদয়ের ধন ভক্ত যেমন রাখে আমি তেমন থাকি, ভক্ত যাহা বলিয়া ডাকে তাহাই হইয়া যাই। আহো! ভক্তের এত শক্তি, আমায় বলিয়া দাও, কেমন করিয়া ভক্ত হইতে পারি, বলিয়া দাও। তাই তো বল্‌ছি নাম কর আমি গুরুরূপে তোকে যে নাম শিখাইয়াছি তুই অনিবার সেই নাম কর।

সে নাম ভিন্ন কি অন্য নাম করিব না আমায় গুরু রূপে রাম নাম জপ করিতে বলিয়াছ, আমি কি কালী, কৃষ্ণ, হরি, হর এ সব নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না।

হাঁ পার্‌বি বৈকি? আমার রামের নামান্তর কালী, কৃষ্ণ, হরি, হর, আমার রাম, কালী, কৃষ্ণ, হরি, হর, সাজিয়া লীলা করিয়াছেন এই চিন্তা করিয়া তুই কালী কৃষ্ণাদির চরিত্র শ্রবণ করিতে পারিস্ নাম গান করিতে পারিস্। তবে যতদিন ভাব না দৃঢ় হয় ততদিন গুরুদত্ত ইষ্ট নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হয় তাঁহার চরিত্র-শ্রবণ করিতে হয় তদ্দ্বারা শীঘ্র ইষ্টে গাঢ় রতি হয়, সঙ্কীর্ণতা বিগলিত হইয়া যায়, ভক্ত স্থির হয়। তুই অবিরাম ইষ্ট নাম কর।

দেখ তোমায় একটা মজার কথা বলিব—

কি বল্‌বিরে বল্ না।

সেদিন তোমার এক বৈষ্ণব ভক্তের কথা শুনিলাম, তিনি তোমার মূর্ত্তি ছাড়া দর্শন করেন না, তাঁহার গৃহে একখানি কালির ছবি ছিল তিনি সেখানি গৃহ হইতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শক্তির প্রসাদ পর্য্যন্ত তাঁহারা গ্রহণ করেন না। আমি ভক্তিহীন সেইজন্য "আমি শ্যাম আমিই শ্যামা বলিয়া বুঝাইলে" তাঁহাদের তো বুঝাইতে পারনা তাঁহাদের কাছে আমি শ্যামা সাজিয়া আমি শ্যাম বলিলেও তাঁহারা তোমায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, দেখ এ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিতে পারিনা।

কেন আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুদত্ত ইষ্ট লইয়া থাকিতে হয়, ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন, ইষ্টের প্রসাদ ভোজন, পাদোদক পান করিতে হয়, এবং তার

রাজ্যে স্থান লাভ করিবার জন্য দিবারাত্র ইষ্ট নাম জপ করিতে হয়, তাহা হইলে ভাবময় দেহ ধারণ আমার সহিত অনুক্ষণ ক্রীড়া করিতে পারে। আমার এ বৈষ্ণব ভক্ত এখনও সাধন ভক্তির স্তরে দাঁড়াইয়া বাহির লইয়া ঘুরিতেছে, আমার মূর্ত্তি ভিন্ন সে যদি দর্শন না করে তাহা হইলে তাহার সদা সর্ব্বদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা উচিত। গৃহদ্বার আত্মীয় স্বজন পশুপক্ষি স্ত্রীপুত্র সে কেমন করিয়া দেখে সে সবতো আমি নই। তাহাদের কেন দূর করিয়া দেয় না, বাহিরের গৃহের কালিকা মূর্ত্তি দূর করিবার আগে মনোমন্দিরে দিবারাত্রি নামের উজ্জ্বলদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়, এ সব অন্ধকার থাকেনা। বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে সর্ব্বত্রই বলিয়াছি এক আমি ধেঁ আমি রুদ্র, সেই আমি উমা, সেই আমি বিষ্ণু, এক দেবতাকে আশ্রয় করিয়া অন্য দেবতাকে যে অবজ্ঞা করে আমি তাহার প্রতি প্রীত হইনা তথাপি তাহারা তাহাই করে এবং দুঃখ পায়।

ইহা তো তাহারা নিজেরা করেনা তুমিই তো গুরু রূপে শিখাইয়াছ।

হাঁ আমি গুরুরূপে উপদেশ করিয়াছি অন্য দেবতা বোধে প্রসাদ গ্রহণ করিবেনা পূজা করিবেনা সবই আমার ইষ্ট এ বিশ্বাস স্থির রাখিবে, তাহারা তাহা পারেনা। বৈষ্ণব কালী নামে ছুটিয়া পলায়, শাক্ত বৈষ্ণবকে ব্যঙ্গ করে আবার—

নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্র মূর্ত্তয়ে
সহস্র পাদাক্ষি শিরোরুবাহবে।
সহস্র নাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্র কোটী যুগধারিণে নমঃ॥

এই বলিয়া অথবা—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্ব শক্তি সমন্বিতে" বলিয়া প্রণাম ও করে। দেখ এই একজনকে ধরিতে না পারায় তাদের এই দুর্গতি। গুরুরূপে জপ করিতে বলিয়াছি তাহা করে না সেইজন্য ইহাদের অন্ধকার যায় না দাগা বুলান শেষ হয় না। আজন্ম ক—খ ই লেখে। আমার আজ্ঞা সব পালন করিতে হয়, নিজের ইচ্ছা মত একটু আধটু পালন করিলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। তা তোর অপরের সংবাদে প্রয়োজন কি? তুই নাম কর যাবৎ স্থির হ'তে না পারিস তাবৎ নাম কর। তোর পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাক্ অথবা মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক কিম্বা সর্ব্বনাশ হউক কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া অহর্নিশি নাম কর। ইহা তুই স্থির জানিস্ তুই আমার কোলে আছিস, আমি তোকে রক্ষা কচ্ছি নাম কর।

হে নাথ আমি শরণাগত, আমি নিরাশ্রয়, আমায় দয়া কর, আমি তোমার, ওগো আমি তোমার, ওগো আমি তোমারই গো—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥—

মাভৈঃ।

আমাতে সম্ভব অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস্ না। আমি মৃণালে হস্তি বন্ধন করিতে পারি—গোষ্পদে পর্ব্বত নিমজ্জিত করিতে পারি—আমার গতি নির্ণয় করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই সংসার চিন্তা, অর্থ চিন্তা, দেহের চিন্তা, ঋণের চিন্তা ত্যাগ কর আমি তার ব্যবস্থা করেছি—তোর "আমি আছি" রে ডাক আমায় ডাক তোর সব জ্বালা দূর হবে মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।—

তা বেশ একটা গান শুন্‌বে।

যার যা আছে, তাই দিয়ে সে, কর্‌বে তোমার পূজা।
মোর রোগ শোক পাপ তাপ লও হৃদয়ের রাজা॥
দিয়াছ মোরে মোহ মায়া
সব তুমি লও করে দয়া
ছুটে যাক্ ভবের নেশা ঘুচুক সং সাজা।
যারে দিয়াছ প্রেম ভক্তি
সে তোমার করুক ভক্তি
মোর তত নাহি গো শক্তি কেবল দায়ে পড়ে ভজা॥
এই ভিক্ষা করি হরি
সদা নামটী যেন বল্‌তে পারি
নামেই শান্তি নামেই তৃপ্তি নামেই আছে মজা।
বলে দীন নামানন্দ
আস্‌বে নামে প্রেমানন্দ
দূরে যাবে নিরানন্দ বাজারে বগল বাজা॥

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
প্রবোধ
(দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী)

মার কাছে চলনা।

কীর্ত্তন।

(ও মন) মায়ের কাছে চলনা ;
তোর আর খেলার ঘোর কি যাবেনা।

(১)

উঠে কত ভোর বেলা
খেলতে এলি ভাই, খেলা
একবার দেখলিনা ত চেয়ে কত হ'ল বেলা ;
কেবল খেলছ নিয়ে ধুলা মাটি হয়ে হত চেতনা।

(২)

ধুলার অন্ন যার ব্যঞ্জন
সুখে করিছ রন্ধন
(ও মন) লয়ে যত খেলার সাথী করিয়া যতন ;
(ওরে) ধুলার অন্ন খেলে ত ভাই, জঠর জ্বালা যাবেনা।

(৩)

ঐ দেখ্ কত সাথী তোর
(তাদের) ভাঙ্গল খেলার ঘোর
(তারা) ক্ষুধায় আকুল মায়ের তরে কাঁদিয়া বিভোর ;
(তারা) যাচ্ছে চলে মায়ের কোলে তোর কি ক্ষুধা পাবে না।

(৪)

তাই বলি এই বেলা
ছাড় এ ধুলা খেলা
(ও মন) দেখ চেয়ে গগনে আর নাই বড় বেলা ;
(এবে) লওরে শরণ মায়ের চরণ কর ক্ষমা প্রার্থনা।

(৫)

তুই ডাক্‌লে মা বলে
ভেসে নয়নের জলে
(মা যে) ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে নেবেরে কোলে ;
(তখন) মায়ের স্নেহ-নীরে ভাস্‌বি রে তুই (আর এ) জঠর জ্বালা থাক্‌বে না।

জীবনের প্রভাতে মাতৃঅঙ্ক হইতে বিদায় লইয়া খেলা করিতে আসিলাম, কত খেলার সাথী জুটিল, সুখের খেলা-ঘর কত যত্ন করিয়া বাঁধিলাম, ধুলার অন্ন ব্যঞ্জন কত যত্ন করিয়া রাঁধিলাম কিন্তু ধুলার অন্নে জঠর জ্বালার নিবৃত্তি হইল না ; কিসে নিবৃত্তি হয় তাহা বুঝিলাম না— তাহার অনুসন্ধান ও করিলাম না ! জীবনের বেলা, দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল কিন্তু তথাপি কত বেলা হইল তাহা একবারও চাহিয়া দেখিলাম না ; কেবল ধুলা মাটি লইয়া চেতনাহীন হইয়া খেলাই করিলাম ! খেলা করিতে আসিয়া মার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। ধুলার অন্নে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না তথাপি মার কথা মনে পড়িল না !

ক্ষুধায় আকুল হইয়া কত খেলার সাথীর মার কথা মনে পড়িল, খেলার ঘোর কাটিল ; তাহারা খেলা ফেলিয়া কাঁদিয়া মার কাছে ছুটিয়া গেল ; তাহাদের চোখে জল দেখিয়া স্নেহময়ীর হৃদয় গলিল ! ধুলামাখা সন্তান বুকে ধরিয়া মা মুখচুম্বন করিলেন ও অমিয় স্তন-ধারা মুখে তুলিয়া দিলেন—জঠরজ্বালা দূর হইল ; অস্থির ক্রীড়াশীল সন্তান ঘুমাইল।

এইরূপে একে একে সকলে মার কাছে চলিয়া গেল কিন্তু আমার আর ক্ষুধা পাইল না।

কতবার কত ঘর বাঁধিলাম, কত খেলা খেলিলাম কিন্তু খেলার ঘোর আর ভাঙ্গিল না ! বেলা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে অবসান হইল—আমার চক্ষু তাহা দেখিতে পাইল না, খেলার ঘোরেই আচ্ছন্ন রহিল !

মা ! আমার খেলার ঘুম-ঘোরের মধ্যে তোমার স্মৃতি আমার প্রাণে জাগাইবার জন্য তুমি কতবার কতরূপে—কত সাধু গুরু ভক্তরূপে আমার কাছে আসিলে ; কিন্তু আমি খেলার মোহে তোমাকে চিনিতে পারিলাম না ! তুমি ফিরিয়া গেলে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলে না ! জাগ্রত অবস্থায় আমার অনেক কুসঙ্গী এজন্য নির্জ্জন নিদ্রিত অবস্থায় তুমি আপনার মূর্ত্তি ধরিয়া এবার আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, স্নেহ-আশীর্ব্বাদে কত ভাল বাসিলে, কত বুঝাইলে

কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে তোমাকে দেখিয়াও মোহবিজড়িতের ন্যায় মূকবৎ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমার ঘুম ভাঙ্গিল না, মুখে কথা ফুটিল না, কেবল পাগলের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া রহিলাম! এদিকে অনতিদূরস্থিত সহচরগণ আসিয়া আমার মোহ-চেতনা সম্পাদন করিল। তুমি অন্তর্দ্ধান হইলে! আলোকের অন্তর্দ্ধানে আমার সম্মুখে বিশ্ববিস্তৃত অনন্ত ছায়া পড়িল—আমি অন্ধকারে ডুবিয়া গেলাম!

মা! জগৎ ত তোমারই সৃষ্ট, আমি তোমার সৃষ্টি-সাগরে একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। সকল সৃষ্ট পদার্থই সারাজীবন ধরিয়া তোমার চরণে অর্ঘ দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের অর্ঘ-উপহার আদরে গ্রহণ করিয়া থাক। এই যে শরতের আগমনে তুমি জগজ্জননি! শরতকে ধন্য করিবার জন্য শারদীয়া নামে আসিয়া বিশ্ববাসী সকলের অর্ঘ গ্রহণ করিলে! ঐ যে শরতের প্রভাত অরুণ তোমার ত্রিনেত্রশোভিত অকলঙ্ক ভালে সিন্দুরের বিন্দু পরাইয়া, রাতুল চরণতলে সোনার কিরণ ঢালিয়া পঞ্চবরণে তৃপ্ত না হইয়া, সপ্তবরণের আসন রচনা করিল! ঐ যে অকলঙ্ক শশীকলা তোমার চরণনখরে কৌমুদি—অলক্তকে ফুটিয়া উঠিল! ঐ যে বনস্পতি সবিল্বদলে সুগন্ধ কুসুমসম্ভার তোমার চরণে উপহার দিল! ঐ যে তরুরাজি মারুতহিল্লোলে নব কিশলয়দল সঞ্চালন করিয়া তোমাকে চামর ব্যজন করিল! ঐ যে রক্তজবা তোমার চরণে অর্ঘ হইয়া জীবন সফল করিতে আনন্দে ভাব-রাগে ফুটিয়া উঠিল! ঐ যে গন্ধবহ সুগন্ধ কুসুম-সৌরভ আনিয়া তোমার গন্ধারতি করিল! ঐ যে প্রভাত-বাত কম্পিতা স্বচ্ছ-সলিলা সরসী তাহার হৃদ-পদ্ম ফুটাইয়া তোমার চরণে অর্ঘ প্রদান করিল, আর তাহার হৃদয়ের স্বচ্ছ আরশীতে তোমাকে বরণ করিয়া তোমার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিল! ঐ যে সুনির্ম্মল শারদ গগন কোটি তারকা সাজাইয়া তোমার আগমনে হীরক-দীপাবলী দান করিল! ঐ যে তাহা দেখিয়া অনন্তপ্রশান্ত নীল বারিধি আনন্দে স্ফীতবক্ষে তারকা খচিত বীচিমাল্য রচনা করিয়া চাঁদের কিরণ চন্দন মাখাইয়া তোমার চরণে অর্ঘ দিল! ঐ যে গিরিরাজ সারা বরষা ধরিয়া তোমার জন্য জলদকণা পাতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া করিয়া অবশেষে শুষ্ক অশ্রু কঠিন তুষাররূপে মস্তকে উপহার লইয়া শরতে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! ঐ যে বনের বিহঙ্গ! সে ও মধুর কাকলিতে তোমার আগমনে আনন্দে জয়গান করিল! ঐ যে তৃণরাজি তোমার আগমনে ধরনীবক্ষে প্রভাত শিশিরের মুক্তা ছড়াইয়া

তোমার চরণে উপহার দিল ! ঐ যে শরতের মেঘ বক্ষে চিকুর হানিতে হানিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া তোমার উদ্দেশে ডাকিয়া ডাকিয়া অশ্রুজলে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিল ! ঐ যে সে অশ্রুধারা কত নদ নদীর বক্ষ বহিয়া সাগরের দিকে ছুটিল ! ঐ যে ফলশূন্য বিটপি তোমাকে কিছু অর্ঘ দিতে না পারিয়া খেদে নির্জ্জন প্রভাতে তোমার চরণে শিশির বিন্দু সম্পাতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল !

সকল বিশ্ব তোমার চরণে অর্ঘ আনিয়া দিল ; যাহার যাহা ছিল তাহা দিয়া সকলেই মা ! তোমার পূজা করিল কিন্তু আমি ত তোমাকে কিছুই দিতে পারিলাম না ! আমি কেবল শুষ্ক তরুর মত তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম ! মা ! আমার যে দিবার কিছু নাই, আমি তোমাকে কি দিব ? মরুভূমের উত্তপ্ত বায়ু স্পর্শে আমার জীবনের সুকোমল কুসুমকোরক সমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ! ভক্তি-পুষ্প ফুটিল না, আমি তোমাকে কি দিব ?

মা ! তুমি আমাকে যে রত্ন-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া খেলা করিতে পাঠাইয়াছিলে তাহা যে আমি হারাইয়াছি ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া আসিবার সময় তস্করগণ রত্নের লোভে অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গ লইয়াছিল। গৃহের বাহিরে আমাকে একাকী পাইয়া বলপূর্ব্বক আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারিত কিন্তু তুমি সদা সন্নিকটে আছ, আমি কাঁদিলে পাছে তুমি ছুটিয়া আসিলে তাহারা ধরা পড়ে এজন্য প্রতারণা পূর্ব্বক বন্ধু সাজিয়া আমাকে নানা বর্ণের কাচ খণ্ড দিয়া ভুলাইয়া আমার রত্ন সমূহ অপহরণ করিয়াছে। মণির পরিবর্ত্তে কাচ পাইয়াছি তাহার মধ্য দিয়া আমি যাহাই অবলোকন করিতেছি তাহাই কাচের বর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছি, কিছুরই প্রকৃত সত্বা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাকেও মা ! আমি তোমার রূপে দেখিতে পাইতেছি না, কাচের মধ্যদিয়া কাচের বর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছি। মণিরত্ন যাহা দিয়াছিলে সবই হারাইয়াছি, কেবল আমাকে যে একটী রক্ষাকবচ দিয়াছিলে তাহাই এখনও আছে। তাহারই জন্য তস্করেরা এখনও আমার ধ্বংশসাধন করিতে পারে নাই। তাহারই শক্তিতে আমি জলমগ্নব্যক্তির আত্মরক্ষার জন্য তীর অন্বেষণের ন্যায় তোমার উদ্দেশে অন্ধকারে চলিয়াছি। আমি ইন্দ্রজালে অভিভূত হইলেও তাহারই শক্তিতে তোমার স্মৃতি এখনও আমাকে ত্যাগ করে নাই। তাহারই শক্তিতে আমার এই নিদ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় ও আমি যে তোমার সন্তান এ চৈতন্য কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন রৌদ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেও অন্তহৃত হয় নাই ; তাই স্বপনের ঘোরেও আমি মা ! মা ! বলিয়া ডাকিতেছি। সে রক্ষাকবচ, আমি পথভ্রান্ত হইলেও কোন্‌দিকে যাই-

তেছি তাহা দিক্ দর্শন যন্ত্রের ন্যায় আমাকে বুঝাইয়া দিতেছে ; কিন্তু মা ! আমার জীবন-পোতের কর্ণ যে আমার হাতে নাই। ঐ দুষ্ট ষড়্‌রিপু তস্করেরা কর্ণধার হইয়া আমাকে বিপথে লইয়া যাইতেছে, আমি তুফানে পড়িয়াছি ! আমাকে কূল দেখাইবার জন্য তুমি মাঝে মাঝে আলোকস্তম্ভ রূপে দেখা দিতেছ কিন্তু মা ! আমি কি করিব ; হাল্ যে আমার হাতে নাই ! আমি নিঃসহায় বিপন্ন,আমাকে কূল দাও মা ! তোমাকে চিনিবার—তোমার কাছে যাইবার শক্তি দাও মা !

এ জীবন-বৃত্তের কেন্দ্রে তুমি মা স্নেহময়ি ! রাজরাজেশ্বরীরূপে বসিয়া আছ তাহাত আমি দেখিলাম না, কেবল পরিধিতে ঘুরিয়া মরিলাম ! আমি যে পথ ধরিয়া যাইতেছি পুনরায় সেই পথেই আসিতেছি ; তোমাকে পাইতেছি না বলিয়া অন্যপথ ধরিয়া তোমার কাছে যাইবার ইচ্ছা করিতেছি ঐ বৃত্তের পরিধি হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম রেখা সমূহ আমার মোহবিজড়িত চক্ষে অস্পষ্ট-ভাবে দেখিতে পাইতেছি সেই রেখা সমূহের কোন একটি ধরিয়া যাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আমার সহচররূপী তস্করেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে পূর্ব্ব অনুসৃত বৃত্তাকার পথেই লইয়া যাইতেছে। আমি এইরূপে কেবলই একই বৃত্তাকার পথে ঘুরিতেছি। মা ! এ সঙ্কটে তুমি হাত ধরিয়া না লইলে আর আমার রক্ষা নাই। এ গোলক ধাঁধা হইতে আমাকে উদ্ধার কর। এ ধুলাখেলার নেশায় আর আচ্ছন্ন রাখিও না। একবার তোমাকে চিনিতে দাও, একবার বুঝিতে দাও যে গগনে আর বেলা নাই, সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, তোমার চরণে শরণ লইয়া আমার ক্রীড়াশীলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দাও। ক্ষুধা জাগাইয়া দাও আমি খেলা ছাড়িয়া মা বলিয়া দুনয়নের জলে ভাসিয়া তোমার দিকে ছুটিয়া যাই। আমি যখন ধুলামাখা দেহে চোখের জলে ধৌত হইয়া তোমার কাছে ছুটিয়া যাইব তখন ত তুমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তখন তোমার স্নেহনীরে সাঁতার দিব, তোমার কোলে খেলা করিব ; কিন্তু তোমার অপর সন্তানের মত স্তনপান করিতে করিতে ঘুমাইব না ; কেবল স্নেহবিস্ফারিত নেত্রে তোমার কোলে শুইয়া তোমার মুখের দিকে অনিমিশে চাহিয়া রহিব—দুরন্ত ছেলে ঘুমায় না ! তবে যদি আমাকে তোমার ঘুম পাড়াইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যখন তুমি আমার গায়ে হাত বুলাইবে ও খেলাঘরের ধুলামাটি মুছাইয়া দিবে তখন তোমার পদ্ম হস্তের সুশীতল স্নেহ-স্পর্শে তোমার মুখে ঘুম পাড়ানর গান শুনিতে শুনিতে তোমারই কোলে ঘুমাইয়া পড়িব—আমার সকল ক্রীড়ার অবসান হইবে !!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।
শিবপুর, হাওড়া।

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬) শ্রীরামপ্রসাদের সাধনা—দাস্তভাব।

'কালী' 'কালী' শ্বাসে শ্বাসে জপ করি নাম।
যাঁর ধ্যানে ডুবে থাকি ভুলি সব কাম॥
সবটুকু মন দেছ তাঁর শ্রীপদে।
তাঁর নাম প্রিয় তাই সম্পদে বিপদে॥
কতবার 'মা' 'মা' ব'লে কাতরে ডেকেছ।
দয়াময়ী 'দুর্গা'—নাম অন্তরে জপেছ॥
'কালী' 'তারা' 'দুর্গা' নামে চিত্ত-মল গেছে।
অহেতুকী কৃপা তাঁর তাই ফুটিয়াছে॥
রাগ-দ্বেষ জয় করি তাঁর নাম-গানে।
শত শত শ্যামা-গীত উঠেছে পরাণে॥
মাতৃ-ভাবে ভগবানে করেছ সাধন।
(তাই) বেড়া বাঁধি কন্যা-রূপে দিল দরশন॥
কাশীধাম যাত্রাকালে রমণীর বেশে।
আপনি আসিয়া দেবী জ্ঞান দিল শেষে॥
কোথা তীর্থ বাহিরেতে ছাড়ি নিজ হৃদি।
যেথায় ছুটেছে ইষ্ট চক্র-পদ্ম ভেদি॥
'কালী' নামে পাপ কোথায় ?—ডঙ্কা মারা বাণী।
নামের জোরে তরে জীব জপিয়ে ভবানী॥

ক্রমশঃ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল।

কোথায় গেলে আমার সুখ ?

তোমার কাছে গেলেই আমার সুখ। কেন? ঐ চরণ, ঐ চরণে মঞ্জরী, ঐ হস্ত, ঐ মুখ, ঐ হাসি, ঐ দৃষ্টি, ঐ কেশ কলাপ, ঐ ভঙ্গী, এই সবে আমার সুখ। তোমার কথা শুনায় সুখ, কথা শুনানায় সুখ, তোমার কাছে বসায় সুখ, দাঁড়ানায় সুখ, তোমার জন্য অপেক্ষায় সুখ। তুমি যেন সুখে গড়া মূর্ত্তি। তোমার আদর পাওয়ায় সুখ, তোমাকে আদর করায় সুখ। তোমার জন্য ফুল তোলায় সুখ, মালা গাঁথায় সুখ, তোমার গলে মালা পরাণায় সুখ। তোমাকে পূজা করায় সুখ। এমন কি তোমার জন্য কোন কিছু করায় সুখ, কোন কিছু বলায় সুখ, কোন কিছু ভাবায় সুখ—তুমিই আমার সকল সুখের আধার। তোমার নাম করায় সুখ, তোমার রূপ ভাবনায় সুখ, রূপ দেখায় সুখ, তোমার গুণগানে সুখ, গুণ দেখায় সুখ, গুণ ভাবনায় সুখ, তোমার লীলা দেখায় সুখ, লীলা ভাবনায় সুখ, তোমার কর্ম্ম দেখায় সুখ, ভাবনায় সুখ আর সর্ব্বাপেক্ষা সুখ বেশী তোমার স্বরূপ ভাবনায়। আহা এই স্বরূপ ভাবনা যেন কত সুখের তাত বলা যায় না। এই তুমি, এই আমার কল্পনায় কিন্তু তুমিই আবার পূর্ণভাবে জগতের প্রতি অণুতে পরমাণুতে ভরিয়া রহিয়াছ। মূর্ত্তি আছে—তাওত বড় সুন্দর, আবার মূর্ত্তি নাই দেহ ব্যাপী আবার সর্ব্বব্যাপী—এই অপার পর্য্যন্ত আকাশ ব্যাপী। আবার আপনি আপনি যখন তখন কোন কিছু ব্যাপীও নও কোথায় থাক, কেমনে থাক—কেহই জানে না কেহই জানিতে পারে না। সেখানে কোন মাধুরী নাই—যদি থাকে—থাকে নীরব মাধুরী।

কোথায় গেলে আমার সুখ—যাহা বলিলে তাহাত কল্পনা। কল্পনাই হইল তাতে দোষ কি? বাস্তবে ত সুখ পাইলে না—কল্পনায় পাইতে দোষ কি? কল্পনা ত মিথ্যা। মিথ্যা কি সুখ দিতে পারে? মিথ্যার সুখ লইয়াইত আছ গো? মিথ্যা জগৎ, মিথ্যা মানুষ, মিথ্যা দেহ, মিথ্যা দেহ বিলাস, মিথ্যা ফুল, মিথ্যা আকাশ, মিথ্যা তারা, মিথ্যা পশু পাখী, মিথ্যা সমুদ্র পাহাড়। কোনটা সত্য বল? একটি সত্য বস্তুই আছে আর যাহা দেখিতেছ—তাহা তাহার উপরেই ভেল্কী মাত্র। ঋষিগণ ইহা কতভাবে বুঝাইয়াছেন শেষে বলিতেছে—

"অতো বিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ"

বিশ্বটা উৎপন্নই হয় নাই। যদি বল দেখিতেছিত—উত্তরে বলেন যাহা উৎপন্ন দেখ তাহা তাহাই। বুঝিতে চেষ্টা কর বুঝিতে পারিবে—নিজে না পার—যাঁহারা বুঝেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর সুখ পাইবে।

বলিতেছিলাম সেই একটিই সত্য আর সমস্তই কল্পনা। তুমি ত কল্পনাকেই সুখের বস্তু করিয়া লইয়াছ। কিরূপে লইয়াছ জান? সত্য বস্তু ত ধরিলে ছুঁইলে না। সে বস্তু লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না—সে বস্তু দেখিতে বিচার দৃষ্টি চাই। তাহাত নাই—যদি থাকিত তবে কি রাগ দ্বেষ থাকিত? কল্পনাই ত তোমার সত্য বস্তু হইয়া গিয়াছে। যাহা সর্ব্বদা থাকেনা তাহাকে তুমি মিথ্যা বল। কিন্তু এক কল্পনা যদি সর্ব্বদা কর তবে সেই কল্পনাই তোমার কাছে সত্য বস্তু হইয়া যায়। এই ভাবে তোমার কাছে জগৎ সত্য, দেহ সত্য, প্রেমালাপ সত্য—সব সত্য হইয়া গিয়াছে। তবে মানুষের মধ্যে যা দেখ তাহা সব সময়ে এক থাকে না। তাই বলি কল্পনাতে যাহা ভাল দেখিয়াছ তাহাই নিত্য দেখিতে থাক—যেন তুমি তোমার সেই আনন্দ মূর্ত্তির নিকটে সর্ব্বদা আছ—কল্পনায় দেখ—নিত্য দেখ—দেখিবে সত্য সত্যই কে কল্পনাকে সত্য করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বল দেখি তখন কত সুখ—এ সুখের কি অন্ত আছে? এমন সুখ ছাড়িয়া উষ্ট্রের মত কাঁটা চিবাইয়া সুখ পাও ভাব কেন?

তার পরে শেষ কথা। তোমার কাছে থাকার সুখ এই যে বলিতেছ—এত তুমি বলিতেছ। কিন্তু সে যখন এইটি বুঝাইয়া দেয় তখন অবাক্ হইয়া দেখ যাহাকে তুমি বলিয়া সঙ্গ করিতে ছুটিয়া যাইতে সে আমিই। ডুব দেওয়া অভ্যাস কর—ভিতরে ডুবিয়া যাও দেখিবে সেখানে তুমিই আমি—আমিই তুমি। তুমিই বহু আমি সাজিয়া খেলা কর আবার সব তুমি গুটাইয়া এক আমি হইয়া খেলা সাঙ্গ কর। এইত?

বৈরাগ্য-অভ্যাস।

মরণকালে অজ্ঞানে ও যদি কেহ রাম রাম করে তবে সেও যোগিগণের গন্তব্য স্থান—সেই পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিবেই।

যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম
গৃণন্তি মর্ত্ত্যালয় কাল এক
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাঃ
স্থানৈব যোগৈরপি চাধিগম্যম্॥

অজ্ঞানে নাম করিতে পারিলে ও যদি ব্রহ্মলোকের উপর যে সন্তানক লোক সেই লোকে স্থিতিলাভ করিতে পার তবে সর্ব্বদা রাম রাম বলা অভ্যাস করিবে না কেন তাই বল। সত্য কথা তুমি হাজারই কর তথাপি পারিবে না—যতক্ষণ সে না কৃপা করে; কিন্তু তার কৃপাও যে পাইবে সে জন্যও তোমাকে যত্ন করিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়াও যত্ন করিয়া যাও; তার কৃপা হইবে, হইলেই সব পাইবে। তাই বলিতেছি সর্ব্বদা নাম করিতে চেষ্টা করি এস। সর্ব্বদা নাম করিতে সহজেই পারিবে যদি বৈরাগ্য অভ্যাস কর।

কিরূপে বৈরাগ্য অভ্যাস করিবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উপায় বলি শ্রবণ কর। আর সব দেখা শুনাটা ত্যাগ কর। ৺কাশী, ৺বৃন্দাবন, ৺অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থে কত প্রকারের নর-নারী যায়—দেখিতে বা শুনিতে চক্ষু ছুটিতে চায়, কর্ণও আগ্রহ করে। কিন্তু তুমি বিচার কর তোমার মরণকাল যেন উপস্থিত। সে সময় ত কত লোক বলে—আর কেন সবাই যাও—আমার এখানকার সব ফুরাইয়াছে আমি সেখানে যাইবার জন্য নাম করিতেছি। এই শেষের অবস্থাটি মনে রাখিয়া সুস্থ অবস্থাতেও আপনাকে সেই মরণের অবস্থায় পাতিত করিয়া নাম কর। যদি অজ্ঞাতসারে চক্ষু রূপে ছুটিয়া যায় বা কর্ণ কিছু শুনিতে লালসা প্রকাশ করে তবে স্মরণ করাইয়া দাও আর কি শুনিবে—কি আর দেখিবে—সব ছাড় নাম কর, নাম কর। নিদ্রা হইতেছে না তথাপি পড়িয়া থাকিবে কেন নাম কর শৌচিত আঁচাওত রাম মনে করিয়া নাম কর। পা ছড়াইয়া যে পড়িয়া

থাকিতে চাও—একদিন ত পা ছড়াইবেই—কিন্তু "তেরে শিরপর যম খাড়া হ্যায়" এইটি স্মরণ করিয়া নাম কর। রাস্তায় চলিতেছ নাম কর, উঠিতেছ বসিতেছ নাম কর, বিশ্রাম করিতেছ নাম কর, মূর্ত্তি দেখিতেছ নাম কর, মানুষ দেখ নাম কর, ঠাকুর দেখ নাম কর, খাইতেছ নাম কর—একবার ও নামের বিরাম যেন না হয়। এমন ভাবে নাম অভ্যাস কর যাহাতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও নাম করিতে পার। নিত্য ক্রিয়ার পূর্ব্বে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা নাম কর—নিত্যক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে অর্দ্ধঘণ্টা নাম কর—উঠিয়া যখন বাহিরে আসিতেছ তখনও নাম করিতে করিতে আইস—সর্ব্বদা লোক সঙ্গেও নাম কর—যখন তোমাকে কথা কহিতে হয় তখনও যাহাতে স্বল্পে কথা কহে আর তুমি শুনিতে পার সেই বুদ্ধি কর—অল্প কথা কহিয়া অন্যকে কথা কহিতে নিযুক্ত করিয়া নাম কর। যে কর্ম্ম না করিলে নয় তাহার বিরাম কালেও নাম করা অভ্যাস কর। এই ভাবে চলিয়া জীবন সার্থক কর। বৈরাগ্য অভ্যাস কর, করিয়া নাম কর।

বুঝিলে কি বলা হইল? কোন সাধনা যদি কর—আর সেই সাধনা যদি সরস করিতে চাও তবে এই সুস্থ অবস্থাতেও আপনাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করিয়া সাধনা কর। শাস্ত্র ইহাই করিতে বলিতেছেন। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ" ইহা ভুলিওনা।"

মৃত্যুশয্যায় শুইয়াছ। চক্ষু ঘোলা হইয়া যাইতেছে—মুখ আর কথা কহিতে পারিতেছেনা—কোন ইন্দ্রিয় আর স্ববশে নাই—হাত আর প্রণাম করে না—পাশ আর ফিরা যায় না—সবাই ছাড়িয়া যাইতেছে—এই অবস্থায় তুমি সুস্থ থাকিয়াও আপনাকে পাতিত করিয়াছ করিয়া নাম শুনাইতেছ—আপনাকে আপনি শুনাইতেছ। অসম্বদ্ধ প্রলাপ উঠিলে বলিতেছ—আর কি ভাবিবে—আরত সময় নাই নাম কর—প্রলাপ ছাড়িয়া যাইবে। কি আর দেখিবে—সময় নাই নাম কর। কি আর শুনিবে সময় নাই নাম কর। এই ভাবে যে সাধনা করিতে পারে—এই ভাবে বৈরাগ্যের সঙ্গে যে অভ্যাস করিতে পারে তার হয়। সে সর্ব্বদা নাম করিতেও পারে।

তাই বলি নিরন্তর নাম করিব প্রথমেই এই অধ্যবসায় কর। প্রতিদিন ভাবনা কর এই আমি করিবই। আর প্রতিদিন কতক কতক করিয়া কার্য্য করিতে থাক। প্রথমে সব সময়ে পারিবেনা কিন্তু চেষ্টাও ছাড়িবেনা। চেষ্টা

কর—চেষ্টা কর সর্ব্বদা নাম করিব—অন্য কার্য্যের সময়ে নাম হয় না—নাই হউক কার্য্য শেষ হইলেই নামে আইস। শেষে নাম করিতে করিতেই সকল কাজ করিতে পারিবে। দেখনা তুমি কত কি কর কিন্তু শ্বাস সর্ব্বদাই নাম করিতেছেন। তুমি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম করার অভ্যাস কর—সাতবার উপরে সাতবার নীচে বুঝিতেছ। সব সরল হইয়া যাইবে। তোমার হইবে। কেন হইবে জান? যে এই অধ্যবসায় করে তাহাকে সেই করাইয়া লয়। কর না—হয় কি না আপনিই বুঝিবে। ইতি—

আইত বা জৈনগণ আপনাদের কল্পনা মত শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। রাম তুমি জানিয়া রাখ রত্নাকর সাগরের মত মনও নানাবিধ কল্পনার আকর। সমুদ্র থাকিলেই তরঙ্গ উঠিবে সেইরূপ মন থাকিলেই বহু আকার কল্পণাকারে উঠিবে। নিম্ব তিক্ত, ইক্ষু মধুর, চন্দ্র শাতায় বহ্নি উষ্ণ—এই সমস্ত মনের সৃষ্টি। যে প্রকারে যাহা দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত তাহা সেই রূপেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব যাহা ভূমা—যাহা অল্প নহে সেই নির্ম্মল আনন্দ বা স্বাত্ম সুখকেই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য এবং মনকে তন্ময় করা কর্ত্তব্য।

যত্নকৃত্রিম আনন্দস্তদর্থং প্রযত্নৈর্বরৈঃ।
মনস্তন্ময়তাং নেয়ং যেনাসৌ সমবাপ্যতে ॥ ৩৪

যাহা অকৃত্রিম আনন্দ—যাহা ভূমা—যাহা অনল্প তাহার জন্যই মানুষের যত্ন করা কর্ত্তব্য। মনকে সেই আনন্দ ব্রহ্মে তন্ময় করিবে তাহা হইলে মন তাহা হইয়া তাহাকেই পাইবে।

দৃশ্যং সম্পরিভিম্ভং স্বং তুচ্ছং পরিহরন্মনঃ।
তজ্জাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং নাবশ্যং পরিকৃষ্যতে ॥ ৩৫

সম্পরিভিম্ভং = সম্যক্ পরিরভ্য ডিম্ভঃ অর্ভকমব স্নেহাৎ করোতি ইতি সম্পরিভিম্ভং। এবং রূপং স্বং মনস্তদ্দৃশ্যং পরিহরৎ ত্যজৎ সৎ দৃশ্যজাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং ন পরিকৃষ্যতে। অবশ্যমিত্যবধারণে।

মন শিশু সন্তানের বায়না করার মত সর্ব্বদাই কত কি কল্পনা তুলিতেছে কত কি দেখাইতেছে। অর্ভকের ন্যায়—শিশু সন্তানের ন্যায় সম্যকরূপে স্নেহাস্পদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি তুচ্ছ এই মনঃকল্পিত দৃশ্য পরিত্যাগ কর; করিলে মনোদৃশ্যজাত সুখ দুঃখে আর আকৃষ্ট হইতে হয় না।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২২ সর্গঃ।

পরমপদে-সুবিশুদ্ধ আত্মদর্শনে বিশ্রান্তি।

রাম—পূর্ব্বের দুই সর্গে বলিলেন মনটাই পুরুষ আবার মনটাই বিশ্বরূপী। মনই অগণিত আকারে অবস্থিত। সকল মনঃ-রূপ-পুরুষই নিরন্তর কল্পনা করিতেছে এবং সকলেই নিজ নিজ কল্পনার পক্ষপাতী। জগতে কত লোক কত কল্পনার যে প্রচার করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কল্পনা করা ও বিষয় মনন করা প্রায়ই এক অবস্থা। এখন বলুন কল্পনাশূন্য হইয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিব কিরূপে?

বশিষ্ঠ—সুবিশুদ্ধ আত্মাকে দর্শন কর তবেই পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে।

রাম—আত্মদর্শনের সাধনা কি?

বশিষ্ঠ—বিচারই একমাত্র সাধনা।

রাম—আমি কে, জগৎ কি ইহার বিচারকেই ত বিচার বলিতেছেন? আচ্ছা এই বিচারে আত্মদর্শন হইবে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—"জন্তোঃ কৃতবিচারস্য বিগলৎ বৃত্তি চেতসঃ,"—যিনি বিচার করিতে পারিলেন তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়া যাইবে।

রাম—আমি কে, জগৎ কি—এই বিচার দ্বারা আত্মদর্শন হয় পূর্ব্বে বলিলেন, এখন বলিতেছেন বিচার দ্বারা চিত্তবৃত্তি বিগলিত হয়—তবে আত্মদর্শন করিতে হইলে চিত্তের বৃত্তিকে বিগলিত করিতে হইবে?

বশিষ্ঠ—হাঁ। বৃত্তি বলে উপজীবিকাকে। চিত্ত নিরন্তর বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে। ইহাই ইহার জীবিকা। বৃত্তিরূপে পরিণত হওয়া হইতেছে এই—চিত্ত সর্ব্বদাই বাসনা লইয়া ব্যাকুল "বাসনাময় মাকুলঃ"। চিত্ত সর্ব্বদাই নানা বস্তু দেখার জন্য, নানা কথা শুনার জন্য, স্পর্শ করার জন্য, আস্বাদন করার জন্য, আঘ্রাণ করার জন্য ব্যাকুল। আর

চিত্ত যখন যা দেখে বা শুনে সেই আকারে ইহা আকারিত হইয়া যায়। দেখা শুনা ইত্যাদি আকারে আকারিত হওয়াকেই বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিকে বিগলিত করা হইতেছে চিত্তকে আর বৃত্তিরূপে পরিণত হইতে না দেওয়া। এখন দেখ—ইহা কিরূপে হইবে? যতদিন জগৎ আছে, যতদিন দৃশ্য দর্শন আছে, যতদিন চিত্ত আছে, ততদিন চিত্তের বৃত্তিরূপে পরিণত হওয়াও আছে—কাজেই চিত্তের বৃত্তি বিগলিত হওয়া নাই বলিয়া আত্মদর্শন ও নাই। জগৎ বিচার কর, করিলে দেখিবে দৃশ্য দর্শন ভ্রান্তি মাত্র। তবেই হইল জগৎ যখন নাই—একমাত্র আত্মাকেই ভ্রমে মানুষ জগৎরূপে দেখে মাত্র—জগতের অভাবে এই ভ্রম যখন ভাঙ্গিবে—যখন কল্পিত সর্প নাই হইয়া যাইবে তখন দেখিবে রজ্জুই আছে—কেবল আত্মাই আছেন—ইহাই আত্মদর্শন। বুঝিলে

(১) "কৃতবিচারস্য বিগলৎ বৃত্তি চেতসঃ" কি।

রাম—ভগবান্ এখন বলুন—বিশ্রান্তিতে আর আর কি আবশ্যক?

বশিষ্ঠ—(২) বিষয় মনন ত্যাগ কর। কিরূপে ইহা হয় তাহাত বুঝিয়াছ। জগৎ কি এই বিচার দ্বারা "কিঞ্চিৎ পরিণতাত্মনঃ"—আত্মা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া শান্ত হইবে। আরও যাহা যাহা আনুসঙ্গিক শ্রবণ কর।

(৩) এই হেয় দৃশ্যরূপ অজ্ঞান ভূমিকা ত্যাগ করিতে হইবে।

(৪) উপাদেয় জ্ঞান ভূমিকা লাভ করিতে হইবে।

(৫) দ্রষ্টারং পশ্যতো দৃশ্যম্ = সর্ব্বং দৃশ্যম্ দ্রষ্টারং ভাসকং চিন্মাত্রমেবেতি পশ্যতঃ। সমস্ত দৃশ্যকে চিৎমাত্র—চৈতন্য মাত্র দর্শন করিতে হইবে।

(৬) অদ্রষ্টারং অপশ্যতঃ—অদ্রষ্টারং ভাসক চিৎ ব্যতিরিক্তং অপশ্যত চিৎ ব্যতিরিক্ত—চৈতন্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দেখিবে না।

(৭) যাহাতে জাগিয়া থাকা উচিত সেই পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরে জীবিত থাকিতে হইবে।

(৮) ঘন সংমোহময়—অজ্ঞান বিকারাত্মক সংসারবর্ত্মে ঘুমাইয়া পড়িতে হইবে।

(৯) অতি ক্ষুদ্র সুখ হইতে বিরিঞ্চি পদ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বৈরাগ্য হেতু সরস নীরস আপাত মধুর ভোগ সাধনে—স্রক্ চন্দন বণিতাদিতে বিরক্ত হও—আবার প্রারব্ধ বশে উপনীত ভোগে আশাশূন্য— অর্থাৎ আবিরিঞ্চি সুখে বৈরাগ্য জন্য—ঐ সুখের সাধন অপ্সরা বিমানাদি ঐহিক ভোগে বিরক্ত হওয়া চাই।

এই প্রকার সাধকের এই জড় অজ্ঞানরূপ আকাশ, আতপে হিমকণার ন্যায় গলিত হইয়া আত্মারূপ জলের সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধনা করিতে করিতে যখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত অবস্থা সমূহ লাভ হয় তখন সাধকের অজ্ঞানতা বিগলিত হয় এবং সাধক তখন আত্মৈকত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যেমন বর্ষা অন্তে বিলোক-কল্লোল শালিনী তরঙ্গ-রঙ্গিণী নদী সমূহ শান্ত ভাব ধারণ করে সেইরূপ বিষয় তৃষ্ণার অপগমে ইঁহারা পরমাশান্তিতে বিশ্রাম করেন। বাসনা জাল, মূষিক ছিন্ন পক্ষিবন্ধন জালের ন্যায় ছিন্ন হইলে, বৈরাগ্যাধিক্যে অহংরূপ হৃদয়গ্রন্থি শ্লথ হইলে, নির্ম্মালী ফল দ্বারা অপরিষ্কৃত জল যেমন স্বচ্ছ হয় সেইরূপ বিজ্ঞান বশে মন প্রসন্নতা লাভ করে। সাধকের মন তখন কামনা শূন্য, বিষয়গুণানুসন্ধান বর্জ্জিত, ভার্য্যাদি সঙ্গে মিথুনীভাব বর্জ্জিত, পুনঃ পুনঃ ভোগ লাভের ভুমি হইতে বিরত হইয়া পিঞ্জর হইতে বিহগের ন্যায় মোহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়।

শান্তে সন্দেহ দৌরাত্ম্যে গত কৌতুকবিভ্রমম্।
পরিপূর্ণান্তরং চেতঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজতে ॥১০

আমি কে, জগৎ কি এতদ্বিষয়ে সংশয় দৌরাত্ম্য শান্ত হইয়া গেলে আর কোন কৌতুকবিভ্রম থাকেনা; অন্তর তখন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, চিত্ত তখন পূর্ণেন্দুর মত বিরাজমান হয়। তখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জন্মে, উন্নত-অবনত দূরে অস্তমিত হওয়ায় সমতাভাবেব উদয় হয়, বায়ু শান্ত হইলে সমুদ্রবক্ষ যেমন শান্ত হয় সেইরূপ। সূর্য্যোদয়ে বোধ-বাক্ ব্যবহার শূন্যা, তুষার শৈত্যে জর্জ্জরান্তরা অন্ধকারময়ী রাত্রি যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মুর্খত্ব দোষে জর্জ্জরিতা, হিতাহিত বোধ শূন্যা, তমোভাব পূর্ণা সংসার বাসনা জ্ঞান সূর্য্যোদয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

দৃষ্ট চিদ্ভাস্করা প্রজ্ঞা-পদ্মিনী পুণ্যপল্লবা।
বিকসত্যমলজ্যোতা প্রাতর্দ্যৌরিব রূপিণ্যা ॥১৩

ভাস্কর দৃষ্টে পদ্মিণী পুণ্য পল্লব বিকসিত করিয়া যেমন ফুটিয়া উঠে সেইরূপ চিৎভাস্কর দৃষ্টে অমলজ্যোতির্ভাসিতা প্রাতরাকাশরূপিণী বিবেকপদ্মিণী হৃদয়সরোবরে গুরুসেবা—শ্রবণ-মানন-ধ্যানাভ্যাসাদি পুণ্য পল্লব বিকসিত করিয়া ফুটিয়া উঠে। হৃদয়হারিণী ভুবনাহ্লাদকারিণী সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইতে প্রাপ্ত যে প্রজ্ঞা তাহা শশিকলার অংশ সমূহের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই বিষয়ে অধিক আর কি বলিব—বলি যিনি জ্ঞেয় বিষয় জানিয়াছেন, বায়ু অগ্নি জল ও পৃথ্বী এই ভূত চতুষ্টয় রহিত অপরিচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় সেই মহাত্মার উদয় অস্ত কিছুই থাকে না—স্বরূপরিশ্রান্তের জননমরণ চিরতরে নাশ প্রাপ্ত হয়। বিচার দ্বারা আত্মভাব জানিয়া যিনি আত্মারূপে উদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ শূন্য—অনায়াস পদস্থিত মহাত্মার নিকট সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্লেশ বিশিষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র শঙ্করাদিও অনুকম্পার পাত্র হইয়া পড়েন। অন্তরে যাঁহার চিত্ত অহঙ্কার শূন্য হইয়াছে—অভিমান শূন্য হইয়াছে—বাহিরে অহঙ্কারের কার্য্যপ্রকাশ হইলেও হরিণের মরীচিকা জল প্রাপ্তির ন্যায় কোন বিকল্প আর তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারেনা।

তরঙ্গবদিমে লোকাঃ প্রযান্ত্যাযান্তি চেতসঃ।
ক্রোড়ীকুর্ব্বন্তি চাজ্ঞং তে ন জ্ঞং মরণ জন্মণী ॥১৮

প্রযান্তি-ম্রিয়ন্তে। আযান্তি—জায়ন্তে। চেতসঃ—স্বচিত্তবাসনা-বশাৎ। তরঙ্গেরমত এই সমস্ত জীব আপন আপন চিত্তেরবাসনা বশেই মরিতেছে ও জন্মিতেছে। জন্ম ও মৃত্যু অজ্ঞকেই ক্রোড়ীভূত করে জ্ঞানীর কিছুই করিতে পারেনা।

আবির্ভাব তিরোভাবৌ সংসারো নেতরক্রমঃ।
ইতি তাভ্যাং সমালোকো রমতে স নিবধ্যতে ॥১৯

আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা ভিন্ন সংসারের অন্যক্রম বা স্বরূপ নাই। জ্ঞানী এই বিষয়ে সম্যক আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সংসারে মায়ার কৌতুক দর্শন করিয়া এখানে রমণ করেন কিন্তু অজ্ঞজনে দেখিতে জানেনা বলিয়া আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

ন জায়তে ন ম্রিয়তে কুম্ভে কুম্ভ-নভো যথা।
ভূষিতে দূষিতে বাপি দেহে তদ্বদিহাত্মবান্ ॥২০

জন্ম ও মৃত্যু, ঘটমধ্যস্থিত ঘটাকাশের যেমন নাই সেইরূপ দেহ ভূষিত হউক বা দূষিতই হউক তাহাতে আত্মবানের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

বিবেক উদিতে শাতে মিথ্যাভ্রমমরূদিতা।
ক্ষীয়তে বাসনা সাগ্রে মৃগতৃষ্ণা মরাথিব ॥২১

অত্যন্ত শীতল বিবেকের উদয় হইলে মিথ্যাভ্রমরূপ মরুভূমিতে উদিতা যে বাসনা সেই বাসনার ক্ষয় হয় যেমন অগ্রভাগে উদিত চন্দ্র যুক্ত প্রদোষ কালে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ক্ষয় হয় সেইরূপ।

কোঽহং কথমিদং চেতি যাবৎ ন প্রবিচারিতম্।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্ ॥২২

কে আমি—এই সমস্ত যাহা দেখি শুনি তাহা কিরূপে আসিল যতদিন তুমি ইহার বিচার না করিতেছ ততদিন সংসারাড়ম্বর অন্ধকারের মত তোমাতে থাকিবেই।

রাম! তত্ত্বদর্শন—যথার্থদর্শন কাহার হইয়াছে জান?

(১) মিথ্যাভ্রমভরে—ভ্রমপ্রভাবে উদ্ভূত—সর্ব্বপ্রকার আপদের স্থান এই দেহকেই আত্মা বলিয়া যিনি না দেখেন তাঁহারই যথার্থ দর্শন হইয়াছে।

(২) শরীরের সুখদুঃখ—তা দেশবশেই উঠুক (আধিভৌতিক দুঃখ) বা কাল বশেই উঠুক (আধি দৈবিক দুঃখ)—শরীরের সুখ

দুঃখকে যিনি "আমার নয়" বলিয়া দেখেন সেই অভ্রান্ত ব্যক্তিই যথার্থ দর্শী।

(৩) এই যে অপার পর্য্যন্ত নভোমণ্ডল, এই যে দিক্‌কালে পরিচ্ছিন্ন উৎপত্তি চলনাদি ক্রিয়ান্বিত বিশ্ব, আমিই এই সমস্ত এবং আমিই সর্ব্বত্র এই যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।

(৪) আমি ব্যাপী হইয়াও অতিসূক্ষ্ম কেশাগ্রকে লক্ষ ভাগ কর আবার সেই একভাগকে কোটি ভাগে কল্পনা কর—তাহা হইলে যত সূক্ষ্ম হয় আমি তত সূক্ষ্ম–আপনাকে যিনি এইরূপ সূক্ষ্ম দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শী।

(৫) যে পুরুষ আপনাকে এবং শরীরাদি ইতর দৃশ্য বস্তু সমুদায়কে চিৎজ্যোতি—জ্ঞান জ্যোতি জানিয়া নিত্য অভিন্ন দৃষ্টিতে এক দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শী।

(৬) যিনি সর্ব্বশক্তি; অনন্ত, আত্মা, সর্ব্ববস্তুর অন্তরে অবস্থিত, অদ্বিতীয় চিৎ, আর ইনিই আমার অন্তরে এইরূপ দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শী।

(৭) যে প্রাজ্ঞ আপনাকে আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ, জন্মবান্, দেহই আমি এই ভাবে না দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শী।

(৮) আমার মহিমা—আমার বিস্তার তির্য্যক, উর্দ্ধ, অধোভাগে ব্যাপ্ত হইয়া আছে আমা হইতে আর দ্বিতীয় কোন কিছুই নাই—যিনি আপনাকে এইরূপ দেখেন তিনিই যথার্থ দর্শী।

(৯) জগতের সমস্ত বস্তু-সূত্রে মণিমালার মত চিৎ তন্তু দ্বারা আমাতেই গ্রথিত—সমস্তই চিৎতন্তু গ্রথিত আমিই এই যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্‌দর্শী।

(১০) অহং নাই, অন্য কিছুই নাই, নিরাময় ব্রহ্মই আছেন, যিনি সতের—বর্ত্তমানের এবং অসতের অতীব ভবিষ্যতের মধ্যে—যিনি সৎ ব্যক্তের, অসৎ অব্যক্তের মধ্যে ঐরূপ ব্রহ্মই দেখেন তিনিই সম্যক্‌দর্শী।

(১১) তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অবয়ব সেইরূপ ত্রৈলোক্যনামক যাহা কিছু তাহা আমিরই অবয়ব এই যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্‌দর্শী।

(১২) এই পেলবা ত্রিলোকী—দৃষ্টিমাত্রে পাড়িতা ত্রিলোকী স্বয়ং সত্তাশূন্য বলিয়া মৃতপ্রায় এই জন্য শোচ্যা। ইহা আমার সত্তাস্ফুরণে সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া আমারই কণিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পালনীয়া—এই ভাবে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্‌দর্শী।

(১৩) আমি ভাব, পরভাব, তোমার ভাব, সমভাব—এই সকল ভাব যাহার সাংসারিক দেহাদি হইতে উপরত হইয়াছে—যাহার বিবেক দ্বারা বাধিত—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে সেই বিশাল নয়ন ব্যক্তিরই প্রকৃতদর্শনশক্তি জন্মিয়াছে।

(১৪) চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতা রহিত অব্যাহত স্ফুরণ চিৎ পদার্থ দ্বারা জগজ্জাল যিনি আপূরিত দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন।

রাম! ভগবান্ আপনার এই সমস্ত উপদেশ যতদিন জগতে অজ্ঞান থাকিবে ততদিনই আবশ্যক হইবে। অতি সত্য কথা ইহা—যতদিন না মানুষ বিচার করিতে শিখিবে আমি কি, জগৎ কেন, তত দিন এই মিথ্যা সংসারাড়ম্বর ঘণাভুত অন্ধকার মত হইয়া থাকিবে। এইখানে আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অলঙ্কার স্বরূপে সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করা উচিত।

বশিষ্ঠ—নিত্যা পাটের জন্য তুমি মূল শ্লোকের কতক কতক এই খানে একত্র করিয়া রাখ।

রাম— মিথ্যা ভ্রমভরোদ্ভূতং শরীরং পদমাপদাম্।
আত্মভাবনয়া নেদং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৩
দেশকাল বশোত্থানি ন মমেতি গত ভ্রমম্।
শরীরে সুখ দুঃখানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৪
অপার পর্য্যন্ত নভো দিক্কালাদি ক্রিয়ান্বিতম।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৫
বালাগ্রলক্ষভাগাত্তু কোটিশঃ পরিকল্পিতাৎ।
অহং সূক্ষ্ম ইতি ব্যাপী যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৬
আত্মানমিতরচ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া।
সর্ব্বং চিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥

১৮শ বর্ষ } চৈত্র, সন ১৩৩০ সাল। { ১২ সংখ্যা

আবরণ

জগৎ রূপ ঘোমটা দিয়ে
ঢেকেছ আপনাকে
কল্পিত রূপের মোহে
মেতেছে বিশ্বলোকে॥
তোমার এ রূপের হাটে
দেখায়ে রূপের আলো
রূপ দিয়ে ভুলিয়ে রাখো
ভুলিয়ে রাখা বা'স ভালো॥
কিন্তু যে রূপ দেখে না
সারা জীবন তোমায় খোঁজে
জ্বালিয়ে তার জ্ঞানের আলো
দেখা দাও স্বরূপ সাজে॥
এত কাছে আছ প্রিয়
তুমি যে গো আমার আমি
অভিমান তম নাশে
উদয় হও হৃদয় স্বামি॥

(ভ)

গুরু।

হে রস স্বরূপ তুমি যে মধুর
মধুর হতেও মধুরময়
তুমি যে মধুর কে বলিয়াদিত
যদি না লইতে দেহাশ্রয় ॥
হাড় মাস মোরা দেখিতে আসিনা
তোমারি এদেহ দেবালয়
এ মন্দিরে সদা জাগ্রত দেবতা
আপন স্বরূপ করিয়া লয় ॥
জিজ্ঞাসু আমরা তাই ছুটে আসি
তোমারি মন্দির দুয়ারে
মন্দিরে মোদের আছে প্রয়োজন
সর্ব্বেশ্বরে পাই মন্দিরে ॥

(ভ)

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।
নমো গণেশায়।
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণ কমলেভ্যো নমঃ

পরমারাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ-
পদকমলের উপদেশামৃত। *

নাম কীর্ত্তন।

প্র। কেহ কেহ বলেন, নামকীর্ত্তনই মুখ্য উপাসনা, নামকীর্ত্তন দ্বারাই উপাসনার সকল ফল পাওয়া যায়; আমি ইহার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই; একমাত্র নামকীর্ত্তন দ্বারাই যদি উপাসনার সকল ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে জপ, ধ্যান প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গগুলি ত নিরর্থক হইয়া যায়।

---

* শ্রুত উপদেশগুলি যে ভবে প্রদত্ত হইয়াছিল, আমার প্রতিভার মালিন্যবশতঃ এবং স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ ঠিক সেই ভাবে গৃহীত ও ধৃত হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে লিখিত হইলনা; তথাপি, বিশ্বাস, আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণ ইহাদের পাঠদ্বারা অনেক পরিমাণ উপকার ও আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। ইতি—

নিবেদক—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

উ। যাঁহারা উক্তরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের কথার মধ্যে সার আছে কিনা জানিতে হইলে, তোমাকে অগ্রে 'নাম' কোন্ পদার্থ তাহা জানিতে হইবে। নামকীর্ত্তনই মুখ্য উপাসনা, এ কথা বস্তুতঃ সারহীন নহে। 'নাম' শব্দের অর্থ কি? নমন্তি অর্থভাবেন—যাহা অর্থভাব দ্বারা নত হয়, তাহা 'নাম,' নিরুক্তে 'নাম' শব্দের এইরূপ 'ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বাক্ বৈ বিশ্বজগৎ। বাক্=নাম। সুতরাং, এই নাম ছাড়িয়া তুমি আর কি করিবে? নাম বা বাক্ এর পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। নামকীর্ত্তন বলিতে তুমি বোধ হয় নামের বৈখরী অবস্থার কীর্ত্তনই বুঝিয়া থাক। তুমি যখন জপ, ধ্যান বা জ্ঞানের বিচার কর, তখন ও তুমি নামকীর্ত্তনই করিয়া থাক, তখন নামের মধ্যমা প্রভৃতি যে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থা সকল আছে, তুমি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাক মাত্র। নাম বিশ্লেষ করিলে, কি পাওয়া যায়? ধাতু,—প্রত্যয়—বিভক্তি। নামের মধ্যেই সব থাকে। একটী নামের ব্যাখ্যা হইলেই তদভিহিত সমগ্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়া যায়। মনে কর, বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র করিয়াছেন—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' এই সূত্রটী ব্যাখ্যা করিলে, বেদান্তের সকল সূত্রের ব্যাখ্যা হইয়া যায়। একমাত্র 'ব্রহ্ম' শব্দ হইতেই ব্রহ্মের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই পর-পর সূত্রগুলি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বলিতেছেন,—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—অর্থাৎ, অস্য (জগতঃ) জন্মাদি (জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ) যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) ভবতি তৎ ব্রহ্ম। ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্ম=কারণ। কারণ বলিতে গেলেই তাহার সহিত কার্য্যের ভাব আসে। কার্য্য মাত্রেই বিকার। প্রধান বিকার তিনটী—জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ। এই তিন বিকারের কারণ যিনি, তিনি ব্রহ্ম; ইহা দ্বারা শ্রুতির "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি" এই কথাই বলা হইল; এই ব্রহ্মলক্ষণ শিখাইবার জন্যই বলিয়াছেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। এখন পুনরায় 'ব্রহ্ম' এই নামের দিকে লক্ষ্য কর। 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রকৃতি কি? ধাতু যাহা তাহাই প্রকৃতি। * ধাতু কি বস্তু? ধাতু শব্দের অর্থ কি? ধা 'ধাতুর' উত্তর 'তুন্'

* 'ব্রহ্ম' শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যাহা সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ, যাহা হইতে বৃহত্তর আর কিছু নাই, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে পূর্ণ উপদেশের নিমিত্ত পাঠক 'প্রার্থনাতত্ত্ব' দর্শন করিবেন।

প্রত্যয় করিয়া 'ধাতু' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ধা' ধাতুর অর্থ, ধারণ করা, পোষণ করা; যিনি সকলকে ধারণ করেন, পোষণ করেন, যিনি সকল ভাব-পদার্থকে সত্তা প্রদান করেন, তিনিই মূলধাতু, তিনি ব্রহ্মই। শব্দের যাহা মূল, শব্দকে যাহা পোষণ করে, শব্দের যাহা রক্ষা সাধন করে, তাহাই শব্দের ধাতু। [এই ধাতুর গুণ (Attribute) কি ?] ধাতুশ্চ পুনঃ ক্রিয়া বচনং—যাহা ক্রিয়ার বাচক, তাহা ধাতু। কত প্রকার ক্রিয়া আমাদের নয়নে পড়ে? সামান্যতঃ তিন প্রকার—উৎপত্তি-ক্রিয়া, স্থিতি-ক্রিয়া, এবং নাশ-ক্রিয়া। সকল ধাতুরই তিন ভাগ। প্রথমেই দেখ, সত্তাবাচী 'ভূ' ধাতু, [সত্তা বা ভাব দুই প্রকারের—এক কারণাত্মভাব, অপর কার্য্যাত্মভাব। প্রথম ভাব বিকারবিহীন, অপরিবর্ত্তনশীল; দ্বিতীয়ভাব ষড়্ভাববিকারময়, পরিবর্ত্তন-শীল। কারণাত্মভাব পরিচ্ছিন্নবুদ্ধির অগম্য, তাহার কথা এখন ছাড়িয়া দাও; কার্য্যাত্মভাবের কথাই ধর) 'ভূ' ধাতুর অর্থ, 'থাকা'। আচ্ছা, 'ভূ' ধাতুতে তিন প্রকার ক্রিয়া বা ভাব লক্ষিত হইতেছে কি? 'ভূ' ধাতু দ্বারা স্থিতিক্রিয়ারই বিকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহার স্থিতির উপলব্ধি হইতেছে, তাহার নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বে উৎপত্তি হইয়াছে (ইহা পূর্ব্বে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান প্রব্যক্ত অবস্থা ধারণ করিয়াছে) বুঝিতে হইবে, এবং, ত্রিগুণময় জগতে নিখিল সত্তাই যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন ইহা কিছুকাল পরে এই অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে অবস্থান্তরে লীন হইবে, তাহা ও সুনিশ্চিত। অতএব 'ভূ' ধাতুতে ক্রিয়ার তিন ভাবই লক্ষিত হইয়াছে। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, ক্রিয়ার এই তিন ভাবের মধ্যে প্রত্যেক ধাতু বা ক্রিয়াতে একটী ভাব বিবক্ষিত, অপর দুইটী অবিবক্ষিত--লীন অবস্থায় থাকে।

প্র। নামের সহিত অর্থের কি প্রকার সম্বন্ধ?

উ। রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটী একবার স্মরণ কর; জগৎপিতা শঙ্কর এবং জগজ্জননী পার্ব্বতী যেমন নিত্যসম্বদ্ধ, সেইরূপ বাক্য বা নাম এবং তাহার অর্থ নিত্যসম্বন্ধ। নামে তিন প্রকার ক্রিয়াই বিদ্যমান আছে, তবে প্রত্যেকটীর বিবক্ষা নাই। ধর 'রাম' শব্দ। 'রম্' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই যে 'রাম' পদ, ইহা দ্রব্য পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন যেমন দ্রব্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন ও তেমনি বলিয়াছেন,—দ্রব্য আর গুণ লইয়া নাম হইয়াছে। রম্ ধাতুর অর্থ উপরম বা লয়; যেখানে সব উপরক্ত হয় বা লীন হয়, তাহা

'রাম'। রম্ ধাতুর এই অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানে রম্ ধাতুতে (তিন ক্রিয়ার মধ্যে) উপরতি ক্রিয়ারই বিবক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কাহার উপরতি? উত্তরে বলিতে হইবে, যাহা একবার অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়াছিল তাহারই উপরতি। অতএব 'রম্' ধাতুর মধ্যে উৎপত্তি-ক্রিয়ার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পর, আরও ভাব, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া, পুনরায় অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার কিছুকাল স্থিতি ও হইয়াছিল। অতএব দেখ, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই তিনটী ক্রিয়াই রম্ ধাতু দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। [সুতরাং একবার (অর্থচিন্তাপূর্ব্বক) 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলেই তোমাকে একবার বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের সংবাদ লইতে হইবে। এইরূপে নাম সাধন করিলে উপাসনার আর অবশিষ্ট কি থাকে?]

গুণ বা শক্তি এবং দ্রব্য, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? শক্তি এবং দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ নয়। দাহিকাশক্তি ব্যাতরিক্ত অগ্নি-পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় কি? যখন আমাদের 'শক্তি' এবং 'আধার' এই উভয়ের একসঙ্গে উপলব্ধি হয়, তখন আমরা বলি, 'অগ্নি দেখিতেছি'। শক্তি আর শক্তিমান্ একই বস্তু। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—যাহা হইতে জগতের জন্মাদি ক্রিয়া সংসিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম ক্রিয়াশক্তির আধার। ব্রহ্মকে কি কেবল ক্রিয়াশক্তিরই আধার বলিয়া বুঝিতে হইবে? না; তিনি জ্ঞানশক্তির ও আধার। জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, ইহারা সব এক শক্তিরই ভেদ মাত্র। 'যদেবং তদিদং' ইতি জ্ঞানশক্তিঃ; 'যদেবং তত্ত্ববতু' ইতি ক্রিয়াশক্তিঃ। তাই পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা জ্ঞান—বেদাদি—তাহার মূল ও তিনি। সুতরাং সকল সূত্র ইহার মধ্যেই রহিল।

শক্তি থাকে কোথায়? শক্তি বা গুণ আধাররূপী নাম বা দ্রব্যে লীন থাকে; যখন অভিব্যক্ত হয় তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম সগুণ হন। এই সগুণ ছাড়িয়া কে কবে কোথায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছে?

ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া নামে পৌছানই সকল উপাসনার মূল। যত দর্শন শাস্ত্র, সব নিরুক্তে আছে (কারণ, নিরুক্ত সব নামের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন)। সকল নাম বা শব্দই মূলতঃ ব্রহ্মবাচী; কোন এক শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে শেষে গিয়া ব্রহ্মে পৌছিবেই। এই কথাটী বুঝাইবার নিমিত্ত ঐতরেয় আরণ্যক একটী

দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। * এক বলীবর্দ্দ স্বামীর অনেক বলীবর্দ্দ ছিল। সকলের সহিত সমকালে সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত তিনি নিজহস্তে একটী মূলরজ্জু সংলগ্ন করিয়া রাখিতেন, এবং সেই মূলরজ্জুর সহিত অনেক শাখারজ্জু সংলগ্ন করা ছিল। সেই সকল শাখারজ্জুর অন্ত্যভাগ সকলের সহিত বলীবর্দ্দগুলি সংযুক্ত ছিল। বলীবর্দ্দস্বামীকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত শাখারজ্জু টানিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ, শাখারজ্জুগুলি মূলরজ্জুর সহিত সম্বন্ধ থাকাতে শাখারজ্জুতে টান পড়িলেই মূলরজ্জুতে টান পড়িত। সেই প্রকার, কোন এক বেদোক্ত বা সাধুশব্দের অর্থ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী প্রভৃতি অবস্থা পার হইয়া গিয়া শেষে পরব্রহ্মে পৌঁছিবেই। কোন এক নাম-রজ্জু ধরিয়া টান দাও, মূল রজ্জুতে টান পড়িবে, উত্তর আসিবে,—

"কি চাহিতেছ ?"

নাম ও রূপ।

বিষ্ণুনাম, শিবনাম, কালীনাম, রামনাম, এ সকল নামের সার্থকতা কি ? এক নাম এবং অন্য নামে পার্থক্য কি ?—এই সকল বিচার করিতে হয়। 'কাল' শব্দ ভগবদ্বাচক, স্ত্রীলিঙ্গে কালী'। বিভেদ কি ? মূলতঃ কিছুই নয় ; তুমি যাহাতে ডাক, তাহাতেই দেখা দিবেন, তুমি কালী বলে ডাক, স্ত্রীরূপে

---

* "তস্য বাক্‌তন্তির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতং সর্ব্বং হীদং নামনীং সর্ব্বং বাচাভিবদতি।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

ভাষ্য।

যথা বহুবলীবর্দ্দস্বামিনো বনিগ্রস্তবন্ধনার্থা কাচিদ্রজ্জুঃ শঙ্কুদ্বয়ে বধ্বা প্রসারিতা ভবতি। তস্যাং রজ্জৌ প্রত্যেকং বন্ধনায় পৃথক্ পাশা ভবন্তি। এবং 'তস্য' প্রাণস্য, 'বাক্‌তন্তিঃ' শব্দসামান্যং প্রসারিতদীর্ঘরজ্জুস্থানীয়ং, দেবদত্তযজ্ঞদত্ত 'নামানি' দামস্থানীয়ানি, 'তৎ' তথাসতি, 'অস্য' প্রাণস্য, সম্বন্ধিন্যা 'বাক্‌-সামান্যরূপয়া দীর্ঘ'তন্ত্যা', নামবিশেষরূপৈ 'দামভিঃ' 'সর্ব্বমিদং' স্থাবরজঙ্গমরূপং, অভিধায়কে 'নামনি' ব্যবস্থিতমিতি লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ। অতএব 'সর্ব্বং' বস্তু উদ্দিশ্য, সর্ব্বোঽপি পুরুষঃ 'বাচা' তত্তন্নাম্না, 'অভিবদতি'। যদীয়েন নাম্না পুরুষমাকারয়তি স এব পুরুষো, রজ্জুবন্ধনেনাকৃষ্ট ইব সহসা আগচ্ছতি॥

দেখা দিবেন। পুরুষও তিনি, স্ত্রীও তিনি। বেদে * কালকে স্তব করা হইয়াছে,—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী—তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই কুমারী। ভগবান্ যে রূপে সংসারে লীলা করিতেছেন, তাহা কালীরূপ। রূপটী ভাল করিয়া চিন্তা কর, দেখ কি দেখাইতেছেন—যেন চিন্ময় পরমাত্মার বক্ষে দাঁড়াইয়া (হরহৃদয়নিবাসিনী) প্রকৃতি লীলা করিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে সদা আশ্রিত হইয়া লীলা করিতেছেন। কর্ণে দুইটী কুণ্ডল (কুণ্ডলের কথা ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে সকল স্থলে দেখান হয়না) আছে—তাহারা যেন চন্দ্র এবং সূর্য্যরূপ দুইটী শিশু। এই সকলের অর্থ কি ? মা ক্রীড়া করিতেছেন। সংসারে কি দেখিতে পাও ? সংসারটা কিসের রূপ ? সংগ্রামের রূপ ; সংসারে অবিরাম সুরাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে—তা'ই মার রণরঙ্গিণী রূপ। সংসারে সর্ব্বদাই এই সংগ্রামের জন্য কোলাহল হইতেছে ; রণপদের অর্থ কি ?—শব্দ, কোলাহল।

মার অন্তরের রূপ চিন্ময় রূপ, তাহা রাম রূপ, তাহা রমণীয় রূপ ; মতারকনা রামনাম সেই রূপের বাচক। মা যখন সন্তানকে সংসার হইতে তাড়াইয়া লইয়া শান্তিধামে লইয়া যান, তখন রামরূপ দেখান, মার তখন কালীরূপ গিয়া রামরূপ হয়, কালী নাম গিয়া রাম নাম হয়। 'রাম' শব্দের অর্থ কি ? [রাম শব্দ রম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে] রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ নিত্যানন্দে চিদাত্মনি—যাঁহাতে, যে নিত্যানন্দস্বরূপ চিদাত্মাতে, যোগিগণ, সাধক ভক্তগণ রমণ করেন, আনন্দ পান, তিনিই রাম। সেই রূপই রামরূপ, সেই নামই রাম নাম। অদ্ভুত রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতাদেবী কালীরূপ ধারণ করিয়া শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। কালীরূপ মার বাহিরের রূপ, জগতের রূপ (জগতের রূপে ত মোক্ষ হইবেনা), তাঁহার অন্তরের রূপ রামরূপ। যে 'কালী-কালী' বলে, সে, সময় হইলে, 'কালী' বলিলেও রামরূপই দেখিবে। সংসার হইতে তোমার হৃদয় যখন অপহৃত হইবে, তখন কালীরূপই রামরূপ ধারণ করিবে। ভাবিতে হয়, জগতের কোন কিছু আমার নয়,—বাড়ী আমার নয়, টাকা আমার নয়, স্ত্রী-পুত্রাদি কিছুই আমার নয় ; যখন এই ভাব স্থির হইবে, তখন মার রূপ ঠিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল মার রূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অভ্যাস দ্বারা এই ভাব বা সংস্কার দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে. অন্য সংস্কারসকল বিচার দ্বারা অপসারিত করিতে হইবে, সদা এই ভাবটী রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—

* শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভো, এক তুমি আছ আর আমি আছি, তা'ছাড়া আর কিছু নাই ; বদ্ধ হইয়াছি কেবল দুটী অক্ষরের জন্য—'মম'—'এই আমার', 'এই আমার'।*

সাধনায় রূপভেদ হয় কেন? প্রকৃতির যত বহির্মুখী অবস্থা হয়, ততই ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হয়। একই ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন হইয়া থাকেন। প্রাধান্যেব বিবক্ষা উপাসকের প্রকৃতিভেদ অনুসারে হইয়া থাকে। সেই জন্যই দীক্ষার ভেদ হইয়াছে। যাহার প্রকৃতিতে ভগবানের যে যে রূপ ভাললাগে, যে লীলা ভাল লাগে, তাহাকে সেইরূপ দীক্ষা দিতে হয়। তাহার পর সাধনা করিতে করিতে যখন অগ্রসর হইয়া যায়, তখন আর ভেদজ্ঞান থাকেনা। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাকে নিজ প্রকৃতি (বা পূর্ব্বসংস্কার) অনুযায়ী সাধনা করিতে হইবে।

নামে রস।

প্র। এক এক সময়ে মার নামে বেশ রস পাই, আবার অন্য সময়ে পাইনা। ইহার কারণ কি? সর্ব্বদা কি করিয়া রস পাইতে পারি? আর কোন সাধনা না করিয়া কেবল ভগবানের নাম গ্রহণ দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় কি না? †

উ। ইহা জানিতে হইলে, তোমাকে প্রথমে জানিতে হইবে :—নাম কি? নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ কি? রস কোন্ পদার্থ? নামে রস পাও কেন?

যাহা রসিত হয়, আস্বাদিত হয়, যাহা আনন্দপ্রদ তাহা রস। আনন্দ কে দিতে পারেন? যিনি আনন্দময়, রসময়, তিনিই আনন্দ দিতে পারেন, তদ্ভিন্ন কেহ আনন্দ দিতে পারেনা। জগতে যেখানে যাহা কিছু আনন্দ পাওয়া গিয়া থাকে, সে সকল স্থলে তিনিই আছেন, তিনিই আনন্দ দিয়া থাকেন (রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি।—তৈঃ উপনিষৎ।)

নাম কোন্ পদার্থ? ভগবান্ এবং তাঁহার নাম এই দুইয়ে সম্বন্ধ কি? নামই রূপে পরিণত হয়। ভগবানের নাম জপ করিতে করিতেই তাঁহার

---

* ক্রমে যখন সাধকের দ্বৈতভাব গিয়া অদ্বৈতভাব আসে, তখন 'আমি আছি' এই ভাবটী আর থাকে না, তখন সাধকের পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তখন সাধক বুদ্বুদবৎ ভগবানের চরণসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান।

† এক দিবস কলিকাতার (মাণিকতলাষ্ট্রীটস্থ) বাসায় পূজ্যপাদ শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের একজন শিষ্য পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরামকিঙ্করকে উপরি উদ্ধৃত প্রশ্নটী নিবেদন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে যে উপদেশগুলি লিখিত

রূপদর্শন হয়; রূপ যাহা, তাহা পূর্ব্বে নামেই বিদ্যমান থাকে; নাম দ্বারাই নামীর কাছে পৌছান যায়। §

নামে রস সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু রসগ্রহণ (যে কোন পদার্থেরই হউক) অন্তরে প্রবেশ না করিলে হয়না। যতক্ষণ বাহিরে থাকা যায় তভক্ষণ কোন বস্তুর জ্ঞান হয়না, কোন বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায়না বা শুনা যায়না। মনে কর, এই আম্রটী তোমায় সম্মুখে রহিয়াছে; তুমি যতক্ষণ অন্য পদার্থ হইতে মন না ফিরাইয়া আনিতেছ, ততক্ষণ আম্রটীকে দেখিলেও দেখিতে পাইবেনা, অন্যদিকে মন থাকিলে, আম্রটী সম্মুখে থাকিলেও এবং তুমি তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেও তোমার তাহার জ্ঞান হইবেনা। অতএব আম্র দেখা হইবেনা। আম্রটী দেখিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে, তবেই তাহাকে দেখিতে পাইবে; দেখাশুনা প্রভৃতি যাহা কিছু সব অন্তরেই হয়। চক্ষুত দেখেনা, দেখে মন; অতএব অন্তরে না যাইলে দেখা হয়না। রস গ্রহণ ও সেইখানেই হয়। অন্তরে যে

হইল, তাহা প্রধানতঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তরদানাবসরেই প্রদত্ত হইয়াছিল। আমি তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকা হেতু তাহা শ্রবণ করিবার ভাগ্য পাইয়াছিলাম।

§ * * * বাগেবাবিভাগাপন্না গবাদিরূপেণাবতিষ্ঠতে। গবাদয়শ্চ বাহ্যার্থবিভাগাঃ পুনঃ শ্রুতিরূপত্বেন পরিণমন্তে। অতএব শব্দার্থয়োঃ কার্য্যকারণ ভাবসম্বন্ধ ইত্যেকে। শ্রুতিরপি। 'নামেদং রূপত্বেন চ বৃত্তরূপং রূপং চেদং নামভাবেন তস্থে। একে তদেকমবিভক্তং বিভেজুঃ প্রাগেবান্যে ভেদরূপং বদন্তি' ইতি।—বাক্যপদীয়টীকা।

উক্ত বচনগুলি হইতে পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন যে, গবাদিশব্দই গবাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকে, এই বিশ্বজগৎ সূক্ষ্ম বেদরূপা 'বাক্'-এরই প্রকটিত রূপ; (স্থূল, প্রকটিত) রূপ যাহা, তাহা আবার (প্রলয়কালে) নামে পর্য্যবসিত হয়, সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে লীন হয়। যে রূপ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তাহা পূর্ব্বে নামভাবে বিদ্যমান থাকে—বীজে যেমন অঙ্কুরাদি বিদ্যমান থাকে। যে নিয়মে দৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করিয়া থাকে, সেই নিয়মেই যথাছন্দে, যথাস্বরে উচ্চারিত দেবতার নাম দেবতার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। তবে জপ যথাছন্দে হওয়া চাই, নাম শাস্ত্রপ্রোক্ত নাম হওয়া আবশ্যক। উপাসনা মন্ত্রদ্বারা কেন করিতে হয়, দেবতা-প্রতিপাদক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হইলে কি প্রকারে তাহা রূপে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে এনি

চিত্তদপণ আছে, তাহা যদি ভিতরের দিকে ফিরান থাকে, অর্থাৎ, যদি বাহিরের দিকে—বিষয়ের দিকে ফিরান না থাকে, তাহা হইলে, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। নামগ্রহণ করিলেই নামীর কাছে পৌছান যায়, কিন্তু যদি এরূপ হয় যে মুখে নাম করিতেছ, কিন্তু ভাবনা নানাপ্রকার বিষয়েরই করিতেছ, যদি তোমার চিত্তদপণটী বিষয়ের দিকেই ফিরান থাকে, তাহা হইলে, তাহাতে বিষয়েরই প্রতিবিম্ব পড়িবে, নামীর প্রতিবিম্ব আর পড়িবেনা, তোমার সে নামগ্রহণ বস্তুতঃ নামগ্রহণ হইবে না। পাতঞ্জল দর্শন এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"—নাম জপ করিবার সময়ে নামের অর্থভাবনা করিতে হইবে, নাম প্রতিপাদ্য অর্থের চিন্তন করিতে হইবে; তাহা হইলে, মন বস্তুতঃ নামীতেই বাঁধা থাকিবে, বিষয়ে আর যাইতে পারিবেনা। মনে কর, একখানি আরসি রহিয়াছে, তোমার ইচ্ছা হইল, সেই আরসিতে তুমি তোমার মুখ দেখ; কিন্তু একজন পুরুষ সেই আরসির সম্মুখে নানাবর্ণের ফুল সকল দ্বারা গ্রথিত একটি বৃহৎ মালা সর্ব্বদা ঘুরাইতেছে, সেই আরসিতে নিরন্তর সেই নানা বর্ণবিশিষ্ট ফুলসকলের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি তোমার মুখ তাহার সম্মুখে লইয়া যাও, তাহা হইলে তোমার মুখের প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখিতে পাইবেনা। যদি দেখ ত অতি অস্পষ্ট ভাবে দেখিবে, মালার প্রতিবিম্বের সহিত মিশ্রিত একটী প্রতিবিম্ব দেখিবে, কারণ, মালার প্রতিবিম্বটী পূর্ব্ব হইতেই তাহাতে পতিত রহিয়াছে। যদি মালাটী সম্মুখ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তোমার মুখের প্রতিবিম্ব অতি পরিষ্কার ভাবে দর্পণে দেখিতে পাইবে। সেইরূপ, মন যদি অন্য বিষয় সকল ভাবিতে থাকে, চিত্তদর্পণে যদি নানাবিধ বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইতে থাকে, তাহা হইলে নামীর রূপ আর দেখিতে পাইবেনা। চিত্তকে নিরোধ কর, বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত কর, চিত্তদর্পণকে বিষয়াভিমুখীন করিয়া রাখিওনা, তাহার মুখ ফিরাইয়া দাও, তাহা হইলেই তাহাতে নামীর প্রতিবিম্ব পড়িবে, রসময়ের প্রতিবিম্ব পড়িবে, রসবোধ হইবে। বিষয়ের প্রতিবিম্বগুলি রসকে যেন আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহাদিগকে

বেসাণ্ট্ (Annie Besant) যে সকল উক্তি করিয়াছেন এবং যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতি নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল [এই বিষয়ে পূর্ণ উপদেশের নিমিত্ত পাঠক পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের বেদ স্বরূপচন্দ্রিকা দর্শন করিবেন]:—

সরাও, তখন রসবোধ হইবে। রসময় সদা সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে কোথাও হইতে আনিতে হয়না। যাহা কোন এক স্থানে নাই, তাহার অস্তিত্ব বোধ করিতে গেলে, তাহাকে অন্য স্থান হইতে সেখানে আনিতে হয়, কিন্তু যে বস্তু সর্ব্বত্র সদা বিয়াজমান, তাহাকে আর অন্য স্থান হইতে আনিতে হয়না। তবে (ক্লেশকর) সাধনা কি নিমিত্ত করিতে হয়? অন্য বস্তু আসিয়া তাহাকে

" * * * for the whole Universe is but the uttering of the word which is latent in the unmanifested Logos. and which is spoken in the second Logos ; it is this spoken Word which is the objective Kosmos. So alike in Kosmos and in man is this power of sound—sound without which form cannot be, sound which is the builder of form, which generates form, every sound having its own form, and every sound being of this triple character, that it generates form, that it upholds form, that it destroys form. Thus, once again, the Trimurti appears, the Creator, the Preserver, the Destroyer ; they are all one in different aspects, for the Divine is one, whatever the form of its manifestation. And here indeed may we bring together ancient and medern thought ; Sabda Brahman is therefore that builds the Kosmos, but is also the force by which a Yogi brings about all the powers within himself ; and so, as I say, taking our Western science, we can now bring, in support of this form-building power of sound, a number of what are called facts, which to some persons are more convincing than those deeper realities of which the fact is only the phenomenal expression. [এই স্থলে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠক ইচ্ছা হইলে মূলগ্রন্থে দেখিতে পারেন]।

* * * So sceince has shown us how forms are builded by sound, * * *—The Building of the Kosmos by Annie Besant.

ঢাকিয়া দিতে না পারে তজ্জন্য, অন্য যে সকল বস্তু তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য ; সেগুলিকে সরাইয়া দিলেই সেই সদা বর্ত্তমান মধুময় পদার্থের রূপ দৃষ্ট হইবে। অতএব নামে রস সর্ব্বদাই আছে, আমাদের বাসনা সে বস্তুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাই রসবোধ হয়না ; যখন চিত্ত বিষয় দ্বারা আক্রান্ত হয়না, তখনই রসবোধ হয়।

অনেকের ধারণা, নামগ্রহণরূপ সাধনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে, ইহা চৈতন্যদেবের সময় হইতেই জাত। তাহা নয় ; ইহা বেদেও আছে ; ঋগ্বেদের এই মন্ত্রই তাহার প্রমাণ— *

"তমুস্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষাপিপর্ত্তন
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তনমহস্তেবিষ্ণো সুমতিং
ভজামহে ॥
—ঋগ্বেদ, ২য় অষ্টক।

ঐতরেয় আরণ্যকের "তস্য বাক্ তন্তির্নামানি দামানি" ইত্যাদি বচনও ইহার প্রতিপাদক। নামগ্রহণ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সকল সাধনাই কৃত হয়, সকল যোগই অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভগবানের নামগ্রহণরূপ যে সাধনা তাহার যথার্থরূপ জানা আবশ্যক। [ক্রমশঃ]

---

* এই মন্ত্রটীর উত্তরার্দ্ধ পূজ্যপাদ জীবগোস্বামি প্রণীত 'ষট্সন্দর্ভান্তর্গত ভগবৎসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু লিপিকরপ্রমাদবশতঃ কিছু রূপান্তরিত হইয়াছে।

স্বর্গগত 'রাজ মঞ-প্রবীণ", "দেওয়ান বাহাদুর", কাব্যানন্দ

ডাক্তার জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী,

এম্ এ ; (পি, আর্, এস্,) ; পি, এচ, ডি ; এফ্, আর্, এ, এস্ ;

(যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট্ জেনারল্)

মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী-দৃষ্টান্ত (Example) দ্বারা

প্রত্যক্ষ দর্শন (Practical Philosophy)

বিষয়ক কতিপয় উপদেশ।

দাদা! কেবল আমি নহি, যিনি তোমাকে একবার দেখিয়াছেন, তোমার দেবস্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন, তোমার সম্পদে বিপদে হৃদয়রমণ সরল হাস্য-মাখা মুখখানি যাঁহারই নয়নে একবার পতিত হইয়াছে, তোমার প্রেমপূর্ণ সহজ মধুর বাণী যাঁহারই কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই তোমার স্থূল রূপের অন্তর্ধানে আমার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শোকশরে বিদ্ধ হইয়াছেন, আমার ন্যায় তাঁহারই দশদিক্ শূন্য বোধ হইয়াছে, তিনিই বলিয়াছেন, বোধ হয়, যাবজ্জীবন বলিবেন, যে পুরুষরত্নটী হারাইলাম, এ জীবনে তাদৃশ পুরুষরত্ন আর পাইব না। তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সে কুল নিশ্চয়ই অতি পবিত্র, তোমার মত পুত্র-রত্নকে প্রসব করিয়া তোমার জননী কৃতার্থা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, তোমার ভ্রাতা, ভগিনীগণ, তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার পুত্র-কন্যারা, এক কথায়, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সুকৃতি নিবন্ধন তোমার সহিত কোন না কোন সম্বন্ধসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই, যে পুণ্যলোকে শোভন হৃদয়যুক্ত, সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষেরা আধি-ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত, শোক-তাপ দ্বারা দহ্যমান নশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ ভোগ করেন, সেই পুণ্যলোকে গমন করিবেন, আস্তিক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত সেই সুখময় স্বর্গধামে যাইয়া তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন, আপাততঃ কিছুদিন দুর্ব্বিষহ শোকানলে দগ্ধ হইলেও তোমার অসামান্য সুকৃতি প্রভাবে তাঁহারা সকলেই চিরদিন তোমার সহিত চির শান্তি নিকেতনে বাস

করিবেন। আমার এইরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ কি? তুমি স্থূল দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক সুখময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছ, আমার এইরূপ দৃঢ়প্রত্যয় হইবার হেতু কি?

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপাদিগ্রন্থরচয়িতা পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের মুখে শুনিয়াছি, সনাতন বেদে আছে, যাঁহারা "ভাবনাখ্য" অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যাঁহারা সুহাদ—শোভনহৃদয়যুক্ত, যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মা, তাঁহারা স্থূলদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক তাদৃশ সুখময় স্থানে গমন করেন, এই মর্ত্ত্যধামে তাঁহারা যাহা কিছু হারান, তৎসমুদায় সেই সুখময় স্থানে যাইয়া পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়েন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, দাদা, তুমি শ্রুতিলক্ষিত শোভনহৃদয়োপেত পুরুষ, বর্ত্তমান দেহে বুদ্ধিপূর্ব্বক না হইলেও পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ তুমি অবশভাবে ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ, পূর্ব্বজন্মে ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে, বর্ত্তমানজন্মে তুমি (ইংরাজী গণিত, বিজ্ঞানাদি বিদ্যাতে অসাধারণ কুশলতা লাভ করিয়াও, তোমার জীবনের প্রথম ভাগ বিশেষতঃ অপরাবিদ্যার অনুশীলনে অতিবাহিত হইলেও) এতাদৃশ শাস্ত্রশ্রদ্ধাবান্ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে না, বহুজন কমনীয় উচ্চপদে স্থাপিত হইলেও, তুমি এইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে না, তোমার হৃদয় এই প্রকার বিশ্বজনীনপ্রেমপূর্ণ হইত না, এমন বিগলিত-অভিমান হইত না। মরণের পর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন, এবং কেই বা নরকে পতিত হয়েন, পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্কর এই প্রশ্নের সমাধানার্থ একটী গল্প বলিয়াছিলেন; গল্পটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল, আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, "মরণের পর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন, এবং কেই বা নরকে পতিত হয়েন," এই বহু বিবাদাস্পদ অতিমাত্র গহন প্রশ্নের অনায়াসে সমাধানপথে উক্ত গল্পটী যাদৃশ উপকার করে, বোধ হয়, গম্ভীর দার্শনিক বিচার দ্বারা উহার তাদৃশ সুগম সমাধান হয় না। আমি এই নিমিত্ত সংক্ষেপে এই স্থলে ঐ গল্পটির উল্লেখ করিতে ইচ্ছুক হইলাম।

এক সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক দেশে প্রত্যাগত হইয়া, ছাত্রদিগকে শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। কিছু-দিন অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহার মনে মরণের পর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিলেন, কেই বা নরকে পতিত হইলেন, নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা জানিবার উপায় কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। বহু চেষ্টা করিয়াও মরণের পর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিলেন, কেই বা নরকে পতিত হইলেন, ব্রাহ্মণ তাহা জানিবার কোন উপায় দেখিতে পান না, কিন্তু এই বিষয় জানিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ এত প্রবল হয়

যে, কোথায় যাইলে, কি করিলে, ইহা জানিতে পারা যাইবে, দিবানিশ এই চিন্তাতেই ব্রাহ্মণ মগ্ন থাকিতেন, পথে, পথে ভ্রমণ করিতেন. যাঁহাকেই সম্মুখে দেখিতেন, তাঁহাকেই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, মরণের পর কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিলেন, কেই বা নরকে পতিত হইলেন, নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা জানিবার উপায় কি? বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইল, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, যাহা জানিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পাগলের ন্যায় বহুদিন পথে পথে ভ্রমণ করিলেন, কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে তাহা জানিবার উপায় বলিয়া দিতে পারিলেন না। পরিশেষে একটী কোমলচিত্ত, সুবুদ্ধিমতী বারবনিতা বহুদিন ব্রাহ্মণকে পাগলের মত পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দাসী দ্বারা কি নিমিত্ত ইনি অনেকদিন এই ভাবে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা করেন। দাসী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ বলেন, মা! "মরণের পর কে স্বর্গে গমন করিলেন, কেই বা নরকে পতিত হইলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি এইভাবে পথে পথে ভ্রমণ করি।" দাসী ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া উক্ত বারবনিতাকে যে কারণে ব্রাহ্মণ বহুদিন পাগলের মত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা জানায়। বেশ্যাটী ব্রাহ্মণকে দাসী দ্বারা ডাকাইয়া আনেন, এবং বলেন, আপনি যাহা জানিবার নিমিত্ত এতদিন পাগলের মত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আমি আপনাকে তাহা জানিবার উপায় বলিয়া দিব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, তবে কিছুদিন আমার বাটীতে আপনাকে বাস করিতে হইবে। বারবনিতার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যারপর নাই সুখী হইলেন, বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে জানিয়া বিনা আপত্তিতে বেশ্যার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন উক্ত বেশ্যা তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখে আয়, এই মৃত ব্যক্তি স্বর্গে গেল, কি নরকে পড়িল। অল্পকালের মধ্যে দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা! লোকটী স্বর্গে গেল। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, মনে মনে নিজ বিদ্যাভিমানকে শতবার ধিক্ ধিক্ বলিলেন। অন্য একদিন বেশ্যা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখে আয়, এই মৃত ব্যক্তি স্বর্গে গেল, কি নরকে পড়িল। দাসী পূর্ব্ববৎ অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা! এ হতভাগ্য নরকে পড়িল। ব্রাহ্মণ অবাক্, বহুবার মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, ইহাঁরা মানুষ না দেবতা? বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ্যাটীকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, মা! তোমরা কে? আমার দুঃখ দেখে কি তোমরা নররূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিলে? মা! বহুশাস্ত্র পাঠ

করিয়া আমি যাহা জানিতে পারি নাই, বহুদিন পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছি, যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছি, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই যাহা বলিয়া দিতে পারেন নাই, তোমরা অনায়াসে কিরূপে তাহা জানিতে পারিলে ?

বেশ্যাটী বিনয়াবনত হইয়া উত্তর করিলেন, "ঠাকুর! আপনার সরলতা দেখিয়া, আপনার তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রবলতা উপলব্ধি করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি ; ঠাকুর! আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। ঠাকুর! যিনি দেহত্যাগ করিলে, সকলেই অনুতাপ করেন, 'আহা, আহা' করেন, যাঁহার মৃত্যু বহু ব্যক্তিকে শোকার্ত্ত করে, বহুজন, 'আজ আমরা আশ্রয়শূন্য হইলাম, এমন লোক আর হবেন না, ইনি অনেকের মা-বাপ ছিলেন,' যিনি মরিলে বহুব্যক্তি এইরূপ কথা বলেন, তিনি স্বর্গে গমন করেন, আর যে ব্যক্তি মরিলে, 'দুষ্ট মরিয়াছে, পৃথিবী এইবার শান্তিময়ী হইবেন, আপৎ দূরীভূত হইয়াছে,' লোকে এইরূপ কথা বলে, ঠাকুর! সে নরকে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হইলেন, বেশ্যাটীকে ভূয়োভূয় প্রণাম করিলেন।

যাঁহারা ৺জ্ঞানশরণকে ঠিক জানেন, আমি নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহারা এক বাক্যে বলিবেন, দুর্ভাগ্য ভারতভূমি আজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্তা হইলেন, বোধ হয়, বহুদিন এইরূপ ক্ষতিগ্রস্তা, হন নাই, ভারতগগনের একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। ৺জ্ঞানশরণ সুখময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, যে কারণে আমার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এই গল্পটী দ্বারা তাহা সুখবোধ্য হইবে।

দাদা! সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা ভগবান্ পাত্রবোধে তোমাকে উচ্চপদে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই অভাবমোচনার্থ তোমায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, চাকরীর প্রার্থী হইয়া তোমার সমীপে আগমন করিতেন, কিন্তু তুমি কখন বিরক্ত হইতে না, তুমি কখন কাহার চিত্তকে প্রেমশূন্য কঠোর বচন প্রয়োগে ব্যথিত কর নাই, তোমার সহিষ্ণুতা অতুলনীয়, তুমি সকলকেই কুটুম্বের ন্যায় পালন করিয়াছ, বিরক্ত না হইয়া, সকলের আবদার শুনিয়াছ, অতএব হে পুরুষসিংহ! তুমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে বিধিপূর্ব্বক ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলে। পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের মুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রীতির নাম প্রকৃত জ্ঞান, অতএব তুমি প্রকৃত জ্ঞানী ছিলে, তুমি স্বনামকে (জ্ঞানশরণ) সার্থক করিয়াছ। সকলকে আত্মদৃষ্টিতে দেখাই, সকলের প্রতি আত্মভাবনা করাই "ভাবনাখ্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ"। আমার এই নিমিত্ত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তুমি রোগাক্রান্ত দেহ ত্যাগ করিয়া চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিয়াছ, পরমানন্দে আছ, অপিচ তোমার আত্মীয়গণ /তোমার

পুণ্যবলে সেই সুখময় স্থানে গমন করিবেন, তোমার সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবেন, দুর্ব্বিষহ শোকের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

সংসার সাধারণতঃ যাহাকে সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তোমার সহিত আমার তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না, আমি তোমার কনিষ্ঠের সহাধ্যায়ী ছিলাম, তোমার কনিষ্ঠ আমাকে সহোদরের মত ভাল বাসিত, আমাকে বন্ধু জ্ঞানে আদর করিত। আমি তাই তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম, ঐদৃষ্টিতে দেখিতাম। তোমার হৃদয় এমনি সমবেদনাদি গুণভূষিত ছিল, এমনি প্রেমবিগলিত ছিল যে, আমি কোনদিন বুঝিতে পারি নাই, তুমি আমার দাদা নও, তোমার নির্ম্মল সোদরোচিত ব্যবহার কোনদিন আমাকে বুঝিতে দেয় নাই, হরিকে (আমার সহাধ্যায়ী) তুমি আমা হইতে অধিক ভাল বাসিতে। আমি যতদিন এই মর্ত্ত্যধামে থাকিব ততদিন আমার জিহ্বা অবসর প্রাপ্ত হইলেই "ধন্য পুরুষ তুমি" এই কথা উচ্চারণ করিবে, তোমার দেবোচিত গুণ কীর্ত্তন করিব। তুমি মানুষ দেহে দেবতা ছিলে, সুখময় অমরপুরীই তোমার যোগ্য বাসস্থান, দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান দুর্গত ভারতভূমিতে তুমি দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে কেন?

তোমার জন্য শোক না করা আমার পক্ষে অসম্ভব, যে জ্ঞানের বিকাশ হইলে মানুষ শোক করেনা, আমার সে জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, যথার্থ আত্মবিৎ শোকে অভিভূত হন না, কিন্তু আমি তাদৃশ পুরুষ নহি, আমি ইচ্ছা করিলেই যদি তোমাকে দেখিতে পাইতাম তোমার প্রেমপূর্ণ সুমধুর বাণী শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে তোমার স্থূল দেহের তিরোধান আমাকে এত অধীর করিতে পারিত না। যতদিন স্মৃতিশক্তি অব্যাহত থাকিবে ততদিন আমাকে তোমার জন্য শোক করিতেই হইবে, ততদিন আমি তোমাকে না ভাবিয়া থাকিতে পারিবনা, ততদিন আমাকে তোমার গুণের কথা স্মরণ করিতেই হইবে, নির্জ্জনে নীরবে কাঁদিতেই হইবে।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

———

বর্ষশেষ।

বিফল বাসনা লইয়া কতই মনে,
কাটিছে এমনি কতেক বরষ মম,
কত মধুমাস কাটানু মায়ার বনে,
আকাশের পানে চাহিয়া চাতক সম।

কবে কোন যুগে কুহেলিকা ভেদ করি',
তৃষাতুর হৃদে দেখা দিবে তুমি এসে,
তাহার লাগিয়া অনাদি জীবন ধরি,
রব কতকাল মিছা স্বপনের দেশে?

বার বার কত এমনি ফাল্গুন আসি
চলি গেল সেই মহাসাগরের পারে,
মিলিল না কুল কেবল বেড়ানু ভাসি
নিঠুর এলনা আমার আঙ্গিনা দ্বারে।

জীবনের তীরে নামে গোধূলির ছায়া
কে জানে কখন ডু'ববে মলিন রবি,
তবে কোন বৃথা কুহকিনী মহামায়া
আঁখির সমুখে আঁকিছে মোহন ছবি?

হেন ঘুমঘোরে কত কাল র'ব আমি
সময় নাইরে করি' হেথা ধূলা খেলা,
অমৃতের লাগি বিয়াকুল দিবাযামী
তারি সাগরেতে ভাসাইনু ভাঙ্গা ভেলা।

নবীন বরষ আসে ঐ দেখ দূরে
ঘাটের বাঁধন এখন শিথিল করি,
কে ডাকে আমারে কিবা অভিনব সুরে
অকূলের পানে চলুক জীবন তরি।

(বি)

ডাকাতের ধর্ম্ম।

চোর চুরি করে লুকাইয়া আর ডাকাত জানাইয়া ডাকাতি করে। কলির মানুষ ব্যভিচার করে লুকাইয়া নয়, দেখাইয়া। সকল রকম দুষ্কর্ম্ম করা হইয়া গিয়াছে; সকল ব্যভিচার করা হইয়া গিয়াছে, ত্যাগ সকলই গ্রহণ নাই। পিতা মাতা ত্যাগ, সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ, শ্রাদ্ধ তর্পণ ত্যাগ, সদাচার সৎব্যবহার ত্যাগ, আর যত প্রকার অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম আছে সবই করা হইয়া গিয়াছে তোমার আজ্ঞা মত কিছুই করা হয় নাই। আমি ডাকাত—সকল রকম অভক্ষ্য খাইয়াছি, সকল রকম ধর্ষণ করিয়াছি, সকল প্রকার কষ্ট সকল প্রকার লোককে সকল জীবকে দিয়াছি—আচ্ছা বল দেখি আমার কি কোন গতি নাই? না—আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—আমার মত পাপীর ও কোন গতি নাই। গতি আমারও আছে। নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে! মা! দুর্গা! তুমি ত জগত্তারিণী। আর আমি! "জগবাহির নই মুই ছার" মা! আমি ত তোমার জগতের বাহির নই—তবে আমার ত্রাণ হইবে না কেন? মা! তুমি কি আমার উপর অপ্রসন্না? হরি! হরি! ইহাত আমি ভাবিতে পারি না। কেন পারি না? আমার যুক্তি কি? কেন মা আমার মত হতভাগ্যকেও ত্যাগ করিতে পারেন না? আমার যুক্তি হইতেছে মানুষের আত্মা যেমন মানুষকে কখন ত্যাগ করেন না সেইরূপ তুমিও কখনও তোমার সন্তানকে ত্যাগ কর না। তুমিইত মা আত্মারূপিণী—"আত্মা এবাসি মাতঃ" মা! তুমিই জীবে জীবে আত্মা—ইহা ত তোমারই কথা। ইহাই যদি হইল তবে ত তুমি ক্ষমারূপিণী—তুমি ত আমার অপরাধ আমার সমস্ত দোষ, আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া আমায় আবার কোলে লইবে। মন্ত্র তন্ত্র স্তব স্তুতি, আবাহন, পূজা কিছুই ত আমি জানি না—তথাপি তোমায় পাইব না বলিয়া বিলাপও আমি করি না কেন না আমি স্থির জানিয়াছি তদনুশরণং ক্লেশ হরণং তোমার শরণ লইলে তুমি সকল দুঃখ হরণ করিয়া কোলে লও। আমি তোমার শরণ লইয়াছি—মা! আমার শরণ লইবার আর ত কেহ নাই। আমি সকল মানুষের সকল নৈবেদ্যে ছো মারিয়াছি। আর কোথাও যাইবার পথ রাখি নাই। তথাপি একমাত্র তুমিই আমার আছ। আমি কুপুত্র সত্য কিন্তু কচিদপি কুমাতা নভবতি—মা যে আমার আত্মা—মা আমার কুমাতা হইতেই পারেন না। আমি

কিছুই জানি নাই কিছুই শিক্ষা করি নাই, কিছুই করি নাই—করিয়াছি সব মন্দ কর্ম্ম—তথাপি তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ—নতুবা এতদিনে আমি ত মরিয়া যাইতাম্। তুমি আছ বলিয়াই এখনও আমি বাঁচিয়া আছি। এখন আমার আর কেহ নাই—সবাই আমায় ত্যাগ করিয়াছে—কিন্তু তুমি আমার আছ—তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—আমিও বলিতেছি—গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি! মা তুমিই আমার গতিবিধান কর। কখন দান করি নাই কখন ধ্যান করি নাই মহা পাষণ্ড আমি তবু বলিব তুমি আমার আছ! মা আর অপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই—আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা নাই—কোথায় বা যাইব মা? সকলেই ঘৃণা করে—সকলেই ত্যাগ করিয়াছে—এখন আমি দুর্গা দুর্গা করিয়াই দিন কাটাইব। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে চাই—পারি না—সন্ধ্যা পূজা হয় না, ধ্যান ধারণা হয় না, প্রাণায়াম প্রত্যাহার হয় না—তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারি না—চেষ্টা করিলেও লয় বিক্ষেপে আমাকে গ্রাস করিয়া বসে তবে আমি আর কি করিব? আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিব সত্য—যাহোক তাহোক করিয়া করিব কিন্তু সর্ব্বদা তোমার নাম করিব—সর্ব্বদা করিব—ইহা আমি করিবই। আত্মঘাতী ত হইয়াই ছিলাম—কিন্তু আত্মা ত মরেন না—তবে আমার আত্মঘাতী হওয়া হইল না। এখন আমি সার বুঝিয়াছি "জপই জপই শ্যাম নাম ছার তবু করব বিনাশ"। মা! এই সঙ্কল্প মতও ত চলিতে পারি না। তবুও ছাড়িব না—আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিব—মা! তুমি আমার সহায় হও—আমি সর্ব্বদা তোমার নাম করিয়া করিয়া আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি—আর তোমার সন্তান হইয়া তোমার কোলে উঠিয়া জুড়াইয়া যাই। এই আমার ডাকাতের ধর্ম্ম বা ডাকাতি ত্যাগের ধর্ম্ম। মা! তুমি আমার সহায় হও আমি সর্ব্বদা তোমার নাম করিয়া—সর্ব্ব জীবে তুমিই একমাত্র আছ ভাবিয়া ভাবিয়া—সকল বস্তুতে সকল মানুষে সকল সৃষ্ট পদার্থে তোমাকে স্মরিয়া সকল জীব হিতকর কার্য্য তোমার জন্য করিয়া বাকী জীবনটাকে সফল করিয়া তোমার কোলে চলিয়া যাই। যিনি কুলগুরুর নিকট যে মন্ত্র ও যে নাম পাইয়াছেন তাঁহার সেই মন্ত্রও সেই নাম আত্মারই নাম। নাম বহু আত্মা একই। কাজেই সকল নামেই হয়। ইতি—

যাবে সেখানে ?

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পুটপাকে মনের ময়লা ধুইতে চেষ্টা কর— তবে সেখানে যাইতে পারিবে। সোণার খাদ বিগলিত করিয়া সুবর্ণকে নির্ম্মল করিতে হইলে পুটপাকের মধ্যে সুবর্ণ রাখিয়া তাপ দিতে হয়। তোমার মনকেও অভ্যাসও বৈরাগ্যের পুটপাকে রাখিয়া তাপ দিতে হইবে। তাপ দেওয়া এখানে কি তাত জান ? তাপ দেওয়া অর্থ তপস্যা করা। অভ্যাসের বস্তুটি ঈশ্বর-চৈতন্য। ইনি নিগু র্ণ সগুণ আত্মা ও অবতার সমকালে। ইঁহারই স্বরূপ ইঁহারই রূপ, ইঁহারই গুণ, ইঁহারই লীলা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাই তোমার তপস্যা। তোমার এই অভ্যাস শিথিল করে—এই তপস্যার আগুন নিভাইয়া দেয় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন কিছুতে আসক্তি। এই জন্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখ বা শোন তাহার বিচার কর—করিলেই বুঝিবে ঈশ্বর ভিন্ন যাহা কিছু দেখ তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা সর্ব্বদা দোষ যুক্ত, তাহা বহু দুঃখপ্রদ— কাজেই ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছুই তোমার গ্রহণের যোগ্য নহে। আরও বিচার কর দেখিবে—তোমার দেহ, তোমার সংসার, তোমার জগৎ সর্ব্বদাই তোমাকে অশান্ত করে। দেহটা ভিতরে বিষ্ঠা ভাণ্ড পুরিয়া রাখিয়াছে। যদি ঈশ্বর এই বিষ্ঠা ভাণ্ডের শত ছিদ্র দিয়া বিষ্ঠা গন্ধ বাহির করিয়া দিতেন তবে বল দেখি এই দেহ ভোগ কে করিত ? ভোগ ত দূরের কথা—ইহা নিকটে আসিলে দুর্গন্ধে প্রাণ পলাইয়া যাইত। কত ক্লেদ ইহার ভিতরে একটু বিচার করিয়া দেখ। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগ কারণং তস্য কিমন্যৎ উপদিশ্যতে। স্বদেহের অশুচি গন্ধে যার বৈরাগ্য হইল না তার বিরাগ জন্মাইবার জন্য অন্য উপদেশ আর কি করিব ? ফুলের মধ্যে গন্ধ পোরা থাকে—ফুল শুঁকিলেই তাহা পাওয়া যায় ; কিন্তু এই দেহের মধ্যে কোন পুষ্প বা গন্ধ লুকাইত আছে যাহার আঘ্রাণ রমণীয় হইবে তাই বল। দেহের ঘর্ম্ম, চক্ষের পিচুটী, কর্ণের মল, নাসিকা নিঃসৃত যাহা কিছু তার পরে নিম্ন দুই দ্বারের পদার্থ বলনা ইহার কোনটি রমণীয় ? দেহটাকে লইয়া যে বিলাস কর— ইহার ক্লেদ একটু খড়িকায় লইয়া জিহ্বায় ঠেকাইয়া দেখনা কি আস্বাদ পাও ? আরও দেখ—এই যে চর্ম্মটি দেহটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—এই ছালটি ছাড়াইয়া দেখিতে পার কে আসে

ইহার কাছে? শকুনি, গৃধিনী, শৃগাল, কুকুর, মক্ষিকা—ইহার ব্রণ নিঃসৃত পদার্থ আঘ্রাণ করিয়া দলে দলে ইহাতে পড়িতে আসিবে। ভাগাড়ে ত এই দৃশ্য নিরন্তর দেখিতেছ। এই দেহের উপর বৈরাগ্য আনয়ন কর। দেহটা গ্রহণের বস্তুই নহে। এইরূপ এই জগতাটাও গ্রহণের বস্তু নহে। ঋষিগণ সর্ব্বত্রই যে সৃষ্টির কথা অগ্রে বিচার করিয়াছেন—সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রুতিতে আছে, রামায়ণে আছে, মহারামায়ণে আছে, পুরাণে আছে, মহাভারতে আছে, ভগবান্ মনুতে আছে কেন আছে জান? সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলেই বুঝিবে ইহা গ্রাহ্য করার বস্তু নহে। বায়স্কোপে ক্যানভাসে যে ছবির খেলা দেখা যায় সে সব ছবি কিন্তু ক্যানভাস লইয়াই ফুটিয়া উঠে—ক্যানভাসে ছবির ছায়া পড়িয়া ক্যানভাস ভরিয়া উঠে—লোকে ছবিই দেখে ক্যানভাস দেখিতে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মরূপ ক্যানভাসে মায়ার ছবি ভাসিয়া ছুটা ছুটি করিতেছে—তুমি এই সব ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ইহাদের কি গ্রহণ করিবে বল? সব ছায়া ছায়া সব মায়া মায়া সৃষ্টির সার বস্তুই হইতেছেন অধিষ্ঠান চৈতন্য—ছায়াতে বৈরাগ্য করার জন্য সৃষ্টিতে বৈরাগ্য আনিবার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে এত সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। ঈশ্বর ভাবনা অভ্যাস কর আর সৃষ্ট বস্তু-ভোগের উপর বৈরাগ্য আন এই দুই পুটপাকের মধ্যে মনকে রাখিয়া তাপ দিতে থাক মনের ময়লা—মনের খাদ যে রাগদ্বেষ ইহা দূর হইয়া যাইবে তখন তুমি নির্ম্মল হইয়া আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। লোহাতে মড়িচা যদি থাকে তবে চুম্বক সে মড়িচা ভরা লোহাকে আকর্ষণ করেনা। মড়িচা সাফ করিয়া লোহাকে নির্ম্মল কর লোহা আপনা হইতে আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকে লাগিয়া যাইবে। জীব রাগদ্বেষ ছাড়িলেই ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আর দুঃখ থাকিবেই না।

সেইজন্য শ্রীগীতা শিক্ষা দিতেছেন "তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভারতবর্ষ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্"। রে জীব তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক পাপরূপ কামকে—দেহ ভোগ, সংসার ভোগ, জগৎ ভোগকে বিনাশ কর।

কিরূপে ইন্দ্রিয় গ্রামকে সংযত করিবে ইহা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। চক্ষুকে বাহিরের কোন কিছু রূপ দেখিতে ছুটাইও না। ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া তোমার জন্য মন্ত্ররূপ ধরিয়াছেন; মূর্ত্তি ধরিয়াছেন তুমি চক্ষুকে হৃদয়পদ্মে বা ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্মে পুনঃ পুনঃ আনিয়া জ্যোতিরাশির মধ্যে সেই চরণ সেই হাসি সেই বাঁশি সেই অসি—সেই রূপ ভাবনা কর। ইহারই পুষ্টি জন্য শাস্ত্রপ্রকাশিত

শ্রীভগবানের রূপের কথা পাঠ কর বা শ্রবণ কর। কর্ণকে যা তা কথা না শুনাইও না। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্রিতের সঙ্গে যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহাই শ্রবণ করাও তাহাই পাঠ করাও অর্জ্জুনে ও ভগবানে যে কথা হইয়াছে তাহাই শ্রবণ কর তাহাই পাঠ কর—বাক্ ও ইন্দ্রিয় বটে—এই বাক্য তাঁর কথাই বলুক মন আবার তাহাই ভাবুক—কর্ম্ম তাহার জন্যই হইতে থাক এই ভাবে সব ইন্দ্রিয় তাঁহাতেই ডুবিতে শিখুক তবে সেখানে যাওয়া হইবে। কেমন ?

নিজের মনকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে কি করিতে হইবে তাহা ধরিয়াছ কি ? ইন্দ্রিয় সংযমই প্রধান ও প্রথম কার্য্য। আজকালকার দিনে ইন্দ্রিয় সংযমের কোন কার্য্যই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোক দিগকে সংসারের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত রাখিয়া দাও—ইন্দ্রিয় কাজ করিবার অবসরই পাইবেনা অথবা আজকাল ছেলেদিগকে বই পড়া বা স্বদেশের জন্য কাজে এমন নিযুক্ত কর যাহাতে তাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় দিবার সময়ই না পায়—এই যে যুক্তি ইহাই নানা প্রকার ব্যভিচার সৃষ্টি করিতেছে। সাহিত্যেও সংযম হীনতার বহু ব্যাপার দেখা যাইতেছে। বাক্ সংযম আদৌ নাই ; ঘরে ঘরে বাক্যলাম্পট্য বহু ভাবে দেখা যাইতেছে, সাহিত্যে বাক্যলাম্পট্য এত আসিয়া পড়িয়াছে যে আর ঐ সমস্ত ব্যভিচারের লেখা পড়াই যায় না। অন্য কাজ দিয়া ইন্দ্রিয়ের অবসর না দেওয়া—ইহা সংযম নহে, ইহা কোন প্রকারে সংসার করা বা বই লেখা মাত্র।

ইন্দ্রিয় সংযম, বিনা ধর্ম্ম সাহায্যে হইতেই পারেনা। তখনকার দিনে স্বধর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের ভিত্তি স্থাপিত হইত। সেই স্বধর্ম্মও ঈশ্বরের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কার্য্য ছিল। এখন আর এ সব কিছুই নাই। প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম হইতেছে ভক্তিমার্গে। এখানে কি করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। আর সকল বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা সজীব ভাবে করিতে হইবে নতুবা ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেই—কাজেই রাগদ্বেষ জ্বালা যন্ত্রণা নানাবিধ দুঃখ থাকিবেই।

সজীব ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে কুলগুরুর নিকট কুলমন্ত্র লওয়া চাই। সন্ন্যাসীর নিকটে মন্ত্র লওয়ার বহু দোষ আছে—ইহাতে যিনি মন্ত্র দেন তাঁহারও অনিষ্ট এবং যিনি গ্রহণ করেন তাঁহারা বহু প্রত্যবায় থাকিবেই। যাহা হউক মন্ত্র লইয়া মনকে হয় ভ্রূমধ্যে, না হয় হৃদয়ে, না হয় নাভিমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি মণ্ডলের মধ্যগত স্থানে মন্ত্ররূপী ভগবানে অথবা ভগবানের মূর্ত্তিতে আটকাইতে হইবে। ত্রিমণ্ডল মধ্যে ভ্রূমধ্যে মনকে ভগবানের চরণে ধরিয়া ভগবানের নাম করা চাই

আর স্তবের সাহায্যে ভগবান্ জীবন্তভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন ইহা ভাবনা করা চাই। ভ্রূমধ্যে ত্রিমণ্ডল মধ্যে ত্রাটক করিয়া করিয়া নাম করিতে করিতে ভাবনা করা চাই "যমুনা তীর বিহারা ধৃত কৌস্তুভমণি হারা নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে। এই সময়ে মনে উঠিবে তুমি যমুনা তীরে কৌস্তুভমণিহারে সাজিয়া এখনও ভ্রমণ কর—আহা! কেহ ত তোমার কাছে ছুটিয়া যায়না—ব্রজগোপী যেমন করিয়া বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগল হইয়া ছুটিত তেমন করিয়া আর বংশীধ্বনি কেহ শুনেনও না, কেহ তেমন করিয়া উন্মত্ত হইয়া সব ছাড়িয়া তোমার চরণে পড়ে'ও না। কত কোলাহল মানুষ শোনে সে বংশীরব শুনিবে কিরূপে? সংসার যাহাদের মিষ্ট লাগিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিবে কেমন করিয়া? পীতাম্বর পরিধানা, সুর কল্যাণ নিধানা—মঞ্জুল গুঞ্জাভূষা মায়া মানুষ বেশা ইহার দিকে কে তাকাইবে? আহা! এখনও সেই সরযূতীর বিহারা সজ্জন মানস চারা, সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পাদা ধরণী সুত সহ মোদা এখনও সেই দশরথ বাক্ ধৃতি ভারা দণ্ডক বন সঞ্চারা, এখনও সেই গৌতমপত্নী পূজন করুণাঘনাবলোকন, এখনও সেই সাকেত পুর বিহারা—এখনও সেই ঠাকুর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তুমি ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নাম করিতে করিতে এই সমস্ত ভাবনা কর—এখনও সেই কদম্ববন চারিণীং মুনি কদম্ব—কাদম্বিনীং সেই কদম্ববনবাসিনীং কনকবল্লকী ধারিণীং সেই ত্রিলোচন কুটুম্বিনীং সেই ভাবেই বিহার করেন তুমি আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চল—পুটপাকের তাপে মনের খাদ কাটাইয়া সেই সেই লীলাস্থান কূটস্থে বা হৃদয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার সহিত ভ্রমণ কর ক্রমে তাঁহারই কৃপায় তাঁহার সজীব ভাব দেখিয়া রসে ভরিয়া যাইবে। কত কথাই কহিবে, কতবার দেখিতে ছুটিবে, আর ভিতরে ডুবিয়া যাইবে। আমরা সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিলাম মাত্র—নববর্ষে ইন্দ্রিয় সংযম, চিত্তশুদ্ধি, ধারণা, ধ্যান ইত্যাদি বিষয় নূতন করিয়া আলোচনা করিব আশা রাখিলাম। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন যে জাতির কল্যাণ তাহা ভারতে খাটিবেনা। যে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে তাহার উপরে বিদেশী ফুল আনিয়া গুঁজিয়া দিলে বৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না। বৃক্ষকে ভিতর হইতে ফুটাইতে হইবে—বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিতে হইবে। তপস্যার কোন কিছু না দিয়া জাতিকে ফুটাইতে চেষ্টা ইহা বাতুলতা মাত্র। ধর্ম্মের দিক দিয়া জাতিকে ফুটাইতে চেষ্টা না করিলে ভিতর হইতে কিছুই ফুটিবেনা—জাতিটা মরিয়া যাইবে। আর বোধ হয় মরিয়া যাওয়াই ভাল। ভারতের ভারতত্ব ছাড়িয়া অন্যভাবে বাঁচা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়।

———

অযোধ্যা কাণ্ডে-বনগমনে সীতা-রাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সীতার নির্ব্বন্ধ—

"নয় মাং ধীর বিস্রব্ধ পাপংময়ি ন বিদ্যতে"

বাল্মীকি।

আদরিণী বৈদেহী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। এ ক্রোধ প্রণয় জন্য। প্রিয়বাদিনী স্বামীকে বলিতে লাগিলেন- নাথ! আমাকে একি বলিতেছ—নিশ্চয়ই তুমি আমাকে নিতান্ত লঘু ভাবিয়াছ। কিন্তু নরবরোত্তম! তোমার কথা শুনিয়া আমার অপহাস্য আসিতেছে। হে নৃপ! অস্ত্রশস্ত্র বিষারদ বীর রাজপুত্রগণের ঈদৃশ বাক্য নিতান্ত অনুচিত ও অযশস্কর, শুনিবার যোগ্যই নহে। স্বামী যাহা বলিবেন তাহাই শুনিতে হইবে এই অধম বাক্যের বিপরীত কথা সতীর আদর্শ সীতা বলিতেছেন "ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্"—তুমি যাহা বলিলে তাহা অনুচিত—অযশস্কর বলিয়া শুনিবার যোগ্যই নহে। অনুচিত—অযশস্কর—অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে যদি স্বামী আজ্ঞা করেন তাহা কর্ত্তব্য নহে ইহাই স্ত্রীজনের কর্ত্তব্য।

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন—

আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যই উপাসনা করে কিন্তু হে পুরুষর্ষভ! একমাত্র স্ত্রীই স্বামীর ভাগ্যমত সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং তোমার সহিত আমিও বনবাসে আদিষ্টা হইয়াছি।

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।

পিতাই বল, পুত্রই বল, আপনি নিজে, মাতা বা সখী ইহারা কেহই ইহলোকে বা পরলোকে স্ত্রীলোকের গতি নহে একমাত্র স্বামীই স্ত্রীলোকের গতি। যদি তুমি অদ্যই দুর্গম বনে গমন কর হে রাঘব! তবে আমি পদতলে কুশ কণ্টকাদি দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রেই গমন করিব। তুমি ঈর্ষা ও রোষ ত্যাগ করিয়া পথিকের পানাবশিষ্ট জল সঙ্গে লওয়ার মত নিঃশঙ্ক চিত্তে আমকে

বনে লইয়া চল। স্ত্রীলোকের বনগমন সাহস কি প্রকার এই জন্য যে অক্ষান্তি তাহাই ঈর্ষা আর তোমার অনুরোধ রাখিতেছিনা বলিয়া যে ক্রোধ—এই উভয়ই ত্যাগ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া চল। সকলে তোমায় বীর বলিয়া জানে—আমায় যে ত্যাগ করিয়া যাইবে সেরূপ অপরাধ আমি তোমার নিকট কি করিয়াছি—পাপং ময়ি ন বিদ্যতে আমার কোন পাপ নাই। প্রাসাদাগ্রে থাকা, বিমানে স্বর্গে যাওয়া বা আকাশ গমনাদি অষ্ট সিদ্ধিলাভ করা—এই পার্থিব বা স্বর্গীয় সুখভোগ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক সুখের বস্তু হইতেছে স্বামীর পদ সেবা—তা স্বামী সুখের অবস্থাতেই থাকুন বা দুরবস্থাগ্রস্তই হউন। স্বামী যে অবস্থাতেই থাকুন স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে বিষয়ে পিতা মাতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন সে বিষয়ে এক্ষণে আমাকে আর কিছু বলিতে হইবেনা। তোমার সঙ্গে আমি মনুষ্য বর্জ্জিত, নানা পশু সমাকীর্ণ, শার্দ্দূলগণ সেবিত, দুর্গম বনে গমন করিব। বনে আমি পিতৃভবনে থাকার মত সুখেই বাস করিব। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য আমি চাহিনা—ঐ সব চিন্তা দূরে ত্যাগ করিয়া আমি পতির সহবাসরূপ পাতিব্রত্য ব্রতই চিন্তা করিব। হে বীর আমি ব্রত নিয়ম ধারণ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী হইয়া মধুগন্ধে সুবাসিত বন সকলে তোমার সহিত বিহার করিব। হে মানদ! তুমি ত বনে জীব সমূহ প্রতিপালনে সামর্থ্য রাখ তবে আমার পালনে তোমার আর ভার কি? নিশ্চয়ই আজ আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইব। হে মহাভাগ! বনগমনে উদ্যতা আমাকে তুমি কিছুতেই ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। আমি নিত্যই ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই থাকিব ইহাতে কোন সংশয় নাই—বিশিষ্ট অন্নপানাদি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে ক্লেশ দিবনা, কিন্তু তোমার সঙ্গে বাস করিব।

অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি।
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ ॥ ১৭
দ্রষ্টুং সর্ব্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥ ১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনীদ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা ॥ ১৯

আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব—আর তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। তুমি আমার নাথ—উত্তম বুদ্ধি আমার নাথের সঙ্গে সর্ব্বত্র

ভয়শূন্য হইয়া আমি নদী সকল, পর্ব্বত সকল, পল্বল (ক্ষুদ্র জলাশয়—অল্পংসরঃ পল্বল স্যাৎ) সকল দেখিতে ইচ্ছা করি। আমার বীর পতির সঙ্গে সঙ্গিনী-রূপে পরমসুখে আমি হংসকারণ্ডবাকীর্ণ (কারণ্ডব = জলকুক্কুট) মনোহর পদ্মিনী পুষ্পে পুষ্পিত নদী জলাশয় সকল দেখিতে ইচ্ছা করি এবং নিত্য তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া ঐ সকলে স্নান করিতে ইচ্ছা করি। কমললোচন! তুমি যেখানে সেখানে আমি পরমানন্দে তোমার সঙ্গে বিহার করিব। শত সহস্র বৎসর তোমার সঙ্গে বনে বাস করিলেও আমার বনবাস দুঃখ কখন বোধ হইবে না। তোমা বিনা স্বর্গবাসও যদি হয় তবে নরব্যাঘ্র! তাহাতেও আমার কিছুমাত্র অভিরুচি হইবে না, মৃগ বানর হস্তী পরিব্যাপ্ত দুর্গম বনে আমি যাইব। পিত্রালয়ে যেমন সুখে ছিলাম সেইরূপ বনেও তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তোমার চরণ সেবা করিতে করিতে সুখে বাস করিব। আমার মধ্যে অন্য কোন ভাবনা নাই আমার চিত্ত তোমাতেই অনুরক্ত। তোমার বিয়োগে নিশ্চয়ই আমার মরণ হইবে। তুমি আমাকে লইয়া চল। আমার এই যাচ্না সাধু কর। আমি তোমার ভার হইব না। এত বলিলেও ধর্ম্মবৎসলা সীতাকে নরোত্তম রাম সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না—অপিচ সীতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বনবাসদুঃখ সকল বলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বন-দুঃখ প্রদর্শন।

"নয়মাং" "নয়স্বমাং" সীতা ত পুনঃ পুনঃ বলিলেন। আমাদিগকেও প্রতিদিন তিন বেলায় "ওয়ো প্রচোদয়াৎ" বলিতে হয়। সীতাকে ত রাম সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু "মা" কেন আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান না? বুঝি আমরা মার মত বলিতে পারিনা "পাপং ময়ি ন বিদ্যতে"—আমাতে পাপ নাই—বুঝি একথা আমরা বলিতে পারিনা। পাপ পরিহার জন্যও যে নর-নারীকে হৃদয়-গুহাশায়ী সীতারামেরই আশ্রয় লইতে হয়। দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হয় হৃদয়েই ত আছ—স্মরণ ত সর্ব্বদাই করিতে হয়; মনের কষ্ট জানাইবার, শুনিবার এমন

ত কোন বন্ধু নাই। সকলের সঙ্গে কথা কহা ছাড়িয়া এই প্রাণনাথের সঙ্গে কথা কওয়ার অভ্যাস করিলেই হয়। যত দোষ থাকে থাক্—সে যে বড় ক্ষমাসার। পাপ ত্যাগ করিতে তুমি আমিত পারি না—কিন্তু পাপ যাহাতে হয় তাহাও আর করিতে চাই না—পাপ থাকিতে থাকিতে সে যে সঙ্গে লইতে চায় না। আমরা পাপ ত্যাগে চেষ্টা করি এস। একমাত্র গুরুদত্ত মন্ত্রারাধনা ভিন্ন অন্য যে কিছু কার্য্য প্রকাশ্যে করা যায় না তাহাই পাপ। এস এস পাপ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি আর লুটাইয়া লুটাইয়া সর্ব্বদা সেই হৃদয়ের রাজার সঙ্গে, হৃদয়ের রাণীর নিকটে বলি আমি নির্ম্মল হইতেই চাই—সকল প্রকার পাপ মল—সকল প্রকার অজ্ঞান মল ত্যাগ করিতেই চাই—তুমি আমাকে তোমার কার্য্য করাইয়া করাইয়া মলহীন করিয়া তোমার সঙ্গে লইয়া চল—"নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে"—তুমি ত পাপহীন করিয়া দিয়াছ এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাকে লইয়া চল—তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকাই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত নিয়ম ব্রহ্মচর্য্য সমস্ত। তাই মায়ের সঙ্গে আমরাও বলি এস "নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ যাচ্‌না" আমাদিগকে লইয়া চল—আমাদের যাচ্‌না সাধু কর।

ধর্ম্মজ্ঞা সীতা ত কতই বলিলেন, ধর্ম্মবৎসল রাম কিন্তু বনের দুঃখ সকল চিন্তা করিয়া—সীতাকে সঙ্গে লইবার বুদ্ধি করিলেন না, পরন্তু সেই বাষ্পদূষিত—লোচনাকে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহাকে নিবৃত্তা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন সীতে! তুমি মহৎ বংশে জন্মিয়াছ, তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মে নিরতা—এইখানে থাকিয়াই স্বধর্ম্ম আচরণ কর, ইহাতেই আমি সুখী হইব। "ইহাচর স্বধর্ম্মত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্"—ঠাকুর সব ত পারা যায় কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া ধর্ম্ম করা বড় ক্লেশকর—তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্ম করা অপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নাই। ভগবান্ আবার বলিতে লাগিলেন—সীতে! যাহা তোমাকে বলি তাহাই তোমার করণীয়। অবলে! বনে বাস করার বহু দোষ। আমি সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। সীতে! তোমার এই বনবাসঅভিলাষ তুমি ত্যাগ কর। কান্তার বন—গহন কানন বহু দোষযুক্ত সকলে বলেন। সর্ব্বকালে বন সুখদ নহে কিন্তু সর্ব্বদা দুঃখদ ইহা আমি জানি। তোমার ভরণ পোষণে ক্লেশ হইবে বলিয়া ইহা বলিতেছি না—হিত বুদ্ধিতেই বলিতেছি।

গিরি নির্ঝর সম্ভূতা গিরি নির্দ্দরি বাসিনাম্।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতোবনম্ ॥ ৭

ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্ত্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্॥ ৯
লতা কণ্টক সঙ্কীর্ণাঃ কৃক বা কূপনাদিতাঃ।
নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্॥ ১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাৎ দুঃখতরং বনম্॥ ১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্ত্তব্যো নিয়তাত্মনা।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্॥ ১২
উপবাসশ্চ কর্ত্তব্যো যথাপ্রাণেন মৈথিলি।
জটাভারশ্চ কর্ত্তব্যো বল্কলাম্বর ধারণম্॥ ১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্॥ ১৪
কার্য্য স্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাৎ দুঃখতরং বনম্॥ ১৫
উপহারশ্চ কর্ত্তব্য কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতোবনম্॥ ১৬
যথালব্ধেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি।
যথাহারৈ র্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতোবনম্॥ ১৭
অতীববাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো দুঃখতরংবনম্॥ ১৮
সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথিতো দর্পাৎ ততো দুঃখতরো বনম্॥ ১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিল গামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্॥ ২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃসহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্ব্বং দুঃখমতো বনম্॥ ২১
দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
ব্যাকুল শাখাগ্রাস্তেন৹ দুঃখমতো বনম্॥ ২২

কায় ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদাবনম্॥ ২৩
ক্রোধ লোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্ত্তব্যা তপসে মতিঃ।
নভেতব্যঞ্চ ভেতব্যো দুঃখং নিত্যমতো বনম্॥ ২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব।
বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্॥ ২৫

গিরি নির্ঝরসমূহের জল পতনের শব্দের সহিত গিরিকন্দরবাসী সিংহগণের নিনাদ মিলিত হইয়া কর্ণ জ্বালা উৎপাদন করে অতএব বন বড়ই দুঃখপ্রদ। সীতে! বন্যজন্তুগণ উন্মত্ত হইয়া বনভূমিতে নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়পরায়ণ। সেই জনশূন্য বনভূমিতে মানুষ দেখিলেই তাহারা বিনাশ করিতে ছুটিয়া আইসে, বন এইজন্য বড়ই দুঃখের স্থান। নদী সকল নক্র কুম্ভীর পূর্ণ, নিতান্ত পঙ্কিল। সর্ব্বদা প্রমত্ত হস্তীসকলও সহজে তাহা পার হইতে পারেনা অতএব বন অতিশয় দুঃখপ্রদ। লতা কণ্টকাকীর্ণ, বন্য কুক্কুটরবে নিনাদিত বনপথ সকলে প্রায়ই পানীয় জল পাওয়া যায় না। ঐ সকল পথে গমন করা বড়ই কষ্টকর এজন্য বন বড়ই দুঃখপ্রদ। বনপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া রাত্রিতে ভূতলে স্বয়ং ভগ্ন বৃক্ষপত্রের শয্যাতে শয়ন করিতে হয় অতএব বন অতিদুঃখপ্রদ। কি দিন কি রাত্রি মানুষকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া মিতাহারী হইয়া বৃক্ষপতিত ফল মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হয় এইজন্য বনেবাস অত্যন্ত ক্লেশকর। বনেও মৈথিলি শক্তি অনুসারে উপবাস করিতে হয়, জটাভার বহন করিতে হয়, বল্কল পরিধান করিতে হয়, বিধিপূর্ব্বক প্রতিদিন দেবতাগণের ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতে হয় এবং যথাপ্রাপ্ত অতিথিগণের পূজা করিতে হয়, সময়ে সময়ে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিতে হয়—এই সমস্ত কারণে বনবাসের দুঃখ অত্যন্ত প্রবল। সীতে! স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া আর্ষ বিধি অনুসারে বেদী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উপহার দিতে হয়--বনবাস এইজন্য অতিদুঃখ কর। বনবাসী ব্যক্তিকে যথালব্ধ বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণে সন্তুষ্ট থাকিতে হয় এইজন্য বন বড় দুঃখপ্রদ। বনে অতি বেগে বায়ু বয়, বনে রাত্রিতে অত্যন্ত অন্ধকার, সর্ব্বদাই অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক, সমস্তই অতীব ভয়জনক অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। হে ভামিনি! বহু আকারের বহুবিধ সরিসৃপ দর্প সহকারে পথে বিচরণ করে বন এইজন্য দুঃখপ্রদ। নদীগর্ভে বাস করে এবং নদীর ন্যায় কুটিলগামী সর্পগণ মানুষের গমন

পথ রোধ করিয়া থাকে এই জন্য বনবাস বড় দুঃখের। পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, ডাঁইশ মশকের সহিত সর্ব্বদা সকলকে ক্লেশ দেয় হে অবলে! বনেবাস অতি দুঃখকর। ভামিনি! কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কুশ, কাশ সর্ব্বদাই ইহাদের শাখাগ্র কম্পিত হইতেছে অতএব বনবাস অতি দুঃখজনক। বনে বাস করিতে হইলে বহু কায় ক্লেশ সহ্য করিতে হয় এবং নানা প্রকারে ভয়ে থাকিতে হয় অতএব বনবাস সর্ব্বদাই দুঃখজনক। ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তপস্যায় মতি দিতে হয় আর ভয়েও ভীত হওয়া উচিত নহে অতএব বন নিত্যই যন্ত্রণা দায়ক। বনে গমন করা তোমার উচিত নহে—বন তোমার পক্ষে শুভজনক হইবেনা। দোষ বিচার করিয়া দেখিতেছি বন বহু দোষের আকর।

রাম সীতাকে বনে লইয়া যাইবেন না আর সীতাও থাকিবেন না। প্রত্যুত সীতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধীরে ধীরে পুনরায় রামকে বলিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সীতার অনুনয়।

রামাগমনে সীতা প্রথমেই বিস্মিতা, পরে ভীতা, পরে প্রীতি সংযুক্তা হইয়াছিলেন। কেন তাঁহার এই সমস্ত ভাব আসিতেছিল? বলিতেছি।

স্বামীকে আগত দেখিয়া সীতা "স্বর্ণপাত্রস্থ সলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ" স্বর্ণভৃঙ্গারের জলে ভক্তিপূর্ব্বক চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার মুখ আজ মলিন কেন? তোমার সঙ্গে সৈন্য নাই, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র কেহ ধরিলনা, কোন বাদিত্র বাজিলনা, তুমি কিরীটাদি বিবর্জ্জিত—কোন সামন্তরাজাও সঙ্গে আসিলনা—কেন এমন হইল? সুস্মিতভাষিণী বিস্ময়ে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে রাম উত্তর করিলেন "রাজা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেহখিলং" রাজা আমাকে দণ্ডকারণ্যের অখিল রাজ্য দিয়াছেন; মুনিগণের হিংসাকারী রাক্ষসাদিকে শাসন জন্য আমি বনে গমন করিতেছি। "অদ্যৈব যাস্যামি বনং" অদ্যই বনে যাইতেছি, তুমি শ্বশ্রূসমীপে থাকিয়া আমার মাতার শুশ্রূষা করিও। বন নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া সীতা ভীতা হইয়াছেন—বনে বিসর্জ্জন ত বহু কারণে হয়। সীতা ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিমর্থং

বনরাজ্যং তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা” মহাত্মা আমার শ্বশুর কি জন্য তোমাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন? রাম বরদানের কথা কহিলেন আর বলিলেন “অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিঘ্নং কুরুভামিনি” আমি এইক্ষণেই বনে চলিলাম তুমি বিঘ্ন করিওনা।

নিশ্চয়ই রাম বনে চলিলেন জানিয়া জানকী প্রীতা হইয়াছেন। আদরিণী স্ত্রী স্বামীর বিদেশ গমন শুনিয়া যেমন অগ্রেই সাজিয়া বসেন আদরিণী রামরাণী সেই ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

“অহং অগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি” আমি অগ্রেই চলিলাম তুমি পশ্চাৎ আসিও। রাম তখন বনের দোষ দেখাইলেন—বনে মানুষ ভোজী ঘোর রাক্ষস সকল বিচরণ করে, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ সর্ব্বত্র, বনে কটু ফল মূল আহার করিতে হয় তাহাও সব কালে পাওয়া যায় না, বনে পথ নাই—বন শর্করা কণ্টকান্বিতঃ বন “গুহাগহ্বর সম্বাধং ঝিল্লীদংশাদিভি যুতম্”—বনের বহু দোষ—পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা সমস্ত উল্লেখ করিয়াছি। সীতা রামের বাক্য রক্ষা করিলেন না—নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন বনের দোষ তুমি যাহা দেখাইলে তোমার স্নেহ পুরস্কৃতা আমি—আমি সেই সকলকে গুণ বলিয়াই দেখিতেছি। আমি মৃগ, সিংহ, গজ, শার্দ্দূল, শরভ, (অষ্টপাদ মৃগ সিংহ বিনাসে ধাবিত হয়) চমর, সৃমর—আরও কত বনচারী পশু—ইহাদের অদৃষ্ট পূর্ব্বরূপ দেখিব আর দেখিব সকলে তোমার এই অদৃষ্ট পূর্ব্বরূপ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। গুরুজনের আজ্ঞামত তোমার সঙ্গেই আমার যাওয়া উচিত। রাম! তোমার বিয়োগে আমার জীবন ত্যাগ করাই উচিত। রাঘব! তোমার নিকটে থাকিলে দেবগণের ঈশ্বর ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোক স্বামী-বিরহে কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারে না এইরূপ অনুরাগের কথা তুমিই পূর্ব্বে আমায় উপদেশ করিয়াছ। বনবাসের দোষ দেখাইলেও হে মহাপ্রাজ্ঞ! পূর্ব্বে পিত্রালয়ে ব্রাহ্মণগণের মুখে আমি শুনিয়াছি নিশ্চয়ই আমাকে বনে বাস করিতে হইবে। সামুদ্রিক লক্ষণাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বাক্য যে অবধি আমি পিত্রালয়ে শুনিয়াছি তদবধি হে মহাবল! আমার বনবাসে উৎসাহ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের বাক্য সফল হউক। আমি নিশ্চয়ই তোমার নিকট হইতে বনবাসের আজ্ঞা পাইব। হে প্রিয়! তোমার সহিত আমি নিশ্চয়ই বনে যাইব—কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। তোমার আজ্ঞা আমি পাইবই তোমার সহিত বনে আমি যাইবই। কালও এই আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ-

গণের বাক্য সত্য হউক। বনবাসে নিশ্চয়ই বহু দুঃখ ইহা আমি জানি। হে বীর! হে প্রভু! কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই স্ত্রীসঙ্গের বশেই নিয়ত অকল্যাণ প্রাপ্ত হয়। কন্যাকালে পিত্রালয়ে শম গুণান্বিতা এক ভিক্ষুণী আমার মাতার নিকটে বলিয়াছিলেন আমার বনবাস হইবে—তাপসীর কথা কি আর মিথ্যা হয়? হে প্রভো! পূর্ব্বে আমি তোমাকে বহু প্রকারে প্রসন্ন করিয়াছি তুমি সম্মত হও তোমার সহিত বনে বাস করিব ইহা আমার চিরদিনের অভিলাষ। হে রাঘব! বন গমনে অনুমতি দিলে আমার দ্বারা তোমার শুভই হইবে। বনবাসী বীর-পুরুষের শুশ্রূষা আমার সমন্ধে অত্যন্ত শোভা সম্পাদন করিবে। হে শুদ্ধাত্মন্! প্রেমভাবে স্বামীর অনুগমন করিলে আমার কোন পাপ হইবে না কারণ "ভর্ত্তাহি মম দৈবতম্"—ভর্ত্তাই আমার দেবতা। তুমি বনে গমন করিলে আমি যদি অযোধ্যায় অবস্থান করি তবে লোকে আমার পাপ রটাইতে পারে। তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকা আমার পরলোকেও কল্যাণ কর। যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই সমন্ধে আমি পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি।

ইহলোকে চ পিতৃভি র্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্ম্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥১৮

হে মহাবল! আপন আপন ধর্ম্মানুসারে—আপন আপন জাতীয় কন্যাদান ধর্ম্মানুসারে জল প্রোক্ষণ পূর্ব্বক যে স্ত্রীকে পিতা পিতামহ মাতাদি যে পুরুষের হস্তে সম্প্রদান করেন সেই স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন সেইরূপ পরলোকেও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তবে তুমি কি জন্য সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না? হে কাকুৎস্থ! আমি তোমার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী; আমি তোমার একান্ত ভক্ত, নিতান্তই অনুরক্ত। তোমার সঙ্গে সমান সুখ দুঃখিনী আমি— আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতেছি আমায় সঙ্গে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে বনে লইয়া যাইতে না চাও তবে আমি বিষপানে বা অগ্নিতে পুড়িয়া বা জলে ডুবিয়া এই প্রাণ ত্যাগ করিব।

জানকী এইভাবে বহুপ্রকারে প্রার্থনা করিলেন—এত বলিলেও কিন্তু মহাবাহু রাম তাঁহাকে বিজনবনে সঙ্গে লইতে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। সীতা তখন অতীব চিন্তা সমন্বিতা হইলেন। নয়নচ্যুত উষ্ণ অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত

হইল। আত্মবান্ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই চিন্তান্বিতা সীতাকে বনগমনে নিবৃত্তা করিবার জন্য বহু সান্ত্বনা করিলেন। আর বৈদেহী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতার ক্রোধ ও দুঃখ।

রাম কতই সান্ত্বনা করিলেন আর জনকাত্মজা মৈথিলী বনগমনানুমতি ভিক্ষাও ছাড়িলেন না। অতিভীতা সীতা প্রণয় বশতঃ, অভিমান বশতঃ বিপুল-বক্ষ রাঘবকে উপহাস বাক্যে বলিতে লাগিলেন :

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষ বিগ্রহম্॥ ৩

মিথিলাধিপতি আমার পিতা বিদেহরাজ রামজামাতা পাইবার পূর্ব্বে যদি জানিতে পারিতেন তুমি পুরুষ বিগ্রহধারী স্ত্রী বিশেষ তবে কি তিনি আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেন? লোকে যে বলিয়া থাকে রামে যে তেজ দেখা যায় সূর্য্যেও তাহা নাই, তাহারা এই বাক্য তবে অজ্ঞানেই বলে—তাহাদের এই বাক্য মিথ্যা যদি হয় তাহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! তুমি মনে মনে কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতেছ—কিসেরই বা ভয় তোমার—যে অনন্য পরায়ণা আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেন সুত সত্যবানের বশবর্ত্তিনী সাবিত্রী মত তোমার অনুব্রতা জানিও। হে অনঘ! কুল পাংসনী—কুল কলঙ্কিনী স্ত্রীলোকে যেমন অপর পুরুষকে দেখে—আমি এইরূপে কিন্তু মনে মনেও অন্য কাহাকেও দেখি না। অতএব তোমাকে ছাড়িয়া আমি অযোধ্যায় কিছুতেই থাকিব না। হে রাঘব! আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্ব্বা জানিয়াই কুমারী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছ আমিও বহুদিন তোমার সঙ্গে বাস করিলাম। এখন কি তুমি তোমার সতী পত্নীকে শৈলুষের মত—জায়াজীবের মত অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? যে ভরতের অভিষেক জন্য তোমার অভিষেক নিরুদ্ধ হইল—তুমি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলে, যাহার হিতসাধন করিতে তুমি এইমাত্র আমাকে উপদেশ করিলে তুমিই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কার্য্য সাধন কর আমাকে সে বিষয়ে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিবে না। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আমাকে না লইয়া বনে যাওয়া তোমার

উচিত নহে। তপস্যাই করি, বা বনেই যাই, বা স্বর্গেই যাই তোমার সঙ্গেই আমি থাকিব। তোমার সঙ্গে আমি অরণ্য পথ দিয়া গমন করিব। বিহার-শয্যায় শয়ন করিতে যেমন কোন পরিশ্রম নাই সেইরূপ বনগমনেও আমার কোন শ্রম হইবে না। কুশ কাশ শর ঈষিকা প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ—আমি এ সকলকে তুলা ও মৃগ চর্ম্মের ন্যায় সুখ স্পর্শ মনে করিব তোমার সঙ্গে যাইতেছি বলিয়া। প্রবল বায়ু চালিত ধূলিজাল দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও মনে করিব আমি উৎকৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত হইতেছি। বনমধ্যে তৃণশয্যায় তোমার চক্ষে চক্ষে থাকিয়া যখন আমি শয়ন করিব তাহা অপেক্ষা বিচিত্র কম্বলাস্তরণ শোভিত শয্যায় তোমা শূন্য হইয়া শয়ন করা কি আমার সুখকর হইবে? পত্র মূল ফল—অল্পই হউক বা অধিকই হউক যাহা তুমি স্বয়ং আহরণ করিয়া দিবে তাহা আমার কাছে অমৃত রসের ন্যায় মধুর লাগিবে। প্রতি ঋতুজাত ফল পুষ্প উপভোগ করিয়া আমি মাতা পিতার জন্য উদ্বিগ্ন হইব না এবং গৃহের কথাও মনে করিব না। বনে আমি তোমার অপ্রিয় কিছুই দেখিতে চাহিব না। আমি তোমাকে কোন দুঃখ দিব না—আমার ভরণ পোষণের জন্যও তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না। তোমার সঙ্গে থাকাই আমার স্বর্গ আর তোমার বিচ্ছেদই আমার নরক—আমার এই দৃঢ় প্রণয় অবগত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি বন গমনে কৃত নিশ্চয়া হইয়াছি—যদি আমাকে না লইয়া যাও আমি অদ্যই বিষপান করিব—কোনমতেই ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এখানে থাকিব না। নাথ! তুমি পরিত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ। আমি মুহূর্ত্তকালও তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না—তা আবার চতুর্দ্দশ বৎসর কে সহিবে?

শোকসন্তপ্তা সীতা করুণ বচনে এইরূপে বহু বিলাপ করিলেন, এবং স্বামীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। বিষাক্ত বহু বাক্যবাণ বিদ্ধা গজাঙ্গনার ন্যায়, অরুণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গীরণ করে সেইরূপ তিনি চির নিরুদ্ধ বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন। জলোদ্ধৃত পদ্ম হইতে যেমন জল নির্গত হয় সেইরূপ তাঁহার নয়ন কমল হইতে স্ফটিক সঙ্কাশ সন্তাপ সমুদ্ভূত বাষ্পবারি বহির্গত হইতে লাগিল। প্রবল শোকানলে তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র সুন্দর, আয়তলোচন বিশিষ্ট মুখ মণ্ডল জলোদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় মলিন হইয়া গেল।

ভগবান্ বাল্মীকি সীতার প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াছিলেন কাজেই সকল কথাই লিখিয়াছেন। কৃত্তিবাস মূলের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের বর্ণনাও সুন্দর। কৃত্তিবাস লিখিতেছেন—

বিদায় লইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্ম্ম দোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
বিবাহ করিয়া বর্ষ কত আছি ঘরে।
হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহা ফেরে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে॥
জানকী বলেন দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তুমিযাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
শতদুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সাথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মন সুখে।
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে॥

তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ কমল॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে॥
চিন্তা না করিহ কান্তে ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষস কত আছে সেই বনে॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজনারী রাখিতে যে ভয় বাসে মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন্ ধীর জনে॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তাঁর রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়॥
তোমা সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
বহুতীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বত করিব আরোহণ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে॥

শুনহে জনকরাজ তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবান আছে মম ললাটে লিখন॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥

আমি আছি ওরে।

স

বল বল পুনঃ বল সে মধুর বাণী।
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি তোর।
হৃদয় বীণার তারে উঠুক সে ধ্বনি॥
আমারে হারায়ে আমি হয়ে থাকি ভোঁর॥

বে

অনন্ত বাসনা মাঝে স্বরূপ ভুলিয়ে।
করে যবে হাহাকার ক্লান্ত স্বান্ত মোর।
শুনি যেন সেই কালে রোমাঞ্চিত হয়ে॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি তোর॥

আ

লয় বিপেক্ষের রণে অতি শ্রান্ত কায়ে।
"হলোনা" বলিয়া আমি কাতর অন্তরে।
উঠেপড়ি যেইকালে বোল গো হাসিয়ে॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি ওরে॥

মি

যশঃ অর্থ ভোগ আশে উন্মাদের প্রায়।
আপনা পাশরি যবে ছুটে যাই দূরে।
সেই কালে কাণে কাণে ব'ল গো আমায়॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি ওরে॥

স

অর্থাভাব কশাঘাতে রক্তাক্ত হৃদয়ে।
কাঁদি যদি কভু ওগো ভুলিয়া তোমারে।
হাসি হাসি মুখে সখা বলি ও আসিয়ে॥
আমি তোর তুই মোর আমি আছি ওরে॥

ব

দরিদ্র বলিয়া যবে আত্মীয় স্বজন।
প্রার্থনা ভয়েতে তারা চাহিবেনা ফিরে॥
ব'লো তুমি হৃষীকেশ হৃদয়ের ধন।
আমি তোর তুই মোর আমি আছি ওরে॥

আ

অযোগ্য অক্ষম বলি গুরুগণ যবে।
পশুতুল্য পশুবুদ্ধি করে অনাদরে।
হে মোর মরম মণি তবেতো বলিবে।
তোর আমি তোর আমি আমি আছি ওরে॥

মি

সাধু বলি লোকে যবে সম্মান করিবে।
অথবা অসাধু বলি নিন্দিবে আমারে।
হৃদয় সর্ব্বস্ব হরি মোরে তো কহিবে॥
তোর আমি তোর আমি আমি আছি ওরে॥

আ

রূপের অনলে কভু পতঙ্গের মত।
যাই যদি পড়িতে গো পূর্ব্ব কর্ম্ম ফেরে।
সেই কালে ব'লো নাথ হয়ে উপনীত॥
তুই মোর আমি তোর আমি আছি ওরে॥

মি

ঠিকন পীড়ায় আমি হইয়া পীড়িত।
শয্যায় পড়িয়া যবে কাঁদিব কাতরে।
তখন বলিও দেব হয়ে উপস্থিত॥
তুই মোর আমি তোর আমি আছি ওরে॥

আ

পিঞ্জরের মায়া ভুলে প্রাণপাখী যবে।
পলাইবে উর্দ্ধশ্বাসে ত্যজিয়া পিঞ্জরে।
ব'লো ব'লো তারে ব'লো শুনিয়া সে যাবে॥
আমি তুই তুই আমি আমি আছি ওরে॥

মি

কি জানি কেন গো আমি হলাম এমন।
কে করিল ছাড়াছাড়ি তোমারে আমারে।
দাও দাও বুঝাইয়ে, করাও শ্রবণ॥
আমি তুই তুই আমি আমি আছি ওরে॥

ও

মানব মানবে যথা করেগো দর্শন।
চির সাধ সেইরূপ দেখিব তোমারে।
পুরিলনা আশা মোর, করাও শ্রবণ॥
সবে আমি সব আমি আমি আছি ওরে॥

রে

স্বরূপ হারান জীব শোন একবার।
হতেছে ধ্বনিত ওই দিগ্ দিগন্তরে।
ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই আর॥
সবে আমি সব আমি আমি আছি ওরে॥

প্রবোধ
দিগম্বুই চতুষ্পাটী।

আমির সন্ধান।

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণীমাত্রেই আমির ব্যবহার করিতেছে। আমি ও আমার লইয়া সকলেই ব্যস্ত কিন্তু আমি যে কে তাহা জানিবার ও সন্ধান লইবার আকাঙ্ক্ষা বহু লোকেরই নাই। নির্ম্মল নিঃসঙ্গ আনন্দস্বরূপ আমি পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া বদ্ধ। অকর্ত্তার কর্ত্তা অভিমান যত অনর্থের কারণ হইয়াছে। এখন এই ঘোর আত্মবিস্মৃতি হইতে মুক্ত হইবার একটিমাত্র পথ বা উপায় আছে। শাস্ত্র বলেন তাহা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। জ্ঞানী হও অথবা ভক্ত হও মুক্ত হইবার উপায় ঐ একটি অভিমান ত্যাগ জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনপ্রণালী অবশ্য ভিন্ন। জ্ঞানীর অবস্থা

"আত্মরতি আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দে ভরা প্রাণ।
প্রকৃতির কোন কার্য্যে নাহি করে অভিমান॥
নিঃসঙ্গ নির্ম্মল পূর্ণ সমদর্শি সর্ব্বভুতে।
সাক্ষীরূপে বিরাজিতে মুক্ত অভিমান হ'তে॥"

এ অবস্থায় জ্ঞানীর কর্ত্তা হইবার অবসর থাকে না। আর ভক্তের সাধনা

"অনন্ত আকাশ যুড়ে তোমার বিশাল আঁখি।
জগতের প্রতি দৃশ্যে ওদুটি নয়ন দেখি॥
নয়নে নয়ন পড়ে যখন যেদিকে চাই।
স্নেহ মাখা আখি দুটি সতত দেখিতে পাই॥"

ভক্তের যখন সর্ব্বত্রই ইষ্টের নয়নে নয়ন পড়ে তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না। এক বিন্দুবারি যদি অসীম সাগরের বক্ষে আশ্রয় পায় তখন বিন্দুর পৃথক স্বত্বা থাকে কি? সেই অসীমতার মাঝে বিন্দু যে সিন্ধু হইয়া যায় তখন আমি বিন্দু এ অভিমানের অবসর কোথায়? পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী ও ভক্তের একই ভাব। উভয়েরই প্রেমের গভীরতা, মধুরতা ও নির্ভরতা অতুলনীয়। যাহা হউক্ অজ্ঞান অন্ধকারেই রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হয়। জ্ঞানালোকে সে ভ্রান্তি অপসৃত হয়। মাটির ঘটের রূপ যদি ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে মাটিই থাকে। জীবের স্বরূপ চৈতন্য আমি কে জানিতে পারিলে জগদীন্দ্রজাল মুছিয়া যায়। জীব চিরানন্দ প্রাপ্ত হয়। তবে কি জন্ম সৃষ্টির কোন স্বার্থকতা নাই? না আছে

বিনা কারণে জগতের একটি বালুকণাও সৃষ্ট হয় নাই। সেই অবাঙ মনসগোচরকে কে প্রকাশ করিত যদি এই কল্পিত জগৎ না থাকিত? স্ফটিকের স্বচ্ছতাকে কে প্রতিপন্ন করিত যদি রক্তবর্ণ জবা স্ফটিকের সন্নিহিত না হইত। পরমাত্মা নিজেকে আস্বাদন করিবার জন্য এই জগৎরূপ মায়াতরঙ্গ তুলিয়াছেন।

মানুষ যদি চৈতন্যের লক্ষ্যটা স্থির করিবার অভ্যাস করিয়া লয় তাহা হইলে এই জীবনেই পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। আর লক্ষ্যটি স্থির করার জন্য প্রবল পুরুষকার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রাণপণ করিলে পুরুষকার রূপী ভগবান যোগোক্ষেম বহন করিয়া দেন। ভ। ৮কাশীধাম।

১৩৩০ সালের বর্ষশেষ।

শ্রীভগবান বর্ষ শেষ করেন বসন্ত আনিয়া। তুমি কি দিয়া বর্ষ শেষ করিতেছ? রস আনিয়া না নীরসকে রস ভাবিতে বলিয়া?

যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে রসই বা কোথায়? আর সমাজ গঠন জাতি গঠন এই সবই বা কোথায়? জ্ঞান কি তাহা কি দেখিয়াছ—না গালবাদ্য করিয়া—গলাবাজী করিয়া খুব জোর করিয়া বলিয়া তুমি ভাবিতেছ তুমি জাতির উদ্ধার কর্ত্তা—সমাজের উদ্ধার কর্ত্তা?

যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে তাহার কথায় রস আছে তাহার কার্য্যে রস আছে—তাঁহার কার্য্য উদ্ধার পথে—আর যার জ্ঞান হয় নাই তাহার কার্য্য ধ্বংস পথে। তুমি কোন্ পথে? সব ত বদলাইতে যাও—আর তোমার মত অজ্ঞানীকে দলবদ্ধ করিয়া ভাব জগৎ উদ্ধার করিতেছ? মুনি ঋষি ত মাননা—বেদকেও অভ্রান্ত বলনা। যদি মানিতে, যদি বলিতে, তবে তোমার কথার সঙ্গে ঋষিদের কথা মিলেনা কেন? তুমি সম্যক্‌দর্শী না অল্পদর্শী? তুমি যদি অন্ধ হও—জ্ঞানী না হও তবে তুমি জাতিটা মরিয়া যাইতেছে ভাবিয়া কতগুলি অন্ধকে ভারত উদ্ধার করিতে ছুটাইবে।

যাঁহারা আমাদের সমাজ গড়িয়াছিলেন তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানী দেখিতে পান নানা প্রকারের জীবের গতি হইতেছে কোন দিকে।

যাঁহারা জগতের সকল বস্তুকে ঈশ্বর ভাবনা করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ ত্যাগী পুরুষ—তাঁহারা কোথাও বিরোধ দেখিতে পান না। তাঁহারা মৃত্যু কালে এমন কি, জীবিত কালেও তাঁহার সহিত মিশিয়া থাকেন—ইহাদের প্রাণের উৎক্রমণ ও হয় না। ইহারা জ্ঞানী পুরুষ। জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বত্র একই দেখেন—গতাসু অগতাসুর জন্য শোক করেন না—অশোচ্য যাহা তাহাতে আদৌ শোক তাঁহার নাই। যাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয় নাই তাঁহাদিগকে শত বর্ষ ধরিয়া অর্থাৎ জীবত কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে জ্ঞান লাভেরই জন্য। এই দুই প্রকার জীবের গতি শুভ পথে—একজন সদ্যমুক্ত অন্য জন ক্রম মুক্তি পথে।

জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েই শাস্ত্রপথে চলেন—শাস্ত্রের কর্ম্ম মানেন। আর যাঁহারা শাস্ত্রের কর্ম্ম মানেন না তাঁহারা কি? তুমিই ইহার উত্তর দাও। তুমি সমাজ হইতে যাহা তাড়াইতে চাও—তাহা কি বেদ তাড়াইছেন—না তাড়াইছেন না তুমি বেদের অর্থকে তোমার মনের মতন করিয়া নূতন পথের সৃজন করিতেছ? কখন ভাবিয়াছ তুমি ঋষিগণের সহিত মিলিতে পারনা কেন? বাপু—তুমি যে বল সে সময় ত এখন নাই তাঁহাদের শিক্ষা এখনকার পরিবর্ত্তিত কালে প্রযুজ্য হইবে কিরূপে? তাঁহারা কিন্তু তোমার মত লোকের অবস্থা এই কালে কি হইবে তাহা লিখিয়া থুইয়া গিয়াছেন; তুমি সব পড়িয়াছ—এ সব ও ত পড়িয়াছ? এই কালে কি করিতে হইবে—কোথায় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা দেখাইযা গিয়াছেন—কিন্তু যাহা অপরিবর্ত্তনীয়—যাহা সনাতন তাহা পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া তাঁহারা অজ্ঞানীর কার্য্য করেন নাই।

তুমি যদি জ্ঞানী ও কর্ম্মীর সহিত না মিলিতে পারিলে, তবে তোমার গতি কোথায় আর তোমার দলের গতি কোথায় জান ত? অসূর্য্যা নাম ত লোকাঃ ইহা ত পড়িয়াছ?

যে জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শ্রুতি জীবের গতি দেখাইতেছেন সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়—যুদ্ধই অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম। অর্জ্জুন সন্ন্যাসীর আচরণ করিতে যাইতে ছিলেন তাই ভগবান তাঁহার পরধর্ম্ম গ্রহণ ছাড়াইয়া স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য গীতা শিক্ষা দিলেন। তুমি ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—মানিতেই চাও না। বল দেখি তুমি জ্ঞানী না কর্ম্মী না অজ্ঞানী? তুমি বিচার কর। আহারের শুচি অশুচি মানলা ইহা বেদ বিরোধী যথা। আচার মাননা—ইহা বিরোধী

ব্যবহার। সন্ধ্যা পূজা, শ্রাদ্ধ তর্পণ আচার অনুষ্ঠান শিখা সূত্র কিছুই মাননা তুমি কার মতন তুমিই বিচার কর। কোন বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এ সব কথা বলা হইতেছে না। যদি সকলে মিলিয়া শাস্ত্র পথে চলা যায় তবে কত কার্য্য হয়—আর তাহা না হইলেই অজ্ঞানের প্রসার আর ব্যভিচারের প্রসার। বাপু—মানুষ যা চায় তুমি কি মানুষকে তাই দিবে না অল্পে অল্পে তাহাকে তাহার কদর্য্য অভ্যাস ছাড়াইয়া জ্ঞানের পথে কর্ম্মের পথে বেদের পথে চালাইবে? আর যদি স্পষ্ট কথা বলিতে ভরসা থাকে তবে কোন কপটতা না করিয়া বল আমরা বেদও মানি না শাস্ত্রও মানি না ধর্ম্মও মানি না—আমরা স্বভাববাদী—আমরা সুবিধা-বাদী—আমাদের মন যখন যাহা বলিবে আমারা তাহাই করিব। তবে তাহাই হউক—তোমাদের প্রদর্শিত পথে জাতিটা যদি চলে তবে ত এটা মরিবেই নিশ্চয়, জগৎটাকে ধ্বংস পথে লইয়া যাইবে। আমরা জাতির বিনাশে কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কুপথে চলা অপেক্ষা মরাই ভাল। বিশেষতঃ কতবার ধরিয়া জাতি জন্মিল মরিল কিন্তু সনাতন যাহা আছে তাহা মরিল না, মরিবেও না। তুমি শত চিৎকার করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিলেও মরিবে না।

বলিতেছিলাম বসন্ত আনিয়া শ্রীভগবান বর্ষ শেষ করিলেন। বসন্ত দেখিতে যাইবে? চল একটু বনভূমি দেখিয়া আসি। এই পুণ্য পুষ্পিত কানন দেখিয়া কাহারও কি সাড়া পাও? কে আসিয়াছে বলিয়া লতায় লতায় ফুল ফুটিল, পশুপক্ষী মধুর হইল, ভ্রমর মক্ষিকা সুন্দর গুঞ্জন করিল কে আসিয়াছে তাই বল? সে কালে কালে কালের মত হইয়াই আইসে চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে যে দেখা তাহাতে তারে দেখা হয় না। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে তবে সব কাজে আজ একজন অথবা "অবিভক্তং বিভক্তেষুর" সন্ধান মিলে। ভিতরে তারে দেখিবার জন্য সাধন ভজন করিলে তবে বাহিরে তাহার সাড়া অনুভব করা যায়। ভিতরের তপস্যা কতটুকু করিতেছ বা করাইতেছ? তপস্যাই ভারতের প্রাণ। যেখানে শুধু বচন—কর্ম্ম নাই সেখানে যাহা হয় তাহাই চারিদিকে। জাতিটার, কল্যাণ হউক ইহাই প্রার্থনা।

১৮-৯৮ বর্ষ

১৩৩০ সালের বর্ষ সূচী।

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মান-মন্বিষ্যাদিত্যমভি জয়ন্তে। প্রশ্নোপনিষদ্ ১।৯-১০। ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ্-বাক্যেষু সংবৎসরমাসাহো-রাত্র স্বরূপে প্রজাপতৌ জনানাং কর্ম্মাণি ব্যবস্থীয়ন্তে ॥৮॥

চূর্ণিকা।

স পর্য্যগাত্

যোঽয়ম্ অতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্তঃ স আত্মা পর্য্যগাৎ—পরিসমন্তাৎ অগাৎ গতবান্—আকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। [আচার্য্যঃ]

স আত্মা সগুণঃ সন্ পর্য্যগাৎ পরিবেষ্টিতবান্ সমন্তাদাচ্ছিতবান্ শরীররূপেণ জীবরূপেণ চ। কং পর্য্যগাৎ? শুক্রমিতি [সত্যানন্দঃ]

স পর্য্যগাৎ। জগতী। য এবমাত্মানমুপাস্তে স পর্য্যগাৎ পরিগচ্ছতি শুক্রং শুক্রং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবমচিন্ত্যশক্তিম্—ইত্যাদি [উবটাচার্য্যঃ]

স পর্য্যগাৎ পরোহ্যাত্মা সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ।
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা ॥
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।
ইতিমন্ত্রো যতঃ শাস্তি তস্মাদ্ভেদো ন বিদ্যতে ॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

আবরণবিক্ষেপয়োরভাব উক্তঃ সোঽয়মনুপপন্ন ঈশ্বরস্যাপ্যাত্মত্বাজ্জীববচ্ছরীরাদি সম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যং সাধ্যসমত্বং চাঽহ—স ঈশ্বর-স্বরূপাভিন্ন আত্মা পর্যগাৎ পরিতঃ সমন্তাদধিগতবান্। যস্মাৎ এতাদৃশং শুক্রমহমস্মীতি স জীবঃ পর্য্যগাৎ তস্মাৎ সোঽপ্যেবং বিশেষণো ন তৎ দৃষ্টান্তেন ঈশ্বরস্য সংসারিত্বমিত্যর্থঃ। অনেজদাদিরূপং যদুক্তং ঈট্স্বরূপং তদেবায়ং জীবোঽধিগন্তা পুংলিঙ্গত্বেনাক্তোঽতেস্তল্লিঙ্গমুররীকৃত্যাহ কবিঃ ইত্যাদি [শঙ্করানন্দঃ]

আত্মজ্ঞস্থিতিমুক্ত্বা পুনরাত্মস্বরূপং লোকোত্তরৈশ্বর্য্য প্রদর্শনেনোপসংহর্ত্তুং বর্ণয়তি—স পর্য্যগাদিতি। অত্র স ইত্যুত্তরার্দ্ধে চ কবিরিত্যাদি শব্দৈঃ পুংলিঙ্গত্বেন

নির্দ্দেশাৎ শুক্রমিত্যাদীনি বিশেষণানি পুংলিঙ্গত্বেন বিপরিণম্যান্তথবা স ইতি শব্দো ভিন্নক্রম উত্তরার্দ্ধেণ সংবধ্যতে।

যস্তদোর্নিত্য সম্বন্ধাৎ। যদ্ব্রহ্ম পর্য্যগাৎ পরিঃ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বতো জগৎ ব্যাপ্যাহসীৎ। শুক্রং শুদ্ধং দীপ্তিমৎ সপ্রকাশম্—ইত্যাদি স এতাদৃশং ব্রহ্মৈব স্বশক্তিমাদায়েশ্বরো ভূত্বা কবিরতীতানাগতজ্ঞ ইত্যাদি।

অথবা যথোক্তাত্মজ্ঞস্যোহক্তানুবাদ পূর্ব্বকমৈশ্বর্য্যমাহ—স শব্দ উত্তরার্দ্ধেনৈব সম্বধ্যতে। যঃ শুক্রমিত্যাদি যথোক্ত বিশেষণবিশিষ্টং ব্রহ্ম পর্য্যগাৎ সর্ব্বভাবেন জ্ঞানবান্—গত্যর্থানাং বুদ্ধ্যর্থত্বাৎ স ব্রহ্মজ্ঞঃ কবিঃ ক্রান্তদর্শী—মনীষী নৈতাসংবন্ধেন প্রশস্তবুদ্ধিমান্ পরিতঃসর্ব্বমপি স্বয়মেব ভবতীতি পরিভূঃ সকলাত্মকঃ। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মরূপো যথাস্বরূপং তেন তেন রূপেণ অর্থান্ পদার্থান্ ভোগ্যবিষয়ান্ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যস্তাদর্থ্যে চতুর্থ্যানশ্বনর্ষোপভোগায় ব্যদধাৎ স্বয়মেব কৃতবান্।

যস্মাদনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃত্ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা ইতি শ্রুতে **ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতীতি** ভাবঃ

[রাম চন্দ্রঃ]

স পর্য্যগাৎ—স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ পরিতঃ সমন্তাৎ অগাৎ পরিতোগচ্ছতি সর্ব্বমবগচ্ছতি ব্যাপ্নোতি চ। আকাশবৎ ব্যাপী।

অত্রাহন্তেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণা পরিত্যাগাৎ জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা প্রথমো বেদার্থঃ।

ঈশাবাস্যমিত্যাদিনা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমিতি।

অজ্ঞানিনাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাসম্ভবে সতি কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেজ্জিজীবিষেরিতি কর্ম্মনিষ্ঠা—দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। তনয়োশ্চিরন্তনয়োর্ম ন্ত্রঃ প্রদর্শিতঃ—সোহকাময়ত জায়া মে স্যাদিতি তস্যাজ্ঞানিনঃ কর্ম্মাণি। মন এবাস্যাহত্মা বাগ্জায়েত্যাদি বচনাৎ। অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ নিশ্চিতমবগম্যতে। তথাচাহত্মস্বরূপাবস্থানং জায়াদ্যেষণাসংন্যাসেনাহত্মবিদা কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেনাহত্ম স্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শনাৎ। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোক ইত্যাদিনা যৎজ্ঞাননিষ্ঠাসংন্যাসিনস্তেহসুর্য্যা নাম ত ইত্যাদিনাহবিদ্বন্ নিন্দাদ্বারেণাহত্মনঃ স পর্য্যগাদিতি বদতো মন্ত্রেরুপাদিষ্টৌ ? যত্র তত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। যথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি—**অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগ্ ঋষিসংঘ জুষ্ট** মিত্যাদি বিভজ্যোক্তম্।

যেতু কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজীবিষবন্তেভ্য ইদমুচ্যতে—অন্ধংতম ইত্যাদিনা। কথং পুনরিদমবগম্যতে সাধ্যসাধনভেদোপদর্শনম্। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং তত্র কেনচিদপি কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা স মূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ভবতু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্যানিন্দা। তত্রচ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা তদিহোচ্যতে। দৈবং বিত্তং দেবতাদিজ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেনোপন্যস্তেন পরমাত্মবিজ্ঞানং বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্ ফলাশ্রবণাৎ ততো জ্ঞান কর্ম্মণোরিহৈকৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া নিন্দাপরৈকৈকস্য পৃথক্ ফলাশ্রবণাৎ বিদ্যয়া তদারোহন্তি বিদ্যয়া দেবলোকঃ। তত্র দক্ষিণা যন্তি কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। ন হি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ॥ [আনন্দভট্টঃ]

এবম্ভূতাত্মজ্ঞানিনঃ ফলমাহ—স পর্য্যগাদিতি। জগতী। যোঽধিকারী পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণাঽত্মানং পশ্যতি স ঈদৃশমাত্মানং পর্য্যগাৎ প্রাপ্নোতি। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি সূত্রাৎ বর্ত্তমানে লুঙ্। কীদিশং শুক্রং ইত্যাদি।—ঈদৃশমাত্মানং জ্ঞানী পর্য্যগাৎ ইত্যন্বয়ঃ। কায়াদিরহিতোঽপি পরমাত্মা জগৎসর্জ্জনাদি করোত্যচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ ইত্যাহ—কবিরিতি।

কবিরিত্যুক্তরার্দ্ধমুপাসিতুঃ ফলকথনপরমিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তত্র ক্রমভঙ্গাৎ উপেক্ষ্যম্॥ [অনন্তাচার্য্যঃ]

স তত্ত্বজ্ঞ পর্যগাৎ সর্ব্বমগমৎ। কিং পর্য্যগাৎ? ইতি বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং প্রথমং নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বমাহ শুক্রং ইত্যাদি। তথবা যড়্‌পি ক্রিয়াবিশেষণম্। পুনঃ স এব কবি ইত্যাদি।

অহমেব তত্তং রূপেণ সর্ব্বমকরবমিত্যপ্যনুসন্দধাতি কদাচিৎ স ইতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

জগত আত্মরূপত্বং তজ্জ্ঞানস্য চ মহত্ত্বমুক্ত্বা তস্যৈবাত্মনঃ শরীর জীবেশ্বররূপৈঃ সগুণত্বং কূটস্থরূপেণ নিগুর্ণত্বঞ্চ দর্শয়তি স ইতি। স্ব মহিমাত্ স আত্মা সগুণঃ সন্ পর্য্যগাৎ পরিবেষ্টিতবান্ সমন্তাৎ আচ্ছাদিতবান্ শরীররূপেণ জীবরূপেণ চ। কং পর্য্যগাৎ? শুক্রং ইত্যাদি।

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃপরঃ মুণ্ডকঃ ২।১।২ ইতি শ্রুতেঃ। এতানি ব্রহ্মণঃ স্বরূপ লক্ষণানি নিষ্কল ভাব সূচকানি। যদুক্তং মাণ্ডূক্য শ্রুত্যা বাঘনশ্চতুর্থপাদ নির্ণয়ে—অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্য-

ऐकात्म-प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते

মাণ্ডুক্য ৭।

নির্গুণঃ স শুদ্ধ চিদ্রূপ আত্মা সগুণেনাত্মনা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি লক্ষণৈস্ত্রিভিঃ শরীরৈরাচ্ছাদ্যতে। এবমাচ্ছাদিতোঽপি স আত্মা অশরীর এব শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বেঽপি গুণ সম্বন্ধাভাবহেতোঃ শরীরধর্ম্ম গ্রহণাসম্ভবাৎ। তদুক্তং ছান্দোগ্য শ্রুতৌ--

“मघवन्मर्त्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीर-स्यात्मनोऽधिष्ठानम्, आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्याम्, न वै स-शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये स्पृशतः” ছান্দোগ্য ৮।১২।১।

আত্মনো নির্গুণকূটস্থরূপেণ অশরীরত্বং সগুণ জীবরূপেণ সশরীরত্বমিত্যর্থঃ। সগুণস্যাত্মনঃ স্বভূতগুণক্রিয়াবশাৎ শুদ্ধ চিদ্রূপত্বং স্বল্পাধিকং প্রচ্ছন্নীভবতি ততশ্চ জীবত্বং শরীরত্বঞ্চোপজায়তে। নির্গুণঃ কূটস্থ আত্মা সগুণস্যৈতজ্জীবশরীর-ভাবাভ্যামাচ্ছাদ্যতে।

একমেব তত্ত্বং বিদ্যতে নান্যদস্তি কিঞ্চনেতি সর্ব্বোপনিষদাং মতম্। তচ্চ ব্রহ্ম চিদ্রূপং। ততশ্চিদ্রূপমেব সর্ব্বং জগৎ। সৃষ্টৌ সা চিৎ প্রতিদেহে পূর্ণাপূর্ণভাবাভ্যাং আবির্ভবতি। পূর্ণভাবেন সা কূটস্থা অপূর্ণভাবেন জীবঃ শরীরশ্চ। কথং পূর্ণা সা ভবত্যপূর্ণা? অচিন্ত্য-শক্তেস্তস্যা অনাদিসৃষ্টিশক্তিত্বাৎ। কিং তচ্ছক্তিশ্চিদেব চিদ্ভিন্না বা? চিদেব সা শক্তিঃ শক্তি শক্তিমতোরভেদত্বাৎ। কথং চিদ্রূপিণী সৃষ্টিশক্তি শ্চৈতন্যং হ্রস্বীকরোতি? উক্তমেব ব্রহ্মণোঽচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। উক্তঞ্চৈতরেয়োপনিষদি

“यदेतत् हृदयं मनश्चैतत् सज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामोवश इति सर्व्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्मैष इन्द्र, एष प्रजापतिरेते सर्व्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषी त्येतानीमानी च क्षुद्रमिश्राणीव। बीजानीतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरम्। सर्व्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म”

ইতি ঐতরেয় ৫।২-৩। প্রপঞ্চস্য বৎ ব্যবহারিক জড়ত্বং তজ্জীবানাং ভোগেচ্ছা রূপকর্ম্মসংস্কারাৎ ভবতি। সংস্কারবশাজ্জীবা ভোগমিচ্ছন্তি, পুনস্তৎ ইচ্ছাপূরণায় ভোগ্য প্রপঞ্চস্যাবির্ভাবঃ স্যাৎ। জীবানামপূর্ণচিন্তাবস্থাদেব তেষাং ভোগেচ্ছা প্রপঞ্চে জড়ত্বভোগ্যত্বদর্শনঞ্চ। ততঃ সংস্কারা এব জীবানামপূর্ণচিন্তাবস্থায় কারণানি। তে ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিগুণপরিণামাঃ। ব্রহ্মণো গুণাময়ী সৃষ্টিশক্তি-র্মায়ৈব কর্ম্মরূপেণ কর্ম্মজন্য সংস্কাররূপেণ চ স্বকীয়পূর্ণচিন্তাবমাচ্ছাদ্য জীবাদিভাবমবাপ্নোতি। **"ছন্দাংসি যজ্ঞা ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্‌ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগত্‌"** শ্বেতাশ্বতর ৪।৮-১০ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবা ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিলীলা। **সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তত্‌ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশত্‌।** ঐতরেয় ২।৬।২ ইতি শ্রুতেঃ কামতঃ কর্ম্ম সংস্কারাৎ তপসো জ্ঞানাচ্চ সৃষ্টিরিত্যুপপদ্যেত। তস্মাৎ সৃষ্টিশক্তে র্মায়ায়া মূল প্রকৃতেঃ সগুণ ব্রহ্মণো বা দ্বিবিধং রূপমস্তি—কামরূপং জ্ঞানরূপঞ্চ। কামরূপেণ সা ত্রিগুণাত্মিকা—জ্ঞানরূপেণ চিন্ময়ী। ত্রিগুণাত্মিকা সা স্থূল সূক্ষ্মকারণ শরীরাণাং কারণং—চিন্ময়ী সা শরীরাধিষ্ঠিতানাং সর্ব্ব সংবেদনানাং হেতুঃ। ত্রিগুণাশ্চ ন চিদ্ভিন্নাঃ। প্রলয়ে তে ব্রহ্মস্বরূপেণ তিষ্ঠন্তি। **"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস"** ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১২৯।২ **"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং"** ছান্দোগ্য ৬।২।১ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। প্রলয়ান্তেঽপি তে ঈশ্বরাত্মনা সাম্যাবস্থায়াং চিদ্রূপেণাবতিষ্ঠন্তে যস্মাৎ সগুণ ব্রহ্মণ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বনিয়ন্তৃত্বাদিধর্ম্মাঃ। **"তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্‌"** শ্বেতাশ্বতর ১।৩ ইতি শ্রুতেঃ। তে যোগিনঃ দেবাত্মিকাং ব্রহ্মাত্মিকাং শক্তিং সৃষ্টিশক্তিং স্বগুণৈঃ স্বভূত—সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ নিগূঢ়াম্‌ গুপ্তস্বরূপাং অপশ্যন্‌ ইত্যর্থঃ। সা চ ভগবতী শক্তিঃ সৃষ্ট্যর্থমংশতঃ সাম্যাবস্থা-মেকরসত্বং পরিত্যজ্য বিষম ত্রিগুণরূপেণাবির্ভবতি স্বীয়য়াচিন্ত্যশক্ত্যা। ততো জগৎ যস্মিন্‌ সা পুনঃ বিষম—গুণ সম্বন্ধাৎ জীবরূপেণ ভুনক্ত্য বিষম গুণ সম্বন্ধাদী-শ্বররূপেণ সর্ব্বমেতচ্ছাস্তি। ন কদাচিৎ গুণাশ্চিদ্ভিন্নাস্তিষ্ঠন্তি চৈতন্যস্য সর্ব্বব্যাপক

ত্বাৎ। ততস্তেষাঙ্কিঞ্চিত্তিরস্থমপ্রতিপন্নম্ প্রলয়ান্তে চিদ্রূপিণো ব্রহ্মণ আবির্ভাবাৎ পুনঃ প্রলয়ে তস্মিন্নবসানাচ্চ। **"উদ্গীতমিদন্ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ"** শ্বেতাশ্বতর ১।৭ ইতি শ্রুতেঃ। ত্রয়ং ভোগ্যং ভোক্তা প্রেরয়িতেতি যাবদক্ষরং নিগুর্ণং ব্রহ্ম।

সগুণস্যাত্মনঃ শরীর ভাবেন জীবভাবেন চাচ্ছাদয়িতৃত্বমুক্ত্বা নিয়ন্তৃত্বমুচ্যতে—কবিঃ ইত্যাদিনা [সত্যানন্দঃ]

শুক্রম্ (১) শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ [আচার্য্যঃ]

(২) সারভূতং প্রকাশরূপং বা [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) শুক্রং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবমচিন্ত্যশক্তিং [উবটাচার্য্যঃ]

(৪) শুভ্রং রজস্তমোমালিন্যরহিতং দ্যুতিমন্তং [সত্যানন্দঃ]

(৫) শুক্র জ্যোতিঃ স্বভাবোঽয়ং নিত্যচিন্মাত্রবিগ্রহঃ [ব্রহ্মানন্দঃ]

(৬) দীপ্তিমৎ ঈট্ স্বরূপমহমস্মীতি। [শঙ্করানন্দঃ]

(৭) শুদ্ধং দীপ্তিমৎ স্বপ্রকাশম্। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ [রামচন্দ্রঃ]

(৮) শুচ দীপ্তৌ শুচিমৎ দীপ্তিমদিত্যর্থঃ [আনন্দভট্টঃ]

(৯) শুক্রং শুদ্ধং রলয়োরভেদাৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বভাবম্ [অনন্তাচার্য্যঃ]

অকায়ম্

(১) অশরীরো লিঙ্গশরীর বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ [আচার্য্যঃ]

(২) অশরীরম্ [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) ন বিদ্যতে কায়ঃ শরীরং যস্য স তথোক্ত [উবটাচার্য্যঃ]

(৪) লিঙ্গদেহবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ [ব্রহ্মানন্দঃ]

(৫) শুক্রবিশেষণানি—অকায়ং—কায়ঃ সূক্ষ্মদেহো ন বিদ্যতে যস্য তৎ [শঙ্করানন্দঃ]

(৬) ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যস্য সঃ। তং

অব্রণম্

(১) অক্ষতম্ [আচার্য্যঃ]

(২) অখণ্ডঃ [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) অজরম্ [সত্যানন্দঃ]

(৪) একীভূতঃ স্বয়ং চাত্মা সর্ব্বং ব্যাপ্য প্রতিষ্ঠিতঃ [ব্রহ্মানন্দঃ]

(৫) অকায়ং তত্র হেতুরব্রণং—ব্রণশ্ছিদ্রং ভেদ ইত্যর্থঃ। নবিদ্যতে ব্রণো যস্য তদব্রণম্ [শঙ্করানন্দঃ]

(৬) ব্রণঃ ক্ষতং তদ্রহিতং [রামচন্দ্রঃ]

(৭) অহতম্ [আনন্দভট্টঃ]

(৮) অকায়ত্বাদেবাব্রণমচ্ছিদ্রং পূর্ণমিত্যর্থঃ।

অস্নাবিরং

(১) স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূল শরীর প্রতিষেধঃ [আচার্য্যঃ]

(২) স্নু প্রস্রবণে ধাতুঃ। স্নাবয়ন্তি শরীরমিতি স্নাবাঃ শিরাঃ [আনন্দগিরিঃ]

(৩) স্নাবা নাড্যস্তচ্ছূন্যম্—স্থূল দেহ শূন্যম্ [ভাস্করানন্দঃ]

(৪) স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে তমস্নাবিরং শিরা রহিতং শিরোপলক্ষিতক্রিয়াসাধনরহিতং নিষ্ক্রিয়মিত্যর্থঃ [সত্যানন্দঃ]

(৫) স্নায়ুরহিতম্ [উবটাচার্য্যঃ]

(৬) স্থূলে সতি সূক্ষ্মস্যাপি সুসম্পাদাত্বমিত্যত আহ—অস্নাবিরং—স্নাবানি শিরা ন বিদ্যন্তে যস্য তদস্নাবিরং স্থূল শরীররহিতমিত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ]

(৭) স্নাবিরাঃ শিরা ন সন্তি যস্য তন্নিরবয়বত্বাৎ অব্রণমস্নাবিরমিতি বিশেষণদ্বয়েন স্থূলশরীর নিরাসঃ। অশরীরং **শরীরেষ্বনবস্থে ষ্ববস্থিতমিতি** শ্রুতেঃ [রামচন্দ্রঃ]

(৮) অকায় মিত্যনেন লিঙ্গশরীর নিষেধঃ। অস্নাবিরমিতি স্নাবোপলক্ষিত ধাতুময় স্থূলশরীর নিষেধ ইত্যপুনরুক্তিঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

শুদ্ধং (১) নির্ম্মলমবিদ্যামলরহিতমিতি কারণ শরীর প্রতিষেধঃ [আচার্য্যঃ]

(২) পবিত্রং [সত্যানন্দঃ]

(৩) অনুপহতং সত্ত্বরজস্তমোভিঃ [উবটাচার্য্যঃ]

(৪) পুণ্যপাপাদিরহিতং [শঙ্করানন্দঃ]

(৫) মায়াসম্বন্ধরহিতং **বিরজঃ পর আকাশাদিতি** শ্রুতেঃ। তমসঃপরমুচ্যত ইতি গীতা বাক্যাচ্চ [রামচন্দ্রঃ]

অপাপবিদ্ধং (১) ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপবর্জ্জিতম্ [আচার্য্যঃ]

(২) পাপাত্মনাশ্রয়ম্ ব্রহ্মেতিভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কারবর্জ্জিতম্ [সত্যানন্দঃ]

(৪) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরসংস্পৃষ্টং [উবটাচার্যঃ]

(৫) পাপং দুঃখহেতুরবিদ্যা ন তেন বিদ্ধং [শঙ্করানন্দঃ]

(৬) পুণ্যমপি পুনরাবৃত্তি হেতুত্বাৎ পাপমেব তেনোভয়াত্মকেনাবিদ্ধং

অপষদ্ধং—স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ানিতি শ্রুতেঃ। "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুরিতি ভগবদ্বাক্যাচ্চ।

(৭) ন পাপৈবিদ্ধং ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরস্পৃষ্টমীদৃশমাত্মানং জ্ঞানী পর্য্যগাৎ প্রাপ্নোতি ইত্যন্বয়ঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

(১) শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি "স পর্য্যগাৎ" ইত্যুপক্রম্য কবির্মনীষীত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহরাৎ [আচার্য্যঃ]

(২) শুক্রমিত্যুপক্রম্য অপাপবিদ্ধমিতি ব্রহ্ম। অথবা যদ্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্। [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) পূর্ব্বোক্তানি বিশেষণানি ব্রহ্মণঃ স্বরূপ লক্ষণানি নিষ্কলভাবসূচকানি। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ মুণ্ডক ২।১।২ ইতিশ্রুতেঃ।

নির্গুণ স শুদ্ধ চিদ্রূপ আত্মা সগুণেনাত্মনা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিলক্ষণৈস্ত্রিভিঃ শরীরৈরবাচ্ছাদ্যতে। এবমাচ্ছাদিতোঽপি স আত্মা অশরীর এব শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বেঽপি গুণ সম্বন্ধাভাব হেতোঃ শরীরধর্ম্মগ্রহণাসম্ভবাৎ। তদুক্তং ছান্দোগ্য শ্রুতৌ—

"মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা শরীর স্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্, আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্য শরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ছান্দোগ্য ৮।১২।১ আত্মনো নির্গুণকূটস্থরূপেণাশরীরত্বং সগুণ জীবরূপেণ সশরীরত্বমিত্যর্থঃ। সগুণস্যাত্মনঃ স্বভূত গুণ ক্রিয়া বশাৎ শুদ্ধ চিদ্রূপত্বং স্বল্পাধিকং প্রচ্ছন্নীভবতি ততশ্চ জীবত্বং শরীরত্বঞ্চোপজায়েতে। নির্গুণ কূটস্থ আত্মা সগুণ স্যৈতৎ জীব শরীর ভাবাভ্যামাচ্ছন্নতে।

সগুণস্যাত্মনঃ শরীর ভাবেন জীব ভাবেন চ আচ্ছাদয়িতৃত্বমুক্ত্বা নিয়ন্তৃত্বমুচ্যতে। কবিঃ ইত্যাদি। [সত্যানন্দঃ]

(৪) অকায়মব্রণমস্নাবিরমিতি পুনরুক্তাভ্যাসে ভূয়াং সমর্থং মন্তব্য ইত্যদোষঃ ইত্থম্ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে। [উবটাচার্য্যঃ]

(৫) যস্মাদেতাদৃশং শুক্রমহমস্মীতি স জীবঃ পর্য্যগাৎ তস্মাৎ সোঽপ্যেবং বিশেষণো ন তৎ দৃষ্টান্তেন ঈশ্বরস্য সংসারিত্বমিত্যর্থঃ।

অনেজদাদিরূপং যদুক্তমীটস্বরূপং তদেবায়ং জীবোঽধিগন্তা পুংলিঙ্গত্বেনোক্তোঽতস্তল্লিঙ্গমরীকৃত্যাহ—কবি ইত্যাদি [শঙ্করানন্দঃ]